তৃতীয় সংস্করণ

সংসদ

ব্যাকরণ অভিধান

অশোক মুখোপাধ্যায়



অশোক মুখোপাধ্যায় (জন্ম ১৯৩৮)। শিক্ষা : বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ স্কুল, কৃষ্ণনাথ কলেজ ও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। কর্মক্ষেত্র : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-এর মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, পরে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিন্টিং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে শিক্ষকতা। তারপর বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগের অধ্যক্ষ হন। বর্তমানে অভিধানচর্চা ছাড়াও কম্পিউটারে বাংলা ভাষা এবং হরফের চর্চা, বাংলা লিখনরীতি বিষয়ে ভাবনাচিন্তা এবং সহযোগীদের সঙ্গে কম্পিউটারে বাংলা হরফের প্রমিতীকরণ বিষয়ে কাজ করছেন। গ্রন্থ : *সংসদ সমার্থশব্দকোষ*, যেটি আধুনিক ভারতীয় ভাষার প্রথম থিসরাস, *সংসদ ব্যাকরণ অভিধান*, *সংসদ বানান অভিধান* প্রভৃতি।

সংসদ

ব্যাকরণ অভিধান

পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ

অশোক মুখোপাধ্যায়

সাহিত্য সংসদ

SAMSAD BYAKARAN ABHIDHAN
(Dictionary of Bengali Grammar)
By Ashoke Mukhopadhyay

ISBN : 978-81-7955-060-5

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর ১৯৮৯
পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ডিসেম্বর ১৯৯৫
পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ২০০৫
দ্বিতীয় মুদ্রণ : অক্টোবর ২০০৯

প্রচ্ছদ : ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশক
দেবজ্যোতি দত্ত
শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৯

মুদ্রক
নটরাজ অফসেট
১৭৯এ/১বি মানিকতলা মেন রোড
কলকাতা-৭০০ ০৫৪

INR 100.00

প্রকাশকের কথা

১৯৯৫-এর দ্বিতীয় সংস্করণের সংসদ ব্যাকরণ অভিধানের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে। গত দু-বছর বইটি বাজারে ছিল না। এই সময়ে বইটির খোঁজ অনেকেই করেছেন। অভিধানের ভাষা প্রকাশ, তার বিন্যাস, সংকেতচিহ্নের ব্যবহার, লিখনরীতি বা স্টাইল বিষয়ে আমরা নতুনভাবে চিন্তাভাবনা করছি। এই বিষয়ে শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়, সুভাষ ভট্টাচার্য, রমেন ভট্টাচার্য, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও অশোক মুখোপাধ্যায় বাংলা শব্দাভিধান ও বিষয়-অভিধানের নানান দিক নিয়ে আলোচনা করছেন, কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চলছে। এই সংস্থার সম্প্রতি প্রকাশিত অভিধানগুলোর মধ্যে এই ভাবনার প্রতিফলন দেখা যাবে। বস্তুত এইসব কারণেই এই সংস্করণটির প্রকাশে আমরা কিছুটা বেশি সময় নিয়েছি।

মূল অভিধান অংশের সঙ্গে এই সংস্করণে চারটি পরিশিষ্ট অংশ যোগ করা হল। আশা রাখি এই পরিশিষ্টগুলি পাঠক-পাঠিকা, ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিক ও বাংলা ভাষায় আগ্রহীদের পক্ষে সহায়ক হবে।

অভিধানটির লেখক ও এই প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

২০ ডিসেম্বর
কলকাতা ৭০০ ০০৯

দেবজ্যোতি দত্ত

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণে কিছু নতুন সংযোজন হয়েছে, আগের সংস্করণের বেশ কিছু ভুলত্রুটিও সংশোধিত হয়েছে। অনেক সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি বিষয়ে প্রচলিত অভিধানগুলির মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। এই কারণে কৃৎপ্রত্যয় ও তদ্ধিতপ্রত্যয়ের বিবৃতি প্রধানত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ অনুসরণ করে লেখা হল। দু-একটি ব্যতিক্রম অবশ্য আছে।

বাংলা ব্যাকরণ নিয়ে বছরখানেক ধরে নানান তর্ক-বিতর্ক চলছে। পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের এখনকার পাঠ্যসূচিতেও 'পুরুষে'র পরিবর্তে 'পক্ষ', সন্ধির নতুন নিয়ম, অব্যয়কে তুলে দেওয়া, নঞ্‌তৎপুরুষের না-তৎপুরুষ নামকরণ, 'কর্মবাচ্য' ও 'কর্মকর্তৃবাচ্য' বাতিল করা প্রভৃতি নানারকম নির্দেশ দেখা গেছে, এবং সেই নির্দেশ অনুযায়ী লেখা পাঠ্যবইও বাজারে এসেছে। সম্প্রতি আবারও কিছু কিছু পরিবর্তন করার নির্দেশনামা এসেছে। আগে বাতিল করা কয়েকটি বিষয় ফিরিয়েও আনা হয়েছে। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে বাংলা ব্যাকরণের পরিবর্তন বিষয়ে কোনো স্থির অবস্থানে এখনও আসা যায়নি। এই অভিধানে এইসব বিতর্কিত বিষয়গুলিকে রাখা হয়নি। বিষয়গুলি কোনো সুস্থিত অবস্থায় পৌঁছোলে এই অভিধানে তা অবশ্যই যুক্ত হবে।

বাংলা যুক্তবর্ণের তালিকা, বিশেষ্য থেকে বিশেষণে ও বিশেষণ থেকে বিশেষ্যে পদান্তরীকরণ, পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তন, সমোচ্চারিত এবং প্রায় সমোচ্চারিত ও ভিন্নার্থক শব্দের তালিকা—এই চারটি বিষয় পরিশিষ্ট অংশে যোগ করা হয়েছে। এইগুলি আগের সংস্করণগুলিতে ছিল না।

এই সংস্করণের সংস্কার ও প্রস্তুতির কাজে অনেকেরই সাহায্য পেয়েছি। এঁদের মধ্যে আছেন আশিস দাশ, সুভাষ ভট্টাচার্য, সোমা মুখোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, দেবজ্যোতি দত্ত, দেবু মুখোপাধ্যায়, পার্থ ঘোষ, উজ্জ্বল রায়, প্রসূন ভূইত। সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

কলকাতা ২৯
১৫ ডিসেম্বর ২০০৫

অশোক মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

এই সংস্করণের বইটি আদ্যন্ত সংশোধিত হয়েছে, আয়তনেও বেড়েছে। প্রথম সংস্করণের ভুলত্রুটির প্রতি অনেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই। বইটি সম্পূর্ণ নতুনভাবে টাইপসেট করা হল। পৃষ্ঠা বিন্যাসে গৌতম সরকার প্রচুর শ্রমসাধ্য কাজ করেছেন, সাহায্য করেছেন সাহিত্য সংসদের অন্য কর্মীরাও। তাঁদের কাছে ঋণ স্বীকার করি।

কলকাতা ২৯
২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৫

অশোক মুখোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বাংলা ব্যাকরণ বলতে এখন যা স্কুলে-কলেজে পড়ানো হয়, তা বাংলা ভাষার প্রকৃত ব্যাকরণ কি না—এ তর্ক বহুদিনের। মীমাংসা এখনও হয়নি। এই বাংলা ব্যাকরণ অভিধানেও এ-সমস্যা সমাধানের কোনো চেষ্টা করা হয়নি। বাংলা ব্যাকরণ হিসেবে এখন স্কুল-কলেজে যা ছাত্র-ছাত্রীদের পড়তে হয় ও এই বিষয়ে যেসব বই এখন প্রচলিত ও স্বীকৃত—তাদের অবলম্বন করেই এই অভিধান লেখা হল।

ব্যাকরণের অন্তর্গত প্রায় সমস্ত বিষয় এখানে বর্ণানুক্রমে সাজানো হয়েছে। যতদূর সম্ভব সহজ ভাষায় প্রতিটি বিষয়ের পরিচিতি ও সংজ্ঞা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সঙ্গে থাকছে উদাহরণ। এ ছাড়া একটি বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য বিষয় কিংবা প্রসঙ্গের নির্দেশও আছে। আশা করা যায়, ছাত্র-ছাত্রীরা ও বাংলা ব্যাকরণ বিষয়ে কৌতূহলীরা এই অভিধানকে তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারবেন।

বিষয়-অভিধান বাংলায় খুব বেশি নেই। বাংলা ব্যাকরণের অন্য কোনো অভিধানও সম্ভবত এর আগে হয়নি। তাই, যে-রীতিতে এই অভিধান তৈরি হল, তা পাঠকদের পক্ষে সত্যিই কতটা সহায়ক হবে—তার বিচার এখনই করা যাচ্ছে না। যাঁরা এটি ব্যবহার করবেন, তাঁদের মতামত ও মন্তব্য পাওয়া গেলে বইটির বিষয়ে পুরোপুরি পর্যালোচনার সুযোগ পাওয়া যাবে।

এই কাজে অনেকের সাহায্য ও পরামর্শ পেয়েছি। পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন প্রশান্তকুমার দাশগুপ্ত ও সুভাষ ভট্টাচার্য। শঙ্খ ঘোষ, পবিত্র সরকার, সুবীর রায়চৌধুরী, নির্মল দাশ ও শক্তিকুমার ঘোষ নানা পরামর্শ দিয়েছেন। প্রুফ সংশোধনের কাজে সহায়তা করেছেন সোমা মুখোপাধ্যায়। বইটির পৃষ্ঠার বিন্যাস ও আঙ্গিকের কাজ করেছেন দেবজ্যোতি দত্ত ও গৌতম সরকার। এঁদের সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

কলকাতা ২৯
৩১ জুলাই ১৯৮৯

অশোক মুখোপাধ্যায়

গ্রন্থপঞ্জি

সংসদ বাংলা অভিধান (৫ম সংস্করণ, ৪র্থ মুদ্রণ ২০০২)
সংসদ বানান অভিধান (২য় সংস্করণ, ২০০৪)
সংসদ সমার্থশব্দকোষ (২য় সংস্করণ, ১১শ মুদ্রণ ২০০৩)
সংসদ বাগ্‌ধারা অভিধান (প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ১৯৯৩)
সংসদ উচ্চারণ অভিধান (২য় সংস্করণ, ২০০৩)
বঙ্গীয় শব্দকোষ ১ম-২য় খণ্ড (সাহিত্য অকাদেমি সংস্করণ, ৫ম মুদ্রণ ২০০১)—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়
বাঙ্গালা ভাষার অভিধান ১ম-২য় খণ্ড (২য় সংস্করণ, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ ২০০০)—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
চলন্তিকা (৫ম সংস্করণ, ১৩৫৩)—রাজশেখর বসু
ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (রূপা সংস্করণ ১৯৮৮)—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ (১৬শ সংস্করণ ১৯৯৯)—বামনদেব চক্রবর্তী
ভাষার ইতিবৃত্ত (ইস্টার্ন পাবলিশার্স, নবম সংস্করণ, ১৯৬৫)—সুকুমার সেন
সমগ্র ব্যাকরণ-কৌমুদী (দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড, জুন ১৯৮৪)—ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
পাণিনীয়ম্ (ঢাকা স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, চতুর্থ সংস্করণ, আগস্ট ১৯৭৯)—ড. প্রবোধচন্দ্র লাহিড়ী, পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রী
A Sanskrit-English Dictionary (corrected ed., 2002)—Sir Monier Monier-Williams
A Tri-Lingual Dictionary (1966)—Sanskrit College, Calcutta.
Origin and Development of the Bengali Language (Rupa, 1986)—Sunitikumar Chattopadhyay

সংকেত পরিচিতি

১. ▷-চিহ্নের পর উদাহরণ আছে।
২. হেলানো হরফে-লেখা শব্দের পৃথক এন্ট্রি আছে। যেমন *অসম্পূর্ণ ক্রিয়া*, *ধাতু* প্রভৃতি। অভিধানে যথাস্থানে এগুলি পাওয়া যাবে।
৩. [দ্র.] = দ্রষ্টব্য।
৪. √ ধাতুর চিহ্ন। √কর্; √বল্।

সংসদ
ব্যাকরণ অভিধান

অ[১] : বাংলা *বর্ণমালার* প্রথম *বর্ণ* এবং 'অ'-এর প্রতীক। *স্বরধ্বনি* 'অ' *নিম্নমধ্য*, *অর্ধবিবৃত*, *পশ্চাৎ*, *বর্তুল* ও *কণ্ঠ্য*। [দ্র. স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]।

বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণের* উচ্চারণে একটি স্বরধ্বনি 'অ' নিহিত থাকে ও ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ সাধারণত একটি 'অ' যোগ করেই করা হয়। স্বরধ্বনি 'অ'-এর জন্য কোনো পৃথক *স্বরচিহ্ন* নেই।

শব্দের প্রথমের 'অ' এবং শব্দমধ্যের নিহিত 'অ'-এর উচ্চারণ 'অ' অথবা 'ও'—এই দু-রকমেই হতে পারে। শব্দশেষের নিহিত 'অ' প্রায় সর্বদাই 'ও' উচ্চারিত হয়। । ▷প্রথমে 'অ' : অনল; অমিল। ▷প্রথমে 'ও' : অতি—ওতি; রবি—রোবি। ▷মধ্যে 'অ' : বিবর্ণ; অকর্ণ; কিংকর। ▷মধ্যে 'ও' : কলম—কলোম; চরণ—চরোন। ▷শেষে 'ও' : আমন্ত্রিত—আমোন্‌ত্রিতো; বাহিত—বাহিতো; বঙ্গ—বংগো।

'অ' এবং নিহিত 'অ' কখন কীভাবে উচ্চারিত হবে (অর্থাৎ 'অ' হবে, না 'ও' হবে), তা শব্দের মধ্যে অন্যান্য ধ্বনির ওপর নির্ভর করে। তবে এ-বিষয়ে কোনো ব্যতিক্রমহীন নিয়ম করা যায় না। শব্দের প্রথমের 'অ' *নঞর্থক উপসর্গ* হলে [দ্র. অ[২]] তার উচ্চারণ 'অ', 'ও' নয়। ▷অদৃশ্য (ওদ্‌দৃশ্‌শো নয়); অতুল (ওতুল নয়); অনবরত (ওনোবরোতো নয়)।

অনেক ক্ষেত্রেই শব্দমধ্যের কিংবা শব্দশেষের ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণে নিহিত 'অ' বাদ যায়, হসন্ত উচ্চারণ হয়। এরজন্য কোনো *হস্‌চিহ্নের* দরকার হয় না। ▷বাদলা—বাদ্‌লা; ম্রিয়মাণ—ম্রিয়োমান্‌; অন্ধকার—অন্‌ধোকার্‌; টনটন—টন্‌টন্‌; চরকা—চর্‌কা। [দ্র. স্বরবর্ণ; স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]।

অ[২] : বাংলা *উপসর্গ*। সাধারণত 'না' কিংবা 'নয়' বোঝানোর জন্য শব্দের আগে এই উপসর্গ যোগ হয়। এইজন্য এটি নঞর্থক উৎসর্গ। এ ছাড়া অন্য কয়েকটি অর্থেও এর ব্যবহার আছে। ১. নয় অর্থে : ▷অদৃশ্য (দৃশ্য নয়); অহিন্দু (হিন্দু নয়); অবাঙালি (বাঙালি নয়); অযোগ্য (যোগ্য নয়)। ২. খারাপ অর্থে : ▷অবেলা (খারাপ বা অপ্রকৃষ্ট সময় অর্থাৎ বেলা); অকাজ (নিষ্ফল কাজ); অকথা (খারাপ কথা)। ৩. নেই অর্থে : ▷অমিল (মিল নেই); অনামা (নাম নেই); অবনিবনা (বনিবনা নেই); অশান্তি (শান্তি নেই বা শান্তির অভাব); অখুশি (খুশির অভাব)। ৪. প্রকৃষ্ট অর্থে : ▷অঘোর (বেশিরকম ঘোর); অকুমারী (দুটো অর্থেই ব্যবহৃত হয়, কুমারী নয় অথবা প্রকৃষ্ট কুমারী)। এই উপসর্গের আরও নানা ধরনের প্রয়োগ আছে। ▷অমূল্য (যার মূল্য নিরূপণ করা যায় না অর্থাৎ খুব দামি); অগুনতি (এতই বেশি যে গুনে শেষ করা যায় না)। [দ্র. নঞ্‌তৎপুরুষ]।

অ[৩] : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। এই *প্রত্যয়* যোগ করে *ধাতু* থেকে *ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য* হয়। *স্বরান্ত ধাতুর* সঙ্গে এই প্রত্যয় যোগ হয় না। ▷√মিশ্‌ + অ = মিশ [তেলে জলে মিশ খায় না]; √জিৎ + অ = জিত [খেলাতে তো হার-জিত থাকবেই]; √হার্‌ + অ = হার [তর্কে তোমার হার হয়েছে]; √দুল্‌ + অ = দোল [দে দোল দোল]। [দ্র. কৃৎপ্রত্যয়]।

অ[৪] : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়* *অঙ্, অচ্, অঞ্, অণ্, অপ্, ক, কঞ্, কপ্, খ, খচ্, খল্, খশ্, ঘ, ঘঞ্, ট, টক্, ড, ণ, শ* প্রভৃতি থেকে *ধাতুর* সঙ্গে কেবল ‘অ’ যোগ হয়। এই বিচারে ‘অ’-কে একটি প্রত্যয় বলা যেতে পারে। অঙ্, অচ্ প্রভৃতি হল *অনুবন্ধযুক্ত* রূপ বা প্রত্যয়নাম। অনুবন্ধ বাদ দিলে কেবল ‘অ’ থাকে। (উদাহরণের জন্য অঙ্, অচ্ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

অ[৫] : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়* *অচ্, অঞ্, অণ্*, অৎ, কপ্, ডট্, *ণ* প্রভৃতি প্রত্যয় থেকে শব্দের সঙ্গে ‘অ’ যোগ হয়। এই কারণে ‘অ’-কে একটি তদ্ধিতপ্রত্যয় বলা যেতে পারে। উল্লিখিত প্রত্যয়গুলি অনুবন্ধযুক্ত রূপ। অনুবন্ধ বাদ দিলে কেবল ‘অ’ থাকে। (উদাহরণের জন্য অচ্, অঞ্ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)।

অ[৬] : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে *সন্*-প্রত্যয় যোগ হয়ে যে-দ্বিতীয় ধাতু তৈরি হয়, তার সঙ্গেই অ-প্রত্যয় লাগে। ▷√পা + স (সন্) = √পিপাস্ + অ = পিপাস। কিন্তু এই ধরনের শব্দ বাংলায় দেখা যায় না। এর সঙ্গে *স্ত্রী-প্রত্যয়* ‘আ’ যোগ করে যে-রূপটি পাওয়া যায় তা-ই বাংলা শব্দ হিসেবে আমরা পাই। ▷√পা + স (সন্) → √পিপাস্ + অ → পিপাস + আ = পিপাসা; √দৃশ্ + স (সন্) → √দিদৃক্ষ্ + অ → দিদৃক্ষ + আ = দিদৃক্ষা; √তিজ্ + স (সন্) → √তিতিক্ষ্ + অ → তিতিক্ষ + আ = তিতিক্ষা। এ ছাড়া অ-প্রত্যয়ের অন্য ব্যবহারও আছে। ▷√লস্জ্ (√লজ্জ্) + অ → লজ্জ + আ = লজ্জা; √শিক্ষ্ + অ → শিক্ষ + আ = শিক্ষা। [দ্র. প্রত্যয়; সন্; কৃৎপ্রত্যয়; স্ত্রী-প্রত্যয়]।

অ[৭] : দ্র. অঙ্; অচ্[১]; অচ্[২]; অঞ্[১]; অঞ্[২]; অণ্[১]; অণ্[২]; অৎ[২]; অপ্; ক[৪]; কঞ্; কপ্[১]; কপ্[২]; খ[৪]; খচ্; খল্; খশ্; ঘ[২]; ঘঞ্; ট[৩]; টক্; ড[৩]; ডট্; ণ[৩]; শ[২]।

অংশ সম্বন্ধ : *সম্বন্ধিত সম্বন্ধপদের* অংশ, প্রত্যঙ্গ কিংবা ওইরকম কিছু হলে সম্বন্ধটিকে বলা হয় **অংশ সম্বন্ধ** বা **অঙ্গ সম্বন্ধ** বা **অঙ্গ-অঙ্গী সম্বন্ধ**। ▷গাছের পাতা—এখানে সম্বন্ধপদ ‘গাছের’; পাতা গাছেরই একটা অংশ, সম্পূর্ণ জিনিসটা হল গাছ। তাই, সম্বন্ধপদটি সমগ্র অথবা সম্পূর্ণ, আর সম্বন্ধিতটি তার কোনো অংশ হলে, তাকে বলে অংশ সম্বন্ধ—এইভাবেও বলা চলে। ▷হাতের আঙুল; সম্বন্ধপদ—হাতের; সম্বন্ধিত—আঙুল, এবং আঙুল হাতেরই অংশ। এইরকম : ▷পাহাড়ের চূড়া; গাছের শিকড়; হাতির শুঁড়; চেয়ারের হাতল। [দ্র. সম্বন্ধপদ]।

অক[১] : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয় ক্বুন্, বুন্, ণ্বুল্, ষ্বুন্* ধাতুর সঙ্গে যোগ হলে ধাতুটির শেষে ‘অক’ যোগ হয়। অর্থাৎ এইসমস্ত প্রত্যয়ের *অনুবন্ধহীন* রূপ হল অক। ▷আ-√মল্ + অক (ক্বুন্) = আমলক; √অল্ + অক (ক্বুন্) = অলক; √অংশ্ + অক (ণ্বুল্) = অংশক; √কৃ + অক (বুন্) = করক, করকা; √পচ্ + অক (বুন্) = পেচক।

অক[২] : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয় অকচ্, ড্বুন্, বুঞ্* (বুন্), ষ্কন্ প্রত্যয় শব্দের সঙ্গে যোগ হলে শব্দটির শেষে ‘অক’ হয়। ▷শনৈস্ + অক (অকচ্) = শনৈকস্ → শনৈকঃ (মন্দ); পঞ্চাশৎ + অক (ড্বুন্) + আ (টাপ্) = পঞ্চাশিকা; আচার্য + অক (বুঞ্ বা বুন্) = আচার্যক; পথিন + অক (ষ্কন্) = পথিক।

অক[৩] : দ্র. ক্বুন্; ড্বুন্; ণ্বুল্; বুঞ্; বুন্[১]; বুন্[২]; ষ্কন্; ষ্বুন্।

অকচ্ (অক) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *অনুবন্ধহীন* রূপ অক। ▷শনৈস্ + অক (অকচ্) = শনকৈস্ → শনকৈঃ (মন্দ)।

অকর্তৃক ক্রিয়া : অনেক *ক্রিয়াপদের কর্তা* থাকে না, কিংবা তাদের নির্ণয় করা যায় না। এইসব ক্রিয়াপদকে বলা হয় **অকর্তৃক ক্রিয়া** বা **কর্তাহীন ক্রিয়া**। ▷লজ্জা **করছে**; শীত **করছে**; গরম **লাগছে**; খিদে **পেয়েছে**; মেঘ **করেছে**।

অকর্তৃক ক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধসূচক *বিভক্তিযুক্ত* বা *ষষ্ঠী বিভক্তিযুক্ত* কর্তাস্থানীয় *পদ* যোগ হতে

পারে। এইরকম কর্তাকে বলা হয় **প্রতীয়মান কর্তা**। ▷**তাঁর** শীত করছে। **আমাদের** লজ্জা করে। **তাদের** খিদে পেয়েছে। [দ্র. ক্রিয়া]।

অকর্মক ক্রিয়া, অকর্মিকা ক্রিয়া : যে-*ক্রিয়ার কর্ম* থাকা সম্ভব নয় তাকে বলা হয় **অকর্মক ক্রিয়া**। এই ধরনের ক্রিয়াতে কেবল ঘটনাটাই বোঝায়, কার অথবা কীসের ওপর তা ঘটছে তার কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। ▷সে **যায়**। 'সে **আসে** ধীরে যায় লাজে ফিরে'—রবীন্দ্র। জাহাজ জলে **ভাসে**। এই উদাহরণগুলির যায়, আসে, ভাসে প্রভৃতি *ক্রিয়াপদগুলি* অকর্মক ক্রিয়া। অনেকসময়ে *সকর্মক ক্রিয়ার* কর্ম **উহ্য** থাকতে পারে। ▷'তুমি কী খেয়েছ।' 'যে সহে সে রহে' প্রভৃতি বাক্যের ক্রিয়াপদ 'খেয়েছ' কিংবা 'সহে'-র কোনো কর্ম এই বাক্যগুলিতে নেই। কিন্তু ক্রিয়া দুটি *সকর্মক*। অর্থাৎ কর্ম উহ্য থাকলেই ক্রিয়াটি অকর্মক হয়ে যায় না। [দ্র. ক্রিয়াপদ; কর্ম; সকর্মক ক্রিয়া; দ্বিকর্মক ক্রিয়া]।

অক্ষর[১] : দ্র. দল।

অক্ষর[২] : *ধ্বনির* প্রতীককে *বর্ণ* কিংবা অক্ষর বলা হয়। অ, আ, ক, খ প্রভৃতি এই বিচারে অক্ষর। এতে অক্ষর ও বর্ণ **সমার্থক** হয়ে দাঁড়ায়। *যুক্তবর্ণকে যুক্তাক্ষর* বলাও হয়। অক্ষর শব্দটি *দল* বা সিলেবল অর্থেও ব্যবহারে আছে। পারিভাষিক প্রয়োগে একই শব্দের একাধিক অর্থে অসুবিধা হতে পারে। তাই এই অভিধানে সিলেবল বোঝাতে দল, ধ্বনির প্রতীককে বর্ণ বলা হল। তবে প্রচলিত কতগুলি শব্দে যেমন অক্ষরজ্ঞান, হস্তাক্ষর, আক্ষরিক প্রভৃতি শব্দে 'অক্ষর' বলতে বর্ণই বোঝাবে।

অক্ষরাত্মক বর্ণ : দ্র. দলাত্মক বর্ণ।

অক্ষুণ্ণ কর্ম : যে-*কর্ম বাচ্য পরিবর্তন* করার পরও একইরকম থাকে তাকে বলা হয় **অক্ষুণ্ণ কর্ম**। ▷তিনি আমাকে অনেক কথা বলেছেন। এই বাক্যে কর্ম 'আমাকে' ও 'অনেক কথা'। বাক্যটির বাচ্য পরিবর্তন করলে হবে—তাঁর দ্বারা আমাকে অনেক কথা বলানো হল। লক্ষণীয়, বাক্যটির এই পরিবর্তিত রূপে কর্ম দুটি একইরকম অর্থাৎ অক্ষুণ্ণ আছে। এই দুটি **অক্ষুণ্ণ কর্ম**। ▷গুন্ডারা রামকে প্রহার করল। এর বাচ্য পরিবর্তন করলে হবে—রাম গুন্ডাদের দ্বারা প্রহৃত হল। এখানে *কর্মপদ* 'রামকে' হয়ে গেল রাম। অর্থাৎ কর্মটি অক্ষুণ্ণ রইল না। [দ্র. কর্ম]।

অগ্রজিহ্ব্য ধ্বনি : যে-*ধ্বনির* উচ্চারণে জিভ মুখের সামনের দিকে আসে অর্থাৎ এগিয়ে আসে তাদের সাধারণ নাম **অগ্রজিহ্ব্য ধ্বনি**। ধ্বনিটির উচ্চারণের সময় এগিয়ে-আসা জিভ কোথায় লাগছে বা আঘাত করছে, এই বিচারে অগ্রজিহ্ব্য ধ্বনির দুটি ভাগ আছে।

১. *তালুদন্তমূলীয়* (জ্, য়্, শ্) ও ২. *অগ্রতালব্য* (সংস্কৃত ঞ্)।

অগ্রতালব্য ধ্বনি : যে-*ধ্বনির* উচ্চারণে জিভ সামনের দিকে এসে তালুর সম্মুখ অংশে লাগে, তাকে বলা হয় **অগ্রতালব্য ধ্বনি**। সংস্কৃত ঞ্-ধ্বনি এই শ্রেণির। [দ্র. অগ্রজিহ্ব্য ধ্বনি]।

অঘোষ ধ্বনি : "ধ্বনির গাম্ভীর্যকে ধ্বনিবিজ্ঞানে বলা হয় ঘোষ"—সুনীতিকুমার। যে-*ধ্বনির* উচ্চারণে ঘোষ নেই অর্থাৎ গাম্ভীর্য কম তা-ই **অঘোষ ধ্বনি**। *বর্গের* প্রথম ও দ্বিতীয় *বর্ণের* উচ্চারণের যে-ধ্বনি তা অঘোষ বা ঘোষহীন। এই বিচারে বাংলা অঘোষ ধ্বনি হল ক্, খ্, চ্, ছ্, ট্, ঠ্, ত্, থ্, প্ এবং ফ্। এ ছাড়া শ্, ষ্, স্ অঘোষ। *স্বরতন্ত্রীর* কম্পন বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণে যতটা, তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণে তা তার চাইতে বেশি।

অঘোষ বর্ণ : যেসব *ধ্বনির* উচ্চারণে *ঘোষ* নেই, তাদের লেখার জন্য যে-প্রতীক বা *বর্ণ* তাকেই বলা চলে **অঘোষ বর্ণ**। একে *শ্বাসবর্ণও* বলা হয়। (আগে *অঘোষ ধ্বনি* ও অঘোষ বর্ণ বলতে একই জিনিস বোঝানো হত। কিন্তু ধ্বনি ও বর্ণের পার্থক্য এখন সুনির্ধারিত। তাই অঘোষ বর্ণ পরিভাষাটি এখন অপ্রয়োজন) ব্যঞ্জনবর্ণ ক, খ, চ, ছ, ট, ঠ, ত, থ, প, ফ-কে অঘোষ বর্ণ বলা চলতে পারে অর্থাৎ বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণগুলি ধ্বনির নিরিখে অঘোষ।

অঘোষীভবন : কোনো কোনো *ঘোষ ধ্বনি* উচ্চারণের কারণে *অঘোষ ধ্বনিতে* পরিণত হয়ে যায়,

আর এরই নাম **অঘোষীভবন**। ▷কাগজ → কাগচ; বীজ → বিচি। ঘোষ ধ্বনি জ্, অঘোষ ধ্বনি চ্-তে পরিবর্তিত হল। [দ্র. ঘোষীভবন]।

অঙ্ (অ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ধাতুর সঙ্গে যোগ হলে 'ঙ্' লোপ পায়, 'অ' থাকে। এই প্রত্যয়নিষ্পন্ন শব্দের সঙ্গে *স্ত্রী*-প্রত্যয় 'আ' যোগ করে যে-*শব্দ* হয়, বাংলায় তার ব্যবহারই বেশি। ▷অনু-√জ্ঞা + অ (অঙ্) → অনুজ্ঞ + আ (*স্ত্রী-প্রত্যয়*) = অনুজ্ঞা; √চিন্ত্ + অ (অঙ্) → চিন্ত + আ = চিন্তা; আ-√ভা + অ (অঙ্) → আভ + আ = আভা; শ্রদ্-√ধা + অ (অঙ্) → শ্রদ্ধ + আ = শ্রদ্ধা।

অঙ্গ : দ্র অঙ্গচ্।

অঙ্গ-অঙ্গী সম্বন্ধ : দ্র. অংশ সম্বন্ধ।

অঙ্গচ্ (অঙ্গ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হওয়ার সময় 'চ্' বাদ যায়, 'অঙ্গ' থাকে। ▷√তৄ + অঙ্গ (অঙ্গচ্) = তরঙ্গ; √মৃদ্ + অঙ্গ (অঙ্গচ্) = মৃদঙ্গ।

অঙ্গ সম্বন্ধ : দ্র. অংশ সম্বন্ধ।

অচ্[১] (অ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ব্যবহারের সময় 'চ্' বাদ যায়, 'অ' থাকে। ▷√অংশ্ + অ(অচ্) = অংশ; √হৃ + অ (অচ্) = হর; √অঙ্গ্ + অ(অচ্) = অঙ্গ; √নন্দ্ + অ (অচ্) = নন্দ; √চর্ + অ(অচ্) = চর; √চুর্ + অ(অচ্) = চোর; √জি + অ(অচ্) = জয়; প্র-√নী + অ(অচ্) = প্রণয়; বি- √নী + অ(অচ্) = বিনয়; √স্তন্ + অ(অচ্) = স্তন; প্র-√কট্ + অ(অচ্) = প্রকট; √অন্ধ্ + অ(অচ্) = অন্ধ; √দিব্ + অ(অচ্) = দেব।

অচ্[২] (অ) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। এই *প্রত্যয়* যোগ হওয়ার পরও *শব্দটির* কোনো আপাত পরিবর্তন হয় না। ▷অঘ + অ(অচ্) = অঘ; অঙ্গ + অ (অচ্) = অঙ্গ। তবে প্রত্যয় যোগ হওয়ার আগে শব্দটি *বিশেষ্য*, প্রত্যয়যোগে তা হয়ে যায় *বিশেষণ*। বাংলায় অবশ্য এই পরিবর্তন বিচার্য নয়। ▷কৃচ্ছ্র + অ(অচ্) = কৃচ্ছ্র; শিব + অ(অচ্) = শিব। সিত্ + অ(অচ্) = সিত।

অচ : দ্র. বন্চ।

অজহল্লিঙ্গ : সংস্কৃত ভাষায় *বিশেষণের লিঙ্গ বিশেষ্যের* লিঙ্গের অনুরূপ হয়। যদি কোনো প্রয়োগে বিশেষণের লিঙ্গ অপরিবর্তিত থাকে, তবে তাকে বলা হয় **অজহল্লিঙ্গ**। 'সম্পদাঃ পদমাপদাম্; অত্র স্বামী প্রমাণম্ (পদম্, প্রমাণম্ অজহল্লিঙ্গ)'—বঙ্গীয় শব্দকোষ, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় অজহল্লিঙ্গ বিশেষণের ধারণা অনাবশ্যক।

অজ্ঞাতমূল ধাতু : দ্র. মৌলিক ধাতু।

অজ্ঞাতমূল শব্দ : দ্র. দেশি শব্দ।

অঞ্[১] (অ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ঞ্' বাদ যায়, 'অ' থাকে। ▷√উচ্ + অ(অঞ্) = ওঘ।

অঞ্[২] (অ) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। ব্যবহারের সময় 'ঞ্' বাদ যায়, 'অ' থাকে এবং আগের *স্বরের বৃদ্ধি* হয়। সন্তান অর্থে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার বেশি। ▷দুহিতৃ + অ(অঞ্) = দৌহিত্র।

অটন্ (অট) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন' বাদ যায়, 'অট' থাকে। ▷√কপ্ + অট(অটন্) = কপট; √চৃপ + অট(অটন্) = চর্পট; √ছো + অট(অটন্) + আ = ছটা; √শক্ + অট(অটন্) = শকট; √বর্ব্ + অট(অটন্) = বর্বট; √খর্ব্ + অট(অটন্) = খর্বট।

অঠ[১] : দ্র অঠ[২]; অঠচ্।

অঠ[২] (অঠ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ▷√কম্ + অঠ = কমঠ।

অঠচ্ (অঠ) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। শব্দের সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'অঠ' থাকে। ▷কর্মণ্ + অঠ(অঠচ্) = কর্মঠ।

অণ্[১] (অ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ণ্' বাদ যায়, 'অ' থাকে। সাধারণত ধাতুর আগে

কোনো পদ থাকলে ধাতুতে এই *প্রত্যয়* যোগ হয়। ▷কুম্ভ- √কৃ + অ(অণ্) = কুম্ভকার; গ্রন্থ- √কৃ + অ(অণ্) = গ্রন্থকার; তন্তু- √বে + অ(অণ্) = তন্তুবায়; পূর্বে পদ ছাড়াও এই প্রত্যয়ের অনেক ব্যবহার পাওয়া যায়। ▷√বহ্ + অ(অণ্) = বাহ; √হৃ + অ(অণ্) = হার; √গ্রহ্ + অ (অণ্) = গ্রাহ।

অণ্[২] (অ) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। প্রয়োগের সময় 'ণ্' বাদ যায়, 'অ' থাকে এবং শব্দের আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হয়। সন্তান, ভক্ত প্রভৃতি অর্থে এই প্রত্যয়ের অনেক ব্যবহার আছে। ▷গঙ্গা + অ(অণ্) = গাঙ্গ; পুত্র + অ(অণ্) = পৌত্র; মনু + অ(অণ্) = মানব; পাণ্ডু + অ(অণ্) = পাণ্ডব; শ্রুতি + অ(অণ্) = শ্রৌত; বিদ্যা + অ(অণ্) = বৈদ্য; সূর + অ(অণ্) = সৌর; শিব + অ(অণ্) = শৈব; সুমিত্রা + অ(অণ্) = সৌমিত্র। এ ছাড়াও *উপসর্গযুক্ত* শব্দের সঙ্গেও অণ্-প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে। ▷বিমাতৃ + অ(অণ্) = বৈমাত্র; সুভ্রাতৃ + অ(অণ্) = সৌভ্রাত্র।

অৎ[১] (অ) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। প্রয়োগে 'ৎ' বাদ যায়, 'অ' থাকে। ▷সপত্নী + অ(অৎ) = সপত্ন (শত্রু, প্রতিপক্ষ)।

অৎ[২] : দ্র. অতি[৩]; অতৃন্; শতৃ।

অত[১] (অত) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ▷√কঙ্ক্ + অত = কঙ্কত (চুল আঁচড়ানো)।

অত[২], অতি, অতা : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যুক্ত হয়ে *বিশেষ্য*, *বিশেষণ* প্রভৃতি শব্দ তৈরি করে। ▷√ফির্ + অত = ফিরত → ফেরত; √ফির্ + অতি = ফিরতি; √চল্ + অতি = চলতি; √উঠ্ + অতি = উঠতি; √কম্ + অতি = কমতি; √বহ্ + অতা = বহতা; √জান্ + অতা → জান্তা।

অত[৩] : দ্র. অতক্; অতচ্।

অতক্ (অত) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। প্রয়োগের সময় 'ক্' বাদ যায়, 'অত' থাকে। ▷√বৃ + অত(অতক্) = ব্রত।

অতচ্ (অত) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। প্রয়োগের সময় 'চ' বাদ যায়, 'অত' থাকে। ▷√ভৃ + অত(অতচ্) = ভরত; √মল্ + অত(অতচ্) + ঈ(ঙীষ্) = মালতী।

অতম : দ্র. ডতমচ্।

অতর : দ্র. ডতরচ্।

অতসুচ্ (অতস্) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *অনুবন্ধহীন* রূপ 'অতস্'। ▷দক্ষিণ + অতস্ (অতসুচ্) = দক্ষিণতস্। দক্ষিণতস্ মূল *শব্দ*। এর *প্রথমার একবচন* দক্ষিণতঃ; পূর্ব + অতস্ (অতসুচ্) = পূর্বতস → পূর্বতঃ → পূর্বত। বাংলায় অবশ্য শেষের *বিসর্গ* দরকার হয় না।

অতা : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। দ্র. অত[২]।

অতি[১] : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। দ্র. অত[২]।

অতি[২] : সংস্কৃত *উপসর্গ*। একাধিক অর্থে এই উপসর্গের ব্যবহার আছে। ১. আধিক্য অর্থে : ▷**অতি**শয়; **অতি**বৃষ্টি; **অতি**রঞ্জন। ২. ছাড়িয়ে গিয়েছে অর্থে : ▷**অতি**মানব; **অতি**প্রাকৃত। ৩. পার অথবা উত্তীর্ণ হওয়া অর্থে : ▷**অতি**ক্রমণ; **অতি**ক্রম।

অতি[৩] (অৎ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ই' বাদ যায়, 'অৎ' থাকে। ▷√ঈষ্ + অৎ (অতি) = ঈষৎ; √পৃষ্ + অৎ (অতি) = পৃষৎ (সেচক); √সন্ + অৎ (অতি) = সনৎ; √বৃহ্ + অৎ(অতি) = বৃহৎ; √মহ্ + অৎ(অতি) = মহৎ।

অতি[৪] : দ্র. অতিচ্; ডতি।

অতিচ্ (অতি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। প্রয়োগে 'চ্' বাদ যায়, 'অতি' থাকে। ▷√খল্ + অতি (অতিচ্) = খলতি; নি- √বস্ + অতি (অতিচ্) = নিবসতি।

অতীত কাল : *সমাপিকা ক্রিয়াপদের* যে-রূপগুলিতে *ক্রিয়ার* সংঘটন এখন না হয়ে আগে হওয়ার ভাব বোঝায়, তা **অতীত কাল** বা **অতীত কালরূপ**। **অতীত কাল** কেবল *নির্দেশক ভাবেই* হতে

পারে, *অনুজ্ঞা* ভাবে নয়। সাধারণ বিচারে অতীত কাল চারকরম। ১. *সাধারণ* [দ্র.] বা *নিত্য* বা *সামান্য অতীত* : ▷আমি **বললাম**। তিনি **বলিলেন**। তুমি **জানলে**। ২. *ঘটমান অতীত* [দ্র.] : ▷সে **বলছিল**। তিনি **বলছিলেন**। তারা **খেলছিল**। সে **বলিতেছিল**। তিনি **বলিতেছিলেন**। তারা **খেলিতেছিল**। ৩. *পুরাঘটিত অতীত* [দ্র.] : ▷তিনি **বলেছিলেন**। সে **শুনেছিল**। ছেলেরা ভয় **পেয়েছিল**। তাঁরা **দেখেছিলেন**। তিনি **বলিয়াছিলেন**। সে **শুনিয়াছিল**। ছেলেরা ভয় **পাইয়াছিল**। তাঁরা **দেখিয়াছিলেন**। ৪. *নিত্যবৃত্ত অতীত* : ▷আমি **বলতাম**। সে **বলত**। তখন **দেখতাম**। আমি **বলিতাম**। সে **বলিত**। তখন **দেখিতাম**।

এ ছাড়াও অতীত কালের আরও কয়েকটি রূপ আছে। ১. *ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত* [দ্র.] : ▷'নয়নযুগল হইতে অবিরাম বাষ্পবারি বিগলিত **হইতে থাকিত**'। সে মনে মনে **জ্বলতে থাকত**। ২. *পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত* [দ্র.] বা *পুরসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত* : ▷তিনি সারারাত **জেগে থাকতেন**। সে অপেক্ষা করিয়া **বসিয়া থাকিত**। ৩. *সম্ভাব্য অতীত* [দ্র.] বা *পুরাঘটিত সম্ভাব্য* : ▷সে এতক্ষণে খবর **পেয়ে থাকবে**। [দ্র. কাল; ক্রিয়াপদ]।

অতীত কালরূপে বর্তমান কালের ব্যবহার : দ্র. সাধারণ বর্তমান কাল; ঘটমান বর্তমান কাল; পুরাঘটিত বর্তমান কাল।

অতীতার্থক প্রত্যয় : যে-*প্রত্যয় ধাতুর* সঙ্গে যুক্ত হয়ে *ক্রিয়াপদকে অতীত কালের* দ্যোতক করে তোলে তা-ই **অতীতার্থক প্রত্যয়**। *ইল্, ইত্* এই শ্রেণিতে পড়ে। এর মধ্যে 'ইল্' *সাধারণ* বা *নিত্য অতীতে*, এবং ইত্ *নিত্যবৃত্ত অতীতে* ব্যবহৃত হয়। ▷√কর্ + ইল্ (অতীতার্থক প্রত্যয়) + অ (*পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি*) = করিল→করল। এইরকম : ▷করিলেন (√কর্ + ইল্ + এন) → করলেন; করিলাম (√কর্ + ইল্ + আম)→করলাম। ▷√বল্ + ইত্ (অতীতার্থক প্রত্যয়) + অ (পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি) = বলিত → বলত; এইরকম : ▷বলিতেন (√বল্ + ইত্ + এন) → বলতেন; বলিতাম (√বল্ + ইত্ + আম) → বলতাম। [দ্র. ধাতুপ্রত্যয়]।

অতু : দ্র কতু।

অতৃন্ (অৎ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। এ থেকে *ধাতুর* শেষে 'অৎ' যোগ হয়, অর্থাৎ 'ঋ' ও 'ন্' বাদ যায়। ▷√জৃ + অৎ (অতৃন্) = জরৎ।

অত্রি : দ্র কত্রিচ্।

অত্রন্ (অত্র) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুতে* যোগ হলে 'ন' বাদ যায়, 'অত্র থাকে। ▷√গড্ + অত্র (অত্রন্) = কুত্র (*আদেশে* গ-স্থানে ক); √বৃ + অত্র (অত্রন্) = বরত্র; √নক্ষ্ + অত্র (অত্রন্) = নক্ষত্র; √পত্ + অত্র (অত্রন্) = পতত্র।

অত্রিন্ (অত্রি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুতে* যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'অত্রি' থাকে। ▷√পত্ + অত্রি (অত্রিন্) = পতত্রি।

অথ[১] : দ্র অথ[২]; অথচ্; কথন্।

অথ[২] **(অথ)** : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। **ধাতুর** সঙ্গে যোগ হলে এর সবটাই থাকে। ▷√শপ্ + অথ = শপথ।

অথচ্ (অথ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'অথ' থাকে। প্রতি-√বস্ + অথ (অথচ্) = প্রতিবসথ (গ্রাম); আ-√বস্ + অথ(অথচ্) = আবসথ।

অথুচ্ (অথু) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'অথু' থাকে। ▷√নন্দ্ + অথু (অথুচ্) = নন্দথু; নি-√মস্জ্ + অথু (অথুচ্) = নিমজ্জথু; √বেপ্ + অথু (অথুচ্) = বেপথু; √বম্ + অথু (অথুচ্) = বমথু।

অদি (অদ্) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যুক্ত হলে 'ই' বাদ যায়, 'অদ্' থাকে। ▷√শৃ + অদ্ (অদি) = শরদ্ → শরৎ; √ইণ + অদ্ (অদি) = এতদ্।

অধি : সংস্কৃত *উপসর্গ*। একাধিক অর্থে এই উপসর্গের প্রয়োগ আছে। ১. সবার উপরে বা প্রধান অর্থে : ▷**অধিকর্তা**; **অধিপতি**; **অধিনায়ক**; **অধীশ্বর**; **অধিদেবতা**; **অধিরাজ**। ২. মধ্য বা অন্তর্গত অর্থে : ▷**অধিবাসী**; **অধিগত**; **অধিকার**; **অধিকরণ**; **অধিগ্রহণ**। ৩. উপরে অর্থে : ▷**অধিরোহণ**, **অধিশয়ন**; **অধিশোষণ**; **অধিত্বক**; **অধিবৃত্ত**; **অধিমাংস**।

অধিকরণ কারক : *ক্রিয়ার* সংঘটন যে-স্থানে, সময়ে, বিষয়কে অবলম্বন করে ঘটে, *বাক্যের ক্রিয়াপদের* সঙ্গে সেই স্থান, সময় কিংবা বিষয়ের সম্পর্ককে বলা হয় **অধিকরণ কারক**। এই *কারকের* জন্য 'এ', 'য়', 'তে' প্রভৃতি *বিভক্তি*, এবং 'দিয়ে', 'করে' প্রভৃতি *অনুসর্গ* ব্যবহার করা যায় [দ্র. অধিকরণ কারকের বিভক্তি]। এই কারকের বিভক্তিকে সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী *সপ্তমী বিভক্তি* বলাও হয়, তবে সপ্তমী বিভক্তি শব্দবন্ধের ব্যবহার বাংলায় ক্রমশ কমে আসছে। ▷**আকাশে** মেঘ জমেছে। 'লঙ্ঘিতে হবে **রাত্রি নিশীথে**'—নজরুল। **সুন্দরবনে** বাঘ আছে। সে **লেখাপড়ায়** ভালো।

অধিকরণ কারক প্রধানত তিনরকম : ১. *আধার অধিকরণ*, ২. *কালাধিকরণ*, ৩. *ভাবাধিকরণ*। এই ভাগগুলির উপবিভাগও আছে।

১. আধার অধিকরণ [দ্র.] : (ক) *স্থানবাচক* : ▷মাছ **জলে** থাকে। (খ) *ব্যাপ্তিবাচক* : ▷**দুধে মাখন** আছে। (গ) *বিষয়বাচক* : ▷সে **গণিতে** কাঁচা। (ঘ) *সামীপ্যবাচক* : ▷**গঙ্গাসাগরে** মেলা হয়। ২. কালাধিকরণ [দ্র.] : (ক) *ক্ষণমূলক* : ▷বিকেল **পাঁচটায়** তিনি আসবেন। (খ) *ব্যাপ্তিমূলক* : ▷**গ্রীষ্মকালে** এখানে প্রচণ্ড গরম পড়ে। **'দিনে দিনে** বাড়ল দেনা'-রবীন্দ্র। ৩. ভাবাধিকরণ [দ্র.] : ▷সে **দুঃখে** পড়েছে। **গোলমালে** হারিয়ে গেল।

অধিকরণ কারকের বিভক্তি : *অধিকরণ কারকের* জন্য বাংলায় কোনো নির্দিষ্ট কিংবা পৃথক *বিভক্তি* নেই। *এ, য়, তে, এতে* প্রভৃতি বিভক্তি এবং দিয়ে, করে, মধ্যে প্রভৃতি *অনুসর্গ* এই *কারকে* হতে পারে। এ ছাড়া *শূন্যবিভক্তি* ও *বীপ্সায়ও* অধিকরণ পদ হয়। ▷**এ** : **জলে** মাছ থাকে। '**আকাশে** আজ কোন্ চরণের আসা-যাওয়া।'—রবীন্দ্র। ▷**য়** : ধান কেটে **নৌকায়** রেখেছে। ▷**য়ে** : '**গায়ে** আমার পুলক লাগে,'—রবীন্দ্র। ▷**কে** : **আজকে** নয় **কালকে** এসো। ▷**তে** : ধান কেটে **নৌকোতে** রাখছে। সে **মাটিতে** বসেছে। **মেঝেতে** চাদর বিছানো। ▷**এতে** : '**ঘরেতে** ভ্রমর এল গুন্‌গুনিয়ে।'—রবীন্দ্র। **উত্তরেতে** বন্দিলাম শিব-মহেশ্বর। ▷**অনুসর্গ যোগে** : সে তখন ঘরের **মধ্যে** ছিল। 'সখী, ওই বুঝি বাঁশি বাজে—**বনমাঝে** কি **মনোমাঝে**।'—রবীন্দ্র। আমার **মনের ভিতরে**। **মাথায় করে** রেখেছে। ▷**শূন্যবিভক্তি** : এই **বছর** ভালো ফসল হয়নি। ট্রেন **রানাঘাট** পৌঁছোল। **সারারাত্রি** গান শুনলাম। 'কেন সারা **দিন** ধীরে ধীরে/বালু নিয়ে শুধু খেল তীরে।'—রবীন্দ্র। **শনিবার** তিনি আসবেন। ▷**বীপ্সায়** : **ফুলে ফুলে** মধু খায়। '**কুসুমে কুসুমে** চরণচিহ্ন দিয়ে যাও,'—রবীন্দ্র। এই কারকের বিভক্তিকে **সপ্তমী বিভক্তি** বলাও হয়। তবে সংস্কৃত ভাষায় ব্যবহৃত এই নামটি বাংলায় ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই। [দ্র. অধিকরণ কারক; কারক]।

অধিকরণ তৎপুরুষ সমাস : *তৎপুরুষ সমাসের* একটি শ্রেণি। এই সমাসে *পূর্বপদ উত্তরপদের* অধিকরণ কারক-স্থানীয় হয়। সমাসবদ্ধ পদটি তৈরি হওয়ার সময় পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায়। এই সমাসের অন্য নাম **সপ্তমী তৎপুরুষ**। ▷গাছপাকা (গাছে পাকা); ঝুড়িভরতি (ঝুড়িতে ভরতি); ভূলুণ্ঠিত (ভূ বা ভূমিতে লুণ্ঠিত); ধ্যানমগ্ন (ধ্যানে মগ্ন); গৃহাগত (গৃহে আগত); দেশবিখ্যাত (দেশে বিখ্যাত); রাতকানা (রাতে কানা); প্রাতর্ভ্রমণ (প্রাতে ভ্রমণ); মাতৃভক্তি (মাতার প্রতি ভক্তি)।

অলুক্ সমাসেও অধিকরণ তৎপুরুষ হতে পারে। ▷দিনে ডাকাতি (দিনের বেলায় ডাকাতি); গায়ে-পড়া (গায়েতে পড়া); যুধিষ্ঠির (যুদ্ধে স্থির)। অনেক ক্ষেত্রে উত্তরপদ পূর্বপদের অধিকরণ কারক-স্থানীয় হলেও এই সমাস হতে পারে। ▷দৃষ্টপূর্ব (পূর্বে দৃষ্ট); ভূতপূর্ব (পূর্বে ভূত); ছোটোজাত (জাতে ছোটো)। [দ্র. সমাস; তৎপুরুষ]।

অধিকরণ সম্বন্ধ : *সম্বন্ধপদটি সম্বন্ধিতের* অধিষ্ঠান বা অবস্থানবাচক হলে, সম্বন্ধকে বলা হয় **অধিকরণ সম্বন্ধ**। জলের মাছ এই বাক্যাংশে সম্বন্ধপদ 'জলের', সম্বন্ধিত 'মাছ'। জল মাছের থাকার জায়গা, তাই 'জলের' ও 'মাছ'-এর যে-সম্বন্ধ তা অধিকরণ সম্বন্ধ এবং সম্বন্ধটি *স্থানাধিকরণ* পর্যায়ের। দিনের আলো—এখানে অধিকরণ সম্বন্ধটি সময়সূচক বা *কালাধিকরণ*। ▷**গাঁয়ের** লোক; **কলেজের** ছাত্র; **আজকালকার** ছেলে; **সেকালের** লোক।

অধিকার সম্বন্ধ : *সম্বন্ধপদের* সঙ্গে *সম্বন্ধিতের* সম্পর্কটা মালিকানা, অধিকার প্রভৃতি বিষয়ক হলে **অধিকার সম্বন্ধ** বা **স্বামিত্ব সম্বন্ধ** হয়। ▷**আমার** বাড়ি; **বিড়লাদের** কারখানা; **রাজার** রাজ্য; **গোপালের** মা; **আমাদের** দেশ।

অধীন খণ্ডবাক্য : দ্র. অপ্রধান খণ্ডবাক্য।

অন্[১] : দ্র. নঞ্‌তৎপুরুষ সমাস।

অন্[২] : দ্র. কনিন্; বনিপ্।

অন[১] : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। এই *প্রত্যয়* যোগ হলে ধাতু থেকে *ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য* তৈরি হয়। ▷√থাক্ + অন = থাকন; √ফল্ + অন = ফলন; √ঝাড়্ + অন্ = ঝাড়ন, √চল্ + অন = চলন; √ধর্ + অন = ধরণ; √পাল্ + অন = পালন; √গড়্ + অন = গড়ন।

অন[২] : দ্র. অনট্; ক্যু; ক্যুন্; খনট্; ল্যুট্; যুচ্[২];

অনট্, ল্যুট্ (অন) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। অন্য নাম ল্যুট্। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ট্' বাদ যায় 'অন' থাকে। ধাতুর শেষে ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ থাকলে এই প্রত্যয় যোগ করার সময় তাদের *গুণ* [দ্র.] হয়। এই প্রত্যয়ান্ত শব্দ সংস্কৃতমতে *ক্লীবলিঙ্গ* (বাংলায় অবশ্য এইরকম লিঙ্গবিচার অনাবশ্যক) ও অর্থের দিক থেকে *ক্রিয়ার* ভাববোধক হয়। ▷√অঙ্ক্ + অন (অনট্ বা ল্যুট্) = অঙ্কন; √কৃ + অন (ল্যুট্) = করণ; √গম্ + অন (ল্যুট্) = গমন; √ভুজ্ + অন (ল্যুট্) = ভোজন; √সাধ্ + অন (ল্যুট্) = সাধন; √নী + অন (ল্যুট্) = নয়ন; আ-√রুহ্ + অন (ল্যুট্) = আরোহণ; √স্থা + অন (ল্যুট্) = স্থান।

অনন্বয়ী অব্যয় : যে-*অব্যয় পদ বাক্যের* অন্য পদগুলির সঙ্গে অন্বিত বা সম্পর্কযুক্ত নয়, তা **অনন্বয়ী অব্যয়**। এই শ্রেণির অব্যয় প্রধানত *মনোভাববাচক* বা *অন্তর্ভাবাত্মক*। ▷'**আহা**, আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে,'—রবীন্দ্র। **ধুত্তোর**, এত ফ্যাচাং আর ভালো লগে না। এই শ্রেণির অব্যয়ের কতগুলি উপশ্রেণি আছে। ১. *প্রশ্নবাচক* [দ্র.] : ▷কি; কিনা। ২. *বাক্যালংকার* [দ্র.] বা *অনর্থক* : ▷তো; না। ৩. *নিষেধাত্মক* [দ্র.] : ▷না। ৪. *অসম্মতিজ্ঞাপক* [দ্র.] : ▷না; মোটেও না। ৫. *প্রশংসাবাচক* [দ্র.] বা *অনুমোদনসূচক* : ▷শাবাশ; মরি মরি; বলিহারি। ৬. *সম্মতিজ্ঞাপক* [দ্র.] : ▷হ্যাঁ; আচ্ছা; হুঁ। ৭. *ঘৃণা-বিরক্তিসূচক* [দ্র.] : ▷এঃ; ধুত্তোর; ধুৎ। ৮. *ভয়-যন্ত্রণা-মনোকষ্টজ্ঞাপক* [দ্র.] : ▷ওরে বাবা; হায় হায়; উঃ। ৯. *বিস্ময়সূচক* [দ্র.] : ▷একী; অ্যাঁ। ১০. *করুণাসূচক* [দ্র.] : ▷আহা; ওহো। ১১. *সম্বোধন* [দ্র.] বা *আহ্বানসূচক* : ▷হে; ওহে। [দ্র. মনোভাববাচক অব্যয়; অব্যয়]।

অনর্থক অব্যয় : দ্র. বাক্যালংকার অব্যয়।

অনস্ : দ্র. কনসি।

অনা[১] : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। এই *প্রত্যয়* যোগ করে *ধাতু* থেকে *ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য* পাওয়া যায়। ▷√কান্দ্ + অনা = কান্দনা → কান্না; √রান্ধ্ + অনা = রান্ধনা → রান্না; √বাজ্ + অনা = বাজনা; √বাট্ + অনা = বাটনা; √ভাব্ + অনা = ভাবনা।

অনা[২] : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। এই *প্রত্যয় শব্দকে* প্রসারিত করে, কিন্তু তার মূল অর্থের কোনো পরিবর্তন করে না। ▷পাখ + অনা = পাখনা; ছা + অনা = ছানা (শাবক অর্থে)।

অনা[৩] : বাংলা *উপসর্গ*। ১. খারাপ অর্থে : ▷**অনাসৃষ্টি**; **অনামুখো**। ২. অভাব অর্থে : ▷**অনাবৃষ্টি**।

(লক্ষণীয়, অনাচার, অনাবশ্যক, অনাদর ইত্যাদি তৎসম *শব্দের* সামনে 'অনা' থাকলেও এইগুলি 'অনা' উপসর্গ নয়)। [দ্র. নঞ্‌তৎপুরুষ]।

অনি[১] (অনি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ▷√অট্ + অনি = অটনি; √অশ্ + অনি = অশনি; √অব্ + অনি = অবনি; √শো + অনি = শনি; √ধৃ + অনি = ধরণি; √ঋ + অনি = অরণি; √সৃ + অনি = সরণি; √ধম্ + অনি = ধমনি; √অশ্ + অনি = অশনি; √তৃ + অনি = তরণি; √রন্‌জ্ + অনি = রজনি। এইসব শব্দে বিকল্পে *'ঙীপ'* হতে পারে। যেমন ধরণী, অরণী, অবনী, সরণী, ধমনী, তরণী, রজনী। বাংলায় এইসব শব্দের ঈ-কারান্ত বিকল্প রূপগুলিই বেশি প্রচলিত ছিল। এখন অবশ্য ধরণি, অবনি, তরণি প্রভৃতি লেখা হচ্ছে।

অনি[২], উনি : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। এই *প্রত্যয়গুলি* যোগ করে ধাতু থেকে *ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য* পাওয়া যায়। ▷√গোঙা + অনি = গোঙানি; √ঢাক্ + অনি = ঢাকনি; √বাঁধ্ + অনি = বাঁধনি। ▷√নাচ্ + উনি = নাচুনি; √জ্বল্ + উনি = জ্বলুনি; √কাঁপ্ + উনি = কাঁপুনি; √ছা + উনি = ছাউনি। অনেক ক্ষেত্রে এই প্রত্যয় যোগ হলে ক্রিয়াটি যে-সম্পাদন করে তাকেও বোঝায়। ▷√রাঁধ্ + উনি = রাঁধুনি (যে রাঁধে); √নাচ্ + উনি = নাচুনি (যে নাচে)। সম্পাদন যে করে সে স্ত্রীবাচক হলে 'অনী' কিংবা 'উনী' হয়। যেমন নাচুনী, রাঁধুনী। কিন্তু বাংলায় এইরকম স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে ঈ-কারের ব্যবহার এখন কমে আসছে। এখন ই-কারই লেখা হয়। ▷নাচুনি; রাঁধুনি।

অনির্দিষ্ট কর্তা : অনেকসময়ে *বাক্যের কর্তা* কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি, প্রাণী কিংবা বস্তু না হয়ে সাধারণ অথবা অনির্ধারিত হতে পারে। এই শ্রেণির কর্তাকে বলা হয় **অনির্দিষ্ট কর্তা**। এইসব ক্ষেত্রে *কর্তৃকারকে* এ, তে, য় প্রভৃতি *বিভক্তির* প্রয়োগও হতে পারে। *শূন্যবিভক্তিও* হয়। ▷**লোকে** বলে (কোনো বিশেষ লোক নয়)। **গোরু** দুধ দেয়। **গোরু** ঘাস খায় (কোনো বিশেষ গোরু নয়)। **ছাগলে** কী না খায়? (সব ছাগলের কথাই বলা হচ্ছে)।

অনির্দেশক সর্বনাম : যে-*সর্বনাম* কোনো কিছুকে সরাসরি নির্দিষ্ট করে দেয় না, তাকে বলা হয় **অনির্দেশক সর্বনাম** বা **অনিশ্চয়বাচক সর্বনাম**। যে-ব্যক্তি কিংবা বস্তুর পরিচয় জানা নেই, তাদের পরিবর্তে ব্যবহার্য সর্বনামও এই শ্রেণির। ▷কেউ; কিছু; অমুক প্রভৃতি। একাধিক সর্বনাম অথবা সর্বনামের দ্বিত্বও অনির্দেশক সর্বনামের কাজ করতে পারে। এদের বলা হয় **যৌগিক অনির্দেশক সর্বনাম**। ▷যে কেহ; কেউ কেউ; কোনো কিছু; যা কিছু; অন্য কেউ, কিছু কিছু।

অনিশ্চয়বাচক সর্বনাম : দ্র. অনির্দেশক সর্বনাম।

অনীয়র্ (অনীয়) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ধাতুর সঙ্গে যোগ হলে 'র্' বাদ যায়, 'অনীয়' থাকে। উচিত কিংবা আবশ্যকতা বোঝানোর জন্য এই *প্রত্যয়* ব্যবহৃত হয়। অনীয়র্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ *বিশেষণ*। ▷√পূজ্ + অনীয় (অনীয়র্) = পূজনীয়; √সহ্ + অনীয় (অনীয়র্) = সহনীয়; √গ্রহ্ + অনীয় (অনীয়র্) = গ্রহণীয়; √স্পৃহ্ + অনীয় (অনীয়র্) = স্পৃহণীয়; √পা + অনীয় (অনীয়র্) = পানীয়।

অনু : সংস্কৃত *উপসর্গ*। একাধিক অর্থে এই উপসর্গের ব্যবহার আছে। ১. পরে অর্থে : ▷**অনু**জ; **অনু**তাপ। ২. পিছন অর্থে : ▷**অনু**সরণ; **অনু**ধাবন। ৩. সর্বদা অর্থে : ▷**অনু**ক্ষণ; **অনু**দিন। ৪. অন্যান্য বিবিধ অর্থে : ▷**অনু**কম্পা; **অনু**বাদ; **অনু**শীলন।

অনুকার অব্যয় : দ্র. ধ্বন্যাত্মক অব্যয়।

অনুকার ধ্বনিজ ধাতু : দ্র. ধ্বন্যাত্মক ধাতু।

অনুকার শব্দ : এই *পারিভাষিক শব্দটি* বাংলা ব্যাকরণে এখনও পর্যন্ত দুটি অর্থে প্রচলিত। প্রথম প্রচলন *ধ্বন্যাত্মক শব্দের* [দ্র.] সমার্থক শব্দ হিসেবে। আবার বই-টই, চাকরবাকর, নেশা-টেশা, ছেলে-টেলে, টাকা-ফাকা, ইঁদুর-ফিঁদুর প্রভৃতি শব্দযুগলের মধ্যে দ্বিতীয়টি, যা কোনো বিশেষ অর্থবহ নয়, তাকেও বলা হয় **অনুকার শব্দ**। অনুকার শব্দ ঠিক কোনটিকে বলা হবে,

তার মীমাংসা এখনও হয়নি। প্রথম অর্থটি নেওয়া হলে ফট্, ফটাস, দুম, ধপাস, টুংটাং প্রভৃতিকেই অনুকার শব্দ বলে মানতে হয়। অন্যদিকে বই-টই-এর 'টই', অর্থাৎ উল্লিখিত উদাহরণের '—বাকর', '—টেশা', '—ঢেলে', '—ফাকা', '—ফিঁদুর' প্রভৃতি অর্থহীন শব্দ, যা এদের আগের শব্দগুলির প্রতিধ্বনির মতো, সেগুলিই হবে অনুকার শব্দ। দ্বিতীয় মতটিই এখন প্রাধান্য পাচ্ছে। [দ্র. শব্দদ্বৈত; দ্বিরুক্ত শব্দ]।

অনুকারসূচক অব্যয় : দ্র. ধ্বন্যাত্মক অব্যয়।

অনুক্ত কর্তা : *কর্মবাচ্য* অথবা *ভাববাচ্যে বিভক্তি* কিংবা *অনুসর্গযুক্ত কর্তাপদকে* বলা হয় **অনুক্ত কর্তা**। ১. কর্মবাচ্যে : ▷**তোমার দ্বারা** এ কাজ হবে না। **পুলিশ কর্তৃক** চোর ধৃত হল। ২. ভাববাচ্যে : ▷**তার** আর ট্রেন ধরা হল না। **আপনার** কোথায় থাকা হয়? [দ্র. কর্তা; কর্তৃকারক]।

অনুগামী শব্দ : অনেকসময়েই কোনো একটি *শব্দের* সঙ্গে সমার্থক অথবা প্রায় সমার্থক অন্য একটি শব্দ জোড়া লাগিয়ে ব্যবহার করা হয়। আধিক্য বোঝানো, জোর দেওয়া প্রভৃতি কারণে এই ধরনের জোড়শব্দ ব্যবহার করা যায়। যেমন গাছগাছালি, রাজারাজড়া, চিঠিপত্র, সন্তানসন্ততি। লক্ষ করলে দেখা যাবে, প্রতিক্ষেত্রেই দ্বিতীয় শব্দটি প্রথমটির সমার্থক। এইরকম ব্যবহারে গাছালি, রাজড়া, পত্র, সন্ততি হবে **অনুগামী শব্দ**। এদের **সহচর শব্দও** বলা হয়। ▷মাঠ**ময়দান**, পয়সা**কড়ি**; যুদ্ধ**বিগ্রহ**: জল**পানি**; যান**বাহন**; মানুষ**জন**; লোক**জন**; হুঁ-**হাঁ**; ভয়**ডর**; ডাক্তার**বদ্যি**; বিদেশ**বিভুঁই** প্রভৃতি। জোড়শব্দের দুটি শব্দ ঠিক সমার্থক না হলেও, দ্বিতীয়টিকে প্রথমটির অনুগামী শব্দ বলা যেতে পারে। ▷গাড়ি**ঘোড়া**; শব্দ**বাদ্যি**; পথ**ঘাট**; বিদ্যে**বুদ্ধি**; গ্রাম**গঞ্জ**; গান**বাজনা**।

অনুজ্ঞা ভাব : অন্য কাউকে কিছু করার জন্য বলা, অর্থাৎ আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ, আহ্বান, আশীর্বাদ, অভিশাপ প্রভৃতি জানাবার জন্য *ক্রিয়ার* যে-প্রকার বা *ভাব* হয়, তাকে বলা হয় **অনুজ্ঞা ভাব, নিয়োজক ভাব** বা **আজ্ঞাদ্যোতক ভাব**। অনুজ্ঞা ভাবের জন্য পৃথক ক্রিয়ারূপ আছে। *বর্তমান কালে মধ্যম* ও *প্রথমপুরুষে* আর *ভবিষ্যৎ কালে* কেবল *মধ্যমপুরুষে* অনুজ্ঞা ভাব হতে পারে। *অতীত কালে* এই ক্রিয়ারূপ হয় না। ▷বর্তমান কালে, মধ্যমপুরুষ : তুমি **যাও**। 'অন্ধজনে **দেহো** আলো,'—রবীন্দ্র। একদিন **এসো**। এই লেখাটার বাংলা অনুবাদ **করো**। তুই নিপাত **যা**। ▷বর্তমান কাল, প্রথমপুরুষ : **বলুক** সে একথা আর একবার। তা তিনি **আসুন**, কথা **বলুন** আমাদের সঙ্গে। লোকে **জানুক** যে আইন ভেঙে রেহাই পাওয়া যায় না। ▷ভবিষ্যৎ কাল, মধ্যমপুরুষ : তাকে **বোলো** যে সে এলে আমি খুশি হব। তাকে **জানাবেন** আমার কথা। এই বড়ি সকালে ও বিকেলে একটা করে **খাবেন**। 'ওগো, আজ তোরা **যাস নে** ঘরের বাহিরে॥'—রবীন্দ্র। [দ্র. ক্রিয়ার ভাব]।

অনুজ্ঞা ভাবে ক্রিয়ার কাল : কেবল *বর্তমান* এবং *ভবিষ্যৎ কালেই ক্রিয়ার অনুজ্ঞা ভাব* হতে পারে। বর্তমান কালে *মধ্যম* ও *প্রথমপুরুষে*, আর *ভবিষ্যৎ কালে* শুধুমাত্র *মধ্যমপুরুষেই* ক্রিয়ার এই ভাব হয়। [দ্র. অনুজ্ঞা ভাব]।

অনুজ্ঞাসূচক বাক্য : দ্র. আজ্ঞাসূচক বাক্য।

অনুনাসিক স্বর : *স্বরধ্বনির* উচ্চারণ নাকি হলে অর্থাৎ তার উচ্চারণে নাক দিয়ে বাতাস বার হলে যেরকম ধ্বনি হয় তাকে বলা হয় **অনুনাসিক স্বর** বা **সানুনাসিক স্বর**। অনুনাসিক উচ্চারণের চিহ্ন *চন্দ্রবিন্দু* এবং তা *বর্ণের* মাথায় বসে। বাংলায় যেসব শব্দে অনুনাসিক উচ্চারণ আছে, তার অধিকাংশই *নাসিক্য ধ্বনি*-যুক্ত (ঙ, ম্, ন্) কোনো মূল শব্দ থেকে *ধ্বনি পরিবর্তন* হয়ে এসেছে। ▷বংশী → বাঁশি; চন্দ্র → চাঁদ; ছন্দ → ছাঁদ; বঙ্ক → বাঁক; পঙ্ক → পাঁক; অন্ধকার → আঁধার; দণ্ড → দাঁড়। বিদেশি শব্দের বাংলা রূপান্তরেও বেশ কিছু অনুনাসিক স্বর এসেছে। ▷আঁতাত; আঁতেল; কৌঁসুলি। কথ্য বাংলায় কিছু অনুনাসিক স্বরের ব্যবহার দেখা যায়, যা অনাবশ্যক। ▷কাঁচ; পুঁথি;

হাঁসপাতাল; হাঁসি। পূর্ব বাংলার আঞ্চলিক উচ্চারণে অনুনাসিক স্বরের ব্যবহার নেই বললেই চলে।

অনুবন্ধ : সংস্কৃত কৃৎ ও *তদ্ধিতপ্রত্যয়ে ধাতু* ও *শব্দের* সঙ্গে যা যোগ হয়, *প্রত্যয়টির* নামকরণ সর্বদা সেরকমভাবে হয় না। নামকরণে প্রত্যয়টির সঙ্গে বাড়তি কিছু *ধ্বনি* যোগ করে দেওয়া হয়। এই ধ্বনি অথবা ধ্বনিগুলির নাম **অনুবন্ধ**। এর কয়েকটি কারণ আছে। সংস্কৃত 'অণ্' প্রত্যয় থেকে যোগ হয় 'অ'। বস্তুত 'অ', 'অচ্' কিংবা 'অণ্' ও আরও অনেক প্রত্যয় থেকেও আসতে পারে। যেমন √কৃ + অ (অ যদি 'অচ্' থেকে আসে) = কর; আবার √কৃ + অ (অ যদি 'অণ্' থেকে আসে) = কার। তাহলে প্রত্যয়ের সংক্ষিপ্ততম রূপ থেকে তার স্বরূপ অনুমান করা সর্বদা সম্ভব নয়। এইজন্যই প্রত্যয়গুলির সঙ্গে অন্য কিছু ধ্বনি জুড়ে তাকে বাড়ানো হয়েছে। যে-ধ্বনিগুলি জোড়া হয় তা অনুবন্ধ। ব্যবহারের সময় অনুবন্ধ বাদ যায়। এই বাদ যাওয়ার নাম 'ইৎ'। নীচে এই বিষয়টির কিছু উদাহরণ দেখানো হয়েছে। শব্দের বুৎপত্তি লেখার সময় সাধারণত অনুবন্ধহীন অংশ বাইরে ও অনুবন্ধযুক্ত প্রত্যয় নামটি বন্ধনীর মধ্যে লেখা হয়। যেমন √কৃ + তি (ক্তিন্) = কৃতি; √অশ্ + ব (ক্বন্) = অশ্ব; √ভ + অয় (অয়চ্) = উভয়।

প্রত্যয়	অনুবন্ধ	প্রত্যয় (স্থূলাক্ষরে) + অনুবন্ধ	অনুবন্ধযুক্ত রূপ বা প্রত্যয়ের নাম
অ	চ্	**অ** + চ্	অচ্
অ	ঘ্, ঞ্	ঘ্ + **অ** + ঞ্	ঘঞ্
অ	খ্, চ্	খ্ + **অ** + চ্	খচ্
অ	প্	**অ** + প্	অপ্
অ	ক্, প্	ক্ + **অ** + প্	কপ্
উ	ক্	ক্ + **উ**	কু
য	ক্, অ, প্	ক্ + **য্** + **অ** + প্	ক্যপ্
আন	চ্, শ্	চ্ + **আ** + **ন্** + **অ** + শ্	চানশ্
ছ	০	**ছ্** + **অ**	ছ
ইন্	ণ্, ই	ণ্ + **ই** + **ন্** + ই	ণিনি
ফ	অ, ক	**ফ্** + **অ** + ক্	ফক্

অনুবন্ধযুক্ত প্রত্যয়নাম থেকে অনুবন্ধ ধ্বনি 'ইৎ' হলে (অর্থাৎ বাদ হলেই) প্রত্যয়টি বেরিয়ে আসে—এই নিয়ম সর্বদা খাটে না। যেমন 'যুচ্' প্রত্যয় থেকে 'অন' যোগ হয়। কিন্তু 'যুচ্'-কে ভেঙে (য্ + উ + চ্) তা থেকে 'অন' বার করা যায় না।

অনুমতিবোধক যৌগিক ক্রিয়া : দ্র. যৌগিক ক্রিয়া।

অনুমোদনবোধক যৌগিক ক্রিয়া : দ্র. যৌগিক ক্রিয়া।

অনুমোদনসূচক অব্যয় : দ্র. প্রশংসাবাচক অব্যয়।

অনুসর্গ : কিছু *শব্দ* আছে যারা *বাক্যের কোনো পদের* পরে বসে পদটিকে বাক্যের সঙ্গে অন্বিত করে। এই ধরনের শব্দকে বলা হয় **অনুসর্গ**। এর অন্য নাম **কর্মপ্রবচনীয়**, বা **পরসর্গ** বা **সম্বন্ধীয়**। অনুসর্গকে 'বিভক্তিরূপে ব্যবহৃত পদ' বলা চলে। দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক, মধ্যে, থেকে প্রভৃতি শব্দ অনুসর্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ▷হাত **দিয়ে** ভাত মাখে। ঘরের **মধ্যেই** শত্রু। বাড়ি **থেকে** দেখলাম। অনুসর্গ পদটি যে-পদটিকে অন্বিত করছে, সেটি বিভক্তিযুক্ত কিংবা বিভক্তিহীন—এই দু-রকমই হতে পারে। ▷বিভক্তিযুক্ত পদের সঙ্গে অনুসর্গ : **আমার থেকে**

বড়ো। লাঠির **দ্বারা** আঘাত করল। **নিজে থেকে** বলল। ▷বিভক্তিহীন পদের সঙ্গে অনুসর্গ : **ছাদ থেকে** দেখছে। **বেত দিয়ে** মারল। **সব থেকে** আপন।

বাংলা অনুসর্গগুলিকে *কারক* অনুযায়ী ভাগ করা যায়। ১. *করণ কারকে* : ▷দিয়া, দিয়ে, দ্বারা, কর্তৃক; করে, করিয়া প্রভৃতি। ২. *নিমিত্ত কারকে* : ▷তরে, জন্য; নিমিত্ত, কারণে, হেতু প্রভৃতি। ৩. *অপাদান কারকে* : ▷আগে, আগেতে; উপর, উপরে, নীচে; পাছে, পিছে; বাহিরে, বাইরে; ভিতরে, ভেতরে; মাঝ, মাঝে প্রভৃতি। এ ছাড়াও বিবিধ অর্থে অনুসর্গের ব্যবহার হয়। ৪. ব্যতীত অর্থে : ▷ছাড়া, ব্যতীত, বিনা, বিহনে, বই; বেগর প্রভৃতি। ৫. সাহচর্য অর্থে : ▷সঙ্গে, সাথে; সহিতে, সহিত, সনে প্রভৃতি। ৬. দিক বোঝানোর জন্য : ▷পাছে, পিছনে; পেছনে, পাশে, পানে প্রভৃতি।

অনেক অনুসর্গই *অব্যয়*। *অসমাপিকা ক্রিয়াও* অনুসর্গ হয়। ▷দিয়া, দিয়ে; করিয়া, করে; হইতে, হতে।

অনুস্বার : 'ং'—বাংলা *বর্ণমালার* এই চিহ্নটির নাম **অনুস্বার**। উচ্চারণে 'ং' ও 'ঙ'-এর মধ্যে কোনো তফাত নেই। *বর্ণ* হিসেবে অনুস্বার *অযোগবাহ বর্ণ* [দ্র.]। *স্বরবর্ণ* অথবা *ব্যঞ্জনবর্ণ*, কোনো দলেই 'ং' পড়ে না।

অন্ত[১], **অন্তি** : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। কোনো কাজ চলছে এই ভাব বোঝানোর জন্য অন্ত, অন্তির *প্রত্যয়ের* ব্যবহার। 'অন্ত' *স্ত্রীলিঙ্গে* কখনো কখনো 'অন্তি' হয়। ▷√জি + অন্ত = জিয়ন্ত → জ্যান্ত; √চল্ + অন্ত = চলন্ত; √উড়্ + অন্ত = উড়ন্ত; √উঠ্ + অন্ত = উঠন্ত কিংবা √উঠ্ + অন্তি = উঠন্তি। এই প্রত্যয়ান্ত *শব্দ বিশেষণ*। এখন স্ত্রীলিঙ্গে 'অন্তি'র ব্যবহার কমে আসছে।

অন্ত[২] : দ্র. ঋচ্।

অন্তঃ (অন্তর্) : সংস্কৃত শব্দ। ভিতরে বা মধ্যে অবস্থিত—এই অর্থ বোঝাতে শব্দটি *উপসর্গের* মতো ব্যবহৃত হয়। ▷অন্তঃ + গত = অন্তর্গত; অন্তঃ + পুর = অন্তঃপুর; অন্তঃ + সলিলা = অন্তঃসলিলা; অন্তঃ + দহন = অন্তর্দহন; অন্তঃ + স্থ = অন্তঃস্থ; অন্তঃ + ভাবনা = অন্তর্ভাবনা।

অন্তঃস্থ-ব : দ্র. অন্তঃস্থ ব্যঞ্জন; ব[১]।

অন্তঃস্থ বর্ণ : দ্র. অন্তঃস্থ ব্যঞ্জন।

অন্তঃস্থ-ব শ্রুতি : সংস্কৃত কিংবা হিন্দি রীতিতে *অন্তঃস্থ* ব-এর উচ্চারণ অনেকটা 'ওয়্'-ধ্বনির মতো। বাংলা উচ্চারণে অবশ্য *বর্গীয়* ও অন্তঃস্থ ব-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু পর পর দুটি *স্বরধ্বনি* থাকলে তাদের উচ্চারণের সুবিধার জন্য তাদের মাঝখানে অন্য কোনো ধ্বনি আনার প্রয়োজন হয়। যেমন, পা + আ উচ্চারণ করতে অসুবিধে হয়, ফলে তা হয়ে দাঁড়ায় 'পাওয়া'। অর্থাৎ দুটো 'আ'-ধ্বনির মধ্যে একটা 'ওয়্'-ধ্বনি এসে যাচ্ছে। মাঝখানে এসে-যাওয়া এই ধ্বনির নাম *শ্রুতিধ্বনি* [দ্র.]; এবং এই ক্ষেত্রে যেহেতু তা অন্তঃস্থ ব-এর প্রকৃত ধ্বনির মতো শুনতে, তাই এই শ্রুতিধ্বনির নাম দেওয়া হয়েছে **অন্তঃস্থ-ব শ্রুতি**। ▷পা + আ = পাওয়া; দে + আ = দেওয়া; যা + আ = যাওয়া; [দ্র. যৌগিক স্বরধ্বনি]।

অন্তঃস্থ ব্যঞ্জন : য, য়, র, ল ও অন্তঃস্থ-ব, এই *বর্ণগুলির* উচ্চারণের *ধ্বনিকে* ধ্বনি-বিচারে *স্বরধ্বনি* অথবা *ব্যঞ্জনধ্বনি*, কোনোটাই বলা চলে না। এদের উচ্চারণে শ্বাসবায়ু সম্পূর্ণ বাধামুক্ত থাকে না। অন্যদিকে সম্পূর্ণ বাধাযুক্তও হয় না। এদের অবস্থান *স্পর্শ* ও *উষ্ম বর্ণের* মাঝামাঝি। তাই এদের নাম **অন্তঃস্থ বর্ণ**। এই বর্ণগুলির মধ্যে 'য়' ও অন্তঃস্থ ব-কে বলা হয় *অর্ধস্বর* এবং 'র', 'ল'-কে *তরল স্বর*। *উচ্চারণস্থান* অনুযায়ী 'য' *তালব্য*; 'র', 'ল' *দন্তমূলীয়*; 'অন্তঃস্থ-ব' *দন্তৌষ্ঠ্য*। বাংলায় অবশ্য অন্তঃস্থ ব-এর কোনো পৃথক উচ্চারণ নেই, *বর্গীয়* ব-এর মতোই উচ্চারিত হয়। [দ্র. উষ্ম ব্যঞ্জন; স্পর্শব্যঞ্জন; অর্ধস্বর]।

অন্তঃস্থ য়-শ্রুতি : দ্র. য়-শ্রুতি।

অন্তর্ভাবাত্মক অব্যয় : দ্র. মনোভাববাচক অব্যয়।

অন্তি : দ্র. অন্ত[১]; ঝিচ্।

অন্ত্যপদ : *সন্ধিতে* কিংবা *সমাসে* যে-*শব্দ* বা *পদ* পরে থাকে তাকে বলা হয় **অন্ত্যপদ**। এর অন্য নাম **উত্তরপদ**। দেবালয়—এই *সমাসবদ্ধ* শব্দটিতে আছে দুটো শব্দ, দেব + আলয়। এর মধ্যে আলয় হল অন্ত্যপদ বা উত্তরপদ। ▷লবঙ্গলতা, অন্ত্যপদ—**লতা**; শব্দকোষ, অন্ত্যপদ—**কোষ**; শব্দাভিধান, অন্ত্যপদ—**অভিধান**। [দ্র. পূর্বপদ]।

অন্তব্যঞ্জন লোপ : ধ্বনি লোপ।

অন্ত্যব্যঞ্জনাগম : উচ্চারণের সময় কোনো কোনো শব্দে বাড়তি *ধ্বনি* এসে যায়। শব্দের শেষে *ব্যঞ্জনধ্বনি* এলে তাকে বলা হয় **অন্ত্যব্যঞ্জনাগম**। ▷নানা→নানান্; সীমা → সীমানা; ধনু → ধনুক; ফটো → ফটোক। [দ্র. ধ্বন্যাগম]।

অন্ত্যস্বর লোপ : *ধ্বনি লোপের* [দ্র.] ক্ষেত্রে *শব্দের* শেষের *স্বরধ্বনি* উচ্চারণ থেকে বাদ গেলে হয় **অন্ত্যস্বর লোপ**। ▷বন্যা → বান; লজ্জা → লাজ; চাকা → চাক (কুমোরের চাক); কাঁদি → কাঁদ। [দ্র. ধ্বনি লোপ]।

অন্ত্যস্বরাগম : *ধ্বন্যাগমের* ক্ষেত্রে শব্দের শেষে বাড়তি *স্বরধ্বনি* এসে গেলে তাকে বলা হয় **অন্ত্যস্বরাগম**। ▷ধন্য → ধন্যি; গণ্য → গণ্যি; দুষ্ট → দুষ্টু। [দ্র. ধ্বন্যাগম]।

অন্বয় : *বাক্যের পদগুলির* পরস্পর সম্পর্ককে বলা হয় **অন্বয়**। এই সম্পর্কের কেন্দ্রবিন্দু হল *ক্রিয়াপদ*, যদিও ক্রিয়াপদ কখনো উহ্য থাকতে পারে। ক্রিয়াপদের সঙ্গে অন্য পদের সম্পর্কের নাম **কারক**। কারক-সম্পর্কযুক্ত পদগুলির *বিশেষণ* অথবা *সম্বন্ধপদ* হয়ে আরও অনেক পদ বাক্যে আসতে পারে। ক্রিয়ারও বিশেষণ হয়। এ ছাড়া কারক সম্পর্কহীন নানা ধরনের *অব্যয়*ও বাক্যে থাকে। পদের পরস্পর সম্পর্ক বা অন্বয়কে এইরকম করে সাজানো চলে। ১. ক্রিয়াপদ। ২. ক্রিয়ার সঙ্গে কারক-সম্পর্কযুক্ত পদ। ৩. ক্রিয়াপদের গুণাগুণ প্রকাশক পদ। ৪. কারক-সম্পর্কযুক্ত পদের গুণাগুণ প্রকাশক পদ। ৫. ক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধহীন অন্য পদ। [দ্র. বাক্য; কারক]।

অন্য (অন্য) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। √ঋ + অন্য = অরণ্য; √পৃষ্ + অন্য = পর্জন্য।

অন্যথাসূচক অব্যয় : দ্র. ব্যতিরেকাত্মক অব্যয়।

অন্যনির্ভর সামর্থ্যবোধক যৌগিক ক্রিয়া : দ্র. যৌগিক ক্রিয়া।

অন্যাদিবাচক সর্বনাম : যে-*সর্বনাম* নিজ-ভিন্ন অন্যকে বোঝায়, তা-ই **অন্যাদিবাচক সর্বনাম**। ▷অন্য; অপর; অমুক। [দ্র. সর্বনাম]।

অন্যান্য ভাষা থেকে আগত শব্দ : বাংলা ভাষায় এমন অনেক *শব্দ* আছে যা সংস্কৃত ভাষা ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় ও বিদেশি ভাষা থেকে এসেছে। এইসব শব্দ অনেকসময় মূল শব্দের মতোই কিংবা কিছুটা পরিবর্তিত। বাংলায় তাদের উচ্চারণ অনুযায়ী *প্রতিবর্ণীকৃত* রূপ লেখা হয়, যদিও এই প্রতিবর্ণীকরণের কোনো সাধারণ নিয়ম গড়ে ওঠেনি। এইসব শব্দকেই সাধারণভাবে বলা হয় **অন্যান্য ভাষা থেকে আগত শব্দ** বা **আগন্তুক শব্দ** বা **বিদেশি শব্দ**। ▷**আরবি** : অকু; অদলবদল; অছি; আক্কেল; ইমারত, ইশারা; খালি; জলসা; ফোয়ারা; দলিল; নকিব; নজর; নবাব; নজিব; অকুব; অছি; ফজলি; ফিকির; মাইফেল প্রভৃতি। ▷**ফারসি** : অজুহাত; অন্দর; আপোশ; কারবার; খরচ; গোয়েন্দা; চাবুক; চেহারা; তিরন্দাজ; দাবি; নালিশ; পোশাক; বরফ; সরগরম; হরদম; হাজার প্রভৃতি। ▷**ইংরেজি** : অফিস; আর্দালি; কমা; গার্ড; গেলাস; টাইপ; টেবিল; ডাক্তার; নম্বর; বাক্স; হাইকোর্ট; হাসপাতাল প্রভৃতি। ▷**পোর্তুগিজ** : আচার; আতা; ইস্পাত; কামরা; গামলা; গির্জা; তামাক; তোয়ালে; পাঁউরুটি; পেরেক; বালতি; বেহালা; মিস্ত্রি; সাবান প্রভৃতি। ▷**ফরাসি** : কার্তুজ; কুপন; রেস্তরাঁ প্রভৃতি। ▷**জার্মান** : নাতসি, কিন্ডারগার্টেন প্রভৃতি। ▷**ইতালীয়** : অপেরা; আউন্স প্রভৃতি। ▷**স্পেনীয়** : ডেঙ্গু ইত্যাদি।

▷**ওলন্দাজ** : ইস্কাপন ইত্যাদি। ▷**রুশ** : বলশেভিক, স্পুটনিক প্রভৃতি। ▷**জাপানি** : হাসুহানা; টাইফুন প্রভৃতি। ▷**চৈনিক** : চা; চিনি; লিচু প্রভৃতি। ▷**মালয়ি** : কাকাতুয়া ইত্যাদি। ▷**সিংহলি** : বেরিবেরি ইত্যাদি। ▷**বর্মি** : লুঙ্গি ইত্যাদি। ▷**ভারতীয় ভাষা থেকে**—হিন্দি : আলাল; ইস্তক; কাহিনি; চাহিদা; ঝান্ডা; বন্‌ধ্‌; লোটা প্রভৃতি। **গুজরাতি** : গরবা; তকলি; হরতাল প্রভৃতি। **মারাঠি** : বর্গি ইত্যাদি। **তামিল** : চুরুট ইত্যাদি। তেলুগু : প্যান্ডেল ইত্যাদি।

অন্যোন্য সমীভবন : দ্র. ব্যঞ্জনসংগতি।

অপ্ (অ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'প্' বাদ যায় 'অ' থাকে। ▷√তৃ + অ (অপ্) = তর; √জপ্ + অ (অপ্) = জপ; আ- √দৃ + অ (অপ্) = আদর; √স্তু + অ(অপ্) = স্তব; নি-√ক্বণ্ + অ (অপ্) = নিক্বণ; সম্-√যম্ + অ (অপ্) = সংযম। (লক্ষণীয় : √হস্ + অ (অপ্) = হস, কিন্তু √হস্ + অ (ঘঞ্) = হাস; বি- √স্তৃ + অ (অপ্) = বিস্তর, কিন্তু বি- √স্তৃ + অ (ঘঞ্) = বিস্তার)।

অপ[১] : সংস্কৃত *উপসর্গ*। একাধিক অর্থে এই উপসর্গ ব্যবহার হয়। ১. বিপরীত অর্থে : ▷**অপ**কার; **অপ**মান; **অপ**বাদ। ২. খারাপ অর্থে : ▷**অপ**কৃষ্টি; **অপ**সংস্কৃতি; **অপ**কর্ম; **অপ**দেবতা। ৩. দূর থেকে কিংবা মধ্য থেকে অর্থে : ▷**অপ**কেন্দ্র; **অপ**ভ্রষ্ট। ৪. এ ছাড়াও আরও বিবিধ অর্থে এই উপসর্গের প্রয়োগ আছে : ▷**অপ**সরণ, **অপ**সারণ (দূরীকরণ); **অপ**ব্যয়; **অপ**চয় (বৃথা); **অপ**মৃত্যু; **অপ**ঘাত (অস্বাভাবিক)।

অপ[২] : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ▷√সৃ + অপ (অপ) = সর্ষপ।

অপ[৩] : দ্র. কপন্।

অপত্যার্থক তদ্ধিতপ্রত্যয় : যেসব *তদ্ধিতপ্রত্যয়* অপত্য অর্থাৎ সন্তান, বংশধর, ছাত্র প্রভৃতির ভাব বোঝানোর জন্য *শব্দের* সঙ্গে যোগ হয়ে অন্য শব্দ তৈরি করে, তারা এই শ্রেণির তদ্ধিতপ্রত্যয়। ▷*অণ্, ইঞ্, ষ্যঞ্, ঢক্, ফক্* প্রভৃতি। ▷কুরু + অ (অণ্) = কৌরব; পুত্র + অ (অণ্) = পৌত্র; জনক + অ (অণ্) + ঈ = জানকী; দশরথ + ই (ইঞ্) = দাশরথি; চণক + য (ষ্যঞ্) = চাণক্য; কৃত্তিকা + এয় (ঢক্) = কার্তিকেয়; দ্বীপ + আয়ন (ফক্) = দ্বৈপায়ন। এইসব প্রত্যয় সবসময়েই যে 'অপত্য' বোঝাবে, তা কিন্তু নয়। সংক্রান্ত, ভাব, সম্বন্ধিত প্রভৃতি বোঝাতেও পারে। যেমন সারস্বত (সরস্বতী + অণ্) শব্দের অর্থ সরস্বতী অর্থাৎ বিদ্যা বিষয়ক। মাহাত্ম্য (মহাত্মা + ষ্যঞ্)—মহতের ভাব।

অপভ্রংশ : বাংলা ভাষার উৎস সন্ধানে ও বাংলা ভাষার নির্মাণে ভাষার পরিবর্তনের যেসব স্তরের কথা বলা হয় **অপভ্রংশ** সেই স্তরগুলির একটি। "অপভ্রংশ নামটি একাধিক *মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার* অন্ত্য স্তর বুঝাইতে প্রচলিত হইয়াছে। কিন্তু প্রাকৃত-বৈয়াকরণেরা এটিকে স্বতন্ত্র প্রাকৃত ভাষা অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন।"— সুকুমার সেন (ভাষার ইতিবৃত্ত)। একথা বোঝা যায় যে প্রাকৃত ভাষা [দ্র.] পরিবর্তিত হয়ে অপভ্রংশে পরিণত হয়েছিল। অপভ্রংশের শব্দের নমুনা:▷নিপুণ → নিউণি; পান করে → পিয়ন্ত; ভ্রমণ করো → ভ্রমসু; যদি → যই। (কৃতজ্ঞতা : সুভাষ ভট্টাচার্য)। "কোন কোন প্রাকৃত-বৈয়াকরণ যাহাকে লৌকিক বলিয়াছেন এবং সাধারণ ব্যবহারে যাহার সাহিত্যিক রূপান্তর অবহট্‌ঠ (<অপভ্রষ্ট) বলিতে পারি তাহাকেই গ্রীয়র্সন 'অপভ্রংশ' বলিয়াছেন,"—সুকুমার সেন (ভাষার ইতিবৃত্ত)। ভাষার বিবর্তনে, "সংস্কৃত হইল যেন শাস্ত্রবানের সাধুভাষা, অপভ্রংশ হইল শাস্ত্রহীনের চলিতভাষা।" (ঐ)। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার একটি রূপ লোকসাহিত্যের অবলম্বন হয়ে উঠেছিল, তাকে বলা চলে প্রাচীন অপভ্রংশ। এর একটি নতুনতর রূপ *নব্য ভারতীয় আর্য ভাষার* ঠিক আগের অবস্থা ছিল। এই রূপটি অবহট্‌ঠ বা লৌকিক। অবহট্‌ঠের শব্দের নমুনা:▷সকল → সয়ল; জীবন্ত → জিবন্তি; একলা → একল্লি। [দ্র. ভাষাবংশ]।

অপশ্রুতি : *স্বরধ্বনির* পরিবর্তন সংক্রান্ত *গুণ* [দ্র.], *বৃদ্ধি* [দ্র.], *সম্প্রসারণ* [দ্র.]—এই তিনটিকে একত্রে বলা হয় **অপশ্রুতি**। *ধাতু* থেকে *ধাতুরূপ* ও কোনো *শব্দ* থেকে অন্য শব্দ তৈরির সময় *স্বরধ্বনির* পরিবর্তনই অপশ্রুতি।

অপশব্দ : অসংখ্য বাংলা শব্দ লোকমুখে পরিবর্তিত হয়ে অঞ্চল-বিশেষে বিশেষ ধরনের রূপ পেয়ে গেছে। তাদেরই বলা হয় **অপশব্দ**। এ ধরনের শব্দ সংলাপ অথবা প্রত্যক্ষ উক্তি ছাড়া অন্য জায়গায় খুব-একটা ব্যবহৃত হয় না। ▷এই দিকে → অ্যাম দে; কোন স্থিতে → কুন্‌ঠে; কেন → ক্যানে; কোথা → কুতি, কোতি; কোথায় → কুথাকে।

অপাদান কারক : *বাক্যে ক্রিয়াটির* সম্পাদন যে-জায়গা থেকে হয়, ক্রিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্কের নাম **অপাদান কারক**। ▷**বন থেকে** বেরল টিয়ে। **সকাল থেকেই** বৃষ্টি পড়ছে। **তিলেতে** তৈল হয়। ক্রিয়াটি কোথা থেকে, কখন থেকে, কীসের থেকে হচ্ছে কিংবা হয়—এই প্রশ্নের উত্তরেই অপাদান কারককে চিহ্নিত করা যায়।

এই কারকের কয়েকটি শ্রেণিবিভাগ আছে। ১. *স্থানবাচক* [দ্র.] : ▷তিনি **বর্ধমান থেকে** এলেন। **ছাদে উঠে** দেখলাম। ট্রেনটা **কৃষ্ণনগর** ছেড়েছে। ২. *কালবাচক* [দ্র.]: ▷'**কাল থেকে** মনে মোর লেগে আছে খটকা'—সুকুমার রায়। 'জানি জানি কোন্ আদি **কাল হতে**/ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে—'—রবীন্দ্র। ৩. *দূরত্ববাচক* [দ্র.] : ▷**কলকাতা থেকে** দিল্লি প্রায় দেড় হাজার কিলোমিটার। ৪. *উৎসবাচক* [দ্র.] : ▷**দুধে** দই হয়। **তিলেতে** তৈল হয়। ৫. *কারণবাচক* [দ্র.] : ▷**ভূতের ভয়ে** রাত্রে ঘুম হয় না।

অপাদান কারকের জন্য কোনো নির্দিষ্ট *বিভক্তি* নেই। এ, তে, কে, র প্রভৃতি বিভক্তি এবং *থেকে*, *হতে* প্রভৃতি *অনুসর্গ* এই কারকে ব্যবহৃত হয় [দ্র. অপাদান কারকের বিভক্তি]। সংস্কৃত নিয়মে অপাদান কারকের বিভক্তিকে *পঞ্চমী বিভক্তি* বলা হয়। বাংলাতে এইরকম নামের কোনো প্রয়োজন নেই।

অপাদান কারকের বিভক্তি : *অপাদান কারকের* জন্য বাংলায় কোনো নির্দিষ্ট *বিভক্তি* নেই। এ, তে, কে, র প্রভৃতি বিভক্তি ও কিছু *অনুসর্গ* এই কারকের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই কারকের বিভক্তিকে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী **পঞ্চমী বিভক্তিও** বলা হয়। তবে বাংলায় এই নামটির ব্যবহার কমে আসছে। **এ** : ▷এই **পুকুরে** মাছ ধরা নিষিদ্ধ। **দুধে** দই হয়। **য়** : ▷**টাকায়** টাকা লাভ। **এতে** : ▷**তিলেতে** তৈল হয়। তার **মুখেতে** শোনা কথা। **তে** : ▷মাঝিমাল্লার **নদীতে** ভয় নেই। **কে** : ▷**বিপদকে** ভয় কী? **র** : ▷তার **গলার** গান অনেকদিন পর শুনলাম। **এর** : ▷যেখানে **বাঘের** ভয়, সেখানেই সন্ধ্যা হয়। **অনুসর্গযোগে** : **থেকে** : ▷কাল **থেকে** বৃষ্টি পড়ছে। তিনি পাটনা **থেকে** এলেন। **হতে** : ▷'কোথা **হতে** শুনতে যেন পাই—'—রবীন্দ্র। **দিয়ে** : ▷কলের **মুখ দিয়ে** জল পড়ছে। **চাইতে**, **চেয়ে** : ▷সবার **চাইতে** বড়ো।

অপাদান তৎপুরুষ সমাস: *তৎপুরুষ সমাসের* শ্রেণি-বিশেষ। এই *সমাসে পূর্বপদ উত্তরপদের অপাদান কারক*-স্থানীয় হয়। পূর্বপদে *অপাদান কারকের বিভক্তি* অথবা *অনুসর্গ লোপ* হয়ে সমাসবদ্ধ শব্দটি তৈরি হয়। **পঞ্চমী তৎপুরুষ** এই সমাসের অন্য নাম। তবে এই নামটির ব্যবহার এখন কমে আসছে। ▷ঘরছাড়া (ঘর থেকে ছাড়া); অগ্নিভয় (আগুন থেকে ভয়); জল-পালানো (জেল থেকে পালানো); দুগ্ধজাত (দুগ্ধ থেকে জাত)।

অলুক্ সমাসেও অপাদান তৎপুরুষ হতে পারে। ▷সারাৎসার (সার থেকে সার); পরাৎপর (পরের থেকে পর)। [দ্র. সমাস; তৎপুরুষ সমাস]

অপাদান সম্বন্ধ : *সম্বন্ধপদ* ও *সম্বন্ধিতের* সম্পর্ক *অপাদান কারক*-বাচক হলে তাকে **অপাদান সম্বন্ধ** বলা হয়। ▷বাঘের ভয় (বাঘ হতে ভয়); গঙ্গার পূর্বে (গঙ্গা থেকে পূর্ব দিকে); চোখের জল (চোখ থেকে পড়া জল); শহরের বাইরে (শহর থেকে বাইরে)। [দ্র. সম্বন্ধপদ]

অপার্থ ভাষা : গোপনীয়তা রক্ষার জন্য অথবা অন্য কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে, কোনো কোনো গোষ্ঠী নিজেদের মতন করে কিছু ভাষা তৈরি করে নিতে পারে। দুই ব্যক্তি নিজেদের-তৈরি কোনো ভাষায় কথা বলতে পারে যা কিনা উপস্থিত তৃতীয় ব্যক্তির কাছে অবোধ্য। এইসব ভাষাকে সাধারণভাবে বলা হয় **অপার্থ ভাষা** বা **সংকেত ভাষা**। অনেকসময় শব্দার্থের পরিবর্তন ঘটিয়ে তা ব্যবহার করা হয়। অপরাধ জগতে এইরকম অনেক শব্দ আছে। মামা মানে পুলিশ, খোকা—পিস্তল, এ-ধরনের শব্দ সমাজবিরোধীদের মধ্যে চলে। গুপ্তচর ও গোয়েন্দাদেরও অনেক সংকেত ভাষা থাকে। ধাঁধা ইত্যাদিতেও বহুরকম সংকেত ভাষা পাওয়া যায়।

অপি : সংস্কৃত *উপসর্গ*। বাংলায় অপি-আদি *শব্দ* খুব বেশি নেই। সম্মুখে বা সামনে বোঝানোর জন্য এই উপসর্গের ব্যবহার। ▷**অপিধান** (আচ্ছাদন, আবরণ); **অপিনদ্ধ** (পরিহিত); **অপিনিহিতি**। 'অপি'-র আদ্যস্বর লোপ হয়ে কখনো 'পি' শব্দের আগে আসে। ▷পিনদ্ধ।

অপিনিহিতি : *শব্দের* মধ্যে 'ই' কিংবা 'উ' ধ্বনি থাকলে তাদের উচ্চারণ যথাস্থানের আগে করার প্রবণতা দেখা যায়। এই কারণে উচ্চারণে 'ই' 'উ'-এর আগে এসে পড়ার নাম **অপিনিহিতি**। আজই শব্দের ধ্বনিক্রম আ + জ্‌ + ই। 'ই' যদি স্থান পরিবর্তন করে 'আ' ও 'জ'-এর মধ্যে ঢুকে পড়ে, তাহলে শব্দটির উচ্চারণ হয় 'আইজ'। 'আজই' শব্দের 'আইজ'-এ রূপান্তরিত হয়ে যাওয়ার ঘটনার নাম অপিনিহিতি। ▷কালি → কাইল; জলুয়া → জউলুয়া → জউলা; কাঁচি → কাঁইচি। *মান্য চলিত বাংলা* ও পশ্চিমবঙ্গের আঞ্চলিক ভাষায় অপিনিহিতি খুব-একটা নেই। পূর্ববঙ্গের ভাষায় এর ব্যবহার প্রচুর। এমনকী, *য-ফলার* অন্তর্নিহিত ই-ধ্বনিরও অপিনিহিতি হয়। ▷ভাগ্য → ভাইগ্য; বাক্য → বাইক্য; কন্যা → কইন্যা। এ ছাড়া জ্ঞ, ক্ষ যার উচ্চারণ য-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনের কাছাকাছি, সেখানেও অপিনিহিতি হয়ে থাকে। ▷বক্ষ → বইক্ষ; লক্ষ → লইক্ষ; যজ্ঞ → যইজ্ঞ। প্রাচীন কবিতায় অপিনিহিতির প্রচলন দেখা যায়। ▷'যে পণ **কর্য্যাছি** মনে সেই সে করিব'—জ্ঞানদাস। 'তুমি হও গহীন গাঙ্‌ আমি **ডুব্যা** মরি'—মৈমনসিংহ গীতিকা। "বাঙ্গালায় **অপিনিহিতির** যেসব উদাহারণ দেওয়া হয় তাহার অধিকাংশেই ব্যাপারটি স্বর-ব্যঞ্জনের বিপর্যাস ছাড়া কিছু নয়।"—সুকুমার সেন। অধুনা বাংলা ব্যাকরণ থেকে অপিনিহিতি পরিভাষাটিকে বর্জন করার চেষ্টা চলছে। এ-চেষ্টা অনাবশ্যক, কারণ সমগ্র বাংলা ভাষা কেবল মান্য চলিত বাংলা ভাষা নয়।

অপূর্ণরূপ ক্রিয়া : দ্র. অসম্পূর্ণ ক্রিয়া।

অপ্রধান খণ্ডবাক্য : *জটিল বাক্যে যে-খণ্ডবাক্য* (কিংবা বাক্যগুলি) *বাক্যের* অন্য কোনো খণ্ডবাক্যের সাপেক্ষ অথবা নির্ভরশীল থাকে তাদের বলা হয় **অপ্রধান খণ্ডবাক্য** বা **অধীন খণ্ডবাক্য** বা **আশ্রিত খণ্ডবাক্য**। অপ্রধান খণ্ডবাক্য *প্রধান খণ্ডবাক্যের* ভাব এবং বক্তব্যকে সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করে। 'আমি জানতাম যে সে পরীক্ষায় ভালো করবে'—এই বাক্যের 'সে...করবে' অংশ 'আমি জানতম' এই খণ্ডবাক্যের ভাব কিংবা বক্তব্যকে সম্পূর্ণ করছে। তাই 'সে পরীক্ষায় ভালো করবে' অপ্রধান খণ্ডবাক্য। অপ্রধান খণ্ডবাক্যের তিনটি শ্রেণি হওয়া সম্ভব। ১. *সংজ্ঞা বা বিশেষ্যধর্মী* [দ্র.]। ২. *বিশেষণধর্মী* [দ্র.]। ৩. *ক্রিয়া-বিশেষণধর্মী* [দ্র.]। ১. *সংজ্ঞা বা বিশেষ্যধর্মী* : ▷আমি জানতাম যে **সে পরীক্ষায় ভালো করবে**। আকাশ দেখে কারোই মনে হয়নি যে **এত প্রবল বৃষ্টি হবে**। ২. *বিশেষণধর্মী* : ▷**যারা মন দিয়ে লেখাপড়া করেছে,** তারাই পরীক্ষায় ভালো ফল পেয়েছে। ভালো **ভালো গায়কেরা গাইবেন**, আসর তো জমবেই। ৩. *ক্রিয়া-বিশেষণধর্মী* : ▷'**যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে** তবে একলা চলো রে।'—রবীন্দ্র। **দেখেশুনে গাড়ি চালাবে নইলে** দুর্ঘটনা হতে পারে।

অপ্রাণীবাচক সর্বনাম : দ্র. সর্বনাম।

অব[১] : দ্র অবন্‌।

অব² : সংস্কৃত *উপসর্গ*। একাধিক অর্থে এর ব্যবহার আছে। ১. নীচ বা নিম্ন অর্থে : ▷**অব**গমন; **অব**তরণ; **অব**রোহণ; **অব**নমন; **অব**নয়ন; **অব**গাহন। ২. খারাপ অর্থে : ▷**অব**মান; **অব**জ্ঞা। ৩. সবদিক অর্থে : ▷**অব**গুণ্ঠন; **অব**রোহ; **অব**ক্ষয়; **অব**নতি; **অব**সর।

অবধারক ভাব : দ্র. নির্দেশক ভাব।

অবন্ (অব) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'অব' থাকে। ▷√পিল্ + অব (অবন্) = পেলব।

অবলম্বন সম্বন্ধ : *সম্বন্ধিতটি সম্বন্ধপদের* সহায়, অবলম্বন, সাহায্যকারী প্রভৃতি হলে **সম্বন্ধটির** নাম হয় অবলম্বন **সম্বন্ধ**। ▷**অন্ধের** যষ্টি; **অকূলের** কূল; **নিরাশ্রয়ের** শরণ; **দীনের** দয়াল; **অগতির** গতি। [দ্র. সম্বন্ধপদ]।

অবস্থাত্মক অব্যয় : *সমুচ্চয়ী অব্যয়ের* শ্রেণি-বিশেষ। এই ধরনের *অব্যয়* সাধারণত *বাক্যের* প্রথমে বসে ও পরের *খণ্ডবাক্য* দুটিকে জুড়ে দেয় এবং সেইসঙ্গে একটি খণ্ডবাক্যকে অন্যটির সাপেক্ষ ও শর্তাধীন করে দেয়। **অবস্থাত্মক অব্যয়ের** অন্য নাম **ঘটনাসূচক অব্যয়**। ▷'**যদি** জানতেম আমার কিসের ব্যথা তোমায় জানাতাম।'—রবীন্দ্র। **যদি** উপায় থাকত তোমাকে নিশ্চয়ই সাহায্য করতাম। **যদি** আর একবার সুযোগ পাই, হারের বদলা নেবই। অব্যয়টি পরেও বসতে পারে। ▷আর একবার সুযোগ **যদি** পাই, হারের বদলা নেব। [দ্র. অব্যয়]।

অবস্থানবাচক অপাদান কারক : দ্র. স্থানবাচক অপাদান কারক।

অবস্থানবাচক পদান্বয়ী অব্যয় : *পদান্বয়ী অব্যয়ের* শ্রেণি-বিশেষ। যে-পদান্বয়ী অব্যয় *বাক্যে* উল্লিখিত কোনো কিছুর অবস্থান, স্থান নির্দেশ করে, তা-ই **অবস্থানবাচক পদান্বয়ী অব্যয়**। ▷সবার **আগে** চলেছেন। ঘরের **পিছনেই** পুকুর। বাড়ির **সঙ্গে-লাগানো** আমবাগান। ব্যাবহারিক বিচারে এইগুলি *অনুসর্গ*। [দ্র. পদান্বয়ী অব্যয়]।

অবস্থানবাচক বিশেষণ : *নাম-বিশেষণের* শ্রেণি-বিশেষ। এই শ্রেণির বিশেষণ বিশেষিত পদের অবস্থান নির্দেশ করে। ▷**জাপানি** ক্যামেরা; **বেনারসি** শাড়ি; **পাহাড়ি** নদী; **মিশরীয়** সভ্যতা; **সামুদ্রিক** ঝড়; **কাশ্মীরি** টুপি। [দ্র. নাম-বিশেষণ]।

অবস্থাবাচক বিশেষণ : *নাম-বিশেষণের* অন্যতম শ্রেণি। এই শ্রেণির বিশেষণ *বাক্যের* কোনো *পদের* অবস্থা (যে-অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব) প্রকাশ করে। ▷**চলন্ত** গাড়ি; **থেমে-থাকা** গাড়ি; **রুগ্‌ণ** মানুষ; **সুস্থ** লোক; **গরিব** লোক; **পরাজিত** দল; **তরল** পদার্থ; **মজা** পুকুর; **বোরুদ্যমান** বালক। [দ্র. নাম-বিশেষণ]।

অবস্থাবাচক বিশেষ্য : *বিশেষ্যের* শ্রেণি-বিশেষ। এতে কোনো অবস্থার নাম বোঝায়। ▷শান্তি; বার্ধক্য; স্বাচ্ছন্দ্য; সন্ধ্যা; রাত্রি; বাল্য; স্বাধীনতা; পরাধীনতা; সুখ। [দ্র. বিশেষ্য]।

অবহট্‌ঠ : কথাটি *অপভ্রষ্ট*-র বিকৃত বা পরিবর্তিত রূপ। এবং *অপভ্রংশের* [দ্র.] শেষ বা অর্বাচীন স্তরের লৌকিক রূপ। অপভ্রংশ ও *নব্য ভারতীয় আর্য* ভাষার মধ্যবর্তী স্তরের ভাষা অবহট্‌ঠ। ভাষাতাত্ত্বিকদের মতে অবহট্‌ঠের সঙ্গে বাংলা ভাষার নিকট সম্বন্ধ আছে। [দ্র. ভাষাবংশ]।

অবি (অবি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ▷√অট্ + অবি = অটবি, বিকল্পে + স্ত্রী-প্রত্যয় ঈ (ঙীপ্) = অটবী।

অবিভক্তিক রূপ : দ্র. সর্বনাম।

অব্যয় : বাংলা *শব্দকে* যে প্রধান পাঁচটি *পদ-পর্যায়ে* ভাগ করা হয়, তার একটি **অব্যয়**। বাংলা ব্যাকরণে অব্যয় পদের সংজ্ঞা খুব স্পষ্ট নয়। *বাক্যে* অন্তর্ভুক্ত হয়ে এই পদ যে ধরনের কাজ করে সেই অনুসারে এর সংজ্ঞা, "বাক্যগত উক্তিকে এবং বাক্যস্থ অন্যান্য পদগুলির পরস্পরের সম্বন্ধকে স্থান-, কাল-, পাত্র-, ও প্রকার-বিষয়ে সুপরিস্ফুট করিয়া দেয়, এমন পদকে অব্যয় বলে।"—সুনীতিকুমার। অব্যয়ের সংজ্ঞা অন্যভাবেও দেওয়া হয়। যেমন, পদ হিসেবে বাক্যে

ব্যবহৃত হলেও যার বচন-লিঙ্গ-পুরুষ-বিভক্তি-র জন্য কোনো পরিবর্তন হয় না, কিংবা যার সঙ্গে *প্রত্যয়*ও যোগ করা যায় না, অর্থাৎ রূপ একইরকম থাকে, তা-ই অব্যয়। এর কোনো ব্যয় বা ব্যত্যয় হয় না। এই সংজ্ঞাটি অবশ্য সর্বত্র খাটে না, অনেক ব্যতিক্রম দেখা যায়। অব্যয়ের শ্রেণিবিভাগ নিয়েও অনেকরকম মত আছে। এইসব মতের সমন্বয়ে অব্যয়ের যে-শ্রেণিবিভাগ করা চলে তা নীচে দেখানো হল। ১. *অনন্বয়ী অব্যয়* : যে-অব্যয় বাক্যের *অন্বয়ে* কোনো ভূমিকা নেয় না তা *অনন্বয়ী অব্যয়* [দ্র.]। এই শ্রেণির অব্যয় প্রধানত *মনোভাববাচক* বা *অন্তর্ভাবাত্মক*। ▷বাঃ, কী সুন্দর দৃশ্য। আয় **রে** আয় টিয়ে। **'আহা,** তোমার সঙ্গে প্রাণের খেলা,'—রবীন্দ্র। অনন্বয়ী অব্যয়ের আরও কয়েকটা উপশ্রেণি আছে [দ্র. অনন্বয়ী অব্যয়]। ২. *সমুচ্চয়ী অব্যয়* : যে-অব্যয় বাক্যের অন্বয়ের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট তাকে বলা হয় *সমুচ্চয়ী অব্যয়* [দ্র.]। ▷বরং; এবং; পরন্তু; না হয়; কিন্তু। সমুচ্চয়ী অব্যয়ের কয়েকটি উপশ্রেণি আছে। ৩. *পদান্বয়ী অব্যয়* [দ্র.] : বাক্যের একটি পদের সঙ্গে অন্য পদের সংযোগ ঘটায় যে-অব্যয় তাকে বলা হয় *পদান্বয়ী অব্যয়*। প্রকৃতপক্ষে এই-জাতীয় অব্যয়ই হল *অনুসর্গ*। ▷দ্বারা; কর্তৃক; জন্য। ৪. *ধ্বন্যাত্মক অব্যয়*। বাংলায় প্রচুর ধ্বন্যাত্মক শব্দ আছে—ঝলমল; কপাৎ; দুম; ফটাস; শনশন। এইসব শব্দকেও অব্যয় বলে গণ্য করা হয়। তাদের নাম দেওয়া হয়েছে *ধ্বন্যাত্মক অব্যয়* [দ্র.]। অবশ্য সব ধ্বন্যাত্মক শব্দই অব্যয় নয়। সম্প্রতি বাংলা ব্যাকরণ থেকে অব্যয় তুলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। পরিবর্তে যা চালাবার চেষ্টা হচ্ছে তার অনেকটাই অসম্পূর্ণ ও ধোঁয়াটে।

অব্যয়জাত বিশেষণ : *বিশেষণ* হিসেবে *অব্যয়* ব্যবহৃত হলে তাকে বলে **অব্যয়জাত বিশেষণ**। ▷**অকস্মাৎ** বৃষ্টি। **শনশন** হাওয়া। **আচ্ছা** বিপদ।

অব্যয়যোগে সম্বন্ধপদ, অব্যয়যোগ ষষ্ঠী : কিছু *বাক্যে অব্যয়ের* সঙ্গে *সম্বন্ধপদ* ব্যবহৃত হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণে সম্বন্ধপদের *বিভক্তিকে ষষ্ঠী বিভক্তি* বলার রীতি আছে। এই কারণে সম্বন্ধপদের সঙ্গে অব্যয়ের ব্যবহারকে বলা হয় **অব্যয়যোগে ষষ্ঠী**। ▷**বাঘের সঙ্গে** লড়াই। **জোরের সঙ্গে** বললেন। **মনের মতো** কাজ। **লোডশেডিং-এর জন্য** কাজ শেষ হয়নি।

অব্যয়ীভাব সমাস : *সমাসের* শ্রেণি-বিশেষ। এই সমাসের *পূর্বপদ অব্যয়* কিংবা *উপসর্গ*। উত্তরপদ *বিশেষ্য*। ▷উপকূল (কূলের কাছে); গরমিল (মিলের অভাব); আকণ্ঠ (কণ্ঠ পর্যন্ত); অনুগমন (পিছনে যাওয়া); উদ্‌বাস্তু (বাস্তু থেকে চ্যুত); প্রতিমূর্তি (মূর্তির তো মূর্তি); আকণ্ঠ (কণ্ঠ পর্যন্ত); অনুরূপ (সেইরকম); আপাদশীর্ষ (শীর্ষ থেকে পা পর্যন্ত)।

পূর্বপদে উপসর্গ থাকায় এই সমাসকে **প্রাদি** (প্র-আদি) **সমাসও** বলা হয়, প্রথমে 'প্র' ইত্যাদি উপসর্গের অস্তিত্বই এই নামকরণের কারণ। ▷প্রভাত (প্রকৃষ্টরূপে ভাত); প্রমনা (প্রকৃষ্ট মন যার)। *বীপ্সাতে*ও এই সমাস হয়। ▷গৃহে গৃহে (প্রতি গৃহে); জনে জনে (প্রত্যেককে); মাসে মাসে (প্রতি মাসে)।

অব্যয়ীভাব নামটি এই সমাসের গঠন অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে। অর্থের বিচারে অনেক অব্যয়ীভাব সমাস অন্য শ্রেণির সমাসের মধ্যেও গণ্য হতে পারে। যেমন প্রভাত, প্রমনা এই সমাসবদ্ধ শব্দ দুটি *বহুব্রীহি* শ্রেণির।

অব্যয়ের বিশেষণ : *অব্যয়* পদের বিশেষণকে বলা হয় **অব্যয়ের বিশেষণ**। ▷**ঠিক** সামনে নজর রাখো। **অতি** অকস্মাৎই ঘটল ঘটনাটা।

অভচ্ (অভ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায় 'অভ' থাকে। ▷√ঋষ্ + অভ (অভচ্) = ঋষভ; √কৃ + অভ (অভচ্) = করভ; √বৃষ্ + অভ (অভচ্) = বৃষভ; √রাস্ + অভ (অভচ্) = রাসভ; √গর্দ্ + অভ (অভচ্) = গর্দভ; √বল্ল্ + অভ (অভচ্) = বল্লভ।

অভি : সংস্কৃত *উপসর্গ*। একাধিক অর্থে এই উপসর্গ ব্যবহৃত হয়। ১. সামনের দিক অর্থে : ▷অভিমুখ; অভিগমন; অভিকেন্দ্র। ২. সম্যক অর্থে : ▷অভিষেক; অভিভূত; অভিধান;

অভিনিবেশ; অভিনন্দন; অভিভাবনা। ৩. খারাপ অর্থে : ▷অভিশাপ; অভিচার; অভিসন্ধি। ৪. বিরুদ্ধতা অর্থে : ▷অভিযোগ ও অভিভব।

অভিধা : দ্র. প্রসিদ্ধ অর্থ।

অভিধা শক্তি : দ্র. বাচ্যার্থ।

অভিশ্রুতি : *অপিনিহিতির* প্রভাবজাত 'ই' কিংবা 'উ'-ধ্বনি পূর্বস্থিত *স্বরধ্বনির* সঙ্গে মিলে *শব্দের* পরিবর্তন ঘটায়, এবং এই পরিবর্তনই **অভিশ্রুতি**। পশ্চিমবঙ্গের কথ্য ভাষা ও *মান্য চলিত ভাষার* অনেক শব্দই অভিশ্রুতির ফলে তৈরি হয়েছে। অভিশ্রুতির পরিবর্তনগুলি কয়েকটি ধাপে হয় ও এর মধ্যে অপিনিহিতি, *স্বরসংগতি* [দ্র.], *ধ্বনি লোপ* [দ্র.] সবই পর পর ঘটতে পারে। ▷মানিয়া → (অপিনিহিতির জন্য) মাইন্যা কিংবা মাইনিয়া → (স্বরসংগতির ফলে) মাইনিয়ে → (ধ্বনি লোপের জন্য) মাইনে → (আ + ই) মেইনে → ('ই'-ধ্বনি লোপ) মেনে। এইরকম : ▷বাছিয়া → বেছে; মাঠুয়া → মেঠো; পানিহাটি → পেনেটি; নদিয়ার → নদের; আসিয়া → এসে। লক্ষণীয়, আজি → আজ, কালি → কাল, রাতি → রাইত → রাত প্রভৃতি পরিবর্তনে অভিশ্রুতি হয়নি। সব ক্ষেত্রেই *ধ্বনি লোপ* [দ্র.] হয়েছে। অভিশ্রুতি হলে শব্দগুলি হত যথাক্রমে এজ, কেল, রেত। [দ্র. ধ্বনি পরিবর্তন]।

অভেদ সম্বন্ধ : *সম্বন্ধপদটির* সঙ্গে *সম্বন্ধিতের* ভেদ নেই এমন কল্পনা করা হলে **অভেদ সম্বন্ধ** বা **উপমা সম্বন্ধ** হয়। ▷**জ্ঞানের** আলো; **দুঃখের** পারাবার; **বিলাসের** ফাঁস। এইসব উদাহরণের 'জ্ঞান'-ই যেন 'আলো' যা মনকে উদ্ভাসিত করে। 'বিলাস'-ই যেন 'ফাঁস'। এইরকম :.▷আলোর বন্যা; বিদ্যার সাগর। [দ্র. সম্বন্ধপদ]।

অভ্যাসবোধক যৌগিক ক্রিয়া : দ্র. যৌগিক ক্রিয়া।

অম[১] (অম) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ▷√কর্দ্ + অম = কর্দম।

অম[২] : দ্র. অম[১]; অমচ্; কমচ্; ণমূল্।

অমচ্ (অম) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'অম' থাকে 'চ্' বাদ যায়। ▷√অব্ + অম (অমচ্) = অবম; √চর্ + অম (অমচ্) = চরম; √প্রথ্ + অম (অমচ্) = প্রথম।

অম্বচ্ (অম্ব) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়। 'অম্ব' থাকে। ▷√কড়্ + অম্ব (অম্বচ্) = কড়ম্ব; √কদি + অম্ব (অম্বচ্) = কদম্ব।

অযু (অযু) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ▷√সৃ + অযু = সরযু।

অযুক্ত সমাস : দ্র. অসংলগ্ন সমাস; সমাস।

অযোগবাহ বর্ণ : *অনুস্বার* (ং) ও *বিসর্গ* (ঃ)-এই দুটি বর্ণকে বলা হয় **অযোগবাহ বর্ণ** কারণ, "অন্য স্বর ও ব্যঞ্জনের সহিত ইহাদের যোগ কল্পিত হয় নাই, ইহারা যেন স্বর ও ব্যঞ্জনমালার বাহিরে অবস্থান করে" —সুনীতিকুমার। ং ও ঃ উচ্চারণের সময় পরে কোনো স্বরধ্বনির প্রয়োজন হয় না। "অথচ উচ্চারণকালে ইহারা নানারকম পরিবর্তন ঘটায়। সেইজন্য বাহ"। এই বর্ণ স্বর ও ব্যঞ্জনমালার সঙ্গে অযুক্ত (অযোগ) অথচ ধ্বনির কারণে বিশিষ্ট। **অযোগবাহ** নামটির এইটাই কারণ। [দ্র. আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণ]।

অয় : দ্র. অয়চ্; কয়ন্।

অয়চ্ (অয়) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'চ্' বাদ যায় 'অয়' থাকে। ▷উভ + অয় (অয়চ্) = উভয়; ত্রি + অয় (অয়চ্) = ত্রয়; দ্বি + অয় (অয়চ্) = দ্বয়।

অর[১] : দ্র. অর[২]; অরচ্; অরন্; করন্; ক্রন্; ডরন্।

অর[২] (অর) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ▷√ভ্রম্ + অর = ভ্রমর; √দিব্ + অর = দেবর; √বাসি + অর = বাসর।

অরচ্ (অর) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ব্যবহারের সময় 'চ্' বাদ যায়, 'অর' থাকে। ▷√চম্ + অর (অরচ্) = চমর; √বদ্ + অর (অরচ্) = বদর; √শম্ব্ + অর (অরচ্) = শম্বর।

অরন্ (অর্) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'অর' থাকে। ▷√ঋ + অর (অরন্) = অরর; আ- √ডম্ব্ + অর (অরন্) = আড়ম্বর।

অর্থ : দ্র. শব্দার্থ।

অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ (শব্দের) : *সাধিত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ* ও প্রচলিত অর্থ অনেক-সময়েই এক হয় না। তাদের মধ্যে পার্থক্য থাকে। এই তফাত হচ্ছে কি না, আর হলেও কীভাবে হচ্ছে, এই বিচারে শব্দকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এই ধরনের বিভাগীকরণকে বলা হয় শব্দের **অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ**। এই শ্রেণিগুলি হল : ১. *যৌগিক শব্দ* [দ্র.]: এই শ্রেণির শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও প্রচলিত অর্থ একই। ▷রাখাল; মিতালি; অণ্ডজ; মালগাড়ি, বৃক্ষশাখা। ২. *রূঢ়ি বা রূঢ় শব্দ* [দ্র.]: এই শ্রেণির শব্দে ব্যুৎপত্তিগত অর্থের সঙ্গে প্রচলিত অর্থের কোনো সম্পর্কই নেই, কিংবা থাকলেও তা অত্যন্ত অস্পষ্ট। ▷মণ্ডপ, প্রকৃত অর্থে যে মণ্ড পান করে। প্রচলিত অর্থ দেবালয় কিংবা ছাউনি। এইরকম : ▷হরিণ (অর্থাৎ যে হরণ করে), প্রচলিত অর্থে এক-জাতীয় পশু। ▷মহাজন (অর্থাৎ মহান যে-জন), প্রচলিত অর্থ পাওনাদার, যে টাকা ধার দেয়, পাইকারি ব্যাবসাদার। ৩. *যোগরূঢ় শব্দ* [দ্র.]: এই শ্রেণির শব্দে বুৎপত্তিগত অর্থের কিছুটা সংকোচন হয়। ▷পঙ্কজ—প্রচলিত অর্থে পদ্ম। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পঙ্কে যা জন্মায়। পঙ্কে অনেক কিছুই জন্মায়, কিন্তু পঙ্কজ বলতে কেবল পদ্মকেই বোঝায়। এইরকম : ▷জলদ—মেঘ; আদিত্য—সূর্য। *পারিভাষিক শব্দ* বা *পরিভাষা*ও এই শ্রেণিতে গণ্য হতে পারে। [দ্র. *শব্দ; শব্দার্থের পরিবর্তন*]।

অর্থের অবনতি : দ্র. শব্দার্থের অপকর্ষ।

অর্থের উন্নতি : দ্র. শব্দার্থের উৎকর্ষ।

অর্থের পরিবর্তন : দ্র. শব্দার্থের পরিবর্তন।

অর্থের প্রসার : দ্র. শব্দার্থের প্রসার।

অর্থের সংকোচ : দ্র. শব্দার্থের সংকোচ।

অর্থের সংশ্লেষ : *শব্দার্থের প্রসার, শব্দার্থের সংকোচ, শব্দার্থের উন্নতি*—এইসব প্রক্রিয়ার ফলে অনেকসময় মৌলিক বা প্রাথমিক অর্থ থেকে শব্দের অর্থ সম্পূর্ণই অন্যরকম হয়ে যায়। ফলে তাদের যোগসূত্র বার করা দুরূহ হয়ে পড়ে। এইরকম হলে তাকে বলে **অর্থের সংশ্লেষ**। ▷ঘর্ম শব্দের মূল অর্থ গরম, কিন্তু বাংলায় হয়েছে ঘাম। ▷পাষণ্ড শব্দের মূল অর্থ ধর্ম সম্প্রদায়। কিন্তু এখন তার অর্থ ধর্মহীন অথবা অত্যাচারী। [দ্র. রূঢ় শব্দ]।

অর্ধচ্ছেদ : দ্র. সেমিকোলন।

অর্ধতৎসম শব্দ : অনেক সংস্কৃত *শব্দ* কিছুটা পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় ব্যবহৃত হয়। এই পরিবর্তনের পদ্ধতির দুটো রকমফের আছে। যেসব সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ মুখের কথায়, কবিতার ভাষায় কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে, ও তাদের বানানও বদলেছে সেইভাবে, সেইসব শব্দই **অর্ধতৎসম শব্দ**। অন্যভাবে বলা চলে যেসব শব্দ *'প্রাকৃতের'* মধ্য দিয়ে না-গিয়ে সরাসরি পরিবর্তিত হয়ে বাংলা এসেছে তা-ই অর্ধতৎসম। (অন্যভাবে পরিবর্তিত রূপ—তদ্ভব *শব্দ* দ্র.)। সংস্কৃত শব্দ 'গৃহিণী'। ঐতিহাসিক ক্রমে তা হয়েছে 'ঘরনি'। ঘরনি তদ্ভব শব্দ। কিন্তু লোকমুখে 'গৃহিণী' হয়ে দাঁড়িয়েছে 'গিন্নি'। এই গিন্নি অর্ধতৎসম শব্দ। এই-জাতীয় শব্দ মুখের কথায়, কবিতায় বেশি পাওয়া যায়। মুখের কথা থেকেই অবশ্য অনেক অর্ধতৎসম শব্দ *চলিত ভাষায়* এসেছে। ▷উৎসন্ন→উচ্ছন্ন; ভক্তি→ভকতি; রৌদ্র→রোদ; ত্রাস→তরাস; দর্শন→দরশন; শ্রাদ্ধ→ছেরাদ্দ; জন্ম→জনম; স্বস্তি→সোয়াস্তি; বৈষ্ণব→বোষ্টম; প্রদীপ→পিদিম; শ্রী→ছিরি; তৃষ্ণা→তেষ্টা; বর্ণ→বরন। [দ্র. উৎসগত শ্রেণিবিভাগ (শব্দের); তৎসম শব্দ]।

অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি : উচ্চারণের সময়ে ঠোঁট কতটা ফাঁক হচ্ছে—এই বিষয়টি বিচার করে

স্বরধ্বনিকে যে কয়েকটি শ্রেণিতে ফেলা যায়, **অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি** তার একটি। এই ধ্বনির উচ্চারণে *ঠোঁট* দুটি আংশিকভাবে খোলা থাকে। স্বরধ্বনি 'অ্যা' ও 'অ'-এই পর্যায়ে পড়ে। এই শ্রেণির স্বরধ্বনি সর্বদাই *নিম্নমধ্য*। এর মধ্যে 'অ্যা'-*সম্মুখ* ও 'অ'-*পশ্চাৎ স্বরধ্বনি*। [দ্র. স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]।

অর্ধব্যঞ্জন : ম্, ল্, র্, ন্ এই চারটি *ব্যঞ্জনধ্বনি* অন্য ব্যঞ্জনধ্বনির বাহক হয়ে, কোনো *স্বরধ্বনির* সাহায্য ছাড়াই দ্বিতীয় ব্যঞ্জনধ্বনিটিকে নিয়ে উচ্চারিত হতে পারে। এইজন্য এদের বলা হয় **অর্ধব্যঞ্জন**। শ্, ষ্, স্-এর ধ্বনিও এই পর্যায়ে পড়তে পারে। বাংলায় অর্ধব্যঞ্জনের ব্যবহার বিশেষ নেই। ইংরেজি. বাট্ন্, বট্ল্, ইস্ম্, ব্যাট্ল্ প্রভৃতি শব্দের দ্বিতীয় *দলের* ন্, ল্, ম্ অর্ধব্যঞ্জনের উদাহরণ।

অর্ধমাগধী : দ্র. ভাষাবংশ।

অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি : উচ্চারণের সময়ে *ঠোঁট* দুটো কতটা ফাঁক হচ্ছে—এই বিচারে *স্বরধ্বনিকে* যতগুলি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, **অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি** তার একটি। যে-স্বরের উচ্চারণে *ঠোঁট* আংশিক বন্ধ থাকে, তা এই শ্রেণিতে পড়ে। ▷এ, ও। এই স্বরধ্বনি সর্বদাই *ঊর্ধ্বমধ্য*। এর মধ্যে 'এ' হল *সম্মুখ স্বরধ্বনি* আর 'ও' *পশ্চাৎ স্বরধ্বনি*। [দ্র. *স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ*]।

অর্ধস্বর : অন্তঃস্থ-য (ইয়্), ও অন্তঃস্থ-ব (ওয়্)—এই দুটি *ধ্বনিকে* বলা হয় **অর্ধস্বর**। বাংলায় এই 'য' ও 'ব'-এর উচ্চারণ যেভাবে হয় তাকে অবশ্য অর্ধস্বর বলা চলে না। বরং 'য়' (ইয়্) উচ্চারণের বিচারে অর্ধস্বর। (এই নামকরণটি ইংরেজি সেমি-ভাওয়েলের অনুকরণে করা)।

অল : দ্র. অলচ্; কল[১]; কলচ্।

অলচ্ (অল) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'অল' থাকে। ▷√অঞ্চ্ + অল (অলচ্) = অঞ্চল।

অলম্ : সংস্কৃত *অব্যয়*, কিন্তু এই অব্যয় *উপসর্গের* মতোই ব্যবহৃত হয়। যে-অব্যয়কে এইভাবে ব্যবহার করা যায়, তাকে বলে *গতি* [দ্র.]। 'অলম্' একইসঙ্গে অব্যয় ও গতি। ▷অলম্ + কার = অলংকার; অলম্ + করণ = অলংকরণ।

অলিচ্ (অলি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'অলি' থাকে। ▷√অঞ্জ্ + অলি (অলিচ্) = অঞ্জলি।

অলু (অলু) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ▷ক- √মণ্ড্ + অলু = কমণ্ডলু।

অলুক্ তৎপুরুষ সমাস : যে *অলুক্ সমাস* [দ্র.] *তৎপুরুষ* পর্যায়ভুক্ত, তাকে বলা হয় **অলুক্ তৎপুরুষ সমাস**। তৎপুরুষ সমাসের যতগুলি শ্রেণি আছে, অলুক্ তৎপুরুষ তার সবরকম শ্রেণিরই হতে পারে। ▷ভ্রাতুষ্পুত্র (অলুক্ সমাস, *সম্বন্ধ তৎপুরুষ*); তেলেভাজা (অলুক্ সমাস, *করণ তৎপুরুষ*); পরাৎপর (অলুক্ সমাস; *অপাদান তৎপুরুষ*); দিনে ডাকাতি (অলুক্ সমাস, *অধিকরণ তৎপুরুষ*); গায়ে-পড়া (অলুক্ সমাস, *উপপদ তৎপুরুষ*)। উপরের উদাহরণগুলি থেকে এ-কথা স্পষ্ট যে তৎপুরুষ সমাসে *পূর্বপদের* বিভক্তি লোপ না-হলে তাকেই অলুক্ তৎপুরুষ সমাস বলে।

অলুক্ দ্বন্দ্ব সমাস : যে-*সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি* লোপ পায় না, তাকে বলে *অলুক্ সমাস*। কোনো *দ্বন্দ্ব সমাসে* [দ্র.] পূর্বপদের বিভক্তি বজায় থাকলে **অলুক্ দ্বন্দ্ব সমাস** হয়। ▷বুকেপিঠে (বুকে ও পিঠে); ঘরে-বাইরে (ঘরে এবং বাইরে); হাতেকলমে (হাতে এবং কলমে)। এইরকম : ▷পথেঘাটে; দিনে-রাত্রে; আগে-পিছে; দুধেভাতে; বনেবাদাড়ে; ঘাটায়-আঘাটায়; শহরে-গ্রামে। লক্ষণীয়, এই সমাসে *উত্তরপদের* বিভক্তিও বজায় থাকে।

অলুক্ বহুব্রীহি সমাস : যে-*সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি* লোপ পায় না, তাকে বলে *অলুক্ সমাস*। কোনো *বহুব্রীহি সমাসে* [দ্র.] পূর্বপদের বিভক্তি বজায় থাকলে **অলুক্ বহুব্রীহি সমাস** হয়।

▷মুখেভাত (যে-অনুষ্ঠানে শিশুকে প্রথম ভাত খাওয়ানো হয়); মুখেমধু (মুখে মধু যার); গায়েহলুদ (গায়ে হলুদ দেওয়ার অনুষ্ঠান)। এইরকম : ▷হাতেখড়ি; গলার কাঁটা; চোখের বালি।

অলুক্ সমাস : যে-*সমাসে পূর্বপদের বিভক্তি* লোপ পায় না, তাকে বলা হয় **অলুক্ সমাস**। সমাসের এই শ্রেণিটি সমাসবন্ধ শব্দটির গঠন বিচার করে করা। ▷বুকেপিঠে; তেলেভাজা; ভ্রাতুষ্পুত্র। অর্থের বিচারেও অলুক সমাসের কয়েকটি শ্রেণি হতে পারে। **১.** *অলুক্ দ্বন্দ্ব* [দ্র.] : ▷বুকেপিঠে (বুকে এবং পিঠে)। **২.** *অলুক্ বহুব্রীহি* [দ্র.] : ▷মুখেমধু (মধু মুখে যার)। **৩.** *অলুক্ তৎপুরুষ* [দ্র.] : ▷দিনে ডাকাতি (দিনের বেলায় ডাকাতি)।

অল্পপ্রাণ ধ্বনি : যেসব *ব্যঞ্জনধ্বনির* উচ্চারণে জোরে নিঃশ্বাস বায়ু ছাড়ার প্রয়োজন হয় না, তাদের বলা হয় **অল্পপ্রাণ ধ্বনি**। নিশ্বাস বায়ুর অন্য নাম প্রাণ। এর থেকেই এই নামকরণ। *বর্গের* প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ এবং র, ল, শ, স, ড় বর্ণের ধ্বনি অল্পপ্রাণ। এই বিচারে বাংলা অল্পপ্রাণ ধ্বনি হল, ক্, গ্, চ্, জ্, ট্, ড্, ড়্, ত্, দ্, প্, ব্, র্, ল্, শ্, স্। [দ্র. মহাপ্রাণ ধ্বনি]।

অল্পপ্রাণ বর্ণ : বাংলা *অল্পপ্রাণ ধ্বনির* [দ্র.] লিখিত প্রতীকগুলিকেই বলা হয় **অল্পপ্রাণ বর্ণ**। ▷ক, গ, চ, জ, ট, ড, ড়, ত, দ, প, ব, র, ল, শ, স।

অস্ : দ্র. অসি[১]; অসি[২]; অসুন্।

অস : দ্র. অসচ্।

অসংলগ্ন সমাস : সাধারণত *সমাসবন্ধ শব্দের পূর্বপদ* ও *উত্তরপদ* একসঙ্গে জুড়ে লেখা হয়, যাতে তদের একটি শব্দ বলে মনে হয়, কিন্তু **হাতে-তৈরি, অখিল ভারত কৃষাণ সভা**-এইসব উদাহরণের স্থূলাক্ষর অংশ প্রকৃতপক্ষে সমাসবন্ধ। পৃথকভাবে লেখার জন্য তাদের প্রায়শই সমাস হিসেবে চেনা যায় না। এই ধরনের সমাসকেই বলা হয় **অসংলগ্ন সমাস** বা **অযুক্ত সমাস**। ▷বাংলা বানান সংস্কার; লেখক সমবায় সংঘ; ফুটবল খেলা; সংগীত সম্মেলন।

অসচ্ (অস) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'অস' থাকে। ▷√অত্ + অস (অসচ্)→অতস + (স্ত্রী-প্রত্যয়) ঈ = অতসী; √চম্ + অস (অসচ্) = চমস; √পন্ + অস (অসচ্) = পনস; √দিব্ + অস (অসচ্) = দিবস।

অসমাপিকা ক্রিয়া : যে-*ক্রিয়ারূপ বাক্যকে* সম্পূর্ণতা দেয় না, এবং *বিধেয়র* বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু প্রকাশ করে না, তাকে বলে **অসমাপিকা ক্রিয়া** বা **অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ**। ▷কথাটা **শুনে** তিনি খুশি হলেন; 'আজ তোমারে **দেখতে** এলেম'—রবীন্দ্র; 'টাকা **মেরে** পালালি শেষে?'—সুকুমার। এইসব বাক্যে **দেখতে, শুনে, মেরে** অসমাপিকা ক্রিয়া। বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়া থাকলে, বাক্যটিকে সম্পূর্ণ করার জন্য *সমাপিকা ক্রিয়ার* [দ্র.] প্রয়োজন হয়। অসমাপিকা ক্রিয়ার কোনো *কালরূপ* হয় না। *ধাতুর* সঙ্গে *প্রত্যয়* যোগ করে অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ হয়। যেকোনো ধাতুরই অসমাপিকা ও সমাপিকা—এই দু-রকম রূপই হতে পারে। কোন প্রত্যয় যোগ হচ্ছে—এই বিচারে অসমাপিকা ক্রিয়াকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। ১. *ল্যবর্থ অসমাপিকা ক্রিয়া* [দ্র.] বা *পূর্বক্রিয়া*। এর প্রত্যয় *ইয়া*। ▷তোমরা **হাসিয়া চলিয়া** যাও। **হেসে খেলে চলে** যাও। 'সম্মুখ সমরে **পড়ি** বীর চূড়ামণি'—মাইকেল। ২. *ভূতার্থ অসমাপিকা ক্রিয়া* [দ্র.] বা *সাপেক্ষ সংযোজক*। এর প্রত্যয় *ইলে*। ▷তাড়াহুড়ো **করলে** কাজ হবে না। আগে **গেলে** বাঘে খায়। সভাপতি **এলে** সভা শুরু হবে। ৩. *তুমর্থ অসমাপিকা ক্রিয়া* [দ্র.] বা *নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া*। এর প্রত্যয় *ইতে*। ▷সে গান **শুনিতে** গিয়াছিল। 'আজ তোমারে **দেখতে** এলেম'—রবীন্দ্র। [দ্র. অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যয়]।

অসমাপিকা ক্রিয়াজাত ক্রিয়া-বিশেষণ : *অসমাপিকা ক্রিয়া* যদি *ক্রিয়া-বিশেষণের* কাজ করে, তবে তাকে বলা হয় **অসমাপিকা ক্রিয়াজাত ক্রিয়া-বিশেষণ**। ▷সে **চেঁচিয়ে** বলল। লোকটি হাঁ-**করে** ঘুমায়। 'গান **গেয়ে** দাঁড় মাঝি টানে'—অতুলপ্রসাদ।

অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যয় : *ধাতুর* সঙ্গে যে-*ধাতুপ্রত্যয়* যোগ হলে *অসমাপিকা ক্রিয়া* হয়, তা-ই **অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যয়**। এর তিনটি শ্রেণি আছে। **১.** *ল্যবর্থ* [দ্র.] বা *পূর্বক্রিয়াবোধক* : ▷ইয়া (সাধু ভাষায়); এ, য়ে (চলিত ভাষায়)। ▷√চল্ + ইয়া = চলিয়া; √খা + ইয়া = খাইয়া; √চল্ + এ = চলে; √খা + য়ে = খায়ে → খেয়ে। **২.** *ভূতার্থ* [দ্র.] বা *সাপেক্ষ সংযোজক* : ▷ইলে (সাধু); লে (চলিত)। ▷√কর্ + ইলে = করিলে; √কর্ + লে = করলে। **৩.** *তুমর্থ* [দ্র.] বা *নিমিত্তার্থক* : ▷ইতে (সাধু); তে (চলিত)। ▷√কর্ + ইতে = করিতে; √কর্ + তে = করতে। এই প্রত্যয়ের চলিত রূপগুলিকে স্বতন্ত্র প্রত্যয় না বললেও চলে। বস্তুত খেয়ে, বলে, করলে, করতে প্রভৃতি চলিত রূপ যথাক্রমে খাইয়া, বলিয়া, করিলে, করিতে প্রভৃতি সাধু ভাষার রূপগুলিই পরিবর্তিত হয়ে এসেছে। এই পরিবর্তনের মূলে আছে *অভিশ্রুতি, স্বরসংগতি, স্বরধ্বনি লোপ* প্রভৃতি।

অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ কর্ম : অনেকসময় *অসমাপিকা ক্রিয়া বিশেষ্যের* ভাব বহন করে, এবং বাক্যে *কর্মপদের* কাজ করে। এইরকম কর্মকে বলা হয় **অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ কর্ম**। ▷'**মরিতে** চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'—রবীন্দ্র। তিনি তো **বাঁচতেই** চেয়েছিলেন। আমরা **বলতে** চাইলাম। **শুনতে** পেলাম। *সমাপিকা ক্রিয়াকে* 'কী', 'কাকে' প্রশ্ন করলে যে-উত্তর পাওয়া যায়, তা *কর্মপদ*। উদাহরণে সমাপিকা ক্রিয়া চাহি, চেয়েছিলেন, চাইলাম, পেলাম। কী চাহি, কী চেয়েছিলাম, কী চাইলাম, কী পেলাম প্রশ্ন করলে উত্তর হয় মরিতে, বাঁচতে, বলতে, শুনতে। এরা বস্তুত কর্ম এবং গঠনের বিচারে অসমাপিকা ক্রিয়া। লক্ষণীয় *ইয়া, ইলে* যোগে যে-অসমাপিকা ক্রিয়া হয় তা এইরকম কর্ম হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে না।

অসম্পূর্ণ ক্রিয়া : যেসব *ক্রিয়াকে* সবরকম *কালে* ও *ভাবে* ব্যবহার করা চলে না, তাদের বলা হয় **অসম্পূর্ণ ক্রিয়া** বা **অপূর্ণরূপ ক্রিয়া** বা **পঙ্গু ক্রিয়া**। যেসব ধাতু থেকে এই ধরনের ক্রিয়া হয়, তাদের নাম **অসম্পূর্ণ ধাতু** বা **পঙ্গু ধাতু**। ▷'আছ্'-ধাতুর *ভবিষ্যৎ কাল* নেই, এই কালের জন্য 'থাক্'-ধাতু ব্যবহার করতে হয়। ▷'বট্'-ধাতুর *বর্তমান কাল* ছাড়া অন্য কোনো কাল নেই। ▷আমি আজ চোর **বটে**। কিন্তু 'বটব', 'বটতাম' হয় না। ▷'যা'-ধাতুর ক্ষেত্রে *অতীত কালে* 'গম্'-ধাতুর সাহায্য লাগে। যায়, যাবে, কিন্তু গেল, গেলাম। *পুরাঘটিত বর্তমানেও* গিয়াছি, গিয়েছি।

অসম্পূর্ণ ধাতু : √যা, √বট্, √নহ্, √নার্ প্রভৃতি ধাতুর সবরকম *কাল* ও ভাবের রূপ পাওয়া যায় না। এরা **অসম্পূর্ণ ধাতু**। [দ্র. অসম্পূর্ণ ক্রিয়া]।

অসম্মতিজ্ঞাপক অব্যয় : *অনন্বয়ী অব্যয়ের* শ্রেণি-বিশেষ। নঞর্থক বাক্য, অসম্মতিবোধক বাক্য প্রভৃতি বোঝানোর জন্য এই ধরনের অব্যয় প্রয়োজনীয়। ▷না; মোটেও না; কখনোই না।

অসি[১] (অস্) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'ই' বাদ যায় 'অস্' থাকে। প্রত্যয়ান্ত শব্দটির শেষের 'স্' *বিসর্গ* হয়। ▷অধর + অস্ (অসি) = অধস্→অধঃ; পূর্ব + অস্ (অসি) = পুরস্→পুরঃ।

অসি[২] (অস্) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ই' বাদ যায়, 'অস্' থাকে। ▷√উষ্ + অস্ (অসি) = উষস্→উষঃ; চন্দ্র-√মা + অস্ (অসি) = চন্দ্রমস্ → চন্দ্রমাঃ → চন্দ্রমা; পুরস্-√ধা + অস্ (অসি) = পুরোধাঃ → পুরোধা।

অসুন্ (অস্) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'উ', 'ন' বাদ যায়, 'অস্' থাকে। ▷√অঞ্জ্ + অস্ (অসুন্) = অঞ্জস্ → অঞ্জঃ; √ঋ + অস্ (অসুন্) = অর্ণস্ → অর্ণঃ; √চিৎ + অস্ (অসুন্) = চেতস্→চেতঃ→চেত; √সৃ + অস্ (অসুন্) = সরস্ → সরঃ; √নহ্ + অস্ (অসুন্) = নভস্ → নভঃ; √ভূ + অস্ (অসুন্) = ভুবস্/ভুবর্ → ভুবঃ; বি-√ধা + অস্ (অসি) = বেধাঃ → বেধা; অপ্-√সৃ + অস্ (অসি) = অপ্সরস্→অপ্সরাঃ → অপ্সরা।

অস্তিবাচক ক্রিয়া : দ্র. *অস্ত্যর্থক ক্রিয়া*; নির্দেশাত্মক বাক্য।

অস্ত্যর্থক বাক্য : দ্র. নির্দেশাত্মক বাক্য।

অস্ত্যর্থক ক্রিয়া : অস্তিত্ব, থাকা ইত্যাদি বোধক *ক্রিয়াপদকে* **অস্ত্যর্থক ক্রিয়া** বা **অস্তিবাচক ক্রিয়া** বলা হয়। হ, আছ, বৃৎ, রহ্, থাক্ প্রভৃতি *ধাতু* থেকে এই শ্রেণির ক্রিয়া হয়। ▷বাড়িতে চাল **আছে**। তার অনেক টাকাকড়ি **ছিল**। তুমি আজ সাধু **বটে**। বট্-ধাতুর রূপ কেবল বর্তমান কালেই হওয়া সম্ভব [দ্র. অসম্পূর্ণ ক্রিয়া]।

অ্যা : 'অ্যা' কোনো বাংলা *স্বরবর্ণ* নয়, কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম, অ্যাটম প্রভৃতির উচ্চারণানুগ বানান লেখার জন্য অ্যা ব্যবহার করা হয়। অ্যা-ধ্বনিটি বাংলায় বহুল ব্যবহৃত *স্বরধ্বনি*, কিন্তু এই স্বরধ্বনির জন্য কোনো নির্দিষ্ট *বর্ণ* বাংলা *বর্ণমালায়* নেই। তবে এই ধ্বনির প্রতীক হিসেবে অ্যা-এর ব্যবহারও ব্যাপক। এই *ধ্বনি নিম্নমধ্য, অর্ধবিবৃত, সম্মুখ, প্রসৃত* ও *তালব্য*। '্যা' এই চিহ্নটি বর্ণের সঙ্গে যোগ করে 'অ্যা' উচ্চারণ বোঝানো হয়। সম্ভবত ত্যাগ, ব্যাকরণ প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দের বাংলা উচ্চারণের অনুষঙ্গেই এই চিহ্নটি, যা প্রকৃতপক্ষে য-ফলা আ-কার, ব্যবহারে এসেছে। সাধারণত বিদেশি ও অসংস্কৃত শব্দের অ্যা-ধ্বনি বোঝানোর জন্য 'অ্যা' কিংবা '্যা' বেশি ব্যবহার করা হয়। কেন, খেলা, দেখা, এক, এত লেখা হয়, কিন্তু ক্যানো, খ্যালা, দ্যাখা, অ্যাক, অ্যাত হয় না। তবে প্যাঁচা, ধ্যাবড়ানো, ছ্যাবলা প্রভৃতি শব্দে উচ্চারণানুগ বানান লেখার জন্য '্যা' লেখার প্রচলন আছে। অন্যদিকে ক্যাপ, ক্যাটকেটে, ন্যাপথলিন, ব্যাগ, অ্যাসিড প্রভৃতি শব্দে 'অ্যা' অথবা '্যা' লেখা হয়। অন্য আরও কিছু সংযুক্ত ব্যঞ্জনের 'অ্যা' উচ্চারণ আছে। ▷ব্যবহার (উচ্চারণ—ব্যাবোহার্); জ্ঞান (উচ্চারণ—গ্যাঁন্)। অ্যা-ধ্বনির জন্য একটি পৃথক স্বরবর্ণ ও *স্বরচিহ্ন* প্রবর্তনের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এখনও তার প্রচলন হয়নি। বর্ণানুক্রমিক সূচি তৈরিতে 'অ্যা' 'অ'-এর পরে আসে। [দ্র. স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]।

আ[১] : বাংলা *বর্ণমালার* দ্বিতীয় *বর্ণ* এবং *স্বরধ্বনি* আ-এর প্রতীক। এর *স্বরচিহ্ন* আ-কার, া, বর্ণের পরে বসে। আ-ধ্বনি *নিম্ন, বিবৃত, কেন্দ্রীয়* ও *প্রসৃত*। বর্ণ 'আ' কিংবা 'আ-কার' সর্বদাই আ উচ্চারিত হয়। [দ্র. স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]।

আ[২] : বাংলা *উপসর্গ*। একাধিক অর্থে এই উপসর্গের ব্যবহার আছে। ১. না অর্থে : ▷**আধোয়া**; **আকাঁড়া**; **আভাজা**। ২. মতো অর্থে : ▷**আকাঠ** → আকাট। ৩. খারাপ অর্থে : ▷**আকথা**; **আকাম**। ৪. নেই বা অভাব অথে : ▷**আলুনি**; **আবুদ্ধিয়া**।

আ[৩] : সংস্কৃত *উপসর্গ*। একাধিক অর্থে এই উপসর্গের প্রয়োগ পাওয়া যায়। ১. পর্যন্ত বা ব্যাপ্তি অর্থে : ▷**আপাদমস্তক**; **আজানুলম্বিত**; **আসমুদ্রহিমাচল**; **আকণ্ঠ**; **আকীর্ণ**; **আজীবন**। ২. কম বা ঈষৎ অর্থে : ▷**আরক্তিম**; **আভাস**। ৩. ভালোভাবে অর্থে : ▷**আচ্ছাদন**; **আবাসন**; **আবেগ**। ৪. না কিংবা বিপরীত অর্থে : ▷**আগমন**; **আক্রমণ**; **আদান**।

আ[৪] : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। এই *প্রত্যয়* যোগ হলে *ধাতু* থেকে ১. "অতীতকাল দ্যোতক বিশেষণ" (সুনীতিকুমার), এবং ২. *ক্রিয়ার ভাববাচক বিশেষ্য* হতে পারে। 'দেখ্' ধাতুর সঙ্গে আ-প্রত্যয় যোগ করে হয় 'দেখা'। এটি বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত পারে। ▷**দেখা** ছবি। এইরকম : ▷√কাচ্+আ = কাচা; **কাচা** কাপড়। '**ভেসে-আসা** ধন'—রবীন্দ্র। **হাতে-লেখা** পাণ্ডুলিপি। **পড়া** বই। ২. ▷√বল্+আ = বলা; এর বিশেষ্য রূপে ব্যবহার : ▷তোমার **বলা** হয়েছে। √চল্+আ = চলা; পাহাড়ি পথে **চলার** আনন্দই আলাদা। √জান্+আ = জানা; একথা আমার **জানা** ছিল না। **জানার** কি কোনো শেষ আছে? √খা+আ = খাওয়া [দ্র. অন্তঃস্থ ব-শ্রুতি]; **খাওয়ার** আয়োজন ছিল খুবই ভালো।

আ[৫] : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। ধাতুর সঙ্গে যোগ করলে দ্বিতীয় আর একটি ধাতু তৈরি হয়। এই দ্বিতীয়

ধাতুটি থেকে *প্রযোজক ক্রিয়া* হতে পারে ও হয়। ▷√দেখ্+আ = √দেখা। এর ক্রিয়ারূপ : ▷দেখায়, দেখাবে, দেখাচ্ছিল, দেখিয়েছিল, দেখাতেন। ▷√খা+আ = √খাওয়া। এর থেকে ক্রিয়ারূপ : ▷খাওয়াচ্ছে, খাওয়াবে, খাওয়াতেন ইত্যাদি। ▷√শুন্+আ = √শুনা। এর ক্রিয়ারূপ : সাধু ভাষায় : ▷শুনাইবেন, শুনাইবি, শুনাইতেছি এবং চলিত ভাষায় : ▷শোনাবেন, শোনাবি, শোনাচ্ছি। এই আ-প্রত্যয় একটি ধাতু থেকে অন্য একটি ধাতু তৈরি হতে পারে বলে এর নাম *ধাত্ববয়ব প্রত্যয়*। এই প্রত্যয়যোগে *নামধাতু*ও তৈরি হয়। ▷বেত+আ = √বেতা। এর থেকে : ▷বেতাচ্ছে, বেতাবে প্রভৃতি ক্রিয়ারূপ হওয়া সম্ভব। ▷ঘাম+আ = √ঘামা; বাহির+আ = √বাহিরা। ▷'বাহিরিল রবি নবীন আলোকে'—রবীন্দ্র। ▷বিলাপ+আ = √বিলাপা। ▷'এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস-কুলপতি রাবণ'—মাইকেল।

আ[৬] : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। এই *প্রত্যয়ের* অনেকরকম প্রয়োগ আছে। ১. স্বার্থে : ▷গল+আ = গলা; কণ্ঠ+আ = কণ্ঠা; চোর+আ = চোরা; ঘোড়+আ = ঘোড়া। লক্ষ করলে দেখা যাবে প্রত্যয়যুক্ত ও প্রত্যয়হীন শব্দ দুটির অর্থ একই। ২. নিন্দা কিংবা *অর্থের অবনতির জন্য* : ▷পাগল+আ = পাগলা; বাঘ+আ = বাঘা; আঁজল+আ = আঁজলা। ৩. সম্বন্ধ কিংবা একাত্মতা বোঝানোর জন্য : ▷ডাইন+আ = ডাইনা; পাছ+আ = পাছা। ৪. সদৃশ, লক্ষণযুক্ত প্রভৃতি অর্থে : ▷হাত+আ = হাতা (হাতের মতো); গাছ+আ = গাছা; এক+আ = একা। ৫. পদান্তর অর্থাৎ *বিশেষ্য থেকে বিশেষণ* করার জন্য : ▷তেল+আ = তেলা; জল+আ = জলা; জঙ্গাল+আ = জঙ্গালা→জংলা; টিমটিম+আ = টিমটিমা→টিমটিমে।

আ[৭] : দ্র. টাপ্; ডাপ্।

আই[১] : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। কোনো কিছুর ভাব বোঝানোর জন্য এই *প্রত্যয়ের* ব্যবহার হয়। ভাব অর্থে : ▷ সাফ + আই =সাফাই; বামন + আই = বামনাই; লম্বা + আই = লম্বাই; চওড়া + আই = চওড়াই; বড়ো+আই = বড়াই; চিকন + আই = চিকনাই। অনেকে শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপের শেষেও 'আই' হয়। তবে একে ঠিক প্রত্যয় বলা চলে না। ▷বলরাম → বলাই; জগৎ→ জগাই; মাধব → মাধাই; গণেশ → গনাই। [দ্র. তদ্ধিতপ্রত্যয়; শব্দপ্রত্যয়]।

আই[২] : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে যে-শব্দ তৈরি হয় তা *ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য*। ▷√বাছ্ + আই = বাছাই; √লড়্ + আই = লড়াই; √বাঁধ্ + আই = বাঁধাই; √ছাপ্ + আই = ছাপাই; √ঢাল্ + আই = ঢালাই।

আইত : দ্র. আত[১]; আত[২]।

আও : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। ▷√চড়্ + আও = চড়াও; √ঘের্ + আও = ঘেরাও; √ফলা + আও = ফলাও; √ঢাল্ + আও = ঢালাও।

আক[১] (আক) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে এর সবটাই থাকে। ▷√গু + আক = গুবাক; √শল্ + আক = শলাক; √পত্ + আক = পতাক।

আক[২] : দ্র. আক[১]; আকন্; যাকন্;

আকন্ (আক) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ধাতুর সঙ্গে যোগ হলে 'আক' থাকে, 'ন' বাদ যায়। ▷√বল্ + আক(আকন্) → বলাক + (স্ত্রী-প্রত্যয়) আ = বলাকা।

আকাঙ্ক্ষা : *বাক্যের পদগুলি* যদি বাক্যটি বিষয়ে বক্তা ও শ্রোতার চাহিদা অথবা কৌতূহল সম্পূর্ণ মেটাতে পারে, তবে পদগুলিকে **পূর্ণাকাঙ্ক্ষ্য পদ** বলা হয়। 'আমি গিয়ে দেখলাম', বললে শ্রোতার মনে 'কী দেখলাম' তা জানার আকাঙ্ক্ষা হয়। শ্রোতার এই না-মেটা কৌতূহল—এটাকেই বলা চলে **আকাঙ্ক্ষা**। 'আমি গিয়ে দেখলাম যে তার সব কাজ করা হয়ে গেছে'—এই বাক্যে আকাঙ্ক্ষা সবটাই মিটে যায়। [দ্র. পরিপূরক]।

আ-কার : *স্বরবর্ণ 'আ'* কোনো এক কিংবা একাধিক ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যোগ হলে *বর্ণ* 'আ'-

এর বদলে যে-চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকেই বলা **আ-কার**। অর্থাৎ আ-কার হল স্বরবর্ণ 'আ'-এর *স্বরচিহ্ন*। চিহ্নটি হল 'া', যা ব্যঞ্জনবর্ণের কিংবা *যুক্তবর্ণের* পরে বসে। ▷বা, কা, মা, যা, ক্তা, স্বা প্রভৃতি। এদের *বর্ণ বিশ্লেষণ* যথাক্রমে ব্ + আ; ক্ + আ; ম্ + আ; য্ + আ; ক্ + ত্ + আ; স্ + ব্ + আ।

আকিনিচ্ (আকিন্) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'ইচ্' বাদ যায়, 'আকিন্' থাকে। ▷এক+আকিন্ (আকিনিচ্) = একাকিন্→একাকী।

আখ্যাত : *ক্রিয়াপদের* অন্য নাম। এই নামটি অবশ্য এখন আর ব্যবহার করা হয় না। ক্রিয়ার অন্যতম কাজ হল, বিশেষ্যের অবস্থা কিংবা কাজকে সম্যকভাবে ব্যাখ্যা করা এবং বাক্যের পদের অবস্থাকে খ্যাপন করা। এর থেকেই **আখ্যাত** নামটি এসেছিল।

আখ্যাতিক পদ : *ক্রিয়াপদের* প্রাচীন নাম। রামমোহন রায় তাঁর বাংলা ব্যাকরণে ক্রিয়াপদ বোঝাতে এই নামটি ব্যবহার করেছিলেন। এই নামটি এখন আর ব্যবহারে নেই।

আগম : দ্র. ধ্বন্যাগম।

আগন্তুক শব্দ : দ্র. অন্যান্য ভাষা থেকে আগত শব্দ।

আগূচ্ (আগূ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'আগূ' থাকে। √যু+আগূ (আগূচ্) = যবাগূ।

আজ্ঞাদ্যোতক ভাব : দ্র. অনুজ্ঞা ভাব।

আজ্ঞাসূচক বাক্য বা অনুজ্ঞাসূচক বাক্য : *বাক্যকে* তার অর্থ অনুযায়ী যত ভাগে ভাগ করা যায়, তার একটি। যে ধরনের বাক্যের মাধ্যমে আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ প্রভৃতি জানানো হয় তা **আজ্ঞাসূচক বাক্য** বা **অনুজ্ঞাসূচক বাক্য**। ▷ঘরের বাইরে যাও। এই সভায় দলে দলে যোগ দিন। 'আমায় থাকতে দে-না আপন-মনে।'—রবীন্দ্র। আপনারা যদি একটু বাইরে যান, তাহলে কাজের সুবিধে হয়। [দ্র. বাক্য]।

আঞ্চলিক ভাষা : দ্র. উপভাষা; চলিত ভাষা।

আড় : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। পারংগম, অভ্যস্ত প্রভৃতি অর্থে এই *প্রত্যয়* ব্যবহৃত হয়। ▷খেল+আড় = খেলোয়াড়।

আড্ডু : দ্র. আব্রু।

আত[১], আইত : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। ▷√ডাক্ + আইত = ডাকাইত কিংবা √ডাক্ + আত = ডাকাত; √বা + আইত = বাইত (যে বাজায়)। ('ডাকাত'-কে 'ডাকাইত'-এর *স্বরধ্বনির* লুপ্ত রূপও বলা চলে। সেক্ষেত্রে, 'আত'-কে পৃথক প্রত্যয় হিসেবে চিহ্নিত করার প্রয়োজন হয় না)।

আত[২], আইত : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। ▷পো + আত = পোয়াত → পোয়াতি; সেবা + আইত = সেবাইত; সঙ্গ + আইত = সঙ্গাইত → সাঙ্গাত → সাঙাত → স্যাঙাত।

আতৃকন্ (আতৃক) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'আতৃক' থাকে। ▷√জীব+আতৃক (আতৃকন্) = জৈবাতৃক।

আত্মবাচক সর্বনাম : দ্র. আত্মবোধক সর্বনাম।

আত্মবোধক সর্বনাম : অন্য কারো সহায়তায় কিংবা মাধ্যমে নয়, কর্তা নিজেই—এই ভাব বোঝানোর জন্য যে-*সর্বনাম* ব্যবহৃত হয়, তাকে বলে **আত্মবোধক সর্বনাম** বা **আত্মবাচক সর্বনাম**। ▷তিনি **স্বয়ং** এসেছিলেন। আমি **নিজের** চোখে দেখলাম। আপনারা **নিজেরা** নিজেদের রাস্তা দেখুন। "যে দিন তুমি **আপনি** এসে"—রবীন্দ্র। এই সর্বনামকে **স্বকর্তৃত্বজ্ঞাপক সর্বনাম** বলাও হয়। এর একটি বিশেষ রূপকে বলে **ব্যতিহার সর্বনাম**। এতে দুই পক্ষের সহযোগ কিংবা একের উপর অন্যের নির্ভরতা বোঝায়। ▷ওরা **পরস্পরকে** সাহায্য করে। দুই ভাই **একে অন্যের** উপর নির্ভরশীল।

আদিব্যঞ্জন লোপ : উচ্চারণের সময় শব্দের প্রথমের *ব্যঞ্জনধ্বনি* লোপ হলে তাকে বলে **আদিব্যঞ্জন লোপ** বা **আদ্যব্যঞ্জন লোপ**। গ্রাহক → গাহক। স্ফটিক → ফটিক। [দ্র. ধ্বনি লোপ]।

আদিস্বর লোপ : *ধ্বনি লোপের* [দ্র.] ক্ষেত্রে *শব্দের* প্রথমের *স্বরধ্বনির লোপ* হলে তাকে বলা হয় **আদিস্বর লোপ বা আদ্যস্বর লোপ**। ▷অলাবু → লাউ।

আদিস্বরাগম : উচ্চারণের সুবিধার জন্য *শব্দের* প্রথমে *ব্যঞ্জনধ্বনির* আগে কোনো *স্বরধ্বনির আগম* হলে তাকে বলা হয় **আদিস্বরাগম** বা **আদ্যস্বরাগম**। ▷স্ত্রী → ইস্ত্রী; স্পর্ধা → আস্পর্ধা; স্কুল → ইস্কুল; স্ক্রু → ইস্ক্রু। [দ্র. ধ্বন্যাগম]।

আদেশ : সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী *প্রত্যয়* যোগ করার সময় কিংবা অন্য ব্যাকরণগত প্রক্রিয়ায় একটি *ধ্বনির* জায়গায় অন্য ধ্বনি এসে পড়তে পারে। এই পরিবর্তনকে বলা হয় **আদেশ**। ▷বৃদ্ধ + ইষ্ঠ (ইষ্ঠন) = জ্যেষ্ঠ। এখানে প্রত্যয়ান্ত হওয়ার সময় 'বৃদ্ধ' শব্দটি 'জ্যা' শব্দে পরিবর্তিত হল। অর্থাৎ আদেশে বৃদ্ধ-স্থানে 'জ্যা' হল। ▷রাজন+ছ(ঈয়) = রাজকীয়— রাজনীয় নয়। এখানে ন্-স্থানে 'ক্' হল। ▷এইরকম 'আছ্' ধাতু থেকে হয় 'থাকা'; 'হন্' ধাতু হয়ে যায় 'ঘাতন'।

আদ্যব্যঞ্জন লোপ : দ্র. আদিব্যঞ্জন লোপ।

আদ্যস্বর লোপ : দ্র. আদিস্বর লোপ।

আদ্যস্বরাগম : দ্র. আদিস্বরাগম; ধ্বন্যাগম।

আধার অধিকরণ কারক : *অধিকরণ কারকের* শ্রেণি-বিশেষ। যে-জায়গায় কিংবা পাত্রে ক্রিয়ার সংঘটন হয়, তার সঙ্গে ক্রিয়ার সম্পর্কের নাম **আধার অধিকরণ কারক**। এই কারক চাররকম। **১. স্থানবাচক** বা **একদেশসূচক** বা **দেশবাচক আধার অধিকরণ কারক** : কোনো জায়গার বিশেষ কোনো অংশে কিংবা একাংশে ঘটনা ঘটলে *কারকটি* এই শ্রেণির বলে গণ্য হয়। ▷বইটি **বাড়িতেই** ছিল (অর্থাৎ বাড়ির কোনো জায়গাতে)। মাছ **জলে** থাকে (সবটা **জল** জুড়েই মাছ থাকে না)। **বিহারে** লোহার খনি আছে (বিহারের কোনো কোনো জায়গায় আছে)। একে **স্থানাধিকরণ কারকও** বলা হয়। **২. ব্যাপ্তিবাচক আধার অধিকরণ কারক** : কোনো স্থানের সমস্তটা জুড়েই ক্রিয়ার সংঘটন হলে, তা হবে এই শ্রেণির কারক। ▷সমুদ্রের **জলে** নুন আছে (সমুদ্রের সবজায়গার জলেই আছে)। তিলে *তৈল* আছে। 'আমার **হিয়ায়** চলছে রসের খেলা'—রবীন্দ্র। **৩. বিষয়বাচক আধার অধিকরণ কারক** : কোনো বিষয়কে অবলম্বন করে ক্রিয়া সংঘটিত হলে, এই শ্রেণির কারক হয়। ▷**গণিতে** কাঁচা। **বাংলায়** ভালো। **ধর্মে** বিশ্বাস। 'হও **ধরমেতে** বীর'—অতুলপ্রসাদ। একে **বিষয়াধিকরণ কারকও** বলা হয়। **৪. সামীপ্যবাচক আধার অধিকরণ কারক** : এই শ্রেণির আধার অধিকরণে নৈকট্য, সান্নিধ্য প্রভৃতি বোঝায়। ▷**গঙ্গাসাগরে** মেলা হয়। **কাশীতে** গঙ্গা আছে (অর্থাৎ কাশীর কাছেই আছে)। [দ্র. কারক; অধিকরণ কারক; সম্বন্ধপদ]।

আধার-আধেয় সম্বন্ধ : *সম্বন্ধপদ* ও *সম্বন্ধিত* যদি একটি অন্যটির আধার বা রাখার পাত্র হয়, তবে তাকে বলা হয় **আধার-আধেয় সম্বন্ধ**। ▷**টিনের** দুধ। **ঘড়ার** জল। **মোহরের** থলি। **জলের** বালতি।

আন[১]**, আনি** : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। ▷√জান্ + আন = জানান (জানান দেওয়া); √মান্ + আন = মানান (মানানসই); √ভাঙ্ + আনি = ভাঙানি; √গোঙা + আনি = গোঙানি; **√শুন্ +** আনি = শুনানি; √ঝাঁক্ + আনি = ঝাঁকানি; √চাল্ + আনি = চালানি।

আন[২] : দ্র. আনক; আনচ্; কানচ্; চানশ্; শানচ্।

আনক্ (আন) : সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে **'ক্'** বাদ যায় 'আন' থাকে। ▷√কৃপ্ + আন (আনক্) = কৃপাণ; √কৃষ্ + আন (আনক্) = কৃষাণ।

আনক (আনক) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ▷√কথ্ + আনক = কথানক → কথিকা।

আনচ্ (আন) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'আন' থাকে। ▷√পিষ্ + আন (আনচ্) = পাষাণ।

আনা, আনি : বিদেশি *শব্দপ্রত্যয়*। ভাব, অভ্যাস প্রভৃতি অর্থে এই *প্রত্যয়ের* ব্যবহার। ▷সাহেবি + আনা = সাহেবিয়ানা; বাবু + আনা = বাবুয়ানা; ঘর + আনা = ঘরানা; আনি প্রত্যয়টিও প্রায় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ▷হিন্দু + আনি = হিন্দুয়ানি; বাবু + আনি = বাবুয়ানি।

আনি[১] : বিদেশি *শব্দপ্রত্যয়*। দ্র. আনা।

আনি[২] : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। দ্র. আন[১]।

আনি[৩] : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। ▷চোখ + আনি = চোখানি; নাক + আনি = নাকানি; আম + আনি = আমানি।

আনুক্ (আনু) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'আনু' থাকে। ▷√কৃশ্ + আনু (আনুক্) = কৃশানু।

আনে : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে এই *প্রত্যয়* যোগ হলে *বিশেষণ শব্দ* তৈরি হয়। ▷√দেখ্ + আনে = দেখানে; √কাঁদ্ + আনে = কাঁদানে। লক্ষণীয়, কাঁদুনে অর্থ যে কাঁদে, আর কাঁদানে অর্থ যে কিংবা যা কাঁদায়।

আনো : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। এই প্রত্যয় যোগে ক্রিয়াবাচক *বিশেষ্য* হয়। ▷জুতা + আনো = জুতানো; বেত + আনো = বেতানো; ঘাম + আনো = ঘামানো। [দ্র. নো]।

আবিস্, আবিঃ : সংস্কৃত *অব্যয়* ও *গতি*। বাইরে বার করা, প্রকাশ করা প্রভৃতি অর্থে *ধাতুর* আগে বসে নতুন শব্দ তৈরি করে। ▷আবিস্–√কৃ + অ(ঘঞ্) = আবিষ্কার; আবিস্–√ভূ + অ(ঘঞ্) = আবির্ভাব; আবিস্– √কৃ + ত(ক্ত) = আবিষ্কৃত।

আবেগবাচক অব্যয় : দ্র. মনোভাববাচক অব্যয়।

আবেগবাচক বাক্য : দ্র. বিস্ময়বাচক বাক্য; বাক্য।

আম্ : দ্র আমু।

আম : *উত্তমপুরুষ অতীত কালের পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি*। ▷√বল্ + ইল্ + আম্ = বলিলাম → বললাম। √চল্ + ইল্ + আম = চলিলাম। √খেলা + ইল্ + আম = খেলাইলাম → খেলালাম।

আমহ : ডামহচ্।

আমি, আমো : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। কোনো কিছুর ভাব বোঝানোর জন্য এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। ▷বাঁদর + আমি = বাঁদরামি কিংবা বাঁদর + আমো = বাঁদরামো। এইরকম : ▷দুষ্টামি → দুষ্টুমি; গুন্ডামি; পাগলামি, পাগলামো; পাকামি, পাকামো; জ্যাঠামি, জ্যাঠামো।

আমিনচ্ (আমিন্) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'অ', 'চ্' বাদ যায়, 'আমিন্' থাকে। ▷স্ব + আমিন্ (আমিনচ্) = স্বামিন্ → স্বামী।

আমু (আম্) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'উ' বাদ যায়, 'আম্' থাকে। ▷সু + তর (তরপ্) + আম্ (আমু) = সুতরাম্ → সুতরাং।

আমো : দ্র. আমি।

আয়ন : দ্র. আয়নণ্; ফক্[২]।

আয়নণ্ (আয়ন) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'ণ্' বাদ যায়, 'আয়ন' থাকে। 'ফক্' কিংবা '*ষ্ণায়ন্*' প্রত্যয়ের সঙ্গে এই প্রত্যয়ের কোনো পার্থক্য নেই। ▷দক্ষ + আয়ন (আয়নণ্) + ঈ(ঙীষ্) কিংবা দক্ষ + আয়ন (ফক্) + ঈ(ঙীষ্) = দাক্ষায়ণী; রাম + আয়ন (আয়নণ্) = রামায়ণ; শকট + আয়ন (আয়নণ) = শাকটায়ন; বাৎস্য + আয়ন (আয়নণ্) = বাৎস্যায়ন। উদাহরণগুলির প্রতিটি ক্ষেত্রেই বন্ধনীর মধ্যে 'ফক্' কিংবা 'ষ্ণায়ন্' লেখা চলে। [দ্র. ফক্[২]]।

আর : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। বৃত্তি-অর্থে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। ▷চাম+আর = চামার; দোহা + আর = দোহার। এই প্রত্যয় 'কার' থেকে এসেছে। ▷চর্মকার→চম্মআর→চামার; কাংস্যকার→কামার।

আরন্ (আর) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ধাতুর সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'আর' থাকে। ▷√অঙ্গ্ + আর (আরন্) = অঙ্গার; √ভৃ + আর (আরন্) = ভৃঙ্গার; √মন্দ্ + আর (আরন্) = মন্দার; √মৃজ্ + আর (আরন্) = মার্জার; √তুষ্ + আর (আরন্) = তুষার।

আরম্ভবোধক যৌগিক ক্রিয়া : দ্র. যৌগিক ক্রিয়া।

আরি[১] : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। বৃত্তি ও অন্যান্য অর্থে এই *প্রত্যয়ের* ব্যবহার হয়ে থাকে। ▷শাঁখ + আরি = শাঁখারি; কাঁসা + আরি = কাঁসারি; মাঝ + আরি = মাঝারি; ঝি + আরি = ঝিয়ারি।

আরি[২] : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। এই প্রত্যয় যোগে দক্ষতা, বৃত্তিবোধক শব্দ হয়। ▷√ডুব্ + আরি = ডুবারি→ডুবুরি; √পূজ্ + আরি = পূজারি→পূজুরি।

আরু : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। ▷বোমা কিংবা বোম+আরু = বোমারু; নেশা + আরু = নেশারু; দিশ + আরু = দিশারু। লক্ষণীয়, কোনো শব্দের ক্ষেত্রে আড়ু হয়। ▷দাবা + আড়ু = দাবাড়ু; বাঘ + আড়ু = বাঘাড়ু।

আর্য : দ্র ভাষাবংশ।

আর্ষপ্রয়োগ : কথাটির আক্ষরিক অর্থ ঋষিদের ব্যবহার কিংবা প্রয়োগ। অনেকসময়ই পণ্ডিত ও নামি ব্যক্তি কোনো রচনার সময়ে ভুল করেন, অর্থাৎ লেখার মধ্যে এমন কিছু এসে যায় যা ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী অশুদ্ধ। অথচ তাকে ভুল বা অশুদ্ধ বলে বাতিল করাও সাধারণ লোকের পক্ষে সম্ভব হয় না। কিছুদিন পর এই অশুদ্ধ প্রয়োগকেই বৈয়াকরণরা মেনে নেন ও নাম দেন **আর্ষপ্রয়োগ**। যেমন 'পূজারিণী' শব্দটি ব্যাকরণের বিচারে অশুদ্ধ কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ব্যবহার করেছেন। 'পূজারিণী'কে আমরা আর্ষপ্রয়োগ বলতে পারি। (মনে রাখতে হবে অশুদ্ধ কিন্তু প্রচলিত সমস্ত শব্দই কিন্তু আর্ষপ্রয়োগ নয়। 'কাবুলিওয়ালা' শব্দটি বাহুল্য দোষে দুষ্ট, কিন্তু এভাবেই চলে আসছে। রবীন্দ্রনাথ প্রচলন থেকে নিয়েছিলেন, তাই একে ঠিক আর্ষপ্রয়োগ বলা চলে না)। বাংলায় আর্ষপ্রয়োগের অন্যান্য উদাহরণের মধ্যে আছে শরৎচন্দ্রের 'অভাগী', রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা'।

আল[১] (আল) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ▷√অট্ট + আল = অট্টাল।

আল[২] : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। 'আছে'—এই ভাবের প্রকাশক *বিশেষণ শব্দ* এই প্রত্যয়যোগে হয়ে থাকে। ▷দাঁত + আল = দাঁতাল; ভয় + আল = ভয়াল; পাঁক + আল = পাঁকাল। দয়া + আল = দয়াল; রস + আল = রসাল।

আল[৩] : দ্র আলচ্[১]; আলচ্[২]; আলঞ্; কালচ্; কালন্।

আলচ্[১] (আল) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায় 'আল' থাকে। ▷√কঙ্ক্ + আল (আলচ্) = কঙ্কাল; √স্থা + আল (আলচ্) = স্থাল।

আলচ[২] (আল) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'আল' থাকে। ▷বাচ্ + আল (আলচ্) = বাচাল।

আলঞ্ (আল) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ধাতুর সঙ্গে যোগ হলে 'ঞ্' বাদ যায়, 'আল' থাকে। ▷√পত্ + আল (আলঞ্) = পাতাল; √চণ্ড্ + আল (আলঞ্) = চণ্ডাল।

আলা : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। দ্র. ওয়ালা।

আলি[১] : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। এই প্রত্যয় ভাববাচক। ▷পুরুষ + আলি = পুরুষালি; মিতা + আলি = মিতালি; নাগর + আলি = নাগরালি; সোনা + আলি = সোনালি। অনেকসময় কেবল 'লি' হয়। ▷মেয়ে + লি = মেয়েলি।

আলি² : বাংলা *শব্দপ্রত্যয় ওয়ালার* রূপভেদ। এই প্রত্যয় স্ত্রীলিঙ্গবাচক। দ্র. ওয়ালা।

আলীয়চ্ (আলীয়) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'আলীয়' থাকে। ▷√মৃজ্ + আলীয় (আলীয়চ্) = মার্জালীয়।

আলুচ্ (আলু) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায় 'আলু' থাকে। শীল, অভ্যস্ত প্রভৃতি অর্থে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। আলুচ্ প্রত্যয়ান্ত *শব্দ বিশেষণ*। ▷√দয়্ + আলু (আলুচ্) = দয়ালু; নি-√দ্রা + আলু (আলুচ্) = নিদ্রালু। তম্-√দ্রা + আলু (আলুচ্) = তন্দ্রালু; √শী + আলু (আলুচ্) = শয়ালু; √ক্রুধ্ + আলু (আলুচ্) = ক্রোধালু।

আলো : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। যুক্ত কিংবা আছে অর্থে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। ▷প্যাঁচ + আলো = প্যাঁচালো; জোর + আলো = জোরালো; ধার + আলো = ধারালো; শাঁস + আলো = শাঁসালো; আঠা + আলো = আঠালো; জাঁক + আলো = জাঁকালো; ঘোর + আলো = ঘোরালো। শুধু ল-ও যোগ হয়। প্যাঁচাল, আঠাল, শাঁসাল প্রভৃতি।

আশ্রয়-আশ্রিত শ্রেণির জটিল বাক্য : *জটিল বাক্যের* শ্রেণি-বিশেষ। এখানে *অপ্রধান খণ্ডবাক্যটি প্রধান খণ্ডবাক্যটির* আশ্রিত অর্থাৎ সেটি প্রধান খণ্ডবাক্যটির *ক্রিয়ার পরিপূরকরূপে* কাজ করে। ▷লেখাপড়া বিষয়ে তাঁর যে কোনো গভীর অনুরাগ ছিল, একথা বলা যায় না। প্রধান খণ্ডবাক্য—'একথা বলা যায় না'। এর ক্রিয়া—'বলা যায় (না)'। এই ক্রিয়ার পরিপূরকের কাজ করছে 'লেখাপড়া বিষয়ে তার কোনো গভীর অনুরাগ ছিল' এই খণ্ডবাক্যটি। এটিই অপ্রধান খণ্ডবাক্য। মূল বাক্যটি *জটিল বাক্য* এবং তা আশ্রয়-আশ্রিত শ্রেণির। [দ্র. বাক্য; জটিল বাক্য]।

আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণ : *বিসর্গ*-কে বলা হয় **আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণ**, কারণ বিসর্গ তার আগের *স্বরধ্বনিকে* আশ্রয় বা অবলম্বন করেই উচ্চারিত হয়, এবং এই স্বরধ্বনির *উচ্চারণস্থান* অনুযায়ী বিসর্গটিরও উচ্চারণস্থান বদলে যায়। নিজের কোনো নির্দিষ্ট উচ্চারণস্থান নেই, এবং যে-*ধ্বনির* সাহায্যে উচ্চারিত হচ্ছে তার উচ্চারণস্থান দখল করে বলে বিসর্গের এই নাম। ▷আ ঃ— এক্ষেত্রে বিসর্গের উচ্চারণস্থান *কণ্ঠ্য*, কেননা 'আ'-রও তাই। ▷ই ঃ—এখানে বিসর্গ *তালব্য*, কারণ 'ই'-স্বরধ্বনি তালব্য।

আশ্রিত খণ্ডবাক্য : দ্র. অপ্রধান খণ্ডবাক্য।

আশ্রিত ব্যঞ্জন : *ব্যঞ্জনবর্ণের* সঙ্গে *স্বরধ্বনির* প্রতীক *স্বরচিহ্ন* যোগ হলে ব্যঞ্জনবর্ণটিকে বলা হয় **আশ্রিত ব্যঞ্জন**। *স্বরবর্ণ* একা বসতে পারে, কিন্তু আশ্রিত ব্যঞ্জন ছাড়া স্বরচিহ্ন বসতে পারে না। ▷কু, কো, কে, কা এইসব ক্ষেত্রে স্বরচিহ্ন ু, ো, ে, া প্রভৃতির আশ্রিত ব্যঞ্জন 'ক্'।

আসত্তি : *বাক্যের পদগুলিকে* ঠিক ঠিক জায়গায় সন্নিবিষ্ট করার নাম **আসত্তি** বা **নৈকট্য**। দেবেন দেখলে তিনি তোমাকে কাণ্ডটি বকুনি এসে—এতে একটি সম্পূর্ণ বাক্যের সব পদই আছে, কিন্তু আসত্তির গোলমালে বাক্য হয়নি। পদগুলি ঠিকমতো সাজালেই বাক্য হবে। ▷তিনি এসে কাণ্ডটি দেখলে তোমাকে বকুনি দেবেন।

আহ্বানসূচক অব্যয় : দ্র. সম্বোধনসূচক অব্যয়।

ই¹ : বাংলা *স্বরবর্ণ* ও *স্বরধ্বনি* ই-এর প্রতীক। স্বরধ্বনি ই *উর্ধ্ব*, *সংবৃত*, *সম্মুখ*, *প্রসৃত* ও *তালব্য*। ই-এর স্বরচিহ্ন ই-*কার* (ি) *আশ্রিত ব্যঞ্জনের* আগে ও উপরে বসে। [দ্র. স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]।

ই² : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই *প্রত্যয় বিশেষ্য শব্দ* তৈরি করে। সব *ধাতুর* সঙ্গে অবশ্য এই প্রত্যয় যোগ হয় না। ▷√কাশ্ + ই = কাশি; √গাল্ + ই = গালি; √ফাঁস্ + ই = ফাঁসি; √হাঁচ্ + ই = হাঁচি; √হাস্ + ই = হাসি।

ই³ : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। একাধিক অর্থে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে। ১. বিশিষ্ট অর্থে : ▷আকাশ

+ ই = আকাশি; গোলাপ + ই = গোলাপি; দাম + ই = দামি; দরকার + ই = দরকারি; কেতাব + ই = কেতাবি; খেতাব + ই = খেতাবি। ২. বাজিয়ে অর্থে : ▷সেতার + ই = সেতারি; ঢাক + ই = ঢাকি। ৩. পেশা, স্বভাব প্রভৃতি অর্থে : ▷ডাক্তার + ই = ডাক্তারি; মনিব + ই = মনিবি; মাস্টার + ই = মাস্টারি; উকিল + ই = উকিলি; নবাব + ই = নবাবি; বড়োলোক + ই = বড়োলোকি। ৪. ছোটো অর্থে : ▷ছোরা→ছুরি; গোলা→গুলি। ৫. স্বার্থে : ▷দিব্য + ই = দিব্যি; আজ + ই = আজই (আজি কবিতায় ব্যবহার হতে পারে ও হয়); ফাঁস + ই = ফাঁসি। ৬. জাতি ইত্যাদি অর্থে : ▷পাহাড় + ই = পাহাড়ি; নেপাল + ই = নেপালি; বেনারস + ই = বেনারসি; পাঞ্জাব + ই = পাঞ্জাবি। ৭. ভাব অর্থে : ▷মানুষ + ই = মানুষি (ছেলেমানুষি)। ৮. কোন বস্তু থেকে কিংবা কোথায় তৈরি তা বোঝানোর জন্য : ▷সুতা + ই = সুতি; পিতল + ই = পিতলি। এই অর্থেই আ-কারান্ত শব্দের শেষে 'ই' হয়। ▷ঢাকা + ই = ঢাকাই; খাগড়া + ই = খাগড়াই; তাগড়া + ই = তাগড়াই; খাড়া + ই = খাড়াই; চড়া + ই = চড়াই; ধরতা + ই = ধরতাই।

ই৪ (ই) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ▷√রু + ই = রবি; √সূচ্ + ই = সূচি; √কু + ই = কবি; √তৃ + ই = তরি; √খন্ + ই = খনি; √ধ্বন্ + ই = ধ্বনি; √গ্রন্থ্ + ই = গ্রন্থি।

ই৫ : বাংলা *স্ত্রী-প্রত্যয়*। ▷কুকুর + ই = কুকুরি; পাগল + ই = পাগলি; কাকা + ই = কাকি; বোষ্টম + ই = বোষ্টমি। (একই অর্থে ঈ-এর প্রচলন ছিল। কিন্তু এখন তা কমে আসছে)।

ই৬ : বাংলা *ক্রিয়াপদ* তৈরির জন্য *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি*। *উত্তমপুরুষ বর্তমান কালে* এবং *মধ্যমপুরুষে* (তুচ্ছার্থে—তুই, তোরা) *অতীত* ও *ভবিষ্যৎ কালে* এই বিভক্তি কাজে লাগে। ১. *উত্তমপুরুষ* (আমি, আমরা); *সাধারণ বর্তমান* : ▷√বল্ + ই = বলি; *ঘটমান বর্তমান* : ▷√বল্ + ইতে + √আছ্ + ই = বলিতে আছি → বলিতেছি → বলছি; *পুরাঘটিত বর্তমান* : ▷√বল্ + ইয়া + √আছ্ + ই = বলিয়া আছি → বলিয়াছি → বলেছি। ২. *মধ্যমপুরুষ* (তুই, তোরা); *পুরাঘটিত অতীত* : ▷√বল্ + ইয়া + √আছ্ + ইল্ + ই = বলিয়া ছিলি → বলিয়াছিলি → বলেছিলি। *নিত্যবৃত্ত অতীত* : ▷√বল্ + ইত্ + ই = বলিতি → বলতি। *সাধারণ ভবিষ্যৎ* : ▷√বল্ + ইব্ + ই = বলিবি → বলবি। *ঘটমান ভবিষ্যৎ* : ▷√বল্ + ইতে + √থাক্ + ইব্ + ই = বলিতে থাকিবি → বলতে থাকবি। *পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ* : ▷√বল্ + ইয়া + √থাক্ + ইব্ + ই = বলিয়া থাকিবি → বলে থাকবি।

ই৭ : দ্র ই৪; ইক্; ইচ্; ইঞ্[১]; ইঞ্[২]; ইণ্; ইৎ[২]; ইন্[১]; ইম্[১]; কি; খি; ডিণ্; ণিচ্।

ইক্ (ই) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'ই' থাকে। ▷√কৃ + ই (ইক্) = কিরি (শূকর); √কৃষ্ + ই(ইক্) = কৃষি।

ইক : দ্র ইকন্; কিকন্; ঠক্; ঠঞ্; ঠন্।

ইকন্ (ইক) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায় 'ইক' থাকে। ▷√কুচ্ + ইক (ইকন্) = কুচিক।

ই-কার : *স্বরধ্বনি* 'ই' কোনো এক কিংবা একাধিক *ব্যঞ্জনধ্বনির* সঙ্গে যুক্ত হলে তা লেখার জন্য যে-*স্বরচিহ্ন* ব্যবহার করা হয়, তাকেই বলা হয় **ই-কার**। এর চিহ্ন 'ি' যা *ব্যঞ্জনবর্ণের* কিংবা *যুক্তবর্ণের* আগে ও উপরে বসে। ▷কি, ক্লি, নি, স্প্রি প্রভৃতি। এদের *বর্ণ বিশ্লেষণ* যথাক্রমে, ক্ + ই; ক্ + ল্ + ই; ন্ + ই; স্ + প্ + র্ + ই।

ইচ্ (ই) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'ই' থাকে। ▷কেশাকেশ + ই (ইচ্) = কেশাকেশি।

ইচ্ছাদ্যোতক ভাব : *ক্রিয়ার* যে-*ভাবে* কোনো ইচ্ছা বা অভিপ্রায় থাকে, তাকে বলা হয় **ইচ্ছাদ্যোতক ভাব**। এই ভাবের জন্য কোনো পৃথক ক্রিয়ারূপ নেই। নির্দেশক ভাবের বাক্যে যদি,

যেন প্রভৃতি *অব্যয়* যোগ করে ইচ্ছাদ্যোতক ভাবের ক্রিয়ারূপ হতে পারে। ▷যেন সে বসে। সে যেন আমার জন্য অপেক্ষা করে। একে যদি একটু সাহায্য করেন। [দ্র. ক্রিয়ার ভাব]।

ইচ্ছাবোধক যৌগিক ক্রিয়া : দ্র. যৌগিক ক্রিয়া।

ইচ্ছাসূচক বাক্য : অর্থ অনুযায়ী *বাক্যের* যে শ্রেণিবিভাগগুলি করা হয়, তার অন্যতম শ্রেণি। এই ধরনের *বাক্যে* কোনো ইচ্ছা বা অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়। ▷'সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি'—মদনমোহন। 'এমনি করেই যায় যদি দিন যাক-না।'—রবীন্দ্র। তবু লতা ফুল ফল মধুময় হোক। *প্রার্থনাসূচক* বাক্যের সঙ্গে এই শ্রেণির বাক্যের সাদৃশ্য আছে। তবে প্রার্থনার মধ্যে যে অনুজ্ঞার ভাব থাকে, এই-জাতীয় বাক্যে তা থাকে না।

ইজি (ইজ্) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ই' বাদ যায়, 'ইজ্' থাকে। ▷√বণ্ + ইজ্ (ইজি) = বণিজ্ → বণিক্ → বণিক।

ইঞ্[১] (ই) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ঞ্' বাদ যায়, 'ই' থাকে। ▷√নহ্ + ই (ইঞ্) = নাভি; √হৃ + ই (ইঞ্) = হারি; √বপ্ + ই (ইঞ্) = বাপি।

ইঞ্[২] (ই) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। অপত্য বা সন্তান অর্থে এই *প্রত্যয়* ব্যবহার হয়। *শব্দে* যোগ হলে 'ঞ্' বাদ যায়, 'ই' থাকে। ▷রাবণ + ই (ইঞ্) = রাবণি; দাশরথ + ই (ইঞ্) = দাশরথি; অর্জুন + ই (ইঞ্) = আর্জুনি; সুমিত্রা + ই (ইঞ্) = সৌমিত্রি। এই প্রত্যয়কে ষ্ণি প্রত্যয়ও বলা হয়।

ইণ্ (ই) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ণ্' বাদ যায়, 'ই' থাকে। ▷√অশ্ + ই (ইণ্) = রাশি; √পণ্ + ই (ইণ্) = পাণি; সমান- √খ্যা + ই (ইণ্) = সখা।

ইৎ[১] : দ্র. অনুবন্ধ।

ইৎ[২] (ই) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'ৎ' বাদ যায়, 'ই' থাকে। ▷সুগন্ধ + ই (ইৎ) = সুগন্ধি।

ইৎ[৩] : দ্র. ইতি।

ইত্ : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। ধাতুর সঙ্গে যোগ হয়ে এই প্রত্যয় *অতীত কালবাচক ক্রিয়ারূপ* তৈরি করে। এক *অতীতার্থক প্রত্যয়*ও বলা হয়। ▷কর্ + ইত্ = করিত্। এর সঙ্গে *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি* যোগ করলে *ক্রিয়াপদ* হয়। ▷কর্ + ইত্ → করিত্ + এন = করিতেন → করতেন। [দ্র. অতীতার্থক প্রত্যয়; ইল্]।

ইত[১] : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। নিরত, ব্যাপৃত এইসব অর্থে এই *প্রত্যয়* হয়ে থাকে। ▷সেবা + ইত = সেবাইত।

ইত[২] : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। ▷√জান্ + ইত = জানিত; √পড়্ + ইত = পড়িত; √কহ্ + ইত = কহিত।

ইত[৩] : দ্র. ইতচ্; ইতন্; ক্ত।

ইতচ্ (ইত) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'ইত' থাকে। ▷অঙ্কুর + ইত (ইতচ্) = অঙ্কুরিত; অন্ধকার + ইত (ইতচ্) = অন্ধকারিত; আলোল + ইত (ইতচ্) = আলোলিত; বিবাহ + ইত (ইতচ্) = বিবাহিত।

ইতন্ (ইত) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'ইত' থাকে। ▷√রুহ্ + ইত (ইতন্) = রোহিত।

ইতি (ইৎ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ই' বাদ যায়, 'ইৎ' থাকে। ▷√সৃ + ইৎ (ইতি) = সরিৎ; √হৃ + ইৎ (ইতি) = হরিৎ; √যুষ্ + ইৎ (ইতি) = যোষিৎ।

ইতে, তে : বাংলায় *ধাতুপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে এই *প্রত্যয়* *অসমাপিকা ক্রিয়াপদ* তৈরি করে। ▷√কর্ + ইতে = করিতে→করতে; √বল্ + ইতে = বলিতে → বলতে; √খা + ইতে = খাইতে → খেতে; √ঘুমা + ইতে = ঘুমাইতে → ঘুমোতে; √দেখা + ইতে = দেখাইতে → দেখাতে। চলিত বাংলায় এই প্রত্যয়ান্ত ক্রিয়াপদে ই-ধ্বনি লোপ পায়, যা উপরের উদাহরণে তির-

চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে। এর থেকে বলা যায় যে চলিত বাংলায় প্রত্যয়টি 'ইতে' নয়, কেবল 'তে'। ▷√কর্ + তে = করতে; √বল্ + তে = বলতে; √নাড়া + তে = নাড়াতে; √ঘুমা + তে = ঘুমাতে → ঘুমোতে।

ইত্নু : দ্র. ইত্নুচ্।

ইত্নুচ্ (ইত্নু) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'ইত্নু' থাকে। 'ইত্নু' প্রত্যয় থেকেও একইরকম শব্দ তৈরি হয়। সংস্কৃত স্তন্, মদি, পুষি, গদি, হৃষি ধাতুর উত্তর 'ইত্নু' হয়। ▷√স্তন্ + ইত্নু (ইত্নুচ্) = স্তনয়িত্নু; √মদি + ইত্নু (ইত্নুচ্) = মদয়িত্নু; √পুষি + ইত্নু (ইত্নুচ্) = পোষয়িত্নু; √গদি + ইত্নু (ইত্নুচ্) = গদয়িত্নু; √হৃষি + ইত্নু (ইত্নুচ্) = হর্ষয়িত্নু। বাংলায় এই ধরনের শব্দের ব্যবহার খুবই কম।

ইত্র (ইত্র) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ▷√ঋ + ইত্র = অরিত্র; √ধূ + ইত্র = ধবিত্র; √অম্ + ইত্র (ইত্রচ্) = অমিত্র; √পূ + ইত্র = পবিত্র; √চর্ + ইত্র = চরিত্র; √বহ্ + ইত্র = বহিত্র; √খন্ + ইত্র = খনিত্র। এই প্রত্যয়কে 'ইত্রচ্'-ও বলা হয়।

ইথিন্ (ইথি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'ইথি' থাকে। ▷√অত্ + ইথি(ইথিন্) = অতিথি।

ইন্[১] (ই) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'ই' থাকে। ▷√অণ্ + ই (ইন্) → অণি → ঈ (স্ত্রী-প্রত্যয়) = অণী; √ঋষ্ + ই (ইন্) = ঋষি; √শুচ্ + ই (ইন্) = শুচি; √বিদ্ + ই (ইন্) = বেদি। √মন্ + ই (ইন্) = মুনি। √ত্রুট্ + ই (ইন্) = ত্রুটি; √কট্ + ই (ইন্) = কটি; √শম্ + ই (ইন্) = শমি; √হৃ + ই (ইন্) = হরি।

ইন্[২] : দ্র. ইনি[১]; ইনি[২]; ইনুণ্; ণিনি; ঘিনুণ্।

ইন : দ্র. ইনচ্[১]; ইনচ্[২]; ইনন্।

ইনচ্[১] (ইন) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ' বাদ যায়, 'ইন্' থাকে। ▷কঠ্ + ইন (ইনচ্) = কঠিন; √দো + ইন (ইনচ্) = দিন; √নল্ + ইন (ইনচ্) = নলিন; √শ্যৈ + ইন (ইনচ্) = শ্যেন; √হৃ + ইন (ইনচ্) = হরিণ।

ইনচ্[২] (ইন) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'চ' বাদ যায়, 'ইন' থাকে। ▷ফল + ইন (ইনচ্) = ফলিন; শৃঙ্গ + ইন (ইনচ্) = শৃঙ্গিণ।

ইনন্ (ইন) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন' বাদ যায়, 'ইন' থাকে। ▷√অজ্ + ইন (ইনন্) = অজিন; √তুহ্ + ইন (ইনন্) = তুহিন; √পুল্ + ইন (ইনন্) = পুলিন; √দক্ষ + ইন (ইনন্) = দক্ষিণ।

ইন্-ভাগান্ত শব্দ : যেসব সংস্কৃত কৃৎ ও *তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত* শব্দের শেষে 'ইন্' থাকে তাদের সাধারণভাবে বলা হয় **ইন্-ভাগান্ত শব্দ**। ▷গুণিন্, যোগিন্, ধনিন্, প্রাণিন্, মন্ত্রিন্ প্রভৃতি। বাংলায় এই ধরনের শব্দের ব্যবহার নেই। সংস্কৃত *শব্দরূপ* অনুযায়ী এদের প্রথমার *একবচনের* রূপটিই বাংলায় চলে। ▷গুণী, যোগী, ধনী, প্রাণী, মন্ত্রী প্রভৃতি। তদ্ধিতপ্রত্যয় *ইনি* ও কৃৎপ্রত্যয় *ইনুণ্*, *ঘিনুণ* ও *ণিনি* প্রত্যয়ান্ত শব্দ এই শ্রেণিতে পড়ে।

ইন্-ভাগান্ত শব্দের সঙ্গে সংস্কৃত প্রত্যয় যোগ হলে তা মূল শব্দটির সঙ্গেই যোগ হয়, ফলে শেষের ঈ-কার ই-কার হয়ে যায়। ▷প্রাণিন্ + ত্ব = প্রাণিত্ব; দায়িন্ + ত্ব = দায়িত্ব; প্রতিযোগিন্ + তা = প্রতিযোগিতা। *সমাসের* ক্ষেত্রে বাংলায় ঈ-কারের পরিবর্তন করার দরকার হয় না। ▷প্রাণী + বিজ্ঞান = প্রাণীবিজ্ঞান; মন্ত্রী + সভা = মন্ত্রীসভা। অন্যদিকে প্রাণিবিজ্ঞান, মন্ত্রিসভা, আগমিকল্য অর্থাৎ সংস্কৃতরীতির এইসব বানানও বাংলায় চলছে। *সমাসে* পূর্বপদ হলে ইন্-ভাগান্ত শব্দের কোন বানানটি লেখা হবে, সে-বির্তকের মীমাংসা এখনও হয়নি।

ইনি[১] (ইন্) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'ই' বাদ যায়, 'ইন্' থাকে। আছে,

সম্পন্ন, সমন্বিত ইত্যাদি অর্থে এই *প্রত্যয়* হয়। ▷গুণ + ইন্ (ইনি) = গুণিন্→গুণী; প্রতি-দ্বন্দ্ব + ইন্ (ইনি) = প্রতিদ্বন্দ্বিন্→প্রতিদ্বন্দ্বী; ধন + ইন্ (ইনি) = ধনিন্→ধনী; প্রাণ + ইন্ (ইনি) = প্রাণিন্→প্রাণী।

ইনি[২], ণিনি, ঘিনুণ্ (ইন্) : তিনটিই সংস্কৃত কৃৎ*প্রত্যয়*। ধাতুর সঙ্গে যোগ হলে এইসব *প্রত্যয়ের* কেবল 'ইন্' থাকে। এইসব প্রত্যয়ান্ত শব্দকে তাই সাধারণভাবে *ইন্-ভাগান্ত* শব্দ বলা হয়। স্বভাব, গুণ, কারিতা প্রভৃতি ভাব বোঝাতে এই প্রত্যয় ব্যবহার হয়। এইসব শব্দে মূল শব্দটি অর্থাৎ ইন্-অন্ত শব্দটি বাংলায় ব্যবহৃত হয় না। সংস্কৃত নিয়মে এদের *প্রথমার একবচনের* রূপটিই বাংলায় চলে। ▷**ইনি** : √জি + ইন্ (ইনি) = জয়িন্ → জয়ী; √রুজ্ + ইন্ (ইনি) = রোগিণ্ → রোগী। ▷**ণিনি** : সত্য- √বদ্ + ইন্ (ণিনি) = সত্যবাদিন্ → সত্যবাদী; বি- √দ্রুহ্ + ইন (ণিনি) = বিদ্রোহিন্ → বিদ্রোহী; মদ্য- √পা + ইন্ (ণিনি) = মদ্যপায়িন → মদ্যপায়ী। ▷**ঘিনুণ্** : √ত্যজ্ + ইন্ (ঘিনুণ্) = ত্যাগিন্ → ত্যাগী; বি- √বিচ্ + ইন্ (ঘিনুণ্) = বিবেকিন্ → বিবেকী; √যুজ্ + ইন্ (ঘিনুণ্) = যোগিন্ → যোগী।

ইনি[৩] : বাংলা স্ত্রী-প্রত্যয়। ▷রজক + ইনি = রজকিনি; বাঘ + ইনি = বাঘিনি; নাগ + ইনি = নাগিনি; অনাথ + ইনি = অনাথিনি; সোহাগ + ইনি = সোহাগিনি। আগে এই প্রত্যয়টি ছিল ঈ-কারান্ত অর্থাৎ ইনী [দ্র.]। আজকাল অবশ্য ই-কারই লেখা হচ্ছে।

ইনী : বাংলা স্ত্রী-প্রত্যয়। সংস্কৃত ইন্-ভাগান্ত *শব্দের* স্ত্রীলিঙ্গ মালিনী, গৃহিণী, রোগিণী, বিদ্রোহিণী প্রভৃতির অনুষঙ্গে কিংবা অনুকরণে 'ইনী' প্রত্যয়টি বাংলায় প্রচলিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। অনেক *তৎসম* শব্দের সঙ্গেও এই প্রত্যয় যোগে নতুন স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হয়েছে। যেমন, নাগ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ নাগী, অনাথ-এর অনাথা। কিন্তু বাংলা নাগিনী, অনাথিনী প্রভৃতি চলে ও এগুলিকে এখন আর ভুল শব্দ বলা যায় না। ▷রজক + ইনী = রজকিনী; নাগ + ইনী = নাগিনী; বাঘ + ইনী = বাঘিনী। তবে ইদানীং অতৎসম শব্দে ঈ-কারের ব্যবহার কমে যাচ্ছে। তাই 'ইনী' প্রত্যয়ের বদলে 'ইনি' হচ্ছে। ▷নাগিনি; বাঘিনি; রজকিনি। [দ্র. ইনি[৩]]।

ইনুণ্ (ইন্) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'উ' ও 'ণ্' বাদ যায়, 'ইন্' থাকে। ▷সম- √রু + ইন্ (ইনুণ্) → সাংরাবিণ্ + অ (অণ্) = সাংরাবিণ (উচ্চস্বরে ভাষণ)।

ইন্দ : দ্র. কিন্দচ্।

ইন্দো-ইরানীয় : দ্র. ভাষাবংশ।

ইব্[১], ব্ : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। *ভবিষ্যৎ কাল* নির্দেশ করার জন্য এই *প্রত্যয়* ব্যবহার করা হয়। ▷√কর্ + **ইব্** = করিব্; √বল্ + **ইব্** = বলিব্। *চলিত* বাংলায় এই ইব্ প্রত্যয়ান্ত *শব্দে* 'ই' থাকে না। তাই চলিতের ক্ষেত্রে 'ব্'-কে ভবিষ্যৎ কাল নির্দেশক প্রত্যয় হিসেবে গণ্য করা যায়। √বল্ + ব্ = বলব্; √ধর্ + ব্ = ধরব্। অন্য বিচারে চলিত রূপকে সাধু রূপ বলিব, করিব ইত্যাদির মধ্য *স্বরধ্বনি লোপজনিত* পরিবর্তন বলে ধরা যেতে পারে। তাহলে 'ব্'-কে পৃথক প্রত্যয় বলে ধরার প্রয়োজন হয় না। 'ইব্', 'ব্'-প্রত্যয়যুক্ত শব্দগুলির সঙ্গে *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি* 'অ' যোগ করলে তা উত্তমপুরুষ-এ প্রযোজ্য : ▷বলব্ + অ = বলব।। *মধ্যমপুরুষ* ও *প্রথমপুরুষের* জন্য এর সঙ্গে *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি* এন, ই, এ প্রভৃতি যোগ করার প্রয়োজন হয়। ▷√বল্ + **ইব্** + এন = বলিবেন→বলবেন; √দেখ্ + **ইব্** + ই = দেখিবি→দেখবি।

ইব[২] : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে সবটাই থাকে। ▷√সচ্ + ইব = সচিব।

ইব[৩] : দ্র. ডিব্; যিবন্।

ইবা : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। এই *প্রত্যয়* যোগ করলে *ক্রিয়ার* ভাববাচক *বিশেষ্য* হয়। ▷√কর্ + ইবা = করিবা; √বল্ + ইবা = বলিবা; √ছাড়্ + ইবা = ছাড়িবা। বাক্যে বসাতে হলে এর সঙ্গে

সম্বন্ধসূচক 'র' অথবা 'এর' যোগ করতে হয়। ▷**করিবার** জন্য। **ছাড়িবার** পাত্র নয়। মিথ্যা বলিবার অপরাধে। *চলিত ভাষায়* এইসব শব্দের মাঝখানে 'ই' বাদ যায়। ▷করবা; বলবা; ছাড়বা। ব্যবহারের সময় 'র' যোগ করতে হয়। ▷**করবার** জন্য। **ছাড়বার** পাত্র। **বলবার** নয়।

ইম্[১] (ই) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ম্' বাদ যায়, 'ই' থাকে। √নৃৎ + ই (ইম্) = নৃতি।

ইম্[২] : দ্র. ডিমচ্।

ইমনিচ্ (ইমন্) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'ইচ্' বাদ যায়, 'ইমন' থাকে। ▷নীল + ইমন্ (ইমনিচ্) = নীলিমন্। কিন্তু এইরকম শব্দ বাংলায় ব্যবহার হয় না। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী শব্দটির *প্রথমার একবচনের* যে-রূপ, বাংলায় সেটিই চলে। নীলিমন্ শব্দের প্রথমার একবচন নীলিমা। ▷গুরু + ইমন্ (ইমনিচ্) = গরিমন্, প্রথমার একবচনে গরিমা। ▷বহু + ইমন্ (ইমনিচ্) = ভূমন্→ভূমা; অরুণ + ইমন্ (ইমনিচ্) = অরুণিমন্→অরুণিমা; অণু + ইমন্ (ইমনিচ্) = অণিমন → অণিমা; কাল + ইমন (ইমনিচ্) = কালিমন্→কালিমা।

ইয় : দ্র. ঘ[৩]।

ইয়া[১], এ : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। এই *প্রত্যয়* যোগ করে *বিশেষ্য* থেকে *বিশেষণ* পাওয়া যায়। *চলিত ভাষায়* 'ইয়া'-র জায়গায় 'এ' হয়। একাধিক অর্থে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার আছে। ১. বৃত্তি অর্থে : ▷জাল + ইয়া = জালিয়া → জেলে; কীর্তন + ইয়া = কীর্তনিয়া। ২. সম্বন্ধিত বা সম্পর্কিত অর্থে : ▷শহর + ইয়া = শহরিয়া → শহুরে; গাঁ + ইয়া = গাঁইয়া → গেঁয়ো; গাছ + ইয়া = গাছিয়া → গেছো। ৩. স্বভাব অর্থে : ▷কাঁদন + ইয়া = কাঁদনিয়া → কাদুনে; আদর + ইয়া = আদরিয়া → আদুরে; নাটক + ইয়া = নাটকিয়া → নাটুকে; ছটফট + ইয়া = ছটফটিয়া → ছটফটে। ৪. অন্যান্য অর্থে : ▷মাটি + ইয়া = মাটিয়া → মেটে; উত্তর + ইয়া = উত্তরিয়া → উত্তুরে।

ইয়া[২], এ, য়ে : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। এই *প্রত্যয়* যোগ করলে *ল্যবর্থ* বা *পূর্বক্রিয়াবোধক অসমাপিকা ক্রিয়া* হয়। [দ্র. অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যয়]। ▷√কর্ + ইয়া = করিয়া→করে; √বহ্ + ইয়া = বহিয়া→বয়ে; √খা + ইয়া = খাইয়া→খেয়ে। *চলিত ভাষায়* অবশ্য এই প্রত্যয়কে 'এ' কিংবা 'য়ে' ধরাও চলে। সেক্ষেত্রে ধাতুটি ব্যঞ্জনান্ত হলে 'এ' ও স্বরান্ত হলে 'য়ে' যোগ করতে হয়। ▷√কর্ + এ = করে; √চল্ + এ = চলে; √ধর্ + এ = ধরে। এইসব অসমাপিকা ক্রিয়ারূপের প্রথম ব্যঞ্জনের উচ্চারণ হয় 'ও'। ▷সে **চলে (চোলে)** গেল। হাত **ধরে (ধোরে)** টান দিল। কথাটা তাকে **বলেই (বোলেই) চলে (চোলে)** আসবে। সে কাজ **করে**, সে **ধরে**, তারা **বলে** প্রভৃতি *সাধারণ বর্তমানের* রূপ থেকে আলাদা করার জন্য 'ইয়া'-, য়ে-, এ- অন্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার চলিত রূপে ঊর্ধ্বকমা ব্যবহার করার প্রচলন ছিল—ক'রে, চ'লে, ধ'রে কিংবা করে', ধরে', চলে'। তবে এইরকম ব্যবহার এখন আর বেশি দেখা যায় না। এই অভিধানেও অনুসৃত হয়নি। ▷**স্বরান্ত ধাতুর** পর 'য়ে' : √খা + য়ে = খেয়ে; √পা + য়ে = পেয়ে; √থামা + য়ে = থামায়ে → থামিয়ে; √দাঁড়া + য়ে = দাঁড়ায়ে → দাঁড়িয়ে। অবশ্য চলিত ভাষার রূপগুলিকে সাধুরীতির করিয়া, খাইয়া প্রভৃতির পরিবর্তিত রূপ হিসেবে গণ্য করলে 'এ-' কিংবা 'য়ে'-কে পৃথক প্রত্যয় ধরতে হয় না।

ইয়ে : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। কোনো কোনো ধাতুর সঙ্গে এই প্রত্যয় যোগ হলে নিপুণতা কিংবা বৃত্তিবোধক শব্দ হয়। ▷√খা + ইয়ে = খাইয়ে; √গা + ইয়ে = গাইয়ে; √বল্ + ইয়ে = বলিয়ে; √কহ্ + ইয়ে = কহিয়ে → কইয়ে; √নাচ্ + ইয়ে = নাচিয়ে; √লিখ্ + ইয়ে = লিখিয়ে; √আঁক + ইয়ে = আঁকিয়ে।

ইর : দ্র ইরক্; ইরচ্; ইরন্; কিরচ্।

ইরক্ (ইর) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'ইর' থাকে। ▷√কুল্ + ইর (ইরক্) = কুলির → কুলিরক।

ইরচ্ (ইর) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'ইর' থাকে। ▷লজ্জা + ইর (ইরচ্) → লজ্জির + ঈ = লজ্জিরী।

ইরন্ (ইর) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'ইর' থাকে। ▷√কুট্ + ইর (ইরন্) = কুটির।

ইল্ : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হয়ে এই *প্রত্যয় অতীত কালবাচক* ক্রিয়ারূপ তৈরি করে, এরজন্য একে *অতীতার্থক প্রত্যয়*ও বলা হয়। ▷√কর্ + **ইল্** = করিল্। এর সঙ্গে *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি* যোগ করলে *বাক্যে* বসার উপযুক্ত *ক্রিয়াপদ* হয়। ▷√কর্ + **ইল্** → করিল্ + এন = করিলেন; √বল্ + **ইল্** → বলিল্ + আম = বলিলাম। *চলিত ভাষায়* এই প্রত্যয়কে 'অল্' প্রত্যয় বলা চলে। ▷√বল্ + **অল্** + এন = বললেন। অবশ্য চলিত রূপকে *সাধুর* পরিবর্তিত রূপ ধরলে চলিতের জন্য পৃথক প্রত্যয়ের দরকার হয় না। ▷বলিলেন → (ধ্বনি পরিবর্তন কিংবা স্বরধ্বনি লোপ) বললেন; এইরকম : ▷চলিলাম → চললাম। [দ্র. অতীতার্থক প্রত্যয়]।

ইল : দ্র. ইলচ্[১]; ইলচ্[২]।

ইলচ্[১] (ইল) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'ইল' থাকে। ▷√অন্ + ইল (ইলচ্) = অনিল; √কল্ + ইল (ইলচ্) = কলিল; √কুক্ + ইল (ইলচ্) = কোকিল; √কুট্ + ইল (ইলচ্) = কুটিল; √মহ্ + ইল (ইলচ্) = মহিলা, মহেলা।

ইলচ্[২] (ইল) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'ইল' থাকে। ▷কম্প + ইল (ইলচ্) = কম্পিল; জটা + ইল (ইলচ্) = জটিল; পঙ্ক + ইল (ইলচ্) = পঙ্কিল; পিচ্ছা + ইল (ইলচ্) = পিচ্ছিল।

ইলে, লে : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। এই *প্রত্যয়যোগে ভূতার্থ* বা *সাপেক্ষ সংযোজক অসমাপিকা ক্রিয়া* তৈরি হয়। [দ্র. অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যয়]। ▷√কর্ + **ইলে** = করিলে→করলে; √বল্ + **ইলে** = বলিলে→বললে; √চাহ্ + **ইলে** = চাহিলে → চাইলে। *চলিত ভাষায়* এই অর্থে 'লে' প্রত্যয় হয়। ▷√কর্ + **লে** = করলে; √বল্ + **লে** = বললে; √চাহ্ + **লে** = চাইলে। ধাতুশেষে 'হ্' থাকলে তা চলিত ভাষায় 'ই' হয়। ▷√বহ্ + লে = বইলে; √সহ্ + লে = সইলে। চলিত রূপের 'লে'-কে আলাদা প্রত্যয় না বললেও চলে। করিলে, বলিলে, খাইলে, চাহিলে প্রভৃতির *ধ্বনি পরিবর্তনের* কারণে করলে, বললে, খেলে, চাইলে রূপগুলি হয়েছে—এ-রকমও মনে করা যেতে পারে।

ইষ : দ্র. ইষচ্; টিষচ্।

ইষচ্ (ইষ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'ইষ' থাকে। √মহ্ + ইষ (ইষচ্) = মহিষ।

ইষ্ঠন্ (ইষ্ঠ) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'ইষ্ঠ' থাকে। ▷অল্প + ইষ্ঠ (ইষ্ঠন্) = অল্পিষ্ঠ; কর্মিন্ + ইষ্ঠ (ইষ্ঠন্) = কর্মিষ্ঠ; বৃদ্ধ + ইষ্ঠ (ইষ্ঠন্) = জ্যেষ্ঠ; বল + ইষ্ঠ (ইষ্ঠন্) = বলিষ্ঠ।

ইষ্ণুচ্ (ইষ্ণু) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'ইষ্ণু' থাকে। স্বভাব, ধর্ম প্রভৃতি বোঝাতে এই প্রত্যয় হয়। ▷√রুচ্ + ইষ্ণু (ইষ্ণুচ্) = রোচিষ্ণু; √সহ্ + ইষ্ণু (ইষ্ণুচ্) = সহিষ্ণু; √বৃত্ + ইষ্ণু (ইষ্ণুচ্) = বর্তিষ্ণু; √জি + ইষ্ণু (ইষ্ণুচ্) = জয়িষ্ণু; √বৃধ্ + ইষ্ণু (ইষ্ণুচ্) = বর্ধিষ্ণু; √চর্ + ইষ্ণু (ইষ্ণুচ্) = চরিষ্ণু।

ইষ্য : দ্র. কিষ্যন্।

ইস্ : দ্র. ইসি; ইসিন্।

ইস : বাংলা *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি*। *মধ্যমপুরুষে* (তুচ্ছার্থ) এই *বিভক্তি* বসে। ওই একই *পুরুষের অনুজ্ঞা* রূপেও এই বিভক্তি চলে। ▷√বল্ + ইস = বলিস; √খা + ইস = খাইস → খাস; √চল্

+ ইস = চলিস্; √খা + ইত্ + ইস = খাইতিস → খেতিস। ▷তুই তাকে **বলিস**। 'ওগো, আজ তোরা **যাস** নে ঘরের বাহিরে।'—রবীন্দ্র।

ইসি (ইস্) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ই' বাদ যায়, 'ইস্' থাকে। ▷√বর্হ্ + ইস্ (ইসি) = বর্হিস্ → বর্হিঃ; √সৃপ্ + ইস্ (ইসি) = সর্পিস্ → সর্পিঃ।

ইসিন্ (ইস্) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ইন্' বাদ যায়, 'ইস্' থাকে। ▷√দ্যুত্ + ইস (ইসিন্) = জ্যোতিস্ → জ্যোতিঃ; √রুচ্ + ইস্ (ইসিন) = রোচিস্ → রোচিঃ। বাংলায় অবশ্য শেষের বিসর্গ দেওয়ার দরকার হয় না।

ঈ[1] : বাংলা *স্বরবর্ণ* দীর্ঘ-ঈ। এই *বর্ণের* উচ্চারণের কোনো বিশেষ দীর্ঘ *ধ্বনি* বাংলায় নেই, প্রায় সবক্ষেত্রেই *স্বরধ্বনি* ই-এর মতো উচ্চারিত হয়। এই স্বরধ্বনি *ঊর্ধ্ব, সংবৃত, সম্মুখ, প্রসৃত* ও *তালব্য*। ঈ-এর *স্বরচিহ্ন* ঈ-কার (ী) *ব্যঞ্জনবর্ণের* কিংবা *যুক্তবর্ণের* ডান দিকে বসে। [দ্র. স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]।

ঈ[2] : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। √তৄ + ঈ = তরী; √লক্ষ্ + ঈ = লক্ষ্মী ('ম' *আগম*)।

ঈ[3] : দ্র. ঙীপ্; ঙীষ্; ঙ্রি।

ঈক : দ্র. ঈকক্; ঈকন্; কীকন্।

ঈকক্ (ঈক) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'ঈক' থাকে। ▷√পুণ্ড্ + ঈক (ঈকক্) = পুণ্ডরীক; √সম্ + ঈক (ঈকক্) = সমীক (যুদ্ধ)।

ঈকন্ (ঈক) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'ঈক্' থাকে। ▷√অন্ + ঈক (ঈকন্) = অনীক; প্রতি- √ই + ঈক (ঈকন্) = প্রতীক।

ঈ-কার : *স্বরধ্বনি ঈ* কোনো এক কিংবা একাধিক *ব্যঞ্জনধ্বনির* সঙ্গে যুক্ত হলে যে-*স্বরচিহ্ন* ব্যবহার করা হয়, তা-ই **ঈ-কার**। ঈ-কার-এর চিহ্ন 'ী' *ব্যঞ্জনবর্ণের* পরে বসে। ▷কী, মী, ক্লী, স্ত্রী প্রভৃতি। এদের *বর্ণ বিশ্লেষণ* যথাক্রমে ক্ + ঈ; ম্ + ঈ; ক্ + ল্ + ঈ; স্ + ত্ + র্ + ঈ।

ঈচি[1] (ঈচি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ▷√মৃ + ঈচি = মরীচি।

ঈচি[2] : দ্র. ঈচি[1]; ঊচি।

ঈট : দ্র. কীটন্।

ঈদ (ঈদ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ▷√কুস্ + ঈদ = কুসীদ।

ঈন : দ্র. খ[2]; খঞ্; শানচ্।

ঈমসচ্ (ঈমস) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'চ' বাদ যায়, 'ঈমস' থাকে। ▷মল + ঈমস (ঈমসচ্) = মলীমস।

ঈয় : দ্র. ছ[3]; ছণ্।

ঈয়ক (ঈয়ক) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ▷√বন্ + ঈয়ক = বনীয়ক (যাচক)।

ঈয়স্ : দ্র. ঈয়সুন্।

ঈয়সী : দ্র. ঈয়সুন্।

ঈয়সুন্ (ঈয়স্) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'উন্' বাদ যায়, 'ঈয়স্' থাকে। ইয়স্-অন্ত শব্দ বাংলায় সোজাসুজি ব্যবহার হয় না। সংস্কৃত *শব্দরূপের* রীতি অনুযায়ী *প্রথমার একবচনের* রূপটিই বাংলা শব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দুই-এর মধ্যে ভালো—এই ভাব বোঝানোর জন্যই এই প্রত্যয়ের ব্যবহার, তবে সর্বদাই তা নয়। ▷গুরু + ঈয়স্ (ঈয়সুন্) = গরীয়স্, এর প্রথমার একবচন গরীয়ান্। ▷লঘু + ঈয়স্ (ঈয়সুন্) = লঘীয়স্ → লঘীয়ান্; মহা + ঈয়স্ (ঈয়সুন্) = মহীয়স্ → মহীয়ান্। বাংলায় অবশ্য শেষের হস্-চিহ্ন না দেওয়ার চলই বেশি—গরীয়ান, লঘীয়ান প্রভৃতি লেখা হয়। **ঈয়সী** : স্ত্রী-লিঙ্গে এই প্রত্যয়ে 'ঈয়সী' হয়। ▷গরীয়সী; লঘীয়সী;

মহীয়সী, শ্রেয়সী; প্রেয়সী। শেষের 'ঈ' প্রকৃতপক্ষে *স্ত্রী-প্রত্যয়*। দুই-এর মধ্যে তুলনা ছাড়াও এই প্রত্যয়ান্ত শব্দের অন্য ব্যবহার—ভূয়সী (অনেক, সম্যক, খুব বেশি অর্থে), বর্ষীয়ান (বয়স্ক, বৃদ্ধ অর্থে), শ্রেয়সী (ভালো, শ্রেষ্ঠ অর্থে)।

ঈর : দ্র. ঈরচ্; ঈরন্।

ঈরচ্ (ঈর) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'ঈর' থাকে। ▷অণ্ড + ঈর (ঈরচ্) = আণ্ডীর; শৃ + ঈর (ঈরচ্) = শরীর।

ঈরন্ (ঈর) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'ঈর' থাকে। ▷√গম্ + ঈর (ঈরন্) = গভীর → গম্ভীর; √কৃ + ঈর (ঈরন্) = করীর; √কশ্ + ঈর (ঈরন্) = কশ্মীর → কাশ্মীর।

ঈষন্ (ঈষ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'ঈষ' থাকে। ▷√কৃ + ঈষ (ঈষন্) = করীষ; √অম্ব্ + ঈষ (ঈষন্) = অম্বরীষ; √শৃ + ঈষ (ঈষন্) = শিরীষ; √পৃ + ঈষ (ঈষন্) = পুরীষ।

উ[১] : বাংলা *স্বরবর্ণ* ও *উ-ধ্বনির* প্রতীক। এই *স্বরধ্বনি উর্ধ্ব, সংবৃত, পশ্চাৎ, বর্তুল* ও *কণ্ঠ্য*। উ-এর *স্বরচিহ্ন উ-কার* 'ু' *আশ্রিত ব্যঞ্জনের* নীচে বসে। [দ্র. স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]।

উ[২] : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। সাধারণত ব্যক্তিনামের সঙ্গে আদরার্থে এই *প্রত্যয়* হয়। তবে অন্য প্রত্যয়ের সঙ্গে উ-প্রত্যয়ের বিশেষ পার্থক্য আছে, কারণ যে-নামের সঙ্গে যোগ হয়, তা অনেকটাই সংক্ষিপ্ত হয়ে যায়। কেবল দুটি *দল* বজায় থাকে। শেষের ধ্বনির সঙ্গে যোগ হয় 'উ'। ▷পঞ্চানন → পাঁচু; রাধানাথ → রাধু; কানাই → কানু। আদরার্থে এই প্রত্যয়ের প্রয়োগও আছে। ▷দুষ্ট → দুষ্টু; বড়ো → বড্ডু; মামা → মামু; চাঁদ → চাঁদু; কালা → কালু।

উ[৩] **(উ)** : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ▷√কট্ + উ = কটু; √মৃ + উ = মরু; √শো + উ = শিশু; √চর্ + উ = চরু; √তন্ + উ = তনু; √ধন্ + উ = ধনু; √পটি + উ = পটু। এ ছাড়া *ধাতুর* সঙ্গে *সন্ প্রত্যয়* যোগ করলে যে-দ্বিতীয় ধাতু তৈরি হয়, তার সঙ্গে এই প্রত্যয় যোগ হয়ে ইচ্ছা, উন্মুখতাবোধক শব্দ হয়। এইরকম শব্দ বিশেষণ। ▷√পা + স (সন্) → √পিপাস + উ = পিপাসু; √জ্ঞা + স (সন্) → √জিজ্ঞাস + উ = জিজ্ঞাসু; √লভ্ + স (সন্) → √লিপ্স + উ = লিপ্সু; √ভুজ্ + স (সন্) → √বুভুক্ষ + উ = বুভুক্ষু।

উ[৪] : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। বিশেষ্য থেকে বিশেষণ করতে অনেক শব্দের সঙ্গে এই প্রত্যয় হয়। ▷নীচ + উ = নীচু; ঢাল + উ = ঢালু; চল + উ = চালু।

উ[৫] : দ্র উ[৩]; উণ্; উন্; কু[২]; ঞুণ্; ডু; ডুন্; ড্রু।

উক[১] : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। যে করে, যার আছে প্রভৃতি ভাব বোঝানোর জন্য এই *প্রত্যয়* ব্যবহার করা হয়। ▷হিংসা + উক = হিংসুক; মিথ্যা + উক = মিথ্যুক; ইচ্ছা + উক = ইচ্ছুক; পেট + উক = পেটুক।

উক[২] : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। এই *প্রত্যয়* যোগ হলে স্বভাব প্রকাশক *শব্দ* তৈরি হয়। ▷√মিশ্ + উক = মিশুক; √নিন্দ্ + উক = নিন্দুক।

উকঞ্ (উক), উকন্ (উক) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ঞ্' কিংবা 'ন' বাদ যায় 'উক' থাকে। ▷√কম্ + উক (উকঞ্) = কামুক; √শল্ + উক (উকঞ্) = শালুক; √কণ্ড্ + উক (উকন্) = কণ্ডুক; √ভূ + উক (উকঞ্) = ভাবুক।

উ-কার : *স্বরধ্বনি* 'উ' এক কিংবা একাধিক *ব্যঞ্জনধ্বনির* সঙ্গে যুক্ত হলে তা লেখার জন্য *আশ্রিত ব্যঞ্জনের* সঙ্গে যে-*স্বরচিহ্ন* যোগ করা হয় তা **উ-কার**। চিহ্নটি হল 'ু' যা আশ্রিত ব্যঞ্জনের নীচে বসে। ▷কু; ত্রু; স্পু, সু প্রভৃতি। এদের বর্ণ বিশ্লেষণ যথাক্রমে ক্ + উ; ত্ + র্ + উ; ম্ +

প্ + উ; স্ + উ। উ-কারের বেশ কয়েকটি রূপভেদ আছে। ▹রু, রু; শু, শু; স্তু, স্তু; হু, হু; ত্রু, ক্রু; শ্রু, শ্রু প্রভৃতি। এখন অবশ্য এই রূপভেদের বদলে সাধারণ ও স্বচ্ছ রূপ প্রচলনের চেষ্টা চলছে। ▹রু; শু; স্তু; হু; ত্রু প্রভৃতি। [দ্র. পরিশিষ্ট ১]।

উক্তি : *বাক্য* গঠনরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যা নির্ভর করে বাক্যটি কে বলছে তার উপর। উক্তি দু-রকম। ১. **প্রত্যক্ষ উক্তি**; ২. **পরোক্ষ উক্তি**। যার বক্তব্য সে নিজে বললে কিংবা তার ভাষাতেই উদ্ধৃত হলে তা হয় প্রত্যক্ষ উক্তি। ▹তিনি বললেন, "আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না"। প্রত্যক্ষ উক্তি লেখার সময় সাধারণত *উদ্ধৃতি চিহ্ন* ব্যবহার করা হয়।

একজনের বক্তব্য অন্যে বললে এবং প্রথম বক্তার *উত্তমপুরুষবাচক* পদগুলিকে *প্রথমপুরুষে* পরিণত করে বক্তব্য সাজালে যা হয় তা-ই পরোক্ষ উক্তি। ▹তিনি বললেন যে তিনি এ-বিষয়ে কিছুই জানতেন না। পরোক্ষ উক্তিতে 'যে' ইত্যাদি *অব্যয়* লাগতে পারে। প্রত্যক্ষ উক্তিতে 'যে' লাগে না।

উক্তি পরিবর্তন : প্রত্যক্ষ উক্তিকে পরোক্ষতে, এবং পরোক্ষ উক্তিকে প্রত্যক্ষ *উক্তিতে* [দ্র.] পরিবর্তন করা যায়, এবং এইরকম করার নাম **উক্তি পরিবর্তন**। ▹প্রত্যক্ষ : সে বলল, "আমি খাব না"। ▹পরোক্ষ : সে বলল যে সে খাবে না, কিংবা, সে খাবে না বলল। ▹পরোক্ষ : তিনি বললেন, যে আগামীকাল বিকেলে তিনি এখানে আসতে পারেন। ▹প্রত্যক্ষ : তিনি বললেন, "আমি আগামীকাল বিকেলে ওখানে যেতে পারি।"

নির্দেশক, প্রশ্নসূচক, অনুজ্ঞা প্রভৃতি সবরকম বাক্যেরই উক্তি পরিবর্তন সম্ভব। ১. নির্দেশাত্মক বাক্য। ▹প্রত্যক্ষ : তিনি বললেন, "আমি আজ কাজে যাব না"। ▹পরোক্ষ : তিনি বললেন যে তিনি সেদিন কাজে যাবেন না। ২. প্রশ্নসূচক বাক্য। ▹প্রত্যক্ষ : অতুলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, "কাল রাত্রে কি বৃষ্টি হয়েছিল?" ▹পরোক্ষ : কাল রাত্রে বৃষ্টি হয়েছিল কি না অতুলবাবু তা জিজ্ঞাসা করলেন। ৩. অনুজ্ঞা। ▹প্রত্যক্ষ : মাস্টারমশায় বললেন, "যাও, এখন পড়তে বোসো।" ▹পরোক্ষ : মাস্টারমশায় আমাদের তখনই পড়তে বসতে বললেন। ৪. বিস্ময়সূচক বাক্য। ▹প্রত্যক্ষ : তারকবাবু বললেন, "সে কী! ওর মতন ভালো ছেলে ফেল করল!" ▹পরোক্ষ : ওর মতন ভালো ছেলে ফেল করায় তারকবাবু বিস্ময় প্রকাশ করলেন।

উচ্চারণ তত্ত্ব : কোনো একটি ভাষায় কথা বলতে গেলে যেসব *ধ্বনি* উচ্চারণ করতে হয়, তাদের বিশ্লেষণ, শ্রেণীকরণ, পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনাই **উচ্চারণ তত্ত্ব**।

উচ্চারণস্থান : *গলার* ভিতর *স্বরতন্ত্রীর* কম্পনে যখন সেখানকার বাতাসেও কম্পন হয়, তখনই উৎপন্ন হয় ধ্বনি। বিশেষ কোনো ধ্বনি (ক্, প্, ন্, অ, ই, উ প্রভৃতি) উৎপন্ন করার জন্য এই বাতাসকে মুখের বিশেষ কোনো জায়গায় বাধা দিতে হয় কিংবা বাতাসের বাইরে আসার পথকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। *ঠোঁট*, মুখের মধ্যে জিভের অবস্থান, গলায় বাতাসের গতির ব্যাঘাত ঘটানো প্রভৃতি ধ্বনির সৃষ্টি ও তার বৈভিন্ন্যের কারণ। মুখের ভিতর যেসব স্থান কোনোভাবে ধ্বনি তৈরির সঙ্গো সম্পর্কিত, তাদেরই সাধারণভাবে বলা হয় **উচ্চারণস্থান**। *ওষ্ঠ* (ঠোঁট), *দন্ত* (দাঁত), *তালু* ও *কণ্ঠ*—এই হল প্রধান উচ্চারণ স্থান। এই স্থান অনুযায়ী অনেক ধ্বনির নামকরণ ও শ্রেণিবিভাগ করা হয়ে থাকে। যেমন *কণ্ঠ্য, ওষ্ঠ্য, তালব্য* প্রভৃতি। [দ্র. উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]।

উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ : বাংলায় কেবল *ব্যঞ্জনধ্বনিকেই উচ্চারণস্থান* অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে, *স্বরধ্বনিকে* নয়। [দ্র. স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]। কোনো বিশেষ ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে মুখের যে-জায়গাতে বাতাসকে বাধা দিতে হয়, সেই জায়গাটিই ওই ধ্বনিটির উচ্চারণস্থান। এই বিচারে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণি প্রধানত আটটি। ১. *কণ্ঠনালীয়* [দ্র.] : ▹হ্। ২. *কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন* [দ্র.] : ▹ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্। ৩. *তালব্য ব্যঞ্জন* [দ্র.] : ▹চ্, ছ্, জ্, শ্ (বাংলা

উচ্চারণে অনেকসময়েই স্ ও ষ্)। ৪. *মূর্ধন্য ব্যঞ্জন* [দ্র.] : ▷ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্ (সংস্কৃত উচ্চারণে), ড়্, ঢ়্। ৫. *দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন* [দ্র.] : ▷স্, ন্ (বাংলা উচ্চারণে ণ্), র্। ৬. *দন্ত্য ব্যঞ্জন* [দ্র.] : ▷ত্, থ্, দ্, ধ্। ৭. *ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন* [দ্র.] : ▷প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্। ৮. *পার্শ্বিক ব্যঞ্জন* [দ্র.] : ▷ল্।

উট্ (থ) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। শব্দে যোগ হলে এই প্রত্যয় থেকে 'থ' আসে। ▷চতুর + থ (উট্) = চতুর্থ।

উটন্ (উট) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'উট' থাকে। ▷√মঙ্ক্ + উট (উটন্) = মুকুট।

উড়চ্ (উড়) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায় 'উড়' থাকে। ▷√গৃ + উড় (উড়চ্) = গরুড়।

উড়িয়া, উড়ে : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। অভ্যস্ত, পারংগম, শীল প্রভৃতি অর্থে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। ▷সাপ + উড়ে = সাপুড়ে; খেল + উড়ে = খেলুড়ে। এই *প্রত্যয় মান্য চলিত* বাংলায় দেখা যায়। *সাধু* ও কিছু আঞ্চলিক প্রয়োগে সাপুড়িয়া, খেলুড়িয়া রূপও পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে প্রত্যয়টিকে 'উড়িয়া' প্রত্যয় হিসেবেও গণ্য করা চলে। ▷ কাঠ + উড়িয়া = কাঠুড়িয়া → কাঠুরে; ঘাস + উড়িয়া = ঘাসুড়িয়া → ঘাসুড়ে; ভূত + উড়িয়া = ভূতুড়িয়া → ভূতুড়ে।

উণ্ (উ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ণ্' বাদ যায়, 'উ' থাকে। ▷√স্বদ্ + উ (উণ্) = স্বাদু; √সাধ্ + উ (উণ্) = সাধু; √কৃ + উ (উণ্) = কারু; √ই + উ (উণ) = আয়ু [দ্র. উসি]; √কক্ + উ (উণ্) = কাকু; √রহ্ + উ (উণ্) = রাহু; √অশ্ + উ (উণ্) = আশু।

উণাদি প্রত্যয় : উণ্-আদি কিছু সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়। 'শাকটায়নোক্ত উণ্ প্রভৃতি প্রত্যয়সমূহ'। *অঙ্গাচ্, ইনন্, উরচ্, নক্, ঈরচ্* প্রভৃতি অনেক *কৃৎপ্রত্যয়* এই শ্রেণিতে পড়ে। এই অভিধানে যথাস্থানে এই-জাতীয় প্রত্যয় ও তার ব্যবহার দেখানো আছে। তবে ওগুলি যে উণাদি পর্যায়ের, তা আলাদা করে উল্লেখ করা হয়নি।

উৎ : দ্র উতি।

উত : দ্র ডুতচ্।

উৎপাদক সম্বন্ধ : *সম্বন্ধপদ সম্বন্ধিতের* উৎপাদক বা উৎপাদনকারী হলে সেই সম্বন্ধকে বলে **উৎপাদক সম্বন্ধ**। ▷**ঘানির** তেল। **ভীম নাগের** সন্দেশ। **অনাদির** মোগলাই পরোটা। **দুলালের** তালমিছরি। **হেমেনের** সরোদ। **হীরেন রায়ের** সেতার।

উৎসগত শ্রেণিবিভাগ (শব্দের) : বাংলা ভাষায় প্রচলিত *শব্দগুলি* কোথা থেকে এল—এই বিচারে শব্দগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা চলে, আর এইভাবে ভাগ করাকে বলে **শব্দের উৎসগত শ্রেণিবিভাগ**। বেশ কয়েকটি শ্রেণি আছে। ১. *সংস্কৃত* অথবা *সংস্কৃতজ*। এর তিনটি উপশ্রেণি। (ক) *তৎসম* [দ্র.] : ▷ব্যাঘ্র, হস্তী, গুণী, হস্ত, ধর্ম। (খ) *অর্ধতৎসম* [দ্র.] : ▷ভকতি, ধরম, রোদ্দুর, পুজো। (গ) *তদ্ভব* [দ্র.] : ▷চাঁদ, হাত, বউ, রাই, বোন। ২. *দেশি* [দ্র.] অথবা *অজ্ঞাতমূল* : ▷ডাগর, দরমা, খোকা, খুকি, পেট, পাঁঠা, মুড়ি। ৩. *অন্যান্য ভাষা থেকে আগত শব্দ* [দ্র.] : ▷আমির, শিকার, শহর, হরফ, শহিদ, বোতাম, অফিস, কলেজ, বাস। ৪. *সংকর* [দ্র.] বা *মিশ্রশব্দ* [দ্র.] : ▷ভোটদাতা, জজসাহেব, ফুলদানি, অংশীদারি, হেডপণ্ডিত, মাস্টারমশাই, ভূতুড়ে।

উৎসবাচক অপাদান কারক : *অপাদান কারকের* শ্রেণি-বিশেষ। যা থেকে কিছু তৈরি বা উৎপন্ন হয় তা *বাক্যের পদ* হিসেবে *ক্রিয়ার* সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হলে, তাকে **উৎসবাচক অপাদান কারক** বলে। ▷**দুধে** দই হয়। **তিলেতে** তৈল হয়। এই কারককে **বিকৃতিবাচক অপাদান কারকও** বলা হয়ে থাকে। [দ্র. অপাদান কারক]।

উতি (উৎ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ধাতুর সঙ্গে যোগ হলে 'ই' বাদ যায়, 'উৎ' থাকে। ▷√গৃ + উৎ (উতি) = গরুৎ; √মৃ + উৎ (উতি) = মরুৎ।

উত্তমপুরুষ : *সর্বনামের* একটি শ্রেণি। বক্তা স্বয়ং কিংবা তাঁর সঙ্গে অন্য যাঁদের হয়ে তিনি বলছেন, তিনি হলেন **উত্তমপুরুষ**। ▷আমি, মুই, আমরা, মোরা। *লিঙ্গভেদে* এই সর্বনামের কোনো পরিবর্তন হয় না। *বচন* ও *কারকের বিভক্তি* এর সঙ্গে যোগ হয়। *অবিভক্তিক রূপ*—আমি, মুই। *বিভক্তিগ্রাহী রূপ*—আমা, মো। এই সর্বনামের কিছু *বিভক্তিযুক্ত রূপ* : ▷আমার, আমাকে, আমায়, মোর, আমাদের, মোদের, আমাদিগের, আমাদিগকে, আমাদেরকে (এই রূপটি বেশি ব্যবহার হয় না)। মোর, মোদের প্রধানত কবিতায় ব্যবহার হয়। মুই, মোদিগকে প্রধানত আঞ্চলিক ভাষায় শোনা যায়। অধুনা উত্তমপুরুষকে 'আমি-পক্ষ' বলে চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। ব্যাকরণের পরিভাষা হিসেবে 'আমি-পক্ষ' একেবারেই অচল। পরিবর্তন করতে হলে 'প্রথমব্যক্তি' বলাই ভালো। [দ্র. পুরুষ]।

উত্তরপদ : *সমাসবদ্ধ শব্দের* শেষের *পদটিকে* (অর্থাৎ শব্দটিকে) বলা হয় **উত্তরপদ** বা **অন্ত্যপদ** [দ্র.]। স্বচ্ছসলিলা—একটি সমাসবদ্ধ শব্দ। এর পদ বা শব্দ দুটি : স্বচ্ছ ও সলিলা। সলিলা পরে আছে, তাই এই সমাসে এটিই উত্তরপদ বা অন্ত্যপদ। ▷রাজ**সখা**; মূঢ়**মতি**; তীক্ষ্ণ**বুদ্ধি**। [দ্র. পূর্বপদ; সমাস]।

উদ্ : সংস্কৃত *উপসর্গ*। সন্ধির নিয়মে 'উদ্' অনেকসময়েই 'উৎ' হয়ে যায়। একাধিক অর্থে এই উপসর্গের ব্যবহার আছে। ১. উপরের দিক অর্থে : ▷উদ্ + তোলন = **উত্তোলন**; উদ্ + পাটন = **উৎ**পাটন; উদ্ + বাহ = **উদ্**বাহ; উদ্ + নয়ন = **উন্ন**য়ন; উদ্ + গিরণ = **উদ্**গিরণ; উদ্ + গ্রীব = **উদ্**গ্রীব। ২. বাইরে কিংবা বাইরের দিকে অর্থে : ▷উদ্ + চারণ = **উচ্চা**রণ; উদ্ + বোধন = **উদ্**বোধন; উদ্ + দেশ = **উদ্দেশ**। ৩. খারাপ অর্থে : ▷উদ্ + কট = **উৎ**কট; উদ্ + মার্গ = **উন্মার্গ**। ৪. আতিশয্য অর্থে : ▷উদ্ + পীড়ন = **উৎ**পীড়ন; উদ্ + ছেদ = **উচ্ছে**দ; উদ্ + কর্ষ = **উৎ**কর্ষ। ৫. অন্যান্য অর্থে : ▷উদ্ + ধার = **উদ্ধার**; উদ্ + সাহ = **উৎ**সাহ। এই উপসর্গকে ভ্রমবশত 'উৎ' উপসর্গও বলা হয়ে থাকে।

উদট্ (উদ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ট্' বাদ যায়, 'উদ' থাকে। ▷√ইঙ্গ্ + উদ (উদট্) = ইঙ্গুদ।

উদ্দেশ্য : *বাক্যের* অন্যতম অংশ। যার সম্বন্ধে অর্থাৎ উদ্দেশ্যে কিছু বলা হয়, তাকে বলা হয় **উদ্দেশ্য**। এই অংশে একাধিক পদও থাকতে পারে। এর মধ্যে যে-পদটি প্রধান ও *বিধেয় ক্রিয়ার* সঙ্গে *কর্তা* হিসেবে যুক্ত, সেটিই উদ্দেশ্য পদ। নীচের উদাহরণে মোটা হরফে উদ্দেশ্য অংশ এবং মোটা ও বাঁকা হরফে উদ্দেশ্য পদ দেখানো হল। ▷***বাঘ*** মানুষ খায়। **যে ব্যক্তি এতদিন আমাদের সঙ্গে আছে *সে*** এমন কাজ করল। **এই বিশ্ববিদ্যালয়ের *ছেলেরা*** ফুটবল চাম্পিয়ন হয়েছে। [দ্র. উদ্দেশ্য পদের প্রসারক]।

উদ্দেশ্য কর্ম ও বিধেয় কর্ম : অনেক ক্ষেত্রে *ক্রিয়ার* সঙ্গে *কর্মের* পরিপূরক পদ হিসেবে আরও একটি কর্মের প্রয়োজন হয়। ▷তিনি তাঁর গল্পে **রাতকে দিন** বানিয়েছেন। এই বাক্যে 'রাতকে' **উদ্দেশ্য কর্ম** ও 'দিন' **বিধেয় কর্ম**। উদ্দেশ্য কর্মে *বিভক্তি* যোগ হয়, আর বিধেয় কর্মে বিভক্তি যোগ হয় না অর্থাৎ *শূন্যবিভক্তি* হয়। ▷চোখের ভুলে তিনি **দড়িকে সাপ** ভাবলেন। **তোকে** আমি **মানস** মনে করেছিলাম। উদ্দেশ্য কর্ম 'দড়িকে', 'তোকে'। বিধেয় কর্ম 'সাপ', 'মানস'।

উদ্দেশ্য পদ : *বাক্যের উদ্দেশ্য* অংশে একাধিক পদ থাকলে তার মধ্যে প্রধানটি হল **উদ্দেশ্য পদ**। উদ্দেশ্য অংশে একটিমাত্র পদ থাকলে সেটিই উদ্দেশ্য পদ। কখনো তা উহ্যও থাকতে পারে। ▷উদ্দেশ্য অংশে একটি পদ : **সে** গান গায়। **বাঘ** মানুষ খায়। **বিমল** অনেক বই কিনেছে।

অলোক হঠাৎ হঠাৎ রেগে যায়। ▷উদ্দেশ্য অংশে একাধিক পদ ও তার মধ্যে প্রধানটি উদ্দেশ্য পদ। ▷রামের ভাই **অসীম** পরীক্ষায় পাশ করেছে। এই শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় **পেলে** কলকাতায় খেলেছেন। ▷ উদ্দেশ্য পদ উহ্য : (**আমি/আমরা**) 'তোমারি নামে নয়ন মেলিনু'—রবীন্দ্র। (**তুমি**) 'মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে'—রবীন্দ্র। (**তুমি**) বলো তো। ▷**সুশীল, সুবোধ** ও **সুনীল** পরীক্ষায় পাশ করেছে—এই বাক্যের তিনটি নামই উদ্দেশ্য পদ, পৃথকভাবে কোনো একটি নয়। [দ্র. উদ্দেশ্য; বাক্য; উদ্দেশ্য পদের প্রসারক]।

উদ্দেশ্য পদের প্রসারক : *বাক্যের উদ্দেশ্য* অংশে উদ্দেশ্য পদের সঙ্গে সম্পর্কিত পদ যা থাকে, তা-ই **উদ্দেশ্য পদের প্রসারক**। এর মধ্যে এই পদের *বিশেষণ, সম্বন্ধপদ*, কিংবা এইসব পদস্থানীয় *বাক্যাংশ* অথবা *খণ্ডবাক্য*ও হতে পারে। ▷(উদ্দেশ্য অংশ মোটা হরফে এবং উদ্দেশ্য পদের প্রসারক মোটা ও বাঁকা হরফে দেখানো হয়েছে) : ***সুন্দরবনের মানুষখেকো* বাঘেরা** আবার উৎপাত আরম্ভ করেছে। ***যিনি আমাদের মনের সব সাধ পূরণ করতে পারেন সেই* টেনিদা** আজ এখানে উপস্থিত। ***তার* ভাই ইন্দ্রজিৎ** পরীক্ষায় ভালোভাবে পাশ করেছে।

উদ্দেশ্য সম্বন্ধ : *সম্বন্ধপদের* শ্রেণি-বিশেষ। *সম্বন্ধপদ যদি সম্বন্ধিতের* উদ্দেশ্য কিংবা উপযোগিতাবোধক হয়, তবে তাকে **উদ্দেশ্য সম্বন্ধ** বলে। ▷**বিক্রির** মাল। **বিয়ের** বাজার। **চলার** পথ। **ট্যাক্সের** টাকা। **বলার** কথা। [দ্র. সম্বন্ধপদ]।

উদ্ধার চিহ্ন : দ্র. উদ্ধৃতি চিহ্ন।

উদ্ধৃতি চিহ্ন : " " কিংবা ' '-এই চিহ্ন যা উদ্ধৃত অংশ বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়, তাকে বলে **উদ্ধৃতি চিহ্ন** বা **উদ্ধার চিহ্ন**। *বাক্যে* অথবা রচনার মধ্যে বক্তা কিংবা রচয়িতা ছাড়া অন্য কারো বক্তব্য ও রচনার অংশ থাকলে, সেই অংশকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার জন্য এই চিহ্নের ব্যবহার হয়। প্রত্যক্ষ উক্তি লিখতেও এই চিহ্ন লাগে। ▷তিনি বললেন, "এখন থেকে প্রতিদিন সকালে আমি আসব।" মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে "দেশের অখণ্ডতা রক্ষার" কথা বলে "বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে" সংগ্রামের আহ্বান জানান। উদ্ধৃতি চিহ্নে একটি করে *ঊর্ধ্বকমা* দেওয়ার রীতিও আছে। ▷"কোনো উপলক্ষ ছিল 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না' 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে' অথবা 'আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল' ধরনের গানগুলির উৎসে?"—শঙ্খ ঘোষ। [দ্র. ছেদচিহ্ন]।

উন্ (উ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'উ' থাকে। ▷√অণ্ + উ (উন্) = অণু; √খর্জ্ + উ (উন্) = খর্জু।

উন[১] : বাংলা *স্ত্রী-প্রত্যয়*। ▷ঠাকুর + উন = ঠাকুরুণ → ঠাকরুন।

উন[২] : দ্র. উনক্; উনট্; উনন্।

উনক্ (উন) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায় 'উন' থাকে। ▷√পিশ্ + উন (উনক্) = পিশুন।

উনট্ (উন) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ট্' বাদ যায়, 'উন' থাকে। ▷√ফল্ + উন (উনট্) → ফল্গুন + ঈ (ঙীষ্) = ফল্গুনী।

উনন্ (উন) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'উন' থাকে। ▷√অর্জ্ + উন (উনন্) = অর্জুন; √কৃ + উন (উনন্) = করুণ; √মিথ্ + উ (উনন্) = মিথুন; √রস্ + উ (উনন্) = রসুন; √বৃ + উ (উনন্) = বরুণ।

উনি[১] : বাংলা *স্ত্রী-প্রত্যয়*। এই প্রত্যয় *ধাতুপ্রত্যয়* শ্রেণির। √নাচ্ + উনি = নাচুনি → নাচুনে; √কুড়া + উনি = কুড়ুনি।

উনি[২] : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। দ্র. অনি[২]।

উনি[৩] **(উনি)** : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। √শক্ + উনি = শকুনি।

উনে : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। স্বভাব, অভ্যস্ততা এইসব বোঝাতে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। ▷√কাঁদ্ + উনে = কাঁদুনে; √নাচ্ + উনে = নাচুনে; √ভাব্ + উনে = ভাবুনে। অন্য বিচারে এগুলিকে *সাধু ভাষার* কান্দনিয়া, নাচনিয়া শব্দের পরিবর্তিত চলিত রূপ বলা চলে। সেক্ষেত্রে 'উনে'-কে পৃথক প্রত্যয় বলে গণ্য করার সুযোগ থাকে না।

উন্ত (উন্ত) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ▷√শক্ + উন্ত = শকুন্ত।

উন্তি (উন্তি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ▷শক্ + উন্তি = শকুন্তি।

উপ : সংস্কৃত *উপসর্গ*। একাধিক অর্থে এই উপসর্গের ব্যবহার দেখা যায়। ১. নিকট অর্থে : ▷**উপকূল**; **উপস্থিত**; **উপকণ্ঠ**। ২. সহকারী অর্থে : ▷**উপাচার্য**; **উপমন্ত্রী**; **উপাধ্যক্ষ**; **উপরাষ্ট্রপতি**। ৩. হীন অথবা সমকক্ষ নয় অর্থে : ▷**উপনগরী**; **উপদেবতা**। ৪. কোনো মূল স্রোত কিংবা ধারার থেকে উদ্ভূত অর্থে : ▷**উপনদী**; **উপধর্ম**; **উপভাষা**; **উপজাতি**। ৫. সম্যক অর্থে : ▷**উপকার**; **উপহার**; **উপশম**; **উপাধান**। ৬. সাদৃশ্য অর্থে : ▷**উপদ্বীপ**; **উপবন**; **উপকথা**। ৭. অতিরিক্ত অর্থে : ▷**উপকর**; **উপচক্ষু**; **উপচীয়মান**; **উপাঙ্গ**।

উপধা : *শব্দ* কিংবা *ধাতুর* লিখিতরূপে শেষ *বর্ণের* আগের বর্ণটিকে বলা হয় **উপধা**। 'লক্ষ্মী' শব্দের উপধা হল 'ম্'। *বর্ণ বিশ্লেষণ* করলেই এটা বোঝা যাবে। লক্ষ্মী শব্দের বর্ণ বিশ্লেষণ ল্ + অ + ক্ + ষ্ + ম্ + ঈ। শেষ বর্ণ 'ঈ' এবং ম তার আগের বর্ণ বা উপধা 'ম্'। ▷কালো—উপধা 'ল'; √গম্—উপধা 'অ' (কারণ গম = গ্ + অ + ম্)।

উপপদ : কোনো *শব্দকে* বিশ্লেষণ করে যদি প্রথমে একটি অন্য শব্দ ও তার পরে *ধাতু* ও *প্রত্যয়* পাওয়া যায়, তবে প্রথমের এই অন্য শব্দটিকে বলা হয় **উপপদ**। পঙ্কজ একটি শব্দ। একে ভাঙলে পাওয়া যায়, পঙ্ক + √জন্ + অ (ড)। অর্থাৎ পঙ্কজ শব্দটিকে ভাঙলে পাওয়া যাচ্ছে একটি শব্দ (পঙ্ক) + একটি ধাতু (√জন্) + একটি প্রত্যয় (অ (ড))। পঙ্ক শব্দটি এখানে উপপদ। ▷**বাস্তুহারা** → বাস্তু + √হার্ + আ, বাস্তু শব্দটি উপপদ। যেকোনো শব্দই এইভাবে কৃদন্ত শব্দের [দ্র. কৃৎপ্রত্যয়] সামনে উপপদ হয়ে বসতে পারে। ▷**ছেলে-ভুলানো**; **পাদপ**; **জলজ**; **বর্ণচোরা**; **মধুকর**। দেখা যাচ্ছে, উপপদের পরে একটি *কৃদন্ত শব্দ* থাকে। তাই উপপদকে সর্বদাই সমাসবদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। এই ধরনের সমাসকেই বলা হয় *উপপদ তৎপুরুষ সমাস* [দ্র.]।

উপপদ তৎপুরুষ সমাস : *সমাসের* শ্রেণি-বিশেষ। *উপপদের* সঙ্গে *কৃদন্ত শব্দের* সমাসকে বলা হয় **উপপদ তৎপুরুষ সমাস**। সমাসবদ্ধ পদের গঠনের দিকটা বিচার করেই সমাসের এই শ্রেণিবিভাগটি করা হয়েছে। যে-সমাসবদ্ধ পদের বিশ্লেষণে প্রথমে একটি *উপপদ* ও তার পর *ধাতু* + *কৃৎপ্রত্যয়* কিংবা *ধাতুপ্রত্যয়* থাকে, তা এই শ্রেণির সমাস। ▷বাস্তুহারা → বাস্তু (শব্দ ও উপপদ) + হার্ (ধাতু) + আ (ধাতুপ্রত্যয়)। এইরকম : ▷অণ্ডজ → অণ্ড + √জন + অ (ড)। ▷পকেটমার; লোকদেখানো; পঙ্কজ; গোপ; মিথ্যাবাদী; কুলমজানে; মদ্যপ; জলজ। উপপদ (যা এখানে *পূর্বপদ*) ও কৃদন্ত শব্দের (এখানে *উত্তরপদ*) পরস্পর সম্পর্ক বিচার করে উপপদ তৎপুরুষ সমাসের আরও শ্রেণিবিভাগ সম্ভব। কিন্তু তা সাধারণত করা হয় না। [দ্র. তৎপুরুষ; সমাস]।

উপবাক্য : দ্র. খণ্ডবাক্য।

উপবাক্যীয় কর্ম : দ্র. খণ্ডবাক্য কর্ম।

উপভাষা : একটি মূল *ভাষা* একটি বড়ো অঞ্চলে অনেক লোকের মুখের ভাষা হয়ে থাকে। বড়ো অঞ্চলটির বিভিন্ন অংশে এই ভাষার পরিবর্তন ও পার্থক্য দেখা যায়। অঞ্চল-বিশেষে প্রচলিত ভাষাকে বলা হয় **উপভাষা** বা **আঞ্চলিক** ভাষা। বাংলা ভাষার উপভাষা প্রধানত পাঁচটি। ১. **রাঢ়ী** (পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ)। ২. **ঝাড়খণ্ডী** (দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ, সিংভূম, মানভূম, পুরুলিয়া অঞ্চল)।

অলোক হঠাৎ হঠাৎ রেগে যায়। ▷উদ্দেশ্য অংশে একাধিক পদ ও তার মধ্যে প্রধানটি উদ্দেশ্য পদ। ▷রামের ভাই **অসীম** পরীক্ষায় পাশ করেছে। এই শতকের সর্বশ্রেষ্ঠ ফুটবল খেলোয়াড় **পেলে** কলকাতায় খেলেছেন। ▷ উদ্দেশ্য পদ উহ্য : **(আমি/আমরা)** 'তোমারি নামে নয়ন মেলিনু'—রবীন্দ্র। **(তুমি)** 'মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে'—রবীন্দ্র। **(তুমি)** বলো তো। ▷**সুশীল, সুবোধ** ও **সুনীল** পরীক্ষায় পাশ করেছে—এই বাক্যের তিনটি নামই উদ্দেশ্য পদ, পৃথকভাবে কোনো একটি নয়। [দ্র. উদ্দেশ্য; বাক্য; উদ্দেশ্য পদের প্রসারক]।

উদ্দেশ্য পদের প্রসারক : *বাক্যের উদ্দেশ্য* অংশে উদ্দেশ্য পদের সঙ্গে সম্পর্কিত পদ যা থাকে, তা-ই **উদ্দেশ্য পদের প্রসারক**। এর মধ্যে এই পদের *বিশেষণ, সম্বন্ধপদ*, কিংবা এইসব পদস্থানীয় *বাক্যাংশ* অথবা *খণ্ডবাক্যও* হতে পারে। ▷(উদ্দেশ্য অংশ মোটা হরফে এবং উদ্দেশ্য পদের প্রসারক মোটা ও বাঁকা হরফে দেখানো হয়েছে) : ***সুন্দরবনের মানুষখেকো*** **বাঘেরা** আবার উৎপাত আরম্ভ করেছে। ***যিনি আমাদের মনের সব সাধ পূরণ করতে পারেন সেই*** **টেনিদা** আজ এখানে উপস্থিত। ***তার ভাই*** **ইন্দ্রজিৎ** পরীক্ষায় ভালোভাবে পাশ করেছে।

উদ্দেশ্য সম্বন্ধ : সম্বন্ধপদের শ্রেণি-বিশেষ। *সম্বন্ধপদ যদি সম্বন্ধিতের* উদ্দেশ্য কিংবা উপযোগিতাবোধক হয়, তবে তাকে **উদ্দেশ্য সম্বন্ধ** বলে। ▷**বিক্রির** মাল। **বিয়ের** বাজার। **চলার** পথ। **ট্যাক্সের** টাকা। **বলার** কথা। [দ্র. সম্বন্ধপদ]।

উদ্ধার চিহ্ন : দ্র. উদ্ধৃতি চিহ্ন।

উদ্ধৃতি চিহ্ন : " " কিংবা ' '-এই চিহ্ন যা উদ্ধৃত অংশ বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়, তাকে বলে **উদ্ধৃতি চিহ্ন** বা **উদ্ধার চিহ্ন**। *বাক্যে* অথবা রচনার মধ্যে বক্তা কিংবা রচয়িতা ছাড়া অন্য কারো বক্তব্য ও রচনার অংশ থাকলে, সেই অংশকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করার জন্য এই চিহ্নের ব্যবহার হয়। প্রত্যক্ষ উক্তি লিখতেও এই চিহ্ন লাগে। ▷তিনি বললেন, "এখন থেকে প্রতিদিন সকালে আমি আসব।" মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে "দেশের অখণ্ডতা রক্ষার" কথা বলে "বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে" সংগ্রামের আহ্বান জানান। উদ্ধৃতি চিহ্নে একটি করে *ঊর্ধ্বকমা* দেওয়ার রীতিও আছে। ▷"কোনো উপলক্ষ ছিল 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না' 'এ মণিহার আমায় নাহি সাজে' অথবা 'আমার কণ্ঠ হতে গান কে নিল' ধরনের গানগুলির উৎসে?"—শঙ্খ ঘোষ। [দ্র. ছেদচিহ্ন]।

উন্ (উ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'উ' থাকে। ▷√অণ্ + উ (উন্) = অণু; √খর্জ্ + উ (উন্) = খর্জু।

উন¹ : বাংলা *স্ত্রী-প্রত্যয়*। ▷*ঠাকুর* + উন = *ঠাকুরুণ* → *ঠাকরুন*।

উন² : দ্র. উনক্; উনট্; উনন্।

উনক্ (উন) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায় 'উন' থাকে। ▷√পিশ্ + উন (উনক্) = পিশুন।

উনট্ (উন) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ট্' বাদ যায়, 'উন' থাকে। ▷√ফল্ + উন (উনট্) → ফল্গুন + ঈ (ঙীষ্) = ফল্গুনী।

উনন্ (উন) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'উন' থাকে। ▷√অর্জ্ + উন (উনন্) = অর্জুন; √কৃ + উন (উনন্) = করুণ; √মিথ্ + উ (উনন্) = মিথুন; √রস্ + উ (উনন্) = রসুন; √বৃ + উ (উনন্) = বরুণ।

উনি¹ : বাংলা *স্ত্রী-প্রত্যয়*। এই প্রত্যয় *ধাতুপ্রত্যয়* শ্রেণির। √নাচ্ + উনি = নাচুনি → নাচুনে; √কুড়া + উনি = কুড়ুনি।

উনি² : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। দ্র. অনি²।

উনি³ (উনি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। √শক্ + উনি = শকুনি।

উনে : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। স্বভাব, অভ্যস্ততা এইসব বোঝাতে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। ▷√কাঁদ্ + উনে = কাঁদুনে; √নাচ্ + উনে = নাচুনে; √ভাব্ + উনে = ভাবুনে। অন্য বিচারে এগুলিকে *সাধু ভাষার* কান্দনিয়া, নাচনিয়া শব্দের পরিবর্তিত চলিত রূপ বলা চলে। সেক্ষেত্রে 'উনে'-কে পৃথক প্রত্যয় বলে গণ্য করার সুযোগ থাকে না।

উন্ত (উন্ত) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ▷√শক্ + উন্ত = শকুন্ত।

উন্তি (উন্তি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ▷শক্ + উন্তি = শকুন্তি।

উপ : সংস্কৃত *উপসর্গ*। একাধিক অর্থে এই উপসর্গের ব্যবহার দেখা যায়। ১. নিকট অর্থে : ▷**উপ**কূল; **উপ**স্থিত; **উপ**কণ্ঠ। ২. সহকারী অর্থে : ▷**উপা**চার্য; **উপ**মন্ত্রী; **উপা**ধ্যক্ষ; **উপ**রাষ্ট্রপতি। ৩. হীন অথবা সমকক্ষ নয় অর্থে : ▷**উপ**নগরী; **উপ**দেবতা। ৪. কোনো মূল স্রোত কিংবা ধারার থেকে উদ্ভূত অর্থে : ▷**উপ**নদী; **উপ**ধর্ম; **উপ**ভাষা; **উপ**জাতি। ৫. সম্যক অর্থে : ▷**উপ**কার; **উপ**হার; **উপ**শম; **উপা**ধান। ৬. সাদৃশ্য অর্থে : ▷**উপ**দ্বীপ; **উপ**বন; **উপ**কথা। ৭. অতিরিক্ত অর্থে : ▷**উপ**কর; **উপ**চক্ষু; **উপ**চীয়মান; **উপা**ঙ্গ।

উপধা : *শব্দ* কিংবা *ধাতুর* লিখিতরূপে শেষ *বর্ণের* আগের বর্ণটিকে বলা হয় **উপধা**। 'লক্ষ্মী' শব্দের উপধা হল 'ম্'। *বর্ণ বিশ্লেষণ* করলেই এটা বোঝা যাবে। লক্ষ্মী শব্দের বর্ণ বিশ্লেষণ ল্ + অ + ক্ + ষ্ + ম্ + ঈ। শেষ বর্ণ 'ঈ' এবং ম তার আগের বর্ণ বা উপধা 'ম্'। ▷কালো—উপধা 'ল'; √গম্—উপধা 'অ' (কারণ গম = গ্ + অ + ম্)।

উপপদ : কোনো *শব্দকে* বিশ্লেষণ করে যদি প্রথমে একটি অন্য শব্দ ও তার পরে *ধাতু* ও *প্রত্যয়* পাওয়া যায়, তবে প্রথমের এই অন্য শব্দটিকে বলা হয় **উপপদ**। পঙ্কজ একটি শব্দ। একে ভাঙলে পাওয়া যায়, পঙ্ক + √জন্ + অ (ড)। অর্থাৎ পঙ্কজ শব্দটিকে ভাঙলে পাওয়া যাচ্ছে একটি শব্দ (পঙ্ক) + একটি ধাতু (√জন্) + একটি প্রত্যয় (অ (ড))। পঙ্ক শব্দটি এখানে উপপদ। ▷**বাস্তু**হারা → বাস্তু + √হার্ + আ, বাস্তু শব্দটি উপপদ। যেকোনো শব্দই এইভাবে কৃদন্ত শব্দের [দ্র. কৃৎপ্রত্যয়] সামনে উপপদ হয়ে বসতে পারে। ▷**ছেলে**-ভুলানো; **পাদ**প; **জল**জ; **বর্ণ**চোরা; **মধু**কর। দেখা যাচ্ছে, উপপদের পরে একটি *কৃদন্ত শব্দ* থাকে। তাই উপপদকে সর্বদাই সমাসবন্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। এই ধরনের সমাসকেই বলা হয় *উপপদ তৎপুরুষ সমাস* [দ্র.]।

উপপদ তৎপুরুষ সমাস : *সমাসের* শ্রেণি-বিশেষ। *উপপদের* সঙ্গে *কৃদন্ত শব্দের* সমাসকে বলা হয় **উপপদ তৎপুরুষ সমাস**। সমাসবন্ধ পদের গঠনের দিকটা বিচার করেই সমাসের এই শ্রেণিবিভাগটি করা হয়েছে। যে-সমাসবন্ধ পদের বিশ্লেষণে প্রথমে একটি *উপপদ* ও তার পর *ধাতু* + *কৃৎপ্রত্যয়* কিংবা *ধাতুপ্রত্যয়* থাকে, তা এই শ্রেণির সমাস। ▷বাস্তুহারা → বাস্তু (শব্দ ও উপপদ) + হার্ (ধাতু) + আ (ধাতুপ্রত্যয়)। এইরকম : ▷অণ্ডজ → অণ্ড + √জন + অ (ড)। ▷পকেটমার; লোকদেখানো; পঙ্কজ; গোপ; মিথ্যাবাদী; কুলমজানে; মদ্যপ; জলজ। উপপদ (যা এখানে *পূর্বপদ*) ও কৃদন্ত শব্দের (এখানে *উত্তরপদ*) পরস্পর সম্পর্ক বিচার করে উপপদ তৎপুরুষ সমাসের আরও শ্রেণিবিভাগ সম্ভব। কিন্তু তা সাধারণত করা হয় না। [দ্র. তৎপুরুষ; সমাস]।

উপবাক্য : দ্র. খণ্ডবাক্য।

উপবাক্যীয় কর্ম : দ্র. খণ্ডবাক্য কর্ম।

উপভাষা : একটি মূল *ভাষা* একটি বড়ো অঞ্চলে অনেক লোকের মুখের ভাষা হয়ে থাকে। বড়ো অঞ্চলটির বিভিন্ন অংশে এই ভাষার পরিবর্তন ও পার্থক্য দেখা যায়। অঞ্চল-বিশেষে প্রচলিত ভাষাকে বলা হয় **উপভাষা** বা **আঞ্চলিক ভাষা**। বাংলা ভাষার উপভাষা প্রধানত পাঁচটি। ১. **রাঢ়ী** (পশ্চিম ও মধ্যবঙ্গ)। ২. **ঝাড়খণ্ডী** (দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ, সিংভূম, মানভূম, পুরুলিয়া অঞ্চল)।

৩. **বরেন্দ্রী** (উত্তরবঙ্গ)। ৪. **বঙ্গালী** (পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ, বাংলাদেশ)। ৫. **কামরূপী** (উত্তর-পূর্ববঙ্গ, কোচবিহার, কাছাড়)। যে-*মান্য চলিত ভাষা* সাহিত্য রচনা, সংবাদপত্র ও অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে এখন ব্যবহার করা হয় তা-ও মূলত একটি উপভাষা, যার ভিত্তি কলকাতা ও নদিয়া অঞ্চলের ভাষা। এটি প্রকৃতপক্ষে রাঢ়ী উপভাষাজাত। এই অভিধানটিও এইরকম মান্য চলিত ভাষাতেই লেখা হয়েছে। [দ্র. চলিত ভাষা]।

উপমা : কোনো একটি কিছুর গুণ, দোষ, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির সঙ্গে অন্য কোনো কিছুর তুলনা করা কিংবা সাদৃশ্য কল্পনাকে বলা হয় **উপমা**। ▷তার মুখটি চাঁদের মতো সুন্দর। এখানে চাঁদের সৌন্দর্যের সঙ্গে মুখের সৌন্দর্যের উপমা দেওয়া হচ্ছে। যাকে তুলনা করা হয় তা হল **উপমেয়**। যার সঙ্গে তুলনা করা হয় তা হল **উপমান**। যে-বৈশিষ্ট্য দুটির মধ্যেই আছে বলে কল্পনা করা হয় তা হল *সাধারণ ধর্ম* [দ্র.]। যে-পদ উপমেয় ও উপমানের মধ্যে সংযোগ ঘটায় তা হল *সাদৃশ্যবাচক শব্দ* [দ্র.] কিংবা *উপমাদ্যোতক অব্যয়* [দ্র.]। উপরের উদাহরণে, উপমেয়—মুখ; উপমান—চাঁদ, সাধারণ ধর্ম—সুন্দর; সাদৃশ্যবাচক শব্দ—মতো।

উপমাত্মক বহুব্রীহি সমাস : দ্র. মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস।

উপমাদ্যোতক অব্যয় : *সমুচ্চয়ী অব্যয়ের* শ্রেণি-বিশেষ। যে-*অব্যয় উপমান* ও *উপমেয়ের* মধ্যে সংযোগ ঘটায় তা **উপমাদ্যোতক অব্যয়**। চাঁদের মতো মুখখানি—উপমা দেওয়া হচ্ছে মুখ-এর। তাই মুখ উপমেয়। চাঁদের সঙ্গে উপমা দেওয়া হচ্ছে—চাঁদ উপমান। 'মতো' অব্যয়টি এই দুয়ের মধ্যে সংযোগ ঘটাচ্ছে। তাই এটি হল **উপমাদ্যোতক অব্যয়**। ▷'খাবি খেতে লাগলেন **যেন** ডাঙায় বোয়াল মাছ রে।'—সুকুমার রায়। কচি কলাপাতার **মতো** সবুজ রং। [দ্র. সাদৃশ্যবাচক শব্দ]।

উপমান : দ্র. উপমা।

উপমান কর্মধারয় সমাস : *কর্মধারয় সমাসের* শ্রেণি-বিশেষ। *উপমান* ও *সাধারণ ধর্মের* মধ্যে *সমাস* হলে, তাকে **উপমান কর্মধারয় সমাস** বলা হয়। কাজলকালো—এই সমাসবদ্ধ শব্দটির অর্থ কাজলের মতো কালো। কাজলকালো চুল বলা হলে, চুল হবে উপমেয়, কাজল—উপমান, কালো—সাধারণ ধর্ম। কাজলকালো সমাসটি তাহলে উপমান ও সাধারণ ধর্মের যোগে হচ্ছে। তাই এই সমাসটি উপমান কর্মধারয় শ্রেণির। ▷কুন্দশুভ্র (কুন্দের মতো শুভ্র); ফুটিফাটা (ফুটির মতো ফাটা); পান্নাসবুজ (পান্নার মতো সবুজ); তুষারধবল (তুষারের মতো ধবল)। [দ্র. উপমিত কর্মধারয় সমাস]।

উপমা সম্বন্ধ : দ্র. অভেদ সম্বন্ধ।

উপমিত কর্মধারয় সমাস : *কর্মধারয় সমাসের* শ্রেণি-বিশেষ। *উপমান* ও *উপমেয়* যুক্ত হয়ে সমাসবদ্ধ শব্দ তৈরি করলে তাকে বলে **উপমিত কর্মধারয় সমাস**। চরণপদ্ম—এই সমাসবদ্ধ শব্দটিতে পদ্মের সঙ্গে চরণের তুলনা নিহিত আছে। পদ্ম—উপমান; চরণ—উপমেয়। তাই চরণপদ্ম উপমিত কর্মধারয় সমাস। ▷কথামৃত (কথা + অমৃত; অমৃতের তুল্য কথা); মুখচন্দ্র (চন্দ্রের তুল্য মুখ); নরসিংহ (সিংহের মতো বলশালী মানুষ)। লক্ষণীয়, এই সমাসে সমাসবদ্ধ শব্দ দুটির মধ্যে অভেদ কল্পনা করা হয় না (যা রূপক কর্মধারয় সমাসে [দ্র.] হয়)। [দ্র. উপমান কর্মধারয় সমাস]।

উপমেয় : দ্র. উপমা।

উপলক্ষ্য সম্বন্ধ : *সম্বন্ধপদটি সম্বন্ধিতের* উপলক্ষ্যস্বরূপ হলে, তাকে বলে **উপলক্ষ্য সম্বন্ধ**। পুজোর ছুটি। এখানে সম্বন্ধপদ—পুজোর। সম্বন্ধিত—ছুটি। পুজোর ছুটি হল পুজো উপলক্ষ্যে ছুটি। এইরকম : ▷**রথের** মেলা; **অমাবস্যার** উপবাস; **পূর্ণিমার** নিশিপালন। [দ্র. সম্বন্ধপদ]।

উপসর্গ : কিছু অব্যয় আছে যারা *ধাতু* অথবা *শব্দের* আগে যুক্ত হয়ে তাদের অর্থ বদল করে দেয়।

এদেরই বলা হয় **উপসর্গ**। উপসর্গের নিজের কোনো স্পষ্ট অর্থ নাও থাকতে পারে, কিন্তু এরা অর্থের দ্যোতক। একই উপসর্গ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে এবং হয়। ▷অ : বাংলা উপসর্গ। ▷**অকাজ**; **অসময়**। ▷প্র, পরা, অপ প্রভৃতি সংস্কৃত উপসর্গ : ▷**প্রগতি**; **প্রণাম**; **প্রভাব**; **পরাভব**; **অপমান**। উপসর্গভেদে শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ বদলে যেতে পারে। ক্রিয়া শব্দের আগে 'প্রতি' উপসর্গ লাগালে হয় প্রতিক্রিয়া; 'প্র' লাগালে প্রক্রিয়া। প্রতিক্রিয়া ও প্রক্রিয়ার অর্থ সম্পূর্ণ আলাদা। ▷আহার ও প্রহার। বাংলায় ব্যবহৃত শব্দে বাংলা, সংস্কৃত ও বিদেশি—তিনরকম উপসর্গই আছে। ▷*বাংলা উপসর্গ* [দ্র.] : *আ, অনা, অ, না, কু, নি, পাতি, বি, ভর, হা* প্রভৃতি। ▷সংস্কৃত উপসর্গ : *অতি, অধি, অনু, অপ, অপি, অব, অভি, আ, উদ্, উপ, দুঃ* (দুর্), *নি, নিঃ* (নির্), *পরা, পরি, প্র, প্রতি, বি, সম্, সু*—এই কুড়িটি।

একই শব্দে একাধিক উপসর্গ থাকতে পারে। ▷প্রতি + উপ + কার = প্রত্যুপকার; অভি + নি + বেশ = অভিনিবেশ। দুটি উদাহরণেই দুটি করে উপসর্গ। প্রথমটায় 'প্রতি', 'উপ' ও দ্বিতীয়টায় 'অভি', 'নি'।

উপসর্গকে শব্দের প্রথমে বসে, এমন *প্রত্যয়* বলা যেতে পারে—এইরকম ধারণা অনেকে দিয়েছেন। যাঁরা দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু এই বিচার সম্ভবত সংগত নয়। প্রত্যয়ের অন্যতম বৈশিষ্ট্য শব্দের অর্থকে সুস্থিত করা। কিন্তু একই উপসর্গের একাধিক, এমনকী বিপরীতধর্মী দ্যোতনা হতে পারে। ▷প্রতিমূর্তি—মূর্তির মতো; প্রতিকূল—কূলের বিপরীতে। এই কারণে উপসর্গকে প্রত্যয়ের সমধর্মী মনে করলে অসুবিধে হতে পারে।

বাংলায় বেশ কিছু বিদেশি উপসর্গ আছে। ▷*গর্, দর, না, ফি, নিম, ব, হর* প্রভৃতি। ▷ফি + বছর = ফিবছর → প্রতিবছর; গর্ + হাজির = গরহাজির; দর + দালান = দরদালান; না + জবাব = না-জবাব; নিম + রাজি = নিমরাজি; ব + কলম = বকলম; হর + রোজ = হররোজ। [দ্র. বাংলা উপসর্গ]।

উপাদানবাচক করণ কারক : *করণ কারকের* শ্রেণি-বিশেষ। যে-করণ কারক ক্রিয়া সম্পাদনের উপাদান হিসেবে কাজ করে, তা **উপাদানবাচক করণ কারক**। ▷'আকাশ আমায় ভরল **আলোয়**'—রবীন্দ্র। চারিদিক **ধোঁয়াতে** আচ্ছন্ন হল। '**হিংসায়** উন্মত্ত পৃথ্বী'—রবীন্দ্র। [দ্র. করণ কারক]।

উপাদানবাচক বিশেষণ : *নাম-বিশেষণের* শ্রেণি-বিশেষ। বিশেষিত বস্তুটি কোন উপাদানে তৈরি এই ধরনের বিশেষণ তা নির্দেশ করে। ▷**মেটে** রাস্তা; **ধেনো** মদ; **রেশমি** চাদর; **পশমি** জামা; **বেলে** মাটি; **স্বর্ণময়** সিংহাসন। [দ্র. বিশেষণ; নাম-বিশেষণ]।

উপাদান সম্বন্ধ : *সম্বন্ধপদটি* সম্বন্ধিতের উপাদানবাচক হলে **উপাদান সম্বন্ধ** হয়। ▷**সোনার** গয়না; **সুতির** কাপড়। **কাঠের** টেবিল; **কাগজের** নৌকা; **মাটির** গেলাস; **পাথরের** মূর্তি। [দ্র. সম্বন্ধপদ]।

উপায়াত্মক করণ কারক : *করণ কারকের* শ্রেণি-বিশেষ। ক্রিয়া সম্পাদনের উপায়টি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হলে তাকে **উপায়াত্মক করণ কারক** বলে। ▷**ছলে বলে কৌশলে** যেভাবেই হোক কাজটি করতেই হবে। সে **গুণের দ্বারাই** মন ভোলাল। [দ্র. করণ কারক]।

উম (উম) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। √কুস্ + উম = কুসুম।

উমস্ : দ্র. ডুম্সুন্।

উমি : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। ভাব বোঝানোর এই *প্রত্যয়* ব্যবহার হয়। ▷মুখ্য + উমি = মুখুমি → মুখ্যামি; ধূর্ত + উমি = ধূর্তুমি। অন্যভাবে দেখলে *'আমি'* প্রত্যয়যুক্ত মূর্খামি, ধূর্তামি প্রভৃতির পরিবর্তিত রূপ হিসেবেও এদের মনে করা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পৃথক 'উমি' প্রত্যয়ের দরকার হয় না।

উয়া[১] : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে এই *প্রত্যয়* যোগ হলে যে-*শব্দ* তৈরি হয় তা *বিশেষ্য* কিংবা

বিশেষণ। ▷√পড়্ + উয়া = পড়ুয়া; √খা + উয়া = খাউয়া। চলিত ভাষায় এইসব শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ দেখা যায়। ▷পড়ুয়া → পোড়ো; খাউয়া → খেয়ো।

উয়া², ও : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। *চলিত ভাষায়* 'ও' হয়। একাধিক অর্থে এই *প্রত্যয়ের* ব্যবহার হতে পারে। ১. আছে বা অধিকারী অর্থে : ▷টাক + উয়া = টাকুয়া → টেকো; গোঁফ + উয়া = গোঁফুয়া → গুঁফো; বাত + উয়া = বাতুয়া → বেতো; দাঁত + উয়া = দেঁতো। ২. সংশ্লিষ্ট কিংবা সম্বন্ধিত অর্থে : ▷ভাত + উয়া = ভাতুয়া → ভেতো; বন + উয়া = বনুয়া → বুনো; গাছ + উয়া = গাছুয়া → গেছো। ৩. জীবিকা অর্থে : ▷মাছ + উয়া = মাছুয়া → মেছো। ৪. দক্ষ অর্থে : ▷কাজ + উয়া = কাজুয়া → কেজো; পট + উয়া = পটুয়া → পোটো। ৫. তুচ্ছ অর্থে : ▷যদু + উয়া = যদুয়া → যেদো; ভেড়া + উয়া = ভেড়ুয়া → ভেড়ো; হার + উয়া = হারুয়া → হেরো।

উর : দ্র. উরচ্¹; উরচ্²; উরন্; কুরচ্; ঘুরচ্।

উরচ্¹ (উর) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'উর' থাকে। ▷√অঙ্ক + উর (উরচ্) = অঙ্কুর। √কব্ + উর (উরচ্) = কর্বুর; √কুক্ + উর (উরচ্) = কুকুর; √চত্ + উর (উরচ্) = চতুর; √বন্ধ + উর (উরচ্) = বন্ধুর; √দৄ + উর (উরচ্) = দর্দুর।

উরচ্² (উর) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায় 'উর' থাকে। ▷দন্ত + উর (উরচ্) = দন্তুর।

উরন্ (উর) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ধাতুর সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'উর' থাকে। √অস্ + উর (উরন্) = অসুর; √মস্ + উর (উরন্) = মসুর; শু-√অশ্ + উর (উরন্) = শ্বশুর।

উরিয়া : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। বৃত্তি, দক্ষতা অর্থে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। ▷কাঠ + উরিয়া = কাঠুরিয়া → কাঠুরে; চাকর + উরিয়া = চাকুরিয়া → চাকুরে; উত্তর + উরিয়া = উত্তরিয়া → উত্তুরে।

উর্চ : দ্র. ভুর্চ।

উল¹ (উল) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ▷√অঙ্গ্ + উল = অঙ্গুল।

উল² : দ্র. উলচ্; ডুলচ্।

উলচ্ (উল) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'উল' থাকে। ▷√তণ্ড্ + উল (উলচ্) = তণ্ডুল; √বৃৎ + উল (উলচ্) = বর্তুল; √মক্ + উল (উলচ্) = মুকুল।

উলি¹ (উলি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। √অঙ্গ্ + উলি = অঙ্গুলি।

উলি² (উলি) : বাংলা *স্ত্রী-প্রত্যয়*। মহিলা মালিক, বিক্রয়কারিণী প্রভৃতি বোঝানোর জন্য এই *প্রত্যয়* ব্যবহার করা হয়। ▷বাড়ি + উলি = বাড়িউলি (ভাড়া-দেওয়া বাড়ির মহিলা মালিক); মুড়ি + উলি = মুড়িউলি (যে-মহিলা মুড়ি বিক্রি করে); বাসন + উলি = বাসনউলি (যে-মহিলা বাসন বিক্রি করে)। এই প্রত্যয় প্রকৃতপক্ষে *ওয়ালি প্রত্যয়েরই* রূপভেদ।

উশ (উশ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ▷√অঙ্ক্ + উশ = অঙ্কুশ।

উষ : দ্র. উষচ্; কুষন্।

উষচ্ (উষ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায় 'উষ' থাকে। ▷√নহ্ + উষ (উষচ্) = নহুষ; √পৄ + উষ (উষচ্) = পরুষ; √কল্ + উষ (উষচ্) = কলুষ।

উষ্ম বর্ণ : উষ্ম *ব্যঞ্জনধ্বনি* শ্, ষ্, স্ এবং হ্-এর প্রতীক শ, ষ, স, হ এই চারটি *বর্ণকে* বলা হয় **উষ্ম বর্ণ**।

উষ্ম ব্যঞ্জন : কিছু *ব্যঞ্জনধ্বনির* উচ্চারণে শ্বাসবায়ু আংশিক বাধা পায়, সম্পূর্ণভাবে পায় না। ফলে এই ধ্বনিগুলির উচ্চারণের রেশ টেনে রাখা যায়। এই-জাতীয় ব্যঞ্জনই হল **উষ্ম ব্যঞ্জন**। শ্, স্, ষ্, হ্ এই শ্রেণির। এদের মধ্যে শ্ *তালব্য*, স্ *দন্ত্য*, ষ্ *মূর্ধন্য* এবং হ্ *কণ্ঠনালীয়*।

উচ্চারণের সময় *ওষ্ঠ* ও *জিভের* অবস্থানভেদে দু-রকম উষ্ম ধ্বনি হতে পারে। ঠোঁট ও জিভ

কিছুটা পিছিয়ে গেলে হয় **প্রশস্ত উষ্ম ধ্বনি**। ▷√হ্। জিভ কুণ্ঠিত হলে **সংকীর্ণ উষ্ম ধ্বনি**। ▷শ্, ষ্। বাংলায় অবশ্য শ্ ও ষ্-এর উচ্চারণে কোনো পার্থক্য করা হয় না। স্-এর উচ্চারণও প্রায় শ্-এর মতো, কিন্তু কিছু ব্যতিক্রম আছে : বিস্তীর্ণ, স্পৃহা, স্থান প্রভৃতি শব্দের স্-ধ্বনি *দন্ত্য*। আবার শ্রী-র বাংলা উচ্চারণে শ্-ধ্বনিও দন্ত্য। [দ্র. শিস্ ধ্বনি]।

উসি (উস্) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ই' বাদ যায়, 'উস্' থাকে। ▷√ই + উস্ (উসি) = আয়ুস্ → আয়ুঃ → (বাংলায়) আয়ু; √চক্ষ্ + উস্ (উসি) = চক্ষুস্ → চক্ষুঃ → (বাংলায়) চক্ষু; √বপ্ + উস্ (উসি) = বপুস্ → বপুঃ → বপু; √যজ্ + উস্ (উসি) = যজুস্ → যজুঃ → যজু।

ঊ[1] : বাংলা *স্বরবর্ণ* এবং উ-ধ্বনির (কখনো ঊ-ধ্বনির) প্রতীক। দীর্ঘ ঊ-কারের উচ্চারণ বাংলাতে প্রায় নেই বললেই চলে। এই *স্বরধ্বনি* ***ঊর্ধ্ব, সংবৃত, পশ্চাৎ, বর্তুল, কণ্ঠ্য***। ঊ-এর *স্বরচিহ্ন* দীর্ঘ ঊ-কার (ূ) *আশ্রিত ব্যঞ্জনের* নীচে বসে। পৃথক উচ্চারণ নেই বলে *অতৎসম* শব্দে ঊ-এর ব্যবহার আজকাল হয় না কিংবা খুব কম হয়।

ঊ[2] **(ঊ)** : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ▷√চম্ + ঊ = চমূ; √বহ্ + ঊ = বধূ; √খর্জ্ + ঊ = খর্জূ।

ঊ[3] : দ্র. ঊ[2]; ঊঙ্; ড়ূ।

ঊক[1] **(ঊক)** : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ▷√বল্ + ঊক = উলূক; √ভল্ + ঊক = ভল্লূক; √মণ্ড্ + ঊক = মণ্ডূক।

ঊক[2] : দ্র. ঊক[1]; ঊকঞ্।

ঊকঞ্ (ঊক) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ঞ্' বাদ যায়, 'ঊক' থাকে। শীল, অবস্থা প্রভৃতি বোঝানোর জন্য এই *প্রত্যয়* ব্যবহার করা হয়। ▷√জাগৃ + ঊক (ঊকঞ্) = জাগরূক; √শো + ঊক (ঊকঞ্) = শূক।

ঊ-কার : *স্বরবর্ণ* ঊ কোনো এক কিংবা একাধিক *ব্যঞ্জনধ্বনির* সঙ্গে যুক্ত হলে ঊ-এর পরিবর্তে যে-*স্বরচিহ্ন* ব্যবহার করা হয়, তার নাম ঊ-কার (দীর্ঘ ঊ-কার)। চিহ্নটি হল ' ূ ' যা *আশ্রিত ব্যঞ্জনের* নীচে বসে। ▷কূ; মূ; স্ফূ; রূ। এদের বর্ণ বিশ্লেষণ যথাক্রমে ক্ + ঊ; ম্ + ঊ; স্ + ফ্ + ঊ; র্ + ঊ। বাংলা লেখায় ঊ-কারের একাধিক রূপ আছে। ▷রূ, রূ, ভূ, ভ্রূ। এখন অবশ্য সবই একইরকমভাবে লেখার চেষ্টা হচ্ছে। ▷শূ, রূ, ভূ। [দ্র. পরিশিষ্ট ১]।

ঊঙ্ (ঊ) : সংস্কৃত *তদ্ধিত ও স্ত্রী-প্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'ঙ্' বাদ যায় 'ঊ' থাকে। ▷শ্বশুর + (স্ত্রী-প্রত্যয়) ঊ (ঊঙ্) = শ্বশ্রূ।

ঊথন্ (ঊথ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায় 'ঊথ' থাকে। ▷√বৃ + ঊথ (ঊথন্) = বরূথ।

ঊর[1] **(ঊর)** : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ▷√কৃপ্ + ঊর = কর্পূর; কর্চ্ + ঊর = কর্চূর; কর্ব্ + ঊর = কর্বূর।

ঊর[2] : দ্র. ঊর[1]; ঊরন্।

ঊরন্ (ঊর) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'ঊর' থাকে। √মী + ঊর (ঊরন্) = ময়ূর; √শাল্ + ঊর (ঊরন্) = শালূর; √খর্জ্ + ঊর (ঊরন্) = খর্জূর।

ঊর্ধ্বকমা : ' এই চিহ্নকে বলে ঊর্ধ্বকমা। সাধারণত সাধু বাংলার ক্রিয়াপদগুলির চলিত বাংলার সংক্ষিপ্ত রূপে লেখা হলে এই চিহ্নের ব্যবহার শুরু হয়। ▷হইল → হ'ল; করিয়া → ক'রে। এখন অবশ্য ঊর্ধ্বকমার এইরকম ব্যবহার অনেক কমে গেছে। সর্বনামেও ঊর্ধ্বকমার ব্যবহার ছিল। ▷তাহার → তা'র। শব্দসংক্ষেপ হলেও এই চিহ্ন দেখা যেত, এখনও যায়। ▷ওপরে → 'পরে। ইংরেজিতে এই চিহ্নের নাম অ্যাপস্ট্রফি।

উর্ধ্বমধ্য স্বরধ্বনি : *স্বরধ্বনি* উচ্চারণের সময় জিভ মুখের মধ্যে উপরে অথবা নীচের নানান অবস্থানে থাকতে পারে। জিভের সবচেয়ে উপরের ও সবচেয়ে নীচের অবস্থানের মধ্যে চারটে স্তর ধরা হয়। সবচেয়ে উপরে—উর্ধ্ব; তার একটু নীচে কিন্তু মাঝামাঝি উচ্চতার উপরে—উর্ধ্বমধ্য; যে যে স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিভ এই জায়গায় থাকে তাদের বলা হয় **উর্ধ্বমধ্য স্বরধ্বনি**। 'এ' এবং 'ও' এই শ্রেণিতে পড়ে। দুটোই *অর্ধসংবৃত*। এর মধ্যে এ—*সম্মুখ, প্রসৃত* ও *তালব্য*। ও—*পশ্চাৎ, বর্তুল* ও *কণ্ঠ্য*। [দ্র. স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]।

উর্ধ্ব স্বরধ্বনি : যে-*স্বরধ্বনি* উচ্চারণের সময় জিভ মুখের সবচেয়ে উঁচু অবস্থানে থাকে, তাকে বলা হয় **উর্ধ্ব স্বরধ্বনি**। 'ই', 'ঈ', এবং 'উ', 'ঊ' এই শ্রেণির স্বরধ্বনি। **উর্ধ্ব** স্বরধ্বনি সর্বদাই *সংবৃত*। এদের মধ্যে ই, ঈ—*সম্মুখ, প্রসৃত* ও *তালব্য*। উ, ঊ—*পশ্চাৎ, বর্তুল* ও *কণ্ঠ্য*। [দ্র. স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]।

উল : দ্র. উলচ্; কূলচ্।

উলচ্ (উল) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'উল' থাকে। ▷√তম্ + উল (উলচ্) = তাম্বূল; √দু + উল (উলচ্) = দুকূল; √শৄ + উল (উলচ্) = শার্দূল।

উষন্ (উষ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'উষ' থাকে। ▷√গণ্ড্ + উষ (উষন্) = গণ্ডূষ; √পীয্ + উষ (উষন্) = পীযূষ।

উহ্য কর্তা : বাংলা *বাক্যের কর্তাপদ* কোনো কোনো সময় বাক্যে না থাকতেও পারে। এইরকম হলে তাকে বলা হয় **উহ্য কর্তা**। এইসব ক্ষেত্রে *সমাপিকা ক্রিয়ার পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি* থেকে কর্তাপদ কী তা অনুমান করা যেতে পারে। ▷'স্বপন পারের ডাক শুনেছি'—রবীন্দ্র। কর্তাপদ উহ্য। ক্রিয়াপদ—শুনেছি, এর থেকে অনুমান করা যায়, উহ্য কর্তা 'আমি' কিংবা 'আমরা'। 'এবার আমায় ডাকলে দূরে'—রবীন্দ্র। 'ডাকলে' এই ক্রিয়াপদটি থেকে কর্তাপদ অনুমান করা যায়—হয় 'তুমি' নয় 'তোমরা'। যা পেলেন তাতে মন উঠল না—উহ্য কর্তাপদ হয় 'তিনি', 'তাঁরা', নয়তো 'আপনি' কিংবা 'আপনারা'।

উহ্য কর্ম : কোনো *বাক্যে ক্রিয়ার কর্মপদ* না থাকলে তাকে **উহ্য কর্ম** বলা হয়। ▷তিনি তখনও খাননি—এই বাক্যে 'খান' ক্রিয়ার কর্ম উহ্য। উহ্য কর্ম কোনো বিশেষ ধরনের কর্ম নয়, বাক্যে কোনো কোনো শব্দ অনেকসময়েই বাদ দেওয়া হয়, প্রসঙ্গ থেকে অবশ্য বাদ-পড়া শব্দটিকে চিনে নেওয়া যায়। ▷'পরের সংসার তিনি অনেকদিন দেখেছেন। কিন্তু এখন আর টানতে পারছেন না।' দ্বিতীয় বাক্যে কর্ম উহ্য, কিন্তু ওটি যে 'সংসার' তা আগের বাক্যের অনুষঙ্গে সহজেই বোঝা যায় বরং দ্বিতীয় বাক্যে 'সংসার' আবারও কর্ম হিসেবে থাকলে পুনরুক্তি হত। এ থেকে বোঝা যায় যে উহ্য কর্মের ব্যবহার অনেকটাই প্রসঙ্গনির্ভর। লক্ষণীয়, প্রথম বাক্যে কর্তা ও কর্ম দুটোই আছে। পরের বাক্যে কোনোটাই নেই। [দ্র. কর্ম; কর্ম কারক]।

উহ্য ক্রিয়া : দ্র. ক্রিয়াপদ।

ঋ[১] : *স্বরবর্ণ* ঋ বাংলায় কোনো বিশেষ ধ্বনির প্রতীক নয়। সাধারণভাবে এর উচ্চারণ 'রি'-এর মতো। ঋ-এর *স্বরচিহ্ন* 'ৃ' *ব্যঞ্জনবর্ণ* কিংবা *যুক্তবর্ণের* নীচে বসে। কিন্তু কেবলমাত্র 'হ'-এর ক্ষেত্রে তা হয়ে যায় 'হৃ', তবে 'হৃ' লেখার প্রচলন এখন বাড়ছে। ঋ-কার যোগ হলে *আশ্রিত ব্যঞ্জনের* দ্বিত্ব হয় না। যেমন, মাতৃ উচ্চারণ মা-তৃ, মাৎত্রি নয়; অদৃশ্য—অ-দৃশ্য, অদ্‌দ্রিশ্‌শো নয়; আবৃত্তি—আ-বৃৎতি, আব্‌ব্রিৎতি নয়। [দ্র. ঋ-কার; পরিশিষ্ট ১]।

ঋ[২] : দ্র. ঋন্।

ঋ-কার : *স্বরবর্ণ* ঋ কোনো এক কিংবা একাধিক *ব্যঞ্জনধ্বনির* সঙ্গে যুক্ত হলে যে-*স্বরচিহ্ন* ব্যবহার করা হয়, তার নাম **ঋ-কার**। এই চিহ্ন 'ৃ' *ব্যঞ্জনবর্ণ* কিংবা *যুক্তবর্ণের* নীচে বসে। ▷কৃ; তৃ; স্মৃ;

প্। কেবল হ-য়ের জন্য হৃ অথবা হ্।। এদের বর্ণ বিশ্লেষণ যথাক্রমে ক্ + ঋ; র্ + ত্ + ঋ; স্ + ম্ + ঋ; প্ + ঋ। [দ্র. ঋ]।

ঋতিন্ (ঋৎ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ইন্' বাদ যায়, 'ঋৎ' থাকে। ▷√শক্ + ঋৎ (ঋতিন্) = শকৃৎ।

ঋন্ (ঋ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'ঋ' থাকে। ▷√নী + ঋ (ঋন্) = নৃ; সু-√অস্ + ঋ (ঋন্) = স্বসৃ → স্বসা; √দিব্ + ঋ (ঋন্) = দেবৃ → দেবা।

ঋষদ্ : দ্র. ভৃষদ্।

এ১ : বাংলা *স্বরবর্ণ* ও *স্বরধ্বনি* এ-র প্রতীক। এই ধ্বনি *ঊর্ধ্বমধ্য*, *অর্ধসংবৃত*, *সম্মুখ*, *প্রসৃত* ও *তালব্য*। *ব্যঞ্জনবর্ণ* কিংবা *যুক্তবর্ণের* সঙ্গে যোগ হলে এ-এর *স্বরচিহ্ন* হয় 'ে', যা *আশ্রিত ব্যঞ্জনের* আগে বসে। বর্ণ এ এবং এ-কারের উচ্চারণ স্থির ও নির্দিষ্ট নয়। অনেকসময়েই 'অ্যা' উচ্চারিত হয়। ▷এক—উচ্চারণ 'অ্যাক্', কিন্তু একটি—উচ্চারণ 'এক্‌টি' (অ্যাক্‌টি নয়); খেল (খেল্) কিন্তু খেলা (খ্যালা)। ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে *য-ফলা* থাকলেও তার উচ্চারণ অনেক সময়েই এ হয়। ▷ব্যক্তি (বেক্‌তি); ব্যতীত (বেতিতো)। [দ্র. স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ; এ-কার]।

এ২ : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। দ্র. ইয়া২।

এ৩ : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। দ্র. ইয়া১।

এ৪ : বাংলা *বিভক্তি*। একাধিক *কারকে* এই বিভক্তির প্রয়োগ হয়, এবং এই কারণে 'এ' *তির্যক বিভক্তি*। ১. *কর্তৃকারকে* : ▷**বাঘে** মানুষ খায়। তাকে নাকি **ভূতে** ধরেছে। ২. *কর্ম কারক* : ▷'**নৃপে** হেরি ছেলেমেয়ে ভয়ে ঘরে যায় ধেয়ে,'—রবীন্দ্র। ৩. *করণ কারক* : ▷**গঙ্গাজলে** গঙ্গাপুজো। সে নিজের **হাতে** লিখেছে। ৪. *অপাদান কারক* : ▷এই **পুকুরে** মাছ ধরা নিষিদ্ধ। **দুধে** হয় দই। ৫. *সম্প্রদান কারক* : ▷'**অন্ধজনে** দেহো আলো'—রবীন্দ্র। ভালো **বরে** কন্যা দিলাম। ৬. *অধিকরণ কারক* : ▷'**আকাশে** আজ কোন চরণের আসা যাওয়া'—রবীন্দ্র। [দ্র. কারক]।

এ৫ : বাংলা *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি*। *বর্তমান*, *অতীত* ও *ভবিষ্যৎ*—এই তিন *কালেই মধ্যম* ও *প্রথমপুরুষে* এই বিভক্তি হয়। ▷*বর্তমান কাল* : কেবল প্রথমপুরুষ (সে, তারা, তাহারা) ১. *সাধারণ বর্তমান* : ▷সে বলে (√বল্ + এ)। ২. *ঘটমান বর্তমান* : ▷সে বলছে, সে বলিতেছে (√বল্ + ইতে + √আছ্ + এ) = বলিতে আছে → বলিতেছে → বলছে)। ৩. *পুরাঘটিত বর্তমান* : ▷সে বলেছে; সে বলিয়াছে (√বল্ + ইয়া + √আছ্ + এ = বলিয়া আছে → বলিয়াছে → বলেছে)।

▷*অতীত কাল* : কেবল *মধ্যমপুরুষ* (তুমি, তোমরা)। ১. *সাধারণ অতীত* : ▷তুমি বললে; তুমি বলিলে (√বল্ + ইল্ + এ = বলিলে → বললে)। ২. *ঘটমান অতীত* : ▷তুমি বলছিলে; তুমি বলিতেছিলে (√বল্ + ইতে + √আছ্ + ইল্ + এ = বলিতে আছিলে → বলিতেছিলে → বলছিলে)। ৩. *পুরাঘটিত অতীত* : ▷তুমি বলেছিলে; তুমি বলিয়াছিলে (√বল্ + ইয়া + √আছ্ + ইল্ + এ = বলিয়া আছিলে → বলিয়াছিলে → বলেছিলে)। ৪. *নিত্যবৃত্ত অতীত* : ▷তুমি বলতে; তুমি বলিতে (√বল্ + ইত্ + এ = বলিতে → বলতে)।

▷*ভবিষ্যৎ কাল* : মধ্যমপুরুষ (তুমি, তোমরা); প্রথমপুরুষ (সে, তারা, তাহারা)। ১. *সাধারণ ভবিষ্যৎ* : ▷তুমি বলবে; তুমি বলিবে; সে বলবে; তাহারা বলিবে (√বল্ + ইব্ + এ)। ২. *ঘটমান ভবিষ্যৎ* : ▷তুমি বলতে থাকবে; তুমি বলিতে থাকিবে; সে বলতে থাকবে; সে বলিতে থাকিবে; তাহারা বলিতে থাকিবে (√বল্ + ইতে + √থাক্ + ইব্ + এ = বলিতে থাকিবে → বলতে থাকবে)। ৩. *পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ* : ▷তুমি বলে থাকবে; তুমি বলিয়া থাকিবে; সে বলতে

থাকবে; তাহারা বলিয়া থাকিবে। (√বল্ + ইয়া + √থাক্ + ইব্ + এ = বলিয়া থাকিবে → বলে থাকবে)। [দ্র. পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি]।

এ৬ : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। সাধারণত *ধ্বন্যাত্মক* শব্দের *শব্দদ্বৈতজনিত বিশেষ্য* শব্দকে *বিশেষণে* পরিবর্তিত করে। ▷থমথম + এ = থমথমে; ছটফট + এ = ছটফটে; ধবধব + এ = ধবধবে; জ্বলজ্বল + এ =জ্বলজ্বলে। [দ্র. ইয়া১]।

এক : দ্র. ডেকন্।

এককবাচক বিশেষ্য : দ্র. পরিমাণবাচক বিশেষ্য।

এক কথায় প্রকাশ : একাধিক *পদ*, এমনকী একটি পূর্ণ *বাক্যকেও* অনেকসময় একটি *শব্দে* প্রকাশ করা যায়। এইরকম হলে তাকে বলা হয় **এক কথায় প্রকাশ** করা বা **বাক্য সংকোচন**। ▷যা আঙুলে গোনা যায়—অঙ্গুলিগণ্য। যিনি আগে জন্মেছেন—অগ্রজ। জানার ইচ্ছা—জিজ্ঞাসা। জানতে ইচ্ছুক—জিজ্ঞাসু। অনেক কষ্টে যাকে অধ্যয়ন করা যায়—দুরধ্যয়। দানের ইচ্ছা—দিৎসা। আগে তরল ছিল না কিন্তু এখন তরল করা হয়েছে—তরলীকৃত। যে জলাশয়ে অনেক পদ্ম জন্মে—পদ্মাকর। পরের উপর নির্ভর করেন যিনি—পরনির্ভর।

এক ক্রিয়ার একাধিক কর্ম : কখনো *ক্রিয়ার* একাধিক *কর্ম* হতে পারে। ▷**রাম, শ্যাম, যদু, মধুকে** ডাকো তো। লক্ষণীয়, কেবল শেষ *কর্মপদের* সঙ্গেই *বিভক্তি* যোগ হয়েছে (মধু-কে), অন্য কর্মের সঙ্গে নয়। ▷**এক কিলো গুড়, তিন লিটার দুধ, এক ডজন কলা** আনবে বাজার থেকে। [দ্র. দ্বিকর্মক ক্রিয়া]।

এক ক্রিয়ার বহু কর্তা : একাধিক *কর্তাপদ* একটি *ক্রিয়াকে* চালালে তাকে বলা হয় **এক ক্রিয়ার বহু কর্তা**। ▷**জিনিসপত্রের দাম, চুরি ডাকাতির সংখ্যা** সবই বাড়ছে। রাস্তার **লোকেরা**, বারান্দায়-দাঁড়ানো **মানুষ**, পানের দোকানে ভিড়করা **ছেলেরা**, এমনকী ফুটপাতের ঘুমন্ত **কুকুরটাও** চমকে উঠল। [দ্র. কর্তৃকারক]।

একদেশসূচক আধার অধিকরণ কারক : দ্র. আধার অধিকরণ কারক।

একবচন : কোনো কিছু সংখ্যায় একটিমাত্র হলে তার **একবচন** হয়। একবচনের জন্য বাংলায় কোনো নির্দিষ্ট *প্রত্যয়* নেই। তবে শব্দের পরে টা, টি প্রভৃতি *নির্দেশক* কিংবা শব্দের আগে এক, একটা, একটি প্রভৃতি বসিয়ে একবচন বোঝানো হয়। ▷একটা লোক; একজন মানুষ, একটি জীবন; ছেলেটি; একখানি কালো মেঘ। [দ্র. বচন; বহুবচন]।

একশেষ দ্বন্দ্ব : দ্র. দ্বন্দ্ব সমাস।

একাক্ষর শব্দ : যে-*শব্দে* একটিমাত্র *দল* বা *অক্ষর* থাকে তা-ই **একাক্ষর শব্দ**। ▷সে; জল; চাঁদ; দিন; ঘুম; যাই; স্থান, স্ক্রু। [দ্র. দল; অক্ষর]।

এ-কার : *স্বরবর্ণ* 'এ' এক কিংবা একাধিক *ব্যঞ্জনধ্বনির* সঙ্গে যোগ হলে যে-*স্বরচিহ্ন* 'এ' বর্ণের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়, তার নাম **এ-কার**। চিহ্নটি হল 'ে' যা *আশ্রিত ব্যঞ্জনের* বাঁ-দিকে বসে। ▷কে; য়ে; তে; ঙ্ঘে, গ্রে। এদের বর্ণ বিশ্লেষণ যথাক্রমে ক্ + এ; য়্ + এ; ত্ + এ; ঙ্ + ঘ্ + এ; গ্ + র্ + এ।

এণু (এণু) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। √কৃ + এণু = করেণু; √হৃ + এণু = হরেণু।

এতে, তে : বাংলা *বিভক্তি*। একাধিক কারকে ব্যবহৃত হয় বলে এই বিভক্তি *তির্যক বিভক্তি*। এর প্রয়োগ 'তে' বিভক্তির মতোই। যার সঙ্গে যোগ হচ্ছে সেই *শব্দটির* উচ্চারণ স্বরান্ত হলে 'তে', ব্যঞ্জনান্ত হলে বিকল্পে 'এতে'। ▷বাড়িতে (বাড়ি + তে); ঘরেতে (ঘর + এতে); গায়েতে (গা + এতে); ঘিতে (ঘি + তে); ঘিয়েতে (ঘি + এতে)। ▷*কর্তৃকারক* : **বাঘেতে** ধরেছে। ▷*করণ কারক* : **দায়েতে** কাটা। ▷*অপাদান কারক* : **তিলেতে** তৈল হয়। ▷*অধিকরণ কারক* : **'ঘরেতে** ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে'—রবীন্দ্র। ▷*সম্প্রদান কারক* : ভালো **বরেতেই** কন্যাদান করেছেন। লক্ষণীয়, উপরের

উদাহরণগুলিতে 'এতে'-র জায়গায় 'এ' যোগ করলেও কাজ হয় অর্থাৎ দায়ে-কাটা, তিলে, ঘরে, বরে লিখলেও অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না। বরং এইরকম প্রয়োগই বেশি হয়। [দ্র. এ[৪]]।

এন[১] : বাংলা *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি*। *বর্তমান*, *অতীত* ও *ভবিষ্যৎ* এই তিনরকম কালেই এই *বিভক্তির* ব্যবহার আছে। সম্মানসূচক *মধ্যম* ও সম্মানসূচক *প্রথমপুরুষে* এই বিভক্তি লাগে। ▷*বর্তমান কাল* : মধ্যমপুরুষ (আপনি, আপনারা); প্রথমপুরুষ (তিনি, তাঁরা)। ১. *সাধারণ বর্তমান* : ▷আপনি বলেন; আপনারা বলেন; তিনি বলেন; তাঁরা বলেন (√বল্ + **এন**)। ২. *ঘটমান বর্তমান* : মধ্যমপুরুষ : ▷আপনি বলছেন; আপনারা বলছেন। আপনি বলিতেছেন; আপনারা বলিতেছেন। প্রথমপুরুষ : ▷তিনি বলছেন; তাঁহারা বলিতেছেন। (√বল্ + ইতে + √আছ্ + **এন** = বলিতে আছেন → বলিতেছেন → বলছেন)। ৩. *পুরাঘটিত বর্তমান* : মধ্যমপুরুষ : ▷আপনি বলেছেন; আপনারা বলেছেন। আপনি বলিয়াছেন; আপনারা বলিয়াছেন। প্রথমপুরুষ : ▷তিনি বলেছেন; তাঁরা বলেছেন। তিনি বলিয়াছেন; তাঁরা বলিয়াছেন। (√বল্ + ইয়া + √আছ্ + **এন** = বলিয়া আছেন → বলিয়াছেন → বলেছেন)।

▷*অতীত কাল*। ১. *সাধারণ অতীত* : মধ্যমপুরুষ : ▷আপনি বলেন; আপনারা বলেন; আপনি বলিলেন। প্রথমপুরুষ : ▷তিনি বলেন; তাঁরা বলেন; তিনি বলিলেন; তাঁহারা বলিলেন। (√বল্ + ইল + **এন** = বলিলেন → বলেন)। ২. *ঘটমান অতীত* : ▷মধ্যমপুরুষ : আপনি বলেছিলেন; আপনারা বলছিলেন; আপনি বলিতেছিলেন; আপনারা বলিতেছিলেন। প্রথমপুরুষ : ▷তিনি বলছিলেন; তাঁরা বলছিলেন; তিনি বলিতেছিলেন; তাঁহারা বলিতেছিলেন। (√বল্ + ইতে + √আছ্ + ইল্ + **এন** = বলিতে আছিলেন → বলিতেছিলেন → বলছিলেন)। ৩. *পুরাঘটিত অতীত* : ▷মধ্যমপুরুষ : আপনি বলেছিলেন; আপনারা বলেছিলেন; আপনি বলিয়াছিলেন; আপনারা বলিয়াছিলেন। প্রথমপুরুষ : ▷তিনি বলেছিলেন; তাঁরা বলেছিলেন; তিনি বলিয়াছিলেন; তাঁহারা বলিয়াছিলেন। (√বল্ + ইয়া + √আছ্ + ইল্ + **এন** = বলিয়া আছিলেন → বলিয়াছিলেন → বলেছিলেন)।

▷*ভবিষ্যৎ কাল*। ১. *সাধারণ ভবিষ্যৎ* : ▷মধ্যমপুরুষ : আপনি বলবেন; আপনারা বলবেন; আপনি বলিবেন; আপনারা বলিবেন। প্রথমপুরুষ : ▷তিনি বলবেন; তাঁরা বলবেন; তিনি বলিবেন; তাঁহারা বলিবেন। (√বল্ + ইব্ + **এন** = বলিবেন → বলবেন)। ২. *ঘটমান ভবিষ্যৎ* : মধ্যমপুরুষ : ▷আপনি বলতে থাকবেন; আপনারা বলতে থাকবেন; আপনি বলিতে থাকিবেন; আপনারা বলিতে থাকিবেন। প্রথমপুরুষ : ▷তিনি বলতে থাকবেন; তাঁরা বলতে থাকবেন; তিনি বলতে থাকিবেন; তাঁহারা বলিতে থাকিবেন। (√বল্ + ইতে + √থাক্ + ইব্ + **এন** = বলিতে থাকিবেন → বলতে থাকবেন। ৩. *পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ* : মধ্যমপুরুষ : ▷আপনি বলে থাকবেন; আপনারা বলে থাকবেন; আপনি বলিয়া থাকিবেন; আপনারা বলিয়া থাকিবেন। প্রথমপুরুষ : ▷তিনি বলে থাকবেন; তাঁরা বলে থাকবেন; তিনি বলিয়া থাকিবেন; তাঁহারা বলিয়া থাকিবেন। (√বল্ + ইয়া + √থাক্ + ইব্ + **এন** = বলিয়া থাকিবেন → বলে থাকবেন)।

এন[২] : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। ▷√গা + এন = গায়েন; √বাজ্ + এন = বাজেন → বায়েন।

এনপ্ (এন) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'প্' বাদ যায় 'এন' থাকে। ▷উত্তর + এন (এনপ্) = উত্তরেণ।

এর : বাংলা *বিভক্তি*। শব্দের শেষের *ধ্বনি ব্যঞ্জনধ্বনি* হলে *সম্বন্ধপদে* এই বিভক্তির ব্যাপক ব্যবহার বাংলায় আছে। ▷গাছ + এর = গাছের। এইরকম : ▷মানুষের, দিনের, শীতের। অনেকসময় স্বরান্ত (অ-কারান্ত) শব্দের পরেও 'এর' বিভক্তি হয়। ▷বুদ্ধ + এর = বুদ্ধের; রামকৃষ্ণ → রামকৃষ্ণের। লক্ষণীয়, বুদ্ধর, রামকৃষ্ণর—এইরকম সম্বন্ধপদ হওয়াও সম্ভব। (সাধারণত দেখা

যায় যে, বুদ্ধের, রামকৃষ্ণের এই এর-যুক্ত রূপগুলি বুদ্ধদেব, রামকৃষ্ণ পরমহংস প্রভৃতি মহাপুরুষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়। ▷**বুদ্ধের** বাণী। **রামকৃষ্ণের** শিষ্য। যদি কারও বন্ধুর নাম হয় বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ তাহলে 'বুদ্ধর বাড়ি যেতে হবে' কিংবা 'রামকৃষ্ণর ভাই-এর সঙ্গে দেখা হল'—এইরকম ব্যবহারই দেখা যায়। তবে এটা কোনো ব্যাকরণের বিধি নয়)।

এরা : *বহুবচন* বোঝানোর বাংলা *প্রত্যয়*। প্রাণীবাচক *শব্দের* শেষের *ধ্বনি* যদি *ব্যঞ্জনধ্বনি* হয়, তবে প্রধানত *কর্তৃকারকে* এই বিভক্তি হয়ে থাকে। ▷রাখাল—**রাখালেরা**; পণ্ডিত—**পণ্ডিতেরা**; বাঘ—**বাঘেরা**। *স্বরান্ত* শব্দেও 'এরা' যোগ হতে পারে। ▷মা—**মায়েরা**; সিপাই—**সিপাইয়েরা**। 'রা' *প্রত্যয়*ও একই কারণে ব্যবহার হতে পারে। ▷**রাখালরা; পণ্ডিতরা, বাঘরা**। স্বরান্ত ধ্বনির ক্ষেত্রে বুদ্ধদল হলেও 'রা' হতে পারে। ▷**সিপাইরা; ভাইরা**। এক *দলের* আ-ধ্বনির পর 'রা' সাধারণত লাগে না। ▷'মারা' হয় না,—**মায়েরা**। কিন্তু **দাদারা, মামারা**।

এরে : বাংলা *বিভক্তি*। একাধিক কারকে এই বিভক্তির ব্যবহার আছে, তাই 'এরে' *তির্যক বিভক্তি*। কবিতায় এর প্রয়োগ বেশি। ১. *কর্তৃকারক* : ▷**পণ্ডিতেরে** হতে হবে উদারহৃদয়। ২. *কর্ম কারক* : ▷'এক হাতে মোরা **মগেরে** রুখেছি'—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। ৩. *সম্প্রদান কারক* : ▷'**ব্রাহ্মণেরে** সমর্পিল শ্রেষ্ঠ ধন'—রবীন্দ্র।

এয় : দ্র. ঢক্।

এয়ক : দ্র. ঢকঞ্।

এলিম : দ্র. কেলিম।

ঐ : বাংলা *স্বরবর্ণ* ও *স্বরধ্বনি* 'ওই'-এর প্রতীক। এই স্বরধ্বনি *যৌগিক*। এর *স্বরচিহ্ন ঐ*-কার [দ্র.]।

ঐ-কার : যৌগিক *স্বরধ্বনি* 'ঐ' কোনো এক কিংবা একাধিক *ব্যঞ্জনধ্বনির* সঙ্গে যোগ হলে তা লেখার জন্য যে-*স্বরচিহ্নটি* ব্যবহৃত হয়, তার নাম **ঐ-কার**। চিহ্নটি হল 'ৈ', যা *আশ্রিত ব্যঞ্জনের* বাঁ-দিকে বসে। ▷চৈ; কৈ; ক্লৈ। এদের বর্ণ বিশ্লেষণ যথাক্রমে চ্ + ঐ; ক্ + ঐ; ক্ + ল্ + ঐ।

ঐতিহাসিক বর্তমান : ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায় *ক্রিয়াপদের পুরাঘটিত অতীত কালের* জায়গায় *সাধারণ বর্তমান কাল*, এমনকী *ঘটমান বর্তমানেরও* প্রয়োগ আছে। অতীত কালের জায়গায় বর্তমান কালের এইরকম প্রয়োগকে বলা হয় **ঐতিহাসিক বর্তমান**। ▷১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে সিপাহিবিদ্রোহ হয় (হয়েছিল অর্থে)। তিনি প্রায় ৪০ বছর রাজত্ব **করেন** (করেছিলেন অর্থে)। তখন তাঁর দরবারে বিরাজ **করছেন** (করছিলেন অর্থে) নবরত্ন। তিনি ১৯২০ সালে এম.এ. পরীক্ষা **দেন**। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত **হয়**। [দ্র. কাল]।

ও[১] : বাংলা *স্বরবর্ণ* এবং *স্বরধ্বনি* ও-এর প্রতীক। এর *স্বরচিহ্ন ও-কার* [দ্র.]। ও-ধ্বনি *ঊর্ধ্বমধ্য, অর্ধসংবৃত, পশ্চাৎ, বর্তুল* ও *কণ্ঠ্য*। ও-বর্ণ এবং *ও-কারের* উচ্চারণের কোনো ব্যতিক্রম নেই—সর্বদাই 'ও' উচ্চারিত হয়। অন্যদিকে ও-বর্ণ কিংবা ও-কার না-থাকা সত্ত্বেও *নিহিত অ*, কিংবা অ-বর্ণের উচ্চারণ 'ও' হতে পারে। ▷রবি—**রোবি**; কমল—**কমোল**; পদ্য—**পোদ্‌দো**। [দ্র. অ[১]]।

ও[২] : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। দ্র. উয়া[২]।

ও[৩] : বাংলা *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি*। *মধ্যমপুরুষ* (তুমি, তোমরা) *অনুজ্ঞায়* এই *বিভক্তি* ব্যবহার করা হয়। ▷তুমি **বলো** (অর্থাৎ তোমাকে বলতে বলা হচ্ছে)। তুমি **গাও** (তোমাকে গাইতে বলা হচ্ছে)। ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞায় অবশ্য দুটোই ও-কার হয়। ▷তুমি **বোলো** (এক্ষুনি নয়, তোমাকে পরে বলতে বলা হচ্ছে)। (অনেক ধাতুতে অবশ্য ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞার রূপটি আলাদা রকমের হয়। ▷গাও—গেয়ো; কেনো—কিনো)।

ও[৪] : দ্র. ডো।

ও-কার : *স্বরধ্বনি* 'ও' কোনো এক কিংবা একাধিক *ব্যঞ্জনধ্বনির* সঙ্গে যুক্ত হলে তা লেখার জন্য যে-স্বরচিহ্ন ব্যবহৃত হয়, তার নাম **ও-কার**। চিহ্নটি হল 'ে া' যা *আশ্রিত ব্যঞ্জনের* দুই ধারে বসে। ▷কো; পো; ম্বো; ক্লো। এদের বর্ণ বিশ্লেষণ যথাক্রমে ক্ + ও; প্ + ও; ম্ + ব্ + ও; ক্ + ল্ + ও।

ওয়া[১] : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। ▷ঘর + ওয়া = ঘরোয়া।

ওয়া[২] : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। ▷√লাগ্ + ওয়া = লাগোয়া; √বাঁচ্ + ওয়া = বাঁচোয়া।

ওয়া[৩] : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়* যা আর একটি *প্রযোজক ধাতু* তৈরি করে। যেসব *ধাতুর* শেষে *স্বরধ্বনি* থাকে সেইসব ধাতুর সঙ্গেই এই *প্রত্যয়* লাগে। ▷√খা + ওয়া = √খাওয়া। অন্যকে খাওয়ানো অর্থে এই ধাতুর ব্যবহার। এর ক্রিয়ারূপ—খাওয়াচ্ছি, খাওয়ান, খাওয়াবি প্রভৃতি। এর সঙ্গে 'নো' প্রত্যয় যোগ করলে *বিশেষ্য* পাওয়া যায়। √খাওয়া + নো = খাওয়ানো অর্থাৎ অন্যকে খাদ্য গ্রহণ করানোর প্রক্রিয়া। ▷√শো + ওয়া = √শোওয়া → শোয়া; √দে + ওয়া = √দেওয়া; √নি + ওয়া = √নেওয়া। বস্তুত এই প্রত্যয়টি ধাতুপ্রত্যয় 'আ'। স্বরান্ত ধাতুর শেষে 'আ' সরাসরি লাগানো যায় না। তাই 'ও' ধ্বনিটির আগম হয়। ▷√খা + আ = √খাআ হয় না। তাই মাঝখানে 'ও' আসে। 'আ' 'য়া'-তে পরিবর্তিত হয়। ▷√খা + আ, 'ও' আগম হয়ে √খাওআ → খাওয়া। [দ্র. আ[৪], আ[৫]]।

ওয়ান : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। আছে, সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে এইসব অর্থে এই *প্রত্যয়ের* ব্যবহার। ▷গাড়ি + ওয়ান = গাড়োয়ান; দ্বার + ওয়ান = দ্বারোয়ান → দ্বারোয়ান → দারোয়ান। (এইটিকে অবশ্য 'দ্বারবান্' শব্দের পরিবর্তিত রূপও বলা চলে)।

ওয়াল : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। দ্র. ওয়ালা।

ওয়ালা, আলা : এই *শব্দপ্রত্যয়টি* হিন্দি থেকে বাংলায় এসেছে। আছে, ব্যাবসা করে প্রভৃতি অর্থে এই *প্রত্যয়ের* ব্যবহার। এর কয়েকটি রূপভেদ আছে—ওয়ালা, আলা এবং *স্ত্রী-প্রত্যয় ওয়ালি*। ▷বাড়ি + ওয়ালা = বাড়িওয়ালা (যার বাড়ি আছে); গাড়ি + ওয়ালা = গাড়িওয়ালা; পয়সা + ওয়ালা = পয়সাওয়ালা; মাছ + ওয়ালা = মাছওয়ালা; গো + ওয়ালা = গোয়ালা। **ওয়াল** : ▷ঘাট + ওয়াল = ঘাটোয়াল; রাখ + ওয়াল = রাখোয়াল → রাখাল। **আল** : ▷ঘোষ + আল = ঘোষাল; দাঁত + ওয়াল = দাঁতাল। স্ত্রীলিঙ্গে এই প্রত্যয়ের তিনটি রূপভেদ দেখা যায়—**ওয়ালি, আলি, উলি**। ▷বাড়ি + ওয়ালি = বাড়িওয়ালি → বাড়িউলি; মাছ + ওয়ালি = মাছওয়ালি → মাছউলি; ঘুঁটে + উলি = ঘুঁটেউলি; বাসন + ওয়ালি = বাসনওয়ালি, বাসনউলি; বাড়ি + আলি = বাড়িআলি → বাড়িয়ালি। প্রকৃতপক্ষে 'আলি' কিংবা 'উলি' হল 'ওয়ালি'র পরিবর্তিত রূপ। 'আলা' প্রত্যয়টি 'ওয়ালা' প্রত্যয়েরই সংক্ষিপ্ত রূপ। ▷বাড়ি + আলা = বাড়িআলা → বাড়িয়ালা; তরকারি + আলা = তরকারিআলা → তরকারিয়ালা।

ওয়ালি : বাংলা *স্ত্রী-প্রত্যয়*। মহিলা মালিক, মহিলা বিক্রেতা প্রভৃতি অর্থে এই *প্রত্যয়* ব্যবহার হয়। *'উলি'* এই প্রত্যয়েরই রূপভেদ। ▷বাড়ি + ওয়ালি = বাড়িওয়ালি; ঘুঁটে + ওয়ালি = ঘুঁটেওয়ালি। [দ্র. ওয়ালা]।

ওরন্ (ওর) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন' বাদ যায়, 'ওর' থাকে। ▷√কঠ্ + ওর (ওরন্) = কঠোর; কিম্- √শ + ওর (ওরন্) = কিশোর; √চক্ + ওর (ওরন্) = চকোর।

ওলচ্ (ওল) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'ওল' থাকে। ▷√কণ্ড্ + ওল (ওলচ্) = কণ্ডোল; √কন্প্ + ওল (ওলচ্) = কপোল; √কল্ল + ওল (ওলচ্) = কল্লোল।

ওষ্ঠ, ঠোঁট : অন্যতম *উচ্চারণস্থান*। ওষ্ঠ বলতে এই বিশেষ প্রসঙ্গে উপর ও নীচ—এই দুই ঠোঁটই বোঝায়, যদিও ওপরের ঠোঁট হল ওষ্ঠ, নীচেরটি অধর। *স্বরধ্বনি* ও *ব্যঞ্জনধ্বনির* উচ্চারণে ওষ্ঠের বিশেষ ভূমিকা আছে। অধর ও ওষ্ঠের মধ্যেকার ফাঁকের আকৃতি ও আয়তনের উপর স্বরধ্বনির *বর্তুল, প্রসৃত, সংবৃত, বিবৃত, অর্ধসংবৃত* কিংবা *অর্ধবিবৃত* হওয়া নির্ভর করে। অন্যদিকে *ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন* ধ্বনির নির্মাণ ও নিয়ন্ত্রণ ওষ্ঠ ও অধরের স্পর্শনির্ভর। [দ্র. উচ্চারণস্থান]।

ওষ্ঠ্য বর্ণ : দ্র. ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন।

ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন : যে-*ব্যঞ্জনধ্বনির* উচ্চারণে ঠোঁট দুটি প্রথমে পরস্পরকে স্পর্শ করে, ও পরে ফাঁক হয়, তাদের বলা হয় **ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন**। ▷প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্ অর্থাৎ *প-বর্গের* ব্যঞ্জনগুলি এই শ্রেণির। এইসব ধ্বনির উচ্চারণে প্রথমে দুটি ঠোঁট পরস্পরকে স্পর্শ করে ও পরে ফাঁক হয়। একই কারণে এই ধ্বনিগুলির লিখিত প্রতীক প, ফ, ব, ভ, ম—এই *ব্যঞ্জনবর্ণ* পাঁচটিকেও বলা হয় ওষ্ঠ্য বর্ণ।

ওষ্ঠ্য শীৎকার ধ্বনি : মুখের ভিতরে বাতাস নেওয়ার সময় ঠোঁটের সাহায্যে উৎপন্ন ধ্বনি-বিশেষ। সাধারণত এই ধ্বনিকে 'চুমকুড়ি' বলা হয়। ঠোঁট গোল করে এই ধ্বনি করা হলে তা হবে বর্তুল ওষ্ঠ্য শীৎকার। ঠোঁট প্রসারিত হলে হয় প্রসারিত ওষ্ঠ্য শীৎকার। [দ্র. শীৎকার]।

ঔ[১] : বাংলা *স্বরবর্ণ* ও *যৌগিক স্বরধ্বনি* 'ওউ'-এর প্রতীক। এর *স্বরচিহ্ন ঔ-কার* [দ্র.]।

ঔ[২] : দ্র. ঔ।

ঔ-কার : *যৌগিক স্বরধ্বনি* '*ঔ*' এক কিংবা একাধিক *ব্যঞ্জনধ্বনির* সঙ্গে যুক্ত হলে তা লেখার জন্য যে-*স্বরচিহ্ন* ব্যবহার করা হয়, তা-ই **ঔ-কার**। চিহ্নটি হল 'ৌ' এবং এটি *আশ্রিত ব্যঞ্জনের* দুই পাশে বসে। ▷গৌ; কৌ; যৌ; স্ট্রৌ। এদের বর্ণ বিশ্লেষণ যথাক্রমে গ্ + ঔ; ক্ + ঔ; য্ + ঔ; স্ + ট্ + র্ + ঔ।

ং : দ্র. অনুস্বার।

ঃ : দ্র. বিসর্গ।

ঁ : দ্র. চন্দ্রবিন্দু।

ক্ : দ্র. কুক্।

ক[১] : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* এবং ক্-ধ্বনির প্রতীক। *ক-বর্গের* প্রথম বর্ণ। ক্-ধ্বনি *কণ্ঠ্য, স্পর্শ, অঘোষ* ও *অল্পপ্রাণ*। [দ্র. ব্যঞ্জনধ্বনি]।

ক[২] : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে স্বার্থে এই প্রত্যয় হয় অর্থাৎ এই প্রত্যয় যোগ হলে শব্দের অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না। ▷ঢোল + ক = ঢোলক; বস্তুত 'ঢোল' আর 'ঢোলক'-এর অর্থ একই। এইরকম : ▷দম + ক = দমক → দমকা; বাল + ক = বালক; ধনু + ক = ধনুক; ফলা + ক = ফলাক → ফলক। [দ্র. স্বার্থিক প্রত্যয়]।

ক[৩], কা : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে এই *প্রত্যয়* যোগ হয়ে যে-শব্দ হয় তা ক্রিয়াটির ভাব ইত্যাদি প্রকাশ করে। ▷√ফাট্ + ক = ফাটক; √ঝল্ + ক = ঝলক; √ঝল্ + কা = ঝলকা। অনেকসময়েই 'কা'-প্রত্যয় দ্বিতীয় একটি ধাতু তৈরি করে। ▷মুচ্ + কা → √মুচকা; √কুঁচ + কা = √কুঁচকা।

ক[৪] (অ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'অ' থাকে। ▷অংস- √ত্রৈ + অ(ক) = অংসত্র; অঙ্গা- √দো + অ(ক) = অঙ্গাদ; √বুধ্ + অ(ক) = বুধ; বি- √জ্ঞা + অ(ক) = বিজ্ঞ; √প্রী + অ (ক) = প্রিয়; সু- √স্থা + অ(ক) = সুস্থ; জল- √দা + অ(ক) = জলদ; শত্রু- √হন্ + অ(ক) = শত্রুঘ্ন; অন্তর্- √স্থা + অ(ক) = অন্তঃস্থ; √বৃক্ + অ(ক) = বৃক।

ক৫ : দ্র. কক্; কন্১; কন্২; কপ্১।

কক্ (ক) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'ক' থাকে। ▷√বল্ + ক (কক্) = বল্ক; √মূ + ক (কক্) = মূক।

কঞ্ (অ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' ও 'ঞ্' বাদ যায় 'অ' থাকে। ▷কিম- √দৃশ্ + অ (কঞ্) = কীদৃশ; তদ্- √দৃশ + অ (কঞ্) = তাদৃশ; অস্মদ্- √দৃশ্ + অ (কঞ্) = মাদৃশ; স- √দৃশ্ + অ (কঞ্) = সদৃশ।

কটচ্ (কট) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'কট' থাকে। ▷বি + কট (কটচ্) = বিকট; সম + কট (কটচ্) = সংকট।

কণ্ঠ : গলনালির উপরের অংশ যা *ধ্বনি* উচ্চারণের সঙ্গে সম্পর্কিত সেই অংশের নাম **কণ্ঠ**। এই স্থানের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি হল *কণ্ঠ্য ধ্বনি*। *স্বরধ্বনি* হলে তা হবে *কণ্ঠ্য স্বরধ্বনি* [দ্র.]। ▷উ, ও, অ। এই ধ্বনি *ব্যঞ্জনধ্বনি* হলে হবে *কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন* [দ্র.]। ▷ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্। [দ্র. উচ্চারণস্থান]।

কণ্ঠনালীয় ধ্বনি : উচ্চারণের সময় কণ্ঠনালির পেশির সংকোচনের ফলে উৎপন্ন *ধ্বনি* এই শ্রেণির। *ব্যঞ্জনধ্বনি* 'হ্' ও *বিসর্গ* (ঃ) উচ্চারণের ধ্বনি কণ্ঠনালীয়। এর অন্য নাম **কণ্ঠনালীয় ব্যঞ্জন**। [দ্র. উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ধ্বনির শ্রেণিবিভা গ]।

কণ্ঠমূলীয় ধ্বনি : দ্র. পশ্চজিহ্ব্য।

কণ্ঠ্য বর্ণ : দ্র. কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন।

কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন : যে-*ব্যঞ্জনধ্বনির* উচ্চারণে জিভের পিছন দিক উঁচু হয়ে তালুর পিছন দিক স্পর্শ করে তাদের বলা হয় **কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন**। ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্ অর্থাৎ *ক-বর্গের* ব্যঞ্জনগুলির ধ্বনি এই শ্রেণির। *বর্ণ* ক, খ, গ, ঘ, ঙ কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন ধ্বনিরই প্রতীক, তাই এই বর্ণগুলিকে **কণ্ঠ্য বর্ণ** বলাও হয়। [দ্র. জিহ্বামূলীয় স্পর্শধ্বনি; উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]।

কণ্ঠ্য স্বরধ্বনি : যে-*স্বরধ্বনির* উচ্চারণে জিভ পিছনের দিকে নরম তালুর কাছে থাকে তাদের বলা হয় **কণ্ঠ্য স্বরধ্বনি**। ▷উ; ও; অ। এই শ্রেণির সব স্বরধ্বনিই *বর্তুল* ও *পশ্চাৎ*। এদের মধ্যে উ—*ঊর্ধ্ব* ও *সংবৃত*; ও—*ঊর্ধ্বমধ্য* ও *অর্ধসংবৃত*; অ—*নিম্নমধ্য* ও *অর্ধবিবৃত*। [দ্র. স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]।

কতু (অতু) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'অতু' থাকে। ▷√কৃ + অতু (কতু) = ক্রতু।

কত্রিচ্ (অত্রি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' ও 'চ্' বাদ যায়, 'অত্রি' থাকে। ▷√ঋ + অত্রি (কত্রিচ্) = রত্রি।

কথন্ (অথ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'ন্' বাদ যায়, 'অথ' থাকে। ▷√সো + অথ (কথন্) = সথ। (অবসথ)।

ক্থন্ (থ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'ন্' বাদ যায়, 'থ' থাকে। ▷√কাশ্ + থ (ক্থন্) = কাষ্ঠ; অব- √ভৃ + থ (ক্থন্) = অবভৃথ; √রম্ + থ (ক্থন্) = রথ।

ক্থিন্ (থি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'ন্' বাদ যায়, 'থি' থাকে। ▷√অস্ + থি (ক্থিন্) = অস্থি।

কন্১ (ক) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'ক' থাকে। ▷পঞ্চন্ + ক (কন্) = পঞ্চক; অঙ্গার + ক (কন্) = অঙ্গারক; ছত্র + ক (কন্) = ছত্রক; চতুর্ + ক (কন্) = চতুষ্ক; অভি + ক (কন্) = অভিক → অভীক; অঙ্গা + ক (কন্) = অঙ্গাক; অংশু + ক (কন্) = অংশুক; পুত্র + ক (কন্) = পুত্রক; ছত্র + ক (কন্) = ছত্রক; গুড় + ক (কন্) = গুড়ক।

কন্[২] (ক) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'ক' থাকে। ▷√কা + ক (কন্) = কাক; √শল্ + ক (কন্) = শল্ক; √ই + ক (কন্) =এক; √ভী + ক (কন্) = ভেক।

কনসি (অনস্) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'ই' বাদ যায়, 'অনস্' থাকে। ▷√বশ্ + অনস্ (কনসি) = উশনস্ → উশনা।

কনিন্ (অন্) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'ই', 'ন্' বাদ যায়, 'অন্' থাকে। ▷√অশ্ + অন্ (কনিন্) = অষ্টন্ → অষ্ট; ন- √হা + অন্ (কনিন্) = অহন্ → অহঃ; √পূষ + অন্ (কনিন্) = পূষন্ → পূষা। √প্লিহ্ + অন্ (কনিন্) = প্লীহন → প্লীহা; √মহ্ + অন্ (কনিন্) = মঘবা; √যু + অন্ (কনিন্) = যুবন্ → যুবা।

কপ্[১] (ক) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'প্' বাদ যায়, 'ক' থাকে। ▷বয়স্ + ক (কপ্) = বয়স্ক; মনস্ + ক (কপ্) = মনস্ক; অনর্থ + ক (কপ্) = অনর্থক; শিরস্ + ক (কপ্) = শিরস্ক।

কপ্[২] (অ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' 'প' বাদ যায়, 'অ' থাকে। ▷কাম-√দুহ্ + অ (কপ্) = কামদুঘ।

কপন্ (অপ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'অপ' থাকে। ▷√বল্ + অপ (কপন্) = উলপ → উলুপ; √বিট্ + অপ (কপন্) = বিটপ।

ক-বর্গ : বাংলা *বর্ণমালার* প্রথম পঁচিশটি *বর্ণকে* পাঁচটি *বর্গে* ভাগ করা হয়েছে। বর্ণগুলি যে যে *ধ্বনির* প্রতীক, সেইসব ধ্বনির *উচ্চারণস্থান* অনুযায়ীই এই বিভাগীকরণ। **ক-বর্গে** আছে পাঁচটি বর্ণ—ক, খ, গ, ঘ, ঙ। উচ্চারণের প্রকার অনুযায়ী এরা *জিহ্বামূলীয় স্পর্শবর্ণ*। এর মধ্যে পঞ্চম বর্ণ ঙ *নাসিক্য বর্ণ*, কারণ এর ধ্বনি *নাসিক্য ধ্বনি*। ক-বর্গের *ব্যঞ্জনধ্বনিগুলি কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন*। [দ্র. বর্গ]।

কমচ্ (অম) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'চ্' বাদ যায়, 'অম' থাকে। ▷√কল্ + অম (কমচ্) = কলম।

কমরচ্ (মর) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'চ্' বাদ যায় 'মর' থাকে। ▷√ঘস্ + মর (কমরচ্) = ঘস্মর।

কমা, পাদচ্ছেদ : *বাক্যের* অন্তর্গত *ছেদচিহ্ন* (,)। বাক্যের মধ্যে যেখানে সামান্যক্ষণ থামার দরকার সেখানে এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। ▷লোহা, তামা, সোনা, রুপো, হাইড্রোজেন, অক্সিজেন—সবই মৌলিক পদার্থ। ▷তখন তিনি বললেন, "তাহলে কাল এসো"। সুভাষ, আমাদের সহপাঠী, খুব ভালো করেছে পরীক্ষায়। ▷'এইবার, এই সূচীর দিকে লক্ষ্য রেখে, আমাদের পক্ষে সহজ হতে পারবে গানগুলির মধ্য দিয়েও রবীন্দ্রনাথের সেই যাবার পথ চিনে নেওয়া।'—শঙ্খ ঘোষ। ▷কাদা হলেই যে কেঁচো হবে, এমন কোনো কথা নেই। [দ্র. ছেদচিহ্ন]।

কম্পনজাত ধ্বনি : দ্র. রণিত ধ্বনি।

কম্পনজাত বর্ণ : দ্র. রণিত ধ্বনি।

কম্পিত ব্যঞ্জন : দ্র. রণিত ব্যঞ্জন।

কয়ন্ (অয়) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'ন্' বাদ যায়, 'অয়' থাকে। ▷√তন্ + অয় (কয়ন্) = তনয়; √বল্ + অয় (কয়ন্) = বলয়; √মল্ + অয় (কয়ন্) = মলয়; √হৃ + অয় (কয়ন্) = হৃদয়।

করচ্ (কর) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায় 'কর' থাকে। ▷√শৃ + কর (করচ্) = শর্কর।

করণ কারক : *কারকের* অন্যতম শ্রেণি। *কর্তা* যার সাহায্যে *ক্রিয়া* সম্পাদন করে তার হয় **করণ**

কারক। ▷সে **কলম দিয়ে** লিখছে। এখানে কর্তা—সে; *ক্রিয়া*—লিখছে, আর এই লেখার কাজটা হচ্ছে কলমের সাহায্যে। এটি করণ কারক। ▷'**স্বপ্ন দিয়ে** তৈরি সে দেশ'—দ্বিজেন্দ্রলাল। 'আকাশ আমায় ভরল **আলোয়**,'—রবীন্দ্র। করণ কারকের জন্য কোনো নির্দিষ্ট *বিভক্তি* নেই। এ, তে, র, এর প্রভৃতি বিভক্তি, এবং দ্বারা, দিয়া, দিয়ে, কর্তৃক প্রভৃতি *অনুসর্গ* করণ কারকে ব্যবহৃত হয়। [দ্র. করণ কারকের বিভক্তি]। করণ কারকের কয়েকটি শ্রেণি আছে। ১. যন্ত্রাত্মক করণ : কোনো যন্ত্র, হাতিয়ার দিয়ে কাজ সমাধা হলে এই শ্রেণির করণ কারক হয়। ▷**ছুরি দিয়ে** পেনসিল কাটা যায়। '**পুষ্প দিয়ে** মার যারে'—রবীন্দ্র। ২. *উপাদানবাচক করণ* [দ্র.] : ক্রিয়ার সম্পাদনের উপাদান কিংবা বস্তু করণ কারক হলে তা হবে উপাদানবাচক করণ। ▷আকাশ **ধোঁয়ায়** আচ্ছন্ন হল। ৩. *উপায়াত্মক করণ* [দ্র.] : করণ কারক ক্রিয়া সম্পাদনের উপায় হলে তা হবে উপায়াত্মক করণ। ▷**ছলে বলে, কৌশলে** যেভাবেই হোক কাজটি করতেই হবে। ৪. *সমধাতুজ করণ* [দ্র.] : করণ কারকটি যদি ক্রিয়াপদটি যে-*ধাতু* থেকে হচ্ছে সেই ধাতু থেকেই তৈরি হয়, তবে তা হবে সমধাতুজ করণ। ▷বড়ো **জ্বালায়** জ্বলছি। এমন **বাঁধনে** বেঁধো না। ৫. করণে বীপ্সা : একই শব্দ পর পর দু-বার ব্যবহার করে করণ কারকের ভাব বোঝানো যেতে পারে। ▷**মেঘে মেঘে** বেলা হয়েছে। '**গানে গানে** তব বন্ধন যাক টুটে'—রবীন্দ্র। [দ্র. কারক; অনুসর্গ]।

করণ কারকের বিভক্তি : *করণ কারকের* জন্য কোনো নির্দিষ্ট *বিভক্তি* বাংলায় নেই। তে, এ, র, এর, য় প্রভৃতি বিভক্তি, এবং দ্বারা, দিয়া, দিয়ে, কর্তৃক প্রভৃতি *অনুসর্গ* এই কারকে ব্যবহার করা হয়। ১. **এ, য়ে** : ▷এটা সে নিজের **হাতে** লিখেছে। আধুনিক **যন্ত্রে** প্রস্তুত। লাল **ফুলে** গাছ ভরে গেছে। সোজা **আঙুলে** ঘি ওঠে না। ফুলের **ঘায়ে** মূর্ছা। ২. **য়** : ▷**সোনায়** মোড়া; **পাতায়** ঢাকা। ৩. **তে, এতে** : ▷**গাড়িতে** এলাম। **ছুরিতে** কেটেছে। **দায়েতে**-কাটা তামাক। ৪. **র, এর** : ▷**কলমের** খোঁচা। **লাঠির** বাড়ি। ৫. *অনুসর্গ* যোগে : ▷**সাঁড়াশি দিয়ে** ধরো। **হাতে করে** আনো। **ওর দ্বারা** একাজ হবে না। **রামকে দিয়ে** বইটা আনালাম। **কুঠারের দ্বারা** গাছটাকে কাটতে হবে। **পুলিশ কর্তৃক** চোর ধৃত হল। **জনগণের দ্বারা**। লক্ষণীয়, রামকে দিয়ে, কুঠারের দ্বারা প্রভৃতি প্রয়োগে বিভক্তি ও অনুসর্গ দুই-ই লাগছে। ৬. *শূন্যবিভক্তি* : ▷**চাবুক** মারা। **ছাতা-পেটা** করা। ৭. বীপ্সায় [দ্র.] : ▷**রোগে রোগে** শরীর জীর্ণ হল। করণ কারকের বিভক্তিকে **তৃতীয়া বিভক্তিও** বলা হয়। তবে বাংলায় এই পরিভাষাটির প্রচলন কমে আসছে ও থাকার কোনো সংগত কারণও নেই।

করণ তৎপুরুষ সমাস : *তৎপুরুষ সমাসের* শ্রেণি-বিশেষ। এই সমাসে *পূর্বপদ উত্তরপদের* করণস্থানীয় হয় ও পূর্বপদের *করণ কারকের বিভক্তি* কিংবা *অনুসর্গ* লোপ হয়ে সমাসবদ্ধ পদটি তৈরি হয়। **তৃতীয়া তৎপুরুষ** এই সমাসের অন্য নাম, তবে এই নামটির ব্যবহার ক্রমশ কমে আসছে। ▷অস্ত্রাহত—এই সমাসটির পূর্বপদ অস্ত্র; উত্তরপদ—আহত; লোপপ্রাপ্ত বিভক্তি ও অনুসর্গ—এর দ্বারা। পুরো কথাটার অর্থ অস্ত্রের দ্বারা আহত। 'এর' ও 'দ্বারা' বাদ গেল। বাকি শব্দ দুটো জোড়া লেগে সমাসবদ্ধ পদ হল অস্ত্রাহত। এই সমাস করণ তৎপুরুষ। ▷পরান্নপালিত (পরের অন্ন দ্বারা পালিত); ছাতাপেটা (ছাতার দ্বারা পেটানো); শিশিরসিক্ত (শিশিরের দ্বারা সিক্ত)। *অলুক্ সমাসেও* করণ তৎপুরুষ আছে। ▷ঘিয়ে-ভাজা (ঘিয়ের দ্বারা ভাজা); হাতে-গড়া (হাতের দ্বারা গড়া); কলে-ছাঁটা (কল দিয়ে ছাঁটানো)। [দ্র. সমাস; তৎপুরুষ সমাস]।

করণ সম্বন্ধ : *সম্বন্ধ পদটি সম্বন্ধিতের করণ কারকবাচক* হলে সম্বন্ধটিকে বলা হয় **করণ সম্বন্ধ**। ▷**কলমের** খোঁচা; **চোখের** ইশারা; **হাতের** কাজ; **খাঁড়ার** ঘা।

করণে বীপ্সা : দ্র. করণ কারক।

করন্ (অর) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'ন্' বাদ যায়, 'অর' থাকে। ▷√পিঠ + অর (করন্) = পিঠর (হাঁড়ি); √পুষ্ + অর (করন্) = পুষ্কর।

করুণাসূচক অব্যয় : *মনোভাববাচক অব্যয়ের* একটি শ্রেণি। *অনন্বয়ী* শ্রেণির এই অব্যয় করুণা, সহানুভূতি প্রভৃতির ভাব প্রকাশ করে। ▷**আহা!** বেচারাকে আসতে দাও আমার কাছে। **ওহো!** ওর জন্য বড়ো কষ্ট হচ্ছে।

কর্তা : *বাক্যের ক্রিয়াটিকে* যে চালায় কিংবা সম্পন্ন করে তাকে বলা হয় **কর্তা** কিংবা **কর্তাপদ** বা **কর্তৃপদ**। কর্তার কারক হল *কর্তৃকারক* [দ্র.]। ▷**সে** যায়। '**রাম** বনে ফুল পাড়ে'—রবীন্দ্র। **তার** যাওয়া হল না। বাক্যের গঠন অনুযায়ী কর্তাকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা চলে। **১.** *উহ্য কর্তা* [দ্র.] : ▷'মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা'—রবীন্দ্র। **২.** *বহু ক্রিয়ার কর্তা* [দ্র.] : ▷**তিনি** ঘরে ঢুকে জুতো খুললেন, সুইচ টিপে পাখাটা চালালেন, সোফায় বসলেন তারপর যেন হঠাৎই আমাকে দেখতে পেয়েছেন এমন ভাব করে বললেন, 'কী হে কখন এলে?' **৩.** *এক ক্রিয়ার বহু কর্তা* [দ্র.] : ▷জিনিস পত্রের **দর**, চুরিডাকাতির **সংখ্যা**, সাধারণ লোকের **দুঃখ-দুর্দশা** সবই বাড়ছে। **৪.** *সমধাতুজ কর্তা* [দ্র.] : ▷**ঘটনা** ঘটল। **বাজনা** বাজল। **৫.** *নিরপেক্ষ কর্তা* [দ্র.] : ▷**দাঁত** থাকতে মানুষ দাঁতের মর্যাদা বোঝে না। **৬.** *কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা* [দ্র.] : ▷**বাঁশি** বাজে। তখন **দরজাটা** খুলল। **৭.** *অনুক্ত কর্তা* [দ্র.] : ▷**তোমার দ্বারা** এ কাজ হবে না। **৮.** *ব্যতিহার কর্তা* [দ্র.] : ▷**রাজায় রাজায়** যুদ্ধ হচ্ছে। **৯.** *সহযোগী কর্তা* [দ্র.] : ▷**বাপ ব্যাটাতে** পরামর্শ করছে। **১০.** *বাক্যাংশ কর্তা* [দ্র.] : ▷**সীমাহীন অহংকারই** তাকে ডোবাল।

প্রযোজক ক্রিয়া হলে কর্তাকে বলা হয় *প্রযোজক কর্তা*। ▷**মা শিশুকে** দুধ খাওয়াচ্ছেন, এই বাক্যে মা—*প্রযোজক কর্তা*, আর শিশু—*প্রযোজ্য কর্তা*। [দ্র. কারক; কর্তৃকারকের বিভক্তি; প্রকৃত কর্তা]।

কর্তাপদ : দ্র. কর্তা।

কর্তায় ষষ্ঠী : *বাক্যের প্রকৃত কর্তা* অনেকসময়েই 'র' কিংবা 'এর' *বিভক্তিযুক্ত* হয়, আর এইরকম হলে তাকে বলে **কর্তায় ষষ্ঠী**। ▷**আমার** যাওয়া হল না। **তার** আসতে দেরি হবে। **রামের** গেলে চলবে না। **সকলেরই** এই কাজে সাহায্য করা উচিত। [দ্র. ষষ্ঠী বিভক্তি; কর্তা সম্বন্ধ]।

কর্তায় সপ্তমী : *বাক্যের কর্তা* 'এ', 'এতে' ইত্যাদি *বিভক্তিযুক্ত* হলে তাকে বলা হয় **কর্তায় সপ্তমী**। এই বিভক্তি ছাড়াও বাক্য হয় কিন্তু অনেকসময়েই এই বিভক্তি বাক্যটির অর্থ স্পষ্ট করে কিংবা তাকে বিশেষ ব্যঞ্জনা দেয়। যেমন 'লোক বলে' বললে যা বোঝায় 'লোকে বলে' বললে তার থেকে ব্যাপকতর কিছু বোঝায়। ▷হালের গোরু **বাঘে** খেয়েছে। এখানে 'হালের গোরু বাঘ খেয়েছে' বললে অর্থহীন বাক্য হয়ে দাঁড়ায়। 'বাঘ হালের গোরু খেয়েছে' বললে মানে হয় ঠিকই কিন্তু ছড়াটির স্পন্দন থাকে না। ▷**বুলবুলিতে** ধান খেয়েছে। **পাগলে** কী না বলে, **ছাগলে** কী না খায়। রেশনে যা চাল দেয় তা **মানুষে** খেতে পারে না। [দ্র. সপ্তমী বিভক্তি; কর্তৃকারকের বিভক্তি]।

কর্তা সম্বন্ধ : *বাক্যের কর্তার* সঙ্গে যদি 'র' কিংবা 'এর' বিভক্তি যোগ হয়, তবে *কর্তৃকারকটির* চেহারা হয় *সম্বন্ধপদের* মতো। এইরকম হলে তাকে বলা **কর্তা সম্বন্ধ**। ▷**আমার** চা খাওয়া হয়নি। **রবিশংকরের** পরিচালনায় বাদ্যবৃন্দ হচ্ছে। [দ্র. কর্তায় ষষ্ঠী : কর্তৃকারকের বিভক্তি]।

কর্তাহীন ক্রিয়া : দ্র. অকর্তৃক ক্রিয়া।

কর্তৃকারক : যে *বাক্যের ক্রিয়াটি*-কে চালায় তার কারক হল **কর্তৃকারক**। বাক্যের *কর্তার* কারকই কর্তৃকারক। ▷**সে** যায়। **ছেলেরা** খেলা করে। [দ্র. কারক]।

কর্তৃকারকের বিভক্তি : *কর্তৃকারকের* কিংবা *কর্তৃপদের* জন্য কোনো বিশেষ বিভক্তি বাংলায় নেই। অনেকরকম বিভক্তিই এই *কারকে* হয়। **১.** *শূন্যবিভক্তি* : কর্তাপদের বিভক্তি অনেকসময়েই উহ্য থাকে, আর এ-রকম হলে তাকে বলা হয় শূন্যবিভক্তি। ▷**সে** আসে। '**রাম** বনে ফুল পাড়ে'। **ছেলেরা** খেলা করে। কর্তৃকারকের বিভক্তিকে *প্রথমা বিভক্তি* বলা হয়, যদিও বাংলায় পৃথক

কোনো প্রথমা বিভক্তি নেই। সেই বিচারে শূন্যবিভক্তিই প্রথমা বিভক্তি। **২. এ, য়ে, তে, এতে** : অনেক কর্তাপদেই এই বিভক্তিগুলির ব্যবহার দেখা যায়। ▷**ছাগলে** কী না খায়। **মায়ে** বলে। **গোরুতে** ঘাস খায়। **বুলবুলিতে** ধান খেয়েছে। '**মূর্খেতে** বুঝিতে নারে বছর চল্লিশে।' এই বিভক্তিগুলি *অধিকরণ কারকেও* হয়। অধিকরণ কারকের বিভক্তিকে সংস্কৃততে বলে *সপ্তমী বিভক্তি*। এই কারণে কর্তাপদে এ, য়ে, তে, এতে বিভক্তি হলে তাকে বলে *কর্তায় সপ্তমী* [দ্র.]। **৩. য় :** ▷**ক্ষমতায়** মানুষের বিকৃতি ঘটায়। **৪. কে :** ▷**আমাকেই** দেখতে হয় গোটা সংসারটা। **মধুকেই** যেতে হবে সেখানে। **৫. রে :** *কর্ম ও ভাববাচ্যে*, সাধারণ কবিতায় এই বিভক্তি হয়। ▷'হেথায় **সবারে** হবে মিলিবারে'—রবীন্দ্র। **৬. র :** ভাববাচ্যের কর্তায় 'র' বিভক্তি হয়। ▷**তোমার** যাওয়া হল না। **মধুর** গান গাওয়া হয়নি। **তাঁর** খাওয়া হয়েছে। **৭.** *অনুসর্গ*যোগে *কর্মবাচ্যে* 'র'-বিভক্তি হয়। ▷**আমার দ্বারা** হবে না। ▷পুলিশ **কর্তৃক** চোর ধৃত হল। **গুন্ডার দ্বারা** প্রহৃত হল। **৮.** অনুসর্গযোগে 'কে' বিভক্তি : ▷**রামকে দিয়েই** এই কাজ হবে। [দ্র. কর্তৃকারক]।

কর্তৃপদ : দ্র. কর্তা।

কর্তৃবাচ্য : যে-*বাক্যে ক্রিয়াপদটি* প্রত্যক্ষভাবে *কর্তার* দ্বারা চালিত হয় ও কর্তার *পুরুষ* অনুযায়ী ক্রিয়াটির রূপ হয়, তাকে **কর্তৃবাচ্য** বলে। এই বাচ্যে কর্তা ও *উদ্দেশ্য* অভিন্ন। ▷আমি বই পড়ি। সে কি আগামীকাল আসবে? সুকুমার পরীক্ষায় পাশ করেছে। এই তিনটি বাক্যেই ক্রিয়ারূপ 'পড়ি', 'আসবে', 'করেছে' তাদের কর্তার (আমি, সে, সুকুমার) পুরুষ অনুযায়ী হয়েছে। [দ্র. বাচ্য; কর্মবাচ্য; ভাববাচ্য; বাচ্য পরিবর্তন]।

কর্ম : *ক্রিয়ার* সম্পাদন যাকে অবলম্বন করে হয় তাকে বলা হয় **কর্ম**। *বাক্যের* কর্মসূচক পদকে বলে *কর্মপদ* আর তার *কারক কর্ম কারক*। তিনি দুধ খাচ্ছেন—এই বাক্যে 'খাচ্ছেন' ক্রিয়াপদটি ঘটছে খাদ্যবস্তু 'দুধ'-কে অবলম্বন করে। তাই 'দুধ'—কর্মপদ ও কর্ম। *সকর্মক ক্রিয়ার*-ই কর্ম হয়, *অকর্মক ক্রিয়ার* হয় না। *দ্বিকর্মক ক্রিয়ার* দুটি কর্ম হতে পারে। বাক্যের ক্রিয়াপদটিকে কী, কাকে, কোনটি প্রভৃতি প্রশ্ন করলে উত্তরে যা-পাওয়া যায় তাকে কর্ম বলা চলে। (এই নিয়মের কিছু ব্যতিক্রমও আছে)। ▷এই **জিনিসটা** নিয়ে যাও। 'পোষা **চামচিকাটিকে জিলিপি** খাওয়াচ্ছেন'—সুকুমার রায়। এখানে 'খাওয়াচ্ছেন' ক্রিয়াপদটি দ্বিকর্মক। এর কর্মপদ দুটি—'চামচিকাটিকে' ও 'জিলিপি'। এর প্রথমটি *গৌণ কর্ম* ও দ্বিতীয়টি *মুখ্য কর্ম*।

কর্মের বেশ কয়েকটি শ্রেণি আছে। ১. *মুখ্য কর্ম* [দ্র.]। ২. *গৌণ কর্ম* [দ্র.]। ৩. *উদ্দেশ্য কর্ম* ও *বিধেয় কর্ম* [দ্র.]। ▷তিনি তাঁর গল্পে **দিনকে রাত** বানিয়েছেন। এই উদাহরণে 'দিনকে' উদ্দেশ্য কর্ম; 'রাত' বিধেয় কর্ম। **৪.** *সমধাতুজ কর্ম* বা *ধাত্বর্থক কর্ম* [দ্র.]। ▷তিনি খুব **হাসি** হেসেছেন। 'প্রলয় **নাচন** নাচলে যখন আপন ভুলে, হে নটরাজ!'—রবীন্দ্র। **৫.** *বাক্যাংশ কর্ম* [দ্র.]। ▷**অত টাকা ধার দিতে** আমি পারব না। **৬.** *খণ্ডবাক্য কর্ম* [দ্র.]। ▷জেনে রাখো **সাধুতাই শ্রেষ্ঠ পন্থা**। ৭. *উহ্য কর্ম* [দ্র.]। ▷তিনি তখনও খাননি। **৮.** *অক্ষুণ্ণ কর্ম*। [দ্র.]।

কর্মের জন্য বাংলায় কোনো নির্দিষ্ট বিভক্তি নেই। *কে, এ, তে, রে, এরে* এবং *শূন্যবিভক্তিও* কর্মপদে হতে পারে। [দ্র. কর্ম কারকের বিভক্তি] *এক ক্রিয়ার একাধিক কর্মও* হতে পারে। ▷**রাম, শ্যাম, যদু, মধুকে** ডাকো তো।

কর্মকর্তৃপদ : দ্র. কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা।

কর্মকর্তৃবাচ্য : অনেক *বাক্যের* যে কে কর্তা তা ঠিক করা যায় না। কর্মই যেন আপাতভাবে "নিজের উপরে ক্রিয়া করে"—সুনীতিকুমার। এইরকম হলে তাকে বলা হয় **কর্মকর্তৃবাচ্য**। ▷'মাঝে মাঝে **সুর** জেগে ওঠে/এ গলির বীভৎস বাতাসে—'—রবীন্দ্র। সুর নিজে নিজে জেগে উঠতে পারে না, নিশ্চয়ই কেউ তা বাজান কিংবা গান। কিন্তু বাক্যটিতে কর্তা হল 'সুর'। এখানে যার কথা ছিল

কর্মপদ হওয়ার, তা-ই হয়ে উঠল কর্তাপদ। তাই এই বাক্যটির বাচ্য কর্মকর্তৃবাচ্য। এইরকম : ▷**ঘণ্টা** বাজে দূরে। **দরজাটা** খুলে গেল। **কাটল** বন্ধন। [দ্র. বাচ্য; বাচ্য পরিবর্তন]।

কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা : *বাক্যের কর্মটিই* যদি *কর্তাপদের* কাজ করে তবে তাকে বলে **কর্মকর্তৃবাচ্যের কর্তা**। একে **কর্মকর্তৃপদ** বলাও চলে। ▷**বাঁশি** বাজে। বাঁশি নিজে বাজে না, অন্য কেউ তাকে বাজায়। ▷হঠাৎ **দরজাটা** খুলল। **ঘণ্টা** বাজে। [দ্র. কর্মকর্তৃবাচ্য]।

কর্ম কারক : *ক্রিয়ার* সম্পাদন যাকে অবলম্বন করে হয় তাকে বলা হয় *কর্ম*। ক্রিয়াপদের সঙ্গে কর্মপদের সম্পর্কই **কর্ম কারক**। ▷'তিনি **চশমাটা** খুঁজছেন'—এই বাক্যে 'চশমাটা' কর্ম কারক। আবার 'মা **শিশুকে ভাত** খাওয়াচ্ছেন'—এই বাক্যে 'শিশুকে' ও 'ভাত' দুটোরই কর্ম কারক। এর মধ্যে '**শিশুকে**'—*গৌণ কর্ম* [দ্র.] 'ভাত'—*মুখ্য কর্ম* [দ্র.]। এই কারকের জন্য কোনো নির্দিষ্ট *বিভক্তি* বাংলায় নেই—*কে, তে, রে, এরে,* ও *শূন্যবিভক্তি* এই কারকের জন্য হতে পারে। বাক্যের ক্রিয়াটিকে কে, কী, কোন প্রভৃতি প্রশ্ন করলে যে-উত্তর পাওয়া যায় তা থেকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে কর্ম কারককে চিহ্নিত করা যায়। সংস্কৃত নিয়ম অনুযায়ী এই কারকের বিভক্তিকে *দ্বিতীয়া বিভক্তি* বলাও হয়। এই নামটির ব্যবহার অবশ্য এখন কমে আসছে। ▷ছেলেরা **ফুটবল** খেলছে। 'আমি **তোমায়** যত শুনিয়েছিলেম **গান**'—রবীন্দ্র। [দ্র. সকর্মক ক্রিয়া; দ্বিকর্মক ক্রিয়া; কর্ম কারকের বিভক্তি]।

কর্ম কারকের বিভক্তি : *কর্ম কারক* বা *কর্মপদের* জন্য বাংলায় কোনো নির্দিষ্ট *বিভক্তি* নেই। *কে, এ, তে, এরে* প্রভৃতি এবং *শূন্যবিভক্তিও* এই কারকে ব্যবহৃত হয়। এই *কারকের* বিভক্তিকে *দ্বিতীয়া বিভক্তিও* বলা হয়ে থাকে। তবে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারী এই নামটির ব্যবহার আজকাল কমে আসছে। **১. কে** : ▷**ভগবানকে** ডাকো। "**পাখিটাকে** শিক্ষা দাও"—রবীন্দ্র। তিনি **বালকটিকে** বললেন। **আপনাকে** বাবা ডেকেছেন। রাক্ষস বলিল, "**তোমাকে** খাইব"। **২. রে, এরে** : কবিতায় এই বিভক্তি বেশি চলে। ▷'এক হাতে মোরা **মগেরে** রুখেছি, **মোগলেরে** আর হাতে'—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। **৩. এ, য়** : এই বিভক্তিগুলিও কবিতাতেই বেশি ব্যবহৃত হয়। ▷'**নৃপে** হেরি ছেলেমেয়ে ভয়ে ঘরে যায় ধেয়ে/ডেকে আনে **পিতারে মাতারে**।'—রবীন্দ্র। কতদিন **তোমায়** দেখিনি। '**আমায়** বোলো না গাহিতে বোলো না'—রবীন্দ্র। **৪. দের, দেরকে** : প্রকৃতপক্ষে এই দুটি *বহুবচনের* 'শূন্য' ও 'কে' বিভক্তি। ▷সে **আপনাদের** অপমান করল। **৫.** *শূন্যবিভক্তি*। ▷সে **ভাত** খাচ্ছে। '**অনুরোধ** তার/এড়ানো **কঠিন** বড়ো।'—রবীন্দ্র। কোত্থেকে একটা **ছাগল** ধরে এনেছে। **টাকাটা** আর পাওয়া গেল না। **বক্তৃতা** নয়, **চাকরি** চাই।

কর্ম তৎপুরুষ সমাস : *তৎপুরুষ সমাসের* শ্রেণি-বিশেষ। *যে-সমাসের পূর্বপদটি উত্তরপদের কর্মস্থানীয়* তাকে বলে **কর্ম তৎপুরুষ সমাস**। সমাসবদ্ধ পদে পূর্বপদের *বিভক্তি* লোপ পায়। এই সমাসকে *দ্বিতীয়া তৎপুরুষ* সমাসও বলে—তবে এই নামটির ব্যবহার এখন কমে আসছে। ▷রথদেখা (রথকে দেখা); কলাবেচা (কলাকে বেচা)। এই সমাসের পূর্বপদ সাধারণত *বিশেষ্য,* আর উত্তরপদ *ক্রিয়া-বিশেষ্য*। ▷দেশোদ্ধার (দেশকে উদ্ধার); দুধদোয়া; সাহায্যপ্রাপ্তি। [দ্র. তৎপুরুষ সমাস]।

কর্মধারয় সমাস : *সমাসের* শ্রেণি-বিশেষ। এই সমাসে *উত্তরপদের* অর্থ প্রাধান্য পায়, এবং *পূর্বপদ* উত্তরপদের *বিশেষণস্থানীয়* হয়ে থাকে। ▷কালপ্যাঁচা। এই সমাসবদ্ধ পদটির অর্থ যে-প্যাঁচা কালো। অর্থাৎ কালপ্যাঁচা এক ধরনের প্যাঁচা। 'প্যাঁচা' এখানে উত্তরপদ। পূর্বপদ 'কাল' বা 'কালো' প্যাঁচাকেই বিশেষিত করছে বা তার গুণ বিষয়ে কিছু জানাচ্ছে। তাই 'কালপ্যাঁচা' কর্মধারয় সমাস। ▷খাসতালুক (খাস অর্থাৎ সরকারের তালুক); নবপল্লব (যে-পল্লব নতুন বা কচি); ঘননীল (যে-নীল ঘন); কাঁচকালা (যে-কলা কাঁচা); নীলোৎপল (যে-উৎপল নীল); পুণ্যভূমি (যে-ভূমি পুণ্য); মধুর বচন (যে-বচন মধুর); শ্বেতবস্ত্র (যে-বস্ত্র শ্বেত বা সাদা);

এই সমাসের পূর্বপদ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিশেষণ। তবে দুটো পদই *বিশেষ্য* হতে পারে। ▷গঙ্গানদী (যে-নদীর নাম গঙ্গা); মথুরাপুরী (যে-পুরীর নাম মথুরা)। অনেকসময় কর্মধারয় সমাসে পূর্বপদের অর্থও প্রধান হতে পারে। ▷রাজাধম—অর্থাৎ অধম রাজা বা যে-রাজা অধম। এইরকম : ▷আলুসিদ্ধ (যে-আলু সিদ্ধ করা হয়েছে); চালভাজা (ভাজা যে-চাল) এগুলো উলটেও লেখা যায়। ▷সিদ্ধ আলু; ভাজা চাল। তবে বাংলায় এ ধরনের প্রয়োগের প্রচলন বিশেষ নেই।

এই সমাসের কয়েকটি শ্রেণি আছে। ১. *সাধারণ কর্মধারয়* বা *কর্মধারয় সমাস* [দ্র.]। ২. *উপমান কর্মধারয় সমাস* [দ্র.] : ▷তুষারধবল; হিমশীতল; আগুনগরম। ৩. *রূপক কর্মধারয় সমাস* [দ্র.] : ▷ভবনদী; ক্ষুধানল; কথামৃত। ৪. *উপমিত কর্মধারয় সমাস* [দ্র.] : ▷মুখচন্দ্র; নরসিংহ; নবপুঙ্গব। ৫. *মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস* [দ্র.] : ▷ঘিভাত; সিংহাসন; স্বর্ণাক্ষর।

কর্মপদ : দ্র. কর্ম।

কর্মপ্রবচনীয় : দ্র. অনুসর্গ।

কর্মবাচ্য : কোনো *বাক্যে বিধেয়* অংশ যদি *কর্তার* কাজ করে আর এই বিধেয় অংশের উপরেই যদি *ক্রিয়াটির* রূপ নির্ভর করে, তবে বাক্যটির *বাচ্য* হবে **কর্মবাচ্য**। এখানে "কর্মই মুখ্যরূপে প্রতীয়মান হয়"—সুনীতিকুমার। 'আকবর দিল্লির সিংহাসন অধিকার করলেন'। এই বাক্যের কর্তা—আকবর। কর্ম—দিল্লির সিংহাসন। *সংযোগমূলক ক্রিয়া*—অধিকার করলেন আর এই ক্রিয়ারূপ হল কর্তা আকবর অনুযায়ী। কিন্তু যদি বলা যায় 'আকবর কর্তৃক দিল্লির সিংহাসন অধিকৃত হল', তাহলে বাক্যটির বাচ্য হবে কর্মবাচ্য। আগের বাক্যের ক্রিয়া 'অধিকার করলেন' পরিবর্তিত হল 'অধিকৃত' এই বিশেষণে। দ্বিতীয় বাক্যে 'হল' ক্রিয়াটি 'দিল্লির সিংহাসন' অনুসারী। কর্মবাচ্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই বিশেষণ রূপটি, আর থাকবে হ-ধাতুর কোনো রূপ। হ-ধাতু ছাড়া পড়্, আছ্, চল্ প্রভৃতি কয়েকটি ধাতুও ব্যবহৃত হতে পারে। ▷পুলিশ কর্তৃক চোর ধৃত হল। ভিনদেশি নাগরিক রাজদরবারে নীত হলেন। গুন্ডারা তাঁকে প্রহার করছে। এই বাক্যে কর্তা—গুন্ডারা। কর্ম—তিনি (তাঁকে)। এর কর্মবাচ্যের রূপ, তিনি গুন্ডাদের হাতে প্রহৃত হয়েছেন। [দ্র. বাচ্য; বাচ্য পরিবর্তন]।

কর্ম সম্বন্ধ : *সম্বন্ধপদটি* সম্বন্ধিতের *কর্ম কারক*-স্থানীয় হলে **কর্ম সম্বন্ধ** হয়। ▷**বিজ্ঞানের** আলোচনা। যদি বলা যায় 'তিনি বিজ্ঞান আলোচনা করছেন'—তাহলে 'আলোচনা করছেন' এই *সংযোগমূলক ক্রিয়ার* কর্ম হল 'বিজ্ঞান'। এই একই কথা ছোটো করে বলা হল 'বিজ্ঞানের আলোচন'। 'আলোচনা' কথাটির মধ্যে যে-ক্রিয়ার ভাব আছে 'বিজ্ঞানের' সম্বন্ধপদটি তারই কর্মের মতো। এই কারণেই এটির নাম কর্ম সম্বন্ধ। ▷**পরের** নিন্দা; **বিদ্যার** চর্চা।

কল[১] (অল) : সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়। ধাতুর সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায় 'অ' থাকে। ▷√চপ্ + অল (কল) = চপল; √সৃ + অল (কল) = সরল।

কল[২] : দ্র. কলন্।

কলচ্ (অল) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'চ্' বাদ যায় 'অল' থাকে। ▷√তৃ + অল (কলচ্) = তরল; √কুণ্ড্ + অল (কলচ্) = কুণ্ডল; √কম্ + অল (কলচ্) = কম্বল; √কু + অল (কলচ্) = কোমল।

কলন্ (কল) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায় 'কল' থাকে। ▷√বল্ + কল (কলন্) = বল্কল।

কল্পপ্ (কল্প) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। সাদৃশ্য, তুলনা প্রভৃতি অর্থে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'প্' বাদ যায়, 'কল্প' থাকে। ▷ঋষি + কল্প (কল্পপ্) = ঋষিকল্প; পিতৃ + কল্প (কল্পপ্) = পিতৃকল্প; দেব + কল্প (কল্পপ্) = দেবকল্প; অগ্নি + কল্প (কল্পপ্) = অগ্নিকল্প।

ক্স (স) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'স' থাকে। ▷√রুহ্ + স (ক্স) = রুক্ষ।

ক্সি (সি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'সি' থাকে। ▷√অশ্ + সি (ক্সি) = অক্ষি।

ক্সু (সু) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'সু' থাকে। ▷√ইষ্ + সু (কসু) = ইক্ষু।

ক্স্ন (স্ন) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'স্ন' থাকে। ▷√তিজ্ + স্ন (ক্স্ন) = তীক্ষ্ণ।

কা : দ্র. ক[৩]।

কানচ্ (আন) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'চ্' বাদ যায়, 'আন' থাকে। ▷অনু- √বচ্ + আন (কানচ্) = অনূচান; √যুধ্ + আন (কানচ্) = যুযুধান; √বিষ্ + আন (কানচ্) = বিষাণ।

কামরূপী : দ্র. উপভাষা; ভাষাবংশ।

কার[১], কের : *সম্বন্ধপদের র, এর বিভক্তিকে* অনেকসময় 'কার' অথবা 'কের' হিসেবে দেখা যায়। (সুনীতিকুমার এ-দুটিকে *প্রত্যয়* বলেছেন)। ▷আজিকার; আজকের; আজলকালকার; কালকের; সবাকার; পিছেকার; সবাইকার; ভিতরকার; বাইরেকার। এই বিভক্তি সাধারণত 'সময়, দিক, অবস্থান ও সমষ্টিবাচক' শব্দে ব্যবহৃত হয়। লক্ষণীয়, 'র' অথবা 'এর' যোগ করেও শব্দগুলি হয়। ▷আজকের → আজের; সবাকার → সবার; পিছেকার → পিছের; সবাইকার → সবার; ভিতরকার → ভিতরের।

কার[২] : *স্বরচিহ্ন*গুলির সাধারণ নাম কার। ▷আ-কার; ই-কার; দীর্ঘ ঊ-কার প্রভৃতি। [দ্র স্বরচিহ্ন]।

কারক : *বাক্যে ক্রিয়ার* সঙ্গে অন্য পদের সম্পর্ককে বলা হয় **কারক**। সে যায়—এই বাক্যের 'যায়' ক্রিয়াপদটির সঙ্গে '*সে*' *সর্বনামটি* সম্পর্কযুক্ত এবং এইটি কারক সম্বন্ধযুক্ত পদ। ক্রিয়ার সঙ্গে পদের সম্পর্কটি কী ধরনের এই বিচারে কারকের কয়েকটি শ্রেণিভেদ করা হয়েছে। এই শ্রেণিভেদ মূলত সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারী, তবে বাংলা ব্যাকরণে এই শ্রেণিবিভাগই এখনও পর্যন্ত চলে আসছে। ১. *কর্তৃকারক* [দ্র.] : ▷**সে** যায়। **নেতা** বক্তৃতা দিচ্ছেন। ২. *কর্ম কারক* [দ্র.] : ▷মা **শিশুকে ভাত** খাওয়াচ্ছেন। তিনি **আমাকে** একটা **কলম** দিয়েছেন। ৩. *করণ কারক* [দ্র.] : ▷সে **হাত দিয়ে** খায়। **ব্যায়ামে** শরীর ভালো থাকে। ৪. *অপাদান কারক* [দ্র.] : ▷**সাগর থেকে** ফেরা। ট্রেন **রানাঘাট** ছাড়ল। ৫. *অধিকরণ কারক* [দ্র.] : ▷**সুন্দরবনে** বাঘ আছে। **জলে** মাছ থাকে। ৬. *সম্প্রদান কারক* [দ্র.] : ▷**সৎপাত্রে** কন্যাদান করা উচিত। সম্প্রদান কারককে পৃথক কারক হিসেবে গণ্য না করার সংগত কারণ আছে। বাংলা ব্যাকরণে এই কারকের অস্তিত্ব বোধ হয় আর বেশিদিন স্বীকৃত হবে না। এটি কর্মকারক হিসেবেই গণ্য হবে, ও তা-ই হওয়া উচিত। ৭. *নিমিত্ত কারক* [দ্র.] : ▷এই বইটা **তোমার জন্যই** কেনা। তিনি **বিশেষ কাজে** কলকাতায় গেছেন। নিমিত্ত কারক অবশ্য সংস্কৃত ব্যাকরণে নেই।

শব্দ বিভক্তিযুক্ত হয়ে বাক্যে বসে। এই বিভক্তিকে বলা হয় *শব্দবিভক্তি*। এ ছাড়া *অনুসর্গের* সাহায্যেও শব্দ পদ হয়ে বাক্যে বসতে পারে। কারকভেদে বিভক্তি অথবা *অনুসর্গের* বৈভিন্ন্য হয়। বাংলায় অবশ্য কোনো কারকের জন্যই নির্দিষ্ট কোনো বিভক্তি নেই।

কারণবাচক অপাদান কারক : *অপাদান কারকের* শ্রেণি-বিশেষ। *বাক্যের* অপাদান কারকটি ক্রিয়া সংঘটনের কারণ হলে, তাকে **কারণবাচক অপাদান কারক** বলা হয়। ▷**ভূতের ভয়ে** রাত্রে ঘুম হয় না। এই বাক্যে 'ভূতের ভয়' অপাদান কারক। আবার এটিই *ক্রিয়াপদ* '(ঘুম) হয় না'-র কারণ। ▷**গাছ থেকে পড়ে** তার হাত ভেঙেছে।

কারণাত্মক অব্যয় : দ্র. হেতুবাচক অব্যয়।

কার্যকারণ সম্বন্ধ : *সম্বন্ধপদটি* সম্বন্ধিতের কারণস্বরূপ হলে **কার্যকারণ সম্বন্ধ** হয়। ▷সূর্যের তাপ। **প্রদীপের** আলো। **যন্ত্রের** ঘরঘর। [দ্র. সম্বন্ধপদ]।

কার্যকারণাত্মক বাক্য : অর্থ অনুযায়ী বাক্যকে যতগুলি ভাগে ভাগ করা যায় তার মধ্যে একটি হল **কার্যকারণাত্মক বাক্য**। এই ধরনের বাক্যে কোনো শর্ত, কার্যকারণ সম্বন্ধ প্রভৃতি বোঝানো হয়। ▷বিনা পরিশ্রমে কিছুই লাভ করা যায় না। এখানে একই বাক্যের 'লাভ না করার' কারণ যে 'বিনা পরিশ্রম' তা জানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ▷যদি বৃষ্টি না হয় তবে কাপড়গুলো রোদে দিয়ো। 'যদি বারণ কর তবে গাহিব না।'—রবীন্দ্র। [দ্র. বাক্য]।

কাল, ক্রিয়ার কাল : *ক্রিয়া* সংঘটনের সময় বিষয়ে যে-বোধ, তা-ই **ক্রিয়ার কাল** বা সংক্ষেপে **কাল**। সাধারণভাবে ক্রিয়ার কাল তিনটি। ১. *বর্তমান কাল* [দ্র.], ২. *অতীত কাল* [দ্র.], ৩. *ভবিষ্যৎ কাল* [দ্র.]। ক্রিয়ার *নির্দেশক ভাবে* তিনটি কালই হওয়া সম্ভব। *অনুজ্ঞা ভাবে* কেবল বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল হয়। আর কেবল *সমাপিকা ক্রিয়ার* ক্ষেত্রেই কাল ভেদাভেদ সম্ভব, *অসমাপিকা ক্রিয়ার* স্পষ্ট কোনো কাল নেই। *ধাতুর* সঙ্গে *কালবাচক ধাতুপ্রত্যয়* ও *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি* যোগ করে যে-**কালরূপ** তৈরি হয় তা-ই ক্রিয়াপদ হিসেবে *বাক্যে* বসে। ▷√কর্ (ধাতু) + ইল্ (কালবাচক ধাতুপ্রত্যয়, অতীতার্থক) + আম (পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি) = করিলাম। এর চলিত রূপ—করলাম। বাংলায় সবরকম কালের রূপ সবসময়ে একটিমাত্র ধাতু ব্যবহার করে পাওয়া যায় না। কোনো কোনো সময়ে একাধিক ধাতু লাগে। এই বিচারে কালের আরও দুটি রূপ পাওয়া যায়। ১. *সরল* বা *মৌলিক কাল* [দ্র.] যাতে একটি ধাতুর সঙ্গেই কালপ্রত্যয় ও পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি যোগ হয়ে ক্রিয়াপদ হয়। ২. *মিশ্র* বা *যৌগিক কাল* [দ্র.] যাতে ক্রিয়াপদ তৈরি করার জন্য দুটি ধাতুর প্রয়োজন।

বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের কয়েকটি শ্রেণি আছে। **বর্তমান কাল** : ১. *সামান্য* বা *সাধারণ বর্তমান* [দ্র.]। এটি মৌলিক কাল : ▷করে; বল; চলিলাম → চললাম। ২. *ঘটমান বর্তমান* [দ্র.]। এটি যৌগিক কাল : ▷করিতে আছি → করিতেছি → করছি। ৩. *পুরাঘটিত বর্তমান* [দ্র.]। এটি যৌগিক কাল : ▷করিয়া আছি → করিয়াছি → করেছি। দেখিয়া আছেন → দেখিয়াছেন → দেখেছেন। **অতীত কাল** : ১. *সামান্য* বা *সাধারণ* *অতীত* [দ্র.]। একটি মৌলিক কাল : ▷বলিল → বলল; বলিলাম → বললাম। ২. *ঘটমান অতীত* [দ্র.]। যৌগিক কাল : ▷বলিতে আছিলাম → বলিতেছিলাম → বলছিলাম; বলিতে আছিলেন → বলিতেছিলেন → বলছিলেন। ৩. *পুরাঘটিত অতীত* [দ্র.]। যৌগিক কাল : ▷বলিয়া আছিলাম → বলিয়াছিলাম → বলেছিলাম; বলিয়া আছিলেন → বলিয়াছিলেন → বলেছিলেন। ৪. *নিত্যবৃত্ত অতীত* [দ্র.]। মৌলিক কাল : ▷বলিত → বলত; খাইতাম → খেতাম; যাইতেন → যেতেন। **ভবিষ্যৎ কাল** : ১. *সাধারণ ভবিষ্যৎ* [দ্র.]। মৌলিক কাল : ▷দেখিবে → দেখবে; বলিবেন → বলবেন। ২. *ঘটমান ভবিষ্যৎ* [দ্র.]। যৌগিক কাল : ▷বলিতে থাকিবেন → বলতে থাকবেন; দেখিতে থাকিব → দেখতে থাকব। ৩. *পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ* [দ্র.]। যৌগিক কাল : ▷করিয়া থাকিবে → করে থাকবে; বলিয়া থাকিবেন → বলে থাকবেন।

এ ছাড়া *ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত অতীত* [দ্র.] : ▷জ্বলতে থাকত। *পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত অতীত* [দ্র.], *পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত অতীত* [দ্র.] : ▷জেগে থাকতেন। *নিত্যবৃত্ত ঘটমান বর্তমান* [দ্র.] : ▷বলতে থাকে। *নিত্যবৃত্ত সাধারণ বর্তমান* [দ্র.] : ▷বলে থাকে। এই ধরনের কয়েকটি কালের বৈশিষ্ট্যও লক্ষণীয়।

কালচ্ (আল) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'চ্' বাদ যায় 'আল' থাকে। ▷√পল্ + আল (কালচ্) = পলাল (খড়)।

কালন্ (আল) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'ন্' বাদ যায়, 'আল' থাকে।

▷√কুল্ + আল (কালন্) = কুলাল; √পীয়্ + আল (কালন্) = পিয়াল; √সৃজ্ + আল (কালন্) = শৃগাল; √মৃণ্ + আল (কালন্) = মৃণাল।

কালবাচক অপাদান কারক : *বাক্যের* যে-পদ *ক্রিয়ার* সংঘটন কোন সময় থেকে হচ্ছে তার ইঙ্গিত দেয় সেই পদের কারক **কালবাচক অপাদান কারক**। ▷'**কাল থেকে** মনে মোর লেগে আছে খটকা'—সুকুমার রায়। 'কোন **আদি কাল হতে** ভাসালে আমারে জীবনের স্রোতে—'—রবীন্দ্র। **সোমবার থেকে** পরীক্ষা আরম্ভ হবে। [দ্র. অপাদান কারক]।

কালবাচক ক্রিয়া-বিশেষণ : *ক্রিয়া-বিশেষণকে* অর্থ অনুযায়ী যে-কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা চলে, তার একটি। এই-জাতীয় ক্রিয়া-বিশেষণ ক্রিয়ার সংঘটনের সময় বিষয়ে নির্দেশ দেয়। ▷**চকিতে** ঘটনাটা গেল। '**সদা** থাকো আনন্দে'—রবীন্দ্র।

কালবাচক ধাতুপ্রত্যয় : *ধাতুর* সঙ্গে ইল্, ইত্, ইব্ এই তিনটি প্রত্যয় যোগ ক্রিয়ার কাল বোঝানো সম্ভব। 'ইল্' *সাধারণ অতীত*, 'ইত্' *ঘটমান অতীত*, ও 'ইব্' *সাধারণ ভবিষ্যৎ* কালে ব্যবহার হয়। এইসব প্রত্যয় যোগ হলেই ধাতু থেকে *ক্রিয়াপদ* হয় না, *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি* [দ্র.] লাগাতে হয়। ▷ইল্—সাধারণ অতীত : √বল্ + ইল্ + আম = বলিলাম → বললাম। ▷ইত্—ঘটমান অতীত : √বল্ + ইত্ + এন = বলিতেন → বলতেন। ▷ইব্—সাধারণ ভবিষ্যৎ : √বল্ + ইব্ + এ = বলিবে → বলবে। [দ্র. ধাতুপ্রত্যয়]।

কালরূপ : দ্র. কাল।

কালাধিকরণ কারক : *বাক্যের* যে-পদ থেকে *ক্রিয়া* সংঘটনের সময় সম্বন্ধে জানা যায়, তাকে **কালাধিকরণ কারক** বলা হয়। এই অধিকরণ দু-রকম। ১. *ক্ষণমূলক* বা *মুহূর্তবাচক* : সামান্য সময় ধরে ক্রিয়াটি ঘটলে যে-পদটি সেই সামান্য সময় নির্দেশ করে, সেই পদের কারক এই শ্রেণির। ▷বিকেল **পাঁচটায়** সভা আরম্ভ হবে। তিনি **এক্ষুনি** এলেন। **ভোরে** সূর্য ওঠে। ২. *ব্যাপ্তিমূলক* : অনেকক্ষণ ধরে ক্রিয়াটি ঘটলে সেই সময় নির্দেশক পদ এই শ্রেণির কালাধিকরণ। ▷সে **শীতকালটা** এখানে থাকবে। **দশ বছরেও** ব্রিজটা তৈরি হল না। একবার কিনলে **পাঁচ বছর** তো চলবেই। [দ্র. অধিকরণ কারক]।

কি (ই) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'ই' থাকে। ▷অনু- আ- √ধা + ই (কি) = অন্বাধি; অব- √ধা + ই (কি) = অবধি; ওষ- √ধা + ই (কি) = ওষধি; √গৃ + ই (কি) = গিরি।

কিকন্ (ইক) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'ন্' বাদ যায়, 'ইক' থাকে। ▷প্র- আ- √পণ্ + ইক (কিকন্) = প্রাপণিক; √মুষ্ + ইক (কিকন্) = মূষিক।

কিন্দচ্ (ইন্দ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'চ্' বাদ যায়, 'ইন্দ' থাকে। ▷√অল্ + ইন্দ (কিন্দচ্) = অলিন্দ; √পুল্ + ইন্দ (কিন্দচ্) = পুলিন্দ।

কিরচ্ (ইর) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'চ্' বাদ যায়, 'ইর' থাকে। ▷√অজ্ + ইর (কিরচ্) = অজির; √ইন্দ্ + ইর (কিরচ্) + আ (টাপ) = ইন্দিরা; √খদ্ + ইর (কিরচ্) = খদির; √মন্দ্ + ইর (কিরচ্) = মন্দির; √মদ্ + ইর (ইরচ্) = মদির; √বধ্ + ইর (ইরচ্) = বধির; √শশ্ + ইর (ইরচ্) = শিশির।

কিষ্যন্ (ইষ্য) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক', 'ন্' বাদ যায়, 'ইষ্য' থাকে। ▷√ভুজ্ + ইষ্য (কিষ্যন্) = ভুজিষ্য; √রুচ্ + ইষ্য (কিষ্যন্) = রুচিষ্য।

কীকন্ (ঈক) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'ন্' বাদ যায়, 'ঈক' থাকে। ▷√অল্ + ঈক (কীকন্) = অলীক।

কীটন্ (ঈট) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'ন্' বাদ যায়, 'ঈট' থাকে। ▷√কৃ + ঈট (কীটন্) = কিরীট; √কৃপ্ + ঈট (ঈটন্) = কৃপীট (জল)।

কু[1] : *বাংলা উপসর্গ*। খারাপ অর্থে এই উপসর্গের ব্যবহার। ▷**কু**লোক; **কু**সঙ্গ; **কু**কাজ; **কু**নজর; **কু**পুত্র; **কু**ডাক; **কু**লোক; **কু**প্রস্তাব। [দ্র. বাংলা উপসর্গ]।

কু[2] (উ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'উ' থাকে। ▷√অশ্ + উ (কু) = অংশু; √ঊর্ণু + উ (কু) = ঊরু; √অর্জ্ + উ (কু) = ঋজু; √গৄ + উ (কু) = গুরু; √জম্ + উ (কু) = জম্বু; √প্রথ্ + উ (কু) = পৃথু; √বাধ্ + উ (কু) = বাহু।

কুক্ (ক্) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'কু' বাদ যায়, 'ক্' থাকে। ▷অতিসার + ক্ (কু) = অতিসারক্।

কুণ্ডিত স্বরধ্বনি : দ্র. বর্তুল স্বরধ্বনি।

কুরচ্ (উর) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'চ্' বাদ যায়, 'উর' থাকে। ▷নি-√স্থা + উর (কুরচ্) = নিষ্ঠুর; √বিদ্ + উর (কুরচ্) = বিদুর; √ভিদ্ + উর (কুরচ্) = ভিদুর।

কুলচ্ (কুল) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'কুল' থাকে। ▷√শম্ + কুল (কুলচ্) = শঙ্কুল।

কুষন্ (উষ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'ন্' বাদ যায়, 'উষ' থাকে। ▷√পুর্ + উষ (কুষন্) = পুরুষ।

কূলচ্ (ঊল) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'চ্' বাদ যায় 'ঊল' থাকে। ▷√কুশ্ + ঊল (কূলচ্) = কুশূল।

কৃৎপ্রত্যয় : *প্রত্যয়ের* শ্রেণি-বিশেষ। *ধাতুর* সঙ্গে যেসব *প্রত্যয়* যোগ হয় তাদের সাধারণ নাম **কৃৎপ্রত্যয়** বা **ধাতুপ্রত্যয়**। কৃৎপ্রত্যয় নামটি সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারী। কৃৎপ্রত্যয় যোগ করে যে-*শব্দ* তৈরি হয় তাদের বলা হয় **কৃদন্ত শব্দ**। বাংলা শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রত্যয়কে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা চলে—১. *সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়* [দ্র.] ও ২. *বাংলা কৃৎপ্রত্যয়* বা *ধাতুপ্রত্যয়* [দ্র.] (এই দুই শ্রেণির প্রত্যয়ের বিবরণ যথাস্থানে বিবৃত হয়েছে)। কৃৎপ্রত্যয় যোগ করলে অনেকসময় শব্দের পরিবর্তে দ্বিতীয় আর একটি ধাতুও তৈরি হতে পারে। এইরকম হলে সে-প্রত্যয়ের নাম *ধাত্ববয়ব প্রত্যয়* [দ্র.]। ▷√জ্ঞা + স (সন্) = √জিজ্ঞাস্। [দ্র. প্রত্যয়; সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়; ধাতুপ্রত্যয়; অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ]।

কৃতি-কারক সম্বন্ধ : স্রষ্টা ও তাঁর সৃষ্টি *সম্বন্ধপদের* দ্বারা যুক্ত হলে তাকে **কৃতি-কারক সম্বন্ধ** বলে। ▷**রবীন্দ্রনাথের** গান। **আইনস্টাইনের** আপেক্ষিকতাবাদ। **শরৎচন্দ্রের** বিরাজ বৌ। **যামিনী রায়ের** ছবি।

কৃত্যপ্রত্যয় : *তব্য, অনীয়, ণৎ, যৎ* এই সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়গুলিকে* বলা হয় **কৃত্যপ্রত্যয়**। এইসব প্রত্যয়ান্ত শব্দে করণীয়, কর্তব্য, করার যোগ্য প্রভৃতি কৃত্য বিষয়গুলির ভাব থাকে বলেই এই নামকরণ। ▷√কৃ + তব্য = কর্তব্য; √চি + অনীয় (অনীয়র্) = চয়নীয়; √কৃ + য (ণৎ) = কার্য; √দা + য় = (যৎ) = দেয়; √কৃ + য (ক্যপ্) = কৃত্য। [দ্র. যৎ[1]]।

কৃদন্ত একপদী বিশেষণ : *ধাতুর সঙ্গে কৃৎপ্রত্যয়* বা *ধাতুপ্রত্যয়* যোগ করে *বিশেষণ* তৈরি করা যায়। এইভাবে তৈরি একটিমাত্র *পদবিশিষ্ট* বিশেষণের নাম **কৃদন্ত একপদী বিশেষণ**। ▷নিভন্ত; গন্তব্য; কহতব্য; চলন্ত; উন্নত। [দ্র. ক্রিয়াজাত বিশেষণ]।

কৃদন্ত বহুপদী বিশেষণ : একাধিক *কৃদন্ত শব্দ* নিয়ে তৈরি *বিশেষণের* নাম **কৃদন্ত বহুপদী বিশেষণ**। ▷**হারিয়ে-যাওয়া** ধন; **ফিরে-পাওয়া** স্বাধীনতা; **ভেঙে-পড়া** সমাজ-ব্যবস্থা। [দ্র. ক্রিয়াজাত বিশেষণ]।

কৃদন্ত বিশেষণ : দ্র. ক্রিয়াজাত বিশেষণ।

কৃদন্ত শব্দ : দ্র. কৃৎপ্রত্যয়।

কে : বাংলা *বিভক্তি*। একাধিক *কারকে* এই বিভক্তির ব্যবহার পাওয়া যায়, এবং এই কারণে একে

তির্যক বিভক্তি বলা হয়। ▷*কর্তৃকারক* : রাম**কে**ই যেতে হল। ▷*কর্ম কারক* : 'পাখিটা**কে** শিক্ষা দাও'—রবীন্দ্র। ▷*সম্প্রদান কারক* : ভিখারি**কে** ভিক্ষা দাও। ▷*অপাদান কারক* : বিপদ**কে** ভয় কী? ▷*অধিকরণ কারক* : 'আজি**কে** এই সকাল বেলাতে'—রবীন্দ্র।

কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি : যে-*স্বরধ্বনির* উচ্চারণে জিভ মুখের ভিতরে মাঝামাঝি জায়গায় থাকে, তাকে বলা হয় **কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি**। ▷আ। এই স্বরধ্বনি *বিবৃত, প্রসৃত* ও *নিম্ন*। [দ্র. স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]।

কের : দ্র. কার।

কেলিম (এলিম) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'এলিম' থাকে। কেলিম প্রত্যয়ান্ত শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয় না বললেই চলে। ▷√পচ্ + এলিম (কেলিম) = পচেলিম (স্বয়ংপক্ক); √ভিদ্ + এলিম (কেলিম) = ভিদেলিম (যাকে ভেদ করা উচিত কিংবা ভেদনের উপযুক্ত); √ছিদ্ + এলিম (কেলিম) = ছিদেলিম (কাটার উপযুক্ত)।

কোলন : বাক্যান্তর্গত *ছেদচিহ্ন* (:)। "অল্প বিশ্রান্তির পরেই, বিষয়ান্তরের অবতারণা জানাইবার জন্য, বা পূর্ব প্রস্তাবের পরিণত অথবা তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য এই চিহ্ন ব্যবহৃত হয়"—সুনীতিকুমার। ▷কারক ছয়রকম : কর্তৃকারক, কর্ম কারক প্রভৃতি। ▷'সেই সঙ্গে একটা কবিতাতেও দেখা গেল : সুনীল সাগরের শ্যামল কিনারে'...। ▷যেকোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখো : মঙ্গল গ্রহ; লোড শেডিং; বিশ্বকাপ ক্রিকেট। [দ্র. ছেদচিহ্ন]।

কোলন-ড্যাশ : *ছেদচিহ্ন* হিসেবে *কোলন* (:) ও *ড্যাশের* (—) সমন্বয়। প্রসঙ্গ, দৃষ্টান্ত কিংবা উদাহরণ ইত্যাদির অবতারণায় এই চিহ্নযুগল একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। ▷সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হল :—। ▷যেকোনো একটি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখো :— (ক) মঙ্গল গ্রহ; (খ) লোড শেডিং; (গ) বিশ্বকাপ ক্রিকেট।

ক্ত (ত, ইত) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'ত' থাকে। এই 'ত' আবার কখনো 'ন' হয়। এই প্রত্যয়যুক্ত শব্দ সাধারণত *বিশেষণ*। ▷√জ্ঞা + ত (ক্ত) = জ্ঞাত; আ- √নী + ত (ক্ত) = আনীত; আ- √হৃ + ত (ক্ত) = আহৃত; প্র- √হৃ + ত (ক্ত) = প্রহৃত; √পিষ্ + ত (ক্ত) = পিষ্ট; √বচ্ + ত (ক্ত) = উক্ত; √ভূ + ত (ক্ত) = ভূত; √কৃ + ত (ক্ত) = কৃত; √লী + ন (ক্ত) = লীন; √ভিদ্ + ন (ক্ত) = ভিন্ন; এই প্রত্যয়ে অনেকসময়েই 'ত'-এর জায়গায় 'ইত' হয়। ▷√গ্রন্থ + ইত (ক্ত) = গ্রন্থিত; √লিখ্ + ইত (ক্ত) = লিখিত; √মন্থ + ইত (ক্ত) = মন্থিত। 'ক্ত' ও 'ক্তবতু'—এই দুই প্রত্যয়কে *নিষ্ঠাপ্রত্যয়* বলা হয়।

ক্তবতু (তবৎ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'উ' বাদ যায়, 'তবৎ' থাকে। বাংলায় অবশ্য তবৎ-অন্ত রূপটি ব্যবহৃত হয় না। সংস্কৃত *শব্দরূপের* নিয়ম অনুসারে প্রথমার *একবচনের* রূপটিই বাংলায় চলে। ▷√কৃ + তবৎ (ক্তবতু) = কৃতবৎ → কৃতবান্; √শ্রু + তবৎ (ক্তবতু) = শ্রুতবৎ → শ্রুতবান্; √যুধ্ + তবৎ (ক্তবতু) = যুদ্ধবৎ → যুদ্ধবান্; √খ্যা + তবৎ (ক্তবতু) = খ্যাতবৎ → খ্যাতবান্। শেষের হস্-চিহ্ন বাংলায় দরকার হয় না—কৃতবান, শ্রুতবান, যুদ্ধবান, খ্যাতবান লিখলেই হয়। ক্ত ও ক্তবতু প্রত্যয় দুটিকে *নিষ্ঠাপ্রত্যয়* বলা হয়।

ক্ত্বা (ত্বা) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ধাতুর সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'ত্বা' থাকে। এই প্রত্যয়ান্ত শব্দ পূর্বক্রিয়াবোধক। ▷স্না + ত্বা (ক্ত্বা) = স্নাত্বা; √পা + ত্বা (ক্ত্বা) = পীত্বা। বাংলায় এই-জাতীয় শব্দ বিশেষ দেখা যায় না।

ক্ত্রি (ত্রি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ত্রি' যোগ হয়। ▷বি- √পচ্ + ত্রি (ক্ত্রি) = বিপক্ত্রিম (বিপাকজাত)।

ক্তিচ্ (তি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' 'চ্' বাদ যায় 'তি' থাকে। ▷প্র- √কৃ + তি (ক্তিচ্) = প্রকৃতি।

ক্তিন্ (তি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'ন্' বাদ যায়, 'তি' থাকে। এই

প্রত্যয়যুক্ত *শব্দ বিশেষ্য* ও সংস্কৃতমতে *স্ত্রীলিঙ্গ* হয়। ▷খ্যা + তি (ক্তিন্) = খ্যাতি; √কৃ + তি (ক্তিন্) = কৃতি (সুকৃতি, দুষ্কৃতি); √স্থা + তি (ক্তিন্) = স্থিতি; √প্রী + তি (ক্তিন্) = প্রীতি; √ঋ + তি (ক্তিন্) = ঋতি; √গৈ + তি (ক্তিন্) = গীতি; √মন্ + তি (ক্তিন্) = মতি; √পদ্ + তি (ক্তিন্) = পত্তি (প্রতিপত্তি; অতিপত্তি); সম্- √ক্রম্ + তি (ক্তিন্) = সংক্রান্তি; বি- √অন্জ্ + তি (ক্তিন্) = ব্যক্তি; √বুধ্ + তি (ক্তিন্) = বুদ্ধি; √সৃজ্ + তি (ক্তিন্) = সৃষ্টি; √মুচ্ + তি (ক্তিন্) = মুক্তি।

ক্নু (নু) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'নু' থাকে। শীল-অর্থে ক্নু হয়। ▷√গৃধ্ + নু (ক্নু) = গৃধ্নু; √ধৃষ্ + নু (ক্নু) = ধৃষ্ণু; √ত্রস্ + নু (ক্নু) = ত্রস্নু; √ক্ষিপ্ + নু (ক্নু) = ক্ষিপ্নু।

ক্বন্ (ব) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'ন্' বাদ যায়, 'ব' থাকে। ▷√অশ্ + ব (ক্বন্) = অশ্ব; √কণ্ + ব (ক্বন্) = কিণ্ব; √শম্ + ব (ক্বন্) = শিম্ব; √খট্ + ব (ক্বন্) = খট্বা; √বিশ্ + ব (ক্বন্) = বিশ্ব।

ক্বনিপ্ (বন্) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'ই', 'প্' বাদ যায়, 'বন্' থাকে। ▷√অদ্ + বন (ক্বনিপ্) = অধ্বন্ → অধ্বা।

ক্বরপ্ (বর) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'প্' বাদ যায়, 'বর' থাকে। ▷√নশ্ + বর (ক্বরপ্) = নশ্বর; √গম্ + বর (ক্বরপ্) = গত্বর; √ই + বর (ক্বরপ্) = ইত্বর।

ক্বসু (বস্) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'উ' বাদ যায়, 'বস্' থাকে। ▷√স্থা + বস্ (ক্বসু) = তস্থিবস্ → তস্থিবান্; √শ্রু + বস (ক্বসু) = শুশ্রুবস্ → শুশ্রুবান্। বাংলা ব্যবহারে শেষের হস্-চিহ্ন দেওয়ার দরকার হয় না।

ক্বিন্[১] (বি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'ন্' বাদ যায়, 'বি' থাকে। ▷√ছো + বি (ক্বিন্) = ছবি।

ক্বিন্[২] (০) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। এই *প্রত্যয়* থেকে *ধাতুর* সঙ্গে কিছুই যোগ হয় না। এই বিচারে ক্বিন্ *শূন্যপ্রত্যয়* [দ্র.]। উপমানবাচক তদ্, এতদ্, কিম্, অস্মদ্, ইদম্ প্রভৃতি শব্দের পর দৃশ্ ধাতুর উত্তর ক্বিন্ হয়। ▷ইদম্- √দৃশ্ + ০ (ক্বিন্) = ঈদৃশ; তদ্- √দৃশ্ + ০ (ক্বিন্) = তাদৃশ; অস্মদ্- √দৃশ্ + ০ (ক্বিন্) = অস্মাদৃশ।

ক্বিপ্ (০) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। এই *প্রত্যয়* থেকে *ধাতুর* সঙ্গে কিছুই যোগ হয় না। এটি *শূন্যপ্রত্যয়* [দ্র.]। ▷√চিৎ + ০ (ক্বিপ্) = চিৎ (জ্ঞান); √বিদ্ + ০ (ক্বিপ্) = বিৎ (বিদ্); √ভূ + ০ (ক্বিপ্) = ভূ (অগ্নিভূ); অগ্র- √নী + ০ (ক্বিপ্) = অগ্রণী; সভা- √সদ্ + ০ (ক্বিপ্) = সভাসৎ (সভাসদ্); পরি- √সদ্ + ০ (ক্বিপ্) = পরিষৎ (পরিষদ্)।

কুন্ (অক) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'অক' যোগ হয়। ▷√অল্ + অক (কুন্) = অলক; √ কৃষ্ + অক (কুন্) = কৃষক; আ- √মল্ + অক (কুন্) = আমলক।

ক্মলচ্ (মল) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'চ্' বাদ যায়, 'মল' থাকে। ▷√কুট্ + মল (ক্মলচ্) = কুট্মল।

ক্যঙ্ (য) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'ঙ্' বাদ যায়, 'য' থাকে। এই *প্রত্যয়* শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি *ধাতু* তৈরি করে। তার সঙ্গে সাধারণত *কৃৎপ্রত্যয় শানচ্* যোগ করলে যে-শব্দ তৈরি হয়, বাংলায় তার ব্যবহারই বেশি। ▷দুর্মনস্ + য (ক্যঙ্) → √দুর্মনায় + মান (শানচ্) = দুর্মনায়মান; শব্দ + য (ক্যঙ্) → √শব্দায় + মান (শানচ্) = শব্দায়মান।

ক্যপ্ (য) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' ও 'প্' বাদ যায়, 'য' থাকে। ▷√কৃ + য (ক্যপ্) = কৃত্য; √অনজ্ + য (ক্যপ্) = আজ্য; √হন্ + য (ক্যপ্) = হত্যা; √বিদ্ + য (ক্যপ্) + আ (টাপ্) = বিদ্যা।

ক্যু (অন) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে এই *প্রত্যয়* থেকে শব্দ শেষে 'অন' যোগ হয়। ▷√বৃজ্ + অন (ক্যু) = বৃজন।

ক্যন্ (অন) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'য্', 'উ' বাদ যায় ও 'অন' থাকে। ▷√ঋ + অন (ক্যুন্) = উরণ (মেষ); √কৃ + অন (ক্যন্) = কিরণ; √কৃপ্ + অন (ক্যুন্) = কৃপণ।

ক্রন্ (র) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'ন' বাদ যায়, 'র' থাকে। ▷√সু + র (ক্রন্) = সুর; √সূ + র (ক্রন্) = সূর; √গৃধ্ + র (ক্রন্) = গৃধ্র; √অম্ + র (ক্রন্) = আম্র; √চি + র (ক্রন্) = চীর।

ক্রমবাচক বিশেষণ : দ্র. সংখ্যাক্রমবাচক বিশেষণ।

ক্রম সম্বন্ধ : সংখ্যাবাচক *শব্দের সম্বন্ধপদ* যদি *সম্বন্ধিতের* ক্রম বা পরম্পরা বোঝায় তবে সেই সম্বন্ধের নাম **ক্রম সম্বন্ধ**। ▷**পাঁচের** পৃষ্ঠা। বড়ো কাঁটা **নয়ের** ঘরে। **পনেরোর** পরিচ্ছেদ।

ক্রন্ (অর) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্', 'র্', 'ন্' বাদ যায়, 'অর' থাকে। ▷√কুর্ + অর (ক্রন্) = কুরর।

ক্রি (রি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'রি' থাকে। ▷√অশ্ + রি (ক্রি) = অশ্রি।

ক্রিন্ (রি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' 'ন্' বাদ যায়, 'রি' থাকে। ▷√অদ্ + রি (ক্রিন্) = অদ্রি; √অঙ্ঘ্ + রি (ক্রিন্) = অঙ্ঘ্রি।

ক্রিয়া : দ্র. ক্রিয়াপদ।

ক্রিয়াজাত বিশেষণ : *ধাতুর* সঙ্গে *কৃৎপ্রত্যয়* বা *ধাতুপ্রত্যয়* যোগ করে যে-*শব্দ* হয় তার পদ *বিশেষণ* হলে তাকে বলা হয় **ক্রিয়াজাত বিশেষণ**। এর অন্য নাম **কৃদন্ত বিশেষণ**। ▷জ্বলন্ত; বর্ধমান; ম্রিয়মাণ; চলিত; ধর্তব্য, গ্রহণীয়। এই শ্রেণির বিশেষণের কয়েকটি শ্রেণিবিভাগ করা চলে। ১. *কৃদন্ত একপদী* [দ্র.] : ▷নিভন্ত; ধর্তব্য। ২. *কৃদন্ত বহুপদী* [দ্র.] : এর সব পদই কৃদন্ত। ▷হারিয়ে-যাওয়া ধন। ৩. *ক্রিয়াদ্বিত্বজাত* [দ্র.] : ▷**আসি আসি** ভাব; **পালাই পালাই** মন। ৪. *ধ্বন্যাত্মক শব্দজাত* [দ্র.] : ▷**প্যাঁকপেকে** হাঁস। ৫. *ক্রিয়া-বিশেষ্যজাত* [দ্র] : ▷পাখিতে-**খাওয়া** আম।

ক্রিয়াদ্বন্দ্ব : দ্র. যৌগিক ক্রিয়া।

ক্রিয়াদ্বিত্বজাত বিশেষণ : *ক্রিয়াপদের* দ্বিত্ব ঘটিয়ে যে-*বিশেষণ* তা-ই **ক্রিয়াদ্বিত্বজাত বিশেষণ**। ▷**গেল গেল** চিৎকার। এখানে 'গেল' ক্রিয়াপদটিকে দু-বার ব্যবহার করে চিৎকারের বিশেষণ করা হয়েছে। ▷**আসি আসি** ভাব; **ভাঙো-ভাঙো** রব; **ঢলো-ঢলো** অঙ্গ। [দ্র. ক্রিয়াজাত বিশেষণ]।

ক্রিয়াপদ : *বাক্যে* যে-*পদ* কোনো কিছু করা, ঘটা, হওয়া প্রভৃতি নির্দেশ করে, তা-ই **ক্রিয়াপদ** বা **ক্রিয়া**। বাক্যে ক্রিয়াপদ থাকবেই। ▷আমি **যাই**। তিনি **এসেছিলেন**। সবাই **বলল**। তবে বাংলায় অনেকসময়েই ক্রিয়াপদ উহ্য থাকতে পারে। ▷'কলকাতা একটি শহর।' এটি একটি বাংলা বাক্য। এর ক্রিয়াপদ 'হয়' উহ্য আছে। তবে এই ধরনের বাক্য *অতীত কাল* হলে উহ্য ক্রিয়াটি বেরিয়ে পড়ে। ▷পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। এই বাক্যে ক্রিয়াপদ উহ্য। কিন্তু, ▷বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী **ছিলেন**—এখানে 'ছিলেন' ক্রিয়াপদটি উহ্য রাখা চলে না। আবার : ▷তখন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়। এই বাক্যে ক্রিয়াপদটি উহ্য। *ধাতুর* সঙ্গে কালবাচক *ধাতুপ্রত্যয়* [দ্র.] ও *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি* যোগ করে ক্রিয়াপদ তৈরি হয় ও তা বাক্যে বসে। ▷তিনি **বলিলেন**। এখানে, বলিলেন → √বল্ + ইল্ + এন। এতে 'ইল্'—*অতীতার্থক প্রত্যয়* ও 'এন'—*পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি*। সব ক্রিয়াই কোনো-না-কোনো ধাতু থেকে উৎপন্ন।

ক্রিয়ার অনেকরকম শ্রেণিবিভাগ সম্ভব। *কর্ম* থাকতে পারে কি পারে না—এই বিচারে *সকর্মক* ও *অকর্মক ক্রিয়া*। এ ছাড়া আছে *অসম্পূর্ণ ক্রিয়া, অকর্তৃক ক্রিয়া, অন্তর্থক ক্রিয়া, ণিজন্ত ক্রিয়া, সমাপিকা ক্রিয়া, অসমাপিকা ক্রিয়া, যৌগিক ক্রিয়া, সংযোগমূলক ক্রিয়া*। [দ্র. ধাতু; বিধেয় ক্রিয়া; ক্রিয়ার ভাব; কাল]।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য : *বিশেষ্যের* শ্রেণি-বিশেষ। এই শ্রেণির বিশেষ্য কোনো ক্রিয়ার ভাব, প্রক্রিয়া, পদ্ধতি প্রভৃতি প্রকাশ করে। ▷খাওয়া। 'খাওয়া' বললে খাদ্যগ্রহণের প্রক্রিয়া বোঝায়। অন্যভাবে বলা যায় খাদ্যগ্রহণের প্রক্রিয়াটির নাম হল খাওয়া। এই কারণে 'খাওয়া' **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য** বা **ক্রিয়া-বিশেষ্য** বা **ক্রিয়ার ভাববাচক বিশেষ্য**। এইরকম : ▷যাওয়া; গ্রহণ; দান; বর্জন; নামা; নামানো; পড়া; পড়ানো; ভাবা; ভাবন; ভাবানো। *ধাতুর* সঙ্গে 'আই' যোগ করেও ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য হয়। √বাছ্ + আই = বাছাই। এইরকম : ▷বাঁধাই; ছাপাই; লড়াই; ধরতাই প্রভৃতি। [দ্র. আ[৪]; আই[২]]।

ক্রিয়াবিভক্তি : *ক্রিয়াকে বাক্যে পদ* হিসেবে বসানোর জন্য যে-*বিভক্তির* প্রয়োজন হয় তাকে বলা হয় **ক্রিয়াবিভক্তি**। এই বিভক্তি *পুরুষবাচক*। (লক্ষণীয়, *কাল নির্দেশের* জন্য ক্রিয়ার সঙ্গে যা যোগ হয় তা প্রত্যয় শ্রেণির, বিভক্তি নয়)। ▷আমি **বলি** : √বল্ + ই, এই 'ই' ক্রিয়াবিভক্তি। ▷তিনি **বলতেন** : বলতেন → বলিতেন → √বল্ + ইত্ (কালপ্রত্যয়, অতীতার্থক) + এন, 'এন' পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি। [দ্র. পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি]।

ক্রিয়া-বিশেষণ : এর অর্থ ক্রিয়ার বিশেষণ, যা ক্রিয়াকে বিশেষিত করে। যে-*পদে বাক্যের ক্রিয়াপদটির* গুণ, প্রকৃতি, তীব্রতা প্রভৃতি প্রকৃতিগত অবস্থা বোঝায়, তাকেই **ক্রিয়া-বিশেষণ** বলা হয়। ▷**তাড়াতাড়ি** যাও। **সহাস্যে** বললেন। 'আসছে কারা **হনহনিয়ে**'—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। 'ঘরেতে ভ্রমর এল **গুনগুনিয়ে**'—রবীন্দ্র। ক্রিয়া-বিশেষণেরও *বিশেষণ* হতে পারে। ▷তিনি **বড়ো** ভালো গান করেন। 'গান করেন'-এর বিশেষণ 'ভালো', এই 'ভালো'-র বিশেষণ 'বড়ো'। ▷**খুব** সাবধানে থেকো। তিনি **ভীষণ** জোরে কথা বলেন। **এত** আস্তে গাড়ি চালালে সময়ে পৌঁছোনো যাবে না। [দ্র. বিশেষণের বিশেষণ]। অর্থ ও রূপ অনুযায়ী ক্রিয়া-বিশেষণকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) অর্থ অনুযায়ী ভাগ। ১. *কালবাচক* [দ্র.] : ▷'**সদা** থাকো আনন্দে'—রবীন্দ্র। ২. *স্থানবাচক* [দ্র.] : ▷**কোথায়** পাব তারে। ৩. *প্রকৃতিবাচক* [দ্র.] : ▷**সহাস্যে** বললেন। **দারুণ** চলছে গাড়িটা। (খ) রূপগত ভাগ। ১. *বিভক্তিহীন* [দ্র.] : ▷বৃষ্টি পড়ে **টাপুর টুপুর**। ২. *বিভক্তিযুক্ত* [দ্র.] : ▷**সাবধানে** থেকো। ৩. *প্রত্যয়যুক্ত* [দ্র.] : ▷**কার্যত** দেখা গেল। ৪. *অসমাপিকা ক্রিয়া* [দ্র.] : ▷'গান **গেয়ে** দাঁড় মাঝি টানে'— অতুলপ্রসাদ। ৫. *দ্বিরুক্ত শব্দ* [দ্র.] : ▷**ঝরঝর** ঝরিছে [দ্র. দ্বিরুক্ত শব্দ]।

ক্রিয়া-বিশেষণধর্মী অপ্রধান খণ্ডবাক্য : *জটিল বাক্যে* এই ধরনের *খণ্ডবাক্য* কোনো কোনো সময় *ক্রিয়ার বিশেষণের* কাজ করে। ▷যদি **আধ ঘণ্টা আগে স্টেশনে পৌঁছোতে পার** তবেই ট্রেনে বসার জায়গা পাবে। [দ্র. অপ্রধান খণ্ডবাক্য]।

ক্রিয়া-বিশেষ্য : দ্র. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য।

ক্রিয়া-বিশেষ্যজাত বিশেষণ : *ক্রিয়া-বিশেষ্য* প্রায়শই বাক্যে *বিশেষণের* কাজ করে। এইরকম হলে তাকে বলা হয় **ক্রিয়া-বিশেষ্যজাত বিশেষণ**। ▷বিদেশ থেকে **আনানো** জিনিস। **পাখিতে-খাওয়া** আম। **সেলাই-করা** কাপড়। [দ্র. ক্রিয়াজাত বিশেষণ]।

ক্রিয়ার কাল : দ্র. কাল।

ক্রিয়ার প্রকার : দ্র. ক্রিয়ার ভাব।

ক্রিয়ার ভাব : *কর্তা* সাপেক্ষে *সমাপিকা ক্রিয়ার* অবস্থাকে **ক্রিয়ার ভাব** বা **ক্রিয়ার প্রকার** বলা হয়। "যে উপায়ে ক্রিয়াপদের বর্ণিত কার্য ঘটিবার প্রকার অথবা রীতির বোধ বা দ্যোতনা হয়,

তাহাকে ভাব-প্রকাশক-প্রকার বলে”—সুনীতিকুমার। ক্রিয়ার ভাব চার রকমের হতে পারে। ১. *নির্দেশক ভাব* [দ্র.] : ▷সে আসে। ছেলেরা খেলবে। এই দোকানে সিমেন্ট পাওয়া যায় না। ২. *অনুজ্ঞা ভাব* [দ্র.] : ▷তুমি যাও। যেকোনো তিনটি প্রশ্নের উত্তর লেখো। ‘একবার তোরা মা বলিয়া ডাক’—রবীন্দ্র। বন্যাদুর্গতদের মুক্তহস্তে সাহায্য করুন। ৩. *সংযোজক ভাব* [দ্র.] : ▷আগে থেকে যদি সাবধান হতেন। যায় যদি যাক। ৪. *ইচ্ছাদ্যোতক ভাব* [দ্র.] : ▷সে যেন আসে। লক্ষণীয়, নির্দেশক ও অনুজ্ঞা ভাবের জন্য আলাদা ক্রিয়ারূপ আছে। অন্য দুটির তা নেই। ‘যদি’, ‘যেন’, ‘কি’ ইত্যাদি *অব্যয়ের* সাহায্যে এই ভাবগুলি হয়।

ক্রিয়ার ভাববাচক বিশেষ্য : দ্র. ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য।

ক্রিয়ারূপ : দ্র. ধাতুরূপ।

ক্রু (রু) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে ‘ক্’ বাদ যায়, ‘রু’ থাকে। ▷√ভী + রু (ক্রু) = ভীরু।

ক্লি (লি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে ‘ক্’ বাদ যায়, ‘লি’ থাকে। ▷√ধৃ + লি (ক্লি) = ধূলি।

ক্লীবলিঙ্গ শব্দ : যেসব শব্দ স্ত্রী অথবা পুরুষ কোনোটাকেই বিশেষভাবে বোঝায় না তা-ই **ক্লীবলিঙ্গ শব্দ**। সাধারণত বস্তুবাচক ও ভাববাচক শব্দকে বাংলায় ক্লীবলিঙ্গ ধরা হয়। তবে ব্যাবহারিক বিচারে বাংলায় ক্লীবলিঙ্গ শব্দের কোনো বিশেষ তাৎপর্য নেই। [দ্র. লিঙ্গ]।

ক্ষ : ক্ ও ষ্-এর *যুক্তবর্ণ* ক্ষ। এর চেহারাতে অবশ্য ‘ক’ কিংবা ‘ষ’-কে খুঁজে পাওয়া যায় না। ‘ক্ষ’-কে একটি পৃথক *বর্ণ* হিসেবেও গণ্য করা হত। তবে এখন আর তা হয় না, হওয়ার কোনো কারণও নেই। ‘ক্ষীয়’ নামেও এই যুক্তবর্ণটি পরিচিত। শব্দের প্রথমে থাকলে এর উচ্চারণ ‘খ’-এর মতো। ▷ক্ষণ—খন্; ক্ষতি—খোতি; ক্ষমা—খমা। শব্দের মধ্যে কিংবা শেষে থাকলে এর উচ্চারণ ‘ক্খ’। ▷লক্ষণ—লক্খোন; পরীক্ষা—পোরিক্খা।

ক্ষণমূলক কালাধিকরণ কারক : দ্র. কালাধিকরণ কারক।

ক্ষীণায়ন : *মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনির* মতো উচ্চারিত হলে, তাকে বলে **ক্ষীণায়ন**। ▷মাথা → মাতা। ‘থ’ মহাপ্রাণ ধ্বনি, ‘ত’ অল্পপ্রাণ। তাই ‘মাথা’ শব্দের ‘মাতা’-য় রূপান্তরণ ক্ষীণায়নের উদাহরণ। ▷দেখছে → দেখচে; করছিল → করচিল; চোখ → চোক; হঠাৎ → হটাৎ; খাচ্ছি → খাচ্চি; কাঠ → কাট। পশ্চিমবঙ্গের লোকের মুখের ভাষায় এইরকম উচ্চারণের প্রবণতা লক্ষ করা যায়।

ক্ষীয় : দ্র. ক্ষ।

খ[১] : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও ‘খ্’-ধ্বনির প্রতীক। *ক-বর্গের* দ্বিতীয় *বর্ণ*। খ্-ধ্বনি *কণ্ঠ্য*, *স্পর্শ*, *অঘোষ* ও *মহাপ্রাণ*। [দ্র. ব্যঞ্জনধ্বনি]।

খ[২] **(ঈন)** : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। এই প্রত্যয়ান্ত *শব্দের* শেষে ‘ঈন’ হয়। ▷কুল + ঈন (খ) = কুলীন; বিশ্ব-জন + ঈন (খ) = বিশ্বজনীন; সর্ব-জন + ঈন (খ) = সর্বজনীন; অধি + ঈন (খ) = অধীন; কাল + ঈন (খ) = কালীন; শালা + ঈন (খ) = শালীন; অর্বাচ্ + ঈন (খ) = অর্বাচীন; প্রাচ্ + ঈন (খ) = প্রাচীন।

খ[৩] **(খ)** : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে এই *প্রত্যয়*-এর সবটাই থাকে। ▷√শম্ + খ = শঙ্খ; √শী + খ + আ (টাপ্) = শিখা; √মুহ্ + খ = মুখ।

খ[৪] **(অ)** : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে ‘খ্’ বাদ যায়, ‘অ’ থাকে। ▷রথ- √তৃ + অ (খ) = রথন্তর।

খচ্ (অ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে ‘খ্’, ‘চ্’ বাদ যায়, ‘অ’ থাকে। ধাতুর

আগে 'ম্'-*বিভক্তিযুক্ত* শব্দ থাকলে এই *প্রত্যয়* হয়। ▷বশম্- √বদ্ + অ (খচ্) = বশংবদ; ভয়ম্- √কৃ + অ (খচ্) = ভয়ংকর; সর্বম্- √সহ্ + অ (খচ্) = সর্বংসহ; দেহম্- √ভৃ + অ (খচ্) = দেহম্ভর; ধনম্- √জি + অ (খচ্) = ধনঞ্জয়; পতম্- √গম + অ (খচ্) = পতঙ্গ।

খঞ্ (ঈন) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে এই *প্রত্যয়* থেকে 'ঈন' যোগ হয়। ▷কুল + ঈন (খঞ্) = কৌলীন; মাস + ইন (খঞ্) = মাসীন।

খণ্ড-ত : 'ৎ' এই *বর্ণটি* যা *নিহিত-অ* বিহীন হসন্ত ত-এর জন্য বাংলা লেখাতে ব্যবহৃত হয়, এর নাম **খণ্ড**-ত। আগে একে 'অর্ধ-ত' বলা হত। কেবল ত্-এর জন্যই এইরকম একটি পৃথক বর্ণ বা প্রতীক আছে, অন্য ব্যঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রে এই ধরনের কিছু নেই। আগে ত-এর ব্যঞ্জনান্ত বা হসন্ত উচ্চারণ থাকলেই 'ৎ' লেখা হত। কিন্তু এখন সংস্কৃত শব্দ ও কিছু ধ্বন্যাত্মক শব্দ ছাড়া অন্য শব্দে ৎ-এর ব্যবহার কমে আসছে। ▷বিদ্যুৎ, জগৎ, ধপাৎ কিন্তু হিম্মত, দৌলত। [দ্র. ত]।

খণ্ডবাক্য : *জটিল* এবং *যৌগিক বাক্যের* অন্তর্গত সম্পূর্ণ বাক্যকে বলা হয় **খণ্ডবাক্য** বা **উপবাক্য**। উদাহরণে খণ্ডবাক্যগুলিকে বন্ধনী দিয়ে পৃথক করা হয়েছে। ▷(যদু বলল,) (সে আজ কাজ করবে না)। (তুমি চা খাও) কিন্তু (আমি কফি খাব)।

জটিল বাক্যের খণ্ডগুলি পরস্পরনির্ভর। এই নির্ভরতার রকমফের অনুযায়ী খণ্ডবাক্যগুলিকে কয়েকটি শ্রেণিতে ফেলা যায়। ১. *প্রধান* বা *স্বাধীন খণ্ডবাক্য* [দ্র.]। ২. *অপ্রধান* বা *অধীন খণ্ডবাক্য* [দ্র.]। অপ্রধান খণ্ডবাক্যের আবার তিনটি শ্রেণি আছে। (ক) *সংজ্ঞা* বা *বিশেষ্যধর্মী অপ্রধান খণ্ডবাক্য* [দ্র.]। (খ) *বিশেষণধর্মী অপ্রধান খণ্ডবাক্য* [দ্র.]। (গ) *ক্রিয়া-বিশেষণধর্মী অপ্রধান খণ্ডবাক্য* [দ্র.]।

খণ্ডবাক্য কর্ম : *জটিল বাক্যের* কোনো *খণ্ডবাক্য* যদি *ক্রিয়াপদের* কর্মস্থানীয় হয়, তবে তাকে বলে **খণ্ডবাক্য কর্ম** বা **উপবাক্যীয় কর্ম**। ▷জেনে রাখো **সাধুতাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ পন্থা**। নীচে তাকাতেই দেখলেন **সারা মাঠ হলুদ রঙের ফুলে ছেয়ে আছে**। 'কে না জানে **অম্বুবিন্দু অম্বুমুখে সদ্যঃপাতী**'—মধুসূদন।

খণ্ডিত শব্দ : কোনো *শব্দের* কোনো একটি অংশ এককভাবে ভাষায় ব্যবহৃত হলে তাকে বলা হয় **খণ্ডিত শব্দ**। ▷টেলিফোন → **ফোন**; মাইক্রোফোন → **মাইক**; কমলা লেবু → **কমলা**; চালা ঘর → **চালা**।

খনট্ (অন) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। প্রয়োগে খ্, ট্ বাদ যায়, 'অন' থাকে। প্রিয় ইত্যাদি শব্দের পর 'কৃ' *ধাতুর* উত্তর অভূত-তদ্ভাবে এই প্রত্যয় হয়। ▷প্রিয়ম্- √কৃ + অন (খনট্) = প্রিয়ংকরণ; অন্ধ- √কৃ + অন (খনট্) = অন্ধংকরণ।

খল্ (অ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'খ্', 'ল্' বাদ যায়, 'অ' থাকে। ধাতুর আগে *উপসর্গ*, বিশেষ করে, 'সু' কিংবা 'দুঃ' থাকলে এই *প্রত্যয়* হয়। খল্- প্রত্যয়ান্ত শব্দ *বিশেষণ*। ▷সু- √কৃ + অ (খল্) = সুকর; দুঃ + √কৃ + অ (খল্) = দুষ্কর; দুঃ- √গম্ + অ (খল্) = দুর্গম; দুঃ- অতি- √ক্রম্ + অ (খল্) = দুরতিক্রম।

খল (খল) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ধাতুতে যোগ হলে এর সবটাই থাকে। ▷√মি + খল = মেখল।

খশ্ (অ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'খ্', 'শ্' বাদ যায়, 'অ' থাকে। ধাতুর আগে কোনো পদ থাকলে কিছু ধাতুর সঙ্গে এই *প্রত্যয়* হয়। ▷অভ্র- √লিহ্ + অ (খশ্) = অভ্রংলিহ।

খান, খানা, খনি : *পদাশ্রিত নির্দেশক* [দ্র.]। নির্দিষ্ট কোনো জিনিসকে বোঝানোর জন্য এই নির্দেশকগুলি ব্যবহার করা হয়। ▷তিন**খানা** চিঠি। 'আমার পাত্র**খানা** যায় যদি যাক

ভেঙেচুরে—'—রবীন্দ্র। আধ**খানা** চাঁদ। 'ছিপ-**খান্** তিন দাঁড়'—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। 'মুখ**খানি** কর মলিন বিধুর'—রবীন্দ্র। 'ধানে-ভরা তরী**খানি** ঘাটে এসে ভিড়ে'—রবীন্দ্র।

অনির্দিষ্ট ভাব বোঝানোর জন্য 'খান' নির্দেশকটি প্রায়শই শব্দের আগে বসে। ▷**খান** আষ্টেক লুচি। এখানে লুচির সংখ্যা আটের সামান্য কম কিংবা বেশি হতে পারে। কিন্তু 'আটখানা লুচি' বললে আটটা লুচিই বোঝায়। ▷**খান** চার কাপড়। **খান** কতক ভাঙা বাড়িই কেবল অবশিষ্ট আছে।

খানা[১] : দ্র. খান।

খানা[২] : *শব্দপ্রত্যয়* (ফারসি খানহ্)। স্থান অর্থে ব্যবহৃত হয়। ▷পিল**খানা**; মুদি**খানা**; ডাক্তার**খানা**; ছাপা**খানা**; কসাই**খানা**; চিড়িয়া**খানা**; বৈঠক**খানা**; খাজাঞ্চি**খানা**।

খানি : দ্র. খান।

খি (ই) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'খ্' বাদ যায়, 'ই' থাকে। ▷আত্মন্- √ভৃ + ই (খি) = আত্মম্ভরি।

খোর : বাংলায় ব্যবহৃত *বিদেশি প্রত্যয়* (ফারসি খুর্)। খেতে কিংবা নিতে অভ্যস্ত—এই অর্থে শব্দের সঙ্গে 'খোর' প্রত্যয় যোগ হয়। সাধারণত খারাপ অর্থে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ▷গাঁজা**খোর**; আফিম**খোর**; ঘুস**খোর**; নেশা**খোর**; মুনাফা**খোর**; চশম**খোর**।

গ[১] : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও গ্-*ধ্বনির* প্রতীক। *ক-বর্গের* তৃতীয় বর্ণ। গ্-ধ্বনি *কণ্ঠ্য, ঘোষ, অল্পপ্রাণ*। [দ্র. ব্যঞ্জনধ্বনি]।

গ[২] : দ্র. গক্; গন্।

গক্ (গ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'গ' থাকে। ▷√গৃ + গ (গক্) = গর্গ; √মুদ্ + গ (গক্) = মুদ্গ।

গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ (শব্দের) : *শব্দ* কীভাবে তৈরি হচ্ছে, এই বিচারে শব্দের শ্রেণিবিভাগ হল **গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ**। এর দুটি প্রধান ভাগ। ১. *সিদ্ধ শব্দ* বা *স্বয়ংসিদ্ধ শব্দ* বা *মৌলিক শব্দ* [দ্র.]। এই-জাতীয় শব্দকে বিশ্লেষণ করা যায় না। ▷মা; নাক; ঘোড়া; ধিক; তিন। ২. *সাধিত শব্দ* [দ্র.]। এই-জাতীয় শব্দের বিশ্লেষণ সম্ভব। সাধিত শব্দ দু-রকম : (ক) *সমস্ত* বা *সমাসবদ্ধ*। ▷সলজ্জ; ভোজনপ্রিয়; রাজপুত্র; কুন্দশুভ্র; পোঁ-ধরা; পান্থপাদপ; নীলাম্বর; দলাদলি। (খ) *প্রত্যয়ান্ত* বা *প্রত্যয়যুক্ত*। ▷দায়িত্ব; সরস্বতী; বাঁদরামি; জ্বলন্ত; দয়ালু।

গতি : কিছু সংস্কৃত *অব্যয়* আছে যারা *ধাতুর* সঙ্গে *উপসর্গের* মতোই ব্যবহৃত হয়। ▷*আবিঃ, তিরঃ, পুরঃ, প্রাদুঃ, বহিঃ, অলম্*। এইসব সংস্কৃত অব্যয়কে বলা হয় **গতি**। এর প্রয়োগ : ▷আবিষ্কার; আবির্ভাব; তিরস্কার; তিরোধান; তিরস্করণী; তিরোভাব; প্রাদুর্ভাব; বহিষ্কার; বহিরঙ্গ; বহিরাগমন; বহির্গমন; বহির্বাণিজ্য; বহির্বাটী; অলংকার; অলংকৃত; অলংকরণ; পুরস্কার; পুরোভূমি; পুরোযায়ী; পুরোবর্তী প্রভৃতি।

গন্ (গ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'গ' থাকে। ▷√গম্ + গ (গন্) + আ (টাপ্) = গঙ্গা; √ছো + গ (গন্) = ছাগ; √পূ + গ (গন্) = পূগ; √ভৃ + গ (গন্) = ভৃঙ্গ; √খড় + গ (গন্) = খড়্গ; √শৃ + গ (গন্) = শৃঙ্গ।

গর[১] : বাংলায় ব্যবহৃত (আরবি গয়র) *উপসর্গ*। না কিংবা ভুল অর্থে : ▷**গর**মিল; **গর**হাজির; **গর**ঠিকানা; **গর**রাজি।

গর[২] : বাংলায় ব্যবহৃত (ফারসি গর্, গার্) *শব্দপ্রত্যয়*। নিপুণতা, পেশা প্রভৃতি অর্থে : ▷কারি**গর**; বাজি**গর**; সওদা**গর**।

গস্নু (স্নু) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'গ্' বাদ যায়, 'স্নু' থাকে। ▷√জি + স্নু (গস্নু) = জিষ্ণু; √স্থা + স্নু (গস্নু) = স্থাস্নু।

গাছ, গাছা, গাছি : এই *পদাশ্রিত নির্দেশকগুলি* সরু ও লম্বা জিনিসের ক্ষেত্রেই সাধারণত ব্যবহৃত হয়। ▷লাঠিগাছ; একগাছি সুতো; একগাছা দড়ি। অনির্দিষ্ট কোনো ভাব বোঝাতে এই নির্দেশকগুলি শব্দের আগেও বসতে পারে। ▷গাছ কতক লাঠি।

গাছা : দ্র. গাছ।

গাছি : দ্র. গাছ।

গিরি : বাংলায় ব্যবহৃত (ফারসি গর্→গরী) *শব্দপ্রত্যয়*। বৃত্তি-অর্থে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। ▷কেরানিগিরি; মিস্তিরিগিরি; পাণ্ডাগিরি; গুরুগিরি; কুলিগিরি; ঝি-গিরি; বাবুগিরি; পুরুতগিরি।

গুণ : 'ই' কিংবা 'ঈ'-ধ্বনির জায়গায় 'এ'-ধ্বনি, 'উ' কিংবা 'ঊ'-ধ্বনির স্থানে 'ও'-ধ্বনি, এবং 'ঋ'-স্থানে 'অর্' হওয়াকে **গুণ** বলা হয়। কেবলমাত্র *স্বরধ্বনিতেই* গুণ হওয়া সম্ভব। ▷লিখ → লেখ; নী → (গুণ হয়ে) নে + অন → (সন্ধি হয়ে) নয়ন; মুচ্ → (গুণ হয়ে) মোচ্ + অন (সন্ধি হয়ে) → মোচন; কৃ → (গুণ হয়ে) কর্ + অন → (সন্ধি হয়ে) করণ; ভূ → (গুণ হয়ে) ভো + অন → (সন্ধি হয়ে) ভবন; শ্রু → (গুণ হয়ে) শ্রো + অন (সন্ধি হয়ে) → শ্রবণ। [দ্র. বৃদ্ধি]।

গুণ ও বৃদ্ধি

স্বরধ্বনি	গুণ হলে	বৃদ্ধি হলে
অ, আ	×	আ
ই, ঈ	এ	ঐ
উ, ঊ	ও	ঔ
ঋ	অর্	আর্
এ	×	ঐ
ও	×	ঔ

গুণবাচক বিশেষণ : *নাম-বিশেষণের* অন্যতম শ্রেণি। এই ধরনের *বিশেষণ বিশেষ্য* কিংবা *সর্বনামের* গুণ, দোষ, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি প্রকাশ করে। ▷সুন্দর ফুল। **চমৎকার** খেলা। **কুৎসিত** হাতের লেখা। অন্য নাম **বৈশিষ্ট্যবাচক বিশেষণ**।

গুণবাচক বিশেষ্য : যে-*বিশেষ্য* শব্দে গুণ, দোষ, ধর্ম প্রভৃতি ভাব বোঝায় তা-ই **গুণবাচক বিশেষ্য** বা **ভাববাচক বিশেষ্য**। ▷বুদ্ধি; বোকামি; প্রতিভা; দানশীলতা; ক্ষমা; মনুষ্যত্ব; সাহস; ভীরুতা; বলশালিতা; পাপ; পুণ্য। [দ্র. বিশেষ্য]।

গুণ সম্বন্ধ : কোনো *বাক্যের সম্বন্ধিত পদটি সম্বন্ধপদের* কোনো গুণ, ধর্ম, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি প্রকাশ করলে **গুণ সম্বন্ধ** বা **যোগ্যতা সম্বন্ধ** হয়। ▷**বরফের** শীতলতা। **রাতের** অন্ধকার। **জ্ঞানীর** জ্ঞান। **মায়ের** স্নেহ। **লোহার** দৃঢ়তা। **মূর্খের** অবিবেচনা।

গুণিত সংখ্যাবাচক বিশেষণ : দ্র. সংখ্যাবাচক বিশেষণ।

গুলা : দ্র. গুলি।

গুলি, গুলো, গুলা : *বহুবচনজ্ঞাপক বাংলা শব্দপ্রত্যয়*। এই *প্রত্যয়ের* গুলি-রূপটি সাধারণত *সাধু ভাষায়* দেখা যায়। অপরপক্ষে *চলিত ভাষায়* 'গুলা' ও 'গুলো'—এই দুটি রূপই ব্যবহৃত হয়।

▷ফুলগুলি; মানুষগুলি; 'কুকুরগুলো/শুঁকছে ধুলো'—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। 'ঢেউগুলি নিরুপায় ভাঙে দুধারে'—রবীন্দ্র। সম্ভ্রমাত্মক প্রয়োগে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয় না। শিক্ষকগুলো, মন্ত্রীগুলো, ম্যানেজারগুলি—এইসব প্রয়োগ শিষ্ট কিংবা মান্য নয়। 'গুলা' রূপটির প্রয়োগ আঞ্চলিক। প্রধানত পূর্ববঙ্গের ভাষায় পাওয়া যায়। ▷গোরুগুলা বৃষ্টিতে ভেজে। ধানগুলা তোলো।

গুলো : দ্র. গুলি।

গৌণ কর্ম : *দ্বিকর্মক ক্রিয়ার* দুটি কর্ম হতে পারে। সাধারণত একটি কর্ম প্রাণীবাচক, অন্যটি অপ্রাণীবাচক। এইরকম হলে *প্রাণীবাচক* কর্মটিকে **গৌণ কর্ম** বলা হয়, অন্যটি *মুখ্য কর্ম*। গৌণ কর্ম প্রায়শই বিভক্তিযুক্ত হয়। ▷ভবতোষবাবু **আমাদের** অর্থনীতি পড়াতেন। মা **শিশুকে** দুধ খাওয়াচ্ছেন। '**অন্ধজনে** দেহো আলো'—রবীন্দ্র। ওই বইটা **ওঁকে** দাও তো। ক্রিয়াটিকে 'কাকে' প্রশ্ন করলে যে-উত্তর পাওয়া যায়, সেটিই গৌণ কর্ম। [দ্র. কর্ম কারক; দ্বিকর্মক ক্রিয়া]।

গৌণ ক্রিয়া : দ্র. যৌগিক ক্রিয়া।

গ্মিনি (গ্মিন্) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'ই' বাদ যায়, 'গ্মিন্' থাকে। 'গ্মিন্' প্রত্যয়ান্ত শব্দের মূল রূপটি বাংলায় ব্যবহৃত হয় না। সংস্কৃত শব্দরূপ অনুযায়ী প্রথমার একবচনের রূপটিই বাংলায় চলে। ▷বাচ্ + গ্মিন্ (গ্মিনি) = বাগ্মিন্ → বাগ্মী।

ঘ[১] : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও 'ঘ্'-ধ্বনির প্রতীক। *ক-বর্গের* চতুর্থ বর্ণ। ঘ্-ধ্বনি *কণ্ঠ্য*, *স্পর্শ*, *ঘোষ* ও *মহাপ্রাণ*। [ব্যঞ্জনধ্বনি]।

ঘ[২] (অ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ঘ্' বাদ যায়, 'অ' থাকে। ▷প্র- √ছাদি + অ (ঘ) = প্রচ্ছদ; আ- √কৃ + অ (ঘ) = আকর; আ- √পণ্ + অ (ঘ) = আপণ।

ঘ[৩] (ইয়) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। এই *প্রত্যয় থেকে শব্দের শেষে* 'ইয়' যোগ হয়। ▷অগ্র + ইয় (ঘ) = অগ্রিয়; ইন্দ্র + ইয় (ঘ) = ইন্দ্রিয়।

ঘঞ্ (অ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ঘ্', 'ঞ্' বাদ যায়, 'অ' থাকে। এই প্রত্যয় যোগ হলে *স্বরধ্বনির গুণ* কিংবা *বৃদ্ধি* হয়। ধাতুর শেষে 'চ্', 'জ্' থাকলে তা 'ক্' কিংবা 'গ্' হয়। এই প্রত্যয়ান্ত শব্দ বিশেষ্য ও সংস্কৃত মতে *পুংলিঙ্গ*। ▷√ভূ + অ (ঘঞ্) = ভাব; √যজ্ + অ (ঘঞ্) = যাগ; সম্- √তন্ + অ (ঘঞ্) = সন্তান; প্র- √নম্ + অ (ঘঞ্) = প্রণাম; √ভজ্ + অ (ঘঞ্) = ভাগ; অভি- √সিচ্ + অ (ঘঞ্) = অভিষেক; আ- √হন্ + অ (ঘঞ্) = আঘাত; অব- √তৃ + অ (ঘঞ্) = অবতার; প্র- √স্তু + অ (ঘঞ্) = প্রস্তাব; √নশ্ + অ (ঘঞ্) = নাশ। (লক্ষণীয়, √হস্ + ঘঞ্ = হাস, কিন্তু √হস্ + অপ্ = হস; বি- √স্তৃ + ঘঞ্ = বিস্তার, কিন্তু বি- √স্তৃ + অচ্ = বিস্তর)।

ঘটনান্তরাপেক্ষিত ভাব : দ্র. সংযোজক ভাব।

ঘটনাসূচক অব্যয় : দ্র. অবস্থাত্মক অব্যয়।

ঘটমান অতীত কাল : অতীতে কোনো ক্রিয়ার সংঘটন কিছুক্ষণ ধরে চলেছিল—এইরকম অবস্থা বোঝাতে **ঘটমান অতীত কাল** ব্যবহার হয়। এই কালরূপ *যৌগিক কাল*, অর্থাৎ এতে দুটো *ধাতু* লাগে। ▷সে খাইতেছিল (খাচ্ছিল); তিনি বলিতেছিলেন (বলছিলেন)। খাইতেছিল ক্রিয়াপদটিকে ভাঙলে পাওয়া যায়, √খা + ইতে (*অসমাপিকা ক্রিয়াপ্রত্যয়*) + √আছ্ + ইল্ (*অতীতার্থক প্রত্যয়*) + অ (*পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি*) = খাইতে আছিল → খাইতেছিল → (এর থেকে চলিত রূপ) খাচ্ছিল। এইরকম, বলিতেছিলেন → √বল্ + ইতে + √আছ্ + ইল্ + এন = বলিতে আছিলেন → বলিতেছিলেন → বলছিলেন। শুধু *নির্দেশক ভাবেই* এই কাল প্রয়োগ করা চলে। কাব্যে যেতেছিলেম, যেতেছিল, প্রভৃতি রূপও দেখা যায়। [দ্র. অতীত কাল]।

ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত অতীত কাল : *অতীতে* মাঝে মাঝে ঘটত, *ক্রিয়ার* এইরকম সংঘটন বোঝানোর জন্য যে-*কালরূপ* তাকেই বলা হয় **ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত অতীত কাল**। এটি *যৌগিক কাল*, অর্থাৎ এতে দুটি *ধাতু* লাগে। ▷'নয়ন-যুগল হইতে অবিরত বাষ্পবারি বিগলিত **হইতে থাকিত**'—বিদ্যাসাগর। সে মনে মনে **জ্বলতে থাকত**। 'হইতে থাকিত'-কে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায়, √হ্ + ইতে (অসমাপিকা ক্রিয়াপ্রত্যয়) + √থাক্ + ইত্ (অতীতার্থক প্রত্যয়) + অ (*পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি*) = হইতে থাকিত → (এর থেকে চলিত রূপ) হতে থাকত। এইরকম : ▷√জ্বল্ + ইতে + √থাক্ + ইত্ + অ = জ্বলিতে থাকিত → জ্বলতে থাকত।

ঘটমান বর্তমান কাল : যে-*ক্রিয়ার* সংঘটন এখনও চলছে তা বোঝানোর যে-*কালরূপ*, তা-ই **ঘটমান বর্তমান কাল**। *নির্দেশক ভাবে* ব্যবহৃত এই কাল *যৌগিক কাল*। ▷যাইতেছেন → যাচ্ছেন; বলিতেছে → বলছে। এখানে দুটি *ধাতু* আছে। √যা + ইতে (*অসমাপিকা ক্রিয়াপ্রত্যয়*) + √আছ্ + এন (*পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি*) → যাইতে আছেন → যাইতেছেন → যাচ্ছেন। এইরকম : ▷√বল্ + ইতে + √আছ্ + এ → বলিতে আছে → বলিতেছে → বলছে। পূর্ব বাংলার মুখের ভাষায় 'যাইতে আছে', 'কইতে আছে' রূপগুলি শোনা যায়। ঘটমান বর্তমানের কালরূপ অন্য কালেও ব্যবহৃত হয়। *ভবিষ্যৎ কাল* : ▷তিনি আগামীকাল **আসছেন**। *অতীত কাল* : ▷সেনাপতি দেখলেন যে তাঁর সৈন্যরা পিছু **হটছে**। তিন-শো বছর আগে যখন শহরটা সবে তৈরি **হচ্ছে**...।

ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল : কোনো ক্রিয়ার সংঘটন পরে অর্থাৎ ভবিষ্যতে আরম্ভ হবে, ও তারপর তা চলতে থাকবে—এইরকম ক্ষেত্রে যে-*কালরূপ* হয়, তার নাম **ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল**। এটি *যৌগিক কাল* এবং কেবল *নির্দেশক ভাবেই* প্রযোজ্য। ▷কাল থেকেই কাজে **লেগে যাবে**। এখন থেকে **চলতেই থাকবে**। এই ঘন্টাটা **বাজিতে থাকিবে**। এই কালরূপে দুটি ক্রিয়ারূপ লাগে—একটি *অসমাপিকা ক্রিয়া*, অন্যটি *সাধারণ ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়া*। লক্ষণীয়, নিত্যতাবোধক কিছু *শব্দের* সঙ্গে ব্যবহৃত হলে সাধারণ ভবিষ্যতের রূপেই ঘটমান ভবিষ্যৎ বোঝানো যায়। ▷কাল থেকে **প্রতিদিনই** খবরের কাগজ **দেবে**। **এখন থেকে** ইনিই বড়োবাবুর কাজ **করবেন**।

ঘর্ষিত ধ্বনি : দ্র. ঘৃষ্ট ধ্বনি।

ঘিনুণ্ (ইন্) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ঘ্', 'উ', 'ণ্' বাদ যায়, 'ইন্' থাকে। এই প্রত্যয়ান্ত *শব্দ* বাংলায় সরাসরি ব্যবহৃত হয় না। সংস্কৃত শব্দরূপ অনুযায়ী এর প্রথমার *একবচনের* রূপটিই বাংলায় চলে। ▷√দুষ্ + ইন্ (ঘিনুণ্) = দোষিন্ → দোষী; √শম্ + ইন্ (ঘিনুণ্) = শমিন্ → শমী।

ঘুরচ্ (উর) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ঘ্' ও 'চ্' বাদ যায়, 'উর' থাকে। ▷√ভন্জ্ + উর (ঘুরচ্) = ভঙ্গুর; √মিদ্ + উর (ঘুরচ্) = মেদুর; √ভাস্ + উর (ঘুরচ্) = ভাসুর।

ঘৃণা-বিরক্তিসূচক অব্যয় : *মনোভাববাচক অব্যয়ের* অন্যতম শ্রেণি। এই শ্রেণির *অব্যয়ের* সাহায্যে ঘৃণা, বিরক্তি, ভালো না-লাগা প্রভৃতি মনোভাব প্রকাশ করা হয়। এই অব্যয় *অনন্বয়ী* শ্রেণির। ▷'**ছি ছি ছি**, এমন কথা বলিবার নয়।'—রবীন্দ্র। **ধুৎ**, এটা কী করছ তুমি? **এঃ**, গাটা ঘিনঘিন করছে। **ধুত্তোর**, ওসব বাদ দাও।

ঘৃষ্ট ধ্বনি : যে-*ব্যঞ্জনধ্বনির* উচ্চারণে মুখের ভিতর থেকে বার হতে-যাওয়া বাতাস প্রথমে সম্পূর্ণভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়, ও পরে বাধা দ্রুত সরে গেলেও ধ্বনিটিতে ঘর্ষণের প্রভাব থাকে, তাকে বলা হয় **ঘৃষ্ট ধ্বনি** বা **ঘর্ষিত ধ্বনি**। চ্, ছ্, জ্, ঝ্-এর ধ্বনিতে এই বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। (মতান্তরে চ্, ছ্, জ্, ঝ্-কে স্পর্শধ্বনির মধ্যেই গণ্য করা হয়)।

ঘৃষ্ট বর্ণ : যেসব *বর্ণের* ধ্বনি *ঘৃষ্ট ধ্বনি*, তাদের বলা হয় **ঘৃষ্ট বর্ণ**। এই বিচারে **চ, ছ, জ, ঝ** ঘৃষ্ট বর্ণ।

ঘোষ ধ্বনি : "ধ্বনির গাম্ভীর্য-কে ধ্বনিবিজ্ঞানে বলে ঘোষ" —সুনীতিকুমার। যে-*ধ্বনিতে* গাম্ভীর্য অর্থাৎ ঘোষ আছে, তা-ই **ঘোষ ধ্বনি** বা **নাদধ্বনি**। সাধারণত *বর্গের* তৃতীয় ও চতুর্থ *বর্গের* ধ্বনি ঘোষ। তবে এর বাইরেও ঘোষধ্বনি থাকা সম্ভব। যে-ধ্বনির উচ্চারণে কণ্ঠের স্বরপল্লব দুটি কাঁপে তা সঘোষ ধ্বনি। ঘোষধ্বনির দুটো প্রকারভেদ আছে—সঘোষ ও ঘোষবৎ। ঘোষের মাত্রা অনুযায়ীই এই নামকরণ। সঘোষ ধ্বনির উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী ক্রমাগত কাঁপে বা অনুরণিত হয়। বাংলায় সব স্বরধ্বনি, এবং ঙ্, ন্, ম্, ল্ এই শ্রেণির। অন্যদিকে ঘোষবৎ ধ্বনির ক্ষেত্রে স্বরতন্ত্রীর কম্পন হয় আংশিক কিংবা সংক্ষিপ্ত। এগুলি হল গ্, ঘ্, জ্, ঝ্, ড্, ঢ্, দ্, ধ্, ব্, ভ্। এরা বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ। এ ছাড়া র্, ড়্, ঢ়্, হ্—এদের ধ্বনিও ঘোষবৎ।

ঘোষবৎ ধ্বনি : দ্র. ঘোষ ধ্বনি।

ঘোষ বর্ণ : যে-ধ্বনির উচ্চারণ *সঘোষ* কিংবা *ঘোষবৎ*, তাদের লিখিত যে প্রতীক, তাকে **ঘোষ বর্ণ** বলা চলে। [দ্র. ঘোষ ধ্বনি]।

ঘোষীভবন : উচ্চারণের সময় নানা কারণে অনেক *অঘোষ ধ্বনি ঘোষ ধ্বনিতে* পরিণত হয় এবং এই পরিবর্তনের নাম ঘোষীভবন। ▷কাক → কাগ; শাক → শাগ; ধপধপে → ধবধবে। অঘোষ ধ্বনি ক্, প্ ঘোষ ধ্বনি গ্ ও ব্-তে পরিবর্তিত হল। [দ্র. অঘোষীভবন]।

ঙ : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও *ক-বর্গের* পঞ্চম বর্ণ। এর উচ্চারণ *অনুস্বারের* মতো। তবে অনুস্বারের সঙ্গে *আ-কার, ই-কার, এ-কার* প্রভৃতি যোগ হতে পারে না, কিন্তু ঙ-র সঙ্গে হয়। ▷রঙিন; রঙের; বাঙালি। ঙ্-ধ্বনির মধ্যে 'গ'-ধ্বনি নেই। বাঙালি → বাংআলি; রঙিন → রোংইন্ (বাঙ্গালি অথবা রঙ্গিন্ নয়)। ঙ-র ধ্বনি *স্পর্শ, কণ্ঠ্য* ও *নাসিক্য*। *শব্দের* প্রথমে ও *ব্যঞ্জনধ্বনির* পর ঙ বসতে পারে না। এই কারণে ঙ-য় গ (ঙ্গ), ঙ-য় ক (ঙ্ক) হয়, কিন্তু ক-য়ে ঙ কিংবা গ-য়ে ঙ হওয়া সম্ভব নয়।

ঙস্ (স্য) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে শব্দের শেষে 'স্য' হয়। ▷ইদম্ + স্য (ঙস্) = অস্য।

ঙীপ্ (ঈ) : সংস্কৃত *স্ত্রী-প্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'ঙ্', 'প্' বাদ যায়, 'ঈ' থাকে। ▷রূপিন্ + ঈ (ঙীপ্) = রূপিণী; কর্তৃ + ঈ (ঙীপ্) = কর্ত্রী; নেতৃ + ঈ (ঙীপ্) = নেত্রী; পাতা (পাতৃ) + ঈ (ঙীপ্) = পাত্রী; সরস্বান্ (সরস্বৎ) + ঈ (ঙীপ্) = সরস্বতী; ভূয়ান্ (ভূয়স্) + ঈ (ঙীপ্) = ভূয়সী; রোগী (রোগিন্) + ঈ (ঙীপ্) = রোগিণী; কপোত + ঈ (ঙীপ্) = কপোতী।

ঙীষ্ (ঈ) : সংস্কৃত *স্ত্রী-প্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'ঙ্', 'ষ্' বাদ যায়, 'ঈ' থাকে। ▷মৎস্য + ঈ (ঙীষ্) = মৎসী; গৌর + ঈ (ঙীষ্) = গৌরী; তাপস + ঈ (ঙীষ্) = তাপসী; তরুণ + ঈ (ঙীষ্) = তরুণী। এইরকম : ▷সিংহ → সিংহী; চকোর → চকোরী; সুন্দর → সুন্দরী; ব্যাঘ্র → ব্যাঘ্রী; দৌহিত্র → দৌহিত্রী; উষ্ট্র → উষ্ট্রী।

ঙ্বনিপ্ (ত্বন্) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে এই প্রত্যয় থেকে 'ত্বন্' যোগ হয়। ▷√সু + ত্বন্ (ঙ্বনিপ্) = সুত্বা।

চ[১] : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ*, ও 'চ্'-ধ্বনির প্রতীক। *চ-বর্গের* প্রথম *বর্ণ*। চ্-ধ্বনি *তালব্য, ঘৃষ্ট, অঘোষ* ও *অল্পপ্রাণ*। এই ধ্বনিকে স্পর্শধ্বনির অন্তর্গতও করা হয়ে থাকে। [দ্র. ব্যঞ্জনধ্বনি]।

চ[২] : দ্র. চট্।

চট্ (চ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ট্' বাদ যায়, 'চ' থাকে। ▷√সিব্ + চ (চট্) = সুচ।

চণপ্ (চণ) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'প্' বাদ যায়, 'চণ' থাকে। ▷মায়া + চণ (চণপ্) = মায়াচণ (মায়াখ্যাত)।

চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস : দ্র. সম্প্রদান তৎপুরুষ।

চতুর্থী বিভক্তি : দ্র. সম্প্রদান কারকের বিভক্তি।

চন (চন) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে এর পুরোটাই থাকে। ▷কথম্ + চন = কথঞ্চন; কদা + চন = কদাচন।

চন্দ্রবিন্দু : বাংলা *বর্ণমালার* অন্যতম *বর্ণ* ঁ প্রকৃতপক্ষে *অনুনাসিক ধ্বনির* চিহ্ন। চন্দ্রবিন্দু যখন কোনো *স্বরবর্ণ* অথবা *ব্যঞ্জনবর্ণের* সঙ্গে ব্যবহৃত হয় তখন বর্ণটির মাথায় বসে। ▷আঁশ; বাঁধা, গাঁইতি; বঁড়শি; পিঁড়ি; পৌঁছানো। বস্তুত চন্দ্রবিন্দু *স্বরধ্বনি* কিংবা নিহিত অ-র পরে থাকে। যেমন কাঁসা = ক্ + আ + ঁ + স্ + আ (ক্ + ঁ + আ + স্ + আ নয়)। এইরকম : ▷আঁশ = আ + ঁ + শ; গাঁইতি = গ্ + আ + ঁ + ই + ত্ + ই; বঁড়শি = ব্ + অ + ঁ + ড়্ + অ + শ্ + ই।

চ-বর্গ : বাংলা *বর্ণমালার ব্যঞ্জনবর্ণের* পঁচিশটি *বর্ণকে* পাঁচটি *বর্গে* ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি বর্গের প্রথম বর্ণের নামেই বর্গটির নামকরণ হয়। চ, ছ, জ, ঝ, ঞ—এই পাঁচটি বর্ণ চ-বর্গের অন্তর্ভুক্ত। এদের প্রথম চারটি *তালব্য ব্যঞ্জন* ও শেষেরটি, অর্থাৎ '*ঞ*' *নাসিক্য ব্যঞ্জন*।

চলিত ভাষা : বাংলা যাঁদের মাতৃভাষা, তাঁরা যে-ভাষায় কথাবার্তা বলেন, সে-ভাষাই **চলিত ভাষা**। কিছুদিন আগেও (এবং অংশত এখনও) বাংলায় কথা বলার ভাষা ও লেখার ভাষা আলাদা ছিল, এবং এই লেখার ভাষাকে বলা হয় *সাধু ভাষা* [দ্র.]। সাধু ও চলিত ভাষার প্রধান পার্থক্য *ক্রিয়ার* রূপে ও *সর্বনামে*। সাধু ভাষার ক্রিয়া—হইল, করিলাম, করিতেছে, বলিয়াছিল, চলিবে, ধরিতেছিলে। এর চলিত রূপ যথাক্রমে—হল, করলাম, করছে, বলেছিল, চলবে, ধরছিল। সর্বনাম—তাহাকে, ইহাদের, কাহাকেও প্রভৃতি চলতি ভাষায় হবে তাকে, এদের, কাউকেও। এ ছাড়াও সাধু ও চলিত ভাষায় আরও অনেক পার্থক্য আছে। মুখের ভাষা অঞ্চলভেদে বদলায়। মেদিনীপুরের চলিত ভাষা, ঢাকা অথবা খুলনা অঞ্চলের চলিত ভাষায় অনেক পার্থক্য। অথচ এইসব অঞ্চলের সাধু ভাষার রূপ একই। কিন্তু সাধু ভাষার পরিবর্তে যখন চলিত ভাষা সাহিত্যে, নাটকে, খবরের কাগজে, রেডিয়ো, টেলিভিশন প্রভৃতি মাধ্যমে ব্যবহৃত হতে লাগল, তখন দেখা গেল যে কলকাতা অঞ্চলে প্রচলিত চলিত ভাষাই প্রাধান্য পেল। এই ভাষাই এখন বাংলার **মান্য চলিত ভাষা** বা **শিষ্ট চলিত ভাষা**। তবে আমাদের মান্য চলিত ভাষা পুরোপুরিই কলকাতার ভাষা নয়—তার অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে। স্থান বা অঞ্চলভেদে ভাষার যে-রূপভেদ, তাকে বলা হয় *আঞ্চলিক ভাষা* বা *উপভাষা* [দ্র.]। এই অভিধানটি মান্য চলিত ভাষায় লেখা হয়েছে। মান্য চলিত ভাষাও এইরকম একটি আঞ্চলিক ভাষা বা উপভাষা। [দ্র. সাধু ভাষা]।

চা : দ্র. চে।

চানশ্ (আন) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্', 'শ্' বাদ যায়, 'আন' থাকে। ▷√ঈশ্ + আন (চানশ্) = ঈশান।

চি : বাংলায় ব্যবহৃত ফারসি *শব্দপ্রত্যয়*। ▷মশাল + চি = মশালচি; তবল + চি = তবলচি; বন্দুক + চি = বন্দুকচি; ধুনা + চি = ধুনাচি → ধুনুচি।

চিৎ (চিৎ) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে এর সবটাই থাকে। ▷কিম্ + চিৎ = কিঞ্চিৎ; কথম্ + চিৎ = কথঞ্চিৎ; কদা + চিৎ = কদাচিৎ; ক + চিৎ = কচিৎ।

চুঞ্চুপ্ (চুঞ্চু) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'প্' বাদ যায়, 'চুঞ্চু' থাকে। অভ্যস্ততা, নৈপুণ্য প্রভৃতি বোঝানোর জন্য এই *প্রত্যয়* ব্যবহার করা হয়। ▷অক্ষর + চুঞ্চু (চুঞ্চুপ্) = অক্ষরচুঞ্চু; তর্ক + চুঞ্চু (চুঞ্চুপ্) = তর্কচুঞ্চু; বিদ্যা + চুঞ্চু (চুঞ্চুপ্) = বিদ্যাচুঞ্চু।

চুমকুড়ি : দ্র. ওষ্ঠ্য শীৎকার ধ্বনি।

চে, চা : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। আভাস ইত্যাদি বোঝানোর জন্য এই *প্রত্যয়* ব্যবহার করা হয়। ▷নীল

+ চে = নীলচে; লাল + চে = লালচে; কোনা + চে = কোনাচে। *সাধু ভাষায়* কখনো 'চা' হয়। ▷নীল + চা = নীলচা; কোনা + চা = কোনাচা।

ট্বি : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। আগে ছিল না, কিন্তু এখন হয়েছে—এই অর্থে ট্বি-প্রত্যয়ের ব্যবহার। ট্বি-প্রত্যয়ান্ত *শব্দ* কৃ, ভূ, অস্ প্রভৃতি *ধাতুর* আগে বসে নতুন শব্দ তৈরি করে। ট্বি-প্রত্যয়ের সবটুকুই বাদ যায়। এবং যে-শব্দের সঙ্গে এই প্রত্যয় হয়, তার শেষে 'অ' থাকলে অ-স্থানে 'ঈ' হয়। অন্য হ্রস্বধ্বনি দীর্ঘ হয়। ▷লঘু + ট্বি → লঘূ- √কৃ + অনট্ = লঘূকরণ; স্ব + ট্বি → অঙ্গ + ট্বি → অঙ্গী- √কৃ + অন (ল্যুট্) = অঙ্গীকরণ; ভস্ম + ট্বি → ভস্মী - √ভূ + ত (ক্ত) = ভস্মীভূত; সম + ট্বি → সমী - √ভু + অন (ল্যুট্) = সমীভবন; শ্রোতৃ + ট্বি → শ্রোত্রী - √ভৃ + অনট্ = শ্রোত্রীভবন।

ছ১ : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও ছ্-ধ্বনির প্রতীক। *চ-বর্গের* দ্বিতীয় *বর্ণ*। ছ্-ধ্বনি *তালব্য*, *ঘৃষ্ট*, *অঘোষ* ও *মহাপ্রাণ*। এই ধ্বনিকে *স্পর্শধ্বনিও* বলা হয়ে থাকে। [দ্র. *ব্যঞ্জনধ্বনি*]।

ছ২ (ছ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে এর সবটাই বজায় থাকে। ▷√তুদ্ + ছ = তুচ্ছ।

ছ৩ (ঈয়) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। সম্পর্কিত কিংবা মানানসই বোঝাতে এই *প্রত্যয়ের* ব্যবহার হয়। ছ-প্রত্যয়ান্ত *শব্দের* শেষে 'ঈয়' হয়। ▷অগ্নি + ঈয় (ছ) = অগ্নীয়; উত্তর + ঈয় (ছ) = উত্তরীয়; জাতি + ঈয় (ছ) = জাতীয়; রাষ্ট্র + ঈয় (ছ) = রাষ্ট্রীয়; চতুর + ঈয় (ছ) = তুরীয় (আদ্যধ্বনি লোপ); রাজন্ + ঈয় (ছ) = রাজকীয় (*আদেশ*—'ন্' স্থানে 'ক্')। বিদেশি শব্দেও এই প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়। ▷ইউরোপীয়; মিশরীয়; পোলীয়; অস্ট্রেলীয়।

ছণ্ (ঈয়) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। এই *প্রত্যয়* থেকে শব্দ শেষে 'ঈয়' হয়। ▷তৈত্তিরি + ঈয় (ছণ্) = তৈত্তিরীয়।

ছেদ : *বাক্য* বলার সময়, তার অর্থবোধ হওয়ার জন্য কতগুলি *পদের* পর কম কিংবা বেশি বিরাম দেওয়া হয়। এই বিরামকে বলে **ছেদ**। লিখিত বাক্যে এই বিরাম বোঝানোর জন্য *ছেদচিহ্ন* ব্যবহার করা হয়ে থাকে। [দ্র. যতি]।

ছেদচিহ্ন : লিখিত *বাক্যে* ছেদ বা বিরাম বোঝানোর জন্য যেসব চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাদের সাধারণ নাম **ছেদচিহ্ন** বা **বিরামচিহ্ন**। এ ছাড়া *প্রশ্নসূচক* কিংবা *বিস্ময়সূচক* বাক্যে যে-চিহ্ন ব্যবহৃত হয় তা-ও ছেদচিহ্নের অন্তর্গত। প্রথমে বাংলায় দাঁড়ি (।) ও দুই দাঁড়ি (॥) ছাড়া অন্য কোনো ছেদচিহ্ন ছিল না। পরে ইংরেজি থেকে অনেক ছেদচিহ্ন বাংলায় নেওয়া হয়েছে। ▷*কমা* (,) বা *পাদচ্ছেদ*; *সেমিকোলন* (;) বা *অর্ধচ্ছেদ*; *কোলন* (:); *দাঁড়ি* (।) বা *পূর্ণচ্ছেদ*; *প্রশ্নচিহ্ন* (?); *বিস্ময়চিহ্ন* (!) বা *ভাবদ্যোতক চিহ্ন*; *ড্যাশ* (—); *হাইফেন* (-) বা *পদসংযোগ* বা *পদবিশ্লেষ চিহ্ন*; *কোলন* ড্যাস (:—); *উদ্ধৃতিচিহ্ন* (" "); *ব্রাকেট* বা *বন্ধনী* [,], (,), {,} বিন্দু (.)।

ছেদচিহ্নকে দুটো শ্রেণিতে ফেলা যায়। ১. **প্রান্তিক ছেদচিহ্ন** অর্থাৎ বাক্য যেখানে শেষ হয় সেখানকার ছেদচিহ্ন। ▷দাঁড়ি; প্রশ্নচিহ্ন; বিস্ময়চিহ্ন; দুই দাঁড়ি। ২. **বাক্যান্তর্গত ছেদচিহ্ন** অর্থাৎ যেখানে বাক্য শেষ হয় না। ▷কমা; সেমিকোলন; কোলন; ড্যাশ; কোলন-ড্যাশ; হাইফেন; ঊর্ধ্বকমা; উদ্ধৃতিচিহ্ন। [দ্র. ছেদ]। শেষের দুটিকে অবশ্য ছেদচিহ্ন বলা যায় না।

জ : বাংলায় *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও জ্-ধ্বনির প্রতীক। *চ-বর্গের* তৃতীয় *বর্ণ*। জ্-ধ্বনি *তালব্য*, *ঘোষ* ও *অল্পপ্রাণ*। এই ধ্বনিকে *স্পর্শধ্বনি* হিসেবেও ধরা হয়। [দ্র. ব্যঞ্জনধ্বনি]।

জটিল বাক্য : গঠন অনুযায়ী *বাক্যকে* যে-কটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়, তার একটি। একাধিক বাক্য

কিংবা *খণ্ডবাক্য* নিয়ে কোনো বাক্য তৈরি হলে, এবং খণ্ডবাক্যগুলির মধ্যে পরস্পরনির্ভরতা থাকলে **জটিল বাক্য বা মিশ্রবাক্য** হয়। ▷'যে ব্যক্তির ঘটে বড় বুদ্ধি নাই, সে পরের কথায় অস্থির হইয়া পড়ে'—*টেকচাঁদ ঠাকুর*। সকলেই জানেন যে অনিলবাবু হালে অনেক টাকা করেছেন। (লক্ষণীয়, *যৌগিক বাক্যও* একাধিক খণ্ডবাক্যের সমষ্টি, কিন্তু যৌগিক বাক্যে খণ্ডবাক্যগুলির মধ্যে পরস্পরনির্ভরতা নেই)।

জটিল বাক্যকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা চলে। **১.** *আশ্রয়-আশ্রিত শ্রেণির জটিল বাক্য* [দ্র.] : ▷লেখাপড়া বিষয়ে তার যে গভীর অনুরাগ ছিল, এ-কথা বলা যায় না। **২.** *সাপেক্ষপদযুক্ত জটিল বাক্য* [দ্র.] : ▷'যদি তারে নাই চিনি গো, সে কি আমায় নেবে চিনে'—রবীন্দ্র। **৩.** *প্রতিনির্দেশক সর্বনামযুক্ত জটিল বাক্য* [দ্র.] : ▷'আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে, যখন বৃষ্টি নামল'—রবীন্দ্র। [দ্র. প্রধান খণ্ডবাক্য; অপ্রধান খণ্ডবাক্য; যৌগিক বাক্য]।

জন্য-জনক সম্বন্ধ : *সম্বন্ধপদ* ও *সম্বন্ধিতের* মধ্যে জন্মদাতা ও জন্মপ্রাপ্তের সম্বন্ধ হলে **জন্য-জনক সম্বন্ধ** হয়। ▷**পিতার** পুত্র। **গাছের** ফল। **ক্ষেতের** ফসল।

জা : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। বংশজাত—এই অর্থে জা-প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়। ▷হিন্দু + জা = হিন্দুজা; ঘোষ + জা = ঘোষজা; বসু + জা = বসুজা → বোসজা।

জাতিবাচক বিশেষ্য : যে-*বিশেষ্য পদে* কোনো প্রাণী, মানুষ প্রভৃতির সাধারণ নাম বোঝায়, তা-ই **জাতিবাচক বিশেষ্য** বা **সামান্যবাচক বিশেষ্য**। ▷পশু; বাঘ; মাছ; রুই মাছ; জার্মান; ইংরেজ; কোল; আর্য; খ্রিস্টান। [দ্র. বিশেষ্য]।

জিভ, জিহ্বা : শরীরের প্রত্যঙ্গ জিভ বা জিহ্বা অন্যতম *উচ্চারণস্থান*ও বটে। *ব্যঞ্জনধ্বনির* উচ্চারণে শ্বাসবায়ুকে বাধা দেওয়ার কাজে জিভের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। জিভের সামনের দিক বা জিহ্বাগ্র, জিভের মধ্যভাগ, পিছনের দিক—এই সব অংশেরই বিশেষ বিশেষ ব্যবহার আছে। *স্বরধ্বনির* উচ্চারণে জিভ সামনে না পিছনে থাকছে, কিংবা উপরে না নীচে অবস্থান করছে, তার বিচার করা হয়, ও এই অবস্থানের ভিত্তিতে স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগও করা হয়ে থাকে। [দ্র. স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ; ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ; জিহ্বাগ্রিক ব্যঞ্জন; পশ্চজিহ্ব্য; মধ্যজিহ্ব্য ব্যঞ্জনধ্বনি]।

জিহ্বা : দ্র. জিভ।

জিহ্বাগ্রিক ব্যঞ্জন : যেসব *ব্যঞ্জনধ্বনির* উচ্চারণে জিভের সামনের দিক বা জিহ্বাগ্রের ব্যবহার হয়, তাদের বলা হয় **জিহ্বাগ্রিক ব্যঞ্জন** বা **জিহ্বাগ্র্য ব্যঞ্জন**। এই ধরনের ব্যঞ্জনের মধ্যে ত্, থ্, দ্, ধ্ *দন্ত্য ব্যঞ্জন* [দ্র.], ন্, র্, স্ *দন্তমূলীয়* [দ্র.], ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্ *মূর্ধন্য ব্যঞ্জন* [দ্র.]।

জিহ্বাগ্র্য ব্যঞ্জন : দ্র. জিহ্বাগ্রিক ব্যঞ্জন।

জিহ্বামূলীয় স্পর্শধ্বনি : যে-*ব্যঞ্জনধ্বনির* উচ্চারণে জিভের পিছন দিক দিয়ে কণ্ঠনালিকে অবরোধ করার প্রয়োজন হয়, তা **জিহ্বামূলীয় স্পর্শধ্বনি**। ▷ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্। [দ্র. *কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন*]।

জিহ্বামূলীয় স্পর্শবর্ণ : *জিহ্বামূলীয় স্পর্শধ্বনির* [দ্র.] লিখিত প্রতীককে **জিহ্বামূলীয় স্পর্শবর্ণ** বলা যেতে পারে। ▷*ব্যঞ্জনবর্ণ* ক, খ, গ, ঘ, ঙ এই শ্রেণির।

জিহ্বাশিখরীয় ধ্বনি : যে-*ধ্বনির* উচ্চারণে জিভের উঁচু অংশ দন্ত কিংবা দন্তমূল স্পর্শ করে, তাদের সাধারণভাবে বলা হয় **জিহ্বাশিখরীয় ধ্বনি**। ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্, র্, ল্, ট্, ঠ্, ণ্ এই শ্রেণির। [দ্র. দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন; দন্ত্য ব্যঞ্জন; মূর্ধন্য ব্যঞ্জন]।

জোড়কলম শব্দ : দুটি *শব্দের* কিছু অংশ বাদ দিয়ে এবং কর্তিত অংশ দুটি জোড়া লাগিয়ে কোনো শব্দ তৈরি হলে তাকে বলা হয় **জোড়কলম শব্দ**। ▷পটোল + লতা → পলতা; পয়োধর + ভার → পয়োভার; হাঁস → সজারু → হাঁসজারু; ধোঁয়া + কুয়াশা → ধোঁয়াশা।

ঝ : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও ঝ্-ধ্বনির প্রতীক। *চ-বর্গের* চতুর্থ *বর্ণ*। ঝ্-ধ্বনি *তালব্য, ঘৃষ্ট, ঘোষ* ও *মহাপ্রাণ*। এই ধ্বনিকে *স্পর্শধ্বনির* অন্তর্ভুক্ত করাও হয়। [দ্র. ব্যঞ্জনধ্বনি]।

ঝচ্ (অন্ত) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে ধাতুশেষে 'অন্ত' হয়। ▷√জি + অন্ত (ঝচ্) = জয়ন্ত; √বস্ + অন্ত (ঝচ্) = বসন্ত; √হন্ + অন্ত (ঝচ্) = হেমন্ত।

ঝাড়খণ্ডী : দ্র. উপভাষা।

ঝিচ্ (অন্তি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। এই প্রত্যয় যোগ হলে *ধাতুর* শেষে 'অন্তি' হয়। ▷কিম্- √বদ্ + অন্তি (ঝিচ্) = কিংবদন্তি; √অব্ + অন্তি (ঝিচ্) = অবন্তি।

ঝোঁক : দ্র. শ্বাসাঘাত।

ঞ : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও *চ-বর্গের পঞ্চম বর্ণ*। ঞ কোনো নির্দিষ্ট *ধ্বনির* প্রতীক নয়। পৃথক্‌ভাবে ঞ-বর্ণের ব্যবহার কয়েকটি *শব্দেই* দেখা যেত। যেমন, মিঞা, গোঁসাঞি। এখন অবশ্য মিয়াঁ, গোঁসাই বানানই লেখা হয়। চ-, ছ-, জ-, ঝ-এর আগে *যুক্তবর্ণ* হিসেবে ঞ-র ব্যবহার আছে। এইসব ক্ষেত্রে এই বর্ণের উচ্চারণ 'ন্'-এর মতো। ▷খঞ্জ → খন্‌জো; মঞ্চ → মন্‌চো; বাঞ্ছা → বান্‌ছা; ঝঞ্ঝা → ঝন্‌ঝা। জ- ও চ-এর পরে যোগ হয়েও 'ঞ' যুক্তবর্ণ তৈরি করে। জ-এর পরে বসলে এর উচ্চারণ দু-রকম। যুক্তবর্ণটি শব্দের প্রথমে থাকলে উচ্চারণ গঁ। ▷জ্ঞান → গ্যাঁন্; জ্ঞাতি → গ্যাঁতি। আর শব্দের মাঝে কিংবা শেষে থাকলে গ্‌গঁ। ▷বিজ্ঞান → বিগ্‌গাঁন; প্রজ্ঞা → প্রোগ্‌গাঁ। চ-এর পরে ঞ-র যুক্তবর্ণ খুব কম শব্দে আছে। ▷যাচ্ঞা। এর উচ্চারণ যে ঠিক কী তা বলা মুশকিল, কারণ জাচ্‌না, জাচিয়াঁ, জাচঁা—সবই শোনা যায়। জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রজ্ঞা প্রভৃতি শব্দে অবশ্য অনুনাসিকতা অর্থাৎ চন্দ্রবিন্দুর উচ্চারণ খুবই সামান্য। চন্দ্রবিন্দুহীন উচ্চারণই বেশি প্রচলিত।

ঞুণ্ (উ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ঞ', 'ণ্' বাদ যায়, 'উ' থাকে। ▷কৃক- √বচ্ + উ (ঞুণ্) = কৃকবাকু; √চট্ + উ (ঞুণ্) = চাটু; √চর্ + উ (ঞুণ্) = চারু; √জন্ + উ (ঞুণ্) = জানু।

ঞ্য (য) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'ঞ্' বাদ যায়, 'য' থাকে। ▷অতিথি + য (ঞ্য) = আতিথ্য; নট + য (ঞ্য) = নাট্য।

ঞ্যঙ্ (য) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। শব্দে যোগ হলে 'ঞ্', 'ঙ্' বাদ যায়, 'য' থাকে। ▷অবন্তি + য (ঞ্যঙ্) = আবন্ত্য।

ট১ : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও *ট্-ধ্বনির* প্রতীক। *ট-বর্গের প্রথম বর্ণ*। ট্-ধ্বনি *মূর্ধন্য, স্পর্শ, অঘোষ* ও *অল্পপ্রাণ*। [দ্র. ব্যঞ্জনধ্বনি]।

ট২ : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। স্বভাব, ভাব অর্থে এর প্রচলন বেশি। ▷দাপ + ট = দাপট; ঝাপ + ট = ঝাপট; ভরা + ট = ভরাট; জমা + ট = জমাট; সাপ + ট = সাপট; গুম + ট = গুমট → গুমোট।

ট৩ (অ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ট্' বাদ যায়, 'অ' থাকে। দিবা প্রভৃতি *শব্দের* পর কৃ ধাতুতে এই *প্রত্যয়* হয়। ▷দিবা- √ কৃ + অ (ট) = দিবাকর; ভাস্- √কৃ + অ (ট) = ভাস্কর; শ্রেয়ঃ (শ্রেয়স্)- √কৃ + অ (ট) = শ্রেয়স্কর। পুরস্, অগ্র প্রভৃতি শব্দের পরে সৃ ধাতুতে এই প্রত্যয় হয়। ▷পুরস্- √সৃ + অ (ট) = পুরঃসর; অগ্র- √সৃ + অ (ট) = অগ্রসর। *অধিকরণবাচক* পদের পরে চর্ ধাতুর সঙ্গেও এই প্রত্যয় যোগ হয়। ▷জল- √চর্ + অ (ট) = জলচর; স্থল- √চর্ + অ (ট) = স্থলচর; খ (খে)- √চর্ + অ (ট) = খচর → খেচর; নিশা- √চর্ + অ (ট) = নিশাচর। *কর্মবাচক* পদের পরে হন্ ধাতু থাকলে

ও কাজটার কর্তা যদি মানুষ না হয়, তাহলেও ট-প্রত্যয় হয়। ▷পাপ- √হন্ + অ (ট) = পাপঘ্ন; তমস্- √হন্ + অ (ট) = তমোঘ্ন।

টক্ (অ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ট্', 'ক্' বাদ যায়, 'অ' থাকে। *কর্মবাচক* পদ আগে থাকলে কোনো কোনো ধাতুর সঙ্গে এই *প্রত্যয়* হয়। ▷গো- √ হন্ + অ (টক্) = গোঘ্ন; ছন্দস্- √গৈ + অ (টক্) = ছন্দোগ।

ট-বর্গ : বাংলা *বর্ণমালার* প্রথম পঁচিশটি *বর্ণকে* পাঁচটি *বর্গে* ভাগ করা হয়েছে। বর্ণগুলি যে-ধ্বনির প্রতীক, তাদের উচ্চারণস্থান অনুযায়ীই এই বিভাগীকরণ। ট, ঠ, ড, ঢ, ণ—এই পাঁচটি বর্ণ ট-বর্গের অন্তর্ভুক্ত। এরা *মূর্ধন্য ব্যঞ্জন*। এদের মধ্যে 'ণ' *নাসিক্য ব্যঞ্জনও* বটে।

টা[1] : বাংলা *পদাশ্রিত নির্দেশক* 'টা' নির্দিষ্ট কোনো কিছুকে বোঝানোর জন্য *বিশেষ্য* ও পরিমাণবাচক *শব্দের* সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। ▷লোক**টা**; বাঘ**টা**; গাছ**টা**; এত**টা**; যত**টা**; তত**টা**; এই**টা**; দশ**টা**; এক-শো**টা**। *বিশেষণের* সঙ্গে টা যোগ হলে, তাকে বিশেষ্যের মতো ব্যবহার করা চলে। ▷ভালো**টা**; মন্দ**টা**; ঠান্ডা**টা** বেশ পড়েছে। *ক্রিয়াপদের* সঙ্গেও টা-এর ব্যবহার আছে। ▷তাতে হয়েছে**টা** কী? করেছ**টা** কী? *সম্বন্ধপদের* সঙ্গে এই নির্দেশক লাগতে পারে। ▷আমার**টা**; তোমার**টা**; রামের**টা**; করবীর**টা**; শেষের**টা**; আগের**টা**; মাঝের**টা**; সকালের**টা**; রাত্রের**টা**; এখনকার**টা**; তখনকার**টা**। [দ্র. নির্দেশক তদ্ধিতপ্রত্যয়]।

টা[2] : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হয়ে এই *প্রত্যয়* ধাতুর অর্থ 'ঈষৎ' পরিবর্তিত বা সংকুচিত করে। ▷√কষ্ + টা = কষটা; √ঘষ্ + টা = ঘষটা। এই ঘষটা একটা ধাতুও বটে। এর থেকে *বিশেষ্য* ঘষটানো। ক্রিয়ারূপ—ঘষটাচ্ছে, ঘষটেছে প্রভৃতি। এইরকম : ▷√চিপ্ + টা = √চিপটা (চিপটানো। চিপটাবে; চিপটাচ্ছে)।

টা[3] : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। ▷স্নেহ → নেই + টা = নেহটা → নেওটা; চাপ → চিপ + টা = চিপটা → চ্যাপটা।

টাপ্ (আ) : সংস্কৃত *স্ত্রী-প্রত্যয়*। এই *প্রত্যয়* থেকে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দশেষে 'আ' হয়। ▷রূপ + আ (টাপ্) = রূপা; অচল + আ (টাপ্) = অচলা; বটক + আ (টাপ্) = বটিকা; এইরকম : ▷আদ্য → আদ্যা; বৃদ্ধ → বৃদ্ধা; তনয় → তনয়া; প্রথম → প্রথমা; ত্রিনয়ন → ত্রিনয়না; ম্রিয়মাণ → ম্রিয়মাণা; পণ্ডিত → পণ্ডিতা; অধীন → অধীনা; মুগ্ধ → মুগ্ধা; অশ্ব → অশ্বা।

টি[1] : *পদাশ্রিত নির্দেশক*। কোনো কিছুকে নির্দিষ্ট করে বোঝানোর জন্য এই নির্দেশক ব্যবহৃত হয়। ▷এক**টি**; কয়েক**টি**; মানুষ**টি**; মেয়ে**টি**। *বিশেষণের* সঙ্গে 'টি' যোগ হলে শব্দটিকে *বিশেষ্যের* মতো ব্যবহার করা চলে। ▷গরম**টি** বেশ পড়েছে। ছোটো**টি** কোথায়? *সম্বন্ধপদের* সঙ্গেও 'টি' হয়। ▷আমারটি; তোমারটি; সামনেরটি; পেছনেরটি।

টি[2] : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। ▷শুখা + টি = শুকটি → শুটকি; ছিপ + টি = ছিপটি।

টিয়া, টে : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। স্বভাব, আছে, সম্পন্ন প্রভৃতি ভাব বোঝাতে *বিশেষ্য* কিংবা *বিশেষণের* সঙ্গে এই প্রত্যয় লাগে। ▷ধোঁয়া + টিয়া = ধোঁয়াটিয়া। *চলিত ভাষায়* 'টিয়া' প্রত্যয় 'টে' হয়। ▷ধোঁয়াটিয়া → ধোঁয়াটে; ঘোলা + টিয়া = ঘোলাটিয়া → ঘোলাটে; রোগা + টিয়া = রোগাটিয়া → রোগাটে; ঝগড়া + টিয়া = ঝগড়াটিয়া → ঝগড়াটে → ঝগড়ুটে; তামা + টিয়া = তামাটিয়া → তামাটে।

টিষচ্ (ইষ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ট্', 'চ্' বাদ যায়, 'ইষ' থাকে। ▷√কিল্ + ইষ (টিষচ্) = কিল্বিষ; √মহ্ + ইষ (টিষচ্) = মহিষ।

টু : *পদাশ্রিত নির্দেশক* 'টু' কেবল 'এক' শব্দের সঙ্গে যোগ হয়ে কোনো কিছু যে পরিমাণে কম তা নির্দেশ করে। ▷এক**টু** বাতাস নেই। এক**টু** বিশ্রাম করে নেও। এক**টু** বসুন। ল-অন্ত কিছু *শব্দের* সঙ্গে 'টু' লেগে *বিশেষণ* হয়। ▷লাল + টু = লাল**টু**; কাল + টু = কাল**টু**।

টুকু : *পদাশ্রিত নির্দেশক* 'টুকু' কম ও নির্দিষ্ট পরিমাণের দ্যোতক। ▷**দুধটুকু** খেয়ে নাও। **এতটুকু** ছিলি, কত বড়ো হয়ে গেছিস। 'দরজা দুটো **একটুকু** ফাঁক করে'—রবীন্দ্র। 'কেন রে এই দুয়ার**টুকু** পার হতে সংশয়?'—রবীন্দ্র।

টুকুন : *পদাশ্রিত নির্দেশক* 'টুকুন' ও 'টুকুনি' কম ও নির্দিষ্ট পরিমাণ নির্দেশ করে। ▷**দুধটুকনি** খেয়ে নাও। **এতটুকুন** ছেলে।

টুকুনি : দ্র. টুকুন।

টে১ : দ্র. নির্দেশক শব্দপ্রত্যয়।

টে২ : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়* 'টিয়া'-র চলিত রূপ। দ্র. টিয়া।

টো : বাংলা *পদাশ্রিত নির্দেশক* 'টো' কেবলমাত্র চলিত বাংলায় দু-এর সঙ্গে যোগ হয়। ▷**দুটো** লোক। **দুটো** টাকা। লক্ষণীয়, দুটি লোক, দুটি টাকা—এইরকম হয়। কিন্তু 'পাঁচটো', 'তিনটো' হয় না। [দ্র. নির্দেশক শব্দপ্রত্যয়]।

ট্যু (তন) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। এই প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে 'তন' হয়। এই *প্রত্যয়* কালবোধক। ▷পুরা + তন (ট্যু) = পুরাতন; সনা + তন (ট্যু) = সনাতন; অধুনা + তন (ট্যু) = অধুনাতন।

ট্যুল্ : দ্র. তুট্।

ঠ১ : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও ঠ্-ধ্বনির প্রতীক। *ট-বর্গের* দ্বিতীয় *বর্ণ*। ঠ্-ধ্বনি *মূর্ধন্য*, *স্পর্শ*, *অঘোষ* ও *মহাপ্রাণ*। [দ্র. ব্যঞ্জনধ্বনি]।

ঠ২ (ঠ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে এর সবটাই বজায় থাকে। ▷√কণ্ + ঠ = কণ্ঠ।

ঠক্ (ইক) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। এই প্রত্যয়ান্ত *শব্দের* শেষে 'ইক' হয়। শব্দের আদ্যস্বরের *বৃদ্ধি* হয়। ▷বেদ + ইক (ঠক্) = বৈদিক; পরমার্থ + ইক (ঠক) = পারমার্থিক; মুখ + ইক (ঠক্) = মৌখিক; বিনয় + ইক (ঠক্) = বৈনয়িক; বিষয় + ইক (ঠক্) = বৈষয়িক; মুক্তা + ইক (ঠক্) = মৌক্তিক; অন্তঃপুর + ইক (ঠক্) = আন্তঃপুরিক; অত্যন্ত + ইক (ঠক্) = আত্যন্তিক। এই প্রত্যয় থেকে কখনো কেবল 'ক' হয়। ▷হেতু + ক (ঠক্) = হৈতুক।

ঠঞ্ (ইক) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। এই প্রত্যয়ান্ত *শব্দের* শেষে 'ইক' হয় ও আদ্যস্বরের *বৃদ্ধি* হয়। ▷লোক + ইক (ঠঞ্) = লৌকিক; বর্ণ + ইক (ঠঞ্) = বার্ণিক; বর্ষ + ইক (ঠঞ্) = বার্ষিক; মধ্যাহ্ন + ইক (ঠঞ্) = মাধ্যাহ্নিক; অত্যয় + ইক (ঠঞ্) = আত্যয়িক; একান্ত + ইক (ঠঞ্) = ঐকান্তিক। এই প্রত্যয় থেকে কখনো কেবল 'ক' হয়। ▷মাতৃ + ক (ঠঞ্) = মাতৃক।

ঠন্ (ইক) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। এই প্রত্যয়ান্ত *শব্দের* শেষে 'ইক' হয়। ▷মায়া + ইক (ঠন্) = মায়িক; কুশ + ইক (ঠন্) = কুশিক; কুসীদ + ইক (ঠন্) = কুসীদিক; মাত্রা + ইক (ঠন্) = মাত্রিক; ভার + ইক (ঠন্) = ভারিক।

ড১ : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও ড্-ধ্বনির প্রতীক। *ট-বর্গের* তৃতীয় *বর্ণ*। ড্-ধ্বনি *মূর্ধন্য*, *স্পর্শ*, *অল্পপ্রাণ*। [দ্র. ব্যঞ্জনধ্বনি]।

ড২ (ড) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে এর সবটাই থাকে। ▷√গম্ + ড = গণ্ড [অপোগণ্ড]; √দম্ + ড = দণ্ড; √খন্ + ড = খণ্ড; √কম্ + ড = কাণ্ড; √অম্ + ড = অণ্ড।

ড৩ (অ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ড' বাদ যায়, 'অ' থাকে। *উপপদ* কিংবা *উপসর্গের* পরে কয়েকটি ধাতুর সঙ্গে এই প্রত্যয় যোগ হয়। ▷অকাল- √জন্ + অ (ড) = অকালজ; অগ্র- √জন্ + অ (ড) = অগ্রজ; দূর- √গম্ + অ (ড) = দূরগ; খ- √গম্ + অ (ড) = খগ; পঙ্ক- √জন্ + অ (ড) = পঙ্কজ; অণ্ড- √জন্ + অ (ড) = অণ্ডজ; ক্লেশ + অপ- √হন্ + অ (ড) = ক্লেশাপহ।

ডট্ (অ) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'ড্', 'ট্' বাদ যায়, 'অ' থাকে। ▷বিংশতি + অ (ডট্) = বিংশ; ষষ্ + অ (ডট্) = ষষ্ঠ; ত্রিংশৎ + অ (ডট্) = ত্রিংশ।

ডতমচ্ (অতম) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'ড্', 'চ্' বাদ যায়, 'অতম' থাকে। পূরণবাচক শব্দে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। ▷এক + অতম (ডতমচ্) = একতম; শেষ + অতম (ডতমচ্) = শেষতম; অন্য + অতম (ডতমচ্) = অন্যতম।

ডতরচ্ (অতর) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'ড্', 'চ্' বাদ যায়, 'অতর' থাকে। তুলনার জন্য এই *প্রত্যয়ের* ব্যবহার হয়। ▷এক + অতর (ডতরচ্) = একতর; অন্য + অতর (ডতরচ্) = অন্যতর।

ডতি (অতি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ড্' বাদ যায়, 'অতি' থাকে। ▷অধি- √পা + অতি (ডতি) = অধিপতি।

ড্বুন্ (অক) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে এই প্রত্যয় থেকে 'অক' হয়। ▷পঞ্চাশৎ + অক (ড্বুন্) + আ (টাপ্) = পঞ্চাশিকা।

ডরন্ (অর) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ড্', 'ন্' বাদ যায়, 'অর' থাকে। ▷পরা- আ- √শাস্ + অর (ডরন্) = পরাশর।

ডাপ্ (আ) : সংস্কৃত *স্ত্রী-প্রত্যয়*। এই *প্রত্যয়* থেকে *শব্দের* শেষে 'আ' যোগ হয়। ▷অনামন্ + আ (ডাপ্) = অনামা।

ডামহচ্ (আমহ) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'ড্', 'চ্' বাদ যায়, 'আমহ' থাকে। ▷পিতৃ + আমহ (ডামহচ্) = পিতামহ; মাতৃ + আমহ (ডামহচ্) = মাতামহ।

ডিণ্ (ই) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ড্', 'ণ্' বাদ যায়, 'ই' থাকে। ▷আ- √হন্ + ই (ডিণ্) = অহি।

ডিব্ (ইব্) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ড্' বাদ যায়, 'ইব্' থাকে। ▷√দিব + ইব্ (ডিব্) = দিব্।

ডিমচ্ (ইম) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'ড্', 'চ্' বাদ যায়, 'ইম' থাকে। ▷অগ্র + ইম (ডিমচ্) = অগ্রিম; অন্ত + ইম (ডিমচ্) = অন্তিম; আদি + ইম (ডিমচ্) = আদিম; পশ্চাৎ + ইম (ডিমচ্) = পশ্চিম।

ডীচি (ঈচি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ড্' বাদ যায়, 'ঈচি' থাকে। ▷√বে + ঈচি (ডীচি) = বীচি; √মৃ + ঈচি (ডীচি) = মরীচি।

ডু (উ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ড্' বাদ যায়, 'উ' থাকে। ▷কৃপা- √লা + উ (ডু) = কৃপালু; বি- √ভূ + উ (ডু) = বিভু; প্র- √ভূ + উ (ডু) = প্রভু।

ডুতচ্ (উত) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ড', 'চ্' বাদ যায়, 'উত' থাকে। ▷অৎ - √ভূ + উত (ডুতচ্) = অদ্ভুত।

ডুন (উ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ব্যবহারে 'ড', 'ন' বাদ যায়, 'উ' থাকে। ▷শ্মন্- √শ্রি + উ (ডুন) = শ্মশ্রু।

ডুম্সুন্ (উম্স্) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ড্', 'অ', 'ন্' বাদ যায়, 'উম্স্' থাকে। ▷√পা + উম্স্ (ডুম্সুন্) = পুম্স্ → পুমান।

ডুর্চ্ (উর্চ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ড' বাদ যায়, 'উর্চ' থাকে। ▷√কূচ্ + উর্চ (ডুর্চ) = কূর্চ।

ডুলচ্ (উল) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'ড্', 'চ্' বাদ যায়, 'উল' থাকে। ▷মাতৃ + উল (ডুলচ্) = মাতুল।

ডূ (ঊ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ব্যবহারে 'ড্' বাদ যায়, 'ঊ' থাকে। ▷√ভ্রম্ + ঊ (ডূ) = ভ্রূ।

ড়ষদ্ (ঋষদ্) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ড়্' বাদ যায়, 'ঋষদ্' থাকে। ▷√দৃ + ঋষদ্ (ড়ষদ্) = দৃশৎ → দৃশদ্।

ডেকন্ (এক) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ড্', 'ন' বাদ যায়, 'এক' থাকে। ▷√ছো + এক (ডেকন্) = ছেক।

ডো (ও) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ড্' বাদ যায়, 'ও' থাকে। ▷√গম্ + ও (ডো) = গো।

ডৌ (ঔ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ড্' বাদ যায়, 'ঔ' থাকে। ▷√নুদ্ + ঔ (ডৌ) = নৌ; √দ্যুৎ + ঔ (ডৌ) = দ্যৌ।

ড্বলচ্ (বল) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'ড্', 'চ্' বাদ যায়, 'বল' থাকে। ▷নড় + বল (ড্বলচ্) = নড়্বল, নড্বল; শাদ্ + বল (ড্বলচ্) = শাদ্বল।

ড্যাশ, রেখাচিহ্ন : *বাক্যান্তর্গত ছেদচিহ্ন* (—)। বক্তব্যকে ব্যাঘাত করা, উদাহরণের আগে, বক্তার সঙ্গে উক্তিকে যোগ করা প্রভৃতি বহুরকম ব্যবহার আছে এই চিহ্নের। ▷তখনই উপস্থিত দুই মূর্তিমান—পল্টু আর হাবু। 'পিলুই—প্লীহা; ছানি—ছাদনী'। বাঃ—এতদিন পরে এই কথা শোনালে? তিনি বলেই চলেন—। অসম্পূর্ণতা বা শূন্যস্থান বোঝাতেও এই চিহ্নের ব্যবহার আছে। ▷ভালোই খেলেছ, তবে—। '—ধবল পালে লেগেছে'।

ড্রট্ (র) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ড্', 'ট্' বাদ যায়, 'র' থাকে। ▷√স্ত্যৈ + র (ড্রট্) + ঈ (ঙীপ্) = স্ত্রী।

ড়[1] : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও ড়্-ধ্বনির প্রতীক। এই *বর্ণ* ট-বর্গের অন্তর্ভুক্ত কোনো পৃথক বর্ণ নয়। *শব্দের* মধ্যে কিংবা শেষে থাকলে ড-ই ড়-তে পরিণত হয়। ▷ডম্বর কিন্তু আ + ডম্বর = আড়ম্বর। ড়-ধ্বনি *মূর্ধন্য, তাড়িত, ঘোষ* ও *অল্পপ্রাণ*। বাংলা বর্ণানুক্রমে ড়-এর কোনো পৃথক স্থান ছিল না। ১৯৮৭ সাল থেকে সাহিত্য সংসদ সংস্থাই ড়-কে ড-এর পরে স্থাপন করে। এখন এই রীতিই সর্বত্রই স্বীকৃত হয়েছে। একইভাবে ঢ়, ঢ-এর ও য়, য-এর পরে স্থান পেয়েছে।

ড়[2] : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। সম্বন্ধ, ব্যাবসা প্রভৃতি বোঝাতে এই *প্রত্যয়* ব্যবহার করা হয়। ▷ভাঙা + ড় = ভাঙাড়; তুখ + ড় = তুখড়; ধা + ড় = ধাউড়।

ড়া[1] : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। *অর্থের প্রসারে* এই *প্রত্যয়* ব্যবহার করা হয়। ▷রাজ + ড়া = রাজড়া; গাছ + ড়া = গাছড়া; চাম + ড়া = চামড়া; হিজ + ড়া = হিজড়া।

ড়া[2] : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই *প্রত্যয়* নতুন ধাতু তৈরি করে। এই বিচারে 'ড়া' *ধাত্বয়ব প্রত্যয়*। ▷√চাপ্ + ড়া = √চাপড়া। এর থেকে *ক্রিয়া-বিশেষ্য* চাপড়ানো ও *ক্রিয়াপদ* চাপড়াচ্ছে, চাপড়েছিল প্রভৃতি।

ড়া[3] : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এই *প্রত্যয় নামধাতু* তৈরি হয়। ▷হাত + ড়া = √হাতড়া। এর ক্রিয়ারূপ হাতড়াচ্ছে, হাতড়াবে, হাতড়েছিল ও *ক্রিয়া-বিশেষ্য*—হাতড়ানো।

ড়ি : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। *অর্থের প্রসারে* এই *প্রত্যয়* ব্যবহার করা হয়। ▷আঁক + ড়ি = আঁকড়ি; শাশ + ড়ি = শাশড়ি → শাশুড়ি; ঝি + ড়ি = ঝিউড়ি; বহু + ড়ি = বহুড়ি; জুয়া + ড়ি = জুয়াড়ি।

ড্ডু (উ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ড্' বাদ যায়, 'উ' থাকে। ▷উদ্- √ডী + উ (ড্ডু) = উড্ডু।

ঢ[1] : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও ঢ্-ধ্বনির প্রতীক। *ট-বর্গের* চতুর্থ বর্ণ। ঢ্-ধ্বনি *মূর্ধন্য, স্পর্শ* ও *মহাপ্রাণ*। [দ্র. ব্যঞ্জনধ্বনি]।

ঢ[2] (ঢ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে এর সবটাই থাকে। ▷√শম্ + ঢ (ঢ) = শণ্ঢ (ক্লীব)।

ঢক্ (এয়) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। এই *প্রত্যয়* থেকে *শব্দের* শেষে 'এয়' যোগ হয়। সন্তান বা অপত্য অর্থে এই প্রত্যয়ের প্রয়োগ। এই প্রত্যয় যোগ করলে শব্দের আদ্যস্বরের *বৃদ্ধি* হয়। ▷বিনতা + এয় (ঢক্) = বৈনতেয়; গঙ্গা + এয় (ঢক্) = গাঙ্গেয়; গাধি + এয় (ঢক্) = গাধেয়; বিমাতৃ + এয় (ঢক্) = বৈমাত্রেয়; অত্রি + এয় (ঢক্) = আত্রেয়; অম্বিকা + এয় (ঢক্) = আম্বিকেয়; অগ্নি + এয় (ঢক্) = আগ্নেয়; কুল + এয় (ঢক্) = কৌলেয়।

ঢকঞ্ (এয়ক) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। এই *প্রত্যয়* থেকে *শব্দশেষে* 'এয়ক' যোগ হয় ও আদ্যস্বরের *বৃদ্ধি* হয়। ▷কুক্ষি + এয়ক (ঢকঞ্) = কৌক্ষেয়ক; কুল + এয়ক (ঢকঞ্) = কৌলেয়ক।

ঢ় : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও ঢ়-ধ্বনির প্রতীক। 'ঢ়' *ট-বর্গের* অন্তর্ভুক্ত কোনো পৃথক *বর্ণ* নয়। *শব্দের* মধ্যের কিংবা শেষের 'ঢ্' অনেকসময়েই 'ঢ়্'-এ পরিণত হয়। ঢ়-বর্ণ দিয়ে কোনো শব্দ শুরু হয় না। ঢ়-ধ্বনি *মূর্ধন্য, তাড়িত, ঘোষ* ও *মহাপ্রাণ*। তবে উচ্চারণ হস্-অন্ত হলে ঢ়-ধ্বনি *অল্পপ্রাণ* হয়ে যায়। বাঢ়, আষাঢ় প্রভৃতি শব্দের 'ঢ়' অল্পপ্রাণ। অন্যদিকে গাঢ়, দৃঢ় প্রভৃতি শব্দের 'ঢ়' মহাপ্রাণ। বাংলা বর্ণানুক্রমে ঢ়-এর স্থান ঢ-এর পরে। [দ্র. ব্যঞ্জনধ্বনি; ড়[১]]।

ণ[১] : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ, ট-বর্গের পঞ্চম বর্ণ*। বাংলা রীতিতে 'ণ্'-এর *ধ্বনি* 'ন্'-এর মতো। সংস্কৃত, হিন্দি, গুজরাতি, মারাঠি প্রভৃতি ভাষায় অবশ্য 'ণ'-এর জন্য আলাদা ধ্বনি আছে, যা শুনতে অনেকটা 'ড়ঁ'-এর মতো। বাংলায় যেভাবে উচ্চারিত হয়, তাতে 'ণ্' বা 'ন্'-ধ্বনি *দন্তমূলীয়, নাসিক্য* ও *স্পর্শ*। সংস্কৃত উচ্চারণ ধরলে 'ণ'-ধ্বনি *মূর্ধন্য, তাড়িত, নাসিক্য, ঘোষ* ও *অল্পপ্রাণ*। [দ্র. ব্যঞ্জনধ্বনি]।

ণ[২] (ণ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে এর সবটাই থাকে। ▷√ই + ণ = এণ।

ণ[৩] (অ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ণ্' বাদ যায়, 'অ' থাকে। ▷√জ্বল্ + অ (ণ) = জ্বাল; √ব্যধ্ + অ (ণ) = ব্যাধ; শ্রেয়স্- √কম্ + অ (ণ) = শ্রেয়স্কাম।

ণ[৪] : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'ণ্' বাদ যায়, 'অ' থাকে। ▷অরণ্য + অ (ণ) = আরণ্য; শ্রদ্ধা + অ (ণ) = শ্রাদ্ধ।

ণত্ববিধান, ণত্ববিধি : দন্ত্য-ন কখন মূর্ধন্য-ণ হবে এই বিষয়ে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মকে বলে ণত্ববিধান বা ণত্ববিধি। বহু সংস্কৃত *শব্দ* বাংলায় ব্যবহার করা হয়, তাদের বানানও লেখা হয় সংস্কৃত বানান অনুযায়ী। এই কারণে ণত্ববিধান বাংলা ব্যাকরণের অংশ। এই বিষয়ে নিয়মগুলি হল :

১. *ট-বর্গের* আগের ন মূর্ধন্য-ণ হবে। ▷বণ্টন; খণ্ড; লুণ্ঠন। অতৎসম শব্দে বিশেষ করে বিদেশি শব্দে 'ণ' দেওয়ার দরকার হয় না : ▷লন্ডন; লন্ঠন; প্যান্ট।

২. ঋ, র, ষ-এর পর ণ হবে। ▷তৃণ; ঋণ; রেণু; বিশেষণ; দূষণ; ইন্দ্রাণী; ভাষিণী; ঋণ; স্মরণ; বর্ণ; কারণ।

৩. ঋ, র, ষ-এর পর *স্বরবর্ণ, ক-বর্গ* (ক, খ, গ, ঘ, ঙ), *প-বর্গ* (প, ফ, ব, ভ, ম), য, ব, হ এবং ং থাকলেও ণ হবে। ▷শ্রবণ; পরিবহণ; পরিমাণ; রোপণ; ভ্রমণ; শ্রমণ; সৃক্কণী; দর্পণ; কৃপণ; গ্রহণ; লক্ষণ; তর্পণ; নির্মাণ; বৃংহণ; ম্রিয়মাণ; ব্রাহ্মণ।

৪. ঋ, র, ষ-এর পর *চ-বর্গ* (চ, ছ, জ, ঝ, ঞ), *ট-বর্গ* (ট, ঠ, ড, ড়, ঢ, ঢ়, ণ), ত-*বর্গের* (ত, থ, দ, ধ, ন) *বর্ণ* থাকলে ণ হয় না। ▷রচনা; রটনা; প্রার্থনা; আবর্জনা।

৫. *সমাসের পূর্বপদে* ঋ, র, ষ ও *উত্তরপদে* ন থাকলে সমাসবদ্ধ শব্দটিতে 'ন' বজায় থাকে। ▷সর্বনাম; দুর্নাম; চারুনেত্র; বরানুগমন; দুর্নীতি; ভিক্ষান্ন; আম্রবন; নির্নিমেষ।

৬. সমাসবদ্ধ শব্দটি *সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য* অর্থাৎ নাম হলে ন হবে ণ। ▷অগ্রহায়ণ; শূর্পণখা; রামায়ণ; নারায়ণ।

৭. প্র, পরা, নিঃ, পরি *উপসর্গের* পর নম্, নশ্, নী, নু, অন্, হন্, প্রভৃতি *ধাতুর* ন ণ হয়। ▷প্রণাম; প্রণাশ; প্রণয়; পরিণয়; প্রণব; প্রাণ; নির্ণয়; প্রবাহিণী; প্রণয়ন।

৮. প্র, পরি, নিঃ উপসর্গের পর ণ হয়। ▷প্রণিপাত (কিন্তু নিপাত); প্রণিধান (কিন্তু নিধান); পরিণাম, নির্মাণ।

৯. প্র, পরা, পূর্ব, অপর আগে থাকলে ণ হয়। ▷অপরাহ্ণ (কিন্তু মধ্যাহ্ন); পূর্বাহ্ণ; পরাহ্ণ; প্রাহ্ণ।

১০. ত, থ, দ, ধ-এর আগে ন হয়। ▷বৃন্ত; ক্রন্দন; রন্ধন; গ্রন্থ।

১১. পদের অন্তে ণ্ হয় না। ▷শ্রীমান্; আয়ুষ্মান্, বিদ্বান্। বাংলায় অবশ্য শেষের হস্-চিহ্ন দরকার হয় না।

১২. কিছু *তৎসম শব্দে* কেবল 'ণ' হয়। ▷অণু; কঙ্কণ; বাণী; কোণ; কল্যাণ; গৌণ; ফণী; বণিক্; নিপুণ; শোণিত; বাণ; লাবণ্য; কণা; গণ; গুণ; শণ; চিক্কণ; তৃণ; পণ্য; পাণি; পুণ্য; স্থাণু। এদের বলা হয় **নিত্য মূর্ধন্য-ণ**। ণত্ববিধি কেবল তৎসম শব্দেই প্রযোজ্য। আগে অন্য শ্রেণির শব্দেও এর প্রয়োগ দেখা যেত। ▷আয়রণ; বায়রণ; ঝরণা; বরিষণ। কিন্তু এখন এই রীতি পরিবর্তিত হচ্ছে ও অতৎসম শব্দে ণত্ববিধির প্রয়োগ বন্ধ হচ্ছে। এখন আয়রন, বায়রন, ঝরনা, বরিষন, বরন (রং), সোনা, মানিক প্রভৃতি বানানই ব্যবহৃত হচ্ছে।

ণমুল্ (অম) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ণ্', 'উ', 'ল্' বাদ যায়, 'অম্' থাকে। ▷যাবৎ- √জীব্ + অম্ (ণমুল্) = যাবজ্জীব → যাবজ্জীবন।

ণি (ণি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে এর সবটাই যোগ হয়। ▷√শ্রি + ণি → শ্রেণি + ঈ (ঙীষ্) = শ্রেণী।

ণিচ্ (ই) : সংস্কৃত *ধাত্ববয়ব প্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ণ্' ও 'চ্' বাদ যায়, 'ই' থাকে। ণিচ্ প্রত্যয় যোগ হলে একটি *ণিজন্ত ধাতু* তৈরি হয় ও তা থেকে *প্রযোজক ক্রিয়া* হয়। ণিজন্ত ধাতুর সঙ্গে আবারও *কৃৎপ্রত্যয়* যোগ করে শব্দ হতে পারে। এই ধরনের সংস্কৃত শব্দ বাংলায় ব্যবহৃত হয়। ▷√প্লু + ই (ণিচ্) → √প্লাবি + অ (অচ্) = প্লাব; √কৃ + ই (ণিচ্) → √কারি + ত (ক্ত) = কারিত; √চল্ + ই (ণিচ্) → √চালি + অক (ণ্বুল্) = চালক; √ধৃ + ই (ণিচ্) → √ধারি + অন (ল্যুট্) = ধারণ; আ- √ছদ্ + ই (ণিচ্) → আ- √ছাদি + অন (ল্যুট্) = আচ্ছাদন।

ণিজন্ত ক্রিয়া : বাংলায় ণিজন্ত ক্রিয়া আর *প্রযোজক ক্রিয়া* [দ্র.] সমার্থক। অন্যকে দিয়ে কোনো *ক্রিয়া* সম্পাদন করানো হলে তার জন্য বিশেষ ক্রিয়ারূপ ব্যবহার করতে হয়। এই ক্রিয়ারূপের জন্য বিশেষ ধরনের *ধাতুরও* প্রয়োজন হয়। সাধারণ ধাতুর সঙ্গে কোনো কোনো *ধাত্ববয়ব প্রত্যয়* যোগ করে এই ধাতু তৈরি হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণে এইরকম প্রত্যয়ের সাধারণ নাম *ণিচ্* প্রত্যয় [দ্র. ণিচ্]। ণিচ্ প্রত্যয় যোগ করে যে-নতুন *প্রযোজক ধাতু* [দ্র.] হয়, সংস্কৃতে তাকে বলে **ণিজন্ত ধাতু**। বাংলায় প্রযোজক ধাতু তৈরির জন্য মূল ধাতুর সঙ্গে 'আ' অথবা 'ওয়া' যোগ করতে হয়। এরা কোনোমতেই 'ণিচ্' প্রত্যয় নয়। তবুও সংস্কৃত নামের অনুষঙ্গে ণিজন্ত শব্দটি বাংলায় চলছে। ▷√কর্ + আ → √করা। এর থেকে ক্রিয়ারূপ করানো, করাচ্ছি, করাব, করাবেন প্রভৃতি। এই ধাতুর ক্রিয়া-বিশেষ্য—করানো। ▷√খা + ওয়া → √খাওয়া। এর থেকে *ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য* [দ্র.] খাওয়ানো। ক্রিয়ারূপ—খাওয়ায়, খাওয়াবেন, খাওয়াচ্ছেন প্রভৃতি।

যৌগিক বা *বহুভাবিত* ণিজন্ত ক্রিয়াও আছে। ▷দাঁড় করানো; ওঠ-বস করানো; বসিয়ে দেওয়া।

ণিজন্ত ধাতু : দ্র. প্রযোজক ধাতু; ণিচ্।

ণিনি : দ্র. ইনি[২]।

ণু (ণু) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে এই *প্রত্যয়ের* সবটাই থাকে। ▷√রী + ণু = রেণু; √স্থা + ণু = স্থাণু।

ণ্বুল্ (অক) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। এই প্রত্যয়ান্ত *শব্দের* শেষে 'অক' হয়। ▷√অংশ্ + অক (ণ্বুল্) = অংশক; √দা + অক (ণ্বুল্) = দায়ক; √ক্ষিপ্ + অক (ণ্বুল্) = ক্ষেপক; √গৈ + অক (ণ্বুল্) = গায়ক; √কৃ + অক (ণ্বুল্) = কারক; √চম্প্ + অক (ণ্বুল্) = চম্পক; √মাপি + অক (ণ্বুল্) = মাপক।

ণ্য (য) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'ণ্' বাদ যায়, 'য' থাকে। ▷সম্রাজ্ + অ (অণ্) → সাম্রাজ + য (ণ্য) = সাম্রাজ্য; কুরু + য (ণ্য) = কৌরব্য; বনস্পতি + য (ণ্য) = বানস্পত্য; তপতী + য (ণ্য) = তাপত্য।

ণ্যৎ (য) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ণ্', 'ৎ' বাদ যায়, 'য' থাকে। এই *প্রত্যয়* উচিত অর্থে ব্যবহৃত হয়। ▷√কৃ + য (ণ্যৎ) = কার্য; √ধৃ + য (ণ্যৎ) = ধার্য; √শ্রু + য (ণ্যৎ) = শ্রাব্য।

ত[১], ৎ : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও ত্-ধ্বনির প্রতীক। ত-*বর্গের* প্রথম বর্ণ। ত্-ধ্বনি *দন্ত্য*, *স্পর্শ*, *অঘোষ* ও *অল্পপ্রাণ*। *হসন্ত* ত-এর জন্য একটি পৃথক বর্ণ আছে—'ৎ' (খণ্ড ত)। [দ্র. ব্যঞ্জনধ্বনি]।

ত[২] : দ্র. ক্ত; তন্; তপ্।

তকন্ (তক) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়। 'তক' থাকে। ▷√ইষ্ + তক (তকন্) + আ (টাপ্) = ইষ্টকা।

তৎপুরুষ সমাস : *সমাসের* শ্রেণি-বিশেষ। এই সমাসে *উত্তরপদের* অর্থই প্রধান হয়, আর *পূর্বপদের* সঙ্গে তার *কারক*-সম্পর্কের তুল্য সম্পর্ক থাকে। 'দেশোদ্ধার'-এই সমাসবদ্ধ *শব্দটির* অর্থ 'দেশকে উদ্ধার'। 'উদ্ধার'-এই *বিশেষ্য* শব্দটির মধ্যে যে-*ক্রিয়ার* ভাবটি নিহিত আছে, 'দেশ' শব্দটি তার *কর্মের* মতো। 'দেশকে' থেকে 'কে' বিভক্তি লোপ হয়ে, এবং *সন্ধির* পর (দেশ + উদ্ধার) 'দেশোদ্ধার' শব্দটি হয়েছে। এটি **তৎপুরুষ সমাস**। এইরকম : ▷অস্ত্রাহত (অস্ত্রের দ্বারা আহত); গলাধাক্কা (গলায় ধাক্কা)।

উত্তরপদের সঙ্গে পূর্বপদের আপাত কারক সম্বন্ধের বিভিন্নতার বিচারে তৎপুরুষ সমাসের কয়েকটি শ্রেণিবিভাগ করা হয়। ১. *কর্ম তৎপুরুষ* [দ্র.] : ▷রথদেখা; কলাবেচা। ২. *করণ তৎপুরুষ* [দ্র.] : ▷ছাতাপেটা; পবনপালিতা। ৩. *সম্প্রদান তৎপুরুষ* [দ্র.] : ▷দেবদত্ত। ৪. *অধিকরণ তৎপুরুষ* [দ্র.] : ▷সভাসীন; প্রাতর্ভ্রমণ; গৃহাগত; বিশ্ববিখ্যাত। ৫. *অপাদান তৎপুরুষ* [দ্র.] : ▷ঘরছাড়া; অগ্নিভয়; জেল-পালানো; দুগ্ধজাত। ৬. *নিমিত্ত তৎপুরুষ* [দ্র.] : ▷শিশুসাহিত্য; বিশ্রামকক্ষ। ৭. *সম্বন্ধ তৎপুরুষ* [দ্র.] : ▷রাজধানী; সুধাকর; ঘনঘটা; ধনীগৃহ। সমাসবদ্ধ শব্দটির গঠনের বিচারে এই সমাসের আরও কয়েকটি শ্রেণিবিভাগ হয়। ৮. *উপপদ তৎপুরুষ* [দ্র.] : ▷পঙ্কজ; গণিতজ্ঞ; নভশ্চর; অণ্ডজ। ৯. *অলুক্ তৎপুরুষ* [দ্র.] : ▷কলেছাঁটা; তেলেভাজা; ভ্রাতুষ্পুত্র; দিনে ডাকাতি। সমাসবদ্ধ শব্দটির পূর্বপদ নঞর্থক হলে ১০. *নঞ্‌তৎপুরুষ* [দ্র.] : ▷অনাবশ্যক; অনির্বচনীয়; অম্লান।

তৎসম শব্দ : যেসব সংস্কৃত *শব্দ* মূল সংস্কৃত বানানেই বাংলায় ব্যবহৃত হয় তাদের বলা হয় **তৎসম শব্দ**। লক্ষণীয়, তৎসম শব্দের বানানটাই কেবল সংস্কৃতের মতো, উচ্চারণ নয়। ব্যবহারে শব্দের অর্থও অনেকসময় বদলে যায়। তৎসম কথাটির অর্থ তাহার (এখানে সংস্কৃতের) সমান বা সম। বাংলায় অনেক তৎসম শব্দ আছে। ▷অংশু; আজ্ঞা; চিদাত্মা; গুণী; নদী; দুর্গা; চীন; পুষ্প; সূর্য; চন্দ্র; নক্ষত্র; মেঘ; পত্র; পল্লব; যন্ত্র; সন্ধ্যা; মধ্যাহ্ন; অপরাহ্ণ; স্নেহ; প্রেম; কিংবা; দেশীয়; গন্তব্য; ভবিষ্যৎ প্রভৃতি তৎসম শব্দের উদাহরণ। বাংলায় তৎসম শব্দের বানানে শেষের *হস্-চিহ্ন* ও *বিসর্গ* দেওয়া হয় না। ▷শ্রীমান্ → শ্রীমান; দিক্ → দিক; অন্ততঃ → অন্তত; ক্রমশঃ → ক্রমশ।

তদ্ধিতপ্রত্যয় : শব্দের সঙ্গে যা যোগ করে অন্য একটি শব্দ তৈরি করা যায়, তা-ই **তদ্ধিতপ্রত্যয়**

বা **শব্দপ্রত্যয়**। বাংলায় ব্যবহৃত তদ্ধিতপ্রত্যয়কে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায়। **১.** সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়* [দ্র.] : এই প্রত্যয় তৎসম *শব্দে* প্রযোজ্য। ▷অম্বিকা + **এয় (ঢক্)** = অম্বিকেয়; একান্ত + **ইক (ঠঞ্)** = ঐকান্তিক; বাচ্ + **গ্মিন্ (গ্মিনি)** = বাগ্মিন্ → বাগ্মী। **২.** বাংলা *তদ্ধিতপ্রত্যয়* বা *শব্দপ্রত্যয়* [দ্র.] : ▷পেট + **উক** = পেটুক; বড় + **আই** = বড়াই; বাঁদর + **আমি** = বাঁদরামি। **৩.** *বিদেশি তদ্ধিতপ্রত্যয়* বা *বিদেশি শব্দপ্রত্যয়* [দ্র.] : ▷ বাবু + **আনা** = বাবুয়ানা; পাণ্ডা + **গিরি** = পাণ্ডাগিরি। এ ছাড়া তুলনাবাচক তদ্ধিতপ্রত্যয় (তর, তম), ও নির্দেশক (টা; টি; টো) ইত্যাদি শ্রেণির শব্দপ্রত্যয়ও আছে। [দ্র. তুলনাবাচক প্রত্যয়]।

তদ্ধিতপ্রত্যয়জাত বিশেষণ : *শব্দে যে-প্রত্যয়* যোগ করা হয়, তা *তদ্ধিতপ্রত্যয়* কিংবা *শব্দপ্রত্যয়*। বহু *বিশেষ্য* শব্দে এই শ্রেণির প্রত্যয় যোগ করে *বিশেষণ* পাওয়া যায়। এই জাতীয় বিশেষণই হল **তদ্ধিতপ্রত্যয়জাত বিশেষণ**। ▷শরদ্ + অ (অণ্) = শারদ; মঙ্গল + ইক (ঠঞ্) = মাঙ্গলিক। নেপাল + ই = নেপালি; ঘাস + উয়া = ঘাসুয়া → ঘেসো।

তদ্ধিতান্ত সর্বনামীয় বিশেষণ : কিছু *সর্বনাম শব্দের* সঙ্গে *তদ্ধিতপ্রত্যয়* যোগ করে *বিশেষণ* শব্দ পাওয়া যায়। এই শ্রেণির বিশেষণের নাম **তদ্ধিতান্ত সর্বনামীয় বিশেষণ**। ▷**স্বীয়** চেষ্টা। **স্বকীয়** বৈশিষ্ট্য। **মদীয়** মুদিখানার দোকান।

তদ্ভব শব্দ : যেসব সংস্কৃত *শব্দ* পরিবর্তিত হয়ে *প্রাকৃত ভাষায়* ব্যবহৃত হয়েছে, ও পরে আবারও পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসেছে, তাদের বলা হয় **তদ্ভব শব্দ**। বাংলায় প্রচুর তদ্ভব শব্দ আছে। ▷কৃষ্ণ → কন্হ (প্রাকৃত) → কানু (বাংলা)। কানু তদ্ভব শব্দ। ▷রাধিকা → রাহিয়া → রাই; চন্দ্র → চান্দ → চাঁদ; বধূ → বহু → বউ; হস্ত → হত্থ → হাত। আরও কয়েকটি উদাহরণ : ▷অপর → আর; অষ্টাদশ → আঠারো; আকর্ষণী → আঁকশি; আরাত্রিক → আরতি; কর্কট → কাঁকড়া; কুটির → কুঁড়ে; কর্ণধারী → কাণ্ডারি; গোরূপ → গোরু; চটক → চড়ুই; দেবকুল → দেউল; নবনীত → ননি; বহিত্র → বইঠা; মাতা → মা; ষষ্টি → ষাট; সূত্রধর → ছুতোর; সামন্তপাল → সাঁওতাল; হরিদ্রা → হলুদ। [দ্র. উৎসগত শ্রেণিবিভাগ (শব্দের)]।

তন্[১] (ত) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'ত' থাকে। ▷√অম্ (গতি) + ত (তন্) = অন্ত; √লূ + ত (তন্) = লোত; √দম্ + ত (তন্) = দন্ত; √পূ + ত (তন্) = পোত; √ধূর্ব্ + ত (তন্) = ধূর্ত।

তন[২] : দ্র. ট্যু; ট্যুল্; তনন্; তনপ্; তুট্।

তনন্ (তন) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'তন' থাকে। ▷√পত্ + তন (তনন্) = পত্তন; √বী + তন (তনন্) = বেতন; √পৃ + তন (তনক্) + আ (টাপ্) = পৃতনা (সেনাবাহিনী)।

তনপ্ (তন) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'প্' বাদ যায়, 'তন' থাকে। ▷নব + তন (তনপ্) = নূতন।

তপ্ (ত) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'প্' বাদ যায়, 'ত' থাকে। ▷পর্বন + ত (তপ্) = পর্বত।

তপক্ (তপ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'তপ' থাকে। ▷বিষ্ + তপ (তপক্) = বিষ্টপ।

তবৎ : দ্র. ক্তবতু।

ত-বর্গ : বাংলা *বর্ণমালার ব্যঞ্জনবর্ণের* প্রথম পঁচিশটি *বর্ণকে* পাঁচটি *বর্গে* ভাগ করা হয়েছে। বর্ণগুলি যেসব ধ্বনির প্রতীক তাদের *উচ্চারণস্থান* অনুযায়ীই এই বিভাগীকরণ। ত, থ, দ, ধ, ন—এই পাঁচটি ব্যঞ্জনবর্ণ ত-বর্গের। ধ্বনির বৈশিষ্ট্য অনুসারে ত্, থ্, দ্, ধ্ *দন্ত্য ব্যঞ্জন* [দ্র.] ও ন্ *নাসিক্য ব্যঞ্জন*। [দ্র. বর্গ]।

তব্য : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ঔচিত্য কিংবা আবশ্যকতা বোঝানোর জন্য এই *প্রত্যয়* হয়। ▷√দা + তব্য = দাতব্য; √গম্ + তব্য = গন্তব্য; √বচ্ + তব্য = বক্তব্য; √মন্ + তব্য = মন্তব্য; √ধা + তব্য = ধাতব্য; √কৃ + তব্য = কর্তব্য; √জ্ঞা + তব্য = জ্ঞাতব্য; √হন্ + তব্য = হন্তব্য; √শ্রু + তব্য = শ্রোতব্য; √ভূ + তব্য = ভবিতব্য; √গ্রহ্ + তব্য = গ্রহীতব্য। কিছু বাংলা ধাতুর সঙ্গেও এই প্রত্যয় লাগানো হয়। ▷√কহ্ + তব্য = কহতব্য।

তম[১] : দ্র. তুলনাবাচক প্রত্যয়।

তম[২] : দ্র. তমট্; তমপ্।

তমট্ (তম) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। সংখ্যাক্রম বোঝানোর জন্য এই প্রত্যয় ব্যবহার করা হয় আর প্রত্যয়ান্ত শব্দটির শেষে 'তম' থাকে 'ট্' বাদ যায়। ▷বিংশতি + তম (তমট্) = বিংশতিতম; পঞ্চাশৎ + তম (তমট্) = পঞ্চাশত্তম।

তমপ্ (তম) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'প্' বাদ যায়, 'তম' থাকে। তুলনাবাচক শব্দে এই প্রত্যয়ের প্রয়োগ হয়। অনেকের মধ্যে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ—এই ভাব বোঝাতে তমপ্ প্রত্যয় *বিশেষণ* শব্দে যোগ হয়। প্রত্যয়ান্ত শব্দটির শেষে থাকে 'তম'। ▷উদ্ + তম (তমপ্) = উত্তম; প্রিয় + তম (তমপ্) = প্রিয়তম; মহৎ + তম (তমপ্) = মহত্তম; দীর্ঘ + তম (তমপ্) = দীর্ঘতম; ক্ষুদ্র + তম (তমপ্) = ক্ষুদ্রতম।

তয়প্ (তয়) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'প্' বাদ যায়, 'তয়' থাকে। ▷চতুঃ + তয় (তয়প্) = চতুষ্টয়; দ্বি + তয় (তয়প্) = দ্বিতয়।

তর[১] : দ্র. তুলনাবাচক প্রত্যয়।

তর[২] : দ্র. তরক্; ষ্টরচ্।

তরক্ (তর) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'তর' থাকে। ▷√ই + তর (তরক্) = ইতর; √স্রন্স্ + তর (তরক্) = স্রস্তর।

তরল স্বর : *ব্যঞ্জনধ্বনির* উচ্চারণে শ্বাসবায়ু বাইরে আসার সময় বাধা পায়। তরল স্বরের ক্ষেত্রে এই বাধা আংশিক। *অন্তঃস্থ বর্ণের* মধ্যে 'র' ও 'ল' এই দুটি *বর্ণকে* তাদের উচ্চারণের *ধ্বনি* বিচারে বলা হয় **তরল স্বর**।

তরো : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। প্রকার, নানাবিধ প্রভৃতি বোঝানোর জন্য এই প্রত্যয়ের ব্যবহার। ▷এমন + তরো = এমনতরো; কেমন + তরো = কেমনতরো।

তল্ (তা) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'ল্' বাদ যায়, 'ত'-এর সঙ্গে 'আ' যোগ হয়, অর্থাৎ এই প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে 'তা' হয়। এই প্রত্যয়ের ব্যবহার ভাব বোঝানোর জন্য। ▷সাধু + তা (তল্) = সাধুতা; বহু + তা (তল্) = বহুতা; বিলাসিন্ + তা (তল্) = বিলাসিতা; প্রতিযোগিন্ + তা (তল্) = প্রতিযোগিতা; অমর + তা (তল্) = অমরতা; ইয়ৎ + তা (তল্) = ইয়ত্তা; ভাবিন্ + তা (তল্) = ভাবিতা। বাংলায় প্রায় সব বিশেষণ শব্দের সঙ্গেই 'তা' যোগ হতে পারে। ▷নাগরিকতা; ব্যর্থতা; জাতীয়তা; সর্বস্বতা; গরিষ্ঠতা। লক্ষণীয়, বিধাতা, মাতা, মূর্ছিতা, পাঠরতা প্রভৃতি শব্দের শেষের 'তা' এই শ্রেণির নয়।

তস্ : দ্র. তসি; তসিল্।

তসি (তস্) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'ই' বাদ যায়, 'তস্' থাকে। ▷অগ্র + তস্ (তসি) = অগ্রতস্ → অগ্রতঃ।

তসিল্ (তস্) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'ই', 'ল্' বাদ যায়, 'তস্' থাকে। ▷এতদ্ + তস্ (তসিল্) = অতস্ → অতঃ; সর্ব + তস্ (তসিল্) = সর্বতস্ → সর্বতঃ; উভয় + তস্ (তসিল্) = উভয়তস্ → উভয়তঃ; অন্য + তস্ (তসিল্) = অন্যতস্ → অন্যতঃ। বাংলায় শেষের বিসর্গ সাধারণত ব্যবহার করা হয় না। অত, সর্বত, উভয়ত, অন্যত লিখলেই চলে। কিন্তু

সন্ধি ও *সমাসে* এই বিসর্গকে বাদ দেওয়া যায় না, *বিসর্গসন্ধির* নিয়ম অনুযায়ীই শব্দবন্ধ তৈরি হয়। ▷সর্বতঃ + ভাবে = সর্বতোভাবে; অতঃ + পর = অতঃপর।

তা১ : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। ▷নাম + তা = নামতা; রাং + তা = রাংতা। *ধ্বন্যাত্মক শব্দেও* এই *প্রত্যয়* হয়। ▷ধিন + তা = ধিনতা।

তা২ : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। ▷√ফির্ + তা = ফিরতা; √জান্ + তা = জানতা → জান্তা; √পড়্ + তা = পড়তা; √বহ্ + তা = বহতা; √ধর্ + তা = ধরতা।

তা৩ : তল্।

তাড়নজাত ব্যঞ্জন : ড় এবং ঢ়—এই দুই *ব্যঞ্জনধ্বনিকে* বলা হয় **তাড়নজাত ব্যঞ্জন** বা **তাড়িত ব্যঞ্জন**। এই ধ্বনি উচ্চারণের সময় জিভের নীচের অংশ দাঁতের মূলে আঘাত করে এবং কম্পন উৎপন্ন করে। এইজন্যই এই নামকরণ।

তাড়িত ব্যঞ্জন : দ্র. তাড়নজাত ব্যঞ্জন।

তাতিল্ (তাতি) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'ল্' বাদ যায়, 'তাতি' থাকে। ▷শিব + তাতি (তাতিল্) = শিবতাতি (কল্যাণকর)।

তারকা চিহ্ন : *-এই চিহ্ন। এটি কোনো *ছেদচিহ্ন* নয়। চিহ্নটির অনেকরকম ব্যবহার আছে, তবে দৃষ্টি-আকর্ষণকারী চিহ্ন হিসেবে বেশি ব্যবহৃত হয়।

তারতম্যমূলক সম্বন্ধ : 'আমার চেয়ে বড়ো', 'দুটির মধ্যে বেশি' প্রভৃতি প্রয়োগে *সম্বন্ধপদ* (আমার, দুটির) ও 'চেয়ে', 'মধ্যে' প্রভৃতি *শব্দের* সাহায্যে তারতম্য বোঝানো হচ্ছে। কিন্তু অনেকসময়েই 'চেয়ে', 'মধ্যে' প্রভৃতি শব্দ ছাড়াই কেবল সম্বন্ধপদ ব্যবহার করেই তারতম্য বোঝানো চলে। এইরকম হলে তাকে বলে **তারতম্যমূলক সম্বন্ধ**। ▷**আমার** বড়ো। দশ **পৃষ্ঠার** বেশি লেখার দরকার নেই। **রাম অনিলের** ছোটো।

তালব্য ব্যঞ্জন : যে-*ব্যঞ্জনধ্বনির* উচ্চারণে জিভের সামনের দিক তালুর কঠিন অংশে আঘাত করে, তাদের বলা হয় **তালব্য ব্যঞ্জন**। ▷চ্; ছ্; জ্; ঝ্, শ্।

তালব্য-য়: দ্র. পশ্চজিহ্ব্য।

তালব্য শীৎকার : *তালুতে* জিভের মধ্যভাগ চেপে লাগিয়ে এই *শীৎকার* ধ্বনি উৎপন্ন করা হয়। পশুপাখি তাড়ানোর জন্য, গোরুর গাড়িকে জোরে ছোটাতে এই ধরনের আওয়াজ করা হয়। [দ্র. শীৎকার]।

তালব্য স্বরধ্বনি : যে-*স্বরধ্বনির* উচ্চারণে জিভ সামনের দিকে এবং *তালুর* কাছাকাছি থাকে, তাদের বলা হয় **তালব্য স্বরধ্বনি**। ▷ই; এ; অ্যা। এই শ্রেণির সব স্বরধ্বনিই *প্রসৃত* এবং *সম্মুখ*। এদের মধ্যে ই *উর্ধ্ব* ও *সংবৃত*; এ *উর্ধ্বমধ্য* ও *অর্ধসংবৃত*; অ্যা *নিম্নমধ্য* ও *অর্ধবিবৃত*। [দ্র. স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]।

তালু : মুখ গহ্বরের উপরের অংশের সামনের দিকটাকেই সাধারণভাবে **তালু** বলা হয়। বাংলা স্বর ও *ব্যঞ্জনধ্বনির* উচ্চারণে এই অংশের বিশেষ ভূমিকা আছে। আর এই কারণেই তালু অন্যতম *উচ্চারণস্থান*। যেসব *ধ্বনির* উচ্চারণে তালুর ভূমিকা আছে তাদের বলা হয় *তালব্য ধ্বনি*। ▷ই, এ, অ্যা—তালব্য স্বরধ্বনি। চ্, ছ্, জ্, ঝ্, শ্—তালব্য ব্যঞ্জনধ্বনি। [দ্র. তালব্য স্বরধ্বনি; তালব্য ব্যঞ্জন]।

তালুদন্তমূলীয় ধ্বনি : যে-*ধ্বনির* উচ্চারণে জিভ মুখের সামনের দিকে এগিয়ে আসে ও দাঁতের মূল এবং তালুর সংযোগস্থল স্পর্শ করে তাদের বলা হয় **তালুদন্তমূলীয় ধ্বনি**। ▷য়্, শ্ এই শ্রেণির। [দ্র. অগ্রজিহ্ব্য ধ্বনি]।

তি১ : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। ▷চাক + তি = চাকতি; কম + তি = কমতি; ঘাট + তি = ঘাটতি। এই শ্রেণির *শব্দ বিশেষ্য*।

তি[২] : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। এই প্রত্যয়জাত *শব্দ* বিশেষ্য ও বিশেষণ দু-রকমই হতে পারে। ▷√উঠ্ + তি = উঠতি; √পড়্ + তি = পড়তি; √চল্ + তি = চলতি; √গুন্ + তি = গুনতি; √বাড়্ + তি = বাড়তি।

তি[৩] (তি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে এর সবটাই থাকে। ▷√শাস্ + তি = শান্তি।

তি[৪] : দ্র. ক্তিচ্; ক্তিন্; তি[৩]; শতিপ্।

তিকন্ (তিক) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'তিক' থাকে। ▷মৃদ্ + তিক (তিকন্) → মৃত্তিক + আ (টাপ্) = মৃত্তিকা; কৃৎ + তিক (তিকন্) → কৃত্তিক + আ (টাপ্) = কৃত্তিকা।

তিঙ্ : *ক্রিয়াবিভক্তির* সংস্কৃত নাম **তিঙ্**। বিভক্তিযুক্ত *ক্রিয়াপদকে* সংস্কৃতে বলা হয় তিঙন্ত পদ (তিঙ্ + অন্ত)। বাংলায় এই নাম ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই।

তিঙন্ত পদ : দ্র. তিঙ্।

তিরঃ (তিরস্) : সংস্কৃত *অব্যয়* ও *গতি*। *ধাতুর* আগে বসে। বাঁকা, অদৃশ্য হওয়া প্রভৃতি অর্থে এর ব্যবহার পাওয়া যায়। ▷তিরঃ + কার = তিরস্কার (তিরস্- √কৃ + অ (ঘঞ্)); তিরঃ + ভাব = তিরোভাব (তিরস্- √ভূ + অ (ঘঞ্)); তিরঃ + ধান = তিরোধান (তিরস্- √ধা + অন (ল্যুট্))।

তির্যক বিভক্তি : যে-*বিভক্তি* একাধিক *কারকে* ব্যবহৃত হয়, তাকে বলে **তির্যক বিভক্তি**। *এ, তে, কে* প্রভৃতি প্রায় সমস্ত বাংলা বিভক্তিই এই শ্রেণির। ▷তে বিভক্তি : ▷*কর্তৃকারকে* : **বুলবুলিতে** ধান খেয়েছে। *করণ কারকে* : ▷**ছুরিতে** কেটেছে। *সম্প্রদান কারকে* : ▷**দেবতাতে** অর্পণ করা হল। *অপাদান কারকে* : ▷মাঝিমাল্লার **নদীতে** ভয় নেই। *অধিকরণ কারকে* : ▷'**ঘরেতে** ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে'—রবীন্দ্র। **নদীতে** জল নেই কেন? [দ্র. বিভক্তি]।

তু[১] (তু) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। ▷অধিকম্ + তু = অধিকন্তু; কিম্ + তু = কিন্তু।

তু[২] (তু) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। √ঋ + তু = ঋতু; √হি + তু = হেতু।

তু[৩] : দ্র. তু[১]; তু[২]; তুন্।

তুট্, ট্যুল্ (তন) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। এই *প্রত্যয়* থেকে শব্দের সঙ্গে 'তন' যোগ হয়। একই অর্থে ট্যুল্ প্রত্যয়টিও ব্যবহৃত হয়। ▷অধস্ + তন (তুট্ বা ট্যুল্) = অধস্তন; অধুনা + তন (তুট্) = অধুনাতন; চিরম্ + তন (তুট্) = চিরন্তন।

তুতো, তো : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। আত্মীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। ▷খুড়া + তুতো = খুড়তুতো; খুড়া + তো = খুড়াতো; জ্যাঠা + তুতো = জ্যাঠতুতো; জ্যাঠা + তো = জ্যাঠাতো; মামা + তো = মামাতো; খালা + তো = খালতো; ফুপা + তো = ফুপাতো।

তুন্ (তু) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'তু' থাকে। ▷√তন্ + তু (তুন্) = তন্তু; √ধা + তু (তুন্) = ধাতু; আ- √গম্ + তু (তুন্) → আগন্তু + ক (কন্) = আগন্তুক; √বস্ + তু (তুন্) = বস্তু; √সি + তু (তুন্) = সেতু; √জন্ + তু (তুন্) = জন্তু।

তুমর্থ অসমাপিকা ক্রিয়া : *অসমাপিকা ক্রিয়ার* শ্রেণি বিশেষ। 'ইতে', 'তে' *প্রত্যয় ধাতুর* সঙ্গে যোগ করে এই ধরনের *ক্রিয়া* তৈরি হয়। অর্থ কিংবা প্রয়োগের বিচারে এই ক্রিয়া বাক্যস্থিত কোনো পদের হেতু বা নিমিত্ত নির্দেশ করে। এই কারণে এর অন্য নাম **নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া**। সংস্কৃতের *শতৃ, তুমুন্* প্রভৃতি প্রত্যয়ের একইরকম অর্থ হয় বলে এই নামটি এসেছে। ▷ইতে : তাহারা গান **শুনিতে** আসিয়াছে (শোনার জন্য বা নিমিত্ত)। ডাক্তারবাবু কুইনিন **খাইতে** দিয়াছেন। ▷তে (চলিত বাংলায়) : কাঠ **কাটতে** জঙ্গলে গেছে। সুতোগুলো ফেলে দিও না, কখন কী **বাঁধতে** লাগবে। **বসতে** দিলাম পিঁড়ি। *বারে*-এই বিভক্তিটিও নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়ায় ব্যবহার করা হয়। ▷**দেখিবারে** চাই। **জানাবারে** আসিয়াছি। এইসব প্রয়োগ অবশ্য কবিতাতেই বেশি দেখা যায়।

তুলনাবাচক প্রত্যয় : তুলনা করার জন্য বিশেষণের সঙ্গে 'তর' ও 'তম' যোগ হতে পারে। তাই এই দুটি *প্রত্যয়কে* বলা হয় **তুলনাবাচক প্রত্যয়**। দুটির মধ্যে তুলনা করা হলে 'তর' হয়। ▷বৃহত্তর; ক্ষুদ্রতর; মহত্তর; মন্দতর। অনেকগুলির মধ্যে তুলনা করা হলে 'তম' হয়। ▷বৃহত্তম; শ্রেষ্ঠতম; মহত্তম। লক্ষণীয়, শ্রেষ্ঠ শব্দটির অর্থ 'সবার চাইতে ভালো'। কিন্তু শ্রেষ্ঠতম শব্দটি বাংলায় প্রচলিত।

তুলনাবাচক শব্দ : মতো, সম, প্রায়, পারা, মতন, হেন, কল্প, যেমতি, সদৃশ, যেন, বৎ প্রভৃতি যেসব *শব্দ* তুলনা করার জন্য ব্যবহৃত হয় তাদের বলা হয় **তুলনাবাচক শব্দ**। ▷তোমার মতো; পিতৃসম; পাগলপারা; মৃতপ্রায়; ভূতের মতন; তোমা হেন; ঋষিকল্প; কাষ্ঠসদৃশ; ভ্রাতৃবৎ।

তৃ : দ্র. তৃচ্; তৃন্।

তৃচ্, তৃন্ (তৃ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'তৃ' থাকে। ▷√মা + তৃ (তৃচ্) = মাতৃ → মাতা; √পা + তৃ (তৃচ্) = পিতৃ → পিতা; √দা + তৃ (তৃচ্) = দাতৃ → দাতা; √কৃ + তৃ (তৃচ্) = কর্তৃ → কর্তা; √ভৃ + তৃ (তৃচ্) = ভর্তৃ → ভর্তা; √ভ্রাজ্ + তৃ (তৃন্) = ভ্রাতৃ → ভ্রাতা; √শ্রু + তৃ (তৃন্) = শ্রোতৃ → শ্রোতা। বাংলায় তৃ-অন্ত রূপগুলি *সমাসবদ্ধ শব্দ* ছাড়া ব্যবহার হয় না। ▷মাতৃমূর্তি; পিতৃস্মৃতি; ভ্রাতৃভাব; কর্তৃপক্ষ। অন্য প্রয়োগে এইসব *শব্দের কর্তৃকারকের* একবচনের রূপ অর্থাৎ মাতা, পিতা, দাতা, কর্তা, ভর্তা রূপগুলিই বাংলায় চলে। এই প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে 'ঈ' যোগ করে *স্ত্রীলিঙ্গ* রূপ পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে *ঋ-কার র-ফলা* হয়ে যায়। ▷দাতৃ → দাত্রী; কর্তৃ → কর্ত্রী। মাতা ইত্যাদি শব্দ অবশ্য এমনিতেই স্ত্রীলিঙ্গ।

তৃতীয়া তৎপুরুষ : দ্র. করণ তৎপুরুষ সমাস।

তৃতীয়া বিভক্তি : দ্র. করণ কারকের বিভক্তি।

তৃন্ (তৃ) : দ্র. তৃচ্।

তে[১] : বাংলা *বিভক্তি*। একাধিক *কারকে* এই বিভক্তির প্রয়োগ আছে। সেজন্য 'তে' *তির্যক বিভক্তি*। স্বরান্ত শব্দের শেষে এই বিভক্তি যোগ হয়। ▷*কর্তৃকারক* : **বুলবুলিতে** ধান খেয়েছে। **গোরুতে** গুঁতিয়ে দিল। ▷*কর্ম কারক* : **তোমাতেই** আমার ভরসা। ▷*করণ কারক* : **ছুরিতে** কেটেছে। ▷*সম্প্রদান কারক* : সর্বস্ব **দেবতাতে** অর্পণ করলেন। ▷*অপাদান কারক* : মাঝিমাল্লার **নদীতে** ভয় নেই। ▷*অধিকরণ কারক* : **মেঝেতে** চাদর বিছানো। [দ্র. এতে]

তে[২] : দ্র. ইতে।

তো : দ্র. তুতো।

ত্ব (ত্ব) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। ভাব বোঝানোর জন্য *বিশেষ্য* কিংবা *বিশেষণের* সঙ্গে এই প্রত্যয় যোগ হয়। ▷লঘু + ত্ব = লঘুত্ব; গুরু + ত্ব = গুরুত্ব; মহৎ + ত্ব = মহত্ত্ব; বিশেষ + ত্ব = বিশেষত্ব; সতী + ত্ব = সতীত্ব। সংস্কৃত ছাড়া অন্য শব্দের সঙ্গেও এই প্রত্যয় লাগে। নতুন + ত্ব = নতুনত্ব; বড়ো + ত্ব = বড়োত্ব। কোনো কোনো *সর্বনামের* সঙ্গেও এই প্রত্যয় যোগ হতে পারে। ▷আমি + ত্ব = আমিত্ব; মম + ত্ব = মমত্ব।

ত্বন : দ্র. ঙ্বনিপ্।

ত্বা : দ্র. ক্ত্ব।

ত্য : দ্র. ত্যক্; ত্যপ্।

ত্যক্ (ত্য) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'ত্য' থাকে। এই প্রত্যয় যোগ হলে শব্দের আদ্যস্বরের *বৃদ্ধি* হয়। ▷দক্ষিণ + ত্য (ত্যক্) = দাক্ষিণাত্য; পশ্চাৎ + ত্য (ত্যক্) = পাশ্চাত্ত্য (অধুনা পাশ্চাত্য বানানটিও প্রচলিত হয়েছে); পুরস্ + ত্য (ত্যক্) = পৌরস্ত্য (প্রাচ্য)।

ত্যকন্ (ত্যক্) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। শব্দের সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'ত্যক্' থাকে।

▷উপ + ত্যক (ত্যকন্) → উপত্যকা, শেষে স্ত্রীবাচক 'আ' যোগ হয়েছে। ▷অধি + ত্যক (ত্যকন্) + আ = অধিত্যকা।

ত্যপ্ (ত্য) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'প্' বাদ যায় 'ত্য' থাকে। ▷অত্র + ত্য (ত্যপ্) = অত্রত্য; তত্র + ত্য (ত্যপ্) = তত্রত্য; অমা + ত্য (ত্যপ্) = অমাত্য; নি + ত্য (ত্যপ্) = নিত্য।

ত্যুক্ (ত্যু) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'ত্যু' থাকে। ▷√মৃ + ত্যু (ত্যুক্) = মৃত্যু।

ত্র : দ্র. ত্রক্; ত্রন্; ত্রল্; ষ্ট্রন্।

ত্রক্ (ত্র) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'ত্র' থাকে। ▷√মিদ্ + ত্র (ত্রক্) = মিত্র।

ত্রন্ (ত্র) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'ত্র' থাকে। ▷√গম্ + ত্র (ত্রন্) = গাত্র; √হু + ত্র (ত্রন্) = হোত্র; √যা + ত্র (ত্রন্) + আ (টাপ্) = যাত্রা; √ভস্ + ত্র (ত্রন্) + আ (টাপ্) = ভস্ত্রা; √দো + ত্র (ত্রন্) = দাত্র; √পা + ত্র (ত্রন্) = পাত্র।

ত্রল্ (ত্র) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'ল্' বাদ যায়, 'ত্র' থাকে। ▷অন্য + ত্র (ত্রল্) = অন্যত্র; পর + ত্র (ত্রল্) = পরত্র; সর্ব + ত্র (ত্রল্) = সর্বত্র; ক + ত্র (ত্রল্) = কত্র। এই প্রত্যয়যোগে সাধারণত স্থান কিংবা অধিকরণবাচক শব্দ হয়।

ত্রি : দ্র. ক্তি; ত্রিন্; ত্রিপ্।

ত্রিন্ (ত্রি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'ত্রি' থাকে। ▷√অদ্ + ত্রি (ত্রিন্) = অত্রি।

ত্রিপ্ (ত্রি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'প্' বাদ যায়, 'ত্রি' থাকে। ▷√রা + ত্রি (ত্রিপ্) = রাত্রি।

ত্রিম : দ্র. ত্রিমক্; মপ্।

ত্রিমক্ (ত্রিম) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'ত্রিম' থাকে। ▷√কৃ + ত্রিম (ত্রিমক্) = কৃত্রিম।

থ[১] : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও থ্-*ধ্বনির* প্রতীক। ত-*বর্গের* দ্বিতীয় *বর্ণ*। থ্-ধ্বনি দন্ত্য, *স্পর্শ*, *অঘোষ* ও *মহাপ্রাণ*। [দ্র. ব্যঞ্জনধ্বনি]।

থ[২] : দ্র. উট্; ক্থন্; থক্; থন্।

থক্ (থ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'থ' থাকে। ▷√বচ্ + থ (থক্) = উক্থ; √তৃ + থ (থক্) = তীর্থ; √রিচ্ + থ (থক্) = রিক্থ; নি- √শী + থ (থক্) = নিশীথ।

থকন্ (থক) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। প্রয়োগে 'ন্' বাদ যায়, 'থক' থাকে। ▷√গৈ + থক (থকন্) = গাথক।

থন্ (থ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'থ' থাকে। ▷√উষ্ + থ (থন্) = ওষ্ঠ; √ঋ + থ (থন্) = অর্থ; √কম্ + থ (থন) → কন্থ + আ (টাপ্) = কন্থা; √কুষ্ + থ (থন্) = কোষ্ঠ।

থাল্ (থা) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'ল্' বাদ যায়, 'থা' থাকে। ▷যদ্ + থা (থাল্) = যথা; তদ্ + থা (থাল্) = তথা; সর্ব + থা (থাল্) = সর্বথা; অন্য + থা (থাল্) = অন্যথা।

থি : দ্র. ক্থিন্।

দ১ : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও দ্-ধ্বনির প্রতীক। ত-*বর্গের* তৃতীয় বর্ণ। দ্-ধ্বনি দন্ত্য, *স্পর্শ*, *ঘোষ* ও *অল্পপ্রাণ*। [দ্র. ব্যঞ্জনধ্বনি]।

দ২ : দ্র. দন্।

দঘ্নচ্ (দঘ্ন) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'দঘ্ন' থাকে। ▷কণ্ঠ + দঘ্ন (দঘ্নচ্) = কণ্ঠদঘ্ন।

দন্ (দ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'দ' থাকে। ▷শপ্ + দ (দন্) = শব্দ; √কু + দ (দন্) = কুন্দ।

দন্ত, দাঁত : দাঁত অন্যতম *উচ্চারণস্থান*। দাঁতের সঙ্গে জিভের স্পর্শ অনেক *ব্যঞ্জনধ্বনিকে* নিয়ন্ত্রণ করে। [দ্র. দন্ত্য ব্যঞ্জন; দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন]।

দন্তমূলীয় নাসিক্য ধ্বনি : যে-*ধ্বনির* উচ্চারণে জিভের সামনেটা দাঁতের গোড়া স্পর্শ করে এবং সেই ধ্বনি যদি *অনুনাসিক* হয় তবে তা হয় **দন্তমূলীয় নাসিক্য ধ্বনি**। ▷ন্।

দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন : যে-*ব্যঞ্জনধ্বনির* উচ্চারণে জিভের সামনের অংশ ওপরের দাঁতের পাটির গোড়া বা মূলের অংশে লাগে, তা **দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন**। ▷ন্; স্; র্; ণ্।

দন্ত্য ব্যঞ্জন : যেসব *ব্যঞ্জনধ্বনির* উচ্চারণে জিভের সামনের অংশ দাঁতের পিছনের দিকটা স্পর্শ করে, তাদের বলা হয় **দন্ত্য ব্যঞ্জন**। ▷ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্। এদের **দন্ত্য বর্ণ** বলার রীতিও আছে। ন্-ধ্বনি ঈষৎ ভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়, এবং একে দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন [দ্র.] বলাও হয়।

দন্ত্য বর্ণ : দ্র. দন্ত্য ব্যঞ্জন।

দন্ত্য শীৎকার ধ্বনি : *শীৎকার ধ্বনির* প্রকারভেদ। মুখবিবরে বাতাস নেওয়ার সময় জিভ দিয়ে দাঁত কিংবা দাঁতের গোড়ায় বার বার আঘাত করে এই আওয়াজ উৎপন্ন করা হয়। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটলে এই শ্রেণির শীৎকার ধ্বনি করা হয়।

দন্ত্যৌষ্ঠ্য ধ্বনি : *ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনকে* দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য ধ্বনি ও **দন্ত্যৌষ্ঠ্য ধ্বনি**। বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য ধ্বনি—প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্। দন্ত্যৌষ্ঠ্য ধ্বনির উচ্চারণে ওষ্ঠ ও অধরের সঙ্গে দাঁতের সামান্য স্পর্শ হয়। বাংলায় এই শ্রেণির ধ্বনি নেই—ইংরেজি 'এফ' কিংবা 'ভি'-এর ধ্বনি দন্ত্যৌষ্ঠ্য। এদের **দন্ত্যৌষ্ঠ্য বর্ণও** বলা হয়। কিন্তু ধ্বনি ও বর্ণের পৃথক পারিভাষিক তাৎপর্য থাকায় একটির বদলে অন্যটির ব্যবহার না করাই ভালো।

দন্ত্যৌষ্ঠ্য বর্ণ : দ্র. দন্ত্যৌষ্ঠ্য ধ্বনি।

দর্ : বিদেশি (← ফারসি দর্) *উপসর্গ*। বাংলায় একাধিক অর্থে এর ব্যবহার আছে। ১. কম বা ঈষৎ অর্থে : ▷**দর**কাঁচা; **দর**পোক্ত। ২. নিম্নস্থ অর্থে : ▷**দর**দালান; **দর**পত্তন।

দল : যে-*ধ্বনি সমন্বয়ে* অ, আ, অ্যা, ই, উ, এ, ও-এই *স্বরধ্বনিগুলির* যেকোনো একটি তাদের পূর্ণরূপে মাত্র এক বার থাকে, তাকে বলা হয় **দল**। এর অন্য নাম *অক্ষর*। ইংরেজিতে 'সিলেব্‌ল'। দলের উদাহরণ : ▷অ; আন্; কা; মি; ম্লান্, বন্ধ্; হাইত্। ওই, এই, ওউ, আই প্রভৃতি যৌগিক *স্বরধ্বনিতেও* দল হয়। সেসব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটির উচ্চারণ সংক্ষিপ্ত কিংবা আংশিক। ▷লাই, ক্লৈ, ওই। অভিধান, এই শব্দটিতে দল তিনটি—অ. ভি. ধান্। ব্যাকরণ শব্দেও তিন দল—ব্যা. ক. রণ্। অপিনিহিতি শব্দে পাঁচ দল—অ. পি. নি. হি. তি.। একটিমাত্র স্বরধ্বনিতে দল হতে পারে, যেমন উপরের উদাহরণে 'অ' একটি স্বতন্ত্র দল। শুধু *ব্যঞ্জনধ্বনিতে* দল হয় না।

দল দু-রকম। ১. স্বরান্ত বা বিবৃত বা মুক্ত দল [দ্র.], এবং ২. ব্যঞ্জনান্ত বা সংবৃত বা রুদ্ধ দল [দ্র.]। অভিধান শব্দের প্রথম দুটি দল 'অ' ও 'ভি' স্বরান্ত বা বিবৃত বা মুক্ত। অপিনিহিতি শব্দের পাঁচটি দলই মুক্ত দল। মুক্ত দলের পর ব্যঞ্জনধ্বনি কিংবা হ্রস্ব স্বর [দ্র.] যোগ করলে দুই দল হয় না। বা—এক দল। বা + ন্ = বান্, এটাও এক দল। ও—এক দল। ও + ই = ওই; এটাও এক দল। দল-এর শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তা হবে ব্যঞ্জনান্ত বা সংবৃত বা রুদ্ধ দল।

যেমন অভিধান শব্দের 'ধান্' দলটি রুদ্ধ। 'রণ্', 'মন্', 'বল্', 'রব্' প্রভৃতিও তাই। রুদ্ধ দলের পরে ধ্বনি যোগ করা যায় না; করলে দুটো দল হয়ে যাবে। যেমন মন্—এক দল, মন্ + আ = মনা, দুই দল। মন্ + টা = মনটা—এটিও দুই দল। কই, বউ ইত্যাদি *যৌগিক স্বরধ্বনির* ক্ষেত্রে দলটি হ্রস্ব স্বরান্ত হলেও তা রুদ্ধ, শেষের স্বরধ্বনিটির উচ্চারণ কম সময় ধরে হয়। ছন্দশাস্ত্রে ও ছন্দবিচারের ক্ষেত্রে দল ও তাদের শ্রেণি বিষয়ক ধারণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। [দ্র. মুক্ত দল; রুদ্ধ দল]।

দলাত্মক বর্ণ : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণগুলির* সঙ্গে একটি *নিহিত স্বরধ্বনি* 'অ' থেকে যায়। এই কারণে যেকোনো বাংলা *বর্ণ* একটি *দল* তৈরি করতে পারে। এজন্য বাংলা বর্ণ **দলাত্মক বর্ণ** বা **অক্ষরাত্মক বর্ণ**। অমল—এই শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে বর্ণ পাওয়া যায় তিনটি—অ, ম, ল। কিন্তু *ধ্বনি* পাওয়া যাবে পাঁচটি, অ + ম্ + অ + ল্ + অ। (এক্ষেত্রে অবশ্য শেষের 'অ'-ধ্বনি কোনো কোনো সময় উচ্চারিত হয় না)। বর্ণগুলি দলাত্মক হওয়ায় একটি শব্দে পর পর কতগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও তার উচ্চারণ সম্ভব। অনবরত শব্দে পাঁচটি বর্ণ, কিন্তু ধ্বনি অ + ন্ + অ + ব্ + অ + র্ + অ + ত্ + অ, অর্থাৎ নয়টি। (প্রকৃত উচ্চারণে অবশ্য অনোবরোতো)। *হস্‌চিহ্ন* কিংবা *যুক্তবর্ণের* সাহায্যে বর্ণকে দলাত্মক থেকে ধ্বন্যাত্মকে পরিবর্তিত করা যায়। অম্ল শব্দের বর্ণ তিনটি অ, ম, ল। কিন্তু ধ্বনি অ + ম্ + ল্ + অ, অর্থাৎ 'ম' ও 'ল' যুক্ত হওয়ায় ম-এর *নিহিত অ* উচ্চারিত হল না। [দ্র. অ১; দল]।

দা (দা) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। সময়বাচক শব্দে এই *প্রত্যয়* যোগ হয়। ▷সর্ব + দা = সর্বদা; এক + দা = একদা। (যে দেয় এই অর্থে স্ত্রী-লিঙ্গ 'দা' কিন্তু পৃথক শব্দ। মোক্ষদা, অন্নদা শব্দের 'দা' আর 'একদা'-র 'দা' এক নয়)।

দাঁড়ি : '।'—এই *ছেদচিহ্নের* নাম দাঁড়ি। অন্য নাম **পূর্ণচ্ছেদ** এবং এটি *প্রান্তিক ছেদচিহ্ন*। যেখানে একটি বাক্য ও প্রসঙ্গ শেষ হয়, সেখানে দাঁড়ি দেওয়া হয়। ▷আমি বাড়ি যাব। সে এখনি আসবে। 'শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির, লিখে রেখো,/এক ফোঁটা দিলেম শিশির।'—রবীন্দ্র।

বাংলায় একটি দুই দাঁড়ি চিহ্ন আছে যা কবিতায় কিংবা ছড়ার শেষে দেওয়া হত। 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥' অধুনা ছেদচিহ্ন হিসেবে দুই দাঁড়ির ব্যবহার নেই বললেই চলে। তবে এর অন্য ধরনের ব্যবহার দেখা যায়। ▷সাহিত্যতীর্থ॥ শিক্ষা ও সাহিত্য ত্রৈমাসিক॥ পঞ্চম বর্ষ॥ তৃতীয় সংখ্যা॥ জুলাই ১৯৯৪॥ [দ্র. ছেদচিহ্ন]।

দান, দানি : ফারসি *শব্দপ্রত্যয়*। পাত্র, আধার প্রভৃতি অর্থে বাংলায় এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। ▷ফুল + দানি = ফুলদানি; আতর + দান = আতরদান; পিক + দানি = পিকদানি। এইরকম : ▷ধূপদানি; কলমদানি; শামাদান।

দানি : দ্র. দান।

দার : ফারসি *শব্দপ্রত্যয়*। কর্তা, অধিকারী প্রভৃতি অর্থে এই *প্রত্যয়* ব্যবহৃত হয়। ▷অংশী + দার = অংশীদার; মজা + দার = মজাদার; ছড়ি + দার = ছড়িদার; জমি + দার = জমিদার। দার প্রত্যয়ান্ত শব্দ *বিশেষণ*। এদেরই ভাববাচক *বিশেষ্য* শব্দে **দারি** প্রত্যয় হয়। ▷জমি + দারি = জমিদারি; অংশী + দারি = অংশীদারি; দোকান + দারি = দোকানদারি। লক্ষণীয়, সংস্কৃত 'দার' শব্দের অর্থ পত্নী। জমিদার-এর 'দার' আর অকৃতদার-এর 'দার', এক জিনিস নয়।

দারি : দ্র. দার।

দিগ : *বহুবচনবোধক প্রত্যয়*। *কর্তৃকারক* ছাড়া অন্য *কারকে* এই *প্রত্যয়* বাংলা *সাধু ভাষায়* ব্যবহৃত হয়। কারকভেদে দিগকে, দিগের, দিগে প্রভৃতি রূপভেদ হয়ে থাকে। ▷বালকদিগকে; রাজাদিগকে; তোমাদিগকে।

দ[১] : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও দ্-ধ্বনির প্রতীক। ত-*বর্গের* তৃতীয় বর্ণ। দ্-ধ্বনি *দন্ত্য*, *স্পর্শ*, *ঘোষ* ও *অল্পপ্রাণ*। [দ্র. ব্যঞ্জনধ্বনি]।

দ[২] : দ্র. দন্।

দঘ্নচ্ (দঘ্ন) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'দঘ্ন' থাকে। ▷কণ্ঠ + দঘ্ন (দঘ্নচ্) = কণ্ঠদঘ্ন।

দন্ (দ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'দ' থাকে। ▷শপ্ + দ (দন্) = শব্দ; √কু + দ (দন্) = কুন্দ।

দন্ত, দাঁত : দাঁত অন্যতম *উচ্চারণস্থান*। দাঁতের সঙ্গে জিভের স্পর্শ অনেক *ব্যঞ্জনধ্বনিকে* নিয়ন্ত্রণ করে। [দ্র. দন্ত্য ব্যঞ্জন; দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন]।

দন্তমূলীয় নাসিক্য ধ্বনি : যে-*ধ্বনির* উচ্চারণে জিভের সামনেটা দাঁতের গোড়া স্পর্শ করে এবং সেই ধ্বনি যদি *অনুনাসিক* হয় তবে তা হয় **দন্তমূলীয় নাসিক্য ধ্বনি**। ▷ন্।

দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন : যে-*ব্যঞ্জনধ্বনির* উচ্চারণে জিভের সামনের অংশ ওপরের দাঁতের পাটির গোড়া বা মূলের অংশে লাগে, তা **দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন**। ▷ন্; স্; র্; ণ্।

দন্ত্য ব্যঞ্জন : যেসব *ব্যঞ্জনধ্বনির* উচ্চারণে জিভের সামনের অংশ দাঁতের পিছনের দিকটা স্পর্শ করে, তাদের বলা হয় **দন্ত্য ব্যঞ্জন**। ▷ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্। এদের **দন্ত্য বর্ণ** বলার রীতিও আছে। ন্-ধ্বনি ঈষৎ ভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়, এবং একে দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন [দ্র.] বলাও হয়।

দন্ত্য বর্ণ : দ্র. দন্ত্য ব্যঞ্জন।

দন্ত্য শীৎকার ধ্বনি : *শীৎকার ধ্বনির* প্রকারভেদ। মুখবিবরে বাতাস নেওয়ার সময় জিভ দিয়ে দাঁত কিংবা দাঁতের গোড়ায় বার বার আঘাত করে এই আওয়াজ উৎপন্ন করা হয়। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত কিছু ঘটলে এই শ্রেণির শীৎকার ধ্বনি করা হয়।

দন্ত্যৌষ্ঠ্য ধ্বনি : *ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জনকে* দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য ধ্বনি ও **দন্ত্যৌষ্ঠ্য ধ্বনি**। বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য ধ্বনি—প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্। দন্ত্যৌষ্ঠ্য ধ্বনির উচ্চারণে ওষ্ঠ ও অধরের সঙ্গে দাঁতের সামান্য স্পর্শ হয়। বাংলায় এই শ্রেণির ধ্বনি নেই—ইংরেজি 'এফ' কিংবা 'ভি'-এর ধ্বনি দন্ত্যৌষ্ঠ্য। এদের **দন্ত্যৌষ্ঠ্য বর্ণও** বলা হয়। কিন্তু ধ্বনি ও বর্ণের পৃথক পারিভাষিক তাৎপর্য থাকায় একটির বদলে অন্যটির ব্যবহার না করাই ভালো।

দন্ত্যৌষ্ঠ্য বর্ণ : দ্র. দন্ত্যৌষ্ঠ্য ধ্বনি।

দর্ : বিদেশি (← ফারসি দর্) *উপসর্গ*। বাংলায় একাধিক অর্থে এর ব্যবহার আছে। ১. কম বা ঈষৎ অর্থে : ▷**দর**কাঁচা; **দর**পোক্ত। ২. নিম্নস্থ অর্থে : ▷**দর**দালান; **দর**পত্তন।

দল : যে-*ধ্বনি সমন্বয়ে* অ, আ, অ্যা, ই, উ, এ, ও-এই *স্বরধ্বনিগুলির* যেকোনো একটি তাদের পূর্ণরূপে মাত্র এক বার থাকে, তাকে বলা হয় **দল**। এর অন্য নাম *অক্ষর*। ইংরেজিতে 'সিলেব্‌ল'। দলের উদাহরণ : ▷অ; আন্; কা; মি; ম্লান্, বন্‌ধ্; হাইত্। ওই, এই, ওউ, আই প্রভৃতি যৌগিক *স্বরধ্বনিতেও* দল হয়। সেসব ক্ষেত্রে দ্বিতীয় স্বরধ্বনিটির উচ্চারণ সংক্ষিপ্ত কিংবা আংশিক। ▷লাই, ক্লে, ওই। অভিধান, এই শব্দটিতে দল তিনটি—অ. ভি. ধান্। ব্যাকরণ শব্দেও তিন দল—ব্যা. ক. রণ্। অপিনিহিতি শব্দে পাঁচ দল—অ. পি. নি. হি. তি.। একটিমাত্র স্বরধ্বনিতে দল হতে পারে, যেমন উপরের উদাহরণে 'অ' একটি স্বতন্ত্র দল। শুধু *ব্যঞ্জনধ্বনিতে* দল হয় না।

দল দু-রকম। ১. স্বরান্ত বা বিবৃত বা মুক্ত দল [দ্র.], এবং ২. ব্যঞ্জনান্ত বা সংবৃত বা রুদ্ধ দল [দ্র.]। অভিধান শব্দের প্রথম দুটি দল 'অ' ও 'ভি' স্বরান্ত বা বিবৃত বা মুক্ত। অপিনিহিতি শব্দের পাঁচটি দলই মুক্ত দল। মুক্ত দলের পর ব্যঞ্জনধ্বনি কিংবা হ্রস্ব স্বর [দ্র.] যোগ করলে দুই দল হয় না। বা—এক দল। বা + ন্ = বান্, এটাও এক দল। ও—এক দল। ও + ই = ওই; এটাও এক দল। দল-এর শেষে ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে তা হবে ব্যঞ্জনান্ত বা সংবৃত বা রুদ্ধ দল।

যেমন অভিধান শব্দের 'ধান্' দলটি রুদ্ধ। 'রণ্', 'মন্', 'বল্', 'রব্' প্রভৃতিও তাই। রুদ্ধ দলের পরে ধ্বনি যোগ করা যায় না; করলে দুটো দল হয়ে যাবে। যেমন মন্—এক দল, মন্ + আ = মনা, দুই দল। মন্ + টা = মনটা—এটিও দুই দল। কই, বউ ইত্যাদি *যৌগিক স্বরধ্বনির* ক্ষেত্রে দলটি হ্রস্ব স্বরান্ত হলেও তা রুদ্ধ, শেষের স্বরধ্বনিটির উচ্চারণ কম সময় ধরে হয়। ছন্দশাস্ত্রে ও ছন্দবিচারের ক্ষেত্রে দল ও তাদের শ্রেণি বিষয়ক ধারণা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। [দ্র. মুক্ত দল; রুদ্ধ দল]।

দলাত্মক বর্ণ : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণগুলির* সঙ্গে একটি *নিহিত স্বরধ্বনি* 'অ' থেকে যায়। এই কারণে যেকোনো বাংলা *বর্ণ* একটি *দল* তৈরি করতে পারে। এজন্য বাংলা বর্ণ **দলাত্মক বর্ণ** বা **অক্ষরাত্মক বর্ণ**। অমল—এই শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে বর্ণ পাওয়া যায় তিনটি—অ, ম, ল। কিন্তু *ধ্বনি* পাওয়া যাবে পাঁচটি, অ + ম্ + অ + ল্ + অ। (এক্ষেত্রে অবশ্য শেষের 'অ'-ধ্বনি কোনো কোনো সময় উচ্চারিত হয় না)। বর্ণগুলি দলাত্মক হওয়ায় একটি শব্দে পর পর কতগুলি ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও তার উচ্চারণ সম্ভব। অনবরত শব্দে পাঁচটি বর্ণ, কিন্তু ধ্বনি অ + ন্ + অ + ব্ + অ + র্ + অ + ত্ + অ, অর্থাৎ নয়টি। (প্রকৃত উচ্চারণে অবশ্য অনোবরোতো)। *হস্‌চিহ্ন* কিংবা *যুক্তবর্ণের* সাহায্যে বর্ণকে দলাত্মক থেকে ধ্বন্যাত্মকে পরিবর্তিত করা যায়। অম্ল শব্দের বর্ণ তিনটি অ, ম, ল। কিন্তু ধ্বনি অ + ম্ + ল্ + অ, অর্থাৎ 'ম' ও 'ল' যুক্ত হওয়ায় ম-এর *নিহিত* অ উচ্চারিত হল না। [দ্র. অ১; দল]।

দা (দা) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। সময়বাচক শব্দে এই *প্রত্যয়* যোগ হয়। ▷সর্ব + দা = সর্বদা; এক + দা = একদা। (যে দেয় এই অর্থে স্ত্রী-লিঙ্গ 'দা' কিন্তু পৃথক শব্দ। মোক্ষদা, অন্নদা শব্দের 'দা' আর 'একদা'-র 'দা' এক নয়)।

দাঁড়ি : '।'—এই *ছেদচিহ্নের* নাম দাঁড়ি। অন্য নাম **পূর্ণচ্ছেদ** এবং এটি *প্রান্তিক ছেদচিহ্ন*। যেখানে একটি বাক্য ও প্রসঙ্গ শেষ হয়, সেখানে দাঁড়ি দেওয়া হয়। ▷আমি বাড়ি যাব। সে এখনি আসবে। 'শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির, লিখে রেখো,/এক ফোঁটা দিলেম শিশির।'—রবীন্দ্র।

বাংলায় একটি দুই দাঁড়ি চিহ্ন আছে যা কবিতায় কিংবা ছড়ার শেষে দেওয়া হত। 'মহাভারতের কথা অমৃত সমান। কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥' অধুনা ছেদচিহ্ন হিসেবে দুই দাঁড়ির ব্যবহার নেই বললেই চলে। তবে এর অন্য ধরনের ব্যবহার দেখা যায়। ▷সাহিত্যতীর্থ॥ শিক্ষা ও সাহিত্য ত্রৈমাসিক॥ পঞ্চম বর্ষ॥ তৃতীয় সংখ্যা॥ জুলাই ১৯৯৪॥ [দ্র. ছেদচিহ্ন]।

দান, দানি : ফারসি *শব্দপ্রত্যয়*। পাত্র, আধার প্রভৃতি অর্থে বাংলায় এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। ▷ফুল + দানি = ফুলদানি; আতর + দান = আতরদান; পিক + দানি = পিকদানি। এইরকম : ▷ধূপদানি; কলমদানি; শামাদান।

দানি : দ্র. দান।

দার : ফারসি *শব্দপ্রত্যয়*। কর্তা, অধিকারী প্রভৃতি অর্থে এই *প্রত্যয়* ব্যবহৃত হয়। ▷অংশী + দার = অংশীদার; মজা + দার = মজাদার; ছড়ি + দার = ছড়িদার; জমি + দার = জমিদার। দার প্রত্যয়ান্ত শব্দ *বিশেষণ*। এদেরই ভাববাচক *বিশেষ্য* শব্দে **দারি** প্রত্যয় হয়। ▷জমি + দারি = জমিদারি; অংশী + দারি = অংশীদারি; দোকান + দারি = দোকানদারি। লক্ষণীয়, সংস্কৃত 'দার' শব্দের অর্থ পত্নী। জমিদার-এর 'দার' আর অকৃতদার-এর 'দার', এক জিনিস নয়।

দারি : দ্র. দার।

দিগ : *বহুবচনবোধক প্রত্যয়*। *কর্তৃকারক* ছাড়া অন্য *কারকে* এই *প্রত্যয়* বাংলা *সাধু ভাষায়* ব্যবহৃত হয়। কারকভেদে দিগকে, দিগের, দিগে প্রভৃতি রূপভেদ হয়ে থাকে। ▷বালকদিগকে; রাজাদিগকে; তোমাদিগকে।

দীর্ঘ অক্ষর, দীর্ঘ দল : যেসব এক দল শব্দের উচ্চারণে শেষ *স্বরধ্বনির* উচ্চারণ ছোটো হয় কিংবা হসন্ত হয়, ও প্রথম স্বরধ্বনির উচ্চারণ দীর্ঘায়িত হয়, তাদের বলা হয় **দীর্ঘ অক্ষর** বা **দীর্ঘ দল**। ▷জল; ফল; মন; বন।

দীর্ঘ ঋ, ৠ : সংস্কৃত *স্বরধ্বনি* ও তার বর্ণ। বাংলায় এর ব্যবহার নেই।

দীর্ঘ স্বর : দ্র. হ্রস্ব স্বর ও দীর্ঘ স্বর।

দুর্, দুঃ : সংস্কৃত *উপসর্গ*। একাধিক অর্থে এই *উপসর্গের* ব্যবহার আছে। ১. মন্দ বা খারাপ অর্থে : ▷**দুঃ**শাসন; **দুর্**মুখ; **দুষ্**কৃতী; **দুশ্**চরিত্র; **দুষ্**প্রবৃত্তি; **দুঃ**শীল; দুঃস্থ (দুস্থ); **দুর্**নাম; দুরদৃষ্ট; দুষ্কার্য; দুশ্চিন্তা; দুরাচার। ২. অভাব অর্থে : ▷দুর্বল; দুর্ভিক্ষ; দুষ্প্রাপ্য। ৩. কঠিন অর্থে : ▷**দুষ্**কর; দুর্গম; দুর্জয়; **দুস্**তর; দুষ্প্রাপ্য; দুঃসাধ্য; দুরতিক্রম্য। ৪. আধিক্য বা বেশি অর্থে : ▷**দুর্**মূল্য।

দূরত্ববাচক অপাদান কারক : যে-*অপাদান কারকে* দুটি অবস্থানের মধ্যের দূরত্ব বোঝায়, তা-ই **দূরত্ববাচক অপাদান কারক**। ▷**কলকাতা থেকে** দিল্লি হাজার মাইল রাস্তা। **এখান থেকে** বাজার চার কিলোমিটার।

দূরত্ববাচক নির্দেশক সর্বনাম : দ্র. নির্দেশক সর্বনাম।

দের : *বহুবচনবোধক প্রত্যয়*। *কর্ম কারক, সম্প্রদান কারক* ও *সম্বন্ধপদে* এই প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়। এর একটি রূপভেদ আছে—এদের। ▷বালকদের; ভদ্রলোকদের বা ভদ্রলোকেদের; '... শেয়ালদের গলা কুট্‌কুট্ করে, কিন্তু কাগেদের করে না।'—সুকুমার রায়। [দ্র. বচন; বহুবচন]।

দেশবাচক আধার অধিকরণ কারক : দ্র. আধার অধিকরণ কারক।

দেশি শব্দ : বাংলা ভাষায় এমন অনেক *শব্দ* আছে যাদের মূল কিংবা উৎস জানা যায় না। এ ছাড়া অনেক শব্দ এদেশের প্রাচীনতম অধিবাসীদের ভাষা, যেমন কোল, ভিল, শবর, সাঁওতালি প্রভৃতি ভাষা থেকে এসেছে। এইসব শব্দকে সাধারণভাবে বলা হয় **অজ্ঞাতমূল শব্দ** কিংবা **দেশি শব্দ**। ▷কুলো; খোকা; গাড়ি; চিংড়ি; ছানা; ঝাঁটা; ডবকা; ডিঙি; পেট; নাদা; কুলো; চাগাড়; ছানা; ডোবা; বিটকেল; ডাহা; ঢেঁকি; ঢেউ; নাদা; পাঁঠা, বাদুড়, বিটকেল; মুড়ি প্রভৃতি। [দ্র. উৎসগত শ্রেণিবিভাগ (শব্দের)]।

দ্বন্দ্ব সমাস : *সমাসের* শ্রেণি-বিশেষ। যে-সমাসে *সমস্যমান পদগুলির* প্রতিটির অর্থই সমান প্রাধান্য পায়, তাকেই বলে **দ্বন্দ্ব সমাস**। রাজা-প্রজা বললে রাজাকে যেমন বোঝায়, তেমনই বোঝায় প্রজাকেও। তাই রাজা-প্রজা দ্বন্দ্ব সমাস। সমস্যমান পদগুলিকে বিচার করে এই সমাসের কয়েকটি শ্রেণিবিভাগ করা চলে। ১. *বিশেষ্য-বিশেষ্য* : ▷ভাই-বোন (ভাই এবং বোন); ঝড়বৃষ্টি (ঝড় এবং বৃষ্টি); রবি-শশী (রবি এবং শশী)। ২. *বিশেষণ-বিশেষণ* : ▷শীতোষ্ণ (শীত এবং উষ্ণ); নরম-গরম (নরম এবং গরম)। ৩. দুটিই *ক্রিয়া-বিশেষ্য* : ▷দেখা-শোনা (দেখা এবং শোনা); খাওয়া-পরা (খাওয়া এবং পরা)। ৪. দুই সমার্থক শব্দের সমাস : ▷আত্মীয়স্বজন; সন্তানসন্ততি; কাজকর্ম; ছাইভস্ম; হাটবাজার; টাকাকড়ি। এই ধরনের দ্বন্দ্ব সমাসকে বলা হয় **সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাস**। ৫. দুটি *বিপরীতার্থক শব্দের* [দ্র.] সমাস : ▷ধনী-দরিদ্র; দিন-রাত; লঘু-গুরু; সন্ধি-বিগ্রহ। (সমার্থক দ্বন্দ্ব ছাড়া অন্য দ্বন্দ্ব সমাসে, বিশেষ করে বিপরীতার্থক দ্বন্দ্বে সমস্যমান পদগুলির মধ্যে হাইফেন দেওয়ার রীতি আছে।) ৬. একশেষ দ্বন্দ্ব : ▷আমরা, তোমরা ইত্যাদি সর্বনামকে বলা হয় **একশেষ দ্বন্দ্ব**। এইসব শব্দের মধ্যে একাধিক সর্বনাম মিশে আছে ও তাদের প্রতিটিই প্রধান। যেমন, আমরা বললে বোঝায় (ক) আমি এবং তুমি; (খ) আমি এবং তোমরা; (গ) আমি, তুমি এবং সে; (ঘ) আমি, তুমি এবং তারা; (ঙ) আমি, তোমরা এবং তারা। [দ্র. সমার্থক দ্বন্দ্ব]।

দ্বিকর্মক ক্রিয়া : যে-*সকর্মক ক্রিয়ার* দুটি *কর্ম* হওয়া সম্ভব, তাকে বলা হয় **দ্বিকর্মক ক্রিয়া**। ▷আমি

তোমাকে বইটি দিলাম। মা **শিশুকে ভাত** খাওয়াচ্ছেন। এই দুটি *বাক্যের ক্রিয়াপদ* যথাক্রমে 'দিলাম' ও 'খাওয়াচ্ছেন'। 'দিলাম' ক্রিয়াপদের কর্ম দুটি—'তোমাকে' ও 'বইটি'। 'খাওয়াচ্ছেন' ক্রিয়ার কর্মও দুটি—'শিশুকে' ও 'ভাত'। এই কারণে ক্রিয়া দুটি **দ্বিকর্মক ক্রিয়া**। ▷কপিলদেব **রিচার্ডসকে বলটি** ছুঁড়ে দিলেন। আমি **তোমাকে চিঠি** লিখব। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার একটি কর্মকে বলা হয় **মুখ্য কর্ম** [দ্র.]। অন্যটি **গৌণ কর্ম** [দ্র.]। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার কর্ম দুটির একটি সাধারণত অপ্রাণীবাচক হয়, ও তাতে কোনো *বিভক্তি* যোগ হয় না। এটিই মুখ্য কর্ম। উপরের উদাহরণগুলির মধ্যে 'বইটি', 'ভাত', 'বলটি', 'চিঠি' কর্মগুলি মুখ্য। অপরপক্ষে প্রাণীবাচক ও বিভক্তিযুক্ত কর্মগুলি গৌণ কর্ম। যেমন 'তোমাকে', 'শিশুকে', 'রিচার্ডসকে', 'তোমাকে'। দ্বিকর্মক ক্রিয়ার দুটো কর্ম হতে পারে বলেই যে সবসময়ে দুটোই থাকতে হবে, এমন নয়। ▷মা শিশুকে খাওয়াচ্ছেন। আমি বইটি দিলাম। কপিলদেব বলটি ছুঁড়ে দিলেন। আমি চিঠি লিখব। এই বাক্যগুলিতে একটিই কর্মপদ—কিন্তু ক্রিয়াটি দ্বিকর্মক। অন্যদিকে : ▷সে বই পড়ে। 'রাম বনে ফুল পাড়ে'—রবীন্দ্র। সে রসগোল্লা খায়, প্রভৃতি বাক্যের 'পড়ে', 'পাড়ে', 'খায়' ক্রিয়াগুলির দুটি কর্ম হওয়ার উপায় নেই, অর্থাৎ এরা দ্বিকর্মক ক্রিয়া নয়।

দ্বিগু সমাস : *যে-সমাসে পূর্বপদ* সংখ্যাবাচক শব্দ ও *উত্তরপদটি বিশেষ্য*, তাকে বলা হয় **দ্বিগু সমাস**। ▷ত্রিভুবন (তিন ভুবনের সমাহার); চতুরঙ্গ (চতুঃ অর্থাৎ চার অঙ্গের সমাহার); শতাব্দী (শত অব্দের সমাহার); পঞ্চনদ (পঞ্চ নদের সমাহার)।

দ্বিতীয়া তৎপুরুষ : দ্র. কর্ম তৎপুরুষ সমাস।

দ্বিতীয়া বিভক্তি : দ্র. কর্ম কারকের বিভক্তি।

দ্বিত্বব্যঞ্জন : দ্র. ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব।

দ্বিব্যঞ্জন ধ্বনি : একটি *ধ্বনি* যদি দুটি *ব্যঞ্জনধ্বনির* মিশ্রণ হয়, তবে তাকে বলা হয় **দ্বিব্যঞ্জন ধ্বনি**। 'খ্', 'ভ্' প্রভৃতি *মহাপ্রাণ ধ্বনিকে* এই পর্যায়ে গণ্য করা যায়, কারণ এরা প্রকৃতপক্ষে ক্ + হ, ব্ + হ।

দ্বিমাত্রিকতা : "বাংলা চলিতভাষার উচ্চারণের একটি বৈশিষ্ট্য"—সুনীতিকুমার। যেসব *শব্দের* তিন, চার কিংবা তারও বেশি *মাত্রা* অথবা *দল* আছে, তাকে উচ্চারণের সময় দুটি মাত্রা অথবা দলে পরিণত করে নেওয়ার যে-ঝোঁক বা প্রবণতা—তাকেই বলা হয় **দ্বিমাত্রিকতা** বা **দ্ব্যক্ষরতা**। ▷*সাধু ভাষার* শব্দ চলিতেছে (চো. লি. তে. ছে.), এতে আছে চারটি দল, করিতেছে (কো. রি. তে. ছে.) চার দল, বলিলাম (বো. লি. লাম্.) তিন দল। এদের চলিত উচ্চারণ চলছে (চোল্. ছে.) দুই দল, বলছে (বোল্. ছে.) দুই দল, করছে (কোর্. ছে) দুই দল, বললাম (বোল্. লাম্) দুই দল। শুধু ক্রিয়াপদেই নয়, অন্য শব্দেও এইরকম হয়। ▷ভাগিনেয় (ভা. গি. নে. য়ো) চার দল → ভাগনে (ভাগ্. নে) দুই দল। পাগল (পা.গোল্.) দুই দল, কিন্তু পাগলা হলে উচ্চারণ 'পাগোলা' না হয়ে 'পাগ্‌লা' হয় অর্থাৎ দুই দল বজায় থাকে, তিন দল হয় না। এইরকম : ▷বাদল (বাদোল) দুই দল, কিন্তু বাদ্‌লা (বাদ্. লা)—এটাও দুই দল।

দ্বিরুক্ত শব্দ : অনেকসময়েই কোনো *শব্দকে* দু-বার উচ্চারণ করে, বিশেষ ভাব, ব্যাপ্তি, পরিমাণ, জোর দেওয়া প্রভৃতি বোঝানো হয়। একই শব্দ পর পর দু-বার উচ্চারিত হলে তাকে বলা হয় **দ্বিরুক্ত শব্দ**। দ্বিরুক্ত শব্দ জুড়ে লেখা হয় না। ▷বার বার; বারে বারে; থেকে থেকে। এই ধরনের দ্বিরুক্তি অনেকসময় *ক্রিয়া-বিশেষণের* কাজ করে। ▷দ্বারে দ্বারে; দেশে দেশে; গ্রামে গ্রামে। এদের অর্থ প্রতি দ্বারে, প্রতি দেশে, প্রতি গ্রামে (দ্র. বীপ্সা)। ▷শীত শীত (করা); ঘুম ঘুম (ভাব); জ্বর জ্বর (ভাব) প্রভৃতি দ্বিরুক্তি ঈষৎ বা কম বোঝায়। ▷টুকরো টুকরো (করা); খণ্ড খণ্ড (করা)—এই শ্রেণির প্রয়োগে এক বার টুকরো কিংবা খণ্ড করে, তাকে আবারও ছোটো করার ভাব থাকে। ▷গরম গরম জিলিপি; কচি কচি ডাব। এখানে অর্থ হল অনেকগুলো জিলিপি ও তার

প্রতিটিই গরম। অনেকগুলো ডাব ও তার প্রতিটিই কচি। *ধ্বন্যাত্মক শব্দেও* প্রচুর দ্বিরুক্তি আছে [দ্র. ধ্বন্যাত্মক শব্দের দ্বিরুক্তি]। [দ্র. শব্দদ্বৈত]।

দ্বিরুক্তি দ্বারা বহুবচন প্রকাশ : *বিশেষ্য* কিংবা *বিশেষণ শব্দের* দ্বিরুক্তি দ্বারা বহুবচন বোঝানো যেতে পারে। ▷**জনে জনে** জিজ্ঞাসা করলাম। **লাল লাল** ফুল। **ভালো ভালো** ছাত্র। **বড়ো বড়ো** রসগোল্লা। [দ্র. দ্বিরুক্ত শব্দ]।

দ্বিস্বর : দ্র. যৌগিক স্বরধ্বনি।

দ্ব্যক্ষরতা : দ্র. দ্বিমাত্রিকতা।

দ্যস্ (দ্যস্) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। শব্দের সঙ্গো যোগ হলে এই *প্রত্যয়ের* সবটাই থাকে। ▷সমান + দ্যস্ = সদ্যস্ → সদ্যঃ → সদ্য।

ধ : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও ধ্-ধ্বনির প্রতীক। ত-*বর্গের* চতুর্থ *বর্ণ*। ধ্-ধ্বনি *দন্ত্য, স্পর্শ, ঘোষ* ও *মহাপ্রাণ*। [দ্র. ব্যঞ্জনধ্বনি]।

ধাচ্ (ধা) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গো যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'ধা' থাকে। এই প্রত্যয় সাধারণত সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গো বসে এবং ভাগ কিংবা বিভক্ত করার ধারণা দেয়। ▷ত্রি + ধা (ধাচ্) = ত্রিধা; দ্বি + ধা (ধাচ্) = দ্বিধা; অষ্টন্ + ধা (ধাচ্) = অষ্টধা।

ধাতু : *ক্রিয়ার* সব থেকে ছোটো অংশ, যেখানে ক্রিয়া যে-কাজটি করে তার ইঙ্গিত থাকে, এবং যে-অংশকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না, তাকে বলা হয় **ধাতু** বা **ধাতুপ্রকৃতি**। √-চিহ্ন দিয়ে ধাতু বোঝানো হয়। ▷√খা; √কর্; √যা; √দেখ্। ধাতুর সঙ্গো *ইল্, ইব্, ইয়া* প্রভৃতি *প্রত্যয়* এবং *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি*, অথবা শুধুই পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করে *ক্রিয়াপদ* তৈরি হয়। ▷√কর্ + ইল্ (*অতীতার্থক প্রত্যয়*) + আম (পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি) = করিলাম (ক্রিয়াপদ)। এর থেকে করলাম (চলিত রূপ)। ▷√কর্ + এ (পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি) = করে।

উৎপত্তি ও গঠনের বিচারে ধাতুকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। ১. *সিদ্ধ ধাতু* বা *মৌলিক ধাতু* [দ্র.] : ▷√হাস্; √খুঁজ্; √ঝুঁক্। ২. *সাধিত ধাতু* [দ্র.] : ▷√খাওয়া; √ঘামা; √লতা; √মানা। ৩. *সংযোগমূলক ধাতু* [দ্র.] : ▷ দর্শন + √কর্; সাজা + √পা; এনে + √দা; গলে + √পড়্। ৪. *যৌগিক ধাতু* [দ্র.] : ▷উঠে √পড়্; গড়ে √তোল্। [দ্র. প্রযোজক ধাতু]।

ধাতুপ্রকৃতি : দ্র. ধাতু।

ধাতুপ্রত্যয় : *ধাতুর* সঙ্গো যা যোগ করে অন্য শব্দ কিংবা ধাতু তৈরি করা যায়, বাংলায় তাকে বলা চলে **ধাতুপ্রত্যয়**। সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়* শব্দটিও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। বাংলায় বেশ কয়েকটি ধাতুপ্রত্যয় আছে। ১. **আ** [দ্র. অ°]। ২. **আ** [দ্র. আ⁸] : ধাতুর সঙ্গো এই প্রত্যয় যোগ করলে *ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য* হয়। ▷√কর্ + আ = করা; √দেখ্ + আ = দেখা; √বুঝ্ + আ = বুঝা → বোঝা। ধাতুটি স্বরান্ত হলে মাঝে *অন্তঃস্থ-ব শ্রুতি* হয়, এবং ধাতু ও প্রত্যয়ের মাঝে একটি 'ও' আসে। ▷√পা + আ → পাওয়া; √খা + আ → খাওয়া। ৩. **আ** [দ্র. আ⁶] : ধাতুর সঙ্গো এই প্রত্যয় যোগে দ্বিতীয় একটি *প্রযোজক ধাতু* হতে পারে। ▷√খা ধাতুর অর্থ নিজে খাওয়া (ক্রিয়ারূপ খাই, খাবেন, খেয়েছিলেন প্রভৃতি)। এর সঙ্গো 'আ' যোগ করলে আরেকটি ধাতু হয়, √খাওয়া। এর প্রয়োগ—অন্যকে খাওয়ানো। (ক্রিয়ারূপ খাওয়াই, খাওয়াচ্ছি, খাওয়াব, খাওয়াতেন প্রভৃতি)। এইরকম : ▷ √কর্ + আ = √করা (ক্রিয়ারূপ করাচ্ছি, করাব, করাতেন প্রভৃতি); √পা + আ = √পাওয়া (ক্রিয়ারূপ পাওয়াচ্ছি, পাওয়াব, পাওয়াই ইত্যাদি)। লক্ষণীয়, করা এবং √করা, খাওয়া এবং √খাওয়া প্রভৃতির প্রথমটা ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ও পরেরটা ধাতু। ৪. **নো** [দ্র.] : ধাতুর সঙ্গো 'আ' প্রত্যয় যোগ হয়ে যে-দ্বিতীয় ধাতু হয় তার সঙ্গো 'নো' প্রত্যয় লাগিয়ে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পাওয়া যায়। ▷√খা + আ → √খাওয়া + নো = খাওয়ানো; √দেখ্ + আ

→ √দেখা + নো = দেখানো; √ভাব্ + আ → √ভাবা + নো = ভাবানো। *নামধাতুর* সঙ্গেও এই প্রত্যয় যোগ করে ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পাওয়া যায়। √ঘামা + নো = ঘামানো; √ঘুমা + নো = ঘুমানো। আ-কারান্ত ধাতুর সঙ্গে যোগ হয়ে এই প্রত্যয় ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য তৈরি করে। ▷√পৌঁছা + নো = পৌঁছানো → পৌঁছোনো। √দৌড়া + নো = দৌড়ানো → দৌড়োনো। *চলিত ভাষায়* এইরকম কিছু বিশেষ্যের মাঝের আ-ধ্বনি 'ও' হয়, ও তাদের বানানে ও-কার দেওয়ার রীতি এখন প্রচলিত হয়েছে। ▷ঘুমানো → ঘুমোনো; পৌঁছানো → পৌঁছোনো; দৌড়ানো → দৌড়োনো। **৫. আই** [দ্র.] : ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর সঙ্গে এই প্রত্যয় যোগ হয়ে বিশেষ্য শব্দ তৈরি করে। ▷√বাছ্ + আই = বাছাই; √চড়্ + আই = চড়াই। **৬. ইয়ে** [দ্র.] : ধাতুর সঙ্গে এই প্রত্যয় যোগ হয়ে বিশেষ্য ও বিশেষণ শব্দ তৈরি করে। ▷√নাচ্ + ইয়ে = নাচিয়ে; √বাজ্ + ইয়ে = বাজিয়ে; √গা + ইয়ে = গাইয়ে; √খা + ইয়ে = খাইয়ে; √বল্ + ইয়ে = বলিয়ে। এই প্রত্যয়টি প্রধানত চলিত ভাষাতেই ব্যবহৃত হয়। **৭. অন্ত** [দ্র.] : এই প্রত্যয় যোগে বিশেষণ শব্দ হয়। √জ্বল্ + অন্ত = জ্বলন্ত; √চল্ + অন্ত = চলন্ত; √নিভ্ + অন্ত = নিভন্ত। **৮. আনি** [দ্র. আন] : কিছু ধাতুর সঙ্গে এই প্রত্যয় যোগ হয়। ▷√চুব্ + আনি = চুবানি, চুবুনি, চোবানি; √জ্বাল্ + আনি = জ্বালানি; √চুলকা + আনি = চুলকানি; চুলকোনি, চুলকুনি; √পুড়্ + আনি = পুড়ানি, পোড়ানি; √কাঁপ্ + আনি = কাঁপানি, কাঁপুনি; আ-কারান্ত ধাতুর সঙ্গে কেবল নি হয়। ▷√ঝাঁকা + নি = ঝাঁকানি, ঝাঁকুনি; √কাটা + নি = কাটানি, কাটনি।

ইলে, ইতে, ইয়া প্রত্যয় ধাতুর সঙ্গে লেগে *অসমাপিকা* ক্রিয়া তৈরি করে। এদেরও ধাতুপ্রত্যয় হিসেবেই গণ্য করা উচিত। ▷√ধর্ + ইয়া = ধরিয়া → ধরে; ধর্ + ইতে = ধরিতে → ধরতে; √ধর্ + ইলে = ধরিলে → ধরলে। *কালবাচক ধাতুপ্রত্যয়ও* বাংলায় আছে। ▷অতীত কাল : √কর্ + **ইত্** + এন = করিতেন → করতেন; √কর্ + **ইল্** + আম = করিলাম → করলাম। ▷ভবিষ্যৎ কাল : √কর্ + **ইব্** + অ = করিব → করব। [দ্র. কৃৎপ্রত্যয়]।

ধাতুরূপ, ক্রিয়ারূপ : *ধাতুর* সঙ্গে *কালবাচক প্রত্যয়* ও *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি* যোগ করে বাক্যে ব্যবহারযোগ্য *ক্রিয়াপদ* তৈরি হয়। এইসব প্রত্যয় *ক্রিয়ার কাল, ক্রিয়ার ভাব* ও *কর্তার পুরুষের* উপর নির্ভর করে। প্রত্যয় ও *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি* (কখনো কেবল বিভক্তি) যোগ হওয়ার পর ক্রিয়ার বাক্যে ব্যবহারের পক্ষে উপযোগী রূপগুলিকে বলা হয় **ধাতুরূপ** বা **ক্রিয়ারূপ**। (ধাতুরূপ নামটি সংস্কৃত থেকে নেওয়া, বাংলায় ক্রিয়ারূপ নামটি অধিকতর যুক্তিযুক্ত)। ক্রিয়ারূপের নমুনা : ▷ধাতু : √যা; কাল : *সামান্য বর্তমান*; ভাব : *নির্দেশক*; *বচন* : এক এবং বহু; *পুরুষ* : *উত্তমপুরুষ* (আমি, আমরা); ক্রিয়ারূপ : ▷**যাই**। এই উদাহরণের আর সব ঠিক রেখে যদি কাল-কে বদল করে *পুরাঘটিত অতীত কাল* করা হয়, তবে ক্রিয়ারূপ হবে—**গিয়েছিলাম**। পুরুষ বদল হয়ে যদি মধ্যমপুরুষ হয়, তবে ক্রিয়ারূপ হবে যথাক্রমে **যাও** এবং **গিয়েছিলে**।

ধাত্ববয়ব প্রত্যয় : এমন কিছু *কৃৎপ্রত্যয়* আছে, যারা একটি *ধাতুর* সঙ্গে যুক্ত হয়ে দ্বিতীয় আর একটি ধাতু তৈরি করে। আবার কিছু *শব্দপ্রত্যয়* বা *তদ্ধিতপ্রত্যয়ও* আছে যা শব্দের সঙ্গে যোগ হয়ে *নামধাতু* তৈরি করে। এই শ্রেণির প্রত্যয়কে বলা হয় **ধাত্ববয়ব প্রত্যয়** বা **ধাত্বর্থক প্রত্যয়**। সংস্কৃত প্রত্যয় সন্, ণিচ্ ধাত্ববয়ব প্রত্যয়। ▷√জ্ঞা + স (সন্) → √জিজ্ঞাস্; √ছদ্ + ই (ণিচ্) → √ছদি। বাংলা 'আ' (স্বরান্ত ধাতুর ক্ষেত্রে 'ওয়া') প্রত্যয় ধাত্ববয়ব। আ (ওয়া) যোগে *প্রযোজক ধাতু* হয়। √কর্ + আ = √করা। এর থেকে ক্রিয়ারূপ করাই, করালেন, করাতেন। (√কর্ থেকে ক্রিয়ারূপ করি, করতেন)। √কর্—কর্তা যখন স্বয়ং করছেন; √করা—কর্তা যখন অন্য কাউকে দিয়ে করাচ্ছেন)। ▷√খা + আ (ওয়া) = √খাওয়া। এর থেকে ক্রিয়ারূপ—খাওয়াচ্ছি, খাওয়াতেন, খাওয়াবে প্রভৃতি। অনেক শব্দের সঙ্গে 'আ' যোগ করে নামধাতু হয়। ▷ঘুম + আ = √ঘুমা। এর ক্রিয়ারূপ ঘুমাই, ঘুমাইতেন, ঘুমাইল; চলিত ভাষায় ঘুমোই, ঘুমোতেন,

ঘুমোল। ▷ঘাম + আ = √ঘামা। √বিষ + আ = √বিষা ('যাহারা তোমার বিষাইছে বায়ু'—রবীন্দ্র)। ▷বাহির + আ = √বাহিরা (বাহিরিল ইত্যাদি)। [দ্র. ধাতুপ্রত্যয়; ণিচ্; ণিজন্ত ক্রিয়া]।

ধাত্বর্থক কর্ম : *ক্রিয়া* এবং তার *কর্ম* একই *ধাতু* থেকে নিষ্পন্ন হলে কর্মকে বলা হয় **ধাত্বর্থক কর্ম** বা **সমধাতুজ কর্ম**। ▷'প্রলয় **নাচন নাচলে** যখন আপন ভুলে'—রবীন্দ্র। ফাঁসির **খাওয়া খাচ্ছে** যেন। 'একি **খেলা** মোরা **খেলেছি,**'—রবীন্দ্র। বেশ এক **ঘুম ঘুমিয়ে নিল** সে।

ধাত্বর্থক প্রত্যয় : দ্র. ধাত্ববয়ব প্রত্যয়।

ধেয় (ধেয়) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে এর সবটাই থাকে। ▷নামন্ + ধেয় = নামধেয়; ভাগ + ধেয় = ভাগধেয়।

ধ্বনি[১] : ধ্বনি শব্দের সাধারণ অর্থ যে কোনোরকম আওয়াজ। কিন্তু ভাষাতত্ত্ব এবং ব্যাকরণের পারিভাষিক অর্থে ধ্বনি বলতে বোঝায় মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি আওয়াজ বা **বাগ্‌ধ্বনি**। এক কিংবা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে তৈরি হয় *শব্দ*। ধ্বনিকে **স্বন**-ও বলা হয়।

ধ্বনি প্রধানত দু-রকম : *স্বরধ্বনি* [দ্র.] ও *ব্যঞ্জনধ্বনি* [দ্র.]। *অনুনাসিক* স্বরকেও একশ্রেণির ধ্বনি বলা যেতে পারে। এই তিন শ্রেণির ধ্বনিই অর্থবোধক শব্দ তৈরির মূল উপাদান। অন্য শ্রেণির ধ্বনি—*শীৎকার ধ্বনি* শব্দ তৈরিতে লাগে না। গাম্ভীর্যের বিচারে ধ্বনির দুটি ভাগ, *ঘোষধ্বনি* [দ্র.] ও *অঘোষধ্বনি* [দ্র.]। উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ুর প্রাবল্যের বিচারেও দুটি ভাগ, *অল্পপ্রাণ* [দ্র.] ও *মহাপ্রাণ* [দ্র.]। *উচ্চারণস্থান* অনুযায়ী ধ্বনির আরও শ্রেণিবিভাগ আছে। [দ্র. উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]। *স্বরধ্বনির* শ্রেণিবিভাগের বিশেষ পদ্ধতি আছে। [দ্র. স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]। ভাষায় ধ্বনি বিষয়ক আলোচনা ও তত্ত্বানুসন্ধানের যে-শাস্ত্র, তার নাম *ধ্বনিবিজ্ঞান* বা *ধ্বনিতত্ত্ব*। ধ্বনির লিখিত প্রতীক বা চিহ্নকে বলা হয় *বর্ণ*।

ধ্বনি[২] : দ্র. ব্যঙ্গ্যার্থ।

ধ্বনিতত্ত্ব : দ্র. ধ্বনিবিজ্ঞান; ধ্বনি[১]।

ধ্বনি পরিবর্তন : উচ্চারণের সময় অনেক *শব্দেরই* প্রতিটি *ধ্বনি* ঠিকভাবে উচ্চারিত হয় না, তাতে নানান ধরনের পরিবর্তন হয় এবং এ থেকে অনেক নতুন শব্দও তৈরি হয়ে যেতে পারে। শব্দের মূল ধ্বনির এইরকম পরিবর্তন হয়ে যাওয়াটাই **ধ্বনি পরিবর্তন**। কোন ধ্বনি কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে—এই বিচারে ধ্বনি পরিবর্তনের কয়েকটি নিয়মকে চিহ্নিত করা যায়। ১. *স্বরভক্তি* [দ্র.] : ▷ত্রাস → তরাস; বর্ষণ → বরষন; বর্ণ → বরন। ২. *ব্যঞ্জনসংগতি* বা *সমীভবন* [দ্র.]: ▷ধরনা → ধন্না; ধর্ম → ধম্ম; গল্প → গপ্প; আমিও → আম্মো। ৩. *ধ্বনি বিপর্যয়* [দ্র.] : ▷বাক্স → বাস্‌কো; জানালা → জালনা; পিশাচ → পিচাশ। ৪. *স্বরসংগতি* [দ্র.] : ▷নিতাই → নেতাই; ধুলা → ধুলো; দেশি → দিশি। বিলাতি → বিলিতি। ৫. *ধ্বন্যাগম* [দ্র.] : ▷ স্কুল → ইস্কুল; অম্ল → অম্বল; স্ক্রু → ইস্ক্রুপ। ৬. *অপিনিহিতি* [দ্র.] : ▷আজি → আইজ; মান্য → মাইন্য। ৭. *ধ্বনি লোপ* [দ্র.] : ▷গামোছা → গামছা; মহিষ → মোষ। ৮. *অভিশ্রুতি* [দ্র.] : ▷রাখিয়া → রেখে; বাথুয়া → বেথো। ৯. *শ্রুতিধ্বনির আগম* [দ্র.]। ১০. *ধ্বনিবিকার* [দ্র.]।

ধ্বনি বিকার : এক ধরনের *ধ্বনি পরিবর্তন*। একে **বর্ণ বিকার** বলাও হয়। ▷শাক → শাগ; কপাট → কবাট; ধোপা → ধোবা; লেবু → নেবু; লুচি → নুচি।

ধ্বনিবিজ্ঞান : ভাষায় ব্যবহৃত *ধ্বনিসমূহের* বিশ্লেষণ, বৈশিষ্ট্য প্রভৃতির বিজ্ঞান বা শাস্ত্রের নাম **ধ্বনিবিজ্ঞান** বা **ধ্বনিতত্ত্ব**। *উচ্চারণতত্ত্ব* ধ্বনিবিজ্ঞানেরই একটি অংশ। (ধ্বনিবিজ্ঞান—ফোনোলজি; উচ্চারণতত্ত্ব—ফোনেটিক্স)।

ধ্বনি বিপর্যয় : এক ধরনের *ধ্বনি পরিবর্তন*। উচ্চারণের সময় কোনো কোনো ধ্বনির স্থান পরিবর্তন হলে **ধ্বনি বিপর্যয়** হয়। একে **বর্ণ বিপর্যয়** কিংবা **বিপর্যাসও** বলা হয়। ▷পিশাচ →

পিচাশ; বাক্স → বাস্‌কো; রিকশো → রিশ্‌কো; তলোয়ার → তরোয়াল; বাসক → বাকস; দাগা → গাদা; হ্রদ → দহ; ডেস্ক → ডেক্স; ট্যাক্সি → ট্যাস্কি।

ধ্বনির আগম : দ্র. ধ্বন্যাগম।

ধ্বনি লোপ : এক ধরনের *ধ্বনি পরিবর্তন*। উচ্চারণের সুবিধার জন্য অনেক *শব্দের* কিছু *ধ্বনি* উচ্চারিত হয় না, ফলে সেগুলি বাদ হয়ে নতুন শব্দ হয়ে যায়। *স্বরধ্বনি* এবং *ব্যঞ্জনধ্বনি*— দু-রকম ধ্বনিরই লোপ হয়, এবং তা শব্দের প্রথমের, মধ্যের কিংবা শেষের যেকোনো জায়গার ধ্বনিই হতে পারে। এর অন্য নাম **বর্ণ লোপ**। (ক) **স্বরধ্বনি লোপ** : ১. শব্দের প্রথমে বা **আদিস্বর লোপ** [দ্র.] বা **আদ্যস্বর লোপ** : ▷অলাবু → লাউ। ২. শব্দের মধ্যে বা **মধ্যস্বর লোপ** [দ্র.] : ▷গামোছা → গামছা; ডাকাইত → ডাকাত; যাইয়ো → যাও; তৈয়ারি → তৈরি; জানালা → জানলা। শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনি লোপ হলে তাকে বলে **সম্প্রকর্ষ** [দ্র.]। ৩. শব্দের শেষে বা **অন্ত্যস্বর লোপ** [দ্র.] : ▷বন্যা → বান; লজ্জা → লাজ; জোনাকি → জোনাক; পোকা → পোক। (খ) **ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ** : ১. শব্দের প্রথমে বা **আদিব্যঞ্জন লোপ** [দ্র.] বা **আদ্যব্যঞ্জন লোপ** : ▷গ্রাহক → গাহক; শ্রাবণ → শাওন; স্ফটিক → ফটিক। ২. শব্দের মাঝখানে বা **মধ্যব্যঞ্জন লোপ** : ▷গোষ্ঠ → গোঠ; মজদুর → মজুর; দুগ্ধ → দুধ; গৃহিণী → গিন্নি। ৩. শব্দের শেষে বা **অন্ত্যব্যঞ্জন লোপ** : ▷ছোটোকাকা → ছোটকা; আলোক → আলো; কুটুম্ব → কুটুম। ৪. **র্‌-ধ্বনি লোপ** : বাংলা উচ্চারণে র্‌-ধ্বনি লোপের দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যায়। ▷কার্পাস → কাপাস; তর্ক → তক্ক; কোর্ট → কোট; ফেরু → ফেউ। ৫. **হ্‌-ধ্বনি লোপ** : ▷মহিষ → মোষ; সিপাহি → সিপাই; ফলাহার → ফলার; মহাশয় → মশাই; গাহিতেন → গাইতেন; তাহার → তার; বহিছে → বইছে; নহি → নই; সহি → সই; শিয়ালদহ → শিয়ালদা; বহুবাজার → বউবাজার; দহি → দই; অগ্রহায়ণ → অঘ্রান।

ধ্বনি সমন্বয় : একাধিক *ধ্বনি* যদি এমনভাবে মিশে থাকে যে তাদের একইসঙ্গে উচ্চারণ করা যায়, তবে তাকে বলা চলে **ধ্বনি সমন্বয়**। *শব্দ* উচ্চারণ করতে হলে একটি *স্বরধ্বনি* থাকা চাই। একটি কিংবা একাধিক ধ্বনির সমন্বয়ে *শব্দ* তৈরি হয়। 'ম্লান' (উচ্চারণ ম্লান্) এই শব্দটিতে আছে একটি ধ্বনি সমন্বয়। ম্ + ল্ + আ + ন্। এটি একটি *দল*-ও বটে। 'কাব্য' শব্দটিতে দুটি ধ্বনি সমন্বয় পাওয়া যায়। (ক্ + আ + ব্) + (ব্ + ও)। লক্ষণীয়, শব্দটির বানানে দ্বিতীয় 'ব' এবং 'ও' নেই। অর্থাৎ *বর্ণ বিশ্লেষণ* করলেই ধ্বনি সমন্বয় পাওয়া যাবে তা নয়, কারণ কাব্য শব্দটির বর্ণ বিশ্লেষণ ক্ + আ + ব্ + য্ + অ। ঐ (ওই), ঔ (ওউ)—এই *যৌগিক স্বরধ্বনি*ও প্রকৃতপক্ষে ধ্বনি সমন্বয়। এদের উচ্চারণে শেষের 'ই্' এবং 'উ্'-এর উচ্চারণ হ্রস্ব। [দ্র. দল; রুদ্ধ দল; মুক্ত দল; ব্যঞ্জন সমন্বয়]।

ধ্বন্যাগম : এক ধরনের *ধ্বনি পরিবর্তন*। উচ্চারণের কারণে অনেক *শব্দে* যে-*ধ্বনি* নেই তাও এসে গেলে তাকে **ধ্বনির আগম** বা **ধ্বন্যাগম** বলা হয়। **বর্ণাগম** শব্দটিও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। বস্তুত উচ্চারণে ধ্বনির আগম হলে, লেখায় তার প্রতীক বর্ণ স্বভাবতই আসে। শব্দের প্রথমে, মধ্যে কিংবা শেষে— তিন জায়গাতেই আগম হয়। আগত ধ্বনি *স্বরধ্বনি* হলে তা হয় **স্বরাগম** ও *ব্যঞ্জনধ্বনি* হলে **ব্যঞ্জনাগম**। (ক) স্বরাগম : ১. শব্দের প্রথমে বা **আদ্যস্বরাগম** [দ্র.] **আদিস্বরাগম** [দ্র.] : ▷স্কুল → ইস্কুল; স্পর্ধা → আস্পর্ধা; স্ত্রী → ইস্তিরি। ২. শব্দের মধ্যে বা **মধ্যস্বরাগম** : ▷স্বপ্ন → স্বপন; নয়ন → নয়ান [দ্র. স্বরভক্তি]। ৩. শব্দের শেষে বা **অন্ত্যস্বরাগম** : ▷সত্য → সত্যি; বেঞ্চ → বেঞ্চি; দুষ্ট → দুষ্টু; ট্যাক্স → ট্যাক্সো। (খ) ব্যঞ্জনাগম : ১. শব্দের মধ্যে বা **মধ্যব্যঞ্জনাগম** : ▷অম্ল → অম্বল; পোড়ামুখী → পোড়ারমুখী। ২. শব্দের শেষে বা **অন্ত্যব্যঞ্জনাগম** : ▷নানা → নানান; ধনু → ধনুক; ফোটো → ফোটোক।

ধ্বন্যাত্মক অব্যয় : বাংলা *ধ্বন্যাত্মক শব্দগুলিকে* অনেকসময়েই *অব্যয়* হিসেবে গণ্য করা হয়, এবং তাকে বলা হয়ে থাকে **ধ্বন্যাত্মক অব্যয়**। ▷শূন্য বাড়ি **খাঁ খাঁ** করছে। বিষ্টি পড়ে **টাপুর**

টুপুর। মন্দিরে **ঢং ঢং** করে ঘণ্টা বেজে উঠল। মাছি **ভন ভন** করে। এই শ্রেণির অব্যয়কে **অনুকার অব্যয়** বা **অনুকার-সূচক অব্যয়ও** বলা হয় (সুনীতিকুমার)। উপরের উদাহরণের ধ্বন্যাত্মক শব্দের অনেকগুলিই *ক্রিয়া-বিশেষণ*, কয়েকটি *সংযোগমূলক ক্রিয়া*। ধ্বন্যাত্মক শব্দ অন্য যেকোনো শব্দের মতোই বাংলা শব্দ। তা *বিশেষ্য*, *বিশেষণ*, *ক্রিয়া* সবরকমই হতে পারে। তাই এদের নির্বিচারে অব্যয় আখ্যা দেওয়া ঠিক নয়।

ধ্বন্যাত্মক ধাতু : *মৌলিক ধাতুর* একটি শ্রেণি। যে-*ধ্বন্যাত্মক শব্দ ধাতু* হিসেবে ব্যবহৃত হয় তা-ই **ধ্বন্যাত্মক ধাতু** বা **অনুকার ধ্বনিজ ধাতু**। ▷√টনটনা; √চুলবুলা; √ভনভনা। বস্তুত টনটন, চুলবুল, ভনভন প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে *শব্দপ্রত্যয়* 'আ' যোগ হয়ে এই ধাতুগুলি তৈরি হয়েছে। এইসব ধাতু থেকে তৈরি *ক্রিয়াপদ* টনটনাচ্ছে, চুলবুলাচ্ছে, ভনভনাল প্রভৃতি।

ধ্বন্যাত্মক বর্ণ : যে-*বর্ণ* কেবল একটিমাত্র *ধ্বনির* প্রতীক এবং যার উচ্চারণে কোনো *নিহিত স্বর* থাকে না, তা **ধ্বন্যাত্মক বর্ণ**। বাংলায় অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, এ, ও—এই *স্বরবর্ণগুলি* ধ্বন্যাত্মক। বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* কোনোটাই ধ্বন্যাত্মক নয়—সবই *দলাত্মক* বা অক্ষরাত্মক। *হস্-চিহ্ন* দিয়ে তাদের ধ্বন্যাত্মক করে নেওয়া হয় : ▷ক্, খ্, গ্ প্রভৃতি। *যুক্তবর্ণের* ক্ষেত্রে শেষ বর্ণটি ছাড়া অন্যগুলি ধ্বন্যাত্মক হয়ে যায়। ▷পত্র—প্ + অ + ত্ + র্ + অ, এখানে 'ত্' ধ্বন্যাত্মক। স্ত্রী—স্ + ত্ + র্ + ঈ, এখানে স্, ত্, র্ ধ্বন্যাত্মক।

ধ্বন্যাত্মক শব্দ : কোনো আওয়াজকে অনুকরণ করে কিংবা সেই আওয়াজের সাহায্যে কোনো *শব্দ* তৈরি হলে তাকে বলা হয় **ধ্বন্যাত্মক শব্দ**। ধ্বন্যাত্মক শব্দের প্রাচুর্য বাংলা ভাষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ▷ঢং ঢং; বোঁ; ঝপ; ঝপাৎ; ঝপাং; টুপটাপ; ঘ্যানঘ্যানানি; গুনগুনিয়ে। যেখানে আওয়াজ হওয়ার সম্ভাবনা নেই, যেমন রং, আলো সেখানেও ধ্বনি কল্পনা করে নিয়ে ধ্বন্যাত্মক শব্দ বাংলা ব্যবহারে এসেছে। ▷ধবধবে (সাদা); ক্যাটকেটে (হলুদ); টুকটুকে (লাল); কুচকুচে (কালো); ফুটফুটে (জ্যোৎস্না); টলটলে (জল)।

ধ্বন্যাত্মক শব্দজাত বিশেষণ : *ধ্বন্যাত্মক শব্দ বিশেষণ* হিসাবে ব্যবহৃত হলে তাকে বলা হয় **ধ্বন্যাত্মক শব্দজাত বিশেষণ**। ▷**টুকটুকে** লাল। **ঝিরঝিরে** বৃষ্টি। **ঝিরঝির** বৃষ্টি। **খুকখুক** কাশি। **চিনচিনে** ব্যথা। **ভনভনে** মাছি। **প্যাঁকপেকে** হাঁস।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের দ্বিরুক্তি : বিশেষ কোনো ভাব, ব্যাপ্তি বোঝানোর জন্য *ধ্বন্যাত্মক শব্দ* পর পর দু-বার উচ্চারিত হতে পারে। ▷টিপ টিপ; বোঁ বোঁ; খুটুস খুটুস; বকর বকর; ছোঁক ছোঁক; খ্যাক খ্যাক; ভট ভট। চুঁই চুঁই; ঝিম ঝিম; হন হন। [দ্র. দ্বিরুক্ত শব্দ; শব্দদ্বৈত]।

ধ্বন্যাত্মক শব্দের শব্দদ্বৈত : একসঙ্গে লেগে-থাকা ধ্বন্যাত্মক শব্দ। ▷টুপটাপ; খুটুরখুটুর। [দ্র. শব্দদ্বৈত]।

ন[১] : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও ন্-ধ্বনির প্রতীক। ত-*বর্গের* পঞ্চম বর্ণ। ন্-ধ্বনি *দন্তমূলীয়*, *নাসিক্য*। একে *স্পর্শধ্বনির* পর্যায়েও ফেলা হয়। [দ্র. ব্যঞ্জনধ্বনি]।

ন[২] (ন) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে এই প্রত্যয়ের সবটাই থাকে। ▷√দ্রু + ন = দ্রোণ; √সস্ + ন = সাস্না; √বী + ন + আ (টাপ্) √ বীণা।

ন[৩] : দ্র. ন[২]; নক্; নঙ্; নঞ্; নন্।

নক্ (ন) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'ন' থাকে। ▷√উষ্ + ন (নক্) = উষ্ণ; √চর্ + ন (নক্) = চীর্ণ; √স্ফায়্ + ন (নক্) = ফেন; √মী + ন (নক্) = মীন; √কৃষ্ + ন (নক্) = কৃষ্ণ।

নঙ্ (ন) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ঙ্' বাদ যায়, 'ন' থাকে। ▷√যত্ + ন (নঙ্) = যত্ন; √যজ্ + ন (নঙ্) = যজ্ঞ; √প্রচ্ছ্ + ন (নঙ্) = প্রশ্ন।

নঞ্ (ন) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'ঞ্' বাদ যায়, 'ন' থাকে। ▷স্ত্রী + ন (নঞ্) = স্ত্রৈণ।

নঞর্থক উপসর্গ : অনেক *উপসর্গ* শব্দের সামনে বসে শব্দটির অর্থ না-বাচক করে দেয়। এদের সাধারণ নাম **নঞর্থক উপসর্গ**। বাংলায় এইরকম একটি উপসর্গ 'অ' [দ্র. অ[২]]। এ ছাড়া আ, অনা, নি এবং সংস্কৃত উপসর্গ নি, নিঃ, বি, প্রতি প্রভৃতি উপসর্গও নঞর্থক। বিদেশি উপসর্গ বে, গর প্রভৃতিও নঞর্থক। [দ্র. বাংলা উপসর্গ; উপসর্গ]।

নঞ্তৎপুরুষ সমাস : সংস্কৃত 'না'-বাচক পদ নঞ্ *পূর্বপদ* হলে যে-*সমাস* হয়, তা-ই **নঞ্তৎপুরুষ** সমাস। এটি *তৎপুরুষ সমাসের* একটি শ্রেণি। নঞ্ *ব্যঞ্জনবর্ণের* আগে বসলে 'অ' ও *স্বরবর্ণের* আগে বসলে 'অন্' হয়। বাংলায় কখনো 'আ'-ও হতে পারে। এই সমাসে নঞ্-এর অর্থ 'না' কিংবা 'নয়'। 'নাই' অর্থে এই সমাসের প্রয়োগ নেই। ▷অম্লান (ম্লান নয়); অনাবশ্যক (আবশ্যক নয়); অরসিক (রসিক নয়); অনায়ত্ত (আয়ত্ত নয়); অহিন্দু (হিন্দু নয়); অঋণী (ঋণী নয়); অনেক (এক নয়); অগণ্য (গণ্য নয়)। অনেক সময় 'নঞ্'-এর 'ন' থেকে যায়। ▷নাতিবৃহৎ (ন + অতি + বৃহৎ); নগণ্য (ন + গণ্য); নাতিদূর (ন + অতি + দূর)। [দ্র. নঞর্থক বহুব্রীহি]।

নঞর্থক ক্রিয়া : দ্র. নাস্ত্যর্থক ক্রিয়া।

নঞর্থক ধাতু : দ্র. নাস্ত্যর্থক ক্রিয়া।

নঞর্থক বহুব্রীহি সমাস : নঞর্থক *পদের* সঙ্গে বিশেষ্যের যে-*সমাস* তা-ই **নঞর্থক বহুব্রীহি সমাস**। এটি *বহুব্রীহি সমাসের* একটি শ্রেণি। ▷নিঃশঙ্ক (নাই শঙ্কা যার); নিষ্কলঙ্ক (নাই কলঙ্ক যার); বিপত্নীক (বিগত পত্নী যার); বিগতনিদ্রা (বিগত হয়েছে নিদ্রা যার); বেকার (কর্ম নেই যার); অসীম (সীমা নেই যার); নিরক্ষর (অক্ষরজ্ঞান নেই যার)। [দ্র. নঞ্তৎপুরুষ]।

নঞর্থক বাক্য : দ্র. নির্দেশাত্মক বাক্য।

নন্ (ন) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'ন' থাকে। ▷√স্বপ্ + ন (নন্) = স্বপ্ন; √অন্ + ন (নন্) = অন্ন; √কৃ + ন (নন্) = কর্ণ; √সি + ন (নন্) = সেনা।

নবিশ : শিক্ষার্থী এবং কাজের উপযুক্ত অর্থে এই ফারসি শব্দ, 'নবীস্' থেকে তৈরি-হওয়া শব্দটি বাংলায় *তদ্ধিতপ্রত্যয়* বা *শব্দপ্রত্যয়* হিসেবেও গণ্য হয়ে থাকে। ▷শিক্ষানবিশ; নকলনবিশ; হিসাবনবিশ; শুমারনবিশ।

নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা : দ্র. ভাষাবংশ।

না[১] : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। ▷√রাঁধ্ + না = রান্না; √ফেল্ + না = ফেলনা; √বাট্ + না = বাটনা; √ঢাক্ + না = ঢাকনা; √পা + না = পাওনা; √গা + না = গানা কিংবা গাওনা।

না[২] : বাংলা *উপসর্গ*। একাধিক অর্থে এটি ব্যবহৃত হয়। ১. নয় অর্থে : ▷নাছোড়বান্দা; নাপসন্দ। ২. হয়নি অর্থে : ▷নামঞ্জুর। ৩. নেই অর্থে : ▷না-জবাব; নারাজ। বিদেশি উপসর্গ 'না' একইসঙ্গে বিবেচ্য।

নাদধ্বনি : দ্র. ঘোষ ধ্বনি।

নামধাতু : *সাধিত ধাতুর* একটি শ্রেণি। নাম বা *বিশেষ্য* যদি ধাতু হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তবে তাকে বলে **নামধাতু**। ▷ঘুম একটি বিশেষ্য শব্দ। এর থেকে নামধাতু হল √ঘুমা। এর ক্রিয়ারূপ ঘুমোয়, ঘুমোচ্ছিল, ঘুমোবেন, কিংবা ঘুমায়, ঘুমাইতেছিল, ঘুমাইবেন। নামধাতুর আরও উদাহরণ : ▷জুতা থেকে √জুতা; বেত থেকে √বেতা; ধমক থেকে √ধমকা। নামধাতুর সঙ্গে *কালবাচক ধাতুপ্রত্যয়* ও *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি* যোগ করে যে-*ক্রিয়াপদ* পাওয়া যায়, তাদের বলা হয় **নামধাতুজ ক্রিয়া**। ▷ঘুমোচ্ছিল; জুতিয়েছেন; ধমকাবেন; উত্তরিল; মুঞ্জরিল; 'যাহারা তোমার

বিথাইছে বায়ু'—রবীন্দ্র। '**ধ্বনিল** আহ্বান মধুর গম্ভীর'—রবীন্দ্র। '**শোভিলা** আকাশে দেবযান'—মাইকেল। নামধাতুর সঙ্গো 'নো' প্রত্যয় যোগ করে *ক্রিয়া-বিশেষ্য* পাওয়া যায়। ▷ঘুমোনো; জুতানো; ধমকানো; ঘাবড়ানো; ঘনানো; বাঁকানো। তবে, শুধু বিশেষ্য নয়, *বিশেষণ* ও *ধ্বন্যাত্মক শব্দ* থেকেও নামধাতু হয়। বিশেষণ থেকে : ▷রাঙা → √রাঙা (রাঙাই, রাঙিয়েছে প্রভৃতি); ধ্বন্যাত্মক শব্দ থেকে : ▷গুনগুন → √গুনগুনা (গুনগুনাচ্ছে, গুনগুনিয়ে প্রভৃতি)।

নামধাতুজ ক্রিয়া : দ্র. নামধাতু।

নামপদ: দ্র. বিশেষ্য।

নামপ্রকৃতি : দ্র. প্রকৃতি।

নাম-বিশেষণ : যে-*বিশেষণ* কোনো *বিশেষ্য* অথবা *সর্বনাম পদের* গুণ, দোষ, অবস্থা, পরিমাণ, বর্ণ প্রভৃতি প্রকাশ করে তাকে **নাম-বিশেষণ** বলা হয়। এর দুটো শ্রেণি হতে পারে। বিশেষ্য বা নামপদের বিশেষণ হলে *বিশেষ্যের বিশেষণ*, আর সর্বনামের গুণ প্রকাশক হলে *সর্বনামের বিশেষণ*। তবে এরা কোনো আলাদা রকমের বিশেষণ নয়; একই বিশেষণ সর্বনাম কিংবা বিশেষ্যের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। ▷**সুগন্ধ** তেল; **অতলস্পর্শ** সমুদ্র; **বিরাট** বাড়ি, **শক্তিমান** লোক; **বুদ্ধিমতী** মেয়ে; **মূর্খ**, তুই কী বুঝবি; **অনভিজ্ঞ** ওই ওকে দিয়ে কাজটা হবে না।

সবরকম বিশেষণের মধ্যে নাম-বিশেষণের প্রয়োগই সব চাইতে বেশি। কীভাবে বিশেষিত করছে, এই বিচারে নাম বিশেষণকে বেশ কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। ১. *গুণ* [দ্র.] বা *বৈশিষ্ট্যবাচক* : ▷সুন্দর; কুৎসিত। ২. *পরিমাণ* [দ্র.] বা *মাত্রাবাচক* : ▷বিশাল; প্রগাঢ়। ৩. *সংখ্যাক্রমবাচক* বা *পূরণবাচক* [দ্র.] : ▷প্রথম; পাঁচই। ৪. *বর্ণবাচক* [দ্র.] : ▷লাল; সোনালি। ৫. *উপাদানবাচক* [দ্র.] : ▷রেশমি; ধেনো। ৬. *প্রশ্নাত্মক* [দ্র.] : ▷কেমন, কত। ৭. *সম্বন্ধবাচক* [দ্র.] : ▷মামাতো; সোনার। ৮. *অবস্থানবাচক* [দ্র.] : ▷জাপানি; বেনারস; খাগড়াই। ৯. *অবস্থাবাচক* [দ্র.] : ▷চলন্ত; থেমে-থাকা। ১০. *সংখ্যাবাচক* [দ্র.] : ▷দু-হাজার; বারো পয়সা।

নাসিক্য ধ্বনি, নাসিক্য ব্যঞ্জন : যে-*ব্যঞ্জনধ্বনির* উচ্চারণে বাতাস মুখগহ্বরের পরিবর্তে নাকের মধ্যে দিয়ে বার হয়, তাদের বলা **নাসিক্য ধ্বনি** বা **নাসিক্য ব্যঞ্জন**। ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্—এই ধ্বনিগুলি নাসিক্য অর্থাৎ *বর্গের* পঞ্চম বর্ণগুলি নাসিক্য। বাংলায় অবশ্য 'ঞ্'-র কোনো পৃথক উচ্চারণ নেই। ক্ষেত্রভেদে 'ণ্' অথবা 'ন্'-এর মতোই উচ্চারিত হয়। এ ছাড়া অন্য ধ্বনিরও অনুনাসিক উচ্চারণ সম্ভব। এইরকম উচ্চারণের জন্য *চন্দ্রবিন্দু* [দ্র.] ব্যবহার করা হয়।

নাসিক্য বর্ণ : যে-*ধ্বনির* উচ্চারণ নাসিক্য, তাদের লিখিত যে-প্রতীক বা *বর্ণ* তাকেই *নাসিক্য বর্ণ* বলা যেতে পারে। এই বিচারে *বর্গের* পঞ্চম বর্ণগুলি **নাসিক্য বর্ণ**। ▷ঙ; ঞ; ণ; ন; ম।

নাসিক্যীভবন : অনেক সংস্কৃত শব্দের পরিবর্তিত রূপ বাংলায় চলে। এই পরিবর্তনের সময় *নাসিক্য ব্যঞ্জনের ধ্বনি* পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে *অনুনাসিক স্বরে*, আর এই পরিবর্তনের নাম **নাসিক্যীভবন**। ▷অঙ্ক → নাসিক্যব্যঞ্জন 'ঙ্' পরিবর্তিত হয়ে হল—আঁক। এইরকম : ▷চন্দ্র → চাঁদ; কম্প → কাঁপ; দন্ত → দাঁত; ষণ্ড → ষাঁড়। [দ্র. স্বতোনাসিক্যীভবন]।

নাস্ত্যর্থক বাক্য : দ্র. নির্দেশাত্মক বাক্য।

নাস্ত্যর্থক ক্রিয়া : যেসব *ক্রিয়াপদ নঞর্থক* অর্থাৎ না, নাই, নিষেধ প্রভৃতির ভাব প্রকাশ করে, তা-ই **নাস্ত্যর্থক ক্রিয়া** বা **নঞর্থক ক্রিয়া**। ▷সে বাড়িতে **নেই**। কাজটা সহজ **নহে**। কাব্যে নারিব, নারিল, নারিনু প্রভৃতি ক্রিয়াপদও দেখা যায়। নাস্ত্যর্থক ক্রিয়া *নঞর্থক ধাতু* থেকে হয়। অস্তিত্ববাচক ধাতুর আগে নঞর্থক 'ন' বসিয়ে নঞর্থক ধাতু হয়। ▷√নহ্; √নার্। এই শ্রেণির ধাতুর ব্যবহার কবিতাতেই বেশি। ▷'বুঝতে নারি বনের বীণা'—রবীন্দ্র। নঞর্থক অব্যয় 'নাই', 'না' ক্রিয়াপদের সঙ্গো বসিয়েই বাংলায় নাস্ত্যর্থক ক্রিয়া হয়ে থাকে। ▷সে যায় **না**। তুমি কেন এলে **না**? সে আসেনি। সে আসে নাই।

নি[1], নী : বাংলা *স্ত্রী-প্রত্যয়*। ▷নাতি + নী = নাতিনী → নাতনি। এখন অবশ্য বাংলায় নী-র বদলে 'নি' ব্যবহার করা হচ্ছে। ▷নাতনি। এইরকম : ▷মাস্টারনি; ডাক্তারনি; ধোপানি; গয়লানি; বাঘিনি; নাগিনি; ভিখারিনি; পূজারিনি।

নি[2] : বাংলা *উপসর্গ*। নেই বা নাই অর্থে এই উপসর্গের ব্যবহার হয়। ▷**নিখুঁত** (খুঁত নেই); **নিলাজ** (লজ্জা নেই)। এইরকম : ▷**নিখাকি**; **নিখরচা**; **নিখোঁজ**; **নিটোল**; **নিভাঁজ**।

নি[3] : সংস্কৃত *উপসর্গ*। একাধিক অর্থে এই উপসর্গের ব্যবহার আছে। ১. আধিক্য অর্থে : ▷**নিশ্চুপ**; **নিস্তব্ধ**; **নিদারুণ**; **নিক্ষেপণ**। ২. নীচে অর্থে : ▷**নিপাত**; **নিপতন**। ৩. খারাপ অর্থে : ▷**নিকৃষ্ট**; **নিগ্রহ**। ৪. সম্যক অর্থে : ▷**নিয়োগ**; **নিগূঢ়**; **নিবিষ্ট**; **নিস্তব্ধ**; **নিপীত**। ৫. না অর্থে : ▷**নিবৃত্ত**; **নিবারণ**; **নিষেধ**।

নি[4] : দ্র. নিক্; নিৎ।

নিঃ : সংস্কৃত *উপসর্গ*। পরের পদের সঙ্গে *সন্ধি* হলে 'নির্' অথবা 'নিস্' হয়, কখনো *বিসর্গ* বজায় থাকে [দ্র. বিসর্গসন্ধি]। এই 'নিস্'-এর থেকে 'স্' 'ষ' অথবা 'শ' হতে পারে। বেশ কয়েকটি অর্থে এই উপসর্গ ব্যবহার করা হয়। ১. নাই অর্থে : ▷**নির্ধন**; **নিষ্কর্ম**; **নিঃসন্দেহে**; **নির্দ্বন্দ্ব**; **নিঃসীম**; **নিরপরাধ**; **নিরাভরণ**; **নিরাশ্রয়**; **নির্দোষ**; **নিঃস্বার্থ**। ২. বিশেষভাবে অর্থে : ▷**নির্ধারণ**; **নিস্তার**; **নিশ্চয়ন**। ৩. আতিশয্য অর্থে : ▷**নিরতিশয়**; **নিরাকুল**। ৪. বাইরে অর্থে : ▷**নির্গমন**; **নিষ্কাশন**।

নিক্ (নি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'নি' থাকে। ▷√ধু + নি (নিক্) = ধুনি + ঈ (ঙীষ্) = ধুনী।

নিৎ (নি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ৎ' বাদ যায়, 'নি' থাকে। ▷√হা + নি (নিৎ) = হানি।

নিত্য অতীত কাল : দ্র. সাধারণ অতীত কাল।

নিত্যতাবোধক যৌগিক ক্রিয়া : দ্র. যৌগিক ক্রিয়া।

নিত্য বর্তমান কাল : দ্র. সাধারণ বর্তমান কাল।

নিত্যবৃত্ত অতীত কাল : অতীতে প্রায়ই ঘটত, ক্রিয়া সংঘটনের এইরকম ভাব বোঝানোর জন্য **নিত্যবৃত্ত অতীত কালের** ব্যবহার। এই কাল *মৌলিক* অর্থাৎ একটি *ধাতু* থেকেই হয় এবং *কালপ্রত্যয়* 'ইত্' লাগে। এইরকম ক্রিয়াপদ গঠনের রূপ—ধাতু + ইত্ + *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি*। ▷√আস্ + ইত্ + এন = আসিতেন → আসতেন; √কর্ + ইত্ + আম = করিতাম → করতাম; √বল্ + ইত্ + অ = বলিত → বলত। বাক্যে প্রয়োগ : ▷তিনি নিয়মিত এখানে **আসতেন**। ছেলেবেলায় আমরা ব্যায়াম **করতাম**। সে অনেক গল্প **বলত**। *সংযোজক ভাবে অসমাপিকা ক্রিয়ার* বদলে নিত্যবৃত্ত অতীতের ব্যবহার হতে পারে। ▷যদি আমার অনেক টাকা **থাকত** (অনেক টাকা থাকলে)। **ঠিক সময়েই আসতাম** (আসতে পারতাম), কিন্তু আটকে গেলাম বৃষ্টিতে। [দ্র. অতীত কাল]।

নিত্যবৃত্ত ঘটমান কাল : সকল *কালেই* হওয়া সম্ভব—ক্রিয়ার এইরকম ভাব বোঝাতে যে-কালরূপের প্রয়োগ করা হয়, তার নাম **নিত্যবৃত্ত ঘটমান কাল**। *নির্দেশক ভাবে* প্রযোজ্য এই কাল *যৌগিক*। *ক্রিয়াপদের গঠন—ধাতু + অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যয়* 'ইয়া' + 'থাক্' অথবা 'আছ্' ধাতু + *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি*। ▷চাহ্ + ইয়া + √থাক্ + এ = চাহিয়া থাকে → চেয়ে থাকে; √কর্ + ইয়া + √থাক্ + এ = করিয়া থাকে → করে থাকে। বাক্যে প্রয়োগ : ▷সকলেই নিজের ভালো **চাহিয়া থাকে** বা **চেয়ে থাকে**। রত্নের অন্বেষণ সকলেই **করিয়া থাকে** বা **করে থাকে**। *চলিত ভাষায়* এইরকম ক্ষেত্রে *সাধারণ বর্তমান কালেই* কাজ চলে ও ওটাই বেশি ব্যবহৃত হয়। ▷সকলেই নিজের ভালো **চায়**। রত্নের অন্বেষণ সকলেই **করে**।

নিত্যবৃত্ত ঘটমান বর্তমান কাল : প্রায়শই কিছু সময় ধরে ঘটে এমন *ক্রিয়ার* যে-*কালরূপ* হয়, তার নাম **নিত্যবৃত্ত ঘটমান বর্তমান কাল**। *নির্দেশক ভাবে* প্রযোজ্য এই কাল *যৌগিক*। ক্রিয়াপদের গঠন—ধাতু + *অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যয়* 'ইতে' + 'আছ্' অথবা 'থাক্' *ধাতু* + *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি*। ▷√জ্বল্ + ইতে + √থাক্ + এ = জ্বলিতে থাকে → জ্বলতে থাকে; √পড়্ + ইতে + √থাক + এ = পড়িতে থাকে → পড়তে থাকে। বাক্যে প্রয়োগ : ▷তার বুকের ভেতরটা **জ্বলতে থাকে**। সে একমনে **পড়তে থাকে**। [দ্র. বর্তমান কাল]।

নিত্যবৃত্ত সাধারণ বর্তমান কাল : একইসঙ্গে *যৌগিক* ধাতু ও *যৌগিক কাল*। কোনো ঘটনা সাধারণত ঘটে—এইরকম ভাব বোঝানোর এই কালরূপ ব্যবহৃত হয়। গঠন, ধাতু + *অসমাপিকা ক্রিয়াপ্রত্যয় 'ইয়া'* + দ্বিতীয় ধাতু + *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি*। ▷√বল্ + ইয়া + √থাক্ + এ = বলিয়া থাকে → বলে থাকে। [দ্র. বর্তমান কাল]।

নিত্য মূর্ধন্য-ণ : দ্র. ণত্ববিধান।

নিত্য মূর্ধন্য-ষ : দ্র. ষত্ববিধান।

নিত্য সমাস : *সমাসের* শ্রেণি-বিশেষ। যে-সমাসের *ব্যাসবাক্য* হয় না, কিংবা তা করতে গেলে অন্য *পদের* সাহায্য নিতে হয়, তাকে **নিত্য সমাস** বলে। 'কাঁচাকলা' *শব্দটি* ব্যাসবাক্য যদি করা যায়, 'যে কলা কাঁচা', তাহলে তাতে যেকোনো কলারই কাঁচা অবস্থা বোঝাতে পারে। 'কাঁচাকলা' প্রকৃতপক্ষে নিত্য সমাস। এর ব্যাসবাক্য করতে গেলে বলতে হয়—'একরকম কলা যা কাঁচা অবস্থাতেই খাওয়া হয়।' এইরকম : ▷গ্রামান্তর (অন্য গ্রাম); জবাকুসুমসঙ্কাশ (জবা কুসুমের মতো); কৃষ্ণসর্প (এক-জাতীয় সাপ)।

নিত্যসম্বন্ধী অব্যয় : *সমুচ্চয়ী অব্যয়ের* শ্রেণি-বিশেষ। কিছু কিছু *অব্যয়* সর্বদাই একে অন্যের পরিপূরক হয়ে বাক্যে ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের অব্যয়কে **নিত্যসম্বন্ধী** বা **সাপেক্ষ অব্যয়** বলা হয়। ▷যেমন-তেমন; পাছে-তাই; যদি-তবু; বটে-কিন্তু। ▷'**তবু** মনে রেখো **যদি** দূরে যাই চলে'—রবীন্দ্র। '**পাছে** সুর ভুলি **তাই** ভয় হয়'—রবীন্দ্র। **একে** মা মনসা **তায়** ধুনোর গন্ধ।

নিপাতনে সিদ্ধ : ব্যাকরণের নিয়মে নিপাতন *শব্দের* একটি অর্থ ব্যতিক্রম। নিয়ম বহির্ভূত, অথচ প্রচলিত এইরকম অনেক কিছুকেই **নিপাতনে সিদ্ধ** হিসেবে ধরা হয়। *সন্ধিতেই* নিপাতনে সিদ্ধ বিষয়টি বেশি দেখা যায়। ▷মার্ত + অণ্ড, হওয়া উচিত মার্তাণ্ড, কিন্তু মার্তণ্ড রূপটিই চলছে। অতএব 'মার্তণ্ড' নিপাতনে সিদ্ধ। ▷মনঃ + ঈষা = মনীষা; গো + পদ = গোষ্পদ (ষ হওয়ার কোনো কারণ নেই কিন্তু তাও হয়েছে); বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি। [দ্র. সন্ধি; ব্যঞ্জনসন্ধি; স্বরসন্ধি]।

নিবারণ সম্বন্ধ : *সম্বন্ধিত* যদি *সম্বন্ধপদটির* নিবারক হয়, তবে তাকে বলা হয় **নিবারণ সম্বন্ধ**। ▷**তৃষ্ণার** জল, সম্বন্ধিত—জল; সম্বন্ধপদ—তৃষ্ণার। জল তৃষ্ণার নিবারক। এইরকম : ▷**রোগের** ওষুধ; **কলেরার** টিকা।

নিম : বাংলায় ব্যবহৃত বিদেশি *উপসর্গ* : ফারসি 'নীম্' শব্দ থেকে বাংলায় এসেছে। কম অর্থে ▷**নিম**রাজি; **নিম**খুন।

নিমিত্ত কারক : *ক্রিয়ার* সম্পাদন যার জন্য বা নিমিত্ত হয় তার *কারক* হয় **নিমিত্ত কারক**। ▷এই বইট **তোমার জন্যই** কেনা হয়েছে। তিনি **বিশেষ কাজে** কলকাতায় গেছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণে নিমিত্ত কারক নেই। বাংলা ভাষার প্রয়োজনে এটি বাংলা ব্যাকরণে আনা হয়েছে। [দ্র. কারক]।

নিমিত্ত তৎপুরুষ সমাস : *তৎপুরুষ সমাসের* শ্রেণি-বিশেষ। এই সমাসে *পূর্বপদ উত্তরপদের* নিমিত্ত বা কারণবাচক হয়। পূর্বপদের *বিভক্তি* অথবা *অনুসর্গ* লোপ হয়ে সমাসবদ্ধ পদটি তৈরি হয়। ▷ডাকমাশুল (ডাকের জন্য মাশুল); বালিকা বিদ্যালয় (বালিকাদের জন্য বিদ্যালয়); স্বদেশভক্তি (স্বদেশের জন্য ভক্তি); বিয়েপাগলা (বিয়ের জন্য পাগলা)।

অলুক্ সমাসেও নিমিত্ত তৎপুরুষ হয়। ▷মুড়ির চাল (মুড়ির জন্য চাল); খাওয়ার জল (খাওয়ার জন্য জল)।

নিমিত্ত সম্বন্ধ : *সম্বন্ধপদটি সম্বন্ধিতের* কারণ বা নিমিত্তবাচক হলে তাকে বলা হয় **নিমিত্ত সম্বন্ধ**। ▷**পড়ার** ঘর। সম্বন্ধপদ—পড়ার, সম্বন্ধিত—ঘর। পড়ার জন্য বা নিমিত্ত ঘর। এইরকম : ▷**বাতের** ব্যথা; **খাওয়ার** জল; **মুড়ির** চাল; **নাচের** নূপুর; **ঘোড়ার** ঘাস।

নিমিত্তার্থক অসমাপিকা ক্রিয়া : দ্র. তুমর্থ অসমাপিকা ক্রিয়া; অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যয়।

নিম্ন স্বরধ্বনি : *স্বরধ্বনি* উচ্চারণের সময় জিভ মুখের মধ্যে নীচের দিকে থাকতে পারে। যে-স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিভ সবচেয়ে নীচে থাকে, তা-ই **নিম্ন স্বরধ্বনি**। ▷আ—এই স্বরধ্বনি নিম্ন এবং সেইসঙ্গে *বিবৃত, প্রসৃত* ও *কেন্দ্রীয়*। [দ্র. স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]।

নিম্নমধ্য স্বরধ্বনি : *স্বরধ্বনি* উচ্চারণের সময় জিভের অবস্থান উপর থেকে নীচে চারটি স্তরের যেকোনো স্তরে থাকতে পারে। সবচেয়ে উপরে—উর্ধ্ব; তার একটু নীচে কিন্তু মধ্যবর্তী স্থানের উপরে—উর্ধ্বমধ্য; মধ্যবর্তী অবস্থানের একটু নীচে—নিম্নমধ্য; সবচেয়ে নীচে—নিম্ন। যে-স্বরধ্বনির উচ্চারণে জিভ নিম্নমধ্য স্তরে থাকে, তা-ই **নিম্নমধ্য স্বরধ্বনি**। ▷অ্যা এবং অ—এই শ্রেণির স্বরধ্বনি। এরা সর্বদাই *অর্ধবিবৃত*। এদের মধ্যে অ্যা—*সম্মুখ, প্রসৃত, তালব্য* এবং অ—*পশ্চাৎ, বর্তুল, কণ্ঠ্য*। [দ্র. স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]।

নিয়ম বহির্ভূত সন্ধি : সংস্কৃত ও বাংলায় এমন কিছু *সন্ধি* আছে যেখানে সন্ধির সাধারণ নিয়ম মানা হয় না। এইরকম হলে তাকে বলা হয় **নিয়ম বহির্ভূত সন্ধি** বা **নিপাতনে সিদ্ধ** [দ্র.]। গোষ্পদ শব্দটা ভাঙলে পাওয়া যাবে গো + পদ। নিয়ম অনুযায়ী 'ষ' আসতে পারে না, কিন্তু আসে। এই সন্ধি নিয়ম বহির্ভূত। এইরকম ▷আশ্চর্য → আ + চর্য; পশ্চার্ধ → পশ্চাৎ + অর্ধ। [দ্র. নিপাতনে সিদ্ধ]।

নিয়োজক ভাব : দ্র. অনুজ্ঞা ভাব।

নিরন্তরতাবোধক যৌগিক ক্রিয়া : দ্র. যৌগিক ক্রিয়া।

নিরপেক্ষ কর্তা : কোনো *বাক্যে* যদি *সমাপিকা* এবং *অসমাপিকা ক্রিয়া*, দুটোই থাকে, ও তাদের *কর্তা* যদি পৃথক হয়, তবে অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্তাকে বলা হয় **নিরপেক্ষ কর্তা**। ▷সূর্য উঠলে অন্ধকার চলে যাবে। **রাম** বনে গেলে ভরত রাজকার্য দেখতেন। **বলটা** লাফিয়ে উঠতেই উইকেটকিপার ধরে ফেলল। **দাঁত** থাকতে মানুষ দাঁতের মর্ম বোঝে না। [দ্র. কর্তৃকারক]।

নির্ণয়বাচক সর্বনাম : দ্র. নির্দেশক সর্বনাম।

নির্দেশক বহুবচন : দ্র. বহুবচন।

নির্দেশক বাক্য : দ্র. নির্দেশাত্মক বাক্য।

নির্দেশক ভাব : *ক্রিয়ার* যে কয়টি ভাব হতে পারে তার একটি। যে-*ক্রিয়ারূপ* ক্রিয়ার অবস্থা বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু জানায়, তাকে বলা হয় ক্রিয়ার **নির্দেশক ভাব** বা **নির্ধারক ভাব** বা **অবধারক ভাব**। ▷তিনি **এসেছিলেন**। তখন বৃষ্টি **নামল**। চোরটা **পালিয়ে গেল**। আকবর দিল্লির বাদশাহ **ছিলেন**। *বর্তমান, অতীত* ও *ভবিষ্যৎ*—এই তিন কালেই ক্রিয়ার নির্দেশক ভাব হওয়া সম্ভব। [দ্র. ক্রিয়ার ভাব; অনুজ্ঞা]।

নির্দেশক শব্দপ্রত্যয় : টা, টি, টো, টে—এইগুলি বাংলা **নির্দেশক প্রত্যয়** এবং *শব্দের* সঙ্গে যোগ হয় বলে এরা *শব্দপ্রত্যয়* বা *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। ▷ছেলেটা; ছেলেটি; লোকটা; বাঘটা; গানটি; নদীটা। কখন 'টা' হবে, আর কখনই-বা 'টি' হবে, তা নির্ভর করে বক্তার মনোভাব ও যে-শব্দটির সঙ্গে প্রত্যয়টি লাগানো হচ্ছে তার উপর। সম্মান, আদর, স্নেহ প্রভৃতি ভাব প্রকাশে 'টি'-র ব্যবহার বেশি। ▷নতুন অধ্যাপকটি ভালো পড়ান। বরটা দেখতে বেশ খারাপ। ছেলেটি বেশ। ছেলেটা চোর। সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গেও 'টা', 'টি' যোগ হয়। ▷একটা; তিনটি;

পঞ্চাশটা। 'টে'-র ব্যবহার প্রধানত তিন-এর সঙ্গে। ▷তিনটে। 'চারটে'ও হয়। কিন্তু 'মানুষটে', 'লোকটে', 'দশটে' হয় না। আবার 'তিরিশটে', 'চল্লিশটে' হয়, কিন্তু 'ষাটটে', 'সত্তরটে' হয় না। 'টো'-র একটাই ব্যবহার—'দু'-এর সঙ্গে। ▷দুটো।

নির্দেশক সর্বনাম : যে-*সর্বনাম* কোনো কিছুকে নির্দিষ্ট করে দেয় তা-ই **নির্দেশক সর্বনাম** বা **নির্ণয়বাচক সর্বনাম**। ▷এই; এটা; ওটা; ও; ইনি; উনি। এই শ্রেণির সর্বনামের দুটো শ্রেণি আছে। **১.** দূরত্ববাচক : এই সর্বনাম দূরের জিনিস নির্দেশ করে। ▷ওটা; ওঁরা; ওইটা; ওইগুলি। **২.** সামীপ্যবাচক : কাছের জিনিসকে নির্দেশ করতে এই নির্দেশক সর্বনাম ব্যবহার করা হয়। ▷এটা; এইটা; এইগুলি; এইটি; এঁরা; এরা; ইনি, এগুলি।

নির্দেশসূচক বাক্য : দ্র. নির্দেশাত্মক বাক্য।

নির্দেশাত্মক বাক্য : *বাক্যকে* তার অর্থ অনুযায়ী যতগুলি শ্রেণিতে ভাগ করা চলে, তার একটি। এর অন্য নাম **নির্দেশসূচক বাক্য** কিংবা **নির্দেশক বাক্য**। এই ধরনের বাক্যে কোনো নির্দেশ, ঘটনার উল্লেখ প্রভৃতি করা হয়ে থাকে। নির্দেশাত্মক বাক্যের দুটি ভাগ আছে। **১.** অস্ত্যর্থক বাক্য : এতে কোনো ঘটনার সংঘটন বা হওয়ার ভাব থাকে। ▷'রাখাল গোরুর পাল লয়ে যায় মাঠে'—মদনমোহন তর্কালংকার। সকাল থেকে মেঘ করে আছে। **২.** নাস্ত্যর্থক বাক্য বা নঞর্থক বাক্য : এই ধরনের নির্দেশাত্মক বাক্যে কোনো কিছু হয় না কিংবা ঘটছে না—এইরকম ভাব প্রকাশ করা হয়। ▷সে আজ স্কুল যাবে না। 'আমার বাদলের গান হয় নি সারা'—রবীন্দ্র। [দ্র. বাক্য]।

নির্ধারক বহুবচন : দ্র. বহুবচন।

নির্ধারক ভাব : দ্র. নির্দেশক ভাব।

নির্ধার সম্বন্ধ : অনেকের মধ্যে থেকে একটিকে বেছে নেওয়ার জন্য যে-*সম্বন্ধপদের* প্রয়োগ হয়, তাকে বলে **নির্ধার সম্বন্ধ**। ▷**সবার** সেরা; **পালের** গোদা; **দলের** প্রধান; **গোষ্ঠীর** নেতা।

নিশ্চয়তাবোধক যৌগিক ক্রিয়া : দ্র. যৌগিক ক্রিয়া।

নিষেধাত্মক অব্যয় : *অনন্বয়ী অব্যয়ের* প্রকারভেদ। এই শ্রেণির অব্যয় *ক্রিয়ার* ভাবকে নঞর্থক করে দেয়। ▷'তুমি যেয়ো **না** এখনি'—রবীন্দ্র। রোচে**নি** অন্ন মুখে। তিনি আজ আর আসবেন **না**। আকাশে একটুও মেঘ ছিল **না**।

নিষ্ঠাপ্রত্যয় : দ্র. ক্তবতু।

নিহিত অ : দ্র. নিহিত স্বরধ্বনি।

নিহিত স্বরধ্বনি : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণগুলির* মধ্যে একটি অ-ধ্বনি নিহিত থাকে। এটিকেই বলা হয় **নিহিত স্বরধ্বনি** বা **নিহিত অ**। এই নিহিত অ-এর জন্যই, পর পর কয়েকটি ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও তাদের উচ্চারণ সম্ভব। 'কমল' *শব্দটির* উচ্চারণের সময় এটিকে ক্ + অ + ম্ + অ + ল্ + (অ) ধরা হয়ে থাকে। এই অ-গুলিই নিহিত অ। উল্লেখ্য, নিহিত অ-এর উচ্চারণ 'ও' কিংবা হস্-অন্ত হতে পারে। যেমন ক্ + অ + ম্ + অ + ল্ + (অ), এখানে দ্বিতীয় অ-এর উচ্চারণ 'ও', শেষের অ-এর উচ্চারণ নেই। 'কমল'-এর বাংলা উচ্চারণ 'কমোল্'। কিন্তু এই কারণে এই গুলিকে নিহিত 'ও' কিংবা স্বরধ্বনিবিহীন ব্যঞ্জন বলা যাবে না। উচ্চারণ যাই হোক, *সন্ধিতে* ও বর্ণানুক্রমিক সূচি তৈরির সময় তাদের অ-ই ধরা হয়ে থাকে। বলা যায়, বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণে অ-ছাড়া অন্য কোনো স্বরধ্বনি নিহিত থাকে না। [দ্র. অক্ষরাত্মক বর্ণ; অ[১]]।

নী : দ্র. নি[১]।

নু[১] (নু) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে এর সবটাই থাকে। ▷√হা + নু = জহ্নু; √ভা + নু = ভানু; √ধে + নু = ধেনু; √স্থা + নু (ণু) = স্থাণু; √রী + নু (ণু) = রেণু; √বিষ্ + নু (ণু) = বিষ্ণু।

নু[২] : দ্র. ক্নু; নু[১]।

নৈকট্য : দ্র. আসত্তি।

নো : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। আ-কারান্ত *ধাতুর* সঙ্গে এই প্রত্যয় যোগ হয়ে *ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য* তৈরি করে। বাংলায় তিন রকমের আ-কারান্ত ধাতু হতে পারে। *প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতু*, *সাধারণ ধাতু* ও *নামধাতু*। ১. প্রযোজক ক্রিয়ার ধাতু : ▷√কর্ + আ → √করা + নো = করানো; √দেখ্ + আ → √দেখা + নো = দেখানো; √খা + আ → √খাওয়া + নো = খাওয়ানো। ২. সাধারণ ধাতু : ▷√দাঁড়া + নো = দাঁড়ানো; √লাফা + নো = লাফানো; √আঁচা + নো = আঁচানো; √চটকা + নো = চটকানো; √উলটা + নো = উলটানো। ৩. নামধাতু : ▷ঘাম + আ → √ঘামা + নো = ঘামানো; বেত + আ → √বেতা + নো = বেতানো; কম + আ → √কমা + নো = কমানো।

প[1] : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও 'প্'-ধ্বনির প্রতীক। *প-বর্গের* প্রথম বর্ণ। প্-ধ্বনি *ওষ্ঠ্য*, *স্পর্শ*, *অঘোষ* ও *অল্পপ্রাণ*। [দ্র. ব্যঞ্জনধ্বনি]।

প[2] **(প)** : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে এর সবটাই থাকে। ▷√কৃ + প = কৃপ; √অল্ + প = অল্প; √শীল্ + প = শিল্প; √শস্ + প = শষ্প।

পঙ্গু ক্রিয়া : দ্র. অসম্পূর্ণ ক্রিয়া।

পঙ্গু ধাতু : দ্র. অসম্পূর্ণ ক্রিয়া।

পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস : দ্র. অপাদান তৎপুরুষ সমাস।

পঞ্চমী বিভক্তি : দ্র. অপাদান কারকের বিভক্তি।

পদ : *বাক্যে* ব্যবহৃত *বিভক্তিযুক্ত শব্দকে* বলা হয় পদ। 'তিনি কাল সকালে আসবেন'—এই বাক্যে পদ চারটি। ▷তিনি; কাল; সকালে; আসবেন। বাংলায় পদ পাঁচরকম : ▷*বিশেষ্য* বা *নাম*; *বিশেষণ*; *সর্বনাম* বা *প্রতিনাম*; *ক্রিয়া*; *অব্যয়*। বাংলা বাক্যে অনেকসময়েই পদের সঙ্গে কোনো বিভক্তি লাগানোর দরকার হয় না। অন্যভাবে বলা যায়, যে-বিভক্তিটি লাগানো হল তা যেন শূন্য; এই কারণে একে বলা হয় *শূন্যবিভক্তি*। ▷তিনি মহাভারত পড়ছেন। এই বাক্যের 'মহাভারত' শব্দটিতে কোনো বিভক্তি নেই, কিংবা বলা চলে 'শূন্যবিভক্তি' আছে।

বাক্যে বসে পদটি কী ধরনের কাজ করছে—এই বিচারে কয়েকটি পদের অস্তিত্ব আছে। যেমন যেটি *কর্তা* তার কর্তৃপদ, যেটি *কর্ম* তার কর্মপদ প্রভৃতি। বস্তুত ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত এই ধরনের পদগুলি প্রকৃতপক্ষে *কারক* [দ্র.]। কেবল ক্রিয়াটিকেই বলা হয় *ক্রিয়াপদ* [দ্র.]।

পদবিশ্লেষ চিহ্ন : দ্র. হাইফেন।

পদসংযোগ চিহ্ন : দ্র. হাইফেন।

পদান্তর, পদান্তরীকরণ : কোনো কোনো *পদকে* (যেমন *বিশেষ্য*) অন্য কোনো পদে (যেমন *বিশেষণ*) পরিবর্তিত করাকে বলা হয় **পদান্তর** করা বা **পদান্তরীকরণ**। পদান্তর করার জন্য প্রায়শই *তদ্ধিতপ্রত্যয়* কিংবা *শব্দপ্রত্যয়ের* ব্যবহার অথবা প্রত্যাহার করা হয়। ▷বিশেষ্য থেকে বিশেষণ : অংশ → আংশিক; অবধান → অবহিত; উন্নয়ন → উন্নীত; গ্রহণ → গৃহীত; শরৎ → শারদ; নীতি → নৈতিক; শ্রবণ → শ্রুত; আকাশ → আকাশি; চোর → চোরাই; মোগল → মোগলাই; নেপাল → নেপালি; গাছ → গেছো। ▷বিশেষণ থেকে বিশেষ্য : অক্ষম → অক্ষমতা; উৎকৃষ্ট → উৎকর্ষ; গভীর → গভীরতা; দরিদ্র → দারিদ্র্য; শীত → শৈত্য; পরিণত → পরিণতি; আলসে → আলসেমি; চিকন → চিকনাই; ভণ্ড → ভণ্ডামি; সাহেব → সাহেবিয়ানা; হ্যাংলা → হ্যাংলামি। ▷বিশেষ্য থেকে ক্রিয়া-বিশেষণ : বেগ → বেগে; হনহন → হনহনিয়ে; বিশেষ → বিশেষভাবে। ▷বিশেষণ থেকে ক্রিয়া-বিশেষণ : ভালো → ভালো করে (কাজটা ভালো করে কোরো); মৃদু → মৃদুভাবে; গভীর → গভীরভাবে। পরিশিষ্ট ২ক ও ২খ-এ এই বিষয়ে তালিকা দেওয়া হল। [দ্র. পরিশিষ্ট ২ক, ২খ]।

পদান্বয়ী অব্যয় : যে-*অব্যয় বাক্যের* দুটি *পদের* মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ করে, তা-ই **পদান্বয়ী অব্যয়**। এই শ্রেণির অব্যয় প্রকৃতপক্ষে *অনুসর্গ*। ▷আমার **দ্বারা**; সুখের **জন্য**; আনন্দের **সঙ্গে**; তোমাকে **দিয়ে** একাজ হবে না। অনেক *উপমাদ্যোতক অব্যয়*-কেও [দ্র.] এই শ্রেণিতে ফেলা যায়। ▷পাগলের **মতো**; 'আকুল পাগলপারা'—রবীন্দ্র। কানু **হেন** গুণবিধি। ▷*অবস্থানবাচক* [দ্র.] : সবার **আগে** চলেছেন; বাড়ির **সঙ্গে**-লাগানো আমবাগান।

পদাশ্রিত নির্দেশক : যে-*শব্দ* কিংবা শব্দাংশ বিশেষ্যের পরে অথবা *সংখ্যাবাচক বিশেষণের* আগে যোগ হয়ে বস্তুর কিংবা পদার্থের কিংবা ব্যক্তির প্রকৃতি বা গুণ নির্দেশ করে, তাদের **পদাশ্রিত নির্দেশক** বলা হয়। ▷*টা*; *টি*; *টো*; *টু*; *টুকুন*; *টুকুনি*; *টুকু*; *খান*; *খানা*; *খানি*; *গাছ*; *গাছা*; *গাছি*। ▷লোকটা; ছেলেটি; এতটা; কতটা; যতটুকু; এইটুকুনি; দুটো; একখানা; বইখানা; গ্রামখানি; খান দুই; খান কয়েক; তিনগাছা; দড়িগাছা; লাঠিগাছা; একগাছি।

পনা : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। ব্যবহার, আচরণ বোঝাতে এই *প্রত্যয়* ব্যবহৃত হয়। ▷গিন্নি + পনা = গিন্নিপনা; বেহায়া + পনা = বেহায়াপনা; গুণ + পনা = গুণপনা।

প-বর্গ : বাংলা *বর্ণমালার ব্যঞ্জনবর্ণের* প্রথম পঁচিশটি *বর্ণকে* পাঁচটি বর্গে ভাগ করা হয়েছে। বর্ণগুলি যে-ধ্বনির প্রতীক, তাদের *উচ্চারণস্থান* অনুযায়ীই এই বিভাগীকরণ। প-বর্গে আছে প, ফ, ব, ভ, ম—এই পাঁচটি ব্যঞ্জনবর্ণ। এরা *ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন*, এদের মধ্যে 'ম' *নাসিক্য ব্যঞ্জনও* বটে।

পরসর্গ : দ্র. অনুসর্গ।

পরা : সংস্কৃত *উপসর্গ*। একাধিক অর্থে এই উপসর্গ ব্যবহৃত হয়। ১. উলটো অর্থে : ▷**পরা**ভব; **পরা**বর্তন; **পরা**ঙ্মুখ; **পরা**জিত। ২. প্রবল অর্থে : ▷**পরা**ক্রান্ত; **পরা**ক্রম; **পরা**কাষ্ঠা। ৩. বিশেষ অর্থে : ▷**পরা**মর্শ।

পরাগত সমীভবন : দ্র. ব্যঞ্জনসংগতি।

পরি : সংস্কৃত *উপসর্গ*। ১. চতুর্দিক অর্থে : ▷**পরি**বৃত; **পরি**ভ্রমণ; **পরি**সীমা; **পরি**ক্রমা; **পরি**বেষ্টন। ২. বিশেষভাবে অর্থে : ▷**পরি**চালন; **পরি**দর্শন; **পরি**তৃপ্ত; **পরি**কল্পনা; **পরি**তাপ; **পর্যা**লোচনা। ৩. সম্পূর্ণভাবে অর্থে : ▷**পরি**পূর্ণ; **পরি**শোধ; **পরি**শোধিত; **পরি**পক্ব; **পরি**তুষ্টি। ৪. উলটো অর্থে : ▷**পরি**পন্থী; **পরি**বাদ।

পরিপূরক, সম্পূরক : তিনি ছিলেন একজন অধ্যাপক। "বাবু বলিলেন, 'বুঝেছ উপেন? এ জমি লইব কিনে।'"—রবীন্দ্র। এই ধরনের বাক্যে 'একজন অধ্যাপক', 'বুঝেছ উপেন? এ জমি লইব কিনে।' অংশগুলি বাক্যকে পরিপূর্ণ ও অর্থবহ করে তুলছে। বাক্যের মধ্যে এইরকম অংশকে বলা হয় **পরিপূরক**। ▷দশরথ **রাজা** ছিলেন। ▷তিনি **মন্ত্রী** হলেন। ▷'আপন কাজে অচল হলে **চলবে না**।'—অতুলপ্রসাদ সেন। [দ্র. আকাঙ্ক্ষা]।

পরিভাষা : বিশেষ বা বিশিষ্টার্থবোধক *শব্দের* নাম **পরিভাষা** বা **পারিভাষিক শব্দ**। জ্ঞানচর্চার বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনেক শব্দকেই বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহার করার দরকার হয়। যে-বিষয়ের জন্য কোনো শব্দকে বিশেষ কোনো অর্থে গ্রহণ করা হয়, পরিভাষাটিকেও সেই বিষয়ের জন্যই চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। যেমন, পদার্থবিজ্ঞানের পরিভাষা, গণিতের পরিভাষা, আদালতের পরিভাষা, অলংকারশাস্ত্রের পরিভাষা প্রভৃতি। ▷শব্দ কথাটির অর্থ ধ্বনি বা আওয়াজ। কিন্তু ব্যাকরণে 'শব্দ' বলতে বোঝায় অর্থবহ ধ্বনি কিংবা ধ্বনিসমষ্টি যার ইংরেজি প্রতিশব্দ 'ওয়ার্ড'। এই কারণে 'শব্দ' ব্যাকরণের পরিভাষা। ▷গুণ শব্দটির অনেক অর্থ আছে, কিন্তু গণিতে 'গুণ' একটি পরিভাষা—যা একটি বিশেষ গাণিতিক প্রক্রিয়ার নাম। পারিভাষিক শব্দের কোনো সমার্থক শব্দ হয় না। তবে একটি পরিভাষার বদলে নতুন কিংবা পৃথক পরিভাষা তৈরি ও তার ব্যবহার হতে পারে।

পরিমাণবাচক বিশেষণ : *নাম-বিশেষণের* অন্যতম শ্রেণি। এর অন্য নাম **মাত্রাবাচক বিশেষণ**। এই শ্রেণির বিশেষণ বিশেষিত *পদের* পরিমাণ বা মাত্রা নির্দেশ করে, কিন্তু সংখ্যা নির্দেশ করে

না। ▷**বৃহৎ** ব্যাপার। **বিরাট** নদী। **এত** লোক। **বিশাল** জনসমাগম। **সামান্য** টাকা। **আকাশ-ছোঁয়া** দাম। **গভীর** মমত্ববোধ। **প্রগাঢ়** জ্ঞান।

পরিমাণবাচক বিশেষ্য : এই ধরনের বিশেষ্য কোনো কিছুর পরিমাণ বিষয়ে ধারণা দেয়। অন্য নাম **এককবাচক বিশেষ্য**। ▷টন; কিলোমিটার; কাঠা; বিঘা।

পরীক্ষাবোধক যৌগিক ক্রিয়া : দ্র. যৌগিক ক্রিয়া।

পরোক্ষ উক্তি : দ্র. উক্তি।

পশ্চজিহ্ব্য : যে-*ধ্বনির* উচ্চারণে জিভের পিছনের অংশের ভূমিকাই প্রধান, তাকে বলা হয় **পশ্চজিহ্ব্য**। এইরকম ধ্বনি তিন শ্রেণির হতে পারে। জিভের পিছনের অংশ তালুর পিছন দিক স্পর্শ করলে হয় **তালব্য য়-ধ্বনি**। জিভের ওই অংশ তালুর নীচে স্পর্শ করলে **কণ্ঠ্য ধ্বনি** [দ্র.]। ▷ক্; গ্; ঙ্। আর আলজিভ অথবা তার সংলগ্ন এলাকায় স্পর্শ করলে হবে **কণ্ঠমূলীয় ধ্বনি**। বাংলায় এই ধ্বনি নেই।

পশ্চাৎ স্বরধ্বনি : যে-*স্বরধ্বনির* উচ্চারণে জিভ মুখের পিছন দিকে থাকে, তা-ই **পশ্চাৎ স্বরধ্বনি**। ▷উ; ঊ; ও; অ। **পশ্চাৎ স্বরধ্বনি** *বর্তুল* ও *কণ্ঠ্য*। এদের মধ্যে উ, ঊ *উর্ধ্ব* ও *সংবৃত*; ও *উর্ধ্বমধ্য, অর্ধসংবৃত*; অ *নিম্নমধ্য* ও *অর্ধবিবৃত*। [দ্র. স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]।

পাত, পাতি : *বাংলা উপসর্গ*। ছোটো কিংবা হীন অর্থে এই উপসর্গের ব্যবহার হয়। ▷**পাতি**কাক; **পাতি**লেবু; **পাতি**হাঁস; **পাতি**বুর্জোয়া।

পাদচ্ছেদ : দ্র. কমা।

পানা, পারা : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। এই *প্রত্যয়* সাদৃশ্যবোধক। ▷চাঁদ + পানা = চাঁদপানা; কালো + পানা = কালোপানা; মোটা + পানা = মোটাপানা; পারা শব্দপ্রত্যয়টিও একই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ▷চাঁদ + পারা = চাঁদপারা; পাগল + পারা = পাগলপারা।

পারস্পরিক সংগতিবাচক সর্বনাম : দ্র. সাপেক্ষ সর্বনাম।

পারা : দ্র. পানা।

পারিভাষিক শব্দ : দ্র. পরিভাষা।

পার্শ্বিক ব্যঞ্জন : 'ল্'-ধ্বনিকে বলা হয় **পার্শ্বিক ব্যঞ্জন**। এই *ধ্বনির* উচ্চারণে বায়ু জিভের দু-পাশ দিয়ে বার হয়। সেই কারণেই এই নামকরণ। [দ্র. উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]।

পালি : পালি মূলত বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রের ও 'ধর্ম-সাহিত্যের' ভাষা। মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার প্রথম উপস্তরে (খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী) এই ভাষার উৎপত্তি উত্তর ভারতে। পালি প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষার [দ্র. ভাষাবংশ] বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও পালি এদের প্রত্যক্ষ প্রভাব থেকে মুক্ত। বুদ্ধদেব সাধারণের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য 'শিক্ষিতদের ভাষা' সংস্কৃত ব্যবহার করতে চাননি। তার বদলে প্রচলিত উপভাষাকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতে এবং পরে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে, সিংহলে এই ভাষার চর্চা চলতে থাকে। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'তিপিটক' (সংস্কৃতে ত্রিপিটক) এই ভাষাতেই লিপিবদ্ধ হয়।

পাস (পাস) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে এর সবটাই থাকে। ▷√কৃ + পাস = কর্পাস → কার্পাস।

পিটচ্ (পিট) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'পিট' থাকে। ▷চি + পিট (পিটচ্) = চিপট।

পীনায়ন : *অল্পপ্রাণ* ধ্বনি *মহাপ্রাণ* ধ্বনির মতো উচ্চারিত হলে তাকে বলা হয় **পীনায়ন**। ▷কাটরা → কাঠরা; থুতু → থুথু; গর্দভ → গর্ধভ।

পুংলিঙ্গ শব্দ : পুরুষ জাতিবাচক *শব্দকে* বলা হয় **পুংলিঙ্গ শব্দ**। ▷নর; বানর; সিংহ; সুন্দর; মনোরম। [দ্র. লিঙ্গ]।

পুরঃ : সংস্কৃত *অব্যয়* ও *গতি*। সামনে, সম্মুখস্থ প্রভৃতি অর্থে এই পদ ব্যবহৃত হয়। ▷পুরস্কার; পুরোহিত; পুরোধা; পুরোভাগ; পুরোবর্তী; পুরোযায়ী; পুরঃসর; পুরোগামী।

পুরাঘটিত অতীত কাল : *ক্রিয়ার* সংঘটন *অতীত কালেই* শেষ হয়ে গেছে এইরকম অবস্থা বোঝাতে হলে যে-*কালরূপ* ব্যবহার করা হয়, তার নাম **পুরাঘটিত অতীত কাল**। এই *যৌগিক কাল নির্দেশক ভাবেই* ব্যবহৃত হতে পারে। গঠনে দুটি ধাতু লাগে। দ্বিতীয় ধাতুটি 'আছ্'। যেমন, √বল্ (প্রথম ধাতু) + ইয়া (*অসমাপিকা ক্রিয়াপ্রত্যয়*) + √আছ্ (দ্বিতীয় ধাতু) + ইল্ (*অতীতার্থক প্রত্যয়*) + আম (*পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি*) = বলিয়া আছিলাম → বলিয়াছিলাম → বলেছিলাম। ▷ছেলেরা ভয় **পেয়েছিল** (পাইয়াছিল)। 'সে যে পাশে এসে **বসেছিল**,'—রবীন্দ্র।

অনেকসময়, বিশেষ করে ঐতিহাসিক ঘটনার বর্ণনায়, পুরাঘটিত অতীতের জায়গায় *সাধারণ বর্তমান কালের* ব্যবহার করা হয়। ▷প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ **করেন**। এদেশে ছাপার যন্ত্র প্রথম **আনেন** পোর্তুগিজরা। পুরাঘটিত অতীতের জায়গায় সাধারণ বর্তমান কালের এইরকম ব্যবহারকে বলা হয় *ঐতিহাসিক বর্তমান* [দ্র.]।

পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত অতীত কাল : অতীতে বা পূর্বে হত, *ক্রিয়ার* এমন কাল বোঝানোর জন্য যে-ক্রিয়ারূপ হয়, তার নাম **পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত অতীত কাল** বা **পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত অতীত কাল**। *নির্দেশক ভাবে* প্রযোজ্য এই কাল *যৌগিক*। গঠন, প্রথম ধাতু + ইয়া (*অসমাপিকা ক্রিয়াপ্রত্যয়*) + √থাক্ (দ্বিতীয় ধাতু) + ইত্ (*অতীতার্থক কালপ্রত্যয়*) + *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি*। ▷√জাগ্ + ইয়া + √থাক্ + ইত্ + এন = জাগিয়া থাকিতেন → জেগে থাকতেন; তিনি সারারাত **জেগে থাকতেন**। ▷সে অপেক্ষা করিয়া **বসিয়া থাকিত (বসে থাকত)**। ▷তিনি ক্রমাগতই **বলতে থাকতেন**।

পুরাঘটিত বর্তমান কাল : ক্রিয়া কিছুক্ষণ আগে ঘটেছে, এবং এখনও সেই সংঘটনের রেশ আছে, এমন ভাব প্রকাশের জন্য যে-*কালরূপ*, তার নাম **পুরাঘটিত বর্তমান কাল**। এই *যৌগিক কাল নির্দেশক ভাবেই* হতে পারে। গঠন, √ধাতু + ইয়া (*অসমাপিকা ক্রিয়াপ্রত্যয়*) + √আছ্ + *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি*। ▷√বল্ + ইয়া + √আছ্ + এ = বলিয়া আছে → বলিয়াছে → বলেছে; √আস্ + ইয়া + √আছ্ + এন = আসিয়া আছেন → আসিয়াছেন → এসেছেন; √গাহ্ + ইয়া + √আছ্ + ই = গাহিয়া আছি → গাহিয়াছি → গেয়েছি। ▷সে **বলেছে**। তিনি এক্ষুনি **এসেছেন**। উপায়ান্তর না দেখে তিনি হাল ছেড়ে **দিয়েছেন**।

পুরাঘটিত বর্তমান কালের ক্রিয়ারূপ বর্তমান কাল ছাড়া অন্যভাবেও ব্যবহার করা যায়। ১. *ভবিষ্যৎ কাল* বোঝানোর জন্য : ▷তিনিও **এসেছেন**, আর তোমারও যাওয়া **হয়েছে**। সে আর **এসেছে**। এতে একটু অনিশ্চিতির ভাব থাকে। ২. অতীত কাল বোঝানোর জন্য : ▷তখন সবে ট্রামলাইন পাতা **হয়েছে** কলকাতায়। ১৯২১ সালে তিনি এম.এ. পাশ **করেছেন**। [দ্র. কাল; বর্তমান কাল; যৌগিক কাল]।

পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল : যে-*ক্রিয়ার* সংঘটনের সম্ভাবনা ছিল, হয়তো সংঘটিতও হয়েছে, এই ভাব বোঝানোর জন্য যে-কালরূপ হয়, তার নাম **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল**। এই *যৌগিক কাল নির্দেশক ভাবেই* হয়ে থাকে। গঠন, ধাতু + ইয়া (*অসমাপিকা ক্রিয়াপ্রত্যয়*) + দ্বিতীয় ধাতু + ইব্ (*ভবিষ্যৎ কালের প্রত্যয়*) + *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি*। ▷√বল্ + ইয়া + √থাক্ + ইব্ + এ = বলিয়া থাকিবে → বলে থাকবে; √বানা + ইয়া + √রাখ্ + ইব্ + এ = বানাইয়া রাখিবে → বানিয়ে রাখবে; √শুন্ + ইয়া + √থাক্ + ইব্ + এন = শুনিয়া থাকিবেন → শুনে থাকবেন। ▷সে একথা হয়তো **বলে থাকবে**। সে বলেছিল যে খাবারদাবার সে-ই **বানিয়ে রাখবে**। এতক্ষণে খবরটা তিনি **শুনে থাকবেন**। [দ্র. কাল; ভবিষ্যৎ কাল]।

পুরাঘটিত সম্ভাব্য অতীত কাল : দ্র. সম্ভাব্য অতীত কাল।

পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত অতীত কাল : দ্র. পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত অতীত কাল।

পুরুষ : বক্তা নিজে, বক্তার সামনে উপস্থিত শ্রোতা, আর বক্তব্যের পক্ষে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা যেখানে হচ্ছে সেখানে অনুপস্থিত অথচ কোনো উক্তি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট, এই তিন ধরনের ব্যক্তি হতে পারে। একে বলা হয় **পুরুষ**। পুরুষ তিনরকম—*উত্তমপুরুষ*, *মধ্যমপুরুষ*, *প্রথমপুরুষ*। বক্তা নিজে হল *উত্তমপুরুষ* : ▷আমি; আমরা। সাক্ষাৎ শ্রোতা *মধ্যমপুরুষ* : ▷তুমি; তোমরা; আপনি; আপনারা; তুই; তোরা। সামনে অনুপস্থিত কিন্তু বক্তব্যে উল্লেখ-করা ব্যক্তি—*প্রথমপুরুষ* : ▷সে; তিনি; তাঁরা; তাঁহারা; **রাম** গান গায়; **রামপ্রসাদ** কবি ছিলেন।

কিছুদিন হল এই 'পুরুষ' কথাটি নিয়ে আপত্তি উঠছে এবং চট্‌জলদি সমাধানও পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে এসে গেছে। ▷উত্তমপুরুষ—আমি-পক্ষ; মধ্যমপুরুষ—তুমি-পক্ষ; প্রথম পুরুষ—সে-পক্ষ। সমাধানটা ভালো হয়নি। যিনি বলছেন, তিনিই প্রথম, সামনে যিনি আছেন তিনি দ্বিতীয়। আর একজন, যিনি সামনে নেই, তিনি তৃতীয়। ইংরেজিতে এইরকমই হয়, এবং তা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত। বাংলাতে এই ধরনের নামকরণ করাই যায়। যেমন প্রথমব্যক্তি; দ্বিতীয়ব্যক্তি; তৃতীয়ব্যক্তি। আমাদের মনে হয় আমি-পক্ষ, তুমি-পক্ষ, সে-পক্ষের চাইতে এই রীতি ভালো।

পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি : *ক্রিয়াকে বাক্যে পদ* হিসেবে বসানোর জন্য যে-*বিভক্তি* যোগ করতে হয়, এবং যা ক্রিয়ার কর্তার *পুরুষ* অনুযায়ী বদলে যায়, তাকে বলা হয় **পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি** বা **পুরুষবিভক্তি**। এই শ্রেণির বিভক্তি কাল অনুসারেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে বদলায়। *যৌগিক* কাল হলে এই বিভক্তি দ্বিতীয় ধাতুর অথব ক্রিয়ার সঙ্গে যোগ হয়। বিভক্তিগুলি সারণি-তে দেখানো হল।

বাংলা *কালপ্রত্যয়* ও *ক্রিয়াবিভক্তিযুক্ত* ক্রিয়াপদের প্রকৃত চেহারাটা *সাধুভাষার* ক্রিয়াপদেই পাওয়া যায়। চলিত ক্রিয়ারূপগুলি এরই পরিবর্তিত রূপ। *বর্তমান কালে* কোনো *কালপ্রত্যয়* লাগে না। অতীত কালের প্রত্যয় **ইল্‌** ও ভবিষ্যতের **ইব্‌**। ▷√কর্‌ + ইল্‌ (কালপ্রত্যয়) + অ (পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি) = করিল → করল। *যৌগিক কাল* : ▷√কর্‌ + ইতে (অসমাপিকা ক্রিয়াপ্রত্যয়) + √আছ্‌ + ইল্‌ (কালপ্রত্যয়) + অ (পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি) করিতেছিল → করছিল। [দ্র. ক্রিয়াবিভক্তি; কালবাচক ধাতুপ্রত্যয়; কৃৎপ্রত্যয়; ধাতুপ্রত্যয়]।

নির্দেশক ভাবের পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি

কাল	উত্তমপুরুষ আমি, আমরা	মধ্যমপুরুষ তুমি, তোমরা	মধ্যমপুরুষ আপনি, আপনারা	মধ্যমপুরুষ তুই, তোরা	প্রথমপুরুষ সে, তারা	প্রথমপুরুষ তিনি, তাঁরা
সাধারণ বর্তমান	**ই** বলি	**অ** বল	**এন** বলেন	**ইস** বলিস	**এ** বলে	**এন** বলেন
ঘটমান বর্তমান	**ই** বলিতেছি, বলছি	**অ** বলিতেছ, বলছ	**এন** বলিতেছেন, বলছেন	**ইস** বলিতেছিস, বলছিস	**এ** বলিতেছে, বলছে	**এন** বলিতেছেন, বলছেন
পুরাঘটিত বর্তমান	**ই** বলিয়াছি, বলেছি	**অ** বলিয়াছ, বলেছ	**এন** বলিয়াছেন, বলেছেন	**ইস** বলিয়াছিস, বলেছিস	**এ** বলিয়াছে, বলেছে	**এন** বলিয়াছেন, বলেছেন
সাধারণ অতীত	**আম** বলিলাম, বললাম	**এ** বলিলে, বললে	**এন** বলিলেন, বললেন	**ই** বলিলি, বললি	**অ** বলিল, বলল	**এন** বলিলেন, বললেন

নির্দেশক ভাবের পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি

ঘটমান অতীত	আম বলিতেছিলাম, বলছিলাম	এ বলিতেছিলে, বলছিলে	এন বলিতেছিলেন, বলছিলেন	ই বলিতেছিলি বলছিলি	অ বলিতেছিল, বলছিল	এন বলিতেছিলেন বলছিলেন
পুরাঘটিত অতীত	আম বলিয়াছিলাম, বলেছিলাম	এ বলিয়াছিলে, বলেছিলে	এন বলিয়াছিলেন, বলেছিলেন	ই বলিয়াছিলি, বলেছিলি	অ বলিয়াছিল, বলেছিল	এন বলিয়াছিলেন, বলেছিলেন
নিত্যবৃত্ত অতীত	আম বলিতাম, বলতাম	এ বলিতে, বলতে	এন বলিতেন, বলতেন	ই, ইস বলিতি, বলতি, বলতিস	অ বলিত, বলত	এন বলিতেন, বলতেন
সাধারণ ভবিষ্যৎ	অ বলিব, বলব	এ বলিবে, বলবে	এন বলিবেন, বলবেন	ই বলিবি, বলবি	এ বলিবে, বলবে	এন বলিবেন, বলবেন
পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ	অ বলিয়া থাকিব, বলে থাকব	এ বলিয়া থাকিবে, বলে থাকবে	এন বলিয়া থাকিবেন, বলে থাকবেন	ই বলিয়া থাকিবি, বলে থাকবি	এ বলিয়া থাকিবে, বলে থাকবে	এন বলিয়া থাকিবেন, বলে থাকবেন
ঘটমান ভবিষ্যৎ	অ বলিতে থাকিব, বলতে থাকব	এ বলিতে থাকিবে, বলতে থাকবে	এন বলিতে থাকিবেন, বলে থাকবেন	ই বলিতে থাকিবি, বলতে থাকবি	এ বলিতে থাকিবে, বলতে থাকবে	এন বলিতে থাকিবেন, বলতে থাকবেন

অনুজ্ঞা ভাবের পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি

বর্তমান	×	ও বলো, বলো	এন, উন বলেন, বলুন	০ বল্	উক বলুক
ভবিষ্যৎ	×	ইয়ো, ও বলিয়ো, বোলো	এন বলিবেন, বলবেন	ইস্, ইবি বলিস, বলিবি, বলবি	×

পুরুষবাচক সর্বনাম : দ্র. ব্যক্তিবাচক সর্বনাম।

পুরুষবিভক্তি : দ্র. পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি।

পূরণবাচক বিশেষণ : দ্র. সংখ্যাক্রমবাচক বিশেষণ।

পূর্ণচ্ছেদ : দ্র. দাঁড়ি।

পূর্ণতাবোধক যৌগিক ক্রিয়া : দ্র. যৌগিক ক্রিয়া।

পূর্ণাকাঙ্ক্ষ্য পদ : দ্র. আকাঙ্ক্ষা।

পূর্বক্রিয়া : দ্র. ল্যবর্থ অসমাপিকা ক্রিয়া; অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যয়।

পূর্বপদ : *সন্ধিতে* ও *সমাসে* যে-*শব্দ* প্রথমে থাকে তাকেই বলা হয় **পূর্বপদ**। ▷দেবালয়—এই সমাস ও সন্ধিতে দুটি শব্দ—দেব + আলয়। এখানে পূর্বপদ 'দেব'। এইরকম নবান্ন, পূর্বপদ—

'নব'। ধ্বন্যাত্মক, রাজসখা, জনৈক, পীতাম্বর প্রভৃতি শব্দের পূর্বপদ যথাক্রমে 'ধ্বনি', 'রাজ', 'জন', 'পীত'। [দ্র. সমাস; সন্ধি; অন্ত্যপদ; উত্তরপদ]।

পৈশাচী : দ্র. ভাষাবংশ।

প্র : সংস্কৃত *উপসর্গ*। একাধিক অর্থে এই উপসর্গ ব্যবহৃত হয়। **১.** সামনের দিক অর্থে : ▷**প্র**গতি; **প্র**ণিপাত; **প্রা**গ্রসর। **২.** শ্রেষ্ঠ অর্থে : ▷**প্র**কৃষ্ট; **প্র**বুদ্ধ; **প্র**জ্ঞান। **৩.** বিশেষভাবে অর্থে : ▷**প্র**য়োগ; **প্র**দান; **প্র**শংসা; **প্র**য়াণ; **প্র**লাপ। **৪.** আধিক্য অর্থে : ▷**প্র**গাঢ়; **প্র**বল; **প্র**সার; **প্র**কম্পিত; **প্র**দূষণ। **৫.** উপক্রম অর্থে : ▷**প্র**দোষ; **প্র**বর্তন; **প্র**স্তাবনা; **প্র**কল্পন। **৬.** এ ছাড়া অন্য বিভিন্ন অর্থে : ▷**প্র**করণ; **প্র**তারণা।

প্রকার (ক্রিয়ার) : দ্র. ক্রিয়ার ভাব।

প্রকৃত কর্তা : *বাক্যের ক্রিয়াপদের বিভক্তি কর্তার পুরুষ* অনুযায়ী হয়ে থাকে। অনেকসময় দেখা যায় যে বাক্যের ক্রিয়াটি যে-*পদের* পুরুষ অনুযায়ী হয়েছে, প্রকৃত কাজটি সেই পদ করছে না। অর্থাৎ বাক্যের গঠনের বিচারে যে-কর্তা সে ক্রিয়ার সংঘটনকারী নয়। 'আমার যাওয়া হল না'—এই বাক্যে 'হল' ক্রিয়াটি 'যাওয়া' এই *ক্রিয়া-বিশেষ্যের* উপর নির্ভরশীল। কিন্তু 'যাওয়া' ব্যাপারটা যার হল না, সে কিন্তু 'আমি'। ব্যাকরণের বিচারে বাক্যটির কর্তা 'যাওয়া' পদটি, কিন্তু এখানে **প্রকৃত কর্তা** বা **প্রযোজ্য কর্তা** 'আমি'। ▷**তার** আসতে দেরি হবে। প্রকৃত কর্তা—'**সে**'। **সকলেরই** এই কাজে সাহায্য করা উচিত। [দ্র. কর্তা সম্বন্ধ]।

প্রকৃতি : *মৌলিক শব্দের* যে-অংশকে আর কোনোভাবেই বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, তাকে বলা হয় **প্রকৃতি**। শব্দ কিংবা পদ থেকে *প্রত্যয়* ও *বিভক্তি* সরিয়ে নিলে প্রকৃতি অংশ পাওয়া যায়। প্রকৃতি দু-রকম। ১. নামপ্রকৃতি বা সংজ্ঞাপ্রকৃতি বা প্রাতিপদিক : ▷মা; হাত; কাঠ। ২. ধাতুপ্রকৃতি বা *ধাতু* [দ্র.] : ▷√চল্; √খা; √দেখ্; √কর্।

প্রকৃতি-প্রত্যয় : দ্র. ব্যুৎপত্তি; প্রকৃতি; প্রত্যয়।

প্রকৃতিবাচক ক্রিয়া-বিশেষণ : যে *ক্রিয়া-বিশেষণ* ক্রিয়াটির সংঘটনের প্রকৃতিগত দিক যেমন দ্রুতি, পৌনঃপুনিকতা, তীব্রতা প্রভৃতি প্রকাশ করে তাকে **প্রকৃতিবাচক ক্রিয়া-বিশেষণ** বলা হয়। ▷'আসছে কারা **হনহনিয়ে**'—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সে **সহাস্যে** বলল। আধঘণ্টা **অন্তর** বাস ছাড়ে। **সোজা** যাও। **ঘুরে ঘুরে** নাচে। [দ্র. ক্রিয়া-বিশেষণ]।

প্রগত সমীভবন : দ্র. ব্যঞ্জনসংগতি।

প্রচলিত অর্থ : দ্র. প্রসিদ্ধ অর্থ।

প্রতি : সংস্কৃত *উপসর্গ*। একাধিক অর্থে এই উপসর্গ ব্যবহৃত হয়। ১. বিপরীত অর্থে : ▷**প্রতি**পক্ষ; **প্রতি**বাদ; **প্রতি**দ্বন্দ্বী; **প্রতি**ষেধক; **প্রতি**বল; **প্রতি**স্পর্ধী। ২. সাদৃশ্য অর্থে : ▷**প্রতি**বিম্ব; **প্রতি**চ্ছবি; **প্রতি**শব্দ; **প্রতি**মা; **প্রতি**রূপ। ৩. ফিরিয়ে দেওয়া অর্থে : ▷**প্রতি**ধ্বনি; **প্রত্যু**পকার; **প্রত্য**র্পণ; **প্রতি**ক্রিয়া; **প্রতি**দান; **প্রতি**শোধ; **প্রতি**হিংসা। ৪. সামীপ্য অর্থে : ▷**প্রতি**বেশী; **প্রতি**হারী; **প্রতি**বেশ।

প্রতিনাম : দ্র. সর্বনাম।

প্রতিনির্দেশক সর্বনাম : দ্র. সাপেক্ষ সর্বনাম।

প্রতিনির্দেশক সর্বনামযুক্ত জটিল বাক্য : যখন—তখন, যিনি—তিনি, যার—তার প্রভৃতি *প্রতিনির্দেশক সর্বনাম* বা *সাপেক্ষ সর্বনাম* ব্যবহার করে যে-*জটিল বাক্য* হয়, তা-ই **প্রতিনির্দেশক সর্বনামযুক্ত জটিল বাক্য**। ▷'**যখন** তুমি গাওয়াও গান, **তখন** আমি গাই'—অতুলপ্রসাদ সেন। **যারা** ভালো করে লেখাপড়া করছে, **তারা** পরীক্ষাতেও ভালো করছে। অনেকসময় একটি *সর্বনাম* নাও থাকতে পারে। ▷'গানটি **যখন** হয় সমাপন তোমার পানে চাই।'—অতুলপ্রসাদ সেন।

প্রতিবর্ণীকরণ : এক ভাষার *ধ্বনিকে* অন্য কোনো ভাষার *বর্ণমালার বর্ণে* লেখার নাম **প্রতিবর্ণীকরণ**। যেমন লন্ডন, রেস্তরাঁ, তামিলনাড়ু যথাক্রমে ইংরেজি, ফরাসি ও তামিল *শব্দের* বাংলা লিপিতে প্রতিবর্ণীকৃত রূপ। এইরকম : ▹আব্রাহাম লিঙ্কন, ম্যাক্সিম গোর্কি, ওয়ার অ্যান্ড পিস, এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, বাস্কেটবল, আন্নাদুরাই প্রভৃতি। বাংলা বর্ণে অন্য ভাষার শব্দ যা-ই লেখা হয়, তা-ই প্রতিবর্ণীকরণের উদাহরণ। সব ভাষার ধ্বনিসম্ভার একরকম নয়। সেইজন্য প্রতিবর্ণীকরণ কখনোই যথাযথ হয় না। বাংলায় অনেক শব্দ আছে যা অন্য ভাষা থেকে নেওয়া শব্দের প্রতিবর্ণীকৃত রূপ। ▹আগস্ট; ইশারা; সুলতান; পেনসিল; খুশি; চশমা; মামলা; জামা; প্যান্ট; অ্যাডভোকেট; স্টেশন; হুঁশিয়ার। লক্ষণীয়, হাসপাতাল, গেলাস প্রভৃতি শব্দও অন্য ভাষা থেকে পরিবর্তিত হয়ে বাংলায় এসেছে, কিন্তু এগুলি প্রতিবর্ণীকরণের উদাহরণ নয়। 'হস্‌পিটাল' লেখা হলে তা হত প্রতিবর্ণীকরণ। মূল ইংরেজি শব্দ হস্‌পিটাল লোকের মুখের উচ্চারণে বদলে গেল, এবং যা দাঁড়াল, তাকে বাংলা বর্ণে লিখতে গেলে হয় 'হাসপাতাল'। বস্তুত, এটি একটি বাংলা শব্দ যার মূল হল ইংরেজি 'হস্‌পিটাল'।

প্রতিবেষ্টিত ব্যঞ্জন : দ্র. মূর্ধন্য ব্যঞ্জন।

প্রতিশব্দ : যেসব *শব্দ* একই অর্থ প্রকাশ করে বা যেসব শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করা চলে, তাদের বলা হয় **প্রতিশব্দ** বা **সমার্থক শব্দ** বা **সমার্থশব্দ**। ▹গতি—এই শব্দটির প্রতিশব্দ জঙ্গমতা, জঙ্গমত্ব, সৃতি, অস্থিতি, অস্থবিরতা, অস্থিরতা, বীতি, ঋতি প্রভৃতি। ▹মেঘ—নীরদ, দেয়া, অভ্র, ঘন, জলদ, জলধর, তোয়ধর, তোয়দ, জীমূত, অম্বুদ, অম্বুবাহ, পয়োদ, বলাহক প্রভৃতি। ▹সূর্য—রবি, ভাস্কর, সবিতা, ভানু, আদিত্য, তপন, অর্ক, মিহির, মার্তণ্ড, দিননাথ, দিনেশ, দিনপতি, দিবানাথ, বিবস্বান, পূষন, পূষা, বিভাকর, প্রভাকর, অংশুমালী প্রভৃতি। [দ্র. *সংসদ সমার্থশব্দকোষ*]।

প্রতিষেধক অব্যয় : *সমুচ্চয়ী অব্যয়ের* শ্রেণি-বিশেষ। এই ধরনের *অব্যয়* দুটি *বাক্যকে* যুক্ত করে দেয়, কিন্তু সেইসঙ্গে প্রথম বাক্যটির অর্থকে নির্দিষ্ট অথবা সীমিত করে। ▹সবাই এসেছিল **শুধু** একজন বাদে। এত বৃষ্টি হল **তবু** গরম কমল না। পরিশ্রান্ত হয়েছ **বরং** একটু বিশ্রাম নাও। এই শ্রেণির অব্যয়ের অন্য নাম **সীমানির্দেশক অব্যয়** বা **প্রাতিপাক্ষিক অব্যয়**।

প্রতীয়মান কর্তা : দ্র. অকর্তৃক ক্রিয়া।

প্রত্যক্ষ উক্তি : দ্র. উক্তি।

প্রত্যয় : *ধাতুর* সঙ্গে যা যোগ করে *শব্দ*, কিংবা *কালরূপ*, এবং *শব্দে* যা যোগ করে অন্য শব্দ কিংবা ধাতু হয়, তাদের বলা হয় **প্রত্যয়**। প্রত্যয় প্রধানত দু-রকম। *ধাতুপ্রত্যয়* বা *কৃৎপ্রত্যয়* যা যোগ হয় ধাতুর সঙ্গে, আর *শব্দপ্রত্যয়* বা *তদ্ধিতপ্রত্যয়*, যা শব্দের সঙ্গে যোগ হয়। এই অভিধানে সংস্কৃত প্রত্যয়ের জন্য কৃৎপ্রত্যয় এবং তদ্ধিতপ্রত্যয় শব্দ দুটি ব্যবহার করা হয়েছে। আর ধাতুপ্রত্যয় এবং শব্দপ্রত্যয় ব্যবহৃত হয়েছে বাংলা ও বিদেশি প্রত্যয়ের জন্য। ▹√কৃ (ধাতু) + তব্য (কৃৎপ্রত্যয়) = কর্তব্য (শব্দ); √বল্‌ (ধাতু) + আ (ধাতুপ্রত্যয়) = বলা (শব্দ); √বল্‌ (ধাতু) + ইল্‌ (কালপ্রত্যয়) + আম (*পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি*) = বলিলাম (ক্রিয়ারূপ) → বললাম; √দেখ্‌ (ধাতু) + আ (ধাতুপ্রত্যয়) = √দেখা; √দেখা (ধাতু) + নো (ধাতুপ্রত্যয়) = দেখানো (শব্দ)। ▹মম (শব্দ) + তা (তদ্ধিতপ্রত্যয়) = মমতা (শব্দ); ঘুম (শব্দ) + আ (শব্দপ্রত্যয়) = √ঘুমা (ধাতু); বাঁদর (শব্দ) + আমি (শব্দপ্রত্যয়) = বাঁদরামি (শব্দ)।

এ ছাড়া *লিঙ্গপ্রত্যয়* বা *স্ত্রী-প্রত্যয়ও* হয়, যা শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে *লিঙ্গ পরিবর্তন* করে। ▹শিষ্য (শব্দ) + আ (স্ত্রী-প্রত্যয়) = শিষ্যা; ছাত্র + ঈ = ছাত্রী। এই 'আ' ও 'ঈ' লিঙ্গপ্রত্যয়।

বাংলায় ব্যবহৃত শব্দে বহু সংস্কৃত, বাংলা ও বিদেশি প্রত্যয় পাওয়া যায়। ▹√সহ্‌ + ইষ্ণু =

সহিষ্ণু, এই 'ইষ্ণু' সংস্কৃত প্রত্যয়। √বল্ + ইয়া = বলিয়া, 'ইয়া' বাংলা প্রত্যয়। ▷অংশী + দার = অংশীদার, 'দার' বিদেশি প্রত্যয়। এ ছাড়া *স্বার্থিক প্রত্যয়* [দ্র.] ইত্যাদি প্রত্যয়ও আছে। *অসমাপিকা ক্রিয়াপ্রত্যয়*ও [দ্র.] এক ধরনের কৃৎপ্রত্যয় বা ধাতুপ্রত্যয়। উপরের উদাহরণে 'ইয়া' প্রত্যয় এই শ্রেণির। শব্দের শেষে রা, এরা, দিগ, দের, গুলা, গুলি, গুলো, গণ, বৃন্দ, সব প্রভৃতি যোগ করে বহুবচনবাচক শব্দ হয়। এদের *বহুবচনজ্ঞাপক প্রত্যয়* [দ্র.] বলা চলে। (*উপসর্গকে*ও প্রত্যয় হিসেবে গণ্য করার কথা অনেকে বলেছেন। 'উপসর্গগুলিকে বাঙ্গালা ভাষার "শব্দের আদিতে অবস্থিত তদ্ধিত প্রত্যয়" বলা চলে'—সুনীতিকুমার) [দ্র. উপসর্গ]।

প্রত্যয়যুক্ত ক্রিয়া-বিশেষণ : *ক্রিয়া-বিশেষণের* রূপগত শ্রেণিগুলির অন্যতম। *বাক্যের* মধ্যে কোনো কোনো প্রত্যয়যুক্ত পদ ক্রিয়া-বিশেষণের কাজ করে। ▷**স্পষ্টতই** দেখা যাচ্ছে। **কার্যত** দেখা গেল; **ক্রমশ** বড়ো হতে লাগল ছায়াটা।

প্রত্যয়যুক্ত শব্দ : দ্র. সাধিত শব্দ।

প্রত্যয়ান্ত সাধিত শব্দ : দ্র. সাধিত শব্দ; গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ (শব্দের)।

প্রথমপুরুষ : যেখানে কোনো কথাবার্তা হচ্ছে সেখানে অনুপস্থিত, কিন্তু কথাবার্তায় উল্লেখিত এমন ব্যক্তি কিংবা বস্তু কিংবা প্রাণী প্রথমপুরুষ। ▷বাড়ি এসে দেখি **অলোক** বসে আছে। **তিনি** তখনও আসেননি। প্রথমপুরুষের জন্য যে-*সর্বনাম* ব্যবহার করা হয় তা হল : ▷ সে, তারা, তাহারা; তিনি, তাঁরা, তাঁহারা; ও, ওরা, ওঁরা; উহা, উহারা। *লিঙ্গভেদে* বাংলায় এইসব সর্বনামের কোনো পরিবর্তন হয় না। তবে *বচন* ও *কারকভেদে প্রত্যয়* অথবা *বিভক্তিযুক্ত* হয়ে অন্য রূপ নেয়। ▷সে, তাকে, তার; তিনি, তাঁকে, তাঁর, তাঁহাকে; তাঁরা, তাঁদের, তাঁদেরকে, তাঁহাদিগের, তাঁহাদিগকে; ও, ওকে, ওর; ওঁর, ওঁকে; ওদের, ওদেরকে; ওঁদের, ওঁদেরকে; উহাদিগের, উহাদিগকে প্রভৃতি। প্রথমপুরুষের সর্বনামগুলির মধ্যে কিছু সর্বনাম কেবল প্রাণীবাচক শব্দের পরিবর্তেই বসে। ▷সে, তিনি, তাঁরা, তারা, তাঁহারা। কিছু সর্বনাম অপ্রাণীবাচক ও প্রাণীবাচক দু-রকম শব্দের পরিবর্তেই বসতে পারে। ▷এ; এটা; সেটি; ওগুলো; সেটা।

অধুনা প্রথমপুরুষকে 'সে-পক্ষ' বলার চেষ্টা চলছে। এর চাইতে 'তৃতীয়ব্যক্তি' বললে ব্যাপারটা অনেক বেশি যুক্তিসংগত হয়। [দ্র. পুরুষ]।

প্রথমা বিভক্তি : *কারকের বিভক্তিগুলিকে* প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়—এইভাবে চিহ্নিত করার রীতি সংস্কৃত ব্যাকরণে আছে। *কর্তৃকারকের* বিভক্তিকে বলা হয় **প্রথমা বিভক্তি**। বাংলায় অবশ্য প্রথমা বিভক্তি হিসেবে বিশেষ কোনো একটি কিংবা একাধিক বিভক্তিকে চিহ্নিত করা যায় না। বিভক্তিকে প্রথমা, দ্বিতীয়া প্রভৃতি নাম দেওয়াও বাংলায় খুব প্রয়োজনীয় নয়।

প্রধান খণ্ডবাক্য : *জটিল বাক্যের যে-খণ্ডবাক্য* অন্য কোনো খণ্ডবাক্যের উপর নির্ভরশীল নয় তাকেই বলা হয় **প্রধান খণ্ডবাক্য** বা **স্বাধীন খণ্ডবাক্য**। ▷**তিনি দেখলেন** যে কাজটি তখনও হয়নি। এই বাক্যের 'তিনি দেখলেন' অংশ (খণ্ডবাক্য) পরের অংশটির উপর নির্ভরশীল নয়। 'কাজটি তখনও হয়নি' অংশটি প্রথম অংশের *পরিপূরকের* কাজ করছে। ▷**যে দিনগুলো চলে গেছে** তা আর ফিরে আসবে না। 'তুমি যে আমারে চাও **আমি সে জানি**।'—রবীন্দ্র। (লক্ষণীয়, *যৌগিক বাক্যের* খণ্ডবাক্যগুলি অন্যসাপেক্ষ নয়। তাই প্রধান অথবা অপ্রধান খণ্ডবাক্যের এইরকম শ্রেণিবিভাগ যৌগিক বাক্যে হয় না)।

প্রবচন : দ্র. প্রবাদ।

প্রবাদ : অনেকদিন ধরে লোকমুখে প্রচলিত জনপ্রিয় উক্তি, যার মধ্যে সরলভাবে জীবনের কোনো গভীরতর সত্য প্রকাশ পায়, তাকে বলে **প্রবাদ** বা **প্রবচন**। ▷অতিভক্তি চোরের লক্ষণ। ধর্মের কল বাতাসে নড়ে। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা। সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর—ভারতচন্দ্র। ঠগ বাছতে গাঁ-উজাড়। চোরায় না শোনে ধর্মের কাহিনি। বাংলায় প্রচুর প্রবাদ আছে। অধিকাংশ

প্রবাদের রচয়িতার নাম পাওয়া যায় না। এগুলি কোনো জনগোষ্ঠীর 'সম্মিলিত প্রজ্ঞার' ফসল বলে ধরে নেওয়া যায়। আবার কোনো কোনো লেখকের রচনার পঙ্‌ক্তি কালক্রমে প্রবাদে পরিণত হয়। যেমন, '**ধর্মে** আছো জিরাফেও আছো'—শক্তি চট্টোপাধ্যায়।

প্রযোজক কর্তা : কর্তা নিজে কাজটি না করে অন্যকে দিয়ে করালে, তাকে বলা হয় **প্রয়োজক কর্তা**। অন্যভাবে বলা যায় *প্রযোজক ক্রিয়ার* কর্তাই প্রযোজক কর্তা। কাজটি যে করে সে *প্রযোজ্য কর্তা* বা *প্রকৃত কর্তা*। ▷**মা** শিশুকে ভাত খাওয়াচ্ছেন। এই বাক্যে প্রযোজক কর্তা—মা। খাওয়া কাজটি করছে কিন্তু **শিশু**। শিশু—প্রযোজ্য কর্তা বা প্রকৃত কর্তা। ▷**শিক্ষক** দূরবিনের সাহায্যে ছাত্রদের মঙ্গলগ্রহ দেখাচ্ছেন। তিনি মিস্তিরিদের দিয়ে ঘর রং করাচ্ছেন।

প্রযোজক ক্রিয়া : যে-*ক্রিয়ায়* অন্যকে দিয়ে করানো বা সংঘটন বোঝায়, তাকেই বলা হয় **প্রযোজক ক্রিয়া** বা *ণিজন্ত ক্রিয়া* [দ্র.]। ▷মা শিশুকে **খাওয়াচ্ছেন**। **শিক্ষক** ছাত্রকে **পড়াচ্ছেন**। তিনি মিস্তিরিকে দিয়ে কলটা **সারিয়ে নেবেন**। তিনি লোক লাগিয়ে জঙ্গল **সাফ করাচ্ছেন**। [দ্র. প্রযোজক ধাতু]।

প্রযোজক ধাতু : *সাধিত ধাতুর* শ্রেণি-বিশেষ। বাংলায় *মৌলিক ধাতুর* সঙ্গে 'আ' (ণিচ্) অথবা 'ওয়া' যোগ করে যে-*ধাতু* হয় সেই ধাতুর থেকে তৈরি *ক্রিয়াপদে* অন্যকে দিয়ে ক্রিয়াটির সংঘটনের ভাব বোঝানো চলে। এইরকম ধাতুকে বলে **প্রযোজক ধাতু** বা **ণিজন্ত ধাতু** বা **প্রেরণার্থক ধাতু**। (সংস্কৃত 'ণিচ্' প্রত্যয় যোগ করে এইরকম ধাতু হয়, তাই একে ণিজন্ত ধাতু বলা হয়)। প্রযোজক ধাতু তৈরি করতে গেলে ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর সঙ্গে 'আ' এবং স্বরান্ত ধাতুর সঙ্গে 'ওয়া' যোগ করতে হয়। ব্যঞ্জনান্ত ধাতু : ▷√দেখ্ + আ = √দেখা (ক্রিয়ারূপ—দেখাই, দেখাচ্ছে, দেখাবে, দেখিয়েছিল প্রভৃতি)। √দেখা—সাধিত প্রযোজক ধাতু। এইরকম : ▷√পড়্ + আ = √পড়া; √লিখ্ + আ = √লিখা; √জান্ + আ = √জানা; √বল্ + আ = √বলা। এইসব ধাতুর ক্রিয়ারূপ : ▷শিক্ষক ছাত্রদের **পড়াচ্ছেন**। তিনি তাঁর ভাইকে দিয়ে চিঠিটা **লেখালেন**। তাকে কথা **বলাবেন**। স্বরান্ত ধাতু : ▷√খা + ওয়া = √খাওয়া (ক্রিয়ারূপ—খাওয়াই, খাওয়াচ্ছে, খাওয়াবে, খাইয়েছিল প্রভৃতি)। √খাওয়া—সাধিত প্রযোজক ধাতু। এইরকম : ▷√গা + ওয়া = √গাওয়া; √দে + ওয়া = √দেওয়া। এইসব ধাতুর ক্রিয়ারূপ : ▷'কত গান তো হল গাওয়া/আর মিছে কেন **গাওয়াও**'—অতুলপ্রসাদ। তিনি রাস্তাটা ঝাঁট **দেওয়াচ্ছেন**। সাধিত প্রযোজক ধাতুর সঙ্গে 'নো'-প্রত্যয় যোগ করলে *ক্রিয়া-বিশেষ্য* পাওয়া যায়। ▷√দেখা + নো = দেখানো; √পড়া + নো = পড়ানো; √খাওয়া + নো = খাওয়ানো। প্রযোজক ধাতু থেকে *যৌগিক ক্রিয়াও* হতে পারে। এরজন্য প্রযোজক ধাতুর সঙ্গে *অসমাপিকা ক্রিয়াপ্রত্যয়* 'ইয়া' কিংবা 'ইতে' যোগ করতে হয়। এবং অন্য একটি ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত হলে প্রযোজক যৌগিক ক্রিয়া হয়। ▷√পড়্ (মূল ধাতু) + আ → √পড়া (প্রযোজক ধাতু) + ইয়া (অসমাপিকা ক্রিয়াপ্রত্যয়) → পড়াইয়া (সাধু রূপ) → পড়িয়ে (চলিত রূপ)। যৌগিক ক্রিয়া : ▷তিনি চিঠিটা **পড়িয়ে নিলেন**। ▷তিনি ছাত্রদের **পড়াতে বসালেন**। ▷√খা + ওয়া = √খাওয়া + ইয়া → খাওয়াইয়া → খাইয়ে। ▷মা শিশুকে **খাইয়ে দিলেন**। ▷√খা + ওয়া = √খাওয়া + ইতে → খাওয়াইতে → খাওয়াতে। ▷মা শিশুকে **খাওয়াতে লাগলেন**। [দ্র. ধাত্ববয়ব প্রত্যয়; সাধিত ধাতু]।

প্রযোজ্য কর্তা : দ্র. প্রকৃত কর্তা।

প্রশংসাবাচক অব্যয় : *মনোভাববাচক অব্যয়ের* [দ্র.] শ্রেণি-বিশেষ। যে-অব্যয় প্রশংসা, তারিফ, অনুমোদন প্রভৃতি ভাব প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়, তা **প্রশংসাবাচক** বা **অনুমোদনসূচক অব্যয়**। ▷**শাবাশ**! দারুণ খেলেছে মোহনবাগান। 'ওহে সুন্দর **মরি মরি**'—রবীন্দ্র। **বলিহারি**, চালিয়ে যাও ভাই। [দ্র. অনন্বয়ী অব্যয়]।

প্রশস্ত উষ্ম ধ্বনি : দ্র. উষ্ম ব্যঞ্জন।

প্রশ্নচিহ্ন : '?'-এই *প্রান্তিক ছেদচিহ্নকে* বলা হয় **প্রশ্নচিহ্ন**। প্রশ্ন করা, জিজ্ঞাসা করা প্রভৃতি

উদ্দেশ্যে যে-*বাক্য* লেখা হয়, তার শেষে দেওয়া হয় এই চিহ্ন। ▷কবে এসেছ? কোথায় যাচ্ছ? ভারতের দীর্ঘতম নদীর নাম কী? তুমি কি আজ খেলা দেখতে যাবে? কোনো বক্তব্য বিষয়ে কিছু সন্দেহ থাকলে বন্ধনীর মধ্যে এই চিহ্ন দেওয়া হয়। ▷তিনি বললেন যে এক বিশিষ্ট ভদ্রলোক (?) ওই কাজে করেছেন। বন্ধনীর মধ্যের প্রশ্নচিহ্ন দিয়ে ভদ্রলোকের ভদ্রতা বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে। [দ্র. ছেদচিহ্ন]।

প্রশ্নবাচক অব্যয় : *মনোভাববাচক অব্যয়ের* [দ্র.] একটি শ্রেণি। কিছু অব্যয় *ক্রিয়ার* সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে অন্বিত না থেকেও ক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। এইরকম যে-অব্যয় ক্রিয়াকে প্রশ্নবাচক করে তোলে তা **প্রশ্নবাচক** বা **প্রশ্নাত্মক অব্যয়**। ▷সে **কি** আসবে? মধু **নাকি** মস্ত লায়েক হয়েছে? রোগ সারবে **তো** এই ওষুধে? [দ্র. অব্যয়; অনন্বয়ী অব্যয়]।

প্রশ্নবাচক বাক্য : দ্র. প্রশ্নসূচক বাক্য।

প্রশ্নবাচক বিশেষণ : দ্র. প্রশ্নাত্মক বিশেষণ।

প্রশ্নবাচক সর্বনাম : *সর্বনামের* শ্রেণি-বিশেষ। প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার জন্য যে-সর্বনাম বাক্যে ব্যবহৃত হয় তা এই শ্রেণির। ▷কে; কারা; কী; কোন; কই; কোথায় প্রভৃতি।

প্রশ্নসূচক বাক্য : অর্থ অনুযায়ী *বাক্যকে* যতগুলি ভাগে ভাগ করা চলে তার একটি। এই ধরনের বাক্যের মাধ্যমে কোনো প্রশ্ন কিংবা জিজ্ঞাসা ব্যক্ত করা হয়। এর অন্য নাম **প্রশ্নসূচক বাক্য** বা **প্রশ্নবাচক বাক্য**। ▷'তুমি কি বেসেছে ভালো?'—রবীন্দ্র। কেমন করে চোর ঘরে ঢুকল? এদের মধ্যে কে তোমার ভাই? কেন তাকে আসতে বারণ করেছ? [দ্র. বাক্য]।

প্রশ্নাত্মক অব্যয় : দ্র. প্রশ্নবাচক অব্যয়।

প্রশ্নাত্মক বিশেষণ : *নাম-বিশেষণের* অন্যতম শ্রেণি। *বিশেষণ* বিষয়ে প্রশ্ন করতে হলে যে-পদ ব্যবহার করতে হয়, তাকেই বলা হয় **প্রশ্নাত্মক বিশেষণ** বা **প্রশ্নবাচক বিশেষণ**। ▷**কেমন** গান শুনলে? এই 'কেমন' শব্দটিতে যে-প্রশ্ন আছে, তার উত্তর হবে কোনো বিশেষণ শব্দ 'ভালো', 'খারাপ' প্রভৃতি। 'কেমন' হল প্রশ্নাত্মক বিশেষণ। [দ্র. নাম-বিশেষণ]।

প্রসারিত অর্থ : অনেকসময়েই *শব্দের* প্রচলিত অর্থ, তার মূল অর্থ থেকে ব্যাপকতর হয়ে যায়, এবং এইরকম অর্থকে বলা হয় **প্রসারিত অর্থ**। ▷বর্ষ-এর মূল অর্থ বর্ষাকাল কিন্তু প্রসারিত অর্থ—বছর। [দ্র. শব্দার্থের প্রসার]।

প্রসারিত ওষ্ঠ্য শীৎকার : দ্র. ওষ্ঠ্য শীৎকার ধ্বনি।

প্রসারিত স্বর : ই, এ, অ্যা, আ এই চারটি স্বরকে বলা হয় **প্রসারিত স্বর** [দ্র. প্রসৃত স্বরধ্বনি]।

প্রসিদ্ধ অর্থ : কোনো *শব্দের* একাধিক অর্থ থাকলে তাদের মধ্যে যে-অর্থটি সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত সেটাই তার **প্রসিদ্ধ অর্থ** কিংবা **প্রচলিত** বা **ব্যাবহারিক অর্থ** বা **অভিধা**। ▷'করী' শব্দের অর্থ—যার হাত আছে। কিন্তু করী বলতে প্রধানত বোঝায়—হাতি। করীর প্রসিদ্ধ অর্থ হাতি। [দ্র. শব্দার্থ]।

প্রসৃত স্বরধ্বনি : *স্বরধ্বনি* উচ্চারণের সময় মুখ দিয়ে বাতাস বেরোয়। এই বাতাস বার হওয়ার যে-পথ, তার আকৃতি বক্তার *ঠোঁটের* অবস্থানের উপর নির্ভর করে। *ঠোঁট* দিয়ে তৈরি বায়ু নির্গমন পথের আকৃতি অনুযায়ী *স্বরধ্বনিকে* কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। তাদেরই একটি শ্রেণি **প্রসৃত স্বরধ্বনি**। এর অন্য নাম **বিস্তারিত স্বরধ্বনি** বা **প্রসারিত স্বর**। ই, এ, অ্যা এবং আ এই শ্রেণির স্বর। উচ্চারণের সময় *ঠোঁট* দুটো দু-দিকে ছড়িয়ে যায় বা বিস্তারিত হয়। প্রসৃত স্বরধ্বনি *সম্মুখ* ও *তালব্য*। [দ্র. স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ; বর্তুল স্বরধ্বনি]।

প্রস্বর : দ্র. শ্বাসাঘাত।

প্রাকৃত : সংস্কৃত ভাষার কঠোর বিধিবিধান থেকে অনেকাংশে মুক্ত, মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষার অন্যতম নিদর্শন **প্রাকৃত ভাষা**। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে এই ভাষার উদ্ভব। প্রাকৃত শব্দটার

তাৎপর্যই হল, "'প্রকৃতির' অর্থাৎ জনগণের ব্যবহৃত ভাষা। শিষ্ট সমাজের 'শুদ্ধ' ভাষা সংস্কৃত—এই নামটির বৈপরীত্যে প্রাকৃত নামটি কল্পিত"।—সুকুমার সেন। প্রথমে মৌখিক ভাষারূপে শুরু হয়ে, পরে প্রাকৃত ভাষার বিশিষ্ট সাহিত্যিক রূপ গড়ে ওঠে। মৌখিক ভাষাকে অনুসরণ করার জন্য প্রাকৃতের মধ্যেও অনেক বৈচিত্র্য ছিল, যেমন শৌরসেনী, পৈশাচী, মাগধী, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতি। বাংলা-সহ আধুনিক ভারতীয় ভাষার অনেকগুলিই প্রাকৃত, বিশেষ করে এর শেষ দিকের রূপ *অবহট্ঠ*, থেকেই তৈরি হয়েছে। প্রাকৃতের কয়েকটি শব্দ :▷অজ্জ (অদ্য); অট্ঠারহ (অষ্টাদশ); আইচ্চ (আদিত্য)। [দ্র. ভাষাবংশ]।

প্রাচীন ভারতীয় আর্য ভাষা : দ্র. ভাষাবংশ।

প্রাণীবাচক সর্বনাম : দ্র. সর্বনাম।

প্রাতিপাক্ষিক অব্যয় : দ্র. প্রতিষেধক অব্যয়।

প্রাতিপদিক : দ্র. প্রকৃতি।

প্রাদি সমাস : দ্র. অব্যয়ীভাব সমাস।

প্রাদুঃ, প্রাদুস্ : সংস্কৃত *অব্যয়* ও *গতি*। দৃষ্টিগোচর হয়েছে—এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। ▷প্রাদুস্ + ভাব = প্রাদুর্ভাব।

প্রান্তিক ছেদচিহ্ন : দ্র. ছেদচিহ্ন।

প্রারম্ভিকতাবোধক যৌগিক ক্রিয়া : দ্র. যৌগিক ক্রিয়া।

প্রার্থনাসূচক বাক্য : অর্থ অনুযায়ী *বাক্যকে* যতগুলি ভাগে ভাগ করা যায় তার একটি **প্রার্থনাসূচক বাক্য**। এই ধরনের বাক্যে প্রার্থনা, চাহিদা প্রভৃতি জানানো হয়। এই ধরনের বাক্যের ক্রিয়াপদে থাকে *অনুজ্ঞা ভাব*। ▷ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। 'অন্ধজনে দেহো আলো'—রবীন্দ্র। 'অন্তর মম বিকশিত করো অন্তরতর হে'—রবীন্দ্র। *ইচ্ছাসূচক বাক্যের* [দ্র.] সঙ্গে এই শ্রেণির বাক্যের সাদৃশ্য আছে, কিন্তু ইচ্ছাসূচক বাক্যের অনুজ্ঞা ভাব হয় না। [দ্র. ইচ্ছাসূচক বাক্য]।

প্রেরণার্থক ধাতু : দ্র. প্রযোজক ধাতু।

প্লুত স্বর : গানে, কান্নায়, আহ্বানে কোনো *স্বরধ্বনিকে* অনেকক্ষণ ধরে টানা উচ্চারণ করে চললে, অর্থাৎ একই স্বরধ্বনিকে অনেকক্ষণ ধরে টানলে যে-*ধ্বনি* হয় তার নাম **প্লুত স্বর**। এই ধরনের স্বর লেখার জন্য কোনো চিহ্ন নেই। সাধারণত *স্বরবর্ণ* কিংবা *স্বরচিহ্নকে* পর পর লিখে প্লুত স্বর বোঝানো হয়। ▷রবিবাবু-উ-উ-উ-উ-উ। আমার মনেতে নাই সু-উ-উ-উ-উ-খ রে। বাঁচা-া-া-া-া-াও। কে-এ-এ-এ-এ।

ফ : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও ফ্-*ধ্বনির* প্রতীক। *প-বর্গের* দ্বিতীয় বর্ণ। ফ্-ধ্বনি *ওষ্ঠ্য*, *স্পর্শ*, *অঘোষ* ও *মহাপ্রাণ*। [দ্র. ব্যঞ্জনধ্বনি]।

ফক্[১] (ফ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। ধাতুর সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'ফ' থাকে। ▷√গুর্ + ফ (ফক্) = গুল্ফ।

ফক্[২] (আয়ন) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। এই *প্রত্যয়ান্ত শব্দের* শেষে 'আয়ন' হয়। প্রত্যয়টির অন্য নাম ষ্ণায়ন। ▷শকট + আয়ন (ফক্) = শাকটায়ন; বাৎস্য + আয়ন (ফক্) = বাৎস্যায়ন; বদরী + আয়ন (ফক্) = বাদরায়ণ। [দ্র. আয়নণ্]।

ফলা : *যুক্তবর্ণের* শেষে ব্যঞ্জন হিসেবে ব, ম, র, য থাকলে তাদের বলা হয় -ফলা। যেমন ব-ফলা, ম-ফলা, র-ফলা, য-ফলা। স্ব-কে বলা হয় 'স-এ ব-ফলা', শ্র—'শ-এ র-ফলা'। জ-ফলা, ন-ফলা, ল-ফলাও যে বলা হয় না, তা নয়, কিন্তু তার প্রচলন কম।

ফি : বাংলায় ব্যবহৃত ফারসি *উপসর্গ*। প্রতি, প্রত্যেক প্রভৃতি অর্থে এই উপসর্গ প্রয়োগ করা হয়। **ফি**-মাস (প্রতি মাস); **ফি**-বছর (প্রতি বছর); 'নৌকা **ফি**-সন ডুবিছে ভীষণ'—দ্বিজেন্দ্রলাল।

ব^{১} : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও ব্‌-*ধ্বনির* প্রতীক। *প-বর্গের* তৃতীয় বর্ণ। বাংলা *বর্ণমালায়* দুটি ব-বর্ণ থাকত। প-বর্গের তৃতীয় বর্ণ যে ব তা হল বর্গীয়-ব। বর্ণমালায় ল-এর পরের বর্ণও 'ব'। এর নাম অন্তঃস্থ-ব। বাংলা উচ্চারণে এই দুই ব-এর কোনো পার্থক্য নেই। তাই এখন একটাই 'ব' বিবেচিত হয় এবং সেটি বর্গীয়। বর্গীয় ব্‌-ধ্বনি *ওষ্ঠ্য, স্পর্শ, ঘোষ* ও *অল্পপ্রাণ*। অন্তঃস্থ-ব হিন্দি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষায় আছে। তৎসম শব্দের বানানে 'ব', অন্তঃস্থ না বর্গীয় তা জানার দরকার হয়। যেমন কিংবা, সংবর্ধনা ঠিক এবং কিম্বা, সম্বর্ধনা ভুল। আবার সম্বন্ধ হবে, সংবন্ধ নয়। কিংবা, সংবর্ধনা প্রভৃতি শব্দের ব অন্তঃস্থ। সম্বন্ধে-র ব বর্গীয়। এখনকার বাংলা অভিধানে এই *তৎসম শব্দের* বানানগুলির ব কোন শ্রেণির তা চিহ্নিত করা থাকে। অবশ্য বাংলা ভাষার সাধারণ পাঠককে ব-এর বর্গ নিয়ে ভাবতে হয় না। [দ্র. ব-ফলা]।

ব^{২} : বাংলায় ব্যবহৃত ফারসি *উপসর্গ*। সঙ্গে কিংবা সহিত অর্থে : ▷**বমাল**। পরিবর্তে অর্থে : ▷**বকলম**।

ব^{৩} : দ্র. কন্‌; ব^{৪}; ব^{৫}; বন্‌^{১}।

ব^{৪} (ব) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে এর সবটাই থাকে। ▷√গৃ + ব + আ (টাপ্‌) = গ্রীবা; √শৃ + ব = শর্ব।

ব^{৫} (ব) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে এর সবটাই থাকে। ▷অর্ণস্‌ + ব = অর্ণব [স্‌ লোপ]; বল + ব + আ (টাপ্‌) = বড়বা [*আদেশে* 'ড়']; শম্‌ + ব = শম্ব।

বঙ্গালী : দ্র. উপভাষা।

বচন : বাক্যস্থিত কোনো *পদ* যা কোনো ব্যক্তি, প্রাণী, বস্তু প্রভৃতিকে বোঝাচ্ছে তার সংখ্যা এক না তার থেকে বেশি—এই খবরটি জানানোর বিষয়ই হল **বচন**। বাংলায় বচন দু-রকম, *একবচন* [দ্র.] ও *বহুবচন* [দ্র.]। ▷একবচন : **বইটা** পড়ে ভালো লাগল। একজন **লোক** আমাকে **এটা** দিলেন। ▷বহুবচন : **ছেলেরা** খেলা করছে। **একদল লোক** এসে পড়ল। **আমরা** সবাই যাব।

বৎ : দ্র. বতিচ্‌; বতুপ্‌।

বতিচ্‌ (বৎ) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'ই', 'চ্‌' বাদ যায়, 'বৎ' থাকে। তুলনা, সাদৃশ্য, সমান প্রভৃতি বোঝানোর জন্য এই *প্রত্যয়* ব্যবহার করা হয়। ▷যন্ত্র + বৎ (বতিচ্‌) = যন্ত্রবৎ; দেব + বৎ (বতিচ্‌) = দেববৎ; আত্মন্‌ + বৎ (বতিচ্‌) = আত্মবৎ; তদ্‌ + বৎ (বতিচ্‌) = তদ্বৎ, তদ্‌বৎ; মাতৃ + বৎ (বতিচ্‌) = মাতৃবৎ।

বতুপ্‌ (বৎ) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'উ', 'প' বাদ যায়, 'বৎ' থাকে। প্রধানত 'আছে'-অর্থে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। ▷ভগ + বৎ (বতুপ্‌) = ভগবৎ। বাংলায় 'ভগবৎ'-রূপ সরাসরি ব্যবহৃত হয় না। সংস্কৃত শব্দরূপ অনুযায়ী শব্দটির *প্রথমার একবচনের* রূপটিই বাংলায় চলে, যেমন ভগবান্‌। ▷অংস + বৎ (বতুপ্‌) = অংসবৎ → অংসবান্‌; ধন + বৎ (বতুপ্‌) = ধনবৎ → ধনবান্‌। বাংলা ব্যবহারে শেষের *হস্‌চিহ্ন* দেওয়ার দরকার হয় না। ভগবান, অংসবান, ধনবান, রূপবান, গুণবান লিখলেই হয়। অন্য প্রত্যয় যোগ করার সময় (যেমন *স্ত্রী-প্রত্যয়*) এবং অনেকসময়েই সমাসবদ্ধ শব্দ তৈরি করার জন্য বৎ-অন্ত রূপগুলির প্রয়োজন হয়। ▷ভগবান্‌ ← ভগবৎ + ঈ = ভগবতী। এইরকম : ▷ধনবতী, গুণবতী, রূপবতী, পুত্রবতী। সমাসেও 'বৎ-অন্ত' রূপ থাকে। ▷ভগবৎ + চিন্তা = ভগবচ্চিন্তা; ভগবদ্ভাবনা। [দ্র. মতুপ্‌]।

বন্‌^{১} (ব) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্‌' বাদ যায়, 'ব' থাকে। ▷√উল্‌ + ব (বন্‌) = উল্ব; √ই + ব (বন্‌) = এব; √বী + ব (বন্‌) = বিম্ব; √শো + ব (বন্‌) = শিব।

বন্‌^{২} : দ্র. ক্বনিপ্‌।

বন্‌চ (অচ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ব্‌', 'ন্‌' বাদ যায়, 'অচ' থাকে। ▷কু + অচ (বন্‌চ) = কবচ।

বনিপ্ (অন্) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ই', 'প্' বাদ যায়, 'বন্' থাকে। ▷অথ- √ঋ + অন্ (বনিপ্) = অথর্বন্ → অথর্ব; গো- √দা + অন্ (বনিপ্) + ঈ (ঙীপ্) = গোদাবরী; √পৃ + অন্ (বনিপ্) = পর্বন্ → পর্ব।

বন্ত, মন্ত : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। আছে অর্থে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার। ▷প্রাণ + বন্ত = প্রাণবন্ত; যশস্ + বন্ত = যশোবন্ত। একই অর্থে 'মন্ত' প্রত্যয়টিও হয়। ▷পয় + মন্ত = পয়মন্ত; বুদ্ধি + মন্ত = বুদ্ধিমন্ত।

বন্ধনী; ব্র্যাকেট : (,), {,}, [,] প্রভৃতি চিহ্নকে বলা হয় **বন্ধনী** বা **ব্র্যাকেট**। গণিতের ক্ষেত্রে বন্ধনীর প্রয়োগে নির্দিষ্ট নিয়ম আছে। ভাষায় সে-রকম নেই। থাকাটা সম্ভবও নয়। তবে বন্ধনী ব্যবহারের কয়েকটি ক্ষেত্রকে চিহ্নিত করা যায়। বক্তব্যের মধ্যে সরাসরি আসে না, কিন্তু থাকার প্রয়োজন ছিল এইরকম বিষয় সাধারণত বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়। রচনার পক্ষে কোনো প্রাসঙ্গিক খবর কিংবা মন্তব্যও বন্ধনীতে দেওয়ার রীতি আছে। ▷'হৃদয় আমার ওই বুঝি তোর বৈশাখী ঝড় আসে (রচনা : জ্যৈষ্ঠ ১৩২৯) গানের এই অভিনয় ১৩৩৭ ফাল্গুনে নবীন-এর অনুষ্ঠানপত্রে মুদ্রিত হয়।' 'কলিকাতা-নগরী বঙ্গদেশের (এবং ১৯১২ সালের শেষ পর্যন্ত সমগ্র ভারতের) রাজরানী থাকায়,...'। 'রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮৮-১৯৬১) লিখেছেন...।'

ব-ফলা : *যুক্তবর্ণের* শেষে 'ব' থাকলে তাকে বলা হয় **ব-ফলা**। ▷ত্ব; ক্ব; দ্ব; ন্ব; স্ব। ব-ফলার পর আর কোনো *ব্যঞ্জনবর্ণ* যুক্ত হয় না, কেবল *স্বরবর্ণ* অর্থাৎ *স্বরচিহ্ন* হতে পারে। ▷দ্বি; স্বী; দ্বা; ত্বা; স্বু। বাংলায় ব-ফলার 'ব' তিনরকমভাবে উচ্চারিত হতে পারে। শব্দের প্রথমে থাকলে 'ব'-এর উচ্চারণ হয় না। ▷ত্বক—তক্; দ্বেষ—দেশ্; স্বীকার—শিকার্; দ্বন্দ্ব—দন্দো; জ্বলন্ত—জলোন্তো। শব্দের মধ্যের ব-ফলার 'ব' কখনো উচ্চারিত হয়, আবার কখনো তা না হয়ে আগের ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয়। উচ্চারিত 'ব' : ▷উদ্বাস্তু—উদ্‌বাস্‌তু; অম্বু—অম্‌বু; উদ্বোধন— উদ্‌বোধন্। অনুচ্চারিত 'ব' কিন্তু *ব্যঞ্জনধ্বনির* দ্বিত্ব : ▷বিদ্বান—বিদ্‌দান্; পক্ব—পক্‌কো; দ্বিত্ব—দিত্‌তো; মহত্ত্ব—মহোত্‌তো। এই গোলমাল এড়ানোর জন্য শব্দমধ্যের ব-ফলায় 'ব'-এর উচ্চারণ যেখানে আছে তাকে ভেঙে লেখাই সংগত। ▷উদ্‌বাস্তু; উদ্‌বেগ; উদ্‌বাহু; উদ্‌বোধন; সদ্‌বংশ।

বর : দ্র. ক্বরপ্; বরচ্; ষ্বরচ্।

বরচ্ (বর) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'বর' থাকে। ▷√ঈশ্ + বর (বরচ্) = ঈশ্বর; √চত্ + বর (বরচ্) = চত্বর; √ভাস্ + বর (বরচ্) = ভাস্বর; √যাযায (√যা + য (ঘঙ্) + বর (বরচ্) = যাযাবর; √স্থা + বর (বরচ্) = স্থাবর।

বরেন্দ্রী : দ্র. উপভাষা।

বর্গ : বাংলা *বর্ণমালার ব্যঞ্জনবর্ণগুলির* প্রথম পঁচিশটি *বর্ণকে* তাদের *উচ্চারণস্থান* অনুযায়ী পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়। প্রতিটি ভাগকে বলা হয় **বর্গ**। প্রতি বর্গের প্রথম বর্ণের নাম অনুযায়ী বর্গগুলির নামকরণ হয়েছে। ▷*ক-বর্গ* : ক, খ, গ, ঘ, ঙ। ▷*চ-বর্গ* : চ, ছ, জ, ঝ, ঞ। ▷*ট-বর্গ* : ট, ঠ, ড, (ড়), ঢ (ঢ়), ণ। ▷*ত-বর্গ* : ত, থ, দ, ধ, ন। ▷*প-বর্গ* : প, ফ, ব, ভ, ম। বর্গের মধ্যে বর্ণগুলির ক্রমও যথেষ্ট বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। প্রতি বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণের ধ্বনি *ঘোষ ধ্বনি*। প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের ধ্বনি *অঘোষ*। প্রতি বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের ধ্বনি *অল্পপ্রাণ*। দ্বিতীয় ও চতুর্থ *মহাপ্রাণ*। প্রতি বর্গের পঞ্চম বর্ণের ধ্বনি *নাসিক্য ধ্বনি*। [দ্র. উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]।

বর্গীয়-জ : *চ-বর্গের* তৃতীয় *বর্ণ* 'জ'-কে বলা হয় **বর্গীয়-জ**। কারণ এটি *বর্গের* অন্তর্ভুক্ত। অন্য 'য'-কে বলা হয় অন্তঃস্থ-য। সংস্কৃত নিয়মে 'জ'-এর উচ্চারণ 'জ', য-এর উচ্চারণ 'ইয়'। বাংলা উচ্চারণে এই দুই-জয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

বর্গীয়-ব : *প-বর্গের* তৃতীয় বর্ণ 'ব'-কে বলা হয় **বর্গীয়-ব**। বাংলায় এই বর্ণ 'ব্'-ধ্বনির প্রতীক।

অন্য যে ‘ব’-আছে, যাকে বলা হয় অন্তঃস্থ-ব, বাংলায় তাকে আর আলাদা করে দেখানো হয় না। তাই অন্তঃস্থ অথবা বর্গীয়-বকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কোনো দরকার বাংলায় নেই। (সংস্কৃত কিংবা হিন্দিতে ব-বর্ণের মাঝে একটা দাগ থাকলে তা বর্গীয়-ব, যার উচ্চারণ ‘ব’। অন্য ‘ব’-এর উচ্চারণ খানিকটা ‘ওয়া’র মতো। বাংলা অন্তঃস্থ ব-এর উচ্চারণ যদি কখনো হয় তবে তা ‘ওয়’ হতে পারে)। বাংলায় ব্যবহৃত তৎসম শব্দে সংস্কৃত নিয়ম অনুসারে বর্গীয়-ব-এর উদাহরণ : ▹**বকুল, বণিক, বাহু, বিন্দু, বুদ্ধি, ব্রহ্ম।** অন্তঃস্থ-ব-এর উদাহরণ : ▹**বংশী, বক্ষ, বজ্র, বধূ, বাস, বিজয়, বিদ্যুৎ, বিষ, ব্রজ, ব্যগ্র।**

বর্ণ : কোনো ভাষার *ধ্বনিগুলিকে* লেখার জন্য যে-প্রতীক ব্যবহৃত হয় তাদের বলা হয় **বর্ণ**। বাংলায় **অ, ক, ম, চ, জ, ন, র, ঈ** প্রভৃতি এক-একটি বর্ণ। কোনো ভাষার বর্ণগুলি নির্দিষ্টক্রমে সাজানো থাকে এবং এইভাবে সাজানো বর্ণগুলির সমষ্টিকে বলা হয় *বর্ণমালা*। ধ্বনি প্রধানত দু-রকম—*স্বরধ্বনি* ও *ব্যঞ্জনধ্বনি*। এই কারণে এদের লিখিত প্রতীকও দুই শ্রেণির—*স্বরবর্ণ* ও *ব্যঞ্জনবর্ণ*। এ ছাড়া একাধিক বর্ণ মিলে তৈরি হয় *যুক্তবর্ণ*। ▹ক্ত; ম্র; স্ত্রী; স্প্র। (*যুক্তাক্ষর* শব্দটিও যুক্তবর্ণ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এখন *অক্ষর* ও *বর্ণের* পার্থক্য সুনির্ধারিত। অক্ষর কিংবা দল বলতে বোঝায় ইংরেজি সিলেব্‌ল। তাই দুই কিংবা তার বেশি বর্ণের যুক্ত রূপকে যুক্তবর্ণ বলাই ভালো)। [দ্র. ধ্বন্যাগম]।

বর্ণদ্বিত্ব : অর্থের গুরুত্ব অনুযায়ী কিছু *শব্দের* কোনো *ধ্বনির* উচ্চারণে দ্বিত্ব হয়, আর সেই কারণেই তাদের বানানে দ্বিত্ববর্ণ আসে। একেই বলা হয় **বর্ণদ্বিত্ব**। ▹সকাল → সক্কাল; একেবারে → এক্কেবারে; মুলুক → মুল্লুক; সবাই → সব্বাই; বড়ো → বড্ড; পাকা → পাক্কা; ছোটো → ছোট্ট। [দ্র. ধ্বন্যাগম]।

বর্ণবাচক বিশেষণ : *নাম-বিশেষণের* শ্রেণি-বিশেষ। এই শ্রেণির *বিশেষণ* থেকে বিশেষিত পদের রং বা বর্ণের বিষয়ে জানা যায়। ▹**নীল** আকাশ। **সোনালি** ফসল। ‘**কালো** হরিণ চোখ’—রবীন্দ্র। **পিঙ্গল** জটাজাল।

বর্ণ বিকার : দ্র. ধ্বনি বিকার।

বর্ণ বিপর্যয় : দ্র. ধ্বনি বিপর্যয়।

বর্ণ বিশ্লেষণ : একটি *শব্দের* লিখিত রূপ যে-বর্ণগুলির প্রয়োজন হয়, ও শব্দটির উচ্চারণে যে-*ধ্বনিগুলি* থাকে তাদের পৃথকভাবে বর্ণে লেখাকে বলে **বর্ণ বিশ্লেষণ**। বাংলায় *যুক্তবর্ণ*, *স্বরচিহ্ন* ও *ব্যঞ্জনবর্ণের* মধ্যে *নিহিত অ* থাকার জন্য বর্ণ বিশ্লেষণ বিশেষ প্রয়োজনীয়। ‘বর্ণ’ শব্দটিকে বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যায় ব্ + অ + র্ + ণ্ + অ। লক্ষণীয়, বর্ণ শব্দটি যেভাবে লেখা হয় তাতে ‘অ’ নেই, ‘র্’ আছে *‘রেফের’* চেহারায়। এইরকম : ▹বিশ্লেষণ → ব্ + ই + শ্ + ল্ + এ + ষ্ + অ + ণ্ + (অ)। এই শেষের ‘অ’-কে বন্ধনীভুক্ত করার অর্থ বাংলা উচ্চারণে শব্দটি ব্যঞ্জনান্ত, ‘অ’-এর উচ্চারণ নেই। কিন্তু বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস কিংবা *সন্ধির* সময়ে এই ‘অ’-এর প্রয়োজন হয়। ▹কাঁসা → ক্ + আ + ঁ + স্ + আ; কৃষ্ণ → ক্ + ঋ + ষ্ + ণ্ + অ; অপিনিহিতি → অ + প্ + ই + ন্ + ই + হ্ + ই + ত + ই; অপরাহ্ণ → অ + প্ + অ + র্ + আ + হ্ + ণ + অ; প্রয়োজন → প্ + র্ + অ + য়্ + ও + জ্ + অ + ন্ + (অ)।

বর্ণমালা : কোনো ভাষাকে লিখতে গেলে যে-*বর্ণগুলি* লাগে তাদের নির্দিষ্টক্রমে সাজানো তালিকাকে বলা হয় **বর্ণমালা**। বাংলা বর্ণমালার দুই ভাগ—*স্বরবর্ণ* ও *ব্যঞ্জনবর্ণ*। স্বরবর্ণে আছে : ▹**অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ**। আগে ঌ (লি) এবং দীর্ঘ-ৠ স্বরবর্ণের মধ্যে ছিল, কিন্তু ব্যবহার না থাকায় তা বর্জিত হয়েছে। ব্যঞ্জনবর্ণে আছে : ▹**ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ড়, ঢ, ঢ়, ণ, ত (ৎ), দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, য়, র, ল, ব, শ, ষ,**

স, হ। এ ছাড়া আছে ং, ঃ, ঁ। এতদিন এদের ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে রাখা হয়েছে। কিন্তু এরা ব্যঞ্জনবর্ণ নয়। বিসর্গ *আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণ*। ঁ অনুনাসিকতার চিহ্ন। ং-এর উচ্চারণ 'ঙ্'-এর মতো। ব্যঞ্জনবর্ণের এই যে ক্রম তা যে খুব সুস্থিত একথা বলা চলে না। কারণ *বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে* এই ক্রম অনেকদিন থেকেই মানা হয় না। 'ল' ও 'শ'-এর মধ্যে যে-অন্তঃস্থ 'ব', তাকেও বর্গীয় 'ব'-এর থেকে এখন আর পৃথক করা হয় না। [দ্র. বর্ণানুক্রম]।

বর্ণ লোপ : দ্র. ধ্বনি লোপ।

বর্ণাগম : দ্র. ধ্বন্যাগম।

বর্ণানুক্রম : *বর্ণমালায়* বর্ণগুলিকে যে-ক্রম বা পরম্পরায় সাজানো হয় তাকেই বলা উচিত **বর্ণানুক্রম**। যেমন, 'অ'-এর পরে 'আ' তার পর 'ই' ইত্যাদি। তবে বাংলা বর্ণমালার যে-বর্ণানুক্রম, অভিধানে শব্দ সাজানো সেভাবে হয় না। অভিধানের বর্ণানুক্রম যে সর্বক্ষেত্রে একইরকম তা নয়, তবে বেশির ভাগ অভিধানে এখন যেভাবে শব্দ সাজানো থাকে তার বর্ণানুক্রম—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ ঐ, ও, ঔ, ং, ঃ,ঁ, ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ড়, ঢ, ঢ়, ণ, ত (ৎ), থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, য়, র, ল, শ, ষ, স, হ। বর্গীয়-ব এবং অন্তঃস্থ-ব পৃথক করা হয় না। ত, ৎ-কে একই বর্ণ হিসেবে ধরা হয়। হস্-চিহ্ন কোনো *বর্ণ* নয়। তাই বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসে এই চিহ্নটি গ্রাহ্য নয়। ড়, ঢ়, য় যথাক্রমে ড, ঢ এবং য-এর পরে আসে।

বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস : অভিধান, নির্দেশিকা, বই-এর তথ্যপঞ্জি ইত্যাদিতে বর্ণানুক্রমে *শব্দ* সাজানোকে বলা হয় **বর্ণানুক্রমিক বিন্যাস**। বাংলা বর্ণানুক্রমিক বিন্যাসের সময় প্রথমে *বর্ণ বিশ্লেষণ* [দ্র.] করে নিতে হয়। বহমান, প্রকীর্ণ, মামলা, অমল, অম্ল, কুমুদ, অগ্রবর্তী, অঘ্ন, কাঁসা, কানা, নৌকো, পেনসিল, লোহা প্রভৃতি শব্দকে বর্ণানুক্রমে সাজালে তাদের ক্রম হবে— অগ্রবর্তী, অঘ্ন, অমল, অম্ল, কাঁসা, কানা, কুমুদ, নৌকো, পেনসিল, প্রকীর্ণ, বহমান, মামলা, লোহা।

বর্তমান কাল : *সমাপিকা ক্রিয়ার* যে-রূপে ক্রিয়াটির সংঘটন হচ্ছে, কিংবা হয় কিংবা হয়ে থাকে— এইরকম বোঝায় তাহলে তার সাধারণ নাম **বর্তমান কাল**। *নির্দেশক* ও *অনুজ্ঞা*—ক্রিয়ার এই দু-রকম ভাবেই বর্তমান কালের ব্যবহার হয়। নির্দেশক ভাবে বর্তমান কাল তিনরকম। ১. *সামান্য* বা *নিত্য* বা *সাধারণ বর্তমান কাল*। এই কাল *মৌলিক*। *ধাতুর* সঙ্গে *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি* যোগ করলেই কালরূপটি পাওয়া যায়। ▷আমি **খেলি** (√খেল্ + ই)। আমরা **যাই** (√যা + ই)। তুমি **যাও** (√যা + ও)। তোমরা **বল** (√বল্ + অ)। তুই **খেলিস** (√খেল্ + ইস)। তিনি **জানেন** (√জান্ + এন)। সে **শোনে** (√শোন্ (শুন্) +এ)। তিনি **লেখেন** (√লিখ্ (লেখ্) + এন) ২. *ঘটমান বর্তমান কাল*। এই কাল *যৌগিক*। ধাতু + *অসমাপিকা ক্রিয়াপ্রত্যয় ইতে* + √আছ্ + *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি* যোগ করলে কালরূপটি পাওয়া যায়। ঘটনাটি এখন ঘটছে, ক্রিয়াপদটি এই ভাব প্রকাশ করে। ▷আমি **বলিতেছি** (√বল্ + ইতে + √আছ্ + ই) → **বলছি**। তিনি **বলিতেছেন** (√বল্ + ইতে + √আছ্ + এন) → **বলছেন**। ৩. *পুরাঘটিত বর্তমান কাল*। এই কাল *যৌগিক*। ঘটনাটি একটু আগেই ঘটেছে—ক্রিয়ার এই ভাব বোঝানোর জন্য এই কালরূপের ব্যবহার। ধাতু + অসমাপিকা ক্রিয়াপ্রত্যয় *ইয়া* + √আছ্ + পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করে এই কালরূপ হয়। ▷আমি **বলিয়াছি** (√বল্ + ইয়া + √আছ্ + ই) → **বলেছি**। তিনি **বলিয়াছেন** (√বল্ + ইয়া + √আছ্ + এন) → **বলেছেন**।

বর্তমান কালে *অনুজ্ঞা ভাব* কেবল *মধ্যম* ও *প্রথমপুরুষে* হয়। ▷সে **বলুক** (√বল্ + উক)। আপনি **শুনুন** (√শোন্ + উন)। তুমি **বলো** (√বল্ + ও)।

এ ছাড়া বর্তমান কালের আরও কয়েকটি রূপ দেখা যায়। ১. *নিত্যবৃত্ত সাধারণ বর্তমান কাল*। এটি একইসঙ্গে *যৌগিক ক্রিয়া* ও *যৌগিক কাল*। ▷সে **বলিয়া থাকে** → **বলে থাকে**। তিনি

করিয়া থাকেন → করে থাকেন। ২. *নিত্যবৃত্ত ঘটমান বর্তমান কাল*। এটিও যৌগিক ক্রিয়া ও যৌগিক কাল। ▷বালকটি চিৎকার করিয়া **পড়িতে থাকে → পড়তে থাকে**। সে মনে মনে **জ্বলিতে থাকে → জ্বলতে থাকে**। এই দুটিকে বিশেষ ধরনের বর্তমান কাল বলে গণ্য করা হয়। [দ্র. মৌলিক কাল; যৌগিক কাল]।

বর্তমান কালে অতীত কালের ব্যবহার : দ্র. সাধারণ অতীত কাল।

বর্তুল ওষ্ঠ্য শীৎকার : দ্র. ওষ্ঠ্য শীৎকার ধ্বনি।

বর্তুল স্বরধ্বনি : যেসব স্বরধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁট দুটির মধ্যের ফাঁক গোল বা বর্তুলাকৃতি হয়, তাদের বলা হয় **বর্তুল** বা **কুঞ্চিত স্বরধ্বনি**। উ, ও, অ—এই তিনটি স্বরধ্বনি এই শ্রেণির। বর্তুল স্বরধ্বনিগুলি *পশ্চাৎ* ও *কণ্ঠ্য স্বরধ্বনি*ও বটে। [দ্র. স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ; প্রসৃত স্বরধ্বনি]।

বল১ : দ্র. শ্বাসাঘাত।

বল২ : দ্র. ড্বলচ্; বলচ্১; বলচ্২।

বলচ্১ (বল) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'বল' থাকে। ▷কৃষি + বল (বলচ্) = কৃষীবল; দন্ত + বল (বলচ্) = দন্তাবল।

বলচ্২ (বল) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'বল' থাকে। ▷√পল্ + বল (বলচ্) = পল্বল।

ব-শ্রুতি : দ্র. অন্তঃস্থ-ব শ্রুতি।

বস্ : দ্র. ক্বসু।

বস্তুবাচক বিশেষ্য : কোনো বস্তুর সাধারণ নামকেই বলা হয় **বস্তুবাচক বিশেষ্য**। ▷জল; আকাশ; রসগোল্লা; পালঙ্ক; জুতো; পাহাড়; সমুদ্র; পেনসিল। [দ্র. বিশেষ্য]।

বহিঃ : সংস্কৃত *অব্যয়* ও *গতি*। 'বাইরের' অর্থে এই অব্যয় ও গতিটি *শব্দের* আগে বসে। ▷**বহির্জগৎ** (বহিঃ + জগৎ); **বহিরঙ্গ** (বহিঃ + অঙ্গ); **বহিষ্কার** (বহিঃ + কার); **বহির্দ্বার** (বহিঃ + দ্বার); **বহির্বাণিজ্য** (বহিঃ + বাণিজ্য); **বহির্ভারত** (বহিঃ + ভারত)।

বহুক্রিয়ার কর্তা : একই *বাক্যে* একটি *কর্তাপদ* একাধিক *ক্রিয়ার* সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে বলা হয় **বহুক্রিয়ার কর্তা**। ▷**সে দোকান করবে, বাজার করবে, রান্না করবে** আবার কাপড়ও **কাচবে?** **"ভর্ৎসিয়া গর্জিয়া উঠি কহিলা ব্রাহ্মণ,** 'আমি তোর রক্ষাকর্তা!'"—রবীন্দ্র। [দ্র. কর্তৃকারক]।

বহুবচন : কোনো কিছু একটির বেশি হলে তার **বহুবচন** হয়। ▷বালকেরা; তিনজন লোক; একগাদা মাছ; কর্মচারীবৃন্দ। বহুবচন বোঝানোর জন্য বাংলায় কয়েকটি রীতি আছে। **১.** *সংখ্যাবাচক শব্দ* ব্যবহার করে : ▷দশটা গাড়ি; পাঁচ বস্তা চাল। লক্ষণীয়, মূল শব্দটির *একবচনের* রূপই থাকছে। 'দশটা গাড়িগুলি'—এইরকম হয় না। **২.** *বহুবচনজ্ঞাপক প্রত্যয়* [দ্র.] যোগে : ▷বালকেরা; ফুলগুলি; রাজারা। **৩.** *সমষ্টিবাচক শব্দ* যোগ করে : ▷শিক্ষকবৃন্দ; অলিকুল; রচনাবলি; পর্বতশ্রেণি; বৃক্ষরাজি; খেলোয়ারগণ। **৪.** দ্বিরুক্তি দ্বারা [দ্র.] : ▷জনে জনে; বাড়ি বাড়ি; লাল লাল ফুল; বড়ো বড়ো গাছ; ছোটো ছোটো ছেলে। এইভাবে বহুবচন হলে তাকে **নির্ধারক বহুবচন** বলে। অন্যদিকে গুলি, গুলো প্রত্যয় যোগ করে হলে তাকে বলা হয় **নির্দেশক বহুবচন**।

বহুবচনজ্ঞাপক প্রত্যয় : *বহুবচন* বোঝানোর জন্য *শব্দের* সঙ্গে যে-*প্রত্যয়* ব্যবহার করা হয়, তাকেই **বহুবচনজ্ঞাপক প্রত্যয়** বলা চলে। ▷*রা*; *এরা*; *দিগ*; *দিগে*; *দের*; *গুলা*; *গুলি*; *গুলো* এই শ্রেণির প্রত্যয়। ▷বালকেরা; রাজাদের; তাহাদের; তাদের। **গুলি, গুলা, গুলো** যোগ করে যে বহুবচন হয় তাদের বলে **নির্দেশক বহুবচন**।

বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ : গণ, সকল, বৃন্দ, নিচয়, আবলি প্রভৃতি সমষ্টিবাচক শব্দ যোগ করে *বহুবচন* বোঝানো যায়। এইজন্য এদের বলা হয় **বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ** বা **সমষ্টিবাচক শব্দ**। ব্যবহারের

ক্ষেত্র অনুযায়ী এই শব্দগুলির কয়েকটি শ্রেণি নির্দেশ করা চলে। ১. অপ্রাণীবাচক : আবলি; চয়; দাম; নিকর; নিচয়; মণ্ডল; মালা; রাজি। ▷পর্বতাবলি; পদাবলি; পুষ্পদাম; নক্ষত্রনিকর; তারামণ্ডল; পর্বতমালা; রত্নরাজি; ধনরাশি। ২. প্রাণীবাচক : কুল; গণ; জন; মণ্ডলী; বর্গ; বৃন্দ; পাল; দঙ্গাল; সভা; মহল। ▷প্রাণীকুল; জনগণ; পণ্ডিতজন; বুধমণ্ডলী; নেতৃবর্গ; সভ্যবৃন্দ; পণ্ডিতসভা; মহিলামহল; পণ্ডিতমহল। ৩. সাধারণ : গ্রাম; সব; সকল; সমুচয়; সমূহ। ▷গুণগ্রাম; পাখিসব; যতসব; এইসকল; শিশুসকল; দ্রব্যসমুচয়; বালুকাসমূহ।

বহুব্রীহি সমাস : *সমাসের* শ্রেণি-বিশেষ। যে-সমাসবন্ধ পদের অর্থ *সমস্যমান* পদগুলির কোনোটাকেই না বুঝিয়ে অন্য কিছুকে বোঝায় তাকে **বহুব্রীহি সমাস** বলে। বীণাপাণি—এই সমাসবন্ধ শব্দটিতে আছে 'বীণা' আর 'পাণি'। কিন্তু বীণাপাণি শব্দে এ-দুটির কোনোটিকেই বোঝায় না। বীণাপাণি অর্থ সরস্বতী। *ব্যাসবাক্য*—বীণা পাণিতে যার। বীণাপাণি বহুব্রীহি সমাস। এই সমাস সাধারণভাবে বিশেষণ। ▷পীতাম্বর (পীত অম্বর যার); বিশালাক্ষ (বিশাল অক্ষি যার); চন্দ্রশেখর (চন্দ্র যার শেখর); দুর্বুদ্ধি (দুঃ অর্থাৎ খারাপ বুদ্ধি যার); কানকাটা (কান কাটা যার)। বহুব্রীহি সমাসের কয়েকটি শ্রেণি আছে। ১. *ব্যধিকরণ বহুব্রীহি* [দ্র.] : ▷শূলপাণি; বজ্রদেহ। ২. *সমানাধিকরণ বহুব্রীহি* [দ্র.] : ▷পীতাম্বর; রক্তনেত্র। ৩. *ব্যতিহার বহুব্রীহি* [দ্র.] : ▷নখানখি; কানাকানি। ৪. *মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি* [দ্র.] : ▷পাঁচহাতি; দশবছুরে। ৫. *নঞর্থক বহুব্রীহি* [দ্র.] : ▷বেতার; বিপত্নীক; বেহায়া। ৬. *সহার্থক বহুব্রীহি* [দ্র.] : ▷সাবধান; সবেগ; সপুত্র। ৭. *সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি* [দ্র.] : ▷পঞ্চানন; ত্রিলোচন; দোনলা। ৮. অলুক্ *সমাসেও* বহুব্রীহি হতে পারে : ▷গায়ে হলুদ; মুখেমধু [দ্র. অলুক বহুব্রীহি সমাস]।

বহুভাষিত ণিজন্ত ক্রিয়া : দ্র. ণিজন্ত ক্রিয়া।

বাংলা উপসর্গ : *আ, অনা, কু, না, নি, পাতি, পাত, বি, হা, ভর* প্রভৃতি *উপসর্গ* সংস্কৃত কিংবা বিদেশি উপসর্গ নয়, বাংলা উপসর্গ। ▷**আকাম** (খারাপ কাজ); **অনামুখো** (যার মুখদর্শন অশুভ); **নাপাত্তা** (নিরুদ্দেশ); **নিনাই** (যার নৌকো নেই); **পাতিহাঁস** (ছোটো হাঁস); **পাতকুয়ো** (ছোটো কুয়ো); **ভরপেট** (পেট ভরতি করে); **হাঘরে** (গৃহহীন); বিজোড়; বিভুঁই। [দ্র. উপসর্গ]।

বাংলা কৃৎপ্রত্যয় : *ধাতুর* সঙ্গে যেসব *প্রত্যয়* যোগ করে শব্দ তৈরি হয়, তাদের সংস্কৃত নাম *কৃৎপ্রত্যয়*। বাংলায় ব্যবহৃত সংস্কৃত শব্দে অর্থাৎ তৎসম *শব্দের* অনেকগুলিই কৃৎ-প্রত্যয়ান্ত বা কৃদন্ত। বাংলার অনেক ধাতু ও তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে শব্দ তৈরি করে এমন অনেক প্রত্যয় আছে যা বাংলার নিজস্ব। এদের ধাতুপ্রত্যয় বলা চলে। ▷*অ, অন; অনা; অনী; অনি; অন্ত; অত; অতি; তি; আ; আই; আইত; আত; আও; আন; আন; আন; না; আনি; ই; ইতে; ইব্; ইবা; ইয়া; ইয়ে; ইলে; উনি; উনি; উয়া;* উক; ক; *কা; টা; ড়া; রা; তা* প্রভৃতি বাংলা ধাতুপ্রত্যয়ের উদাহরণ। ▷√মিশ্ + উক = মিশুক; √বাঁধ্ + আই = বাঁধাই; √নাচ্ + উনি = নাচুনি। (যথাস্থানে এই প্রত্যয়গুলির বিবরণ দেওয়া আছে)। [দ্র. ধাতুপ্রত্যয়]।

বাংলা ধাতু : দ্র. মৌলিক ধাতু।

বাংলা ব্যাকরণ : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত *ধ্বনি, শব্দ, পদ, বাক্য, ধাতু*, শব্দের গঠন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ, নিয়ম নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ক আলোচনার যে-শাস্ত্র তারই সাধারণ নাম **বাংলা ব্যাকরণ**।

বাংলা ভাষা : "বাঙ্গালা দেশে, জাতি এবং ধর্ম-নির্বিশেষে বাঙ্গালি জন-সমাজে ব্যবহৃত শব্দ লইয়া বঙ্গভাষা বা বাঙ্গালা ভাষা গঠিত"—সুনীতিকুমার। এই কথার প্রতিধ্বনি করে বলা চলে পশ্চিমবাংলা এবং বাংলাদেশ, ত্রিপুরা, কাছার ও বরাক উপত্যকা প্রভৃতি জায়গার স্থানীয় জনসমাজে যে-ভাষায় কথা বলে তা-ই **বাংলা ভাষা**। সমস্ত ভাষার মধ্যে পৃথিবীতে বাংলা ভাষার স্থান পঞ্চম। [দ্র. উপভাষা; ভাষাবংশ]।

বাংলা শব্দপ্রত্যয়, তদ্ধিতপ্রত্যয় : শব্দের সঙ্গে যে-*প্রত্যয়* যোগ হয়ে অন্য *শব্দ* তৈরি হয় তাকে বলে **শব্দপ্রত্যয়** বা **তদ্ধিতপ্রত্যয়**। বাংলা প্রত্যয়ের জন্য আমরা শব্দপ্রত্যয় পরিভাষাটি ব্যবহার করব। বাংলায় কিছু নিজস্ব এবং বিদেশি শব্দপ্রত্যয় আছে। ▷দাপ + **ট্** = দাপট; বামন + **আই** = বামনাই; ধার + **আলো** = ধারালো। এই 'ট', 'আই', 'আলো' বাংলা শব্দপ্রত্যয়। এই ধরনের প্রত্যয় আরও আছে। ▷*অট*; *ট*; *অনা*; *আ*; *আই*; *ওয়া*; *আউয়া*; *আত*; *আনো*; *আনি*; *আমি*; *আরি*; *আর*; *আরু*; *আলো*; *আলি*; *ওয়ালা*; *আলা*; *ওয়ালি*; *উলি*; *ই*; *ইয়া*; *এ*; *উ*; *উয়া*; *ও*; *ক*; *জা*; *টিয়া*; *টে*; *আল*; *ড়া*; *ড়ি*; *আড়*; *উকু*; *ত*; *তা*; *তুতো*; *পনা*; *পানা*; *পারা*; *ভর*; *উক*; *মন্ত*; *ল*; *চা*; *চে*; *সই* প্রভৃতি। [দ্র. তদ্ধিতপ্রত্যয়; বিদেশি শব্দপ্রত্যয়]।

বাংলা সন্ধি : *ব্যঞ্জনসন্ধি*, *স্বরসন্ধি* ও *বিসর্গসন্ধি* বিষয়ে এই অভিধানে যে-আলোচনা আছে তা মূলত সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারী। এ ছাড়াও বাংলার কতগুলি সন্ধির নিয়ম আছে। 'তৎসম শব্দের সন্ধির নিয়ম আর খাঁটী বাংলা শব্দের সন্ধির নিয়ম—উভয়ের মধ্যে প্রচুর ফাঁরাক। কারণ জীবন্ত বাংলা ভাষা সন্ধি-সমাস-প্রত্যয়-বিভক্তি-সম্বন্ধে তাহার নিজস্ব একটা প্রকৃতি গড়িয়া তুলিতেছে। এই প্রকৃতিবৈশিষ্ট্যটি এখনো পর্যন্ত গবেষণার স্তরেই রহিয়াছে। সুতরাং তৎসম শব্দের সন্ধিসূত্র দিয়া খাঁটি বাংলা শব্দের সন্ধি নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব নয়, বিহিতও নয়। বাংলা সন্ধি প্রধানতঃ মৌখিক উচ্চারণজাত সমীকরণেরই স্বগোত্র।'—বামনদেব চক্রবর্তী, উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ।

বাংলা সন্ধির দুটো ভাগ, স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি। বিসর্গসন্ধি বাংলায় নেই।

(ক) **বাংলা স্বরসন্ধি** : **১.** প্রথম শব্দের শেষে ও পরের শব্দের প্রথমে স্বরধ্বনি থাকলে প্রথম স্বরধ্বনি লোপ। ▷শত + এক = শতেক (সংস্কৃত হলে শতৈক হত, যেমন জনৈক); বার + এক = বারেক; এত + এক = এতেক; যত + এক = যতেক; ক্ষণ + এক = ক্ষণেক; অর্ধ + এক = অর্ধেক; মিথ্যা + উক = মিথ্যুক; নিন্দা + উক = নিন্দুক। **২.** প্রথম শব্দের শেষে ও পরের শব্দের প্রথমে *স্বরধ্বনি* থাকলে দ্বিতীয় স্বরধ্বনির লোপ। ▷খানি + এক = খানিক (পরের শব্দের প্রথম *স্বরধ্বনি* লোপ হল)। ▷কাকা + এর = কাকার; ভালো + এর = ভালোর; ছেলে + আমি = ছেলেমি। **৩.** স্বরধ্বনির পর এ-স্থানে য়। ▷মা + এর = মায়ের; বই + এ = বইয়ে; ডালা + এ = ডালায়; চা + এ = চায়ে (চায়ে চিনি দিয়ো না); ভালো + এ = ভালোয় (ভালোয় ভালোয়)। **৪.** *তৎসম* ও *অতৎসম* শব্দের সন্ধিতে সংস্কৃত নিয়ম বজায় থাকে। ▷ভোট + অধিকার = ভোটাধিকার; ফিল্‌ম + উৎসব = ফিল্‌মোৎসব; মত + অন্তর = মতান্তর; দিল্লি + ঈশ্বর = দিল্লীশ্বর; উপর + উক্ত = উপরোক্ত। **৫.** বাংলা সন্ধিতে মনঃ, যশঃ, প্রাতঃ, তেজঃ, বক্ষঃ, নভঃ, ছন্দঃ প্রভৃতি বিসর্গযুক্ত শব্দের বিসর্গ বাদ দিয়েই সন্ধি করা চলে। ▷শির (শিরঃ) + উপরি = শিরোপরি; নভঃ + চর = নভচর (সংস্কৃত নভশ্চরও বাংলায় চলে); ছন্দঃ + চিন্তা = ছন্দচিন্তা।

(খ) **বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি** : **১.** পরের বর্ণে *ব্যঞ্জনধ্বনি* থাকলে পূর্বপদের শেষের স্বরধ্বনি লোপ পায়। ▷কালো + সাপ = কালসাপ (কালোর ও-ধ্বনি লোপ)। ▷ছোটো + কাকা = ছোটকাকা → ছোটকা; কাঁচা + কলা = কাঁচকলা; ঘোড়া + দৌড় = ঘোড়দৌড়; জেঠি + শাশুড়ি = জেঠশাশুড়ি; মিশি + কালো =মিশকালো; উঁচু + কপালি = উঁচকপালি; পিসে + শ্বশুর = পিসশ্বশুর। **২.** প্রথম শব্দের শেষ ব্যঞ্জন লোপ। ▷জগৎ + মোহন = জগমোহন; জগৎ + বন্ধু = জগবন্ধু। **৩.** শিস ধ্বনি পরে থাকলে চ্-স্থানে শ। ▷পাঁচ + সিকে = পাশসিকে; পাঁচ + সের = পাঁশসের। **৪.** প্রথম শব্দের শেষের র্, পরের শব্দের প্রথমের ব্যঞ্জনে পরিণত হয়। ▷চার + টি = চাট্টি; বেটার + ছেলে = বেটাচ্ছেলে; আর + না =আন্না; জুয়া + চোর = জোচ্চোর। **৫.** প্রথম শব্দের শেষের ব্যঞ্জনের পরিবর্তন। ▷এত + দিন = অ্যাদ্দিন; যত + দিন = যদ্দিন; বড়ো + ঠাকুর = বট্‌ঠাকুর; ছোটো + দাদা = ছোড়্‌দাদা → ছোড়দা। **৬.** কিছু বাংলা সন্ধি উচ্চারণে হয়, কিন্তু বানানে লেখা হয় না। ▷হাট + বাজার = হাটবাজার → হাড্‌বাজার; হাত + ছানি =

হাতছানি → হাচ্ছানি; সাত + জন্ম = সাতজন্ম → সাজ্জন্ম; হাত + ধরা = হাতধরা → হান্ধরা; হাত + ধোয়া = হাতধোয়া → হাদ্‌ধোয়া; নাত + জামাই = নাতজামাই → নাজ্জামাই।

বাক্য : পূর্ণ অর্থজ্ঞাপক ও *অন্বয়যুক্ত পদসমষ্টির* নাম **বাক্য**। "কোনও ভাষায় যে-উক্তির সার্থকতা আছে এবং গঠনের দিক হইতে যাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ, সেইরূপ একক উক্তিকে ব্যাকরণে বাক্য বলা হয়।"—সুনীতিকুমার। ▹রাম বাড়ি যায়। তিনি দৈহিক পরিশ্রমের দ্বারা জীবিকা অর্জন করেন। "আপন কাজে অচল হলে চলবে না. . . .'—অতুলপ্রসাদ সেন। বাক্যের প্রধান অংশ দুটি—*উদ্দেশ্য* [দ্র.] ও *বিধেয়* [দ্র.]। রাম বাড়ি যায়—এই বাক্যে, উদ্দেশ্য—রাম, বিধেয়—বাড়ি যায়। উদ্দেশ্য অংশে একটি *বিশেষ্য* কিংবা *সর্বনাম* কিংবা *নামপদস্থানীয়* কিছু থাকবে। বিধেয় অংশে অবশ্যই থাকবে একটি *ক্রিয়াপদ*। এই ক্রিয়াপদ কখনো উহ্য থাকতে পারে। ▹রাম ভালো ছেলে—এই বাক্যে 'হয়' এই ক্রিয়াপদটি উহ্য আছে।

গঠন অনুযায়ী বাক্য তিনরকম। ১. *সরল* [দ্র.] বা *সাধারণ বাক্য*। ▹সে রোজ রাত দশটায় ভাত খায়। তিনি সেতার বাজান। ২. *জটিল* [দ্র.] বা *মিশ্র বাক্য*। ▹'যা হারিয়ে যায় তা আগলে ব'সে রইব কত আর?'—রবীন্দ্র। এতদিন যা উপার্জন করেছিল তা সব খোয়া গেছে। ৩. *যৌগিক* [দ্র.] বা *সংযুক্ত বাক্য*। ▹তিনি রাতের গাড়িতে আসবেন এবং এখানেই থাকবেন। তাদের মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব নেই কিন্তু একজন যদি বিপদে পড়ে তবে অন্যজন সাহায্য করতে কার্পণ্য করে না।

অর্থ অনুযায়ী বাক্যের আটটি শ্রেণি হতে পারে। ১. *নির্দেশক* বা *নির্দেশসূচক* বা *নির্দেশাত্মক বাক্য* [দ্র.]। ▹সূর্য পূর্বদিকে ওঠে। সে গান গায়নি। অনেক ভেবেচিন্তে তবে তোমার কাছে এসেছি। ২. *প্রশ্নসূচক* [দ্র.] বা *প্রশ্নবাচক বাক্য*। ▹কেন তুমি একাজ করলে? তোমাদের পরীক্ষা কি হয়ে গেছে? আপনাকে আমরা আর কী কী সুবিধা দিতে পারি? ৩. *অনুজ্ঞাসূচক* বা *আজ্ঞাসূচক বাক্য* [দ্র.]। ▹মন রে, পড়্‌গা ইস্কুলে। তুমি এখন যাও। শুধু খেলা করে এতটা সময় নষ্ট কোরো না। ৪. *প্রার্থনাসূচক বাক্য* [দ্র]। ▹'অন্ধজনে দেহো আলো'—রবীন্দ্র। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ৫. *ইচ্ছাসূচক বাক্য* [দ্র.]। ▹সে যেন আসে। 'এমনি ক'রেই যায় যদি দিন যাক না।'—রবীন্দ্র। ৬. *বিস্ময়াদিবোধক* বা *বিস্ময়বাচক* [দ্র.] বা *আবেগবাচক বাক্য*। ▹'আহা, আজি এ বসন্তে এত ফুল ফুটে,'—রবীন্দ্র। যাঃ, আয়নাটা ভেঙে গেল। ৭. *কার্যকারণাত্মক বাক্য* [দ্র.] ▹গরম লাগলে পাখাটা চালিয়ে নিয়ো। পরিশ্রম না করলে কোনো কাজই হয় না। ৮. *সন্দেহবোধক* বা *সন্দেহদ্যোতক বাক্য* [দ্র.]। 'হয়তো তাকে দেখ নি কেউ'। 'ওই বুঝি বাঁশি বাজে'—রবীন্দ্র।

বাক্যটি কে বলছে ও কীভাবে বলা হচ্ছে তা বাক্যের *উক্তি* দিয়ে বোঝানো হয়। দু-রকম উক্তি হতে পারে। ১. *প্রত্যক্ষ উক্তি* : ▹তিনি বললেন, "আমি এ-বিষয়ে কিছুই জানি না।" ২. *পরোক্ষ উক্তি* : ▹তিনি বললেন যে এ-বিষয়ে তিনি কিছুই জানতেন না। [দ্র. উক্তি]।

বাক্য পরিবর্তন : দ্র. বাক্যের প্রকার পরিবর্তন।

বাক্য প্রসারণ : মূল বক্তব্যকে পরিবর্তন না করে *বাক্যকে* আরও বেশিসংখ্যক *পদযুক্ত* বাক্যে পরিণত করার বিষয়টির নাম **বাক্য প্রসারণ** বা **বাক্য সম্প্রসারণ**। বাক্যের প্রসারণে কোনো *সরল বাক্য জটিল* অথবা *যৌগিক বাক্য* হয়ে যেতে পারে। কখনো *সমাসবদ্ধ পদকেও* খুলে বড়ো করা হয়। ▹সে আমাকে আকাশে উড্ডীয়মান ঘুড়িটা দেখাল। → যে ঘুড়িটা উড়ছিল, সে তার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ▹দারিদ্র্যও তাঁকে সত্যপন্থা থেকে সরায়নি। → তিনি দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু এই দারিদ্র্যও তাঁকে সত্যের পথে চলা থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। ▹আজ সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে রবিশংকরের সেতার শুনতে যাব। → আজ সন্ধ্যায় রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠিতব্য যে-আসরে বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী রবিশংকর সেতার বাজাবেন, তা শোনার জন্য আমি সেখানে যাব।

বাক্য বিয়োজন : বড়ো *বাক্যকে* ছোটো ছোটো পৃথক বাক্যে ভেঙে দেওয়াকে **বাক্য বিয়োজন** বলে। ▹অনেকদিন আগে যখন পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টি হয়নি, প্রচণ্ড উত্তপ্ত শিলাখণ্ড ও লাভায়

পরিপূর্ণ এই ধরাতলে অগ্নিস্রাবী আগ্নেয়গিরির অগ্নি উদ্‌গিরণ ক্রমাগতই হয়ে চলত। → অনেকদিন আগের কথা। পৃথিবীতে তখন প্রাণের সৃষ্টি হয় নি। ভূপৃষ্ঠ গরম শিলাখণ্ড ও লাভায় পরিপূর্ণ। ক্রমাগতই হয়ে চলত অনেক আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত।

বাক্য বিশ্লেষণ : কোনো *বাক্যের* প্রধান অংশগুলিকে চিহ্নিত করা ও বাক্যের পদগুলির *অন্বয়* নির্ধারণ করাকেই বলা হয় **বাক্য বিশ্লেষণ**। বাক্যের শ্রেণি ঠিক করা হল এই বিশ্লেষণের প্রথম ধাপ। *সরল, জটিল* ও *যৌগিক বাক্যের* বিশ্লেষণ পৃথক্‌ভাবে দেখানো হল।

১. সরল বাক্যের বিশ্লেষণ :

(ক) তিনি অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।—সরল বাক্য।

উদ্দেশ্য : তিনি; *কর্তৃকারক*; *সর্বনাম শব্দ*।

বিধেয় : অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত; *বাক্যাংশ*।

বিধেয় ক্রিয়া : এই বাক্যে উহ্য আছে— (হন)।

বিধেয় ক্রিয়ার পরিপূরক বাক্যাংশ : অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত।

বিধেয় ক্রিয়ার পরিপূরক : সুপণ্ডিত; *বিশেষণ* শব্দ।

বিষয়াধিকরণ কারক : অঙ্কশাস্ত্রে; বিশেষ্য শব্দ।

এই বিশ্লেষণকে অন্যরকমভাবেও লেখা যায়।

উদ্দেশ্য : তিনি। কর্তৃকারক; সর্বনাম শব্দ।

বিধেয় : অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত; বাক্যাংশ।

(হন) : বিধেয় ক্রিয়া (উহ্য)

অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত : বিধেয় ক্রিয়ার পরিপূরক বাক্যাংশ।

সুপণ্ডিত : বিধেয় ক্রিয়ার পরিপূরক।

অঙ্কশাস্ত্রে : বিষয়াধিকরণ কারক

(খ) আমার শিক্ষক হরনাথবাবু আমাকে একটি কলম দিয়েছেন।—সরল বাক্য।

উদ্দেশ্য : আমার শিক্ষক হরনাথবাবু

হরনাথবাবু : কর্তা; কর্তৃকারক; বিশেষ্য শব্দ; 'দিয়েছেন' ক্রিয়ার কর্তা।

আমার শিক্ষক : কর্তাপদের বিশেষণস্থানীয় বাক্যাংশ।

শিক্ষক : হরনাথবাবু-র বিশেষণ।

আমার : (শিক্ষক শব্দের) *সম্বন্ধপদ*।

বিধেয় : আমাকে একটি কলম দিয়েছেন।

দিয়েছেন : বিধেয় ক্রিয়া; দ্বিকর্মক ক্রিয়া।

একটি কলম : *মুখ্য কর্ম পদস্থানীয়* বাক্যাংশ।

কলম : মুখ্য কর্ম; বিশেষ্য শব্দ।

একটি : নির্দেশক, বিশেষণ পদস্থানীয়, 'কলমে'র সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

আমাকে : *গৌণ কর্ম*; সর্বনাম শব্দ।

২. জটিল বাক্যের বিশ্লেষণ :

(ক) তিনি দেখলেন যে আপেলটা গাছ থেকে পড়ল।—জটিল বাক্য।

প্রধান খণ্ডবাক্য : তিনি দেখলেন।

উদ্দেশ্য : তিনি।

তিনি : কর্তাপদ; কর্তৃকারক; সর্বনাম শব্দ।

বিধেয় : দেখলেন।

দেখলেন : বিধেয় ক্রিয়া।

সাপেক্ষ সর্বনাম : যে।

অপ্রধান খণ্ডবাক্য : আপেলটা গাছ থেকে পড়ল।

উদ্দেশ্য : আপেলটা।

আপেলটা : কর্তাপদ; (নির্দেশক টা-যুক্ত বিশেষ্য)।

বিধেয় : গাছ থেকে পড়ল।

পড়ল : বিধেয় ক্রিয়া। 'আপেলটা'র সঙ্গে সম্পর্কিত।

গাছ থেকে : *অপাদান কারক, অসমাপিকা ক্রিয়াযোগে*।

(খ) 'আমি তখন ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে, যখন বৃষ্টি নামল তিমিরনিবিড় রাতে।'—রবীন্দ্র।—জটিল বাক্য।

প্রধান খণ্ডবাক্য : (যখন) বৃষ্টি নামল তিমিরনিবিড় রাতে।

উদ্দেশ্য : বৃষ্টি

বিধেয় : নামল তিমিরনিবিড় রাতে।

তিমিরনিবিড় রাতে : *কালাধিকরণ কারক*স্থানীয় বাক্যাংশ।

রাতে : কালাধিকরণ কারক; বিশেষ্য শব্দ।

তিমিরনিবিড় : 'রাতে'-র বিশেষণ পদ; সমাসবদ্ধ বিশেষণ শব্দ।

নামল : বিধেয় ক্রিয়া।

প্রতিনির্দেশক সর্বনাম : তখন—যখন।

অপ্রধান খণ্ডবাক্য : আমি (তখন) ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে।

উদ্দেশ্য : আমি।

আমি : কর্তাপদ; কর্তৃকারক; সর্বনাম শব্দ।

বিধেয় : ছিলেম মগন গহন ঘুমের ঘোরে।

ছিলেম মগন : বিধেয় ক্রিয়া, 'আমি'-র সঙ্গে সম্পর্কিত; সংযোগমূলক ক্রিয়া।

গহন ঘুমের ঘোরে : অধিকরণ কারকস্থানীয় বাক্যাংশ।

ঘোরে : অধিকরণ পদ; বিশেষ্য শব্দ।

ঘুমের : সম্বন্ধ পদ; 'ঘোরে'-র সঙ্গে সম্পর্কিত।

গহন : ঘুমের বিশেষণ পদ; বিশেষণ শব্দ।

৩. যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণ :

(ক) তিনি দরিদ্র ছিলেন এবং তাঁর কোনো আশাই ফলবতী হয়নি।—যৌগিক বাক্য।

প্রথম খণ্ডবাক্য : তিনি দরিদ্র ছিলেন

উদ্দেশ্য : তিনি

তিনি : কর্তাপদ; কর্তৃকারক, 'ছিলেন' ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; সর্বনাম শব্দ।

বিধেয় : দরিদ্র ছিলেন।

ছিলেন : বিধেয় ক্রিয়া।

দরিদ্র : বিধেয় ক্রিয়ার পরিপূরক; বিশেষণ শব্দ।

বাক্য সংযোজক : এবং।

দ্বিতীয় খণ্ডবাক্য : তাঁর কোনো আশাই ফলবতী হয়নি।

উদ্দেশ্য : তাঁর কোনো আশাই।

তাঁর কোনো আশাই : কর্তৃকারকস্থানীয় বাক্যাংশ।

আশাই : কর্তৃপদ; কর্তৃকারক; বিশেষ্য শব্দ।

তাঁর কোনো : কর্তৃকারকের সম্প্রসারক।

তাঁর : সম্বন্ধপদ, 'কোনো'-র সঙ্গে সম্পর্কিত।
কোনো : অনির্দেশক সর্বনাম।
হয়নি : বিধেয় ক্রিয়া; নঞর্থক।
ফলবতী : বিধেয় ক্রিয়ার পরিপূরক।

বাক্য সংকোচন : দ্র. এক কথায় প্রকাশ।

বাক্য সংযোজন : অর্থের কোনো পরিবর্তন না ঘটিয়ে একাধিক *বাক্যকে* একটিমাত্র বাক্যে পরিবর্তিত করাকে বলা হয় **বাক্য সংযোজন**। পরিবর্তিত বাক্যটি *সরল, যৌগিক* কিংবা *জটিল*— যেকোনো শ্রেণির হতে পারে। ▷বিযুক্ত বাক্য : ১. হঠাৎ রাস্তার মোড়ে গোলমাল। ২. দেখি অনেক লোক উলটো দিকের ফুটপাতে দৌড়ে যাচ্ছে। ৩. এপার থেকে আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। ৪. আমার কৌতূহল বেড়ে গেল। ৫. রাস্তাটা পার হয়ে ওপারে গেলাম। ৬. গিয়ে দেখি একজন লোক ঠাট্টা করার জন্য ফুটপাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার ভান করছিল। ৭. তাকে ঘিরেই এত উত্তেজনা। এই সাতটি বাক্যকে একটি বাক্যে পরিণত করলে হবে বাক্য সংযোজন। ▷রাস্তার মোড়ে হঠাৎ গোলমাল শুনে এবং অনেক লোকের উলটো দিকের ফুটপাতে দৌড়ে যাওয়ার কারণ বুঝতে না পেরে, আমার কৌতূহল বেড়ে যেতেই রাস্তাটা পার হয়ে ওখানে গিয়ে টের পেলাম যে একজন লোক ঠাট্টা করার জন্য ফুটপাতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার ভান করছে, আর তাকে ঘিরেই এত উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে।

বাক্য সম্প্রসারণ : দ্র. বাক্য প্রসারণ।

বাক্যাংশ : *বাক্যের* একাধিক *পদযুক্ত* যেকোনো অংশকে (যা নিজে কোনো *খণ্ডবাক্য* নয়) বলা হয় বাক্যাংশ। ▷অনেকদিন আগে দক্ষিণ বঙ্গের এক ছায়াভরা গ্রামে সাহেবরা বানিয়েছিল এক প্রমোদকুঠি। এই বাক্যের 'অনেক দিন আগে', 'দক্ষিণ বঙ্গের এক ছায়াভরা গ্রামে' অংশগুলিকে আলাদাভাবে বলা চলে বাক্যাংশ। *যৌগিক ক্রিয়াও* এক ধরনের বাক্যাংশ। ▷উঠে পড়া; বলে ফেলা প্রভৃতি। [দ্র. খণ্ডবাক্য]।

বাক্যাংশ কর্তা : একটি অখণ্ড ভাব প্রকাশক *বাক্যাংশ* যদি কোনো বাক্যে *কর্তার* কাজ করে, তবে তাকে বলা হয় **বাক্যাংশ কর্তা**। ▷**তাদের জীবনযাপন পদ্ধতিটাই** হল ওইরকম। **সৎপথে চলা** কি একেবারেই অসম্ভব? [দ্র. কর্তা; কর্তৃকারক]।

বাক্যাংশ কর্ম : কোনো *বাক্যাংশ* যদি কোনো বাক্যে *কর্মের* কাজ করে, তবে তাকে বলা হয় **বাক্যাংশ কর্ম**। ▷**পকেটে ও হাতে-থাকা জিনিসগুলো** তিনি দিয়ে দিলেন। আমি **তাকে রাস্তা দিয়ে যেতে** দেখলাম।

বাক্যাংশ ক্রিয়া : কোনো একটি ক্রিয়া একাধিক *পদ* নিয়ে তৈরি হলে তাকে বলা হয় **বাক্যাংশ ক্রিয়া**। ▷সে **বসে পড়ল**। তিনি **বলে উঠলেন**। সে দৌড়োতে **শুরু করল**। পাওনা টাকাটা **মেরে দিল**। বস্তুত সব *যৌগিক ক্রিয়াই* বাক্যাংশ ক্রিয়া। [দ্র. যৌগিক ক্রিয়া]।

বাক্যান্তরীকরণ : দ্র. বাক্যের প্রকার পরিবর্তন।

বাক্যান্তর্গত ছেদচিহ্ন : দ্র. ছেদচিহ্ন।

বাক্যালংকার অব্যয় : *অনন্বয়ী অব্যয়ের* অন্যতম শ্রেণি। এই শ্রেণির অব্যয়ের নিজস্ব কোনো বিশেষ অর্থ নেই, কিন্তু ক্ষেত্র-বিশেষে ঝোঁক কিংবা ভাব প্রকাশে সহায়তা করে। এর অন্য নাম **অনর্থক অব্যয়**। ▷'তুমি **তো** সেই যাবেই চ'লে, কিছু **তো** না রবে বাকি।'—রবীন্দ্র। এ **তো** মেয়ে মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়। দেখুন-**না** আর একটু, বৃষ্টি ধরে যেতেও **তো** পারে। [দ্র. অনন্বয়ী অব্যয়; অব্যয়]।

বাক্যের প্রকার পরিবর্তন : এক প্রকারের *বাক্যকে*, তার মূল অর্থের পরিবর্তন না করে, অন্য প্রকারের বাক্যে পরিবর্তন করাকে বলা হয় **বাক্যের প্রকার পরিবর্তন** বা **বাক্য পরিবর্তন** বা **বাক্যান্তরীকরণ**।

▷*সরলবাক্য* : আমার জন্মভূমির নাম ভারতবর্ষ। এর *জটিল* রূপ : ▷যে দেশ আমার জন্মভূমি, সেই দেশের নাম ভারতবর্ষ। *যৌগিক বাক্য* : ▷ভারতবর্ষ একটি দেশ এবং এই দেশই আমার জন্মভূমি।

বাক্যের সুর : *বাক্যের* বিভিন্ন পদ উচ্চারণের সময় কণ্ঠধ্বনির ওঠা-নামা হয়। *ধ্বনির* আরোহণ কিংবা অবরোহণের জন্য কথার বলার সময় এক ধরনের সুর সৃষ্টি হয়। তাকেই বলা হয় **বাক্যের সুর**। এই সুর ও তার সঙ্গে *শ্বাসাঘাত* বাক্যের অর্থ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করে। একই পদসমষ্টি নিয়ে-তৈরি বাক্যের অর্থ সুরের জন্য বদলে যায়।

১.

তুমি কী বলবে : অন্যেরা যাই বলুক, তোমার বক্তব্য কী।

তুমি কি **বলবে** : তুমি বলবে কি না।

তুমি **কী** বলবে : তুমি যে বলবে তা ঠিকই আছে কিন্তু তুমি কোন কথা বলবে।

২.

রবি আজ সেতার বাজাবে : আর কেউ না, রবি বাজাবে।

রবি **আজ** সেতার বাজাবে : অন্যদিন নয়, আজ।

রবি আজ **সেতার** বাজাবে : অন্য যন্ত্র নয়, সেতার।

বাগ্‌ধারা : *লক্ষ্যার্থ* [দ্র.] ও *ব্যঞ্জ্যার্থ* [দ্র.] বিশিষ্ট *বাক্যাংশ* কিংবা শব্দসমষ্টিকে **বাগ্‌ধারা** বলা হয়। বাগ্‌ধারা বস্তুত বিশিষ্টার্থবোধক বাক্যাংশ। বাগ্‌ধারা যেকোনো ভাষার সম্পদ। বাংলাতেও অজস্র বাগ্‌ধারা আছে। ▷অকূল পাথার (অসহায় অবস্থা); অগস্ত্যযাত্রা (শেষ যাত্রা); গভীর জলের মাছ (কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি); আকাশকুসুম (অলীক বস্তু); আক্কেলসেলামি (বোকামির জন্য ধনক্ষয়); আষাঢ়ে গল্প (অবাস্তব গল্প); উত্তমমধ্যম (প্রহার); কপাল ফেরা (ভাগ্য পরিবর্তন, ভালোর দিকে); ঘোল খাওয়ানো (অসুবিধেয় ফেলা); গোঁফখেজুরে (অলস); তাসের ঘর (ক্ষণস্থায়ী); ব্যাঙের আধুলি (কষ্টার্জিত ধন)। [দ্র. *সংসদ বাগ্‌ধারা অভিধান*]।

বাগ্‌ধ্বনি : দ্র. ধ্বনি।

বাগ্‌বিধি : দ্র. শব্দের বিশেষ অর্থে ব্যবহার।

বাগর্থ : দ্র. শব্দার্থবিজ্ঞান।

বাচ্য : *বাক্যের ক্রিয়াপদ, কর্তা* এবং *কর্মের* সম্পর্ক বা *অন্বয়* কীভাবে হচ্ছে তা বাক্যের যে-লক্ষণ থেকে বোঝা যায় তার নাম **বাচ্য**। বাংলায় বাচ্য চার প্রকার। ১. *কর্তৃবাচ্য* [দ্র.] : ▷সে বাজারে যায়। আকাশে চাঁদ উঠেছে। গাড়িটা এখনই ছাড়বে। ২. *কর্মবাচ্য* [দ্র.] : ▷সে রাজসভায় নিমন্ত্রিত হল। জনতার হাতে চোর প্রহৃত হল। সূর্যের উদয়ে অন্ধকার দূরীভূত হল। সে গুন্ডা দ্বারা প্রহৃত হল। ৩. *ভাববাচ্য* [দ্র.] : ▷তোমার আর যাওয়া হয়েছে। আপনার কোথায় থাকা হয়? 'আমার যে সব দিতে হবে'—রবীন্দ্র। ৪. *কর্মকর্তৃবাচ্য* [দ্র.] : ▷সে কোলাহল আর হয় না। ঘণ্টা বাজছে মন্দিরে। [দ্র. বাচ্য পরিবর্তন]।

বাচ্য পরিবর্তন : কোনো *বাক্য* যে-*বাচ্যে* আছে, তা থেকে, অর্থের পরিবর্তন না করে, বাক্যটিকে অন্য বাচ্যে পরিবর্তিত করাকে বলা হয়, **বাচ্য পরিবর্তন** বা **বাচ্য রূপান্তর**।

১. *কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্য* :

কর্তৃবাচ্য : রাম রাবণকে হত্যা করেন।

কর্মবাচ্য : রামের হাতে রাবণ নিহত হন।

কর্তৃবাচ্য : পুলিশ চোরকে ধরেছে।

কর্মবাচ্য : পুলিশ কর্তৃক চোর ধৃত হল।

কর্তৃবাচ্য : তুঁতে জলে গলে যায়।
কর্মবাচ্য : তুঁতে জলে দ্রবীভূত হয়।

২. *কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্য*
কর্তৃবাচ্য : তুমি কোথায় থাক?
ভাববাচ্য : তোমার কোথায় থাকা হয়?

কর্তৃবাচ্য : তুমি কি এই বইটা পড়েছ?
ভাববাচ্য : এই বইটা কি তোমার পড়া হয়েছে?

কর্তৃবাচ্য : এবার তবে যাই।
ভাববাচ্য : এবার তবে যাওয়া যাক।

৩. *কর্মবাচ্য থেকে ভাববাচ্য*
কর্মবাচ্য : পুলিশের হাতে চোর ধৃত হয়েছে।
ভাববাচ্য : পুলিশের চোর ধরা হয়েছে।

কর্মবাচ্য : রামের হাতে রাবণ নিহত হলেন।
ভাববাচ্য : রামের হাতে রাবণের নিধন হল।

কর্মবাচ্য : ছবিটি অঙ্কিত হচ্ছে।
ভাববাচ্য : ছবিটি আঁকা হচ্ছে।

বাচ্য রূপান্তর : দ্র. বাচ্য পরিবর্তন।

বাচ্যার্থ : কোনো *শব্দ* শুনলেই তার যে-অর্থ মনে আসে অর্থাৎ শব্দটির যে-অর্থ 'প্রচলিত ও সুবিদিত' সেটাই হল **বাচ্যার্থ** বা **মুখ্যার্থ**। শব্দটির যে-বৈশিষ্ট্যের জন্য তার অর্থবোধ সহজ হয়, তাকে বলা হয় **অভিধা শক্তি**। মানুষ, গাছ, বই, দৌড়োনো, গাড়ি, চলা, আকাশ প্রভৃতি অসংখ্য শব্দ শুনলে যেসব প্রাণী, বস্তু, প্রক্রিয়া ইত্যাদির কথা আমাদের মনে আসে, তা-ই বাচ্যার্থ। তিন ধরনের শব্দের বাচ্যার্থ হয়। ১. *যৌগিক শব্দ* [দ্র.] : ▷জলজ; করণীয়। ২. *রূঢ়ি শব্দ* [দ্র.] : ▷কুশল; হরিণ। ৩. *যোগরূঢ় শব্দ* [দ্র.] : পঙ্কজ; আদিত্য।

বাজ, বাজি : বাংলায় ব্যবহৃত ফারসি *শব্দপ্রত্যয়*। অভ্যস্ত অর্থে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। সাধারণত ভালো কিছু বোঝাবার জন্য এই প্রত্যয়ের ব্যবহার হয় না। ▷ধড়ি + বাজ = ধড়িবাজ; চাল + বাজ = চালবাজ; ধোঁকা + বাজ = ধোঁকাবাজ। বাজ-প্রত্যয়ান্ত শব্দ *বিশেষণ*। ওই একই অর্থে বিশেষ্য করতে হলে **'বাজি'** প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। ▷চাল + বাজি = চালবাজি; পার্টি + বাজি = পার্টিবাজি; বোমা + বাজি = বোমাবাজি; ছায়া + বাজি = ছায়াবাজি।

বাজি : দ্র. বাজ।

বালন্ (বাল) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'বাল' থাকে। ▷√শী + বাল (বালন্) = শেবল।

বাহ্য-বাহন সম্বন্ধ : সম্বন্ধিত যদি *সম্বন্ধপদকে* বহন করে তবে **বাহ্য-বাহন সম্বন্ধ** হয়। গমের জাহাজ বললে সেই জাহাজকেই বোঝায় যা গম নিয়ে এক বন্দর থেকে অন্য বন্দরের দিকে যায়

কিংবা যাচ্ছে।। এখানে গম বাহ্য কিংবা বাহিত, জাহাজ তার বাহন। ▷**তেলের** ট্যাংকার; **সিমেন্টের** ট্রাক; **চিনির** বলদ; **খড়ের** নৌকো। [দ্র. সম্বন্ধপদ]।

বি১ : বাংলা *উপসর্গ*। অন্য কিংবা ভিন্ন অর্থে এই উপসর্গ ব্যবহৃত হয়। ▷**বি**জোড়; **বি**ভুঁই; **বি**দেশি।

বি২ : সংস্কৃত *উপসর্গ*। একাধিক অর্থে এই উপসর্গের ব্যবহার আছে। ১. বিপরীত অর্থে : ▷**বি**ক্রয়; **বি**রাগ; **বি**কৃতি। ২. ভিন্ন বা অন্য অর্থে : ▷**বি**ধর্মী; **বি**পক্ষ; **বি**ভাষা। ৩. বিশেষভাবে অর্থে : ▷**বি**খ্যাত; **বি**জ্ঞান; **বি**গত; **বি**মুক্ত; **ব্য**গ্র; **বি**বরণ। ৪. নেই অর্থে : ▷**বি**নিদ্র; **বি**বর্ণ; **বি**বস্ত্র; **বি**তৃষ্ণা। ৫. অন্যান্য প্রয়োগ : ▷**বি**ধান; **বি**চার; **বি**হার।

বি৩ : দ্র. ক্বিন্১।

বিকল্প চিহ্ন : '/' এই চিহ্ন। একটার বিকল্প অন্যটাও যে হতে পারে তা বোঝানোর জন্য এই চিহ্নের ব্যবহার আছে। ▷পত্রে অনেক সময়ই দেখা যায়, মহাশয়/মহাশয়া। ▷আবেদন পত্রের সঙ্গে মনি অর্ডার/পোস্টাল অর্ডার/ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌টে দশ টাকা পাঠাবেন। এর অর্থ মনি অর্ডার অথবা পোস্টাল অর্ডার অথবা ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট। ▷মৌলিক রচনা কবিতা/গল্প/প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা। অনেকসময় কবিতার ছত্র বিভাগ এই চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়, ও কবিতাকে টানা লেখা হয়। ▷'এবার আমায় ডাকলে দূরে/সাগর-পারের গোপন পুরে।'—রবীন্দ্র।

বিকৃতিবাচক অপাদান কারক : দ্র. উৎসবাচক অপাদান কারক।

বিগ্রহ বাক্য : দ্র. ব্যাসবাক্য।

বিচ্‌ (০) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে এর সবটাই বাদ যায়। এটি *শূন্যপ্রত্যয়* [দ্র.]। ▷√কু + ০ (বিচ্‌) → কো + দণ্ড = কোদণ্ড।

বিট্‌ (০) : ক্রব্য-√অদ্‌ + ০ (বিট্‌) = ক্রব্যাৎ → ক্রব্যাদ্‌। [দ্র. শূন্যপ্রত্যয়১]।

বিড়চ্‌ (বিড়) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্‌' বাদ যায়, 'বিড়' থাকে। ▷নি + বিড় (বিড়চ্‌) = নিবিড়।

বিদেশি উপসর্গ : দ্র. উপসর্গ।

বিদেশি শব্দ : দ্র. অন্যান্য ভাষা থেকে আগত শব্দ।

বিদেশি শব্দপ্রত্যয় : বাংলায় ব্যবহৃত অনেক *শব্দই* বিদেশি শব্দের *প্রত্যয়* যোগ করে তৈরি হয়। শব্দের সঙ্গে এইরকম যেসব প্রত্যয় যুক্ত হয় তাদের বলে **বিদেশি শব্দপ্রত্যয়**। দু-ভাবে এদের পাওয়া যায়। বাংলায় গৃহীত বিদেশি শব্দের সঙ্গে লেগে-থাকা প্রত্যয়। ▷হাবিলদার; মুসাফিরখানা। এ ছাড়া বাংলা কিংবা সংস্কৃত শব্দের সঙ্গে-লাগানো বিদেশি প্রত্যয়। ▷হিন্দুয়ানি; অংশীদার; নস্যদানি; ছাপাখানা। অনেক বিদেশি শব্দপ্রত্যয় বাংলায় আছে। ▷*ওয়ান*; *আন*; *আনি*; *খানা*; *খোর*; *গর*; *গিরি*; *চা*; *চি*; *তর*; *দান*; *দানি*; *দার*; *দারি*; *বাজ*; *বাজি*; *সহি*; *সই*; *স্তান* প্রভৃতি।

বিধেয় : *বাক্যের* অন্যতম অংশ। *কর্তা* অথবা *উদ্দেশ্য* বিষয়ে বাক্যে যা-কিছু বলা হয়, তা-ই **বিধেয়**। বিধেয় অংশে একটি *সমাপিকা ক্রিয়া* অবশ্যই থাকবে, এর নাম *বিধেয় ক্রিয়া*। ▷বাঘ **ঘাস খায় না**। **ছবিটির দিকে** সে **অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল**। "বিমলা **বৃক্ষতল দিয়া যাইতে যাইতে দেখিলেন তথায় ষণ্ড নাই**"—বঙ্কিমচন্দ্র। দিন-দুনিয়ার মালিক তোমার **দীনকে দয়া হয় না**। আমার **খাওয়া হয়নি**।

বিধেয় কর্ম : দ্র. উদ্দেশ্য কর্ম ও বিধেয় কর্ম।

বিধেয় ক্রিয়া : *বাক্যের বিধেয়* অংশের *সমাপিকা ক্রিয়াটির* নাম **বিধেয় ক্রিয়া**। ▷সে **যায়**। ছাগলছানা লাফিয়ে **চলে**। বিধেয় ক্রিয়াটি সর্বদাই সমাপিকা ক্রিয়া হবে। আমি **জেনেছি** যে সে এসেছে—এই *জটিল বাক্যে* দুটি সমাপিকা ক্রিয়া আছে—'জেনেছি' ও 'এসেছে'। কিন্তু *উদ্দেশ্য* অংশের *কর্তার* (আমি) সঙ্গে সম্পর্কিত ক্রিয়া হল '**জেনেছি**'। এই বাক্যে এটিই বিধেয় ক্রিয়া।

বিধেয় ক্রিয়ার পরিপূরক : যে-*পদ* কিংবা পদসমষ্টি *বাক্যের বিধেয় ক্রিয়াকে* সম্পূর্ণতা দেয় তা **বিধেয় ক্রিয়ার পরিপূরক**। সমস্ত বিধেয় ক্রিয়ারই অবশ্য পরিপূরক দরকার হয় না। 'দশরথ ছিলেন'—এই বাক্যটি ব্যাকরণের বিচারে ঠিক, কিন্তু এই বাক্যের কোনো স্পষ্ট অর্থ নেই। যদি বলা যায় 'দশরথ রাজা ছিলেন' তাহলে অর্থবোধ হয়। এক্ষেত্রে 'রাজা' পদটি 'ছিলেন' বিধেয় ক্রিয়ার পরিপূরক। ▷তিনি (হলেন) **আমার মামা**। 'আমি আজ **চোর** বটে'—রবীন্দ্র। তখন সে বলল, **'আমি কলা খাই নি'**। বাড়ি এসে দেখলাম **ওরা সবাই এসে গেছে**। শেষের উদাহরণ দুটি সকর্মক ক্রিয়ার। এখানে পরিপূরক অংশ প্রকৃতপক্ষে কর্মপদস্থানীয় *খণ্ডবাক্য*। সকর্মক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে কর্মই পরিপূরকের কাজ করে।

বিধেয় ক্রিয়ার প্রসারক : *বাক্যের বিধেয় ক্রিয়ার বিশেষণ* ও *ক্রিয়াটির* সঙ্গে *কর্তৃকারক* ছাড়া অন্য কারক সম্পর্কযুক্ত *পদ*গুলিকে বলা হয় **বিধেয় ক্রিয়ার প্রসারক**। ▷সে মাঠে খেলতে খেলতে কলমটি হারিয়েছে—এই বাক্যের বিধেয় ক্রিয়া 'হারিয়েছে'। 'খেলতে খেলতে'—*ক্রিয়া বিশেষণ*। 'কলমটি'—*কর্মকারক*। 'মাঠে'—*অধিকরণ কারক*। এই কারণে 'মাঠে খেলতে খেলতে কলমটি'—এই পদগুলি বিধেয় ক্রিয়ার প্রসারক।

বিধেয় বিশেষণ : কোনো *বিশেষণ* যদি *বাক্যের বিধেয়* অংশ হয়, তখন তাকে বলা হয় **বিধেয় বিশেষণ**। *নাম-বিশেষণই* সাধারণত এই শ্রেণির বিশেষণ। ▷মেয়েটির চুল **খুব লম্বা**। সমুদ্রের জল **নীল**। 'এই করেছ **ভালো**'—রবীন্দ্র। লোকটি **অসুস্থ**।

বিনি (বিন্) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'ই' বাদ যায়, 'বিন্' থাকে। প্রত্যয়ান্ত শব্দটির শেষে 'বিন্' হয়। কিন্তু বাংলায় এই রূপটি ব্যবহৃত হয় না। সংস্কৃত রীতি অনুযায়ী শব্দটির *প্রথমার একবচনের* যে-রূপ, তা-ই বাংলায় ব্যবহার করা হয়। ▷মেধা + বিন্ (বিনি) = মেধাবিন্ → মেধাবী; তপস্ + বিন্ (বিনি) = তপস্বিন্ → তপস্বী; মায়া + বিন্ (বিনি) = মায়াবিন্ → মায়াবী; ওজস্ + বিন্ (বিনি) = ওজস্বিন্ → ওজস্বী। এইসব শব্দের *স্ত্রীলিঙ্গে স্ত্রী-প্রত্যয়* 'বিন্'-অন্ত শব্দটির সঙ্গেই লাগে। ▷মেধাবিনী; তপস্বিনী; মায়াবিনী; ওজস্বিনী।

বিন্দু : (.) এই চিহ্নটিকে বলা হয় **বিন্দু**। ইংরেজিতে বিন্দু একটি ছেদচিহ্ন কিন্তু বাংলায় তা নয়। কোনো *শব্দ* সংক্ষেপ করে লিখলেও ইংরেজিতে বিন্দু চিহ্ন দেওয়া হয়। বাংলাতেও এই রীতি প্রচলন করা হয়েছে। ▷বিশেষ্য—বি.; বিশেষণ—বিণ.। উদ্ধৃতির মধ্যে কিছু অংশ বাদ দিলে একাধিক বিন্দু দিয়ে তা বোঝানো হয়। ▷'.....আমার অনেক টাকা মেরে দিয়েছে।' কে 'মেরে দিয়েছে' তার নামটি বাদ দেওয়া হল, তার সেজন্য ব্যবহৃত হল বিন্দু চিহ্ন।

বিপরীত শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ : একটি *শব্দ* যে-ভাব বা *অর্থ* প্রকাশ করে, অন্য একটি শব্দ তার বিপরীত ভাব বা অর্থবোধক হলে শব্দ দুটিকে পরস্পরের **বিপরীতার্থক শব্দ** বা **বিপরীত শব্দ** বলা হয়। ▷আলো—অন্ধকার; উঁচু—নীচু; মুক্ত—বন্ধ; সবল—দুর্বল; তুলনীয়—অতুলনীয়; নিষ্পাপ— পাপী; অহিংস—সহিংস; দোষী—নির্দোষ; সুরুচি—কুরুচি; তেজি—মন্দা; বিষণ্ণ—প্রসন্ন।

বিপর্যাস : দ্র. ধ্বনি বিপর্যয়।

বিপ্রকর্ষ : দ্র. স্বরভক্তি।

বিবৃত দল : দ্র. দল; মুক্ত দল।

বিবৃত স্বরধ্বনি : উচ্চারণের সময় ঠোঁট কতটা ফাঁক হচ্ছে, এই বিচারে *স্বরধ্বনির* শ্রেণি-বিশেষ। যে-স্বরধ্বনির উচ্চারণে ঠোঁটের ফাঁক সবচেয়ে বেশি হয় তা-ই **বিবৃত স্বরধ্বনি**। ▷আ। এই স্বরধ্বনি *নিম্ন* এবং *কেন্দ্রীয়*। [দ্র. স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]।

বিভক্তি : *শব্দকে বাক্যে* ব্যবহারের *পদ*-এ রূপান্তরিত করার জন্য শব্দের সঙ্গে যা যোগ করতে হয় তাকে বলা হয় **বিভক্তি**। এ, তে, র প্রভৃতি বিভক্তি বাংলায় বহুল ব্যবহৃত। ▷রাম + **কে** =

রামকে; রাম + **এর** = রামের; √যা + ইব্ + **এন** = যাইবেন → যাবেন; পৃথিবী + **তে** = পৃথিবীতে। বিভক্তির দুটি প্রধান শ্রেণি আছে। ১. *শব্দবিভক্তি* [দ্র.] : এই বিভক্তি শব্দের সঙ্গে লাগে। ▷এ; তে; র; এর প্রভৃতি এই শ্রেণির। ২. *ক্রিয়াবিভক্তি* [দ্র.] : *ধাতু* থেকে *ক্রিয়াপদ* তৈরি করতে এই বিভক্তির ব্যবহার হয়। ▷অ; এ; এন; আম ইত্যাদি। যে-বিভক্তিকে একাধিক *কারকে* ব্যবহার করা যায় তাদের বলে *তির্যক বিভক্তি* [দ্র.]। অধিকাংশ বাংলা বিভক্তি-ই এই শ্রেণির। শব্দবিভক্তির সঙ্গে *কারকের* এবং *ক্রিয়াবিভক্তির* সঙ্গে *কাল* ও *পুরুষের* প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ আছে। [দ্র. পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি]। কারকভেদে শব্দবিভক্তিকে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুযায়ী *প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী* বলে অভিহিত করার রীতি বাংলায় ছিল। এখন এর ব্যবহার কমে আসছে। বাংলায় অনেকসময়েই বিভক্তিহীন পদ পাওয়া যায়। এই অনুপস্থিত বিভক্তিকে বলা হয় *শূন্যবিভক্তি* [দ্র.]। [দ্র. সুবন্ত; তিঙন্ত; কর্তৃ-, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ কারকের বিভক্তি]।

বিভক্তিগ্রাহী রূপ : দ্র. সর্বনাম।

বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়া-বিশেষণ : *ক্রিয়া-বিশেষণের* রূপগত শ্রেণিগুলির অন্যতম। *বাক্যের* মধ্যে কোনো কোনো *পদ বিভক্তিযুক্ত* হয়ে ক্রিয়া-বিশেষণের কাজ করে। ▷**সহাস্যে** বললেন। **সাবধানে** থেকো। "তোমারি গেহে পালিছ **স্নেহে**"—রবীন্দ্র।

বিভক্তিহীন ক্রিয়া-বিশেষণ : *ক্রিয়া-বিশেষণের* রূপগত শ্রেণিগুলির অন্যতম। বিভক্তিযুক্ত না হয়ে কোনো কোনো *পদ* যখন *বাক্যে* ক্রিয়া-বিশেষণের কাজ করে, তখন তাকে বলা হয় **বিভক্তিহীন ক্রিয়া-বিশেষণ**। ▷বিষ্টি পড়ে **টাপুরটুপুর**। **সকাল সকাল** এসো। 'এক্কাগাড়ি **খুব** ছুটেছে'—যোগীন্দ্রনাথ সরকার। **জোর** চলেছে গাড়িটা।

বিমিশ্রণ, মিশ্রণ : "যদি একটিমাত্র *শব্দের* প্রভাবে অন্য কোনো শব্দের রূপ পরিবর্তন হয়, তবে তাকে **বিমিশ্রণ** বলে।"—সুকুমার সেন। ▷'রস' শব্দের প্রভাবে পোর্তুগিজ শব্দ 'আনানস' হয়েছে 'আনারস'।

বিয়োজক অব্যয় : *সমুচ্চয়ী অব্যয়ের* [দ্র.] শ্রেণি-বিশেষ। যে-*অব্যয়* দুটি বিকল্পের মধ্যে সংযোগ সাধন করে, তাকে **বিয়োজক** বা **বৈকল্পিক অব্যয়** বলে। ▷রাম **অথবা** শ্যাম যাবে। স্নান করে যাবে **না** এসে স্নান করবে? সে এখানে আসবে **কিংবা** আমি সেখানে যাব।

বিরামচিহ্ন : দ্র. ছেদচিহ্ন।

বিশিষ্টার্থবোধক শব্দ : দ্র. পরিভাষা।

বিশুদ্ধ ওষ্ঠ্য ধ্বনি : দ্র. দন্ত্যৌষ্ঠ্য ধ্বনি।

বিশেষণ : *বাক্যস্থিত* কোনো *পদের* গুণ, পরিমাণ, অবস্থা, সংখ্যা, ধর্ম প্রভৃতি বোঝানোর জন্য যে-পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে বলা হয় **বিশেষণ**। অন্যভাবে বলা যায়, যে-পদ অন্য কোনো পদকে বিশেষিত করে তা-ই বিশেষণ। বাক্যের মধ্যে পদটির অবস্থান, কোন শ্রেণির পদকে বিশেষিত করছে, বিশেষণ পদটি কীভাবে গঠিত হচ্ছে—এইসব দিক থেকে বিবেচনা করলে, বিশেষণের বেশ কয়েকটি শ্রেণিবিভাগ করা যায়। ১. বাক্যে অবস্থান অনুযায়ী : (ক) *সাক্ষাৎ বিশেষণ* [দ্র.] : ▷**ভালো** মেয়ে; **গভীর** নদী। (খ) *বিধেয় বিশেষণ* [দ্র.] : লোকটি **অসুস্থ**। ২. কোন শ্রেণির পদকে বিশেষিত করছে—এই অনুসারে : (ক) *বিশেষ্যের বিশেষণ* : ▷**সুগন্ধ** তেল। (খ) *বিশেষণের বিশেষণ* [দ্র.] : ▷**খুব** ভালো ছেলে। (গ) *সর্বনামের বিশেষণ* : ▷**অনভিজ্ঞ** ওই লোকটা। (ঘ) *ক্রিয়ার বিশেষণ* বা *ক্রিয়া-বিশেষণ* [দ্র.] : ▷**তাড়াতাড়ি** যাও। (ঙ) *অব্যয়ের বিশেষণ* [দ্র.] : ▷**অতি** অকস্মাৎ ঘটনাটা ঘটল। এর মধ্যে বিশেষ্য ও সর্বনামের বিশেষণকে একত্রে *নাম-বিশেষণ* [দ্র.] বলা হয়। ৩. *গঠনের* বিচারে : (ক) *তদ্ধিতপ্রত্যয়জাত বিশেষণ* [দ্র.] : ▷**মাঙ্গলিক** গান। (খ) *ক্রিয়াজাত বিশেষণ* [দ্র.] : ▷**নিভন্ত** আগুন। (গ) *সর্বনামজাত*

বিশেষণ [দ্র.] : ▷**এত** আলো। (ঘ) *অব্যয়জাত বিশেষণ* [দ্র.] : ▷**অকস্মাৎ** বৃষ্টি। (ঙ) *ক্রিয়াদ্বিত্বজাত বিশেষণ* [দ্র.] : ▷ঢলো-ঢলো অঙ্গ। (চ) *সংজ্ঞাবাচক বিশেষণ* [দ্র.] : ▷ঢাকাই; গাঙ্গেয়। সাধারণভাবে কিছু বিশেষণের দৃষ্টান্ত : **ভালো** ছেলে। **গভীর** রাত্রি। **পাকা** আম। **পঁচিশে** বৈশাখ। **পাটনাই** চাল। **নীল** আকাশ। এ বিষয়ে **অভিজ্ঞ** তিনিই ঠিক বলতে পারবেন। এইগুলি সবই নাম-বিশেষণ। [দ্র. নাম-বিশেষণ]।

বিশেষণধর্মী অপ্রধান খণ্ডবাক্য : *জটিল বাক্যের অপ্রধান খণ্ডবাক্যটি* যদি বাক্যটির কোনো পদ কিংবা অংশের *বিশেষণের* কাজ করে তবে তাকে বলা হয় **বিশেষণধর্মী অপ্রধান খণ্ডবাক্য।** '**যা হারিয়ে যায়** তা আগলে ব'সে রইব কত আর?'—রবীন্দ্র। **যে আলস্যে কাল কাটায়** সে সাফল্য লাভ করে না। 'ওদের সাথে মেলাও **যারা চরায় তোমার ধেনু**'—রবীন্দ্র। [দ্র. অপ্রধান খণ্ডবাক্য]।

বিশেষণ সম্বন্ধ : *সম্বন্ধপদটি সম্বন্ধিতের* বিশেষণস্থানীয় হলে তাকে বলে **বিশেষণ সম্বন্ধ।** ▷**পরিশ্রমের** কাজ; **নিয়মের** মারপ্যাঁচ; **আনন্দের** কথা; **গৌরবের** বিষয়। [দ্র. সম্বন্ধপদ]।

বিশেষণের তারতম্য : কোনো কিছুর গুণ, অবস্থা প্রভৃতির সঙ্গে অন্য এক কিংবা একাধিক কিছুর তুলনা করতে হলে *বিশেষণের* রূপে যে-পরিবর্তন হয় তা-ই **বিশেষণের তারতম্য।** সংস্কৃত নিয়ম অনুযায়ী দুটি জিনিসের সঙ্গে তুলনা করতে হলে বিশেষণের সঙ্গে 'তর' ও বহুর সঙ্গে তুলনার জন্য 'তম' যোগ হয় [দ্র. তুলনাবাচক প্রত্যয়]। এই দুটি প্রত্যয়কে একত্র করে 'তরতম' শব্দটি হয়েছে যার অর্থ 'কম-বেশি'। 'তারতম্য' শব্দটিও 'তরতম' থেকে তৈরি [তরতম + য (ষ্যঞ্)]। বিশেষণের তারতম্য বোঝানোর জন্য সংস্কৃত রীতি বাংলাতেও চলে, তবে বাংলার কতকগুলি নিজস্ব রীতিও আছে।

দুই-এর তুলনায় চেয়ে, চাইতে, অপেক্ষা প্রভৃতি অনুসর্গের ব্যবহার হয়। ▷লোহার **চেয়ে** তামা দামি। মিহির সমীরের **চেয়ে** ভালো ছাত্র। রাম **অপেক্ষা** শ্যাম মেধাবী। লক্ষণীয়, এখানে বিশেষণ শব্দের (দামি, ভালো, মেধাবী) কোনো পরিবর্তন হয়নি। বহুর মধ্যে তুলনায় সবচেয়ে, সবচাইতে, সর্বাপেক্ষা, সকলের মধ্যে, সবার চাইতে প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। ▷'কিন্তু **সবার চাইতে** ভালো পাঁউরুটি আর ঝোলাগুড়।'—সুকুমার রায়। ফলের মধ্যে কাঁঠাল **সর্বাপেক্ষা** বৃহৎ। **সবচেয়ে** দামি। এখানেও বিশেষণ শব্দের কোনো পরিবর্তন নেই। 'তর'-, 'তম'-র ব্যবহার এইরকম : ▷বৃহৎ—বৃহত্তর—বৃহত্তম; কঠিন—কঠিনতর—কঠিনতম। ▷অবস্থা **জটিলতর** হল (আগের চাইতে জটিল)। **ঘোরতর** বিপদ—এখানে 'তর'-র অর্থ সাধারণভাবে বেশি। সবচেয়ে বেশি কিংবা কম বোঝানোর জন্য 'তম'-প্রত্যয়ান্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়। ▷তিন অঙ্কের **বৃহত্তম** সংখ্যা। **কঠিনতম** পরীক্ষা। ন্যূনতম সৌজন্যবোধ।

ঈয়স্, ইষ্ঠ প্রত্যয়ও বিশেষণের তারতম্য বোঝানোর জন্য সংস্কৃত ব্যবহৃত হয়। ▷লঘু-লঘীয়ান্-লঘিষ্ঠ; বলবৎ-বলীয়ান্-বলিষ্ঠ। নিছক তারতম্য বোঝানোর জন্য বাংলায় এইসব প্রত্যয়ের ব্যবহার কম। বরং এগুলি সাধারণ বিশেষণ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। ▷বলিষ্ঠ ব্যক্তি (বলশালী ব্যক্তি); পাপিষ্ঠ (পাপী)। আবার বিশেষণের তারতম্য বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়। ▷সংখ্যাগরিষ্ঠ (সংখ্যায় যারা সবচেয়ে বেশি)।

বিশেষণের বিশেষণ : *যে-বিশেষণ* অন্য কোনো বিশেষণ (নাম-বিশেষণ, ক্রিয়া-বিশেষণ) পদকে বিশেষিত করে অর্থাৎ এদের দোষ, গুণ, অবস্থা প্রভৃতি প্রকাশ করে তাদের নাম **বিশেষণের বিশেষণ।** *নাম-বিশেষণ* কিংবা *ক্রিয়া-বিশেষণ*—এই দু-রকম বিশেষণই বিশেষণের বিশেষণ হতে পারে। ▷**খুব** ভালো ছেলে। **ভারি** চমৎকার ছবি। **ভীষণ** জোরে বৃষ্টি পড়ছে। **অতি** দ্রুত হাঁটছে। **খুবই** আস্তে কথা বলেন তিনি।

বিশেষণের শ্রেণিবিভাগ : দ্র. নাম-বিশেষণ, বিশেষণ।

বিশেষ্য : যে-*পদে* কোনো কিছুর নাম বোঝায় তা-ই **বিশেষ্য বা নামপদ**। কীসের নাম এই বিচারে বিশেষ্যকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা চলে। ১. *সংজ্ঞাবাচক* [দ্র.] : ▷গঙ্গা; ভারতবর্ষ; কলকাতা। ২. *জাতিবাচক* [দ্র.] : ▷পশু; বাঘ; আর্য; জার্মান; ইংরেজ। ৩. *বস্তুবাচক* [দ্র.] : ▷জল; আকাশ; পালঙ্ক; জুতো; রসগোল্লা। ৪. *পরিমাণবাচক* [দ্র.] : ▷টন; কিলোমিটার; ডজন; ভোল্ট। ৫. *গুণবাচক* [দ্র.] : ▷ক্ষমা; সাহস; ভীরুতা; মহত্ত্ব। ৬. *সমষ্টিবাচক* [দ্র.] : ▷ঝাঁক; গোষ্ঠী; শ্রেণি; গণ; সংসদ; আবলি। ৭. *অবস্থাবাচক* [দ্র.] : ▷বাল্য; স্বাচ্ছন্দ্য; স্বাধীনতা। ৮. *ভাববাচক* [দ্র.] : ▷আনন্দ; সুখ; অস্থিরতা। ৯. *ক্রিয়াবাচক* [দ্র.] : ▷যাওয়া; লাগানো; খাওয়ানো; দৌড়োনো; দেখা; লাফানো। ১০. *সংখ্যাবাচক বিশেষ্য* [দ্র.] : ▷উনিশ; এক-শো; তিন। বিশেষ্যের এতগুলি শ্রেণিবিভাগ অবশ্য অনেকে করেন না। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মোট পাঁচটি শ্রেণির বিশেষ্যের কথা বলেছেন। ১. *সামান্যবাচক* [দ্র.] : ▷পশু; বাঘ; আর্য। ২. *সংজ্ঞাবাচক* [দ্র.] : ▷গঙ্গা; ভারতবর্ষ; কলকাতা। ৩. *গুণ* বা *ভাববাচক* : ▷ক্ষমা; সাহস; আনন্দ; অস্থিরতা। ৪. *সমষ্টিবাচক* [দ্র.] : ▷শ্রেণি; আবলি; গোষ্ঠী; সংঘ; গণ। ৫. *ক্রিয়াবাচক* [দ্র.] : ▷যাওয়া; বলা; দাঁড়ানো; দেখা।

বিশেষ্যধর্মী অপ্রধান খণ্ডবাক্য : *জটিল বাক্যের* মধ্যে *অপ্রধান খণ্ডবাক্যটির* ভূমিকা যদি *সরল বাক্যের বিশেষ্যপদের* মতো হয়, তবে সেই খণ্ডবাক্যকে বলা হয় **বিশেষ্যধর্মী** বা **সংজ্ঞাধর্মী অপ্রধান খণ্ডবাক্য**। ▷'সে কহে বিস্তর মিছা **যে কহে বিস্তর**।'—ভারতচন্দ্র। 'যে কহে বিস্তর' খণ্ডবাক্যটি এখানে কর্তার কাজ করছে। (বাক্যটিকে একটু অন্যরকমভাবে সাজালে কর্তা-চরিত্রটি ধরা পড়ে। **যে কহে বিস্তর** সে কহে বিস্তর মিছা।) 'তুমি **যে আমারে চাও**, আমি সে জানি।'—রবীন্দ্র; (কর্ম)। সে বলল, '**আমি আগামীকাল আসব**' (ক্রিয়ার পরিপূরক)। **তাহার প্রতি এতটা অন্যায় করিলে** সকলেই দোষ দিবে (সমানাধিকরণ)। [দ্র. অপ্রধান খণ্ডবাক্য]।

বিশেষ্যের বিশেষণ : দ্র. নাম-বিশেষণ।

বিষমীভবন : কোনো শব্দে একই *ব্যঞ্জনধ্বনি* পর পর থাকলে উচ্চারণে তাদের কোনো একটার *ধ্বনি* বদলে যায়। একে বলা হয় **বিষমীভবন**। ▷লাল → নাল; শরীর → শরীল। মান্য উচ্চারণে বিষমীভূত উচ্চারণ গ্রাহ্য নয়। [দ্র. ব্যঞ্জনসংগতি]।

বিষয়বাচক আধার অধিকরণ কারক : দ্র. আধার অধিকরণ কারক।

বিষয়াধিকরণ কারক : দ্র. আধার অধিকরণ কারক।

বিসর্গ : (ঃ)-এই *বর্ণ* যার *ধ্বনি* 'হ্'-ধ্বনির কাছাকাছি। তবে বাংলায় বিসর্গের অন্য উচ্চারণও আছে। যাঃ, আঃ, ওঃ—ইত্যাদি ক্ষেত্রে উচ্চারণ 'হ্'-এর মতো। কিন্তু কোনো শব্দের মধ্যের বিসর্গ থাকলে পরবর্তী ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয়। ▷দুঃখ → দুক্খো; দুঃসাধ্য → দুশ্শাদ্ধো। বিসর্গকে *অযোগবাহ বর্ণ* বলা হয়, কারণ বিসর্গ (এবং *অনুস্বার*) স্বরবর্ণ অথবা *ব্যঞ্জনবর্ণ* কোনোটাই নয়। বিসর্গ *আশ্রয়স্থানভাগী* বর্ণও বটে। কারণ কোনো নিজস্ব ধ্বনি নেই, ফলে উচ্চারণস্থানও নেই। যে-ধ্বনির সঙ্গে যোগ হয় তার উচ্চারণস্থানই দখল করে। বিসর্গ দু-রকমের হয়। *স-জাত বিসর্গ* [দ্র.] ও *র-জাত বিসর্গ* [দ্র.]। বাংলায় শব্দের শেষের বিসর্গ লেখার ব্যবহার কমে এসেছে। ফলতঃ, ক্রমশঃ, অন্ততঃ প্রভৃতি এখন ফলত, ক্রমশ, অন্তত লেখা হয়।

বিসর্গ সন্ধি : পূর্বপদের *বিসর্গের* সঙ্গে পরের পদের *ব্যঞ্জনধ্বনি* কিংবা *স্বরধ্বনির সন্ধিকে* বলা হয় **বিসর্গ সন্ধি**। প্রধানত সংস্কৃত শব্দেই এই সন্ধির প্রচলন। বিসর্গ সন্ধির অনেকগুলি নিয়ম আছে। প্রধান প্রধান নিয়মগুলি নীচে দেওয়া হল।

১. (পূর্বপদের শেষে অ-ধ্বনি) + (*র-জাত* কিংবা *স-জাত বিসর্গ*) + (অ) = ও + লুপ্ত অ-কার। ▷ততঃ + অধিক = ততোঽধিক → (বাংলায়) ততোধিক।

২. (পূর্বপদের শেষে অ-ধ্বনি) + (স-জাত বিসর্গ) + (*বর্গের* তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ,

অর্থাৎ গ, ঘ, ঙ, জ, ঝ, ঞ, ড, ঢ, ণ, দ, ধ, ন, ব, ভ, ম এবং য, র, ল, হ) = ও। এই 'ও' পূর্ববর্ণে যুক্ত হবে। ▷ছন্দঃ (ছন্দস্) + বন্ধ = ছন্দোবন্ধ; মনঃ (মনস্) + লৌল্য = মনোলৌল্য; মনঃ (মনস্) + বেদনা = মনোবেদনা; তপঃ (তপস্) + বন = তপোবন; তিরঃ (তিরস্) + ধান = তিরোধান; অধঃ (অধস্) + মুখ = অধোমুখ; যশঃ (যশস্) + লিপ্সা = যশোলিপ্সা; ত্রয়ঃ (ত্রয়স্) + দশ = ত্রয়োদশ; বয়ঃ (বয়স্) + বৃদ্ধ = বয়োবৃদ্ধ।

৩. (পূর্বপদের শেষে অ-ধ্বনি) + (*র-জাত বিসর্গ*) + (বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ অর্থাৎ গ, ঘ, ঙ, জ, ঝ, ঞ, ড, ঢ, ণ, দ, ধ, ন, ব, ভ, ম এবং য, র, ল, হ) = র্। এই র পূর্ববর্ণে যোগ হয়, অর্থাৎ রেফ হয়। ▷পুনঃ (পুনর্) + বার = পুনর্বার; অন্তঃ (অন্তর্) + লীন = অন্তর্লীন; অন্তঃ (অন্তর্) + লোক = অন্তর্লোক; অন্তঃ (অন্তর্) + গত = অন্তর্গত; প্রাতঃ (প্রাতর্) + ভ্রমণ = প্রাতর্ভ্রমণ; পুনঃ (পুনর্) + বার = পুনর্বার; অহঃ (অহর্) + নিশ = অহর্নিশ; অন্তঃ (অন্তর্) + জগৎ = অন্তর্জগৎ।

৪. (পূর্বপদের শেষে অ-ধ্বনি) + (র-জাত বিসর্গ) + (স্বরবর্ণ) = র্। ▷প্রাতঃ (প্রাতর্) + আশ = প্রাতরাশ; পুনঃ (পুনর্) + উজ্জীবন = পুনরুজ্জীবন; পুনঃ (পুনর্) + আবিষ্কার = পুনরাবিষ্কার; অন্তঃ (অন্তর্) + ইন্দ্রিয় = অন্তরিন্দ্রিয়।

৫. (পূর্বপদের শেষে অ-ধ্বনি) + (স-জাত বিসর্গ) = স্। ▷স্রোতঃ (স্রোতস্) + বান = স্রোতস্বান্; তেজঃ (তেজস্) + বান = তেজঃস্বান; সরঃ (সরস্) + বতী = সরস্বতী।

৬. (পূর্বপদের শেষে ই, উ, এ, ঐ, ও, ঔ-ধ্বনি) + (স-জাত কিংবা র-জাত বিসর্গ) + (বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ অর্থাৎ গ, ঘ, ঙ, জ, ঝ, ঞ, ড, ঢ, ণ, দ, ধ, ন, ব, ভ, ম এবং য, র, ল, হ) = র্। ▷নিঃ (নির্) + বোধ = নির্বোধ; ধনুঃ (ধনুস্) + বাণ = ধনুঃর্বাণ; আশীঃ (আশিস্) + বাদ = আশীর্বাদ; নিঃ (নির্) + মোহ = নির্মোহ; চতুঃ (চতুর্) + বেদ = চতুর্বেদ; নিঃ (নির্) + বিকল্প = নির্বিকল্প; জ্যোতিঃ (জ্যোতিস্) + বিজ্ঞান = জ্যোতির্বিজ্ঞান; বহিঃ (বহিস্) + জগৎ = বহির্জগৎ।

৭. (পূর্বপদের শেষে ই, উ, এ, ঐ, ও, ঔ-ধ্বনি) + (স-জাত কিংবা র-জাত বিসর্গ) + (স্বরবর্ণ) = র্। ▷নিঃ (নির্) + অঙ্কুশ = নিরঙ্কুশ; নিঃ (নির্) + আনন্দ = নিরানন্দ; চতুঃ (চতুস্) + আনন = চতুরানন; নিঃ (নির্) + ঔৎসুক্য = নিরৌৎসুক্য; চক্ষুঃ (চক্ষুস্) + উন্মীলন = চক্ষুরুন্মীলন; নিঃ (নির্) + আকার = নিরাকার; দুঃ (দুর্, দুস্) + আত্মা = দুরাত্মা।

৮. (পূর্বপদে যেকোনো স্বরধ্বনি) + (র-জাত বিসর্গ কিংবা স-জাত বিসর্গ) + (চ, ছ) = শ্। ▷শিরঃ (শিরস্) + ছেদ = শিরশ্ছেদ; নিঃ (নির্) + চেষ্ট = নিশ্চেষ্ট; দুঃ (দুর্, দুস্) + চরিত্র = দুশ্চরিত্র; ছন্দঃ (ছন্দস্) + চিন্তা = ছন্দশ্চিন্তা।

৯. (পূর্বপদে যেকোনো স্বরধ্বনি) + (র-জাত বিসর্গ কিংবা স-জাত বিসর্গ) + (ট, ঠ) = ষ্। নিঃ (নির্) + ঠুর = নিষ্ঠুর; ধনুঃ (ধনুস্) + টংকার = ধনুষ্টংকার।

১০. (পূর্বপদে যেকোনো স্বরধ্বনি) + (র-জাত বিসর্গ কিংবা স-জাত বিসর্গ) + (ত, থ) = স্। ▷নিঃ (নির্) + তেজ = নিস্তেজ; মনঃ (মনস্) + তাপ = মনস্তাপ; অধঃ (অধস্) + তন = অধস্তন।

১১. (পূর্বপদে যেকোনো স্বরধ্বনি) + (র-জাত কিংবা স-জাত বিসর্গ) + (শ, ষ, স) = শ, ষ, স আগম কিংবা বিসর্গ থাকবে। ▷ছন্দঃ (ছন্দস্) + শিক্ষা = ছন্দশ্শিক্ষা → ছন্দঃশিক্ষা; তপঃ (তপস্) + সাধন = তপস্সাধন → তপঃসাধন।

১২. (পূর্বপদে অ, আ) + (র-জাত বিসর্গ কিংবা স-জাত বিসর্গ) + (ক, খ, প, ফ) = স্।

▷মনঃ (মনস্) + কামনা = মনস্কামনা; পুরঃ (পুরস্) + কার = পুরস্কার; বাচঃ (বাচস্) + পতি = বাচস্পতি। এই নিয়মের অনেক ব্যতিক্রম আছে। ▷মনঃকষ্ট; যশঃপ্রার্থী; অন্তঃকরণ।

১৩. (পূর্বপদে ই, উ, এ, ঐ, ও, ঔ) + (র-জাত বিসর্গ কিংবা স-জাত বিসর্গ) + (ক, খ, প, ফ) = ষ্। ▷আবিঃ (আবিস্) + কার = আবিষ্কার; বহিঃ (বহিস্) + কার = বহিষ্কার; ধনুঃ (ধনুস্) + পাণি = ধনুষ্পাণি; ভ্রাতুঃ + পুত্র = ভ্রাতুষ্পুত্র।

১৪. (পূর্বপদে অ) + (র-জাত কিংবা স-জাত বিসর্গ) + (ই, উ, ও, ঔ, এ, ঐ, আ)—বিসর্গ লোপ হয়, সন্ধি হয় না। অতঃ (অতস্) + এব = অতএব, যশঃ (যশস্) + ইচ্ছা = যশইচ্ছা।

১৫. (পূর্বপদে আ) + (র-জাত কিংবা স-জাত বিসর্গ) + (অ, আ, ই, ও, ঔ, এ, ঐ, উ, গ, ঘ, জ, ঝ, ড, ঢ, ণ, দ, ধ, ন, ব, ভ, ম, য, র, ল, হ)—বিসর্গ লোপ, সন্ধি হয় না। ▷পুত্রাঃ + জাতা = পুত্রাজাতা।

১৬. (পূর্বপদে অ-ভিন্ন যেকোনো স্বরধ্বনি) + (র-জাত কিংবা স-জাত বিসর্গ) + (র)—বিসর্গ লোপ, পূর্বস্বর দীর্ঘ। ▷নিঃ (নির্) + রোগ = নীরোগ; নিঃ (নির্) + রব = নীরব; চক্ষুঃ (চক্ষুস্) + রোগ = চক্ষূরোগ।

১৭. (পূর্বপদে যেকোনো স্বর) + (র-জাত কিংবা স-জাত বিসর্গ) + (স্ত, স্থ, স্প)—বিকল্পে বিসর্গ লোপ। ▷নিঃ + স্পন্দ = নিঃস্পন্দ → নিস্পন্দ; নিঃ + স্তব্ধ = নিঃস্তব্ধ → নিস্তব্ধ; বক্ষঃ (বক্ষস্) + স্থল = বক্ষঃস্থল → বক্ষস্থল; নিঃ + স্পৃহ = নিঃস্পৃহ → নিস্পৃহ; মনঃ (মনস্) + স্থ = মনঃস্থ → মনস্থ।

১৮. (র-জাত কিংবা স-জাত বিসর্গ) + (ক, খ, প, ফ, শ, স)—বিসর্গের কোনো পরিবর্তন হয় না। ▷মনঃ (মনস্) + পীড়া = মনঃপীড়া; মনঃ (মনস্) + ক্ষুণ্ণ = মনঃক্ষুণ্ণ; স্বতঃ (স্বতস্) + স্ফূর্ত = স্বতঃস্ফূর্ত; দুঃ (দুর্) + সাধ্য = দুঃসাধ্য; জ্যোতিঃ (জ্যোতিস্) + প্রভা = জ্যোতিঃপ্রভা; প্রাতঃ (প্রাতর্) + কাল = প্রাতঃকাল।

১৯. নিয়ম বহির্ভূত (বিসর্গ) সন্ধি। ▷আ + চর্য = আশ্চর্য; অহঃ + রাত্র = অহোরাত্র; গীঃ + পতি = গীষ্পতি।

বিস্তারিত স্বরধ্বনি : দ্র. প্রসৃত স্বরধ্বনি।

বিস্ময়চিহ্ন : '!'-এই *প্রান্তিক ছেদচিহ্নের* নাম **বিস্ময়চিহ্ন**। বিস্ময়, আনন্দ, ভয়, ক্ষোভ প্রভৃতি মনোভাব প্রকাশের জন্য *বাক্যশেষে* এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। ▷কাহারে হেরিলাম! আহা!/সে কি সত্য, সে কি মায়া! [দ্র. ছেদচিহ্ন]। এই চিহ্নের অন্য নাম **ভাবদ্যোতক চিহ্ন**।

বিস্ময়বাচক বাক্য : *বাক্যকে অর্থ* অনুযায়ী যতগুলি ভাগে ভাগ করা তার একটি। যে-ধরনের বাক্যে বিস্ময়, উচ্ছ্বাস, শোক প্রভৃতি প্রকাশ করা যায়, তা-ই **বিস্ময়বাচক বাক্য** বা **আবেগবাচক বাক্য** বা **বিস্ময়াদিবোধক বাক্য**। ▷অ্যাঁ! ব্যাপারটা এতদূর গড়িয়েছে? 'ধন্যি ছেলের অধ্যবসায়!'—সুকুমার রায়। আহা! কী অপরূপ দৃশ্য! হায় হায়, আমাদের কী হবে! [দ্র. বাক্য]।

বিস্ময়সূচক অব্যয় : *মনোভাববাচক অব্যয়ের শ্রেণি*-বিশেষ। এই ধরনের অব্যয়ে বিস্মিত কিংবা আশ্চর্য হওয়ার ভাব প্রকাশ করা হয়। ▷**একী**! অবাক কাণ্ড। **অ্যাঁ**, এত কাণ্ড ঘটে গেছে এর মধ্যে।

বিস্ময়াদিবোধক বাক্য : দ্র. বিস্ময়বাচক বাক্য।

বীপ্সা : *শব্দটির* অর্থ ব্যাপ্তির ইচ্ছা। বাক্যে কোনো কোনো শব্দ একাধিকবার ব্যবহার করে বিশেষ ভাব কিংবা তাৎপর্য সৃষ্টি করা হয়। একই শব্দ দু-বার ব্যবহার করা হলে তাকে দ্বিরুক্ত শব্দ বলে। বীপ্সাতে শব্দের দ্বিরুক্তি থাকে, তবে সব দ্বিরুক্তিই বীপ্সা নয়। দ্বিরুক্তির দ্বারা ব্যাপ্তি অথবা আধিক্যের

ভাব বোঝালে তাকে **বীপ্সা** বলে। ▷**গ্রামে গ্রামে** (প্রতি গ্রামে); **বাড়ি বাড়ি** (প্রতি বাড়িতে); তারায় তারায় (অনেক তারায়); **যা যা** বললাম; '**কুঞ্জে কুঞ্জে** গাহে পাখি'—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। [দ্র. শব্দদ্বৈত; দ্বিরুক্ত শব্দ]।

বীপ্সা সম্বন্ধ : *সম্বন্ধপদ* ও *সম্বন্ধিত* একই শব্দজাত হলে তাকে বলে **বীপ্সা সম্বন্ধ**। ▷দুঃখের দুঃখী; সুখের সুখী; সাথের সাথি; গানের গায়ক।

বুঞ্ : দ্র. বুন্[১]।

বুন্[১], বুঞ্ (অক) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। এর অন্য নাম **বুঞ্**। এই প্রত্যয় যোগ হলে প্রত্যয়ান্ত শব্দটির শেষে 'অক' হয়। ▷মীমাংসা + অক (বুন্) = মীমাংসক; শিক্ষা + অক (বুন্) = শিক্ষক। (শিক্ষক শব্দটি কৃৎপ্রত্যয়ান্তও হতে পারে। √শিক্ষ্ + অক (ণ্বুল্) = শিক্ষক। এই শব্দটির অর্থ শিক্ষাদান যিনি করেন, অধ্যাপক। তদ্ধিতান্ত শব্দটির অর্থ '**শিক্ষাবেত্তা, শিক্ষাধ্যেতা** : দ্র. বঙ্গীয় শব্দকোষ : হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়)।

বুন্[২], (অক) : সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয়। ধাতুর সঙ্গে যোগ হলে অক যোগ হয়। ▷√পচ্ + অক (বুন্) = পেচক।

বৃদ্ধি : কোনো কোনো *প্রত্যয়* যোগ করলে মূল *শব্দের* অ এবং আ-স্থানে আ; ই, ঈ এবং এ-স্থানে ঐ; উ, ঊ এবং ও-স্থানে ঔ; এবং ঋ-স্থানে 'আর্' হওয়ার নাম **বৃদ্ধি**। ▷দরিদ্র → দারিদ্র্য (প্রথম 'দ'-এর 'অ' বৃদ্ধি হয়ে 'আ' হল)। সব → সার্বিক; দিন → দৈনিক; দীন → দৈন্য; বেদ → বৈদিক; সুমিত্রা → সৌমিত্রি; কুলীন → কৌলীন্য; লোক → লৌকিক; কুরু → কৌরব; ভৃগু → ভার্গব; ঋষি → আর্ষ। [দ্র. গুণ]।

বে : ফারসি *উপসর্গ*। বাংলায় এই উপসর্গ একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১. খারাপ অর্থে : ▷**বেচাল**; **বেবন্দোবস্ত**; **বেহেড**, **বেনিয়ম**। ২. ভুল কিংবা ভিন্ন অর্থে : ▷**বেলাইন**; **বেআইন**; **বেজায়গা**। ৩. অপ্রত্যাশা অর্থে : ▷**বেমক্কা**; **বেঘোরে**। ৪. নেই অর্থে : ▷**বেহুঁশ**; **বেহিসেব**; **বেফাঁস**।

বৈকল্পিক অব্যয় : দ্র. বিয়োজক অব্যয়।

বৈশিষ্ট্যবাচক বিশেষণ : দ্র. গুণবাচক বিশেষণ।

ব্যক্তি : উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ, প্রথমপুরুষ প্রভৃতির পরিবর্তে অধুনা 'আমি-পক্ষ', 'তুমি-পক্ষ', 'সে-পক্ষ' চালানোর চেষ্টা হচ্ছে। অথচ 'পুরুষ' অর্থে 'ব্যক্তি'-র ব্যবহার বাংলা ব্যাকরণে নতুন কিছু নয়। *পুরুষবাচক সর্বনামকে ব্যক্তিবাচক সর্বনাম* বলাও হয়। আমাদের মনে হয় উত্তমপুরুষ, মধ্যমপুরুষ, প্রথমপুরুষ যদি বদলাতেই হয় তবে, যথাক্রমে প্রথমব্যক্তি, দ্বিতীয়ব্যক্তি ও তৃতীয়ব্যক্তি বলাটাই সংগত ও শোভন।

ব্যক্তিবাচক সর্বনাম : ব্যক্তিনামের পরিবর্তে যে-*সর্বনাম* বসে তা-ই **ব্যক্তিবাচক সর্বনাম** বা **পুরুষবাচক সর্বনাম**। এই সর্বনামের তিনটি শ্রেণি আছে। ১. উত্তম*পুরুষ* : ▷আমি; আমরা; মোরা, মুই. ২. *মধ্যমপুরুষ* : ▷তুমি; তোমরা, আপনি; আপনারা; তুই; তোরা। ৩. *প্রথমপুরুষ* : ▷সে; তারা; তাহারা; তিনি; তাঁরা, তাঁহারা।

ব্যঙ্গ্যার্থ : যেখানে *শব্দের অর্থ মুখ্যার্থ* অথবা *লক্ষ্যার্থ* ধরে হয় না, বরং তাকে অতিক্রম করে হয়, তাকে বলা হয় **ব্যঙ্গ্যার্থ**। যে-শক্তির অর্থাৎ ভাষাজ্ঞানের কারণে ব্যঙ্গ্যার্থ করা যায় অথবা করা হয় তার নাম **ব্যঞ্জনা শক্তি**। ▷তাঁর কৃষ্ণপ্রাপ্তি হয়েছে—অর্থাৎ তিনি কৃষ্ণকে পেয়েছেন বা ভগবানকে পেয়েছেন। অর্থ—মারা গেছেন। ▷তুমি তো ডুমুরের ফুল হলে হে—অর্থাৎ তোমাকে আর বিশেষ দেখা যায় না। ব্যঙ্গ্যার্থকে **ধ্বনি**ও বলা হয়। [দ্র. লক্ষ্যার্থ]।

ব্যঞ্জনধ্বনি : যে-*ধ্বনির* উচ্চারণে শ্বাসবায়ুকে মুখের মধ্যে কোনো-না-কোনো জায়গায় বাধা দিতে হয় সেসব ধ্বনিই **ব্যঞ্জনধ্বনি**। এই বাধা পুরোপুরি কিংবা আংশিক—দু-রকমই হতে পারে। শ্বাসবায়ুকে হঠাৎ বাধা দিয়ে এই ধ্বনি তৈরি করতে হয় বলে ব্যঞ্জনধ্বনিকে টানা যায়

না। ক্, খ্, গ্, ঘ্, চ্, জ্, র্ প্রভৃতি প্রায় তিরিশটি ব্যঞ্জনধ্বনি বাংলায় আছে। এই শ্রেণির ধ্বনির লিখিত রূপ বা প্রতীককে বলা হয় *ব্যঞ্জনবর্ণ*। [দ্র. উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]।

ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব : একই *ব্যঞ্জনধ্বনি* পর পর দু-বার উচ্চারিত হলে তাকে বলা হয় **ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব** বা **দ্বিত্বব্যঞ্জন**। বাংলায় অনেকভাবেই এই ধরনের দ্বিত্ব হতে পারে। ১. *যুক্তবর্ণে* একই বর্ণ দু-বার থাকার জন্য। ▷ধাক্কা—ধাক্কা; উচ্চারণ—উচ্চারন্; মত্ত—মৎতো। ২. (অনেক ক্ষেত্রে) য-ফলার জন্য। ▷বাক্য—বাক্কো; দাস্য—দাস্সো। পদ্য—পোদ্দো। ৩. (অনেক ক্ষেত্রে) *ব-ফলার* জন্য। ▷বিদ্বান—বিদ্দান্; পক্ব—পক্কো; দ্বিত্ব—দিৎতো। ৪. (অনেক ক্ষেত্রে) *র-ফলার* জন্য। ▷বিপ্র—বিপ্প্রো; রাত্রি—রাৎত্রি। ৫. কখনো *ম-ফলার* জন্য। ▷পদ্ম—পদ্দো; মাহাত্ম্য —মাহাৎতো। ৬. কখনো ঋ-কারের জন্য। ▷আবৃত্তি—আব্ব্রিৎতি কিংবা আ-বৃৎতি। জোর দিয়ে বলার জন্য অনেক ব্যঞ্জনধ্বনির দ্বিত্ব হয়। ▷সকলে—সক্কলে; একেবারে—এক্কেবারে; কিছু—কিচ্ছু।

ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিবিভাগ : দ্র. উচ্চারণস্থান অনুযায়ী ধ্বনির শ্রেণিবিভাগ।

ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ : দ্র. ধ্বনিলোপ।

ব্যঞ্জনবর্ণ : *ব্যঞ্জনধ্বনির* লিখিত প্রতীক হল **ব্যঞ্জনবর্ণ**। ▷ক, ম, চ, প প্রভৃতি। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ব্যঞ্জনধ্বনির চাইতে বেশি, কারণ কয়েকটি ক্ষেত্রে একই ব্যঞ্জনধ্বনির জন্য একাধিক ব্যঞ্জনবর্ণ আছে (বস্তুত সংস্কৃতে এদের উচ্চারণ আলাদা, বাংলায় নয়)। ▷জ, য; ন, ণ; স, শ, ষ; ং, ঙ; ত, ৎ। উচ্চারণের ধ্বনি একরকম হলেও বর্ণ হিসেবে এরা পৃথক। ত-এর ধ্বনি স্বরান্ত কিংবা ব্যঞ্জনান্ত দুইই হতে পারে। ৎ-এর ধ্বনি ব্যঞ্জনান্ত অর্থাৎ ত্। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের তালিকা ▷ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ড়, ঢ, ঢ়, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, শ, ষ, স, হ, ং, ঃ, ঁ। অবশ্য শেষের তিনটিকে (অর্থাৎ ং, ঃ, ঁ) এখন প্রকৃত ব্যঞ্জনবর্ণ হিসেবে ধরা হয় না। ল-এর পর একটি অন্তঃস্থ-ব বাংলায় ছিল। এখন তাকে পৃথকভাবে দেখানোর প্রয়োজন নেই।

ব্যঞ্জনসংগতি : উচ্চারণের সময় পাশাপাশি অবস্থিত দুটি *ব্যঞ্জনধ্বনির* একইরকম হয়ে যাওয়া, কিংবা একইরকম হওয়ার প্রবণতাকে বলা হয় **ব্যঞ্জনসংগতি** বা **সমীভবন**। দেখা যায় পর পর উচ্চার্য দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির *উচ্চারণস্থান* পৃথক হলে একটির ধ্বনি বদলে যায়, যাতে ধ্বনি দুটির উচ্চারণস্থান এক কিংবা কাছাকাছি হয়। একে **সমীকরণ** বলাও হয়ে থাকে। *ব্যঞ্জনসন্ধিতে* [দ্র.] প্রচুর সমীভবন পাওয়া যায়। প্রথম ধ্বনি পরের ধ্বনির মতো হলে তাকে বলে **পরাগত সমীভবন**। ▷ গল্প → গপ্প; দুর্গা → দুগ্গা; গর্ত → গত্ত। পরের ধ্বনি প্রথম ধ্বনির মতো হলে হয় **প্রগত সমীভবন**। ▷চন্দন → চন্নন; মহাত্মা → মহাৎতাঁ। দুটি ব্যঞ্জনধ্বনিই বদলে গিয়ে অন্য ব্যঞ্জনধ্বনিতে রূপান্তরিত হলে হবে **অন্যোন্য সমীভবন**। ▷উৎ + শ্বাস → উচ্ছ্বাস; বৎসর = বচ্ছর। পর পর উচ্চারিত ভিন্ন শব্দের ক্ষেত্রেও ব্যঞ্জনসংগতি হয়। ▷কাক ডাকে—দ্রুত উচ্চারণে হয় কাগ্ ডাকে [ডাকে-র 'ড' *ট-বর্গের* তৃতীয় বর্ণ, তাই কাক-এর 'ক' হয়ে গেল ক-বর্গের তৃতীয় বর্ণ 'গ']। এইরকম : ▷ভাত দাও → ভাদ্ দাও; জগৎ জোড়া → জগদ্ জোড়া। বানানে না থাকলেও উচ্চারণে ব্যঞ্জনসংগতি দেখা যায়। ▷হঠাৎ → হটাৎ; গর্দভ → গর্ধভ। [দ্র. ধ্বনি পরিবর্তন; সরলীভবন; ব্যঞ্জনসন্ধি]।

ব্যঞ্জনসন্ধি : *ব্যঞ্জনধ্বনির* সঙ্গে *স্বরধ্বনি* কিংবা *ব্যঞ্জনধ্বনির সন্ধিকে* বলা হয় **ব্যঞ্জনসন্ধি**। ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে অনুরূপ ধ্বনির সন্ধিতে *ব্যঞ্জনসংগতির* ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। এই সন্ধির সাধারণ নিয়মগুলি নীচে লেখা হল। *বর্ণ* যেহেতু *ধ্বনির* প্রতীক তাই নীচে-লেখা নিয়মগুলির ক্ষেত্রে বর্ণ শব্দটি ধ্বনি-অর্থে লেখা হয়েছে।

১. (*বর্গের* প্রথম বর্ণ অর্থাৎ ক, চ, ট, ত, প) + (*স্বরবর্ণ* কিংবা বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ বর্ণ অর্থাৎ গ, ঘ, জ, ঝ, ড, ঢ, দ, ধ, ব, ভ এবং অন্তঃস্থ বর্ণ য, র, ল, ব) = বর্গের তৃতীয় বর্ণ অর্থাৎ গ, জ, ড, দ, ব। ▷দিক্ + অন্ত = দিগন্ত; দিক্ + দর্শন = দিগ্‌দর্শন; দিক্ + ভ্রান্ত = দিগ্‌ভ্রান্ত; ষট্ + দর্শন = ষড়দর্শন (ষড়্‌দর্শন); বিদ্যুৎ + বেগ = বিদ্যুদ্‌বেগ; ভগবৎ + গীতা = ভগবদ্‌গীতা; বাক্ + ঈশ্বরী = বাগীশ্বরী; সুপ্ + অন্ত = সুবন্ত; দিক্ + গজ = দিগ্‌গজ; পৃথক + অন্ন = পৃথগন্ন; শরৎ + ইন্দু = শরদিন্দু।

২. (বর্গের প্রথম বর্ণ) + (*নাসিক্য বর্ণ* ন, ম) = বর্গের পঞ্চম বর্ণ। ▷দিক্ + নির্ণয় = দিঙ্‌নির্ণয়; জগৎ + নাথ = জগন্নাথ; ষট্ + মাস = ষণ্মাস; চিৎ + ময় = চিন্ময়; পরাক্ + মুখ = পরাঙ্মুখ। লক্ষণীয়, জগন্নাথ-এর 'ন' দন্ত্য-ন, কারণ 'ৎ' পরিবর্তিত হয়ে ওই 'ন' হচ্ছে, এবং ত-*বর্গের* পঞ্চম বর্ণ 'ন'। ষণ্মাস-এর 'ণ', কারণ *ট-বর্গের* পঞ্চম বর্ণ মূর্ধন্য-ণ।

৩. (দ, ধ) + (নাসিক্য বর্ণ ন, ম) = দ কিংবা ধ-স্থানে ন। ▷উদ্ + নয়ন = উন্নয়ন; ক্ষুধ্ + নিবৃত্তি = ক্ষুন্নিবৃত্তি; তদ্ + ময় = তন্ময়।

৪. (দ, ধ) + (ক, ত, প, ফ, স) = দ কিংবা ধ-স্থানে ৎ। ▷তদ্ + কাল = তৎকাল; তদ্ + ত্ব = তত্ত্ব; তদ্ + পর = তৎপর; বিপদ্ + সময় = বিপৎসময়; উদ্ + ফুল্ল = উৎফুল্ল; তদ্ + সম = তৎসম; হৃদ্ + পিণ্ড = হৃৎপিণ্ড।

৫. (ত, দ) + (চ, ছ) = ত ও দ-স্থানে চ। ▷শরৎ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র; চলৎ + চিত্র = চলচ্চিত্র; উদ্ + ছেদ = উচ্ছেদ; উদ্ + চকিত = উচ্চকিত; অসৎ + চিন্তা = অসচ্চিন্তা; উদ্ + চারণ = উচ্চারণ।

৬. (ত, দ) + (জ) = ত ও দ-স্থানে জ। ▷যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন; বিপদ + জনক = বিপজ্জনক; জগৎ + জননী = জগজ্জননী; উদ্ + জ্বল = উজ্জ্বল; বিদ্বৎ + জন = বিদ্বজ্জন।

৭. (দ) + (ড) = দ-স্থানে ড। ▷উদ্ + ডীন = উড্ডীন।

৮. (ত, দ) + (শ) = ত ও দ-স্থানে চ, এবং শ-স্থানে ছ। ▷উদ্ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস; চলৎ + শক্তি = চলচ্ছক্তি (বাংলায় এইরকম ব্যবহার কম—'চলৎশক্তি'ই লেখা হয়)।

৯. (ত, দ) + (ল) = ত ও দ-স্থানে ল। ▷উদ্ + লাস = উল্লাস; বিদ্যুৎ + লতা = বিদ্যুল্লতা (বাংলাতে অবশ্য 'বিদ্যুৎলতা'-ই লেখা হয়)।

১০. (ম) + (ক্ থেকে ম্ পর্যন্ত যেকোনো ধ্বনি) = ম-স্থানে ং, অথবা যে-*বর্গের* বর্ণ সেই বর্গের পঞ্চম বা নাসিক্য বর্ণ। ▷সম্ + গীত = সঙ্গীত অথবা সংগীত; সম্ + কলন = সঙ্কলন অথবা সংকলন; রবম্ + চ = বরঞ্চ অথবা বরংচ (বাংলায় অবশ্য এই বানানটি লেখা হয় না); সম্ + চয় = সঞ্চয়; মৃত্যুম্ + জয় = মৃত্যুঞ্জয়; সম্ + তাপ = সন্তাপ; সম্ + ধান = সন্ধান; সম্ + ন্যাসী = সন্ন্যাসী; সম্ + মান = সম্মান।

১১. (ম) + (অন্তঃস্থ বর্ণ) = ম-স্থানে অনুস্বার। সম্ + যোগ = সংযোগ; বশম্ + বদ = বশংবদ।

১২. (দ) + (হ) = হ-স্থানে ধ। ▷তদ্ + হিত = তদ্ধিত; উদ্ + হৃত = উদ্ধৃত।

কিছু নিয়মছাড়া ব্যঞ্জনসন্ধি আছে যাদের বলা হয় *নিপাতনে সিদ্ধ*। ▷বৃহৎ + পতি = বৃহস্পতি; তদ্ + কর = তস্কর।

সংস্কৃত নিয়ম ছাড়াও বাংলায় উচ্চারণ অনুযায়ী কিছু সন্ধি হয় যা মৌখিক রূপ থেকে লিখিত ভাষাতেও এসে গেছে। ▷রাত + দিন = রাদ্দিন; যত + দিন = যদ্দিন; কোথা + থেকে = কোত্থেকে; ব্যাটার + ছেলে = ব্যাটাচ্ছেলে। [দ্র. স্বরসন্ধি; বিসর্গসন্ধি]।

ওপরের সন্ধিগুলি সবই সংস্কৃত নিয়মানুযায়ী। এ ছাড়া অন্যরকম যে-সন্ধি তাকে **বাংলা ব্যঞ্জনসন্ধি** বলা হয়। [দ্র. বাংলা সন্ধি]। এই সন্ধির কয়েকটি নিয়ম এখানে দেখানো হল।

১. (স্বরবর্ণ) + (ছ) = চ্ছ। ▷বি + ছিরি = বিচ্ছিরি; হত + ছাড়া = হতচ্ছাড়া।

২. (র) + (ব্যঞ্জন) = র-এর পরিবর্তন ও পরের ব্যঞ্জনের মতো হয়ে যাওয়া। ▷কর + না = কন্না; করতাল = কত্তাল; বেটার + ছেলে = বেটাচ্ছেলে।

৩. (ব্যঞ্জন) + (অঘোষ ধ্বনি) = প্রথম ব্যঞ্জন অঘোষ হয়। ▷রাগ + করেছে = রাক্ করেছে; কাজ + করা = কাচকরা। এগুলি কেবল উচ্চারণেই হয়, লেখায় নয়।

৪. (চ) + (শ, ষ, স) হলে চ = শ্। ▷পাঁচ + শো = পাঁশশো। পাঁচ + সের = পাঁশশের।

৫. পূর্বপদের শেষ ব্যঞ্জনের লোপ। ▷জগৎ + বন্ধু = জগবন্ধু; জগৎ + জন = জগজন; জগৎ + মোহন = জগমোহন।

৬. ই-ধ্বনি লোপ। ▷মাসি + শাশুড়ি = মাসশাশুড়ি; মিশি + কালো = মিশকালো।

৭. অ-ধ্বনি, আ-ধ্বনি লোপ। ▷কাঁচা + কলা = কাঁচকলা; টাকা + শাল = টাকশাল; কত + দূর = কদ্দূর; কোথা + থেকে = কোত্থেকে।

ব্যঞ্জন সমন্বয় : একাধিক *ব্যঞ্জনধ্বনির* মিলিত উচ্চারণকে বলা যেতে পারে **ব্যঞ্জন সমন্বয়**। *যুক্তবর্ণ* কিংবা হস্-চিহ্ন দিয়ে ব্যঞ্জনবর্ণকে যুক্ত করে ব্যঞ্জন সমন্বয় বোঝানো হয়। ▷ক্ল্; স্ন্; স্ত্র্। এদের ভাঙলে পাওয়া যাবে যথাক্রমে ক্ + ল্; স্ + ন্; স্ + ত্ + র্ ধ্বনি। বাংলা উচ্চারণে অনেকসময়েই শব্দের মধ্যেকার স্ব্ কিংবা দ্য প্রভৃতি যুক্তবর্ণের যে-ব্যঞ্জন সমন্বয়, তার বিশ্লেষণ উচ্চারণ অনুযায়ী শ্ + ব্ কিংবা দ্ + য্ নয়। কারণ উচ্চারণ অনুসারে এরা যথাক্রমে শ্ + শ্ এবং দ্ + দ্। ব্যঞ্জন সমন্বয়ে উচ্চারণানুগ বিশ্লেষণই ধরতে হবে। এই কারণে স্বাধীন, স্বীকার প্রভৃতি শব্দের যুক্তবর্ণ 'স্ব' ব্যঞ্জন সমন্বয় নয়, কারণ উচ্চরণে 'ব্'-এর কোনো ভূমিকা নেই। 'অস্বীকার'-এর বর্ণ বিশ্লেষণ অ + স্ + ব্ + ঈ + ক্ + আ + র্ (অ)। শব্দটির ব্যঞ্জন সমন্বয় অ + স্ + স্ + ই + ক্ + আ + র্। এই স্ + স্-কে শ্ + শ্ বলাও যায়।। [দ্র. দল; রুদ্ধ দল; মুক্ত দল]।

ব্যঞ্জনাগম : দ্র. ধ্বন্যাগম।

ব্যঞ্জনান্ত দল : দ্র. রুদ্ধদল।

ব্যঞ্জনান্ত ধাতু : বাংলা *ধাতুগুলির* মধ্যে যেগুলির উচ্চারণ হসন্ত বা ব্যঞ্জনান্ত তাদের সাধারণ নাম **ব্যঞ্জনান্ত ধাতু**। ▷√দেখ্; √বল্; √কাট্; √শিখ্; √শুন্। ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর সঙ্গে 'আ' যোগ করলে *ক্রিয়া-বিশেষ্য* পাওয়া যায়। ▷√দেখ্ + আ = দেখা; √বল্ + আ = বলা; √কাট্ + আ = কাটা; √লিখ্ + আ = লেখা বা লিখা; √শুন্ + আ = শোনা। এই ক্রিয়া-বিশেষ্যের রূপগুলি আবার *প্রযোজক ধাতুর* সঙ্গে চেহারায় এক। ▷√দেখা; √লেখা। 'নো' যোগ করলে এই প্রযোজক ধাতুগুলির থেকে ক্রিয়া-বিশেষ্য পাওয়া যায়। ▷দেখানো; লেখানো। [দ্র. ধাতু; স্বরান্ত ধাতু]।

ব্যঞ্জনা শক্তি : দ্র. ব্যঞ্জ্যার্থ।

ব্যৎ (ব্য) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'ৎ' বাদ যায়, 'ব্য' থাকে। ▷পিতৃ + ব্য (ব্যৎ) = পিতৃব্য; ভ্রাতৃ + ব্য (ব্যৎ) = ভ্রাতৃব্য।

ব্যতিরেকাত্মক অব্যয় : *সমুচ্চয়ী অব্যয়ের* শ্রেণি-বিশেষ। কোনো একটা ঘটনা না ঘটলে তার পরিণতিতে কী হবে, এইরকম ভাব প্রকাশক দুটো *বাক্য* কিংবা *বাক্যাংশকে* যে-*অব্যয়* দিয়ে যোগ করা হয় তা-ই **ব্যতিরেকাত্মক অব্যয়** বা **অন্যথাসূচক অব্যয়**। ▷ভালো করে পড়ো **নইলে** ফেল করবে। যদি টাকার জোগাড় না হয় **তাহলে** কী হবে? একটু আগেই যেয়ো **নতুবা** বসার জায়গা পাবে না।

ব্যতিহার কর্তা : অনেক *বাক্যে* একাধিক *কর্তা* একইসঙ্গে কোনো ক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারে। এইরকম হলে তাকে বলে পারস্পরিক ক্রিয়া বিনিময়। এই ধরনের বিনিময়ে কর্তারা একে অন্যের বিরোধিতা করলে, কিংবা অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করলে কর্তাদের বলা হয় **ব্যতিহার কর্তা**। ▷**রাজায় রাজায়** যুদ্ধ করে। **ভাইয়ে ভাইয়ে** হানাহানি হচ্ছে। **ছাত্রে ছাত্রে** প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস : *বহুব্রীহি সমাসের* শ্রেণি-বিশেষ। পরস্পর-সাপেক্ষ ক্রিয়ার ভাব বোঝানোর জন্য, একই *শব্দের* পুনরাবৃত্তিতে যে-সমাস হয়, তাকে **ব্যতিহার বহুব্রীহি সমাস** বলে। এই ধরনের সমাসে *উত্তরপদের* শেষে সর্বদাই 'ই' হয়। *পূর্বপদের* শেষে সাধারণত 'আ', কখনো অন্য স্বরধ্বনিও হতে পারে। ▷হাতাহাতি (হাতে হাতে লড়াই); গালাগালি (পরস্পরকে গালি বর্ষণ); কাটাকাটি (পরস্পরকে কাটা)। এইরকম : ▷খুনোখুনি; চুলোচুলি; দেখাদেখি; হানাহানি; রক্তারক্তি।

ব্যতিহার সর্বনাম : দ্র. আত্মবোধক সর্বনাম।

ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস : *বহুব্রীহি সমাসের* একটি শ্রেণি। এই ধরনের বহুব্রীহি সমাসে *সমস্যমান পদের* একটি *অধিকরণ* পদস্থানীয় হয়, আর অন্যটি যেন তাতে অবস্থান করে। *ব্যাসবাক্য* থেকে এটা বোঝা যায়। বীণাপাণি সমাসটির ব্যাসবাক্য—বীণা পাণিতে যাহার। এখানে 'পাণিতে' হল অধিকরণ পদ, এবং 'বীণা' এই 'পাণি'তেই থাকছে। সমাসবন্ধ পদটিতে অবশ্য যার পাণিতে বীণা তাকেই বোঝাচ্ছে। তাই 'বীণাপাণি' সমাসটি ব্যধিকরণ বহুব্রীহির উদাহরণ। ▷শূলপাণি (শূল পাণিতে যাহার); মিলনান্ত (মিলন অন্তে যাহার); গামছা-কাঁধে (গামছা কাঁধে যার); ছাতা-হাতে (যার হাতে ছাতা)। ব্যধিকরণ বহুব্রীহির *পূর্বপদ* সাধারণত বিশেষ্য হয়। [দ্র. বহুব্রীহি সমাস]।

ব্যবসায় সম্বন্ধ : সম্বন্ধিত পদ যদি *সম্বন্ধপদে* উল্লেখিত বস্তুর কেনা-বেচা করে, তবে **ব্যবসায় সম্বন্ধ** হয়। ▷**আদার** ব্যাপারী; **লোহার** কারবারি; **সোনার** বেনে; **ওষুধের** দোকান। [দ্র. সম্বন্ধপদ]।

ব্যবস্থাত্মক অব্যয় : *সমুচ্চয়ী অব্যয়ের* একটি শ্রেণি। এই ধরনের অব্যয় এমন দুটি বাক্যের সংযোগ ঘটায় যার প্রথমটি কোনো অবস্থার কথা জানায়, আর দ্বিতীয়টি সেই অনুযায়ী কী ব্যবস্থা নেওয়া হল তা প্রকাশ করে। ▷গরম লাগছিল **তাই** পাখাটি চালিয়ে দিলাম। কাজটা শক্ত, **তাহলে** অনেক পরিশ্রম করতে হবে। [দ্র. সমুচ্চয়ী অব্যয়]।

ব্যাকরণ : **ব্যাকরণ** হল, "ভাষার বিশ্লেষণ, প্রকৃতি ও প্রয়োগরীতি ও স্বরূপ আলোচনা ও ব্যাখ্যা করে, এমন শাস্ত্র।"—সুনীতিকুমার।

ব্যাখ্যাত্মক বহুব্রীহি সমাস : দ্র. মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস।

ব্যাপ্তিবাচক আধার অধিকরণ কারক : দ্র. আধার অধিকরণ কারক।

ব্যাপ্তিমূলক কালাধিকরণ কারক : দ্র. কালাধিকরণ কারক।

ব্যাপ্তি সম্বন্ধ : *সম্বন্ধপদটি* সম্বন্ধিতের অবস্থান, সময় প্রভৃতির ব্যাপ্তি কিংবা বিস্তার প্রকাশ করলে, তাকে **ব্যাপ্তি সম্বন্ধ** বলা হয়। ▷**তিন ঘণ্টার** কাজ। **দু-সপ্তাহের** ছুটি। **গ্রীষ্মের** ছুটি। **সারা জীবনের** সঞ্চয়। [দ্র. সম্বন্ধপদ]।

ব্যাবহারিক অর্থ : দ্র. প্রসিদ্ধ অর্থ।

ব্যাসবাক্য : *সমাসে সমস্তপদটির অর্থ* জানানোর জন্য, কিংবা সমাসের পদগুলির পরস্পর সম্পর্ক জানার জন্য সমাসের বিশ্লেষণ দরকার হয়। যে-*বাক্য* অথবা *বাক্যাংশ* দিয়ে এই বিশ্লেষণ করা হয় তাকে বলে **ব্যাসবাক্য** বা **বিগ্রহবাক্য** বা **সমাসবাক্য**। 'দুধভাত' একটি সমাসবন্ধ পদ—এর ব্যাসবাক্য **দুধ এবং ভাত**। ▷সভাসীন → **সভাতে আসীন**। যশোলিপ্সা → **যশের জন্য লিপ্সা**। পীতাম্বর → **পীত অম্বর যার অথবা যে-অম্বর পীত**। পদ্মাসন → **পদ্ম যার আসন**।

ব্যুৎপত্তি : শব্দটির অর্থ 'প্রকৃতি প্রত্যয়ানুসারে শব্দসাধন'—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। কোনো *শব্দের* বিশ্লেষণ ও তার *ধাতু, প্রকৃতি, প্রত্যয়* প্রভৃতির পরিচয়ের নাম **ব্যুৎপত্তি**। শব্দকে বিশ্লেষণ করে তার ধাতু প্রত্যয় প্রভৃতি বার করাকে বলে **ব্যুৎপত্তি নির্ণয়**। 'পটুয়া' শব্দের ব্যুৎপত্তি (বাংলা শব্দ) পট + (প্রত্যয়) উয়া। ▷কীর্তনীয় → √কৃত্ + অনীয়; উপসংহার → উপ- সম্- √হৃ + অ (ঘঞ্); ব্যক্তি → বি- √অন্জ্ + তি (ক্তিন্); খোশামোদ → (ফারসি) খুশ + আমদ্; সেতারি → সেতার + ই। ব্যুৎপত্তি নির্ণয়কে **প্রকৃতি-প্রত্যয় নির্ণয়ও** বলা হয়ে থাকে।

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ : এটি *সাধিত শব্দের* ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কোনো শব্দের বুৎপত্তি নির্ণয় করলে, তাতে যে-যে অংশ পাওয়া যায়, সেই অংশগুলির প্রত্যেকটির অর্থের সমন্বয়ে শব্দটির যে-অর্থ হয়, তা-ই **ব্যুৎপত্তিগত অর্থ**। ▷করণীয়—এই শব্দটির ব্যুৎপত্তি—√কর্ + অনীয়। ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী এর অর্থ— যা করা উচিত। এইরকম : ▷পঙ্কজ—পঙ্কে যা জন্মায়; মহত্ত্ব → মহতের ভাব; নেপালি—নেপাল সম্পর্কিত কিংবা নেপালের। অর্চিষ্মান—শিখা আছে যার। অনেক শব্দেরই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ও প্রচলিত অর্থ এক হয় না। যেমন পঙ্কজ বললে পঙ্কে যত কিছু জন্মায় তার সবকিছুকেই বোঝায় না। শব্দটির অর্থ পদ্ম। সরস্বতী-র ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'জলপূর্ণ স্থান' কিন্তু চলিত অর্থ 'বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী'। [দ্র. অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ; রূঢ়ি শব্দ]।

ব্র্যাকেট : দ্র. বন্ধনী।

ভ[1] : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও ভ্-ধ্বনির প্রতীক। *প-বর্গের চতুর্থ বর্ণ*। ভ্-ধ্বনি *ওষ্ঠ্য, স্পর্শ, ঘোষ* ও *অল্পপ্রাণ*। [দ্র. ব্যঞ্জনধ্বনি]।

ভ[2] **(ভ)** : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে এর সবটাই থাকে। ▷তুন্দি + ভ = তুন্দিভ।

ভ[3] : দ্র. ভন্।

ভগ্নসংখ্যাবাচক বিশেষণ : সংখ্যাবাচক বিশেষণ।

ভগ্নাংশ সংখ্যাবাচক বিশেষণ : দ্র. সংখ্যাবাচক বিশেষণ।

ভন্ (ভ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'ভ' থাকে। ▷√ঋ + ভ (ভন্) = অর্ভ (বালক); √ই + ভ (ভন্) = ইভ (হাতি)।

ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা : *ক্রিয়ার অনুজ্ঞা ভাব ভবিষ্যৎ কালে* প্রযোজ্য হলে, তাকে **ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা** বলা যেতে পারে। এই কাল *মৌলিক* এবং কেবল *মধ্যমপুরুষেই* হতে পারে। ▷তুমি **বোলো**। আপনি আমার কথাটা একটু মনে **রাখবেন**। ব্যস, তক্ষুনি চেপে **ধরবে**। তাকে **বলবি** যে আমার যেতে একটু দেরি হবে। [দ্র. ক্রিয়ার ভাব]।

ভবিষ্যৎ কাল : *ক্রিয়ার* সংঘটন এখনও হয়নি, পরে হবে, এইরকম অবস্থা বোঝাতে যে-কালরূপ ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় **ভবিষ্যৎ কাল**। *নির্দেশক* ও *অনুজ্ঞা*—ক্রিয়ার এই দুইরকম ভাবেই ভবিষ্যৎ কাল হতে পারে। নির্দেশক ভাবে ভবিষ্যৎ কালরূপ তিনটি। ১. *সাধারণ* বা *সামান্য ভবিষ্যৎ কাল* [দ্র.] : ▷আমি **বলব**; সে **বলবে**; তিনি **বলিবেন**; তিনি **বলবেন**; ছাত্ররা **পড়বে**। ২. *ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল* [দ্র.] : ▷ সে **বলতে থাকবে**। ক্রমাগতই তারা **লড়তে থাকবে**। ৩. *পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল* [দ্র.] : ▷**বলে থাকবেন; বলিয়া থাকিবেন**। অনুজ্ঞা ভাবে ভবিষ্যৎ কাল কেবল *মধ্যমপুরুষেই* হতে পারে। ৪. *ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা* [দ্র.] : ▷তুমি তাকে **বোলো**। আপনি **বলবেন**। ব্যাপারটা এত সহজে **ছাড়বি** না। [দ্র. কাল; ক্রিয়া]।

ভবিষ্যৎ কালরূপে অতীত কালের ব্যবহার : দ্র. সাধারণ অতীত কাল।

ভবিষ্যৎ কালরূপে বর্তমান কালের ব্যবহার : দ্র. সাধারণ বর্তমান কাল; ঘটমান বর্তমান কাল; পুরাঘটিত বর্তমান কাল।

ভয়-যন্ত্রণা-মনোকষ্টজ্ঞাপক অব্যয় : *মনোভাববাচক অব্যয়ের* একটি শ্রেণি। এই ধরনের অব্যয়

দ্বারা ভীতি, যন্ত্রণা, কষ্ট প্রভৃতি প্রকাশ করা হয়। ▷'**ওরে বাবা** ইকি লাঠি/গেল বুঝি মাথা ফাটি'—সুকুমার রায়। **হায় হায়** সব গেল। **উঃ** কী দুঃসহ গরম! [দ্র. অনন্বয়ী অব্যয়]।

ভর[১] : বাংলা *উপসর্গ*। পরিপূর্ণ অর্থে : ▷**ভর**পেট; **ভর**দুপুর; **ভর**সন্ধ্যা।

ভর[২] : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। সময়ের ব্যাপ্তি বোঝাতে এই *প্রত্যয়* ব্যবহার করা হয়। একই অর্থে 'ভোর' বানানটিও চলে। ▷দিন + ভর = দিনভর; রাত + ভর = রাতভর; জীবন + ভর = জীবনভর।

ভাব (ক্রিয়ার) : দ্র. ক্রিয়ার ভাব।

ভাবদ্যোতক চিহ্ন : দ্র. বিস্ময়চিহ্ন।

ভাববাচক বিশেষ্য : দ্র. গুণবাচক বিশেষ্য; বিশেষ্য।

ভাববাচ্য : *যে-বাক্যে ক্রিয়াটিই* সর্বপ্রধান স্থান নেয় ও *ক্রিয়া-বিশেষ্যরূপে* বাক্যের অন্বয়ে *কর্তার স্থান* পায় সেই বাক্যের *বাচ্য* **ভাববাচ্য**। ▷তোমার কোথায় **থাকা হয়?** কোথা থেকে **আসা হচ্ছে?** 'আমার যে সব **দিতে হবে**'—রবীন্দ্র। একটা ধারণা ছিল যে ভাববাচ্য কেবল *অকর্মক ক্রিয়াতেই* হতে পারে। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। *সকর্মক ক্রিয়াতেও* ভাববাচ্য হওয়া সম্ভব। ▷আমার ভাত **খাওয়া হয়েছে**। ওর **দেখাটা** কি শেষ হয়েছে? এবার তবে **খাওয়া যাক**। [দ্র. বাচ্য; বাচ্য পরিবর্তন]।

ভাবাধিকরণ কারক : *অধিকরণ কারকের* একটি শ্রেণি। কোনো বিশেষ অবস্থা, ভাব প্রভৃতির পরিবেশে *ক্রিয়ার সংঘটন* হলে তার কারক হয় ভাবাধিকরণ। ▷সে **দুঃখে** আছে। 'সদা থাকো **আনন্দে**'—রবীন্দ্র। তখনও সে **ঘোরের** মধ্যে ছিল।

ভারতীয় আর্য ভাষা : দ্র. ভাষাবংশ।

ভাষা : কণ্ঠনিঃসৃত ও অর্থবহ *ধ্বনিসমষ্টির* সাহায্যে মানুষের মনের ভাব প্রকাশ ও আদান-প্রদানের স্বাভাবিক মাধ্যমের নাম **ভাষা**। একই ধ্বনি কিংবা ধ্বনিসমষ্টির অর্থ বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ক্ষেত্রে পৃথক হয়ে থাকে এবং মানবগোষ্ঠীভেদে ভাষাও পৃথক হয়। আমাদের দেশেও বিভিন্ন গোষ্ঠীর বিভিন্ন ভাষা আছে। যেমন বাংলা, হিন্দি, তামিল, ওড়িয়া প্রভৃতি। মৌখিক রূপ ছাড়াও ভাষার লিখিত রূপ হতে পারে, এবং তা হয় লিপির সাহায্যে।

ভাষাবংশ : পৃথিবীতে প্রচলিত এবং লুপ্ত ভাষাগুলির ইতিহাস বিচার করে তাদের কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি শ্রেণিতেই অনেকগুলি করে ভাষা আছে। এই কারণে শ্রেণিগুলিকে বলে **ভাষাবংশ**। এই বংশগুলির কয়েকটির নাম—সেমীয় হামীয়; বান্টু; তুর্ক-মোঙ্গল-মাঞ্চু; ককেশীয়; দ্রাবিড়; অস্ট্রিক; ভোটচীনীয়; এসকিমো; ইন্দো-ইউরোপীয় প্রভৃতি। এর মধ্যে দ্রাবিড় ও অস্ট্রিককে পৃথক ভাষাবংশ না বলে ভাষাগোষ্ঠীও বলা হয়।

বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের কিছু পরিচয় প্রয়োজন। এই বংশে অনেকগুলি ভাষা আছে। ▷কেলটিক; গ্রিক; ইটালিক; জার্মানিক; বালটো-স্লাভিক; আলবানীয়; আর্মানীয়; তুখারীয় এবং **ইন্দো-ইরানীয়**। এই ইন্দো-ইরানীয় শ্রেণির দুটি প্রধান ভাগ—**ইরানীয়** ও **ভারতীয় আর্য**। বাংলা ভাষা ভারতীয় আর্য ভাষার বংশধর। ভাষাতাত্ত্বিকেরা ভারতীয় আর্য ভাষার তিনটি স্তর বা পর্যায় নির্দেশ করেন।

১. প্রাচীন ভারতীয় আর্য (খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী)। এর মধ্যে প্রধানত আছে বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃত ভাষা। ২. মধ্য ভারতীয় আর্য (খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী)। এর তিনটি উপস্তর লক্ষ করা যায়। স্তর তিনটি: (ক) প্রথম মধ্য ভারতীয় আর্য (খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী)। অশোকের অনুশাসন ও অন্যান্য প্রত্নলিপির ভাষা, প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্রের পালি ভাষা এই পর্যায়ের। (খ) দ্বিতীয় মধ্য ভারতীয় আর্য (খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী)। এর মধ্যে আছে

কিছু প্রত্নলিপি; প্রাকৃত; মহারাষ্ট্রী; শৌরসেনী; অর্ধমাগধী; মাগধী; পৈশাচী প্রভৃতি। (গ) তৃতীয় মধ্য ভারতীয় আর্য (খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত)। এর মধ্যে আছে: অপভ্রংশ কিংবা অবহট্‌ঠ। ৩. নব্য ভারতীয় আর্য ভাষা (খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে আধুনিক কাল)। এর অনেক শ্রেণি ও উপশ্রেণি আছে। বাংলা, অসমিয়া, ওড়িয়া, হিন্দি, মারাঠি প্রভৃতি ভাষা এই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

বাংলা ভাষা অসংখ্য উপভাষায় বিভক্ত। প্রধানগুলি হল, রাঢ়ী (মধ্য-পশ্চিম বঙ্গ); ঝাড়খণ্ডী (দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ); বরেন্দ্রী (উত্তর বঙ্গ); বঙ্গালী (পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গ); কামরূপী (উত্তর-পূর্ব বঙ্গ)।

ভিন্নার্থক শব্দ : একই বানান, উচ্চারণও এক—এইরকম যেসব শব্দের একাধিক অর্থ আছে, তাদের বলা যেতে পারে ভিন্নার্থক শব্দ। ▷**অঙ্ক** : সে **অঙ্কে** কাঁচা (গণিত)। শিশু মাতৃ-**অঙ্কে** (কোলে)। তিন **অঙ্কের** নাটক (নাটকের ভাগ)। ▷**জাল** : শেয়াল **জালে** পড়ল (সুতো অথবা দড়ির তৈরি ফাঁদ)। '**জাল** করে নোট গেছেন জেলে' (নকল)—সুকুমার রায়। রশ্মি**জালে** ভুবন ভরল (সমূহ)। ▷**তাল** : **তাল** পড়ল গাছ থেকে (ফল-বিশেষ)। তার মোটেই **তাল** নেই (হুঁশ)। কোন **তালে** আছে কে জানে (অভিসন্ধি)। দাদরা **তালের** গান (সংগীতের ছন্দ-বিশেষ)। ▷কাটা : কাগজটা **কেটে** ফেলো (বিচ্ছিন্ন করা)। **কাটা** জায়গায় ওষুধ লাগাও (ক্ষত)। দিন আর **কাটে** না (অতিবাহন)। পুকুর **কাটা** (খনন)। অর্থ বরাদ্দ **কাটা** (কমানো)। বইটি বাজারে **কাটছে** (বিক্রি হচ্ছে)। পরিশিষ্ট ৩-এ এইরকম শব্দের একটি তালিকা দেওয়া হল। [দ্র. সমোচ্চারিত শব্দ; পরিশিষ্ট ৩]।

ভূতার্থ অসমাপিকা ক্রিয়া : *অসমাপিকা ক্রিয়ার* একটি শ্রেণি। ধাতুর সঙ্গে 'ইলে' প্রত্যয় যোগ করে এইরকম অসমাপিকা ক্রিয়া পাওয়া যায়। এর অন্য নাম **সাপেক্ষ সংযোজক** বা **সংযোজক অসমাপিকা ক্রিয়া**, কারণ ইলে-যুক্ত **ভূতার্থ অসমাপিকা ক্রিয়াটির** ওপর *বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াটি* নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। (সংস্কৃতের 'ভাবে সপ্তমীর' ভাব প্রকাশ করে বলে এর নাম ভূতার্থ অসমাপিকা ক্রিয়া)। ▷মেঘ **কাটিলে** তারা ফুটিবে। আপনি হুকুম না **দিলে** সে এই কাজ করবে না। দেখা **পেলে** বুঝিয়ে বলব। আপনি **বাঁচলে** বাপের নাম।

ম[১] : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও ম্-*ধ্বনির* প্রতীক। *প-বর্গের* পঞ্চম বর্ণ। ম্-ধ্বনি *ওষ্ঠ্য*, *স্পর্শ* ও *নাসিক্য*।

ম[২] (ম) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে এর সবটাই বজায় থাকে। ▷দ্রু + ম = দ্রুম।

ম[৩] : দ্র. ম[২]; মক্; মট্; মন্; মপ্।

মক্ (ম) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'ম' থাকে। ▷√গুড্ + ম (মক্) = গুল্ম; √ভী + ম (মক্) = ভীষ্ম; √ঘৃ + ম (মক্) = ঘর্ম; √শ্যৈ + ম (মক্) = শ্যাম; √ধূ + ম (মক্) = ধূম; √যুজ্ + ম (মক্) = যুগ্ম।

মট্ (ম) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'ট্' বাদ যায়, 'ম' থাকে। সংখ্যাবাচক শব্দকে *বিশেষণ* করতে হলে এই *প্রত্যয়* ব্যবহার করা হয়। ▷পঞ্চ + ম (মট্) = পঞ্চম; নব + ম (মট্) = নবম; দশ + ম (মট্) = দশম।

মতুপ্ (মৎ) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। আছে, যুক্ত প্রভৃতি অর্থে এই *প্রত্যয়* হয়। *শব্দে* যোগ হলে 'উ', 'প্' বাদ যায়, 'মৎ' থাকে। এইজন্য মতুপ-প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে 'মৎ' হয়। কিন্তু বাংলায় এই রূপটির ব্যবহার হয় না। সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়ম অনুযায়ী প্রত্যয়ান্ত শব্দটির প্রথমার একবচনের রূপটিই বাংলায় চলে। সেজন্য শব্দ শেষে 'মান্' (পুংলিঙ্গে) অথবা 'মতী' (স্ত্রীলিঙ্গে) হয়ে থাকে। ▷মধু + মৎ (মতুপ্) = মধুমৎ → মধুমান্, মধুমতী; শ্রী + মৎ (মতুপ্)

= শ্রীমৎ → শ্রীমান্, শ্রীমতী; হনু + মৎ (মতুপ্) = হনুমৎ → হনুমান্। বাংলায় প্রচুর শব্দ আছে যা 'মতুপ্' প্রত্যয়ান্ত। তবে বাংলা ব্যবহারে শেষের হস্-চিহ্ন না দিলেও চলে ও আজকাল দেওয়াও হয় না। ▷মধুমান; শ্রীমান; হনুমান লেখা হয়। একই অর্থে বতুপ্ [দ্র.] প্রত্যয়টিও ব্যবহৃত হয়। এই প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে 'বৎ' ও তার থেকে প্রথমার একবচনে 'বান্' ও 'বতী' হয়। মতুপ্ অথবা বতুপ্—কোন প্রত্যয়টি কখন হবে তা দেখানো হল। ১. শব্দের শেষে 'অ' অথবা 'আ' থাকলে 'বতুপ্'। ▷ভগ + বৎ (বতুপ্) = ভগবৎ → ভগবান্, ভগবতী; শ্রদ্ধা + বৎ (বতুপ্) = শ্রদ্ধাবৎ → শ্রদ্ধাবান্, শ্রদ্ধাবতী। ২. অ, আ ছাড়া অন্য স্বরধ্বনি থাকলে মতুপ্। ▷রুচি + মৎ (মতুপ্) → রুচিমান্; সংস্কৃতি + মৎ (মতুপ্) → সংস্কৃতিমান্। ৩. অ, আ ছাড়া অন্য স্বরধ্বনি শেষে, কিন্তু তার আগের ব্যঞ্জন 'ম' হলে বতুপ্ প্রত্যয়। ▷লক্ষ্মী + বৎ (বতুপ্) = লক্ষ্মীবান্; শমী + বৎ (বতুপ্) → শমীবান্। বাংলায় অবশ্য শেষের হস্-চিহ্ন দেওয়া হয় না। ▷ভগবান; শ্রদ্ধাবান; রুচিমান; সংস্কৃতিমান; লক্ষ্মীবান; শমীবান লেখা হয়। লক্ষণীয় বর্ধমান, ম্রিয়মাণ, প্রতীয়মান প্রভৃতি এইরকম শব্দের শেষে 'মান' থাকলেও এগুলি মতুপ্-প্রত্যয়ান্ত শব্দ নয় [দ্র. শতৃ; শানচ্; বতুপ্]।

মদিক (মদ্) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ই' 'ক্' বাদ যায়, 'মদ্' থাকে। ▷√অস্ + মদ্ (মদিক্) = অস্মদ্।

মধ্যজিহ্ব ব্যঞ্জনধ্বনি : যে-*ব্যঞ্জনধ্বনির* উচ্চারণে জিভের মাঝখানের অংশ মুখের মধ্যের কোনো জায়গায় লাগাতে হয় তাদের বলা হয় **মধ্যজিহ্ব ব্যঞ্জনধ্বনি**। ▷চ; ছ, জ; ঝ—এই *তালব্য* ব্যঞ্জনগুলি মধ্যজিহ্ব।

মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাস : *কর্মধারয় সমাসের* একটি শ্রেণি। এই সমাসের সমাসবদ্ধ পদটির যে-রূপ তা *ব্যাসবাক্যের* মাঝের ব্যাখ্যামূলক পদগুলি বাদ দিলেই হয়ে যায়। যেমন, ঘিভাত। এর ব্যাসবাক্য—ঘি মেশানো ভাত। মাঝের 'মেশানো' শব্দটি বাদ গেল, ও তার দু-পাশের শব্দ দুটি নিয়ে তৈরি হল সমাসবদ্ধ শব্দ—ঘিভাত। এটি **মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসের** উদাহরণ। ▷সিংহাসন (সিংহ চিহ্নিত আসন); ভিক্ষান্ন (ভিক্ষার দ্বারা লব্ধ অন্ন); ঘরজামাই (ঘরে অর্থাৎ শ্বশুরবাড়িতে থাকে যে-জামাই); কেশতৈল (কেশে দেওয়ার তৈল); হাঁটুজল (হাঁটু পর্যন্ত জল); গাড়িবারান্দা (গাড়ি রাখার বারান্দা); চিনিপাতা (চিনির দ্বারা পাতা)।

মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি সমাস : *বহুব্রীহি সমাসের* একটি শ্রেণি। যে-বহুব্রীহি সমাস *ব্যাসবাক্যের* মধ্যস্থিত কোনো পদকে লোপ করে বা বাদ দিয়ে তৈরি হয়, তাকে বলা হয় **মধ্যপদলোপী বহুব্রীহি** বা **উপমাত্মক বহুব্রীহি সমাস** বা **ব্যাখ্যাত্মক বহুব্রীহি সমাস**। ▷কমলাক্ষ (কমলের মতো অক্ষি যার); পাঁচহাতি (পাঁচ হাত দৈর্ঘ্য যার); দশবছুরে (দশ বছর বয়স যার); কাঞ্চনপ্রভ (কাঞ্চন বা সোনার মতো প্রভা যার)। [দ্র. বহুব্রীহি সমাস]।

মধ্যমপুরুষ : *সর্বনামের* একটি শ্রেণি। কোনো বক্তার সামনে উপস্থিত শ্রোতা হল **মধ্যমপুরুষ**। এই *পুরুষে* ব্যবহৃত সর্বনাম—তুমি ও তোমরা। এটি সাধারণ রূপ। এ ছাড়াও আছে একটি সাম্মানিক রূপ—আপনি, আপনারা এবং একটি তুচ্ছার্থক রূপ—তুই, তোরা। লিঙ্গভেদে এই সর্বনামের কোনো পরিবর্তন হয় না। *বচন* ও *কারকভেদে বিভক্তিযুক্ত* হয়ে অন্য রূপ নেয়। এই সর্বনামের কিছু উদাহরণ ▷তোমার; তোমাকে; তোমাদের; আপনার; আপনাকে; আপনাদের; তোর; তোকে; তোদের।

মধ্যব্যঞ্জন লোপ : দ্র. ধ্বনিলোপ।

মধ্যব্যঞ্জনাগম : দ্র. ধ্বন্যাগম।

মধ্য ভারতীয় আর্য ভাষা : দ্র. ভাষাবংশ।

মধ্যস্বর লোপ : *ধ্বনি লোপের* [দ্র.] ক্ষেত্রে *শব্দের* মধ্যবর্তী কোনো স্বরধ্বনির উচ্চারণ থেকে বাদ

গেলে, তাকে বলে **মধ্যস্বর লোপ**। অন্য নাম **সম্প্রকর্ষ**। ▷গামোছা → গামছা (গাম্-ছা); জানালা → জানলা (**জান্**-লা); নাতিনি → নাতনি।

মধ্যস্বরাগম : দ্র. ধ্বন্যাগম; স্বরভক্তি।

মন্ (ম) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'ম' থাকে। ▷√ধৃ + ম (মন্) = ধর্ম; √স্তু + ম (মন্) = স্তোম; √সু + ম (মন্) = সোম; √হু + ম (মন্) = হোম। √বা + ম (মন্) = বাম।

মনিন্ (মন্) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'নি' বাদ যায়, 'মন্' থাকে ও প্রত্যয়ান্ত শব্দটির শেষে 'মন্' হয়। বাংলায় অবশ্য এই রূপটি ব্যবহৃত হয় না, পরিবর্তে এর *কর্তৃকারকের* বা *প্রথমার একবচনের* রূপটিই বাংলায় চলে। ▷√অত্ + মন্ (মনিন্) = আত্মন্ → আত্মা; √উষ্ + মন্ (মনিন্) = উষ্মন্ → উষ্মা; √কৃ + মন্ (মনিন্) = কর্মন্ → কর্ম। এইরকম : ▷√ছদ্ + মন্ (মনিন্) = ছদ্ম।

মনোভাববাচক অব্যয় : *অনন্বয়ী অব্যয়ের* একটি শ্রেণি। আবেগ, প্রশ্ন, ঘৃণা, বিরক্তি প্রভৃতি মনোভাব প্রকাশক শব্দ, যা *বাক্যের অন্বয়ের* সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হয়েও বাক্যে পদ হিসেবে থাকে, তাদের বলা হয় **মনোভাববাচক অব্যয়** বা **আবেগবাচক অব্যয়** বা **অন্তর্ভাবাত্মক অব্যয়**। ▷**আহা**! ছেলেটা বড়ো গরিব। **শাবাশ**! কী খেলাই খেলল বলাই। **অ্যাঁ**! তুমি বলো কী? কী ধরনের ভাব প্রকাশ করা হচ্ছে, এই বিচারে মনোভাববাচক অব্যয়ের বেশ কয়েকটি শ্রেণি আছে। ১. *প্রশ্নবাচক* [দ্র.] বা *প্রশ্নাত্মক অব্যয়* : ▷সে **কি** আসবে? ২. *বাক্যালংকার* [দ্র.] বা *অনর্থক* : ▷কিছুই **তো** বাকি থাকবে না। ৩. *নিষেধাত্মক* [দ্র.] : ▷তুমি, এখন যাবে **না**। ৪. *অসম্মতিজ্ঞাপক* [দ্র.] : ▷কখনোই **না**। ৫. *সম্মতিজ্ঞাপক* [দ্র.] : ▷**আচ্ছা**, তোমার কথাই রইল। ৬. *প্রশংসাবাচক* [দ্র.] বা *অনুমোদনসূচক* : ▷'**আ মরি** বাংলা ভাষা'—অতুলপ্রসাদ। ৭. *ঘৃণা-বিরক্তিসূচক* [দ্র.] : ▷**ধ্যুৎ**, এটা কী করেছ তুমি? ৮. *ভয়-যন্ত্রণা-মনোকষ্টজ্ঞাপক* [দ্র.] : ▷**হায় হয়**, সব গেল। ৯. *বিস্ময়সূচক* [দ্র.] : ▷**একী** অবাক কাণ্ড। ১০. *করুণাসূচক* [দ্র.] : ▷**আহা**! বেচারাকে আসতে দাও আমার কাছে। ১১. *সম্বোধনসূচক* [দ্র.] বা *আহ্বানসূচক* : ▷**হে** বন্ধু **হে** প্রিয়।

মন্ত : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। যুক্ত, বিশিষ্ট প্রভৃতি অর্থে এই প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়। ▷শ্রী + মন্ত = শ্রীমন্ত; পয় + মন্ত = পয়মন্ত; লক্ষ্মী + মন্ত = লক্ষ্মীমন্ত। [দ্র. বন্ত]।

মপ্ (ম) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *কৃৎপ্রত্যয়* ত্রি-র সঙ্গে এই প্রত্যয়ে *শব্দশেষে* 'ত্রিম' হয়। ▷√কৃ + ত্রি (ক্তি) + ম (মপ্) = কৃত্রিম।

ম-ফলা : *যুক্তবর্ণের* শেষে 'ম' থাকলে তাকে বলা হয় **ম-ফলা**। ▷ত্ম; গ্ম; ক্ম; স্ম; ন্ম; ণ্ম; দ্ম প্রভৃতি। যুক্তবর্ণে ম-ফলার রূপ স্বচ্ছ [দ্র. যুক্তবর্ণ]। ম-ফলার পরে আর কোনো ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত হতে পারে না, স্বরবর্ণ হয়। ▷আত্মা; বাগ্মী। বাংলায় ম-ফলার ম কখনো উচ্চারিত হয়, আবার হয়ও না। উচ্চারণে 'ম' আছে : ▷বাগ্মী—বাগ্‌মি; গুল্ম—গুল্‌মো; যুগ্ম—জুগ্‌মো; কাশ্মীর—কাশ্‌মির্। উচ্চারণে 'ম' নেই ▷পদ্ম—পদ্‌দোঁ; আত্মা—আৎতাঁ; জীবাশ্ম—জিবাশ্‌শোঁ। এইসব শব্দের উচ্চারণে *অনুনাসিক* ধ্বনি খুবই সামান্য।

ময়ট্ (ময়) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'ট্' বাদ যায়, 'ময়' তাকে। ▷অগ্নি + ময় (ময়ট্) = অগ্নিময়; মৃদ্ + ময় (ময়ট্) = মৃন্ময়; চিৎ + ময় (ময়ট্) = চিন্ময়; জল + ময় (ময়ট্) = জলময়; বাক্ + ময় (ময়ট্) = বাঙ্ময়; হিরণ + ময় (ময়ট্) = হিরণ্ময়।

মর : দ্র. কমরচ্।

মল : দ্র. ক্মলচ্; মলচ্।

মলচ্ (মল) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'মল' থাকে। ▷√শাল্ + মল (মলচ্) = শাল্মল।

মহাপ্রাণ ধ্বনি : কোনো কোনো *ব্যঞ্জনধ্বনির* উচ্চারণে বেশ জোরে নিশ্বাস বায়ু (প্রাণ) ছাড়ার প্রয়োজন হয়। উচ্চারণের সময়ে প্রথমে একটা বাধা সৃষ্টি করে, পরে জোর নিশ্বাসের সাহায্যে তা ভেঙে দিয়ে যে-*ধ্বনি* হয় তাকে **মহাপ্রাণ ধ্বনি** বলে। *বর্গের* দ্বিতীয় আর চতুর্থ বর্ণের এবং 'ঢ়' বর্ণের ধ্বনি মহাপ্রাণ। তাহলে বাংলা মহাপ্রাণ ধ্বনি হল—খ্, ঘ্, ছ্, ঝ্, ঠ্, ঢ্, ঢ়্, থ্, ধ্, ফ্, ভ্। [দ্র. অল্পপ্রাণ ধ্বনি]।

মহাপ্রাণ বর্ণ : বাংলা *মহাপ্রাণধ্বনি* গুলির লিখিত প্রতীকের নাম **মহাপ্রাণ বর্ণ**। *বর্গের* দ্বিতীয় ও চতুর্থ *বর্ণ* ও 'ঢ়'-বর্ণ এই শ্রেণির। ▷খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, ঢ়, থ, ধ, ফ, ভ।

মহারাষ্ট্রী : দ্র. ভাষাবংশ।

মাগধী : দ্র. ভাষাবংশ।

মাত্রচ্ (মাত্র) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'মাত্র' থাকে। ▷অঙ্গুষ্ঠ + মাত্র (মাত্রচ্) = অঙ্গুষ্ঠমাত্র; অণু + মাত্র (মাত্রচ্) = অণুমাত্র।

মাত্রাবাচক বিশেষণ : দ্র. পরিমাণবাচক বিশেষণ।

মান : দ্র. শানচ্।

মান্য চলিত ভাষা : দ্র. চলিত ভাষা।

মি[১] (মি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে এর সবটাই থাকে। ▷√ঋ + মি = ঊর্মি; √অশ্ + মি (মি) = রশ্মি।

মি[২], আমি : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। ভাব, অবস্থা প্রভৃতি বোঝাতে এই প্রত্যয় হয়। ▷বোকা + মি = বোকামি; মূর্খ + আমি = মূর্খামি; কর্তা + মি = কর্তামি; গেঁতো + মি = গেঁতোমি; পাগল + আমি = পাগলামি। [দ্র. আমি]।

মিনি (মিন্) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'ই' বাদ যায়, 'মিন্' থাকে। ▷গো + মিন্ (মিনি) = গোমিন্ → গোমী।

মিলিত ক্রিয়া : দ্র. যৌগিক ক্রিয়া।

মিশ্র কাল : দ্র. যৌগিক কাল।

মিশ্রণ : দ্র. বিমিশ্রণ।

মিশ্র বাক্য : দ্র. জটিল বাক্য।

মিশ্র শব্দ : একাধিক ভাষার শব্দ *সমাসবদ্ধ* হয়ে কিংবা এক ভাষার শব্দের সঙ্গে অন্য ভাষার *প্রত্যয়* কিংবা *উপসর্গ* যোগ হয়ে যে-শব্দ তৈরি হয় তাকে বলে **মিশ্র শব্দ** বা **সংকর শব্দ**। ১. দুটি পৃথক ভাষার শব্দ সমাসবদ্ধ হয়ে। ▷হেডপণ্ডিত (ইংরেজি + সংস্কৃত); গোরুদান (বাংলা + সংস্কৃত); বদরাগী (ফারসি + সংস্কৃত); পার্টিবাজি (ইংরেজি + ফারসি); অংশীদার (সংস্কৃত + ফারসি); বেহেড (ফারসি + ইংরেজি); ছাপাখানা (বাংলা + ফারসি) প্রভৃতি। ২. এক ভাষার শব্দের অথবা ধাতুর সঙ্গে অন্য ভাষার *প্রত্যয়* যোগ করে। ▷ক্ষয়া (সংস্কৃত ক্ষয় + বাংলা আ); নীচু (সংস্কৃত নীচ + বাংলা উ); ভীতু (সংস্কৃত ভীত + বাংলা উ); মন্ত্রীগিরি (সংস্কৃত মন্ত্রী + ফারসি গির → বাংলা গিরি); পণ্ডিতি (সংস্কৃত পণ্ডিত + বাংলা ই); ধূর্তামি (সংস্কৃত ধূর্ত + বাংলা আমি) প্রভৃতি।

মিশ্র স্বরধ্বনি : দ্র. যৌগিক স্বরধ্বনি।

মুক্ত দল, স্বরান্ত দল, বিবৃত দল : যে-*দলের* [দ্র.] শেষের *ধ্বনি স্বরধ্বনি* ও যাকে টানা যায়, এমনকী পরে একটি *ব্যঞ্জনধ্বনি* কিংবা *হ্রস্বস্বরও* জুড়ে দেওয়া যায়, এবং তাতেও দলটি দুটি দলে পরিণত হয় না—এমন দলকে বলা হয় **মুক্ত দল** বা **স্বরান্ত দল** বা **বিবৃত দল**। যেমন 'কা' ধ্বনিতে একটি দল, ক-া-া-া-এইরকম অনেকক্ষণ ধরে উচ্চারণ করে গেলেও তার দল একটিই থাকে। আবার যদি একটি ব্যঞ্জনধ্বনি, ধরা যাক, 'ন্'-এর সঙ্গে জোড়া হয়, তবে হবে

'কান্'—এতে দল দুটো হয়ে গেল না। ই-ধ্বনি জুড়লে হবে 'কাই'—এটিও এক দল। অর্থাৎ শেষে একটি ব্যঞ্জনধ্বনি কিংবা *হ্রস্ব স্বরধ্বনি* নেওয়ার জায়গা মুক্ত দলে থাকে (এগুলো জুড়লে অবশ্য দলটি আর মুক্ত দল থাকে না)। মুক্ত দলের উদাহরণ ▹প্রা; মু; স্ত্রী; অ; শ; শ্রী; স্কু; ম্লা প্রভৃতি। লক্ষণীয় বই, হায়, কই, ছৌ প্রভৃতি দলের শেষে আছে স্বরধ্বনি। এই স্বরধ্বনি যদি *হ্রস্ব স্বর* হয় তবে তারা *রুদ্ধদল*। আর শেষের স্বরধ্বনি পূর্ণ স্বর হলে দলটি দুটি মুক্ত দলে ভেঙে যায়। ▹দায় → রুদ্ধ দল; দায়ী → দুটো মুক্ত দল → দা.য়ী।

মুখ্য কর্ম : *দ্বিকর্মক ক্রিয়ার* দুটি কর্ম হতে পারে। সাধারণত তার একটি প্রাণীবাচক ও অন্যটি অপ্রাণীবাচক হয়। এক্ষেত্রে অপ্রাণীবাচক কর্মটিকে **মুখ্য কর্ম** বলা হয়, অন্যটি *গৌণ কর্ম*। মুখ্য কর্মে সাধারণত কোনো *বিভক্তি* যোগ হয় না অর্থাৎ *শূন্যবিভক্তি* হয়। ▹মা শিশুকে **ভাত** খাওয়াচ্ছেন। ওই **বইটা** একে দিয়ে দাও। তিনি আমাদের **অর্থনীতি** পড়াতেন। [দ্র. দ্বিকর্মক ক্রিয়া]।

মুখ্য ক্রিয়া : দ্র. যৌগিক ক্রিয়া।

মুখ্যার্থ : দ্র. বাচ্যার্থ।

মুণ্ডমাল শব্দ : কোনো *বাক্যাংশের* প্রতিটি *শব্দের* কিংবা *পদের* প্রথম *ধ্বনিগুলি* নিয়ে শব্দ তৈরি করা হলে তাকে বলে **মুণ্ডমাল শব্দ**। বাংলায় এইরকম শব্দ খুব বেশি নেই। ▹পিপুফিশু (পিঠ পুড়ে গেল; ফিরে শুয়ে থাকো); সসেমিরা। ইংরেজিতে এই ধরনের অনেক শব্দ অভিধানে স্থান পেয়েছে। ▹লেসার (লাইট অ্যাম্লিফিকেশন বাই স্টিমুলেটেড এমিশন অব রেডিয়েশন)। এইরকম : ▹রাডার; ইউনেসকো।

মুহূর্তবাচক কালাধিকরণ কারক : দ্র. কালাধিকরণ কারক।

মূর্ধন্য বর্ণ : দ্র. মূর্ধন্য ব্যঞ্জন।

মূর্ধন্য ব্যঞ্জন : যে-*ব্যঞ্জনধ্বনির* উচ্চারণে জিভের সামনেটা তালুর ওপরের অংশ অর্থাৎ *মূর্ধা* স্পর্শ করে, তাকে বলা হয় **মূর্ধন্য ব্যঞ্জন**। ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্ অর্থাৎ *ট-বর্গের* অন্তর্গত ব্যঞ্জনগুলি এই শ্রেণির। এই ধ্বনিগুলির লিখিত প্রতীক অর্থাৎ ট, ঠ, ড, ঢ, ণ—এই *বর্ণগুলিকে* বলা হয় **মূর্ধন্য বর্ণ**। মূর্ধন্য ব্যঞ্জনের উচ্চারণে জিভের নীচের দিকটাই মূর্ধায় লাগে, অর্থাৎ জিভটা উলটে যায়। জিভের এই উলটে যাওয়ার কারণে এদের **প্রতিবেষ্টিত ব্যঞ্জন** বলাও হয়। বাংলায় ণ-এর উচ্চারণ ন-এর মতোই, তাই বাংলা উচ্চারণে ণ-কে মূর্ধন্য ব্যঞ্জন বলা চলে না।

মূর্ধন্য শীৎকার ধ্বনি : *শীৎকার* ধ্বনির প্রকারভেদ। জিভের ডগা উলটিয়ে এই শীৎকার ধ্বনি সৃষ্টি করা হয়। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ অনুকরণ করতে গিয়ে যে শব্দ করা হয়, তা মূর্ধন্য শীৎকার।

মূর্ধন্যীভবন : অনেক সংস্কৃত শব্দ পরিবর্তিত হয়ে, বাংলায় নতুন শব্দ হয়েছে। এই পরিবর্তনের সময় কোনো *ত-বর্গের* ধ্বনি *ট-বর্গের* ধ্বনিতে রূপান্তরিত হলে, অর্থাৎ *দন্ত্য ব্যঞ্জন মূর্ধন্য ব্যঞ্জন* হলে তাকে বলা হয় **মূর্ধন্যীভবন**। ▹মৃত্তিকা → মাটি (ত থেকে ট); গ্রন্থি → গাঁট (থ থেকে ট); বৃদ্ধি → বাড় (ধ থেকে ড বা ড়)।

মূর্ধা : মুখ গহ্বরের উপরের অংশের প্রায় মধ্যের অংশকে বলে **মূর্ধা**। বাংলা *ব্যঞ্জনধ্বনির* উচ্চারণে মূর্ধার ব্যবহার থাকায় এটি একটি *উচ্চারণস্থান*। যে-যে *ধ্বনির* উচ্চারণে এই স্থানের ব্যবহার হয়, তাদের বলা হয় *মূর্ধন্য ব্যঞ্জন*। ▹ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্। [দ্র. মূর্ধন্য ব্যঞ্জন]।

মূলাত্মক কাল : ক্রিয়ার যে-*কালরূপে পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি ধাতুর* সঙ্গে সরাসরি লাগে, তাকে **মূলাত্মক কাল** বলা হয়। বাংলায় কেবলমাত্র সাধারণ বর্তমান কালই মূলাত্মক কাল। ▹√কর্ + এ = করে; √দেখ্ + এন = দেখেন; √খা + ই = খাই।

মো, আমো : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। ভাব, অবস্থা প্রভৃতি বোঝাতে এই প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়। ▹পাগল + আমো = পাগলামো; জ্যাঠা + মো = জ্যাঠামো; বখা + মো = বখামো। [দ্র. মি; আমি]।

মৌলিক কাল : একটিমাত্র *ধাতুকে* নিয়ে তৈরি *ক্রিয়ারূপের কালকে* বলা হয় **মৌলিক কাল** বা **সরল কাল**। এতে একটিমাত্র ধাতুর সঙ্গে *কালবাচক প্রত্যয়* এবং *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি* অথবা শুধু পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি [দ্র. মূলাত্মক কাল] যোগ হয়ে *ক্রিয়াপদটি* তৈরি হয়। এই কাল চার রকমের হতে পারে। ১. *সাধারণ বর্তমান কাল* [দ্র.] : ▷√বল + ই = বলি; √বল্ + এন = বলেন; √দেখা + এন = দেখায়েন → দেখান। ২. *সাধারণ অতীত কাল* [দ্র.] : ▷√দেখ্ + (কালবাচক প্রত্যয়) ইল্ + (পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি) আম = দেখিলাম → দেখলাম; √বল্ + ইল্ + অ = বলিল → বলল। ৩. *নিত্যবৃত্ত অতীত কাল* [দ্র.] : ▷√দেখ্ + ইত্ + আম = দেখিতাম → দেখতাম; √বল্ + ইত্ + এ = বলিতে → বলতে। ৪. *সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল* [দ্র.] : ▷√বল্ + ইব্ + এ = বলিবে → বলবে; √দেখ্ + ইব্ + অ = দেখিব → দেখব। [দ্র. যৌগিক কাল]।

মৌলিক ধাতু : কোনো একটি *ধাতু* যে-রূপে আছে, তার যদি আর কোনো বিশ্লেষণ না করা যায়, তবে তাকে বলা হয় **মৌলিক ধাতু** বা **সিদ্ধ ধাতু** বা **অজ্ঞাতমূল ধাতু**। ▷√যা; √দেখ্; √শোন্; √ধর্; √টান্; √জাগ্। মৌলিক ধাতুকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। ১. সংস্কৃত ধাতু : যে-ধাতু সংস্কৃত থেকে সরাসরি বাংলায় এসেছে ও যার সঙ্গে বাংলা *কালবাচক প্রত্যয়* ও *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি* লাগানো যায়। ▷√চল্; এর থেকে ক্রিয়ারূপ চলছে, চলবে প্রভৃতি। ২. সংস্কৃত ধাতু থেকে তৈরি বাংলা ধাতু : সংস্কৃত কৃ, ধৃ, জ্ঞা প্রভৃতি অনেক ধাতুর সঙ্গেই বাংলা কালবাচক প্রত্যয় ও পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি যোগ করা যায় না। কিন্তু এইসব সংস্কৃত ধাতু থেকে উৎপন্ন-হওয়া অনেক ধাতু বাংলায় আছে। ▷(সংস্কৃত) √কৃ → (বাংলা) √কর্; √খাদ্ → √খা; √ক্রন্দ্ → কাঁদ; √জাগৃ → জাগ্। ৩. বাংলা ধাতু : অনেক বাংলা ধাতুর কোনো সংস্কৃত মূল (অথবা অন্য কোনো ভাষার) পাওয়া যায় না। এদের বলা হয় **অজ্ঞাতমূল ধাতু বা বাংলা ধাতু**। ▷√ডাক্; √হাঁট্, √বাঁচ্; √বল্; √ঠেল্। ৪. ধ্বন্যাত্মক ধাতু [দ্র.] : *ধ্বন্যাত্মক শব্দ* থেকে উৎপন্ন ধাতু হল ধ্বন্যাত্মক ধাতু। এরকম ধাতু বাংলায় অনেক আছে। ▷√হাঁচ্; √ঠুক্; √ফুঁস্। [দ্র. ধাতু]।

মৌলিক শব্দ : গঠনের রীতি অনুযায়ী *শব্দকে* যে-দুটি প্রধান শ্রেণিতে ভাগ করা যায়, তার একটি। যে-শব্দকে আর বিশ্লেষণ করা যায় না বা ভাঙা যায় না তা-ই **মৌলিক শব্দ** বা **সিদ্ধ শব্দ** বা **স্বয়ংসিদ্ধ শব্দ**। ▷নাক; মা; ঘোড়া; তিন; লাল। [দ্র. গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ (শব্দের)]।

মৌলিক স্বরধ্বনি : ই, এ, অ্যা, আ, অ, ও, উ—এই *স্বরধ্বনিগুলি* **মৌলিক স্বরধ্বনি**, কারণ এদের মধ্যে একটিই স্বর আছে। লক্ষণীয়, পৃথিবীর প্রায় সব ভাষাতেই এই স্বরধ্বনিগুলি পাওয়া যায়। [দ্র. যৌগিক স্বরধ্বনি]।

য১ : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও য্-ধ্বনির প্রতীক। বাংলায় অবশ্য অন্তঃস্থ-য ও বর্গীয়-জ-এর উচ্চারণে কোনো পার্থক্য নেই। ▷যাঁতা—জাঁতা; যুঁই—জুঁই। এই বিচারে য্-কে *অন্তঃস্থ ব্যঞ্জন* [দ্র.] বলা চলে না। 'য' অন্য কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে তাকে *য-ফলা* বলা হয়, আর তার জন্য '্য'-এই প্রতীকটি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। হিন্দিতে য-এর উচ্চারণ, সংস্কৃত উচ্চারণের মতন—'ইয়্', যা কিনা অন্তঃস্থ।

য২ (য) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে এর সবটাই থাকে। ▷√ছো + য → ছায় + আ (টাপ) = ছায়া; √সস্ + য = সস্য।

য৩ : দ্র. ক্যঙ্; ক্যপ্; ঞ্য; ঞ্যঙ্; ণ্য; ণ্যৎ; য২; যক্; যঙ্; যঙ্লুক্; যৎ১; যৎ২; ষ্যঞ্; ল্যপ্।

যক্ (য) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'য' থাকে। ▷পুরোহিত + য (যক্) = পৌরোহিত্য; নাস্তিক + য (যক্) = নাস্তিক্য। এই প্রত্যয় যোগ হলে মূল শব্দের আদ্য *স্বরধ্বনির বৃদ্ধি* হয়।

যঙ্ (য) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ঙ্' বাদ যায়, 'য' কিংবা 'য়' যোগ হয়। বার বার ঘটে অর্থাৎ পৌনঃপুনিকতা বোঝানোর জন্য এই প্রত্যয় ব্যবহার করা হয়। ধাতুর সঙ্গে 'যঙ্' প্রত্যয় যোগ করলে প্রথমে যে-দ্বিতীয় ধাতু হয়, তাকে **যঙন্তধাতু** বলে। ▷√রোরুদ্য; √জাজ্বল্য। ▷√জ্বল্ + য (যঙ্) → √জাজ্বল্য + মান (শানচ্) = জাজ্বল্যমান; √রুদ্ + য (যঙ্) → √রোরুদ্য + মান (শানচ্) = রোরুদ্যমান।

যঙন্ত ধাতু : দ্র. যঙ্।

যঙ্লুক্ (য) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ঙ্', 'ল্', 'উ', 'ক্' বাদ যায় 'য' থাকে। ▷√দন্শ্ + য (যঙ্লুক্) → দন্দশ্ + উক = দন্দশূক।

যৎ¹ (য) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ৎ' বাদ যায়, 'য' থাকে। *স্বরান্ত ধাতুর* পর এই 'য' 'য়' হয়। ঔচিত্য, আবশ্যকতা, করণীয় প্রভৃতি ভাব বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত এই প্রত্যয়কে *কৃত্যপ্রত্যয়* [দ্র.] বলা হয়। ▷√পালি + য (যৎ) = পাল্য; √মা + য (যৎ) = মেয়; √ধা + য (যৎ) = ধেয়; √জি + য (যৎ) = জেয়; √লভ্ + য (যৎ) = লভ্য, বি-√খ্যা + য (যৎ) = ব্যাখ্যেয়; √গম্ + য (যৎ) = গম্য।

যৎ² (য) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। এই *প্রত্যয়* যোগ হলে 'ৎ' বাদ যায়, 'য' থাকে। সম্বন্ধীয়, বিষয়ক এইসব অর্থে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। ▷গ্রাম + য (যৎ) = গ্রাম্য; ন্যায় + য (যৎ) = ন্যায্য; দিব + য (যৎ) = দিব্য; সদস্ + য (যৎ) = সদস্য; নাস্তিক + য (যৎ) = নাস্তিক্য।

যতি : যদি অর্থ বিরাম বা ছেদ। একটি *বাক্যের* অর্থ ঠিক ঠিক বোঝানোর জন্য বাক্যের মধ্যে এক কিংবা একাধিক জায়গায় কম-বেশি থামার দরকার হয়। এ ছাড়া বাক্যের শেষে তো থামতেই হয়। এই থামার সাধারণ নাম বিরাম। বিরাম দু-রকমের—ছেদ ও যতি। বাক্যের অর্থ পরিস্ফুটনের জন্য যে-বিরাম তার নাম ছেদ [দ্র.]। আর কবিতার পঙ্ক্তিতে ছন্দের কারণে যে-বিরাম তাকে বলা হয় **যতি**। [দ্র. ছেদচিহ্ন]।

যন্ত্রাত্মক করণ কারক : কাজ করার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র, অস্ত্র, উপকরণ প্রভৃতির যে-*কারক*, তার নাম **যন্ত্রাত্মক করণ কারক**। ▷**ছুরি দিয়ে** পেনসিল কাটা যায়। **কলে**-ছাঁটা চাল। তিনি **কলমে** লিখছেন। এই **রেডিয়োটায়** ভালো **শোনা** যায় না। [দ্র. করণ কারক]।

য-ফলা : *যুক্তবর্ণের* শেষে 'য' থাকলে তাকে বলা হয় **য-ফলা**। '্য'-চিহ্নটি য-ফলার জন্য ব্যবহার করা হয়। ▷ঐক্য; বাক্য; মাণিক্য; ব্যক্তি; ধ্বন্যাত্মক। য-ফলার জন্য কোনো নির্দিষ্ট উচ্চারণ বাংলায় নেই। অন্য কোনো স্বরধ্বনি পরে না থাকলে *শব্দের* প্রথমে য-ফলার উচ্চারণ 'অ্যা'। ▷ব্যক্ত—ব্যাক্তো; ব্যবহার—ব্যাবোহার্। আবার এর ব্যতিক্রমও আছে। ▷ব্যক্তি—বেক্তি; দ্ব্যর্থক—দর্থোক্; ব্যতিক্রম—বেতিক্রম্। শব্দের মধ্যে কিংবা শেষে থাকলে য-ফলাযুক্ত ধ্বনির দ্বিত্ব হয়। ▷বাক্য—বাক্কো; গদ্য—গোদ্দো; সব্যসাচী—সোব্বোসাচি; সাহিত্য—সাহিত্তো; সান্যাল—সান্নাল্। যুক্তবর্ণের সঙ্গে য-ফলা থাকলে তার আলাদা কোনো উচ্চারণ সাধারণত হয় না। ▷দারিদ্র্য—দারিদ্দ্রো; লক্ষ্য—লোক্খো; অন্ত্যমিল—অন্তোমিল্। য-ফলার পর কোনো *ব্যঞ্জনধ্বনি* যোগ হয় না, স্বরধ্বনি হয়। ▷ধন্যি—ধোন্নি; মন্যু—মোন্নু; ধান্যে—ধান্নে। য-ফলার পর *আ-কার* থাকলে উচ্চারণে 'অ্যা' হয়। ▷ন্যায়; ত্যাগ; ব্যাকরণ। সংস্কৃত রীতিতে য-ফলার উচ্চারণে *অন্তঃস্থ-য* (য়)-এর আভাস থাকে। ▷ত্যাগ—তেয়াগ; মান্য—মান্ইয়্।

যাকন্ (আক) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'য', 'ন' বাদ যায়, 'আক' থাকে। ▷√বৃ + আক (যাকন্) = বরাক।

যিবন (ইব) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'য্', 'ন' বাদ যায়, 'ইব' থাকে। ▷√প্রথ্ + ইব (যিবন্) + ঈ (ঙীষ্) = পৃথিবী।

যু : দ্র. যুচ¹; যুস্।

যুক্তবর্ণ : পর পর দুটি কিংবা তার বেশি *ব্যঞ্জনধ্বনিকে* লেখার জন্য *ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে* একটার সঙ্গে অন্যটাকে জুড়ে দেওয়া হয়। ব্যঞ্জনবর্ণের এই সংযুক্ত রূপের নাম **যুক্তবর্ণ** কিংবা **যুক্তাক্ষর**। বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ *দলাত্মক* ও তার মধ্যে একটি করে *নিহিত-অ* থাকে। *যুক্তবর্ণে* শেষের বর্ণটি ছাড়া অন্যগুলির নিহিত-অ লোপ পায়। যেমন, 'অমল' শব্দের উচ্চারণ অমোল্, বর্ণ বিশ্লেষণ—অ + ম্ + অ + ল্ + অ, শেষের 'অ' অবশ্য অনেকসময়েই উচ্চারিত হয় না। কিন্তু 'অম্ল' লেখা হলে তার উচ্চারণ 'অম্লো'; বর্ণ বিশ্লেষণ—অ + ম্ + ল্ + অ। এখানে 'ম্ল' যুক্তবর্ণ ও শেষে নিহিত-অ উচ্চারিত (যদিও এক্ষেত্রে তার উচ্চারণ 'ও')। বাংলায় অনেক যুক্তবর্ণ আছে। লক্ষণীয় ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে অন্য ব্যঞ্জনবর্ণ যোগ হলে তাকেই যুক্তবর্ণ বলা হয়। ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে *স্বরচিহ্ন* যোগ হলে যুক্তবর্ণ হয় না। এই কারণে স্প, প্র যুক্তবর্ণ, কিন্তু সু, কি, কৃ যুক্তবর্ণ নয়। দুই কিংবা তিন ব্যঞ্জনের যুক্তবর্ণ বাংলায় বেশি দেখা যায়, চার ব্যঞ্জনের যুক্তরূপ নেই। ১. দুই ব্যঞ্জনের যুক্তবর্ণ : ▷**ক্লু, ক্ট, ক্ক, ক্ব, ক্ষ, গ্ম, গ্ব, ব্দ, ব্ধ, ঙ্ক, ঞ্জ, চ্ছ, ণ্ড, জ্ঞ, ট্র, ড্ড, ড্র, ট্র, ণ্ড, গ্ম, থ্র, দ্ব, দ্ম, ধ্ব, ন্ন, ন্দ, প্য, প্র, প্ন, প্ত, প্ল, ব্ব, ভ্র, ম্ন, ম্ম, ল্ক, ল্ল, ল্ট, ল্ম, শ্র, শ্ন, ষ্ক, ষ্ট, ষ্ণ, ষ্প, ম্ল, স্ট, স্থ, স্ফ, স্ম, হু, হ্র, হ্ব** প্রভৃতি। ২. তিন ব্যঞ্জনের যুক্তবর্ণ : ▷**ঙ্ক্ষ, ন্ত্ব, ন্দ্র, ম্ব্র, স্ত্র, স্প্র, ষ্প্র, চ্ছ্ব, ত্ত্ব, র্দ্র, ক্ষ্ণ, ক্ষ্য, ম্র, ষ্ট্র, স্ট্র** প্রভৃতি।

যুক্তবর্ণের শেষ বর্ণটি র, ম, ব এবং য হলে তাদের যথাক্রমে *র-ফলা*, *ম-ফলা*, *ব-ফলা* ও *য-ফলা* বলা হয়। যুক্তবর্ণের প্রথম বর্ণ 'র' হলে তার জন্য একটি বিশেষ চিহ্ন আছে, তাকে বলা হয় *রেফ* যা পরের বর্ণের উপরে বসে। ▷র্ক; শর্করা; বর্বর; মর্ম। লেখার রীতি অনুযায়ী যুক্তবর্ণের দুটি রকমফের পাওয়া যায়। ১. স্বচ্ছ অর্থাৎ যুক্তবর্ণ গঠনকারী বর্ণগুলিকে আলাদাভাবে চেনা যায়, যদিও সবগুলোকে নয়। ▷ক্ক; ম্ম; স্প; গ্ম; ল্ল; ল্প; ন্ত; শ্চ; দ্ব প্রভৃতি। ২. অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণ যেখানে সংযুক্ত বর্ণের কোনো একটিকে অথবা কোনোটিকেই চেনা যায় না। ▷প্র (প্ + র, কিন্তু র-এর চেহারা এখানে নেই); র্ব (র্ + ব, 'র' হয়ে গেল রেফ যার সঙ্গে র-এর চেহারার মিল নেই); ক্য, প্য (য-এর রূপ বদলে যাচ্ছে) এগুলো অবশ্য তথাকথিত স্বচ্ছ রূপেও এইরকম থাকে। ▷দ্ধ, ব্ধ, ন্ধ (ধ-কে চেনা যাচ্ছে না); ষ্ণ (ণ-কে ঞ মনে হয়) ৩. কোনোটাই চেনা যায় না, অর্থাৎ যুক্তবর্ণ এক পৃথক বর্ণের চেহারা নেয়। ▷ক্ষ (ক্ + ষ); হ্ম (হ্ + ম); ঙ্গ (ঙ্ + গ); ত্র (ত্ + র); ক্ত (ক্ + ত); ভ্র (ভ্ + র); ঞ্চ (ঞ্ + চ) ইত্যাদি। এদের অনেকগুলির অবশ্য বিকল্প স্বচ্ছ রূপ আছে। যুক্তবর্ণকে **সংযুক্তবর্ণ** বা **যুক্তাক্ষর** বলাও হয়। প্রথাগত ও স্বচ্ছ যুক্তবর্ণের তালিকা পরিশিষ্ট ১-এ দেওয়া হল।

যুক্তাক্ষর : দ্র. যুক্তবর্ণ।

যুচ্[১] (যু) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'যু' থাকে। ▷√দস্ + যু (যুচ্) = দস্যু; √মন্ + যু (যুচ্) = মন্যু।

যুচ্[২] (অন) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে এই *প্রত্যয়* থেকে *শব্দশেষে* 'অন' হয়। ▷√ক্রুধ্ + অন (যুচ্) = ক্রোধন; √কুপ্ + অন (যুচ্) = কোপন; √মণ্ড্ + অন (যুচ্) = মণ্ডন।

যুস্ (যু) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'স্' বাদ যায়, 'যু' থাকে। ▷ঊর্ণা + যুস্ (যু) = ঊর্ণাযু; শম্ + যুস্ (যু) = শংযু।

যোগরূঢ় শব্দ : অর্থের বিচারে *শব্দকে* যে-কয়টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় তার একটি। অনেক *সাধিতশব্দের* [দ্র.] *ব্যুৎপত্তিগত* অর্থ একাধিক জিনিসকে বোঝাতে পারে, কিন্তু শব্দটির প্রচলিত অর্থ যদি তারমধ্যে কেবল একটিকেই বোঝায়, তবে তাকে বলে **যোগরূঢ় শব্দ**। ▷**পঙ্কজ** শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ পঙ্ক বা পাঁকে যা জন্মায়। পাঁকে অনেক কিছুই জন্মায়, পদ্ম তা মধ্যে একটি। কিন্তু প্রচলন অনুযায়ী পঙ্কজ অর্থ কেবল পদ্ম। এই কারণে পঙ্কজ যোগরূঢ় শব্দ।

এইরকম ▷**আদিত্য**—ব্যুৎপত্তিগত অর্থ অদিতির পুত্র বা সকল দেবতা। কিন্তু আদিত্য মানে সূর্য। **জলদ**—যা জল দেয়, কিন্তু যোগরূঢ় অর্থ মেঘ। **তুরঙ্গম**—যা তাড়াতাড়ি যায়, কিন্তু প্রচলিত অর্থ ঘোড়া। [দ্র. অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ (শব্দের)]।

যোগ্যতা : ব্যাকরণে যোগ্যতা বললে *বাক্য* গঠনের যোগ্যতা বোঝায়। যে-পদসমষ্টি সংগত ও অর্থবহ বাক্য গঠনের উপযোগী, তাদের যোগ্যতা আছে বলে ধরা হয়। সে জ্বলন্ত কয়লা খায়, কিংবা সে পেনসিল-কাটা ছুরি দিয়ে বাঘ মেরেছে—এইসব বাক্য অসম্ভব ও অবাস্তব ভাব প্রকাশক। এই শব্দসমষ্টি বাক্য গঠনের যোগ্য নয়। আলংকারিক প্রয়োগে অবশ্য এইরকম যোগ্যতার প্রশ্ন ওঠে না। 'লালিমা আর একবার বাজিবার উপক্রম করিল'—পরশুরাম। এই ধরনের বাক্য যথেষ্টই গ্রাহ্য ও রসসৃষ্টির সহায়ক।

যোগ্যতা সম্বন্ধ : দ্র. গুণ সম্বন্ধ।

যোজক অব্যয় : দ্র. সংযোজক অব্যয়।

যৌগিক অনির্দেশক সর্বনাম : দ্র. অনির্দেশক সর্বনাম।

যৌগিক কাল : *ক্রিয়ার যে-কালরূপ* তৈরি করতে একাধিক *ধাতুর* প্রয়োজন হয়, তাকে বলা হয় **যৌগিক কাল** বা **মিশ্র কাল**। বাংলা ক্রিয়ার কালরূপের প্রকৃত বিশ্লেষণ *সাধু ভাষার* রূপগুলি থেকেই করা সম্ভব। চলিত ও আঞ্চলিক রূপগুলি সাধু ভাষারই পরিবর্তিত রূপ। তাই কালরূপের বিশ্লেষণে সাধু রূপটিকেই গণ্য করা হবে। ▷বলিয়াছে (বলেছে) এই ক্রিয়ারূপে আছে √বল্ + (*অসমাপিকা ক্রিয়াপ্রত্যয়*) ইয়া + √আছ্ + (*পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি*) এ = বলিয়াছে। এইরকম : ▷√বল্ + ইতে + √আছ্ +ইল্ + এন = বলিতেছিলেন। দুটি ক্ষেত্রেই মূল ধাতু 'বল্'-এর সঙ্গে দ্বিতীয় একটি ধাতু 'আছ্' লাগানো হচ্ছে। এই কারণে এই দুটি **যৌগিক কাল**। বাংলায় অনেক কালরূপ-ই যৌগিক। **১.** *ঘটমান বর্তমান* কাল [দ্র.] : ▷√কর্ + ইতে + √আছ্ + এ = করিতে আছে → করিতেছে → করছে। (অনেক আঞ্চলিক রূপে 'আছে' অংশের আলাদা উচ্চারণ পাওয়া যায়। যেমন পূর্ববঙ্গের 'করতে আছে', 'করতাছে', 'করিতে আছে' প্রভৃতি উচ্চারণ)। এ ছাড়া 'কইরতাছে', 'কুরছে' প্রভৃতি আরও অনেক আঞ্চলিক রূপ আছে যা প্রকৃতপক্ষে 'করিতে আছে' এই যৌগিক রূপেরই নানা ধরনের রূপান্তর। **২.** *ঘটমান অতীত কাল* [দ্র.] : ▷√কর্ + ইতে + √আছ্ + ইল্ + অ = করিতে আছিল → করিতেছিল → করছিল। (অন্য আঞ্চলিক রূপে 'করিতে আছিল', 'করতে আছিল', 'করতাছিল', 'কুরছিল' প্রভৃতি পাওয়া যায়)। **৩.** *ঘটমান ভবিষ্যৎ কাল* [দ্র.] : ▷√কর্ + ইতে + √থাক্ + ইব্ + এ = করিতে থাকিবে → করতে থাকবে। **৪.** *পুরাঘটিত বর্তমান কাল* [দ্র.] : ▷√কর্ + ইয়া + √আছ্ + এ = করিয়া আছে → করিয়াছে → করেছে। **৫.** *পুরাঘটিত অতীত কাল* [দ্র.] : ▷√কর্ + ইয়া + √আছ্ + ইল্ + অ = করিয়া আছিল → করিয়াছিল → করেছিল। **৬.** *সম্ভাব্য অতীত কাল* [দ্র.] বা *পুরাঘটিত সম্ভাব্য* : ▷√পা + ইয়া + √থাক্ + ইব্ + এন = পাইয়া থাকিবেন → পেয়ে থাকবেন। **৭.** *নিত্যবৃত্ত সাধারণ বর্তমান কাল* [দ্র.] : ▷√পা + ইয়া + √থাক্ + ই = পাইয়া থাকি → পেয়ে থাকি। **৮.** *ঘটমান পুরানিত্যবৃত্ত অতীত কাল* [দ্র.] : ▷√বল্ + ইতে + √থাক্ + ইত্ + এন = বলিতে থাকিতেন → বলতে থাকতেন। **৯.** *ঘটমান নিত্যবৃত্ত বর্তমান কাল* [দ্র.] : ▷√বল্ + ইতে + √থাক্ + এ = বলিতে থাকে → বলতে থাকে। **১০.** *পুরাঘটিত নিত্যবৃত্ত* বা *পুরাসম্ভাব্য নিত্যবৃত্ত অতীত কাল* [দ্র.] : ▷জাগ্ + ইয়া + √থাক্ + ইব্ + এন = জাগিয়া থাকিবেন → জেগে থাকবেন। [দ্র. কাল; কালরূপ]।

যৌগিক ক্রিয়া : একটার বেশি *ক্রিয়া* নিয়ে-তৈরি *ক্রিয়াপদকে* বলা হয় **যৌগিক ক্রিয়া** বা **মিলিত ক্রিয়া**। ▷খাইয়া ফেলিল → খেয়ে ফেলল; করিতে পারিবে → করতে পারবে; বসিয়া পড়িল → বসে পড়ল। যৌগিক ক্রিয়ার একটি *অসমাপিকা* ও অন্যটি *সমাপিকা ক্রিয়া*। অসমাপিকা ক্রিয়াটির

অর্থই প্রাধান্য পায়, তাই তাকে বলে **মুখ্য ক্রিয়া**। ▷**খাইয়া** ফেলিল → **খেয়ে** ফেলল; **বসিয়া** পড়িল → **বসে** পড়ল। সমাপিকা ক্রিয়াটি মুখ্য ক্রিয়াকে সাহায্য করে বা সহায়তা দেয়। এর নাম **গৌণ ক্রিয়া** বা **সহকারী ক্রিয়া**। ▷করিতে **পারিবে** → করতে **পারবে**; বসিয়া **পড়িল** → বসে **পড়ল**। মুখ্যক্রিয়াটিতে 'ইতে', 'ইয়া' কিংবা *চলিত ভাষায়* 'তে', 'ইয়ে', 'য়ে' প্রত্যয় যোগ হয়ে থাকে। *কালবাচক প্রত্যয়* ও *পুরুষবাচক ক্রিয়াবিভক্তি* কেবলমাত্র গৌণ ক্রিয়াতেই যোগ হয়। ▷দিতে চেয়েছিল।

'ইতে' কিংবা 'তে'-অন্ত মুখ্য ক্রিয়াবিশিষ্ট যৌগিক ক্রিয়াকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা চলে। ১. **প্রারম্ভিকতাবোধক** : ▷খেতে লাগল; যেতে লাগল। ২. **ইচ্ছাবোধক** : ▷দিতে চাই; বলতে চাইছে। ৩. **অনুমতি** বা **অনুমোদনবোধক** : ▷বলতে দাও; গাইতে বলো। ৪. **শক্যতাবোধক** : ▷করতে পারবে; হাঁটতে পারে না। ৫. **সামর্থ্যবোধক** বা **অন্যনির্ভর সামর্থ্যবোধক** : ▷দেখতে পেলাম। ৬. **নিরন্তরতাবোধক** : ▷বলতে থাকে; দৌড়োতে থাকে।

'ইয়া' বা 'এ'-অন্ত মুখ্য ক্রিয়াবিশিষ্ট যৌগিক ক্রিয়াকেও কয়েকটি ভাগে ভাগ করা চলে। ১. **পূর্ণতাবোধক** : ▷খেয়ে ফেলল; করে বসল; গড়ে তুলেছে; ভেঙে পড়েছে। ২. **আরম্ভবোধক** : ▷কেঁদে উঠল; লেগে পড়ল। ৩. **স্থায়িত্ব** বা **নিত্যতাবোধক** : ▷লেগে থাকল; বলে যেতে থাকে; দাঁড়িয়ে রইল। ৪. **নিরন্তরতাবোধক** : ▷বলে চলল। ৫. **নিশ্চয়তাবোধক** : ▷দিয়ে এসো; ঘুমিয়ে নিল। ৬. **অভ্যাসবোধক** : ▷গিয়ে থাকেন; নিয়ে আসে। ৭. **পরীক্ষাবোধক** : ▷চেয়ে দেখেন; বুঝে নিয়ো।

ক্রিয়াদ্বন্দ্বও যৌগিক ক্রিয়ার একটি শ্রেণি। এখানে দুই কিংবা তারও বেশিসংখ্যক ক্রিয়া তাদের নিজের নিজের অর্থ বজায় রেখে একসঙ্গে ব্যবহৃত হয়। ▷যাওয়া-আসা; বুঝে-শুনে দেখা; হেঁটে-চলে বেড়ানো।

যৌগিক ণিজন্ত ক্রিয়া : দ্র. যৌগিক প্রযোজক ক্রিয়া।

যৌগিক ধাতু : *অসমাপিকা ক্রিয়ার* সঙ্গে অন্য কোনো ধাতু যোগ করে যে-ধাতু তৈরি হয় তা-ই **যৌগিক ধাতু**। এই ধরনের ধাতু থেকেই তৈরি হয় *যৌগিক ক্রিয়া*। ▷উঠে √পড়্; বলে √বস্; থাকতে √দা; গড়ে √তোল্। ক্রিয়ারূপ : ▷উঠে পড়ল; বলে বসলেন; থাকতে দিয়েছেন; গড়ে তুলবেন।

যৌগিক প্রযোজক ক্রিয়া : যে-*যৌগিক ক্রিয়ায়* অন্যকে দিয়ে কাজ করানো বোঝায়, তাকে বলে **যৌগিক প্রযোজক ক্রিয়া** বা **যৌগিক ণিজন্ত ক্রিয়া**। ▷বসিয়ে দিলেন; কাটিয়ে নিল; খাইয়ে দিল। [দ্র. ণিজন্ত ক্রিয়া]।

যৌগিক বাক্য : একাধিক সম্পূর্ণ পৃথক ও নিরপেক্ষ *খণ্ডবাক্য সংযোজক অব্যয়ের* দ্বারা যুক্ত হলে **যৌগিক বাক্য** বা **সংযুক্ত বাক্য** হয়। ▷তিনি সভাপতি হয়ে এসেছিলেন **এবং** ক্লাবের জন্য মোটা টাকাও দিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি পড়াশুনা করেছিলেন প্রচুর **কিন্তু** বেশি বই লেখেননি। [দ্র. বাক্য]।

যৌগিক শব্দ : যেসব *সাধিত শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ* ও প্রচলিত অর্থের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, তাদের বলা হয় **যৌগিক শব্দ**। ▷**জলজ**—ব্যুৎপত্তিগত অর্থ জলে যা জন্মায়, প্রচলিত অর্থও তাই। **দক্ষতা**—দক্ষের ভাব; **করণীয়**—যা করা উচিত। **বাঁদরামি**—বাঁদর + আমি = বাঁদরের ভাব। [দ্র. অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ (শব্দের)]।

যৌগিক স্বরধ্বনি : অনেকসময়ই একাধিক *স্বরধ্বনি* পর পর উচ্চারণ করার দরকার হয়। পর পর উচ্চারিত একাধিক স্বরধ্বনির এই সমন্বয়ই হল **যৌগিক স্বরধ্বনি** বা **দ্বিস্বর** বা **সন্ধিস্বর**। এ ছাড়াও **সন্ধ্যক্ষর**, **সংযুক্ত স্বরধ্বনি** কিংবা **মিশ্র স্বরধ্বনি** বলতেও একই জিনিস বোঝায়। ▷অই; ওউ; অও; আও; ওই; ওয়; আউ; আয়; উই; এও; এই; এও; ওউ; আই; ওই;

এই প্রভৃতি যৌগিক স্বরধ্বনি বাংলায় আছে। এর মধ্যে কেবল ওই—ঐ এবং ওউ—ঔ এই দুটির জন্য আলাদা *স্বরবর্ণ* ও *স্বরচিহ্ন* আছে। যৌগিক স্বরধ্বনির দ্বিতীয় স্বরটির উচ্চারণ হ্রস্ব এবং এইজন্য তারা একটাই *দল* তৈরি করে। ▷**ওই, মই (মোই), দাই—সবই এক দল; দায়ী—দুই দল।**

য়[1] : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও *অর্ধস্বর* [দ্র.]। য়্-ধ্বনির প্রতীক। য়-কে *অন্তঃস্থ বর্ণ*ও বলা যেতে পারে। 'য়' কখনো শব্দের প্রথমে বসে না। আগে 'য়' ও 'য'-কে একই বর্ণ হিসেবে ভাবা হত। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শব্দের মধ্যে কিংবা শেষের য, য় হয়—সংস্কৃত নিয়মানুযায়ী এইরকম একটা মত পোষণ করা হত। এখন অবশ্য 'য়'-কে আলাদা বর্ণ হিসেবেই গণ্য করা হয়, বর্ণানুক্রমে যার স্থান 'য'-এর পরে। 'য়'-এর ধ্বনিকে *শ্রুতিধ্বনি* বলা হয়।

য়[2] : বাংলা *বিভক্তি*। একাধিক কারকে এই বিভক্তির প্রয়োগ হয়। এই কারণে 'য়' *তির্যক বিভক্তি*। প্রধানত আ-কারান্ত *শব্দের* সঙ্গে এই বিভক্তি যোগ হয়। বিভিন্ন কারকে এই বিভক্তির প্রয়োগ : ১. *কর্তৃকারক* [দ্র.] : ▷**আমায়** বলতে হল। **মামায়** ডেকেছেন। ২. *কর্ম কারক* [দ্র.] : ▷ তিনি **আমায়** বলবেন। ৩. *করণ কারক* [দ্র.] : ▷**পাতায়** ছাওয়া। অনেক **টাকায়** কেনা। **ঝামায়** ঘষতে হবে। ৪. *সম্প্রদান কারক* [দ্র.] : ▷**দেবতায়** উৎসর্গ করা হল। ৫. *অপাদান কারক* [দ্র.] : ▷একই **থালায়** খাচ্ছে সবাই। ৬. *অধিকরণ কারক* [দ্র.] : ▷**কোথায়** দেখলে? 'আলোর নাচন **পাতায় পাতায়**'—রবীন্দ্র। এটা **মাথায়** রেখো।

য়-শ্রুতি : দুটি *স্বরধ্বনি* পর পর থাকলে, উচ্চারণের সময় একটি থেকে অন্যটিতে গড়িয়ে যাওয়ার জন্য দুটির মাঝখানে একটি *শ্রুতিধ্বনি* এসে পড়ে। এই ধ্বনিটি 'য়' হলে তাকে বলা হয় **য়-শ্রুতি**। ▷চা + এর → চায়ের; মা + এর → মায়ের; রেডিও → রেডিয়ো; ভাই-এর → ভায়ের। [দ্র. শ্রুতিধ্বনির আগম]।

য়ে : বাংলা বিভক্তি। 'য়ে' কোনো আলাদা বিভক্তি নয়। *স্বরধ্বনির* পর *'এ'* বিভক্তি লাগাতে হলে *শ্রুতিধ্বনির আগম*-এর জন্য 'এ' পরিবর্তিত হয়ে 'য়ে' হয়। এ-র মতো য়ে-ও *তির্যক বিভক্তি* কারণ একাধিক *কারকে* এর ব্যবহার আছে। ১. *কর্তৃকারক* [দ্র.] : ▷'**মায়ে** বলে পড়ো পুত'। ২. *কর্ম কারক* [দ্র.] : ▷জিজ্ঞাসিনু **মায়ে**। ৩. *করণ কারক* [দ্র.] : ▷**দায়ে**-কাটা তামাক। **ঘিয়ে**-ভাজা লুচি। ৪. *সম্প্রদান কারক* [দ্র.] : ▷অর্পণ করল **মায়ে**। ৫. *অপাদান কারক* [দ্র.] : ▷**বইয়ে** দেখলাম। **দইয়ে** মিষ্টি গন্ধ বার হচ্ছে। ৬. *অধিকরণ কারক* [দ্র.] : ▷**গাঁয়ে** টি টি পড়ে গেল। **পায়ে** পড়ি তোমার। "**গায়ে** আমার পুলক লাগে"—রবীন্দ্র।

র[1] : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ*। এই *অন্তঃস্থ বর্ণ* 'র্'-ধ্বনির প্রতীক। র্-ধ্বনি *রণিত* ও *দন্তমূলীয়*। *যুক্তবর্ণে* 'র' অন্য বর্ণের পরে লাগলে তা *র-ফলার* রূপ নেয়, যার চিহ্ন বর্ণটির নীচে বসে। ▷প্র; ব্র; ক্র; ম্র। আগে যুক্ত হলে হয় *রেফ*। এটি বর্ণটির উপরে বসে। ▷র্ক; র্ম; র্প; র্ণ। 'র্' তরল স্বর [দ্র.]।

র[2] (র) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে এর সবটাই থাকে। ▷√নম্ + র = নম্র; √দীপ্ + র = দীপ্র; √জস্ + র = জস্র [ন + জস্র = অজস্র]; √বুধ্ + র = লোধ্র।

র[3] (র) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে এর সবটাই থাকে। ▷পাণ্ডু + র = পাণ্ডুর।

র[4] : বাংলা *বিভক্তি*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হয়ে *সম্বন্ধপদ* তৈরি করে। ▷তোমা +র = তোমার; আপনা + র = আপনার; কলকাতা + র = কলকাতার; বাড়ি + র = বাড়ির। হলন্ত *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে বিভক্তিটি '**এর**' হয়। টেবিল + এর = টেবিলের; দাঁত + এর = দাঁতের; কাগজ +

এর = কাগজের। *যুক্তবর্ণের* পর দু-রকম হয়। গল্প + এর = গল্পের; মধ্য + এর = মধ্যের। পবিত্র + র = পবিত্রর, কিংবা পবিত্রের; রামকৃষ্ণ + র = রামকৃষ্ণর কিংবা রামকৃষ্ণের।

র৫ : দ্র. ক্রন্; ড্রট্; রক্; র২; র৩; রন্।

রক্ (র) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'র্' থাকে। ▷√অশ্ + র (রক্) = অশ্র; √অর্দ্ + র (রক্) = আর্দ্র; √ক্ষিপ্ + র (রক্) = ক্ষিপ্র; √ক্ষুদ্ + র (রক্) = ক্ষুদ্র; √নী + র (রক্) = নীর; √চন্দ্ + র (রক্) = চন্দ্র; √ছিদ্ + র (রক্) = ছিদ্র।

র-জাত বিসর্গ : সংস্কৃত *শব্দের* শেষে 'স্' অথবা 'র্' থাকলে শব্দান্তে *বিসর্গ* হয়। র্-এর পরিবর্তে যে-বিসর্গ তা-ই **র-জাত বিসর্গ**। ▷অন্তর্, প্রাতর্, পুনর্ যথাক্রমে অন্তঃ, প্রাতঃ, পুনঃ। *বিসর্গসন্ধিতে* অনেকসময়েই 'র' ফিরে আসে। ▷অন্তঃ + ভাগ = অন্তর্ভাগ; প্রাতঃ + ভ্রমণ = প্রাতর্ভ্রমণ; প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ; পুনঃ + আগমন = পুনরাগমন। [দ্র. স-জাত বিসর্গ; বিসর্গসন্ধি]।

রণিত ধ্বনি : উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ু নাকে ও মুখের গহ্বরে একাধিকবার প্রতিফলিত হয়ে শেষে নাক অথবা মুখ, কিংবা একইসঙ্গে নাক ও মুখ দিয়ে বার হলে যে-ধ্বনির সৃষ্টি হওয়া সম্ভব তাকে বলে রণিত ধ্বনি বা **কম্পনজাত ধ্বনি**। র্, ন্, ম্ এবং ল-এর ধ্বনি এই শ্রেণির। র, ন, ম, ল—এই বর্ণগুলিকে কম্পনজাত বর্ণও বলা হয়। [দ্র. রণিত ব্যঞ্জন]।

রণিত ব্যঞ্জন : যে-*ব্যঞ্জনধ্বনির* উচ্চারণে জিভের সামনের অংশ বা অগ্রভাগ কাঁপে এবং *উচ্চারণ স্থান* স্পর্শ করে, ও যার ধ্বনি *রণিত ধ্বনি* [দ্র.], তা-ই **রণিত ব্যঞ্জন**। 'র্'-এর ধ্বনি রণিত। একে **কম্পিত ব্যঞ্জন**ও বলা হয়। এ ছাড়া ন্, ম্ এবং ল্-এর ধ্বনিও রণিত।

র্-ধ্বনি লোপ : দ্র. ধ্বনি লোপ।

রন্ (র) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'র' থাকে। ▷√ইন্দ্ + র (রন্) = ইন্দ্র; √বৃধ্ + র (রন্) = বর্ধ্র; √উচ্ + র (রন্) = উগ্র; √অন্গ্ + র (রন্) = অগ্র; √বজ্ + র (রন্) = বজ্র।

র-ফলা : *যুক্তবর্ণে* শেষে 'র' থাকলে তাকে বলা হয় **র-ফলা**। র-ফলায় 'র' *বর্ণটি* নিজের আকৃতিতে থাকে না। *ব্যঞ্জনবর্ণের* নীচে '্র' চিহ্ন হয়ে বসে। ▷প্র; জ্র; ব্র; ম্র। এটি বাংলায় বহুল ব্যবহৃত ব্যঞ্জনচিহ্ন। র-ফলার পরে আর কোনো ব্যঞ্জনবর্ণ যুক্ত হতে পারে না, তবে *স্বরবর্ণ* (*স্বরচিহ্ন*) যোগ হতে পারে। ▷প্রূ; স্ত্রী; ভ্রূ; ক্রি; প্রো; শ্রী; প্রৈ। কিন্তু ঋ-কার যোগ হয় না। র-ফলা আছে এমন যুক্তবর্ণ *শব্দের* প্রথমে বসতে পারে। ▷প্রথম; ত্রুটি; ম্রিয়মাণ। শব্দের প্রথমে ছাড়া অন্য জায়গায় র-ফলা যোগ হলে তার উচ্চারণে *ব্যঞ্জনধ্বনির* দ্বিত্ব হয়। ▷আম্র—আম্ম্রো; মাত্রা—মাত্ত্রা; দীপ্র—দীপ্প্রো।

রা১ : বাংলা *বহুবচনজ্ঞাপক প্রত্যয়*। *স্বরান্ত শব্দের* সঙ্গে এই প্রত্যয় যোগ হয়। *কর্তৃকারক* ছাড়া অন্য *কারকে* 'রা' ব্যবহার করা যায় না। সাধারণত প্রাণীবাচক শব্দের সঙ্গেই এই প্রত্যয় যোগ হয়। ▷পাখিরা; সাধুরা; বাবুরা। [দ্র. এরা]।

রা২ : বাংলা *ধাতুপ্রত্যয়*। অন্য কোনো *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হয়ে এই প্রত্যয় দ্বিতীয় একটি ধাতু তৈরি করে। ▷√ঝাঁক + রা = √ঝাঁকরা। এর থেকে *ক্রিয়া-বিশেষ্য* ঝাঁকরানো। *ক্রিয়াপদ*—ঝাঁকরাচ্ছে; ঝাঁকরাবে।

রাঢ়ী : দ্র. উপভাষা।

রি : দ্র. ক্রি; ক্রিন্।

রু১ (রু) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে এর সবটাই থাকে। ▷√অশ্ + রু = অশ্রু; √কদ্ + রু = কদ্রু; √দদ্ + রু = দদ্রু; √মি + রু = মেরু।

রু২ : দ্র. ক্রু।

রুদ্ধ দল, ব্যঞ্জনান্ত দল, সংবৃত দল : যে-দুই শ্রেণির *দল* হয়, তার একটি। যে-দলের শেষে *ব্যঞ্জনধ্বনি* কিংবা **হ্রস্ব** *স্বরধ্বনি* থাকে তাকে বলা হয় **রুদ্ধ দল**। ▷দান; স্নান; ওই। ▷'সিন্ধুর' শব্দটিতে দল দুটি সিন্‌-ধুর্। দুটোই রুদ্ধদল। ▷'ওইখানে' শব্দে তিনটি দল্ ওই-খা-নে। প্রথম দলটি রুদ্ধ। রুদ্ধ দলের অন্ত্যধ্বনিকে টানা যায় না। হ্রস্ব স্বরান্ত রুদ্ধ দলের শেষ স্বরটিকে টানলে দলটি আর একটি দল থাকে না—দুটি হয়ে যায়। [দ্র. মুক্ত দল]।

রূপক কর্মধারয় সমাস : *কর্মধারয় সমাসের* শ্রেণি-বিশেষ। *উপমান* ও *উপমেয়* পদের এই সমাসের দুই-এর অভেদ কল্পনা করা হয়। 'জ্ঞানালোক' এই সমাসবদ্ধ শব্দের অর্থ 'জ্ঞানরূপ আলোক', যেন জ্ঞান-ই আলো হয়ে (মনের) অন্ধকার দূর করছে। জ্ঞানালোক তাই **রূপক কর্মধারয় সমাস**। ▷সংসারসাগর (সংসাররূপ সাগর); দেহপিঞ্জর (দেহরূপ পিঞ্জর); কথামৃত (কথারূপ অমৃত অর্থাৎ কথাটাই যেন অমৃত); ক্ষুধানল (ক্ষুধারূপ অনল); জীবনযুদ্ধ (জীবনধারণই যেন যুদ্ধ)।

রূঢ় শব্দ : দ্র. রূঢ়ি শব্দ; অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ (শব্দের)।

রূঢ়ি শব্দ : অর্থের বিচারে *শব্দকে* যে-কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় তার একটি। যে-শব্দের *ব্যুৎপত্তিগত* অর্থের সঙ্গে প্রচলিত অর্থের পার্থক্য থাকে, তাদের বলা হয় **রূঢ়ি শব্দ** বা **রূঢ় শব্দ**। কুশল—ব্যুৎপত্তিগত অর্থ 'যে কুশ আনে'; প্রচলিত অর্থ 'মঙ্গল'। হরিণ—যে হরণ করে; প্রচলিত অর্থ পশু-বিশেষ। ঝি—কন্যা → পরিচারিকা। প্রবীণ—বীণা বাজাতে পটু → বয়স্ক। [দ্র. অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ (শব্দের)]।

রে : বাংলা *বিভক্তি*। একাধিক কারকে এই বিভক্তির প্রয়োগ আছে, তাই 'রে' একটি *তির্যক বিভক্তি*। স্বরান্ত *শব্দের* সঙ্গে 'রে' যোগ হয়। শব্দটি ব্যঞ্জনান্ত হলে হয় 'এরে'। এই বিভক্তি কবিতাতেই বেশি দেখা যায়। ১. *কর্তৃকারক* : ▷ 'হেথায় **সবারে** হবে মিলিবারে / আনতশিরে'—রবীন্দ্র। ২. *কর্ম কারক* : ▷**তোমারে** দিলাম। 'মোর **পথিকেরে** বুঝি এনেছ এবার'—রবীন্দ্র। ৩. *সম্প্রদান কারক* : ▷**দেবতারে** করিনু সমর্পণ।

রেখাচিহ্ন : দ্র. ড্যাশ।

রেফ : কোনো *ব্যঞ্জনবর্ণের* আগে 'র্' যোগ হয়ে *যুক্তবর্ণ* তৈরি করলে 'র্' বর্ণের জন্য যে-চিহ্ন হয়, তার নাম **রেফ**। চিহ্নটি 'র্ক' , এবং এটি পরবর্তী ব্যঞ্জনের মাথায় বসে। ▷র্ + ক = র্ক; র্ + প = র্প।

ল১ : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও 'ল্' ধ্বনির প্রতীক। এই ধ্বনি *দন্তমূলীয়*, *অল্পপ্রাণ* ও *পার্শ্বিক*। ল-কে অন্তঃস্থ বর্ণ হিসেবেও ধরা হয়, এবং এই বিচারে 'ল' *তরল স্বর*।

ল২ : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। সাদৃশ্য, গুণ, ঈষতের ভাব প্রভৃতি অর্থে এই প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। ▷দীর্ঘ → দীঘ + ল = দীঘল; ধক + ল = ধকল; হাত + ল = হাতল; পাত + ল = পাতল + আ → পাতলা।

ল৩ : দ্র. লচ্।

লক্ষণাশক্তি : দ্র. লক্ষ্যার্থ।

লক্ষ্যার্থ : *বাক্যে* ব্যবহৃত অনেক *শব্দের* অর্থ তার *বাচ্যার্থের* [দ্র.] সঙ্গে মেলে না। শ্রোতা কিংবা পাঠককে অনুমানের সাহায্যে অন্য অর্থ বুঝতে হয়। এইরকম অর্থকে বলা হয় **লক্ষ্যার্থ**। যে-ক্ষমতা কিংবা ভাষা বিষয়ে পূর্বজ্ঞান দ্বারা লক্ষ্যার্থ নির্ণয় করা সম্ভব হয় তাকে বলে **লক্ষণাশক্তি**। ▷রামবাবু গ্রামের মাথা। এখানে 'মাথা' শব্দের অর্থ 'প্রধান'। এই অর্থ নিরূপণে লক্ষণাশক্তির ব্যবহার হল এইভাবে : গ্রামের মাথা হয় না, শরীরের হয়। শরীরের প্রধান অঙ্গ মাথা যা শরীরকে নিয়ন্ত্রণ করে। গ্রামকে যদি শরীরের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তাহলে তারও একটি

মাথা অর্থাৎ নিয়ন্ত্রক থাকা সমীচীন। এইভাবেই গ্রামের 'মাথা' থেকে গ্রামের প্রধানকে চেনা যায়। ▷সে ব্যক্তি হৃদয়হীন—এইখানে 'হৃদয়ের' লক্ষ্যার্থ 'চিত্তবৃত্তি', বিশেষ করে তার কোমল দিক, অর্থাৎ দয়ামায়া। ▷তিনি রবীন্দ্রনাথ পড়ছেন, অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ছেন। ▷যতসব গাধা—মানে নির্বোধ।

লচ্ (ল) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দে* যোগ হলে 'চ্' বাদ যায়, 'ল' থাকে। ▷অংস + ল (লচ্) = অংসল; কপি + ল (লচ্) = কপিল; বৎস + ল (লচ্) = বৎসল; কুশ + ল (লচ্) = কুশল; শ্রী + ল (লচ্) = শ্রীল; গ্রন্থি + ল (লচ্) = গ্রন্থিল।

লা : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। ভাব ইত্যাদি বোঝানোর জন্য এই *প্রত্যয়* ব্যবহার করা হয়। ▷মেঘ + লা = মেঘলা; এক + লা = একলা; ঘাট + লা = ঘাটলা।

লি[১], ঌ : সংস্কৃত *স্বরধ্বনি* ও তার প্রতীক *বর্ণ*। বাংলাতে এই *ধ্বনি* ও বর্ণের ব্যবহার নেই। তবুও বাংলা *বর্ণমালায় স্বরবর্ণ* অংশে ঋ-এর পর এই বর্ণটি দেখা যেত। তবে এখন বাংলা বর্ণমালা থেকে এই বর্ণটি বর্জিত হয়েছে।

লি[২] : দ্র. ক্লি।

লি[৩] : দ্র. আলি[১]।

লিঙ্গ : *শব্দের* শ্রেণি-বিশেষ। একটি শব্দ স্ত্রীবাচক, পুরুষবাচক কিংবা স্ত্রী অথবা পুরুষ কোনোটিই না হয়ে ক্লীববাচকও হতে পারে। স্ত্রীবাচক শব্দ হলে তার লিঙ্গ *স্ত্রীলিঙ্গ*। ▷মা; সুনয়না; নাগিনি; বাঘিনি; মালিনী; মাসি; রানি। পুরুষবাচক শব্দ *পুংলিঙ্গ*। ▷বাবা; নাগ; বাঘ; হরিণ; রাজা; নির্মল; দাতা। বাংলায় সাধারণত বস্তুবাচক শব্দকে *ক্লীবলিঙ্গ* হিসেবে ধরা হয়। ▷কাঠ; গাড়ি, বাতাস। কিন্তু বাংলায় ক্লীবলিঙ্গ শব্দের কোনো বিশেষ তাৎপর্য নেই। পুংলিঙ্গ শব্দের সঙ্গে কিছু *প্রত্যয়* যোগ করে তাকে **স্ত্রীলিঙ্গ** শব্দে পরিবর্তিত করা যায়। এই ধরনের প্রত্যয়কে বলে *স্ত্রী-প্রত্যয়* [দ্র.]। ▷হরিণ + ঈ = হরিণী; দেব + ঈ = দেবী; মেছো + নি = মেছোনি; ছোঁড়া + ই = ছুঁড়ি; মহীয়স্ + ঈ = মহীয়সী। এক লিঙ্গের শব্দকে অন্য লিঙ্গের শব্দে রূপান্তরকে বলা হয় **লিঙ্গ পরিবর্তন** বা **লিঙ্গান্তরীকরণ**। পরিশিষ্ট ৪-এ লিঙ্গ পরিবর্তনের একটি তালিকা দেওয়া হল। [দ্র. পরিশিষ্ট ৪]।

লিঙ্গ পরিবর্তন : বাংলায় সাধারণত পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তন কিংবা উলটোটা হলে বলা হয় **লিঙ্গ পরিবর্তন** বা **লিঙ্গান্তরীকরণ**। তবে বাংলায় পুংলিঙ্গ এবং ক্লীবলিঙ্গ শব্দের কোনো পার্থক্য নেই। ই, ঈ, আনি প্রভৃতি *প্রত্যয়* যোগ করে পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্রীলিঙ্গ করা হয়। এ ছাড়া আরও নিয়ম আছে। পরিশিষ্ট ৪-এ লিঙ্গান্তরীকরণের একটি তালিকা দেওয়া হল।

লিঙ্গপ্রত্যয় : দ্র. স্ত্রী-প্রত্যয়।

লিপি : *ধ্বনিকে* প্রতীকের সাহায্যে লিখিত রূপ দেওয়ার জন্য যে-চিহ্ন তাকেই সাধারণভাবে বলা হয় **লিপি**। কোনো একটি বিশেষ ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনিগুলির জন্য যে-চিহ্নগুলি ব্যবহার করা হয়, তা-ই সেই ভাষার লিপি। যেমন, বাংলা লিপি, দেবনাগরী লিপি, রোমান লিপি। কোনো বিশেষ ধ্বনির যে-চিহ্ন তাকে বলা হয় *বর্ণ*। প্রতিটি ভাষারই যে নিজস্ব লিপি আছে, এমন নয়। হিন্দি, সংস্কৃত, নেপালি—এই তিনটি ভাষাতেই দেবনাগরী লিপি ব্যবহৃত হয়। বাংলা, অসমিয়া, মণিপুরি—এই তিন ভাষার লিপিও বহুলাংশে এক হলেও কিছু বর্ণে পার্থক্য আছে।

লুপ্ত অ-কার : বহু সংস্কৃত *শব্দে সন্ধির* সময় অ-কার লোপ হয়। এই লুপ্ত অ-ধ্বনি বোঝানোর জন্য সংস্কৃতে একটি চিহ্ন আছে—'ঽ' একেই বলা হয় **লুপ্ত অ-কার**। ▷ততঃ + অধিক = ততোঽধিক। এই চিহ্ন একান্তভাবেই সংস্কৃতের জন্য। বাংলায় এর কোনো ব্যবহার কিংবা গুরুত্ব নেই। ততোধিক লিখলেই কাজ চলে।

লে : দ্র. ইলে।

লোকনিরুক্তি : অনেকসময়েই অপরিচিত *শব্দ* লোকমুখে পরিচিত শব্দের সাদৃশ্য পেয়ে যায়। শব্দের এই ধরনের পরিবর্তনকে বলে **লোকনিরুক্তি**। ▷উর্ণবাভ → উর্ণনাভ; বিস্ফোটক → বিষফোড়া।

লোকব্যুৎপত্তিজাত শব্দ : অনেক বিদেশি *শব্দ* এদেশের লোকের মুখে ব্যবহৃত হতে হতে, কিছু পরিবর্তিত হয়ে, নতুন শব্দ হিসেবে বাংলায় প্রচলিত হয়েছে। এই ধরনের শব্দের নাম **লোকব্যুপত্তিজাত শব্দ**। ▷আর্মচেয়ার → আরামচেয়ার; হসপিটাল → হাসপাতাল; মার্তবান দ্বীপের কলা → মর্তমান কলা; বক্স → বাক্স।

ল্যবর্থ অসমাপিকা ক্রিয়া : *অসমাপিকা ক্রিয়ার* শ্রেণি-বিশেষ। *'ইয়া' প্রত্যয় ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে যে-অসমাপিকা ক্রিয়া হয়, তাকেই বলে **ল্যবর্থ অসমাপিকা ক্রিয়া**। ▷√কর্ + ইয়া = করিয়া; √বল্ + ইয়া = বলিয়া। চলতি বাংলায় এদের পরিবর্তিত রূপ করে, বলে (উচ্চারণ 'কোরে', 'বোলে')। কাব্যে-'ই' প্রত্যয়ও দেখা যায় ▷বলিয়া → বলি; উঠিয়া → উঠি। অর্থ কিংবা প্রয়োগের বিচারে, এই ধরনের ক্রিয়া, *বাক্যের সমাপিকা ক্রিয়াটির* আগেই ঘটে গেছে, এমন কোনো কাজ কিংবা ঘটনার প্রতি নির্দেশ করে। এইজন্য এর অন্য নাম **পূর্বক্রিয়া**। (সংস্কৃত 'ল্যপ্' প্রত্যয়ান্ত শব্দও অনুরূপ অর্থ প্রকাশ করে, এর থেকেই 'ল্যবর্থ' নামটি এসেছে)। ▷তাহার গান **শুনিয়া** আমার ভালো লাগিল। 'টাকা **মেরে** পালালি শেষে'—সুকুমার রায়। "ঘাটে **আসি** দেখে সেথা আগে-ভাগে **ছুটি**"—রবীন্দ্র। অনেকক্ষেত্রে 'আয়ে' অন্তক পূর্বক্রিয়া দেখা যায়। ▷নিজেরে **হারায়ে** খুঁজি (হারায়ে → হারাইয়া)। 'হেথায় **দাঁড়ায়ে** দুবাহু **বাড়ায়ে**'—রবীন্দ্র। (দাঁড়ায়ে → দাঁড়াইয়া; বাড়ায়ে → বাড়াইয়া)।

ল্যপ্ (য) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে ল্, প্, বাদ যায়, য থাকে। নঞ্ ছাড়া অন্য *অব্যয়* পদের সঙ্গে সমাসবদ্ধ হলে পূর্বক্রিয়ার ধাতুর সঙ্গে এই প্রত্যয় হয়। ল্যপ্-প্রত্যয়ান্ত শব্দ বাংলায় বিশেষ নেই। ▷আ- √ঘ্রা + য (ল্যপ্) = আঘ্রায়; আ- √দা + য (ল্যপ্) = আদায়; প্রণি- √পত্ + য (ল্যপ্) = প্রণিপত্য; বি- √গর্হ্ + য (ল্যপ্) = বিগর্হ্য।

ল্যুট্ (অন) : দ্র. অনট্।

শ[1] : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও শ্-ধ্বনির প্রতীক। এই ধ্বনি *তালব্য*, *উষ্ম* (সংকীর্ণ) ও *শিস্*। ল-ফলা ও র-ফলা যোগ হলে শ্-এর উচ্চারণ অনেকসময়েই *দন্তমূলীয়* স্-এর মতো হয়। ▷বিশ্রী; শ্রাবণ; শ্রী; শ্লীলতা। উচ্চারণ যথাক্রমে, বিস্স্রি; স্রাবন্; স্রি; স্লিলতা।

শ[2] (অ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'শ্' বাদ যায়, 'অ' থাকে। ধাতুটি স্বরান্ত হলে 'অ' স্থানে 'য়' হয়। ▷গো- √বিদ্ + অ(শ) = গোবিন্দ; অর- √বিদ্ + অ(শ) = অরবিন্দ; √কৃ + অ (য়) (শ) + আ (টাপ্) = ক্রিয়া; পরি- √চর্ + অ (শ) + আ (টাপ্) = পরিচর্যা।

শ[3] (শ) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে এর সবটাই থাকে। 'আছে' অর্থে এই *প্রত্যয়ের* ব্যবহার হয়। ▷রোমন্ + শ = রোমশ; কর্ক + শ = কর্কশ; কপি + শ = কপিশ; লোমন্ + শ = লোমশ।

শঃ : দ্র. শস্।

শক্যতাবোধক যৌগিক ক্রিয়া : দ্র. যৌগিক ক্রিয়া।

শতিপ্ (তি) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'শ্', 'প্' বাদ যায়, 'তি' থাকে। ▷√অস্ + তি (শতিপ্) = অস্তি।

শতৃ (অৎ) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'শ্', 'ঋ' বাদ যায়, 'অৎ' থাকে। ক্রিয়াটির কাজ চলছে এই ভাব বোঝানোর জন্য কিছু বিশেষ ধরনের ধাতুর সঙ্গে এই প্রত্যয় হয়। ▷√অস্ + অৎ (শতৃ) = সৎ (আছে অর্থে); √চল্ + অৎ (শতৃ) = চলৎ (চলছে অর্থে);

√জ্বল + অৎ (শতৃ) = জ্বলৎ। শতৃ প্রত্যয়ান্ত *শব্দের* মধ্যে সৎ, অসৎ প্রভৃতি কয়েকটি শব্দ ছাড়া অন্য শব্দ বাংলায় পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয় না। *সমাসবদ্ধ* প্রয়োগেই এদের দেখা যায়। ▷গলৎ + অশ্রু = গলদশ্রু; পঠৎ + দশা = পঠদ্দশা; জীবৎ + মৃত = জীবন্মৃত; চলৎ + চিত্র = চলচ্চিত্র।

শব্দ : এক কিংবা একাধিক *ধ্বনির* সমন্বয়ে তৈরি অর্থবোধক ও উচ্চারণযোগ্য একককে বলা হয় **শব্দ**। শব্দ স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহৃত হতে পারে এবং অভিধানে স্থান পায়। ▷এ; ও; কে; চাঁদ; ভাই; বাবা; উচ্চারণ; ব্যবহার; আদালত; হাসপাতাল; বাঘ; প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব; নাছোড়বান্দা—এ সবই শব্দ। শব্দ দিয়েই *বাক্য* হয়, এবং বাক্যস্থিত শব্দের নাম পদ [দ্র.]। শব্দের নানারকম শ্রেণিবিভাগ হতে পারে। ১. গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ [দ্র.]। ২. অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ [দ্র.]।

শব্দদ্বিত্বযুক্ত ক্রিয়া-বিশেষণ : একই *শব্দ* একাধিকবার ব্যবহৃত হয়ে *ক্রিয়া-বিশেষণের* কাজ করলে, তাকে বলা হয় **শব্দদ্বিত্বযুক্ত ক্রিয়া-বিশেষণ**। এটি ক্রিয়া-বিশেষণের রূপগত শ্রেণিবিভাগের একটি। ▷**বার বার** অভ্যাস করো। সে **হাসতে হাসতে** তার কথা বলল। **ক্রমে ক্রমে** তার প্রতিভা বিকশিত হল।

শব্দদ্বৈত : একই *শব্দ* পর পর দু-বার ব্যবহৃত হলে তাকে বলে দ্বিরুক্তি বা *দ্বিরুক্ত শব্দ* [দ্র.]। অন্যদিকে প্রায় একই *ধ্বনির* কিংবা *অর্থের* শব্দ একত্রে দু-বার বসলে হয় **শব্দদ্বৈত**। লক্ষণীয়, দ্বিরুক্তিতে শব্দরা লেগে থাকে না। ▷ভালো ভালো; প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড। শব্দদ্বৈতে লেগে থাকে। ▷আশা-আকাঙ্ক্ষা; গাদাগাদি; রাজাবাদশা। ১. *ধ্বন্যাত্মক শব্দের* শব্দদ্বৈত [দ্র.] : ▷টুপটাপ; খুটুরমুটুর; কপাকপ; ফিসফাস; আঁকুপাঁকু। ২. একই অর্থবহ শব্দের শব্দদ্বৈত : ▷বাড়ি বাড়ি; গ্রামে গ্রামে; চোখে চোখে। এগুলি সবই দ্বিরুক্ত শব্দও বটে। ৩. *অনুকার শব্দ* [দ্র.] : ▷আধা-আধি; কাছাকাছি; *ঠেলেঠুলে*; গাদাগাদি; ফুল-টুল; ভয়-টয়; ছাই-ফাই। ৪. *সমার্থক শব্দের* : ▷আশা-আকাঙ্ক্ষা; লোকজন; রোগব্যাধি; পয়সাকড়ি; রাজাবাদশা। [দ্র. দ্বন্দ্ব সমাস]।

শব্দনাম : *বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম* প্রভৃতিকে বলা হয় 'পদনাম'। কিন্তু 'পদ' শব্দটির অন্য একটি অর্থ আছে। *শব্দ বাক্যে* বসলে তাকে বলা হয় পদ। শব্দটি বাক্যে কী ধরনের কাজ করছে তা বিচার করেই পদনাম হওয়া উচিত, যেমন কর্তাপদ, কর্মপদ, সম্বন্ধপদ প্রভৃতি। অন্যদিকে বিশেষ্য, বিশেষণ প্রভৃতি কোনো শব্দের চরিত্রনির্ভর। যেমন 'রাম' শব্দটি বিশেষ্য—বাক্যে তা *কর্তা* কিংবা *কর্ম* হতে পারে। এই কারণে শব্দের চরিত্র অনুযায়ী তার যে-বৈশিষ্ট্য তার বিচারেই তাকে চিহ্নিত করা উচিত, আর তাকে **শব্দনাম** বলা চলে। বাঘ, হাতি, মানুষ, দয়া প্রভৃতির শব্দনাম বিশেষ্য। ভালো, মন্দ, খেয়ালি, দিলখোলা প্রভৃতির শব্দনাম বিশেষণ। সে, তারা, তোমরা—সর্বনাম। পদনাম ও শব্দনামকে আলাদা করলে অনেক জটিলতা এড়ানো চলে।

শব্দপ্রত্যয় : *শব্দের* সঙ্গে *যে-প্রত্যয়* যোগ হয়ে অন্য একটি শব্দ কিংবা *ধাতু* তৈরি করে তাকে বলা চলে **শব্দপ্রত্যয়**। সংস্কৃতে এর নাম *তদ্ধিতপ্রত্যয়* [দ্র.]। বাংলায় সংস্কৃত তদ্ধিতপ্রত্যয় ছাড়াও অন্য অনেক শব্দপ্রত্যয় আছে। এর মধ্যে যেমন আছে বাংলা প্রত্যয়, তেমনি বিদেশি প্রত্যয়ও আছে। বাংলা শব্দপ্রত্যয় : ▷পেট + **উক** = পেটুক; বড়ো + **আই** = বড়াই; ঘুম + **আ** = √ঘুমা (নামধাতু)। বিদেশি শব্দপ্রত্যয় : ▷বাবু + **আনা** = বাবুয়ানা; পাণ্ডা + **গিরি** = পাণ্ডাগিরি; জমি + **দার** = জমিদার। এ ছাড়া *তুলনাবাচক তদ্ধিতপ্রত্যয়* (তর, তম) এবং *নির্দেশক শব্দপ্রত্যয়* (টা, টি, টো) ইত্যাদি প্রত্যয়ও এই শ্রেণিতে পড়ে।

শব্দবিভক্তি : *শব্দের* সঙ্গে যুক্ত হয়ে *যে-বিভক্তি বাক্যে* বসার উপযুক্ত *পদ* তৈরি করে, তাকে বলা হয় **শব্দবিভক্তি**। ▷এ; য়ে; য়; তে; এতে; কে; রে; এরে; এর—এইরকম অনেক শব্দবিভক্তি বাংলায় ব্যবহৃত হয়। ▷বাঘ + এ = বাঘে; থালা + য় = থালায়; মাটি + তে = মাটিতে; ছায়া + তে = ছায়াতে; রাম + কে = রামকে; আমি → (*বিভক্তিগ্রাহী রূপ*) আমা + কে = আমাকে; তোমা + রে = তোমারে; শ্যাম + এর = শ্যামের; দয়া + র = দয়ার; মা + এর (য়ের) =

মায়ের; ভাই + এর = ভাইয়ের → ভায়ের। বাক্যস্থিত পদের বিভক্তি *কারক* অনুযায়ী স্থির হয়। তবে বাংলায় কারকগুলির জন্য বিশেষভাবে নির্দিষ্ট শব্দবিভক্তি নেই। একই বিভক্তি একাধিক কারকে ব্যবহৃত হতে পারে এবং হয়। এই কারণে বাংলার সব শব্দবিভক্তিই *তির্যক বিভক্তি* [দ্র.]। শব্দবিভক্তিযুক্ত পদকে সংস্কৃতে *সুবন্তপদ* বলে।

শব্দরূপ : একটি *শব্দকে* বিভিন্ন *কারকে, সম্বন্ধপদ* হিসেবে ও সম্বোধনে ব্যবহার করতে হলে, *বিভক্তি* ও অনুসর্গ যোগ করে তার যে-রূপ হয়, তাকে বলা হয় **শব্দরূপ**। বালক শব্দটির শব্দরূপ নীচে দেখানো হল।

কারক	একবচন	বহুবচন
কর্তৃকারক	বালক	বালকেরা, বালকরা, বালকগণ, বালকবৃন্দ।
কর্ম	বালককে	বালকদিগকে, বালকদের, বালকগণকে, বালকবৃন্দকে
করণ	বালক দ্বারা, বালক কর্তৃক, বালককে দিয়ে, বালকের দ্বারা	বালকদের দ্বারা, বালকদের দিয়ে, বালকবৃন্দ কর্তৃক
অপাদান	বালকের থেকে, বালক হইতে	বালকদের থেকে, বালকদিগ হইতে
অধিকরণ	বালকে, বালকেতে, বালকের মধ্যে	বালকদের মধ্যে, বালকদিগে
সম্বন্ধপদ	বালকের	বালকদের, বালকগণের, বালকবৃন্দের
সম্বোধন	বালক	বালকেরা, বালকবৃন্দ, বালকগণ

শব্দার্থ : উচ্চারিত *শব্দ* বস্তুত কোনো জিনিস ভাব, কাজ, কোনো কিছুর নাম প্রভৃতি বোঝায়। যেমন 'বালক' বললে 'বিশেষ বয়সের পুরুষ জাতির মানুষের' কথা মনে হয়। অবশ্যই সবার নয়, যিনি শব্দটি জানেন, কেবল তাঁরই মনে হয়। 'হাসি' বলতে এক-জাতীয় মুখভঙ্গি ও শব্দের অনুষঙ্গ মনে আসে। এই মনে আসার পিছনে শব্দটির সঙ্গে পূর্ব পরিচিতির বিষয়টাও জড়িত। 'দৌড়' শব্দটা শোনামাত্র বিশেষ একরকম চলার প্রক্রিয়ার কথা মনে হয় কিন্তু প্রক্রিয়াটি শব্দটির ধ্বনি কিংবা লিখিত রূপের মধ্যে নেই। এই 'দৌড়'-এর ধ্বনি কিংবা অন্য কোনো শব্দের ধ্বনি থেকে শব্দে উল্লেখিত প্রক্রিয়া কিংবা ভাবটির কথা মনে হওয়াকে বলা যায় অর্থবোধ। আর প্রক্রিয়াটি কিংবা ভাবটি শব্দের **অর্থ** বা **শব্দার্থ**। যে-শব্দের অর্থ আছে তাকে বলা হয় **সার্থক শব্দ**। সার্থক শব্দের অর্থ তিনভাবে হতে পারে। ১. *বাচ্যার্থ* [দ্র.]। ২. *লক্ষ্যার্থ* [দ্র.]। ৩. *ব্যঞ্জ্যার্থ* [দ্র.]।

শব্দার্থবিজ্ঞান : *শব্দের* অর্থবিচার, অর্থের বিভিন্ন দিক, তার পরিবর্তন প্রভৃতি বিচারের যে-বিজ্ঞান, তাকেই বলা হয় **শব্দার্থবিজ্ঞান** বা **বাগর্থ**।

শব্দার্থের অপকর্ষ : সাধারণত *রূঢ়ি শব্দের* [দ্র.] ক্ষেত্রে এইরকম হয়। *শব্দ* যখন তার মূল বা ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে, অন্য কোনো অবনত বা নিম্নমানের অর্থে প্রচলিত হয়, তখন তাকে বলে **শব্দার্থের অপকর্ষ** বা **শব্দার্থের অবনতি**। ▷মহাজন—মূল অর্থ মহাপুরুষ, মহৎ ব্যক্তি। প্রচলিত অর্থ—যিনি ঋণ দেন। ▷ইতর—ভিন্ন, অপর। প্রচলিত অর্থ—নীচ, অধম, খারাপ।

শব্দার্থের অবনতি : দ্র. শব্দার্থের অপকর্ষ।

শব্দার্থের উৎকর্ষ : সাধারণত *রূঢ়ি শব্দের* [দ্র.] ক্ষেত্রে এইরকম হয়ে থাকে। কোনো *শব্দ* যখন তার *ব্যুৎপত্তিগত* অর্থে ব্যবহৃত না হয়ে অন্য কোনো উন্নত অর্থে প্রচলিত হয়ে যায়, তখন বলা

যায় **শব্দার্থের উৎকর্ষ** বা **শব্দার্থে উন্নতি** হয়েছে। ▷'সাহস' শব্দের মূল অর্থ 'হঠকারিতা', কিন্তু প্রচলিত উন্নত অর্থ 'ভয়ের অভাব'। এখানে শব্দার্থের উন্নতি হয়েছে। ▷মন্দির—গৃহ, কিন্তু উন্নত অর্থ 'দেবালয়'। ▷সম্ভ্রান্ত—সম্যকরূপে ভ্রান্ত, কিন্তু অর্থ হয়েছে 'মর্যাদাসম্পন্ন'।

শব্দার্থের উন্নতি : দ্র. শব্দার্থের উৎকর্ষ।

শব্দার্থের পরিবর্তন : *ভাষার* অনেক *শব্দই* চিরকাল একই অর্থে ব্যবহৃত হয় না, অর্থের পরিবর্তন হয়ে যায়। যেমন 'মন্দির' শব্দের প্রকৃত অর্থ 'গৃহ', কিন্তু এখন 'মন্দির' বলতে 'দেবালয়' বোঝায়। শব্দার্থের পরিবর্তন কয়েক প্রকারে হতে পারে। ১. *শব্দার্থের উন্নতি* বা *উৎকর্ষ* : ▷মন্দির = গৃহ → দেবালয়। ২. *শব্দার্থের অবনতি* বা *অপকর্ষ* : ▷ইতর = ভিন্ন → ছোটো, নীচ, অধম। ৩. *শব্দার্থের সংকোচ* : ▷অন্ন = খাদ্য → ভাত। ৪. *শব্দার্থের প্রসার* : ▷ফলাহার = ফল খাওয়া →মিষ্টি, ফল প্রভৃতি খাওয়া। ৫. *শব্দের নতুন অর্থের আগমন* : ▷'সহজ' শব্দটির অর্থ 'সহজাত', কিন্তু প্রচলিত অর্থ হয়েছে 'অল্প আয়াসসাধ্য', সোজা।

শব্দার্থের প্রসার : কোনো *শব্দের ব্যুৎপত্তিগত* অর্থ বা মূল অর্থ যা, তার পরিবর্তন হয়ে শব্দটি যদি ব্যাপকতর কিছু বোঝায় তাহলে বলা হয় **শব্দার্থের প্রসার** হয়েছে। ▷'গৌরচন্দ্রিকা' শব্দের মূল অর্থ 'কীর্তনের চৈতন্যলীলা বিষয়ক গান'। কিন্তু শব্দটির প্রচলিত অর্থ 'যেকোনো বিষয়ের দীর্ঘ প্রারম্ভিক'। শব্দটি এখানে সংকীর্ণ অর্থ থেকে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। 'ফলাহার' শব্দটির অর্থ 'ফল খাওয়া', কিন্তু এখন এর অর্থ প্রসারিত হয়ে হয়েছে, ফল মিষ্টি প্রভৃতি খাওয়া বা 'জলযোগ'। ফলাহারের মানেও প্রসারিত হয়েছে। [দ্র. প্রসারিত অর্থ]।

শব্দার্থের সংকোচ : কোনো একটি *শব্দের* মূল অর্থ হয়তো কোনো সমষ্টি কিংবা ব্যাপ্তিকে বোঝাত। কিন্তু শব্দটির প্রচলিত অর্থে যদি সেই ব্যাপকতা না থাকে, তাহলে বলা হয় **শব্দার্থের সংকোচ** হয়েছে। ▷'অন্ন' শব্দের অর্থ 'যা খাওয়া হয়' কিন্তু প্রচলিত অর্থে এর সংকোচ হয়েছে, অর্থ দাঁড়িয়েছে 'ভাত'। এইরকম 'সম্বন্ধী'—মূল অর্থ 'সম্পর্কিত', সংকুচিত অর্থ 'শ্যালক'। 'বাউল'—মূল অর্থ 'বাতুল' বা 'পাগল', সংকুচিত অর্থ 'বিশেষ গায়ক ও সাধক সম্প্রদায়'।

শব্দের নতুন অর্থের আগমন : *শব্দার্থের সংকোচ* অথবা *প্রসারের* জন্য অনেকসময়েই *শব্দের* নতুন অর্থ এসে যায়। এ ছাড়াও অন্য অনেক কারণে, যেমন পরিবেশ, অনুষঙ্গ, প্রসঙ্গ প্রভৃতির জন্যও কোনো শব্দ নতুন অর্থ পেতে পারে। ▷'পাকা' শব্দের মূল অর্থ 'পক্ব' (পাকা ফল)। কিন্তু এর বেশ কিছু নতুন অর্থ হয়েছে। ▷পাকা বাড়ি (ইটের তৈরি) ; পাকা রং (স্থায়ী রং) ; পাকা লোক (নিপুণ ও অভিজ্ঞ)। 'সহজ' শব্দের অর্থ 'সহজাত'। কিন্তু এর নতুন অর্থ বিনা বা 'অল্প আয়াসসাধ্য'। ▷সন্দেশ = খবর, সংবাদ → মিষ্টান্ন-বিশেষ। ▷প্রসাদ = অনুগ্রহ → দেবতাকে নিবেদিত খাদ্যদ্রব্য।

শব্দের বিশেষ অর্থে ব্যবহার : বাংলা ভাষার অনেক *শব্দই* তাদের নিজস্ব অর্থ ছাড়াও বিশিষ্ট অর্থে ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের অর্থ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইঙ্গিতবহ ও সূক্ষ্ম। কোনো শব্দের (কিংবা শব্দসমষ্টির) এই ধরনের বিশেষ অর্থে ব্যবহারকে **বাগ্‌বিধিও** বলা হয়। *বিশেষ্য*, *বিশেষণ*, *ক্রিয়া* এই সবরকম শব্দেই বিশিষ্ট অর্থ পাওয়া যায়। বিশেষ্য : ▷তিনি গ্রামের **মাথা** (প্রধান)। ছেলেটির অঙ্কে **মাথা** নেই (বুদ্ধি)। চোখের **মাথা** খেয়েছে (দেখতে পাচ্ছে না)। ▷**মুখ** রক্ষা (সম্মান রক্ষা)। **মুখ** খারাপ করা (খারাপ কথা বলা)। ▷**চোখ** রাখা (নজর রাখা)। **চোখের** চামড়া (লজ্জা)। **চোখ** টাটানো (হিংসা)। বিশেষণ : ▷**কাঁচা** হাতের লেখা (অপরিণত)। **কাঁচা** কাজ (বেঠিক) ; **কাঁচা**মাল (উপাদান)। **কাঁচা** ঘুম (অপূর্ণ)। ▷**মোটা** টাকা (অনেক)। **মোটা** ভাত, **মোটা** কাপড় (সাধারণ মানের)। **মোটা** বুদ্ধি (কম)। ক্রিয়া : ▷মন **ওঠা** (খুশি হওয়া)। কানে **ওঠা** (শোনা)। খরচ **ওঠা** (ফিরে পাওয়া)। ▷রোগ **ধরা** (রোগ নির্ণয়)। মনে **ধরা** (পছন্দ হওয়া)। এখানে মেল ট্রেন **ধরে** না (থামে না)। তিনি গেরুয়া **ধরেছেন** (পরিধান করেছেন)। ওকেই **ধরো** (অবলম্বন করো)। রোগে **ধরা** (অসুস্থ হওয়া)।

শব্দের শ্রেণিবিভাগ : দ্র. শব্দ; গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ; অর্থমূলক শ্রেণিবিভাগ; উৎসগত শ্রেণিবিভাগ।

শস্‌ (শঃ) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'শস্‌'-এর 'স্‌' বিসর্গ হয়। ▷ক্রম + শঃ (শস্‌) = ক্রমশঃ; প্রায় + শঃ (শস্‌) = প্রায়শঃ। বাংলাতে অবশ্য শেষের বিসর্গ দরকার হয় না। ▷ক্রমশ; প্রায়শ।

শানচ্‌ (আন, মান, ঈন) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'শ্‌', 'চ্‌' বাদ যায়, 'আন' থাকে। এই 'আন' কখনো 'মান', কখনো 'ঈন' হয়। *ক্রিয়ার* কাজ চলছে—এই ভাব বোঝানোর জন্য কিছু বিশেষ ধাতুর সঙ্গে এই প্রত্যয় যোগ হয়। শানচ্‌ প্রত্যয়ান্ত *শব্দ বিশেষণ*। ▷√বৃধ্‌ + মান (শানচ্‌) = বর্ধমান; √দৃশ্‌ + মান (শানচ্‌) = দৃশ্যমান; √সেব্‌ + মান (শানচ্‌) = সেব্যমান; √মৃ + মান (শানচ্‌) = ম্রিয়মাণ; √আস্‌ + ঈন (শানচ্‌) = আসীন; √শী + আন (শানচ্‌) = শয়ান।

ক্যঙ প্রত্যয়ান্ত ধাতুর সঙ্গেও শানচ্‌ প্রত্যয় যোগ হয়। ▷শব্দ + য (ক্যঙ্‌) = √শব্দায় + মান (শানচ্‌) = শব্দায়মান; দুর্মনস্‌ + য (ক্যঙ্‌) → √দুর্মনায় + মান (শানচ্‌) = দুর্মনায়মান।

যঙন্ত ধাতুর সঙ্গেও শানচ্‌ প্রত্যয় হয়। ▷রুদ্‌ + য (যঙ্‌) = √রোরুদ্য + মান (শানচ্‌) = রোরুদ্যমান; √জ্বল্‌ + য (যঙ্‌) = √জাজ্বল্য + মান (শানচ্‌) = জাজ্বল্যমান।

শালচ্‌ (শাল) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'চ্‌' বাদ যায়, 'শাল' থাকে। ▷বি + শাল (শালচ্‌) = বিশাল।

শিষ্ট চলিত ভাষা : দ্র. চলিত ভাষা।

শিস্‌ ধ্বনি : শ্‌, ষ্‌, স্‌—এই তিনটি ধ্বনিকে বলা হয় **শিস্‌ ধ্বনি**। "শিস্‌ দেওয়ার ধ্বনির সহিত এগুলির সাদৃশ্য আছে বলিয়া, এগুলিকে ... শিস্‌ ধ্বনি বলা হয়।"—সুনীতিকুমার। [দ্র. উষ্ম ব্যঞ্জন]।

শীৎকার : বাইরে থেকে মুখের মধ্যে বাতাস টেনে নিয়ে যেসব মনোভাবজ্ঞাপক, দৃষ্টি আকর্ষক *ধ্বনি* করা হয়, তাদের সাধারণভাবে বলা হয় **শীৎকার**, **শীৎকৃত ধ্বনি** বা **শীৎকৃতি**। লক্ষণীয়, অ, আ, ক্‌, খ্‌ প্রভৃতি ধ্বনির উচ্চারণে মুখের ভিতর থেকে বাইরের দিকে বাতাস আসে, কিন্তু শীৎকারে উলটোটা হয়। *উচ্চারণ স্থান* অনুযায়ী শীৎকার ধ্বনিকে কয়েকটি ভাগে ফেলা যায়। ১. *ওষ্ঠ্য শীৎকার ধ্বনি* [দ্র.]। ২. *দন্ত্য শীৎকার ধ্বনি* [দ্র.]। ৩. *মূর্ধন্য শীৎকার ধ্বনি* [দ্র.]। ৪. *তালব্য শীৎকার ধ্বনি* [দ্র.]।

শূন্যপ্রত্যয়[১] : সংস্কৃতে কিছু *কৃৎপ্রত্যয় ক্বিপ্‌, বিচ্‌, বিট্‌* ও *তদ্ধিতপ্রত্যয় ধাতু* অথবা *শব্দের* সঙ্গে যোগ করলে ধাতু অথবা শব্দের কোনো পরিবর্তন হয় না—যেন কোনো প্রত্যয়ই যোগ করা হয়নি। এইরকম আপাত প্রত্যয়হীন অবস্থাকে বলা হয় **শূন্যপ্রত্যয়**। এইরকম শব্দের মধ্যে *'ক্বিপ্‌'* প্রত্যয়ান্ত শব্দই বেশি। ▷উদ্‌- √ভিদ্‌ + ০ (ক্বিপ্‌) = উদ্ভিদ; √চিৎ + ০ (ক্বিপ্‌) = চিৎ; উপ-নি- √সদ্‌ + ০ (ক্বিপ্‌) = উপনিষদ; ভাষা- √বিদ্‌ + ০ (ক্বিপ্‌) = ভাষাবিদ। ধাতুটি *স্বরান্ত* হলে ও তার সঙ্গে 'ক্বিপ্‌' যুক্ত হলে শেষে 'ৎ' আসে। এই অবস্থায় তাকে আর শূন্যপ্রত্যয় বলা চলে না। ইন্দ্র- √জি + ক্বিপ্‌ = ইন্দ্রজিৎ; পর- √ভৃ + (০) ক্বিপ্‌ = পরভৃৎ। ধাতুটি দীর্ঘস্বরান্ত হলে অবশ্য 'ৎ' হয় না। ▷স্বয়ম্‌- √ভূ + (০) ক্বিপ্‌ = স্বয়ম্ভূ; বীর- √সূ + (০) ক্বিপ্‌ = বীরসূ; অগ্র- √নী + (০) ক্বিপ্‌ = অগ্রণী। ণ্বি প্রত্যয় থেকেও শূন্যপ্রত্যয় হয়। অংশ- √ভাজ্‌ + ০ (ণ্বি) = অংশভাজ্‌ → অংশভাক। শূন্যপ্রত্যয় 'বিচ্‌' কিংবা 'বিট্‌' প্রত্যয় থেকেও হয়। ▷ক্রব্য- √অদ্‌ + ০ (বিট্‌) = ক্রব্যাৎ → ক্রব্যাদ্‌। [দ্র. ণ্বি]।

শূন্যপ্রত্যয়[২] : দ্র. ক্বিন্‌[২], ক্বিপ্‌; ণ্বি; বিচ্‌; বিট্‌।

শূন্যবিভক্তি : *শব্দ বিভক্তিযুক্ত* হয়ে বাক্যে স্থান পায়, তখন তাকে বলা হয় *পদ*। কিন্তু বাংলা বাক্যে

বহু পদেই কোনো বিভক্তিকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায় না। এইরকম হলে তাকে বলা হয় **শূন্যবিভক্তি**। ▷তিনি **আমাকে** একটি **কলম** দিয়েছেন। এই বাক্যের *গৌণকর্ম* 'আমাকে' বিভক্তিযুক্ত, কিন্তু *মুখ্যকর্ম* 'কলম' বিভক্তিহীন, অর্থাৎ এর শূন্যবিভক্তি। প্রায় সব *কারকেই* এটা হতে পারে। ১. *কর্তৃকারকে* [দ্র.] : ▷**সে** খেলা করে; **কুকুরটা** কামড়ে দিয়েছে। পাখি তো উড়বেই। ২. *কর্ম কারকে* [দ্র.] : ▷তিনি **কবিতা** লেখেন। সব বাঘ **মানুষ** খায় না। **'জল** আনিতে যমুনায় যাব কী'—রবীন্দ্র। ৩. *করণ কারকে* [দ্র.] : ▷তিনি **সেতার** বাজাচ্ছেন। কাউকেই **চাবুক** মারা ঠিক নয়। তখন **পাশা** খেলার চল ছিল। ৪. *অধিকরণ কারকে* [দ্র.] : ▷সে **বাড়ি** যাচ্ছে। **শনিবার** এসো। তার আদি নিবাস **ঢাকা**। অবশেষে **হাওড়া** পৌঁছোলাম। ৫. *অপাদান কারকে* [দ্র.] : ▷ট্রেনটা **রানাঘাট** ছেড়েছে। এ ছাড়া অন্যত্রও শূন্যবিভক্তির প্রয়োগ আছে। *বিধেয় কর্মে* : ▷তিনি তার গল্পে দিনকে **রাত** বানিয়েছেন।

শৌরসেনী : **দ্র.** ভাষাবংশ।

শ্বাসবর্ণ : দ্র. অঘোষ বর্ণ।

শ্বাসাঘাত : একটি *শব্দের উচ্চারণের* সময় শব্দটির কোনো একটি *দল* বিশেষ জোরের সঙ্গে উচ্চারিত হতে পারে। এই জোর সাধারণত *মুক্ত দল* বা *বিবৃত দলে* হয়ে থাকে। এই জোরকেই বলা হয়, **শ্বাসাঘাত** বা **ঝোঁক** বা **বল** বা **প্রস্বর**। অনেক ভাষাতে এই ঝোঁক শব্দের কোথায় হবে তা সুনির্ধারিত। তবে বাংলায় এইরকম সুনির্দিষ্ট কিছু নেই। শব্দকে পৃথকভাবে উচ্চারণ করলে এই শ্বাসাঘাত প্রধানত প্রথম দলে হয়। ▷**স্বাধীন; অবলম্বন; দেবতা**। শব্দটি *বাক্যের* মধ্যে থাকলে বক্তার উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় অনুযায়ী ঝোঁক বদলায় ও তাতে অর্থও বদলে যেতে পারে। ▷**তোমার** নাম কী? শ্বাসাঘাত *বিশেষ্য, বিশেষণ* প্রভৃতি সবরকম *পদেই* হতে পারে। ছন্দের কারণেও ঝোঁক পড়ে। ▷'**শু**ধু বিঘে দুই **ছিল** মোর ভুঁই,/**আর** সবি গেছে **ঋ**ণে।'—রবীন্দ্র। **দা**ড়ি পুষে হল দাউদ রোগা।/**ফ**ড়িঙের গায়ে দাড়ির চোগা।' 'আমরা ভালো **লক্ষ্মী** সবাই তোমরা ভারি বিশ্রী,'—সুকুমার রায়।

শ্রুতিধ্বনি : দুটি *স্বরধ্বনি* পাশাপাশি থাকলে, তাদের উচ্চারণে অনেকসময়েই অসুবিধা হয়, আর তা দূর করার জন্য ওই দুটি স্বরধ্বনির মধ্যে অন্য একটি *ধ্বনি* এসে যায় যা প্রথম স্বরধ্বনি থেকে দ্বিতীয় স্বরধ্বনিতে যেতে সাহায্য করে, আর এরজন্য পর পর দুটি স্বরধ্বনির উচ্চারণে কোনো ছেদ পড়ে না। দুটি ধ্বনির মাঝখানে এসে-যাওয়া এই ধ্বনিকেই বলে **শ্রুতিধ্বনি**। ▷চা + র (এর) = চায়ের; মা + র (এর) = মায়ের। এখানে চা, মা প্রভৃতি 'আ'-ধ্বনির পর 'য়্' আসছে। ফলে হচ্ছে, চায়্, মায়্। এর সঙ্গে 'এর' লেগে হল মায়ের, চায়ের। মাঝখানে এসে-যাওয়া এই 'য়্' হল শ্রুতিধ্বনি। [দ্র. য়-শ্রুতি; অন্তঃস্থ-ব শ্রুতি]।

শ্রুতিধ্বনির আগম : পাশাপাশি দুটি কিংবা তার বেশি *স্বরধ্বনি* থাকলে উচ্চারণের সুবিধার জন্য তাদের মধ্যে একটি অতিরিক্ত ধ্বনি চলে আসে। তাকে বলে *শ্রুতিধ্বনি*। এই ধ্বনির এসে যাওয়ার যে-প্রক্রিয়া, তাকে বলে **শ্রুতিধ্বনির আগম**। বাংলায় দুটি শ্রুতিধ্বনি ও তার আগম বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১. *য়-শ্রুতি* : ▷চা + এর = চায়ের; গা + এর = গায়ের। ২. *অন্তঃস্থ-ব শ্রুতি* (বাংলায় ও্-ধ্বনি) : ▷খা + আ = খাওয়া; যা + আ = যাওয়া। [দ্র. শ্রুতিধ্বনি; য়-শ্রুতি; অন্তঃস্থ-ব শ্রুতি]।

ষ : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও ষ্-ধ্বনির প্রতীক। এর উচ্চারণ হওয়া উচিত মূর্ধন্য উষ্ম (সংকীর্ণ), *শিস্*। কিন্তু বাংলায় ষ-এর কোনো পৃথক উচ্চারণ নেই, শ-এর মতোই এর উচ্চারণ। তবে ষ্ট, ষ্ঠ প্রভৃতি যুক্তবর্ণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে এর ধ্বনি হয় মূর্ধন্য। ▷অষ্ট; প্রতিষ্ঠা।

ষত্ববিধান : মূল (তৎসম) *শব্দে* কোথায় 'ষ' হবে, তার নিয়মকে বলা হয় **ষত্ববিধান** বা **ষত্ববিধি**। এই বিধানগুলি হল :

১. ঋ-এর পর ষ হয়। ▷ঋষি; বৃষ; কৃষ্ণ; ভীষণ।

২. অ এবং আ ছাড়া অন্য *স্বরবর্ণ* কিংবা *স্বরধ্বনির* পর 'ঋ' কিংবা 'র' থাকলে পরের 'স' 'ষ' হয়। ▷বিষম (কিন্তু সম); সুষুপ্ত; নিষুপ্ত (কিন্তু সুপ্ত, প্রসুপ্ত); ভবিষ্যৎ; পরিষ্কার (কিন্তু পুরস্কার, কারণ 'স'-এর আগে 'অ' আছে); আবিষ্কার; মুমূর্ষু; কল্যাণীয়েষু (কিন্তু কল্যাণীয়াসু, কারণ এখানে 'স'-এর আগে 'আ' আছে)।

৩. 'ই' কিংবা 'উ'-কারান্ত *উপসর্গের* পর কয়েকটি *ধাতুর* (সদ্, সিচ্, সন্‌জ, সিধ্, সেন্, স্থা) 'স্' 'ষ'-য়ে পরিবর্তিত হয়। ▷উপনিষৎ; বিষণ্ণ; অনুষঙ্গ; অভিষিক্ত; প্রতিষেধক; অনুষ্ঠান।

৪. 'ট' ও 'ঠ'-এর আগে যুক্তবর্ণরূপে যুক্ত *শিস্‌ধ্বনি* 'ষ' হয়। ▷নিষ্ঠুর; কষ্ট; ভ্রষ্ট। (বিদেশি ও অতৎসম শব্দের ক্ষেত্রে এই নিয়ম এখন আর ব্যবহার করা হয় না। ▷স্টেশন; মাস্টার; স্টোভ)।

৫. কিছু শব্দে সবসময়েই 'ষ' হয়—এদের বলা হয় **নিত্য মূর্ধন্য-ষ**। ▷ষট্, আষাঢ়; বাষ্প; মহিষ।

বাংলায় কিছু *অর্ধতৎসম* ও *তদ্ভব* শব্দে মূলের অনুষঙ্গে 'ষ' বজায় আছে। ▷ষাঁড়; ষোলো; মোষ; ষাট।

ষষ্ঠী বিভক্তি : *সম্বন্ধপদের* 'র', 'এর' ইত্যাদি বিভক্তিকে সংস্কৃত মতে বলা হয় **ষষ্ঠী বিভক্তি**। ▷মাথার; রামের; দিনের; বীথিকার। তবে বাংলায় এই নামকরণের আর কোনো প্রয়োজন নেই।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস : দ্র. সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাস।

ষ্কন্ (অক) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। এর থেকে *শব্দে* 'অক' যোগ হয়। ▷পথিন্ + অক (ষ্কন্) = পথিক।

ষ্টরচ্ (তর) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। এই *প্রত্যয়* যোগ হলে শব্দশেষে 'তর' হয়। ▷অশ্ব + তর (ষ্টরচ্) = অশ্বতর।

ষ্ট্রন্ (ত্র) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে এই প্রত্যয় যোগ হলে শেষে 'ত্র' হয়। ▷√নী + ত্র (ষ্ট্রন্) = নেত্র; √স্তু + ত্র (ষ্ট্রন্) = স্তোত্র; √অস্ + ত্র (ষ্ট্রন্) = অস্ত্র; √অত্ + ত্র (ষ্ট্রন) = অন্ত্র; √উষ্ + ত্র (ষ্ট্রন্) = উষ্ট্র; √বস্ + ত্র (ষ্ট্রন্) = বস্ত্র; √সিব্ + ত্র (ষ্ট্রন্) = সূত্র।

ষ্ফায়ন : দ্র. আয়নণ্; ফক্।

ষ্ফি : দ্র. ইঞ্।

ষ্ফিক্ : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *ঠক্, ঠঞ্* এবং *ঠন্* প্রত্যয়গুলিকে কোনো কোনো বৈয়াকরণ ষ্ফিক্ প্রত্যয় বলেন। [দ্র. ঠক্; ঠঞ্; ঠন্]।

ষ্য : দ্র. ষ্যঞ্।

ষ্বরচ্ (বর) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ষ্', 'চ' বাদ যায়, 'বর' থাকে। ▷√পীব্ + বর (ষ্বরচ্) = পীবর; √শৃ + বর (ষ্বরচ্) = শর্বর + ঈ (স্ত্রী-প্রত্যয়) → শর্বরী; √চি + বর (বরচ্) = চিবর। [দ্র. বরচ্]।

ষ্বুন্ (অক) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। এই *প্রত্যয়* নৈপুণ্য, দক্ষতা প্রভৃতি বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রত্যয়ান্ত শব্দশেষে 'অক' হয়। ▷√নৃত্ + অক (ষ্বুন্) = নর্তক।

ষ্যঞ্ (য) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। ষ্য-প্রত্যয় নামেও পরিচিত এই *প্রত্যয় শব্দে* যোগ হলে আদ্যস্বরের *বৃদ্ধি* ও শব্দশেষে 'য' হয়। ▷অতিশয় + য (ষ্যঞ্) = আতিশয্য; একমত + য (ষ্যঞ্) = ঐকমত্য; কুল + য (ষ্যঞ্) = কৌল্য কিংবা কুল + য (ষ্য) = কৌল্য; দরিদ্র + য (ষ্যঞ্) = দারিদ্র্য; বিমুখ + য (ষ্যঞ্) = বৈমুখ্য; চেতন + য (ষ্যঞ্) = চৈতন্য; সহায় + য (ষ্যঞ্) = সাহায্য; মহাত্মন্ + য (ষ্যঞ্) = মাহাত্ম্য।

স[১] : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও স্-ধ্বনির প্রতীক। এই ধ্বনি *দন্ত্য*, *উষ্ম* ও *শিস্*। তবে বাংলায় স-এর উচ্চারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্-এর ধ্বনির মতো *তালব্য* হয়ে থাকে। তবে দন্ত্য-উচ্চারণও হয়, এবং প্রধানত পাওয়া যায় *যুক্তবর্ণে* ও *প্রতিবর্ণীকৃত* বিদেশি শব্দে। ▷স্থান; স্ত্রী; ইস্তিরি; সৃজন; স্নিগ্ধ; সাইকেল; বাস (মোটর-বাস)। অন্যদিকে সাবান, সাধু, স্বকীয়, সাধারণ প্রভৃতি অনেক শব্দেই স-এর উচ্চারণ তালব্য।

স[২] (স) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে এর সবটাই থাকে। ▷√কষ্ + স = কক্ষ; √বদ্ + স = বৎস; √হন্ + স = হংস; √অশ্ + স = অক্ষ; √ঋষ্ + স = ঋক্ষ।

স[৩] : দ্র. ক্স; স[২]; সক্; সন্; সুচ্।

সই : বাংলা *শব্দপ্রত্যয়*। বিদেশি (আরবি সহীন্) প্রত্যয় 'সহি'-র রূপভেদ। মতন, সাদৃশ্য, মিল প্রভৃতি অর্থে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার হয়। ▷দশা + সই = দশাসই; জল + সই = জলসই; চলন + সই = চলনসই; মাপ + সই = মাপসই; পছন্দ + সই = পছন্দসই। [দ্র. সহি]।

সংকর শব্দ : দ্র. মিশ্র শব্দ।

সংকীর্ণ উষ্ম ধ্বনি : দ্র. উষ্ম ব্যঞ্জন।

সংকুচিত অর্থ : অনেক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যে যে-ব্যাপকতা থাকে, ব্যবহারের সময় তা কিছুটা কমে আসতে পারে। এমন হলে ব্যাবহারিক অর্থটিকে বলা হয় **সংকুচিত অর্থ**। ▷'স্নেহ' শব্দটির মূল অর্থ যেকোনো ধরনের প্রীতি, কিন্তু সংকুচিত অর্থ ছোটোদের প্রতি প্রীতি বা প্রেম। [দ্র. শব্দার্থের সংকোচ]।

সংকেত ভাষা : দ্র. অপার্থ ভাষা।

সংকোচক অব্যয় : *সমুচ্চয়ী অব্যয়ের* একটি শ্রেণি। এই ধরনের অব্যয় সাধারণত দুটি বাক্যকে যোগ করে। এই ধরনের যুক্ত বাক্য দুটি বিপরীত ভাব প্রকাশ করে। ▷সে সব জানল ও বুঝল **কিন্তু** মুখ ফুটে কিছু বলতে পারল না। কোনো কারণ ছিল না, **তবুও** ভয় হঠাৎ তাদের গ্রাস করল। এত বিশ্বাস করলাম **অথচ** সে-ই ঠকাল।

সংকোচন : *ধ্বনি পরিবর্তনের* ফলে কোনো *শব্দের* পরিবর্তিত রূপে *দলসংখ্যা* কমে গেলে, তাকে **সংকোচন** বলে। ▷অন্ধকার → আঁধার; পরিষদ্ → পর্ষদ; কদলক → কলা; সুবর্ণ → স্বর্ণ।

সংখ্যাক্রমবাচক বিশেষণ : *নাম-বিশেষণের* অন্যতম শ্রেণি। যে-শ্রেণির *বিশেষণ* বিশেষিত *পদের* ক্রমিক অবস্থান নির্দেশ করে, তাকে বলা হয় **সংখ্যাক্রমবাচক বিশেষণ** বা **পূরণবাচক বিশেষণ** বা **ক্রমবাচক বিশেষণ**। ▷**প্রথম** স্থান; তৃতীয় পরিচ্ছেদ; **পাঁচের** পৃষ্ঠা; **মেজো** ছেলে; চতুর্দশী তিথি; **পহেলা** বৈশাখ; **সাতই** মে; **একাদশ** বিজয়; শততম জন্মবার্ষিকী; **এক**বিংশ খণ্ড।

সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস : *বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ* সংখ্যাবাচক হলে তাকে বলা হয় **সংখ্যাবাচক বহুব্রীহি সমাস**। ▷দশানন (দশ আনন যার); দোনলা (দুটি নল যার); সহস্রলোচন (সহস্র লোচন যার)। [দ্র. বহুব্রীহি সমাস]।

সংখ্যাবাচক বিশেষণ : *নাম-বিশেষণের* অন্যতম শ্রেণি। এই-জাতীয় *বিশেষণ* বিশেষিত *পদের* সংখ্যা নির্দেশ করে। ▷**দু-হাজার** বই; **বারো** মাস; **তেরো** নদী। সংখ্যাবাচক বিশেষণের কয়েকটি শ্রেণি হতে পারে। ১. গুণিত সংখ্যাবাচক বিশেষণ : ▷দ্বিগুণ; তিন গুণ; ডবল; চার ডবল। ২. ভগ্নসংখ্যাবাচক বিশেষণ : ▷পোয়া; আধ; পৌনে; সওয়া; আড়াই; সিকি। ৩. ভগ্নাংশ সংখ্যাবাচক বিশেষণ : ▷একের তিন; সাতের ছয়; পাঁচের দুই।

সংখ্যাবাচক বিশেষ্য : যে-*বিশেষ্যপদে* সংখ্যা বোঝায়, তা-ই **সংখ্যাবাচক বিশেষ্য**। ▷একের ভিতরে **তিন**। **উনিশ** আর **বিশ**। [দ্র. বিশেষ্য]।

সংগতিবাচক সর্বনাম : দ্র. সংযোগবাচক সর্বনাম।

সংজ্ঞাধর্মী অপ্রধান খণ্ডবাক্য : দ্র. বিশেষ্যধর্মী অপ্রধান খণ্ডবাক্য।

সংজ্ঞাপ্রকৃতি : দ্র. প্রকৃতি।

সংজ্ঞাবাচক বিশেষণ : *সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্যের* সঙ্গে *প্রত্যয়* যোগ করে যে-*বিশেষণ* হয় তা-ই **সংজ্ঞাবাচক বিশেষণ**। ▷**ঢাকাই** পরোটা; গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ; **শান্তিপুরি** শাড়ি। **মানভূমি** বাংলা।

সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য : যে-*বিশেষ্যপদে* কোনো বিশেষ ব্যক্তি, স্থান, দেশ, নদী, পর্বত প্রভৃতির নাম বোঝায় তাকে **সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য** বলে। ▷বঙ্কিমচন্দ্র; হিমালয়; গঙ্গা; ভারতবর্ষ; কলকাতা; দুর্গেশনন্দিনী।

সংবৃত দল : দ্র. রুদ্ধ দল; দল।

সংবৃত স্বরধ্বনি : কোনো স্বরধ্বনির উচ্চারণের সময় *ঠোঁট* কতটা ফাঁক হচ্ছে, বা হাওয়া বার হওয়ার পথ কতটা বড়ো হচ্ছে, তা বিচার করে স্বরধ্বনির যে-কটি ভাগ আছে তার একটি। যে-স্বরধ্বনির উচ্চারণে *ঠোঁটের* ফাঁক সবচাইতে কম হয়, তা হল **সংবৃত স্বরধ্বনি**। ই, ঈ, উ, ঊ এই শ্রেণিতে পড়ে। সংবৃত স্বরধ্বনি সর্বদাই *ঊর্ধ্ব*। এর মধ্যে ই, ঈ *সম্মুখ* এবং উ, ঊ *পশ্চাৎ*। [দ্র. স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]।

সংযুক্ত বর্ণ : দ্র. যুক্তবর্ণ।

সংযুক্ত বাক্য : দ্র. যৌগিক বাক্য।

সংযুক্ত স্বরধ্বনি : দ্র. যৌগিক স্বরধ্বনি।

সংযোগবাচক সর্বনাম : যে-*সর্বনাম* দুটি বাক্যের সংযোগসাধন করে, তা-ই **সংযোগবাচক সর্বনাম** বা **সংগতিবাচক সর্বনাম**। ▷আমি বললাম **যে** তুমিই এই কাজটা করো। আমি বলি **কী** তুমি আজ এখানে থেকেই যাও। *সাপেক্ষ* বা *সমুচ্চয়ী সর্বনাম* সংযোগবাচক সর্বনামেরই একটি বিশেষ ব্যাবহারিক রূপ। [দ্র. সাপেক্ষ সর্বনাম]।

সংযোগমূলক ক্রিয়া : একাধিক পদ-সমন্বিত *ক্রিয়াপদের* একটি *বিশেষ্য* কিংবা *বিশেষণ* হলে, তাকে বলা হয় **সংযোগমূলক ক্রিয়া**। ▷লাফ দেওয়া; জিজ্ঞাসা করা; নির্বাসিত করা; দৌড় লাগানো; **দূরী**ভূত করা; হাত লাগানো; বহে চলা। (*যৌগিক ক্রিয়াও* [দ্র.] একাধিক পদের ক্রিয়া; কিন্তু এতে **সবগুলিই** ক্রিয়াপদ। সংযোগমূলক ক্রিয়ার একটি পদ বিশেষ্য কিংবা বিশেষণ)।

সংযোগমূলক ধাতু : √কর্, √দে, √পা, √হ্ প্রভৃতি কিছু *মৌলিক ধাতু* যোগ করে অনেক *বিশেষ্য, বিশেষণকে* ক্রিয়ায় পরিণত করা যায় (এইরকম ক্রিয়ার নাম *সংযোগমূলক ক্রিয়া*)। যেসব ধাতুর সাহায্যে সংযোগমূলক ক্রিয়া হয়, তাদের বলে **সংযোগমূলক ধাতু**। ▷অধিকার **√কর্**; রাজি **√হ**; অস্ত **√যা**; ভোজন **√কর্**; আনচান **√কর্**।

সংযোজক অব্যয় : *সমুচ্চয়ী অব্যয়ের* একটি শ্রেণি। যে-*অব্যয়* দুটি *পদ* কিংবা দুটি *খণ্ডবাক্যকে* জোড়া লাগানোর কাজ করে, তা-ই **সংযোজক অব্যয়** বা **যোজক অব্যয়**। ▷'কিন্তু সবার চাইতে ভালো পাঁউরুটি **আর** ঝোলাগুড়।'—সুকুমার রায়। মেঘ **ও** রৌদ্রের খেলা। সে এসে পৌঁছোল **এবং** তৎক্ষণাৎ ট্রেন ছাড়ল।

সংযোজক অসমাপিকা ক্রিয়া : দ্র. ভূতার্থ অসমাপিকা ক্রিয়া।

সংযোজক ভাব : *বাক্যের* একটি *ক্রিয়া* সেই বাক্যেরই অন্য কোনো ক্রিয়ার ওপর নির্ভরশীল হলে, অনির্ভরশীল ক্রিয়ার ভাবকে বলা হয় **সংযোজক ভাব বা ঘটনান্তরাপেক্ষিত ভাব**। এইসব ক্ষেত্রে 'যদি' অব্যয়টি ব্যবহৃত হয়। ▷যদি অনেক টাকা **থাকত** তাহলে একটি গাড়ি কিনতাম। এই বাক্যে 'কিনতাম' ক্রিয়াটি (টাকা) 'থাকত'-র উপর নির্ভরশীল। পক্ষান্তরে 'থাকত' ক্রিয়াটি স্বাধীন ও অনন্যনির্ভর। এই ক্রিয়ার ভাবকে বলা হয় **সংযোজক ভাব**। এই ভাবের জন্য কোনো পৃথক ক্রিয়ারূপ নেই, এবং ব্যবহৃত *বিভক্তি নির্দেশক ভাবের বিভক্তির* মতো। ▷যদি একবার বাগে **পাই,** তো দেখে নেব। যদি একবার বাগে **পেতাম** তো দেখে নিতাম। যদি সুযোগ **পাও** তো

আগ্রাটা ঘুরে এসো। সময় **পাই** তো আসব। সংযোজক ভাব-এর যে-ক্রিয়া তার কেবল *বর্তমান* কিংবা *অতীতকাল* হয়। *সরল বাক্যে* এই ভাব হয় না, কেবল জটিল বাক্যেই হওয়া সম্ভব। [দ্র. ক্রিয়ার ভাব]।

সংশয়বাচক অব্যয়, সংশয়সূচক অব্যয় : *সমুচ্চয়ী অব্যয়ের* একটি শ্রেণি। এই ধরনের সমুচ্চয়ী অব্যয় সন্দেহ, দ্বিধা প্রকাশ করে। ▷'**যদি** তারে নাই চিনি গো সে কি আমায় নেবে চিনে'—রবীন্দ্র। 'ওই **বুঝি** বাঁশি বাজে'—রবীন্দ্র। 'সে **নাকি** রোজ খাবার সময় হাত দিয়ে ভাত মাখে।'—সুকুমার রায়।

সংস্কৃত উপসর্গ : দ্র. উপসর্গ।

সংস্কৃত কিংবা সংস্কৃতজ শব্দ : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যেসব *শব্দ* সংস্কৃত ভাষা থেকে এসেছে তারা এই পর্যায়ভুক্ত। সংস্কৃত থেকে গৃহীত শব্দ বাংলায় দু-ভাবে ব্যবহার করা হয়। ১. মূল শব্দটির কোনো পরিবর্তন না করে। একে বলা হয় *তৎসম শব্দ* [দ্র.]। ▷ব্যাঘ্র; গুণী; ধর্ম। ২. শব্দটির পরিবর্তিত রূপে। এই পরিবর্তিত শব্দের দুটি শ্রেণি। (ক) *অর্ধতৎসম* [দ্র.]। ▷ভকতি; রোদ্দুর; পুজো। (খ) *তদ্ভব* [দ্র.]। ▷চাঁদ; হাত; বউ; রাই; বোন। [দ্র. উৎসগত শ্রেণিবিভাগ (শব্দের)]।

সংস্কৃত কৃৎপ্রত্যয় : সংস্কৃত নিয়ম অনুযায়ী ওই ভাষার *ধাতুর* সঙ্গে যে-*প্রত্যয়* যোগ হয়ে *শব্দ* অথবা অন্য ধাতু তৈরি করে তাদের বলা হয় **কৃৎপ্রত্যয়**। সংস্কৃততে অনেক কৃৎপ্রত্যয় আছে। ▷*অন্*, *অণ্*, *অনট্*, *অনীয়* প্রভৃতি। (এই প্রত্যয়গুলির বিবরণ এই অভিধানে পৃথকভাবে যথা-স্থানে দেওয়া হয়েছে)।

সংস্কৃত তদ্ধিতপ্রত্যয় : সংস্কৃত *শব্দের* সঙ্গে যেসব প্রত্যয় যোগ হয়, তাদের বলা হয় **সংস্কৃত তদ্ধিতপ্রত্যয়**। সংস্কৃতে অনেক তদ্ধিতপ্রত্যয় আছে—*অন্*, *অঞ্*, *অঠচ্*, *অতসুচ্* প্রভৃতি। (তদ্ধিতপ্রত্যয় বিষয়ক বিবৃতি এই অভিধানে যথাস্থানে দেওয়া হয়েছে)।

সংস্কৃত ধাতু : দ্র. মৌলিক ধাতু।

সক্ (স) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'স' থাকে। ▷আ- √মিহ্ + স (সক্) = আমিক্ষা (ছানা)।

সকর্মক ক্রিয়া : যে-*ক্রিয়ায়* বর্ণিত বিষয় শুধুমাত্র *উদ্দেশ্যকেই* অবলম্বন করে সম্পূর্ণ হয় না, অন্য কিছুকে নিয়ে তবেই পূর্ণ হয়, সেই ক্রিয়াকে বলা হয় **সকর্মক ক্রিয়া**। সকর্মক ক্রিয়া *কর্ম* নিতে সক্ষম। ▷সে **ভাত** খায়। এই *বাক্যে* 'খায়' ক্রিয়াপদটির *কর্তা* 'সে', *কর্ম* 'ভাত'। 'খায়' ক্রিয়াপদ সকর্মক। ▷সে **আমাকে উপহার** দিয়েছে। মা **শিশুকে খাওয়াচ্ছেন**। ক্রিয়াটির বিষয়ে কী কিংবা কাহাকে (কাকে) প্রশ্ন করলে যদি উত্তর পাওয়া যায়, তাহলে ক্রিয়াটি সকর্মক। কোনো কোনো সকর্মক ক্রিয়ার একটিই মাত্র কর্ম থাকতে পারে। ▷বাঘ **মাংস** খায়। এখানে 'খায়' ক্রিয়া বিষয়ে 'কী' প্রশ্ন করলে উত্তর পাওয়া যাবে 'মাংস'। 'কাকে' প্রশ্নটির উত্তর এখানে পাওয়া যায় না। কিন্তু কোনো ক্রিয়ার ক্ষেত্রে দুটি কর্ম হওয়া সম্ভব— এইরকম ক্রিয়াকে বলে *দ্বিকর্মক ক্রিয়া* [দ্র.]। ▷তিনি **আমাকে একটি কলম** দিয়েছেন। এখানে 'দিয়েছেন' ক্রিয়ার দুটি কর্ম, 'আমাকে' ও 'কলম'। *ণিজন্ত* বা *প্রযোজক* ক্রিয়া সবসময়েই সকর্মক। সকর্মক অথবা অকর্মক হওয়াটা ক্রিয়ার বিশেষত্ব ও ধর্ম। কোনো বাক্যে সকর্মক ক্রিয়ার কর্ম না থাকতে পারে। ▷সে খাচ্ছে। তিনি দেখলেন। এই 'খাচ্ছে', 'দেখলেন' ক্রিয়াগুলির কর্ম নেই। কিন্তু ক্রিয়াগুলি সকর্মক কারণ এগুলি কর্ম নিতে পারে। [দ্র. কর্ম কারক]।

সকারীভবন : *ধ্বনি পরিবর্তনের* ফলে চ, ছ ইত্যাদির ধ্বনি যদি স-, শ-তে পরিবর্তিত হয় তবে তাকে বলে **সকারীভবন**। ▷গিয়েছিলাম → গেস্‌লাম; পাছতলা → পাস্তলা।

সঘোষ ধ্বনি : দ্র. ঘোষ ধ্বনি।

স-জাত বিসর্গ : শব্দের শেষে স্-এর পরিবর্তে যে-বিসর্গ তা **স-জাত বিসর্গ**। মনস্, সরস্, পুরস্, বয়স্, ছন্দস্ প্রভৃতি শব্দের *প্রথমার একবচনের* রূপ যথাক্রমে মনঃ, সরঃ, পুরঃ, বয়ঃ, ছন্দঃ। (বাংলায় অবশ্য শেষের বিসর্গ দেওয়া হয় না)। এই বিসর্গ স-জাত। *সন্ধিতে* এই বিসর্গ থেকে যেতে পারে কিংবা স্ ফিরে আসতে পারে, বিসর্গর জায়গায় ও-কার হতে পারে। ▷মনঃ + পুত = মনঃপুত; পুরঃ + সর = পুরঃসর; মনঃ + যোগ = মনোযোগ; পুরঃ + ভাগ = পুরোভাগ; মনঃ + কামনা = মনস্কামনা; পুরঃ + কার = পুরস্কার। [দ্র. বিসর্গ সন্ধি]।

সন্ (স) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'স' থাকে। ইচ্ছা, অভিলাষ প্রভৃতি ভাব প্রকাশে এই *প্রত্যয়* ব্যবহৃত হয়। 'সন্' প্রত্যয় যোগ হলে দ্বিতীয় একটি ধাতু তৈরি হয়। এইজন্য এটি *ধাত্ববয়ব প্রত্যয়*। আদ্যধ্বনির দ্বিত্বও হয়। সন্-প্রত্যয়ান্ত ধাতুর সঙ্গে 'আ' কিংবা 'উ' যোগ করে যে-শব্দ হয়, তা-ই বাংলায় চলে। ▷√পা + স (সন্) = √পিপাস্ + আ → পিপাসা; √জ্ঞা + স (সন্) = √জিজ্ঞাস্ + আ → জিজ্ঞাসা; √ভুজ্ + স (সন্) = √বুভুক্ষ্ + উ → বুভুক্ষু।

সন্দেহদ্যোতক বাক্য : অর্থ অনুযায়ী বাক্যকে যতগুলি ভাগে ভাগ করা চলে তার একটি। যে ধরনের বাক্যের মাধ্যমে সন্দেহ, অনিশ্চয়তা প্রভৃতি ভাব প্রকাশ করা যায় তা-ই **সন্দেহদ্যোতক বাক্য** বা **সন্দেহবোধক বাক্য**। সাধারণত *নির্দেশাত্মক বাক্যের* সঙ্গে 'হয়তো', 'বুঝি', 'সম্ভবত' প্রভৃতি যোগ করে সন্দেহদ্যোতক বাক্য তৈরি করা হয়। ▷'সখী ওই বুঝি বাঁশি বাজে'—রবীন্দ্র। বোধ হয় সে আর আজ এল না। হয়তো আগামীকাল সে আসবে। [দ্র. বাক্য]।

সন্দেহবোধক বাক্য : দ্র. সন্দেহদ্যোতক বাক্য।

সন্ধি : দ্রুত উচ্চারণের ফলে পরস্পর সন্নিহিত ধ্বনির পরিবর্তন হয়। এতে দুটি ধ্বনির মিলন, পরিবর্তন কিংবা লোপ হতে পারে। "এইরূপ মিলন বা লোপ বা পরিবর্তনকে **সন্ধি** বলে।"—সুনীতিকুমার। সন্ধি তিনরকম : *স্বরসন্ধি* [দ্র.]; *ব্যঞ্জনসন্ধি* [দ্র.]; *বিসর্গসন্ধি* [দ্র.]। ▷দেব + আলয় = দেবালয়; মৃৎ + ময় = মৃন্ময়; প্রাতঃ + আশ = প্রাতরাশ। যে দুটি *শব্দে* সন্ধি হয়, তার প্রথমটিকে *পূর্বপদ* ও পরেরটিকে *অন্ত্যপদ* বলা হয়। সংস্কৃত ভাষার তুলনায় বাংলায় সন্ধির ব্যবহার কম। [দ্র. নিপাতনে সিদ্ধ]।

সন্ধিস্বর : দ্র. যৌগিক স্বরধ্বনি।

সন্ধ্যক্ষর : দ্র. যৌগিক স্বরধ্বনি।

সপ্তমী তৎপুরুষ : দ্র. অধিকরণ তৎপুরুষ সমাস।

সপ্তমী বিভক্তি : দ্র. অধিকরণ কারকের বিভক্তি।

সব্যয় : *অব্যয়ের বিপরীত শব্দ* **সব্যয়**। *লিঙ্গ, বচন, বিভক্তি* ও *পুরুষভেদে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম* ও *ক্রিয়াপদের* রূপান্তর হয়। তাই এদের বলা হয় **সব্যয়পদ**। অন্যভাবে দেখলে পাঁচটি পদের মধ্যে একমাত্র *অব্যয়* ছাড়া বাকিগুলি সব্যয়। [দ্র. পদ]।

সম্ : সংস্কৃত *উপসর্গ*। একাধিক অর্থে এই উপসর্গের ব্যবহার আছে। ১. একত্র অর্থে : ▷**সং**যোগ; **সং**হতি; **স**মাহার; **সম্মি**লন; **সং**গম; **সং**কলন; **সং**বাদ; **সং**সর্গ; **সম্মু**খ। ২. সম্যক অর্থে : ▷**সঞ্চা**লন; **সম**র্পণ; **সমু**চ্চ; **সন্ত**র্পণ; **সম্পূ**র্ণ; **সম্মা**ন। ৩. অভিমুখ : ▷**সম্মু**খ; **সম**ক্ষে।

সমধাতুজ করণ কারক : কোনো *বাক্যে করণ কারক* ও *ক্রিয়াপদটি* একই *ধাতু* থেকে উৎপন্ন হলে **সমধাতুজ করণ কারক** হয়। ▷বড়ো **জ্বালায়** জ্বলছি। মায়ার **বাঁধনে** বেঁধেছে। কী **মাতনে** মেতেছে। [দ্র. করণ কারক]।

সমধাতুজ কর্তা : কোনো *বাক্যে কর্তা* ও *ক্রিয়া* একই *ধাতু* থেকে নিষ্পন্ন হলে, তাকে বলা হবে **সমধাতুজ কর্তা**। ▷তখনই **ঘটনাটা** ঘটল। **বাজনা** বাজছে। পাপের **ফল** ফলবে।

সমধাতুজ কর্ম : দ্র. ধাত্বর্থক কর্ম।

সমধ্বনি : দুটি *শব্দের* বানান ও অর্থ আলাদা, কিন্তু তাদের উচ্চারণ এক হলে তাদের বলা হয় **সমধ্বনি**। ▷শোনা—সোনা; অন্য—অন্ন; আপন—আপণ; আভাস—আভাষ; কুল—কূল; কৃত—ক্রীত; মতি—মোতি; বিশ—বিষ—বিস; শিকার—স্বীকার। [দ্র. সমোচ্চারিত শব্দ]।

সমরূপ : দুটি *শব্দের* বানান এক, উচ্চারণও এক, কিন্তু *ব্যুৎপত্তি* ও অর্থ আলাদা হলে তাদের বলা হয় **সমরূপ**। ▷বোনা (বয়ন)—বোনা (বপন); বাস (বসবাস)—বাস (মোটর বাস)—বাস (সৌরভ); তাল (ফল)—তাল (গানের তাল); কলা (কদলী)—কলা (আর্ট); চাওয়া (দেখা)—চাওয়া (প্রার্থনা)।

সমষ্টিবাচক বিশেষ্য : *বিশেষ্যের* অন্যতম শ্রেণি। যে-বিশেষ্য *শব্দে* কোনো কিছুর সমষ্টি বোঝায় তা-ই **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য**। ▷ভিড়; যূথ; জনতা; বাহিনী; ঝাঁক; গুচ্ছ; পাল; সংসদ; শ্রেণি; গোষ্ঠী; সংঘ।

সমষ্টিবাচক শব্দ : দ্র. বহুবচনজ্ঞাপক শব্দ।

সমস্তপদ : দ্র. সমাস।

সমস্ত সাধিত শব্দ : দ্র. সাধিত শব্দ; গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ (শব্দের)।

সমস্যমান পদ : দ্র. সমাস।

সমাক্ষর লোপ : বড়োদাদা—বড়দা, ছোটোকাকা—ছোটকা প্রভৃতি উদাহরণ দেখা যায় যে পর পর দুটি একই *ধ্বনির* উচ্চারণ না হয়ে একটি বাদ গেছে। এইরকম *ধ্বনি-লোপকে* বলা হয় **সমাক্ষর লোপ**।

সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস : যে-*বহুব্রীহি সমাসের পূর্বপদ বিশেষণ* ও *উত্তরপদ বিশেষ্য* তাকে **সমানাধিকরণ বহুব্রীহি সমাস** বলা হয়। পীতাম্বর—এই সমাসবদ্ধ শব্দটির পূর্বপদ 'পীত' বিশেষণ, উত্তরপদ 'অম্বর' বিশেষ্য। এই কারণে পীতাম্বর সমানাধিকরণ বহুব্রীহি। ▷সুহৃদ (সু বা ভালো হৃদয় যার); ছিন্নশাখা (শাখা ছিন্ন হয়েছে যার); নষ্টকীর্তি (নষ্ট হয়েছে কীর্তি যার); লালপাগড়ি (লাল পাগড়ি যার); ভাঙাহাত (ভাঙা হাত যার); মহাপ্রাণ (মহৎ প্রাণ যার)। দুটি পদই বিশেষ্য এমন সমাধিকরণ বহুব্রীহিও পাওয়া যায়। ▷চন্দ্রশেখর (চন্দ্র শিখরে যার); নদীমাতৃক (নদী মাতা যার); পেটসর্বস্ব (পেটই সর্বস্ব যার); গাণ্ডীবধন্বা (গাণ্ডীব ধনু যার)।

সমাপিকা ক্রিয়া : *বাক্যের যে-ক্রিয়া* কিংবা ক্রিয়ারূপ বাক্যটির অর্থ স্পষ্ট করে ও বাক্যটিকে সম্পূর্ণ করে তাকে বলে **সমাপিকা ক্রিয়া**। ▷আমি **যাই**। তারা গান **গাইছে**। আমি তার কাছ থেকেই কথাটা **শুনলাম**। সমাপিকা ক্রিয়া ছাড়া বাক্য হয় না। (লক্ষণীয়, সমাপিকা ক্রিয়া কোনো আলাদা শ্রেণির ক্রিয়া নয়। যেকোনো ক্রিয়ারই *সমাপিকা* এবং *অসমাপিকা*—এই দু-রকম রূপই হতে পারে)। সমস্ত *বিধেয় ক্রিয়াই* সমাপিকা ক্রিয়া।

সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাস: *দ্বন্দ্ব সমাসের* শ্রেণি-বিশেষ। যে-দ্বন্দ্ব সমাসে *পূর্বপদ* ও *উত্তরপদের* অর্থ একই, অর্থাৎ দুটি পদের অর্থই এক, তাকে **সমার্থক দ্বন্দ্ব সমাস** বলা হয়। ▷ডাক্তারবৈদ্য (ডাক্তার ও বৈদ্য); ভাগবাঁটোয়ারা (ভাগ এবং বাঁটোয়ারা); রাজাবাদশা (রাজা এবং বাদশা)। এইরকম: ▷মিষ্টিমধুর; গাছগাছড়া; মাঝিমাল্লা; বৃষ্টিবাদল। [দ্র. দ্বন্দ্ব সমাস]।

সমার্থক শব্দ : দ্র. প্রতিশব্দ।

সমার্থশব্দ : দ্র. প্রতিশব্দ।

সমাস : একাধিক *শব্দ* একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বড়ো শব্দ তৈরির বিষয়টির নাম **সমাস**। ▷চন্দ্রবদন; বীতশ্রদ্ধ; গোপীজনবল্লভ; বদহজম; মহারাজা; গুপ্তচর—এ সবই সমাসের উদাহরণ। যে-যে শব্দ একত্র হয়ে সমাস তৈরি করে তাদের বলা হয় **সমস্যমান পদ**। একত্রিত অবস্থায় বড়ো শব্দটির নাম **সমস্তপদ**। ▷চন্দ্রবদন-এর অর্থ এমন কেউ যার মুখ (বদন) চন্দ্রের

মতো (সুন্দর)। এর মধ্যে আছে দুটি সমস্যমান পদ—চন্দ্র এবং বদন। ▷গোপীজনবল্লভ—এই সমস্তপদটির সমস্যমান পদ তিনটি—গোপী, জন, বল্লভ।

সমস্তপদটির অর্থ করার জন্য সমস্যমান পদগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক দেখানো প্রয়োজন। যে-*বাক্য* অথবা *বাক্যাংশ* দিয়ে এই সম্পর্ক দেখানো হয় তাকে বলা হয় **ব্যাসবাক্য** বা **বিগ্রহবাক্য** বা **সমাসবাক্য**। ▷বীণাপাণি—এই সমস্তপদটির অর্থ 'বীণা হাতে যার' এবং এটিই ব্যাসবাক্য। এইরকম পুণ্যভূমি—যে-ভূমি পুণ্য; রাজা-প্রজা—রাজা এবং প্রজা। সমস্তপদের প্রথম পদটিকে বলা হয় **পূর্বপদ** ও পরেরটি **উত্তরপদ**। ▷বীণাপাণি—এই সমাসের পূর্বপদ 'বীণা' ও উত্তরপদ 'পাণি'।

সমাসের গঠন এবং পূর্ব ও উত্তরপদের পরস্পর সম্পর্ক, আর সমস্তপদের অর্থ অনুযায়ী সমাসকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। ১. *দ্বন্দ্ব সমাস* [দ্র.] : ▷ক্রিয়াকর্ম; দুধভাত; শীতোষ্ণ। ২. *তৎপুরুষ সমাস* [দ্র.] : ▷রথদেখা; ছাতাপেটা; দেবদত্ত। ৩. *কর্মধারয় সমাস* [দ্র.] : ▷মিষ্টান্ন; মলয়ানিল; মহারাজ; ৪. *দ্বিগু সমাস* [দ্র.] : ▷পঞ্চনদ; সাতসমুদ্র। ৪. *বহুব্রীহি সমাস* [দ্র.] : ▷ছন্নমতি; নদীমাতৃক; ছিন্নশাখা। ৫. *অব্যয়ীভাব সমাস* : ▷আকণ্ঠ; প্রতিদিন; উপনগরী। সমাসের এই শ্রেণীকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারী। তবে বাংলাতে এই শ্রেণিবিভাগ এখনও চলছে।

সমস্তপদে সাধারণত পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায়। যদি তা না হয়, তবে তাকে বলে *অলুক্ সমাস* [দ্র.] : ▷বুকেপিঠে; কলেছাঁটা; সারাৎসার। অনেক সমাসে পৃথক ব্যাসবাক্য করা যায় না। এই ধরনের সমাসকে বলা হয় *নিত্য সমাস* [দ্র.]। ▷গ্রামান্তর।

অনেকসময়েই সমাসবন্ধ পদ পৃথকভাবে লেখা হয়, তখন তাদের সমাস বলে মনে হয় না, যদিও প্রকৃতপক্ষে তারা সমাসবন্ধ পদ। এই ধরনের সমাসকে বলা হয় *অসংলগ্ন সমাস* [দ্র.] বা *অযুক্ত সমাস* : ▷নিখিল ভারত শিক্ষক সমিতি; রাঘব বোয়াল।

সমাসবন্ধ সাধিত শব্দ : দ্র. সাধিত শব্দ; গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ (শব্দের)।

সমাসবাক্য : দ্র. সমাস; ব্যাসবাক্য।

সমাসান্ত প্রত্যয় : যেসব প্রত্যয় *সমস্তপদের* সঙ্গে যোগ হয়, তাদের বলে **সমাসান্ত প্রত্যয়**। ▷আ; ই; ঈ; ইয়া ইত্যাদি প্রত্যয় সমাসান্ত। ▷নির্জল + আ = নির্জলা; চৌচাল + আ = চৌচালা; সুগন্ধ + ই = সুগন্ধি; বেহিসাব + ই = বেহিসাবি; চাঁদকপাল + ইয়া = চাঁদকপালিয়া → চাঁদকপালে।

সমাহার দ্বিগু সমাস : *দ্বিগু সমাসে* সমষ্টি বোঝানোর জন্য যেখানে শেষে প্রত্যয়ের যোগ কিংবা লোপ হয়, কিংবা শব্দশেষে অন্য কোনো পরিবর্তন হয় তাকে **সমাহার দ্বিগু সমাস** বলা হয়। ▷ত্রিলোক → ত্রিলোকী; পঞ্চবট → পঞ্চবটী; শতাব্দ → ।তাব্দী। ত্রিলোকী, পঞ্চবটী, শতাব্দী সমাহার দ্বিগু সমাস। [দ্র. দ্বিগু সমাস]।

সমীকরণ : দ্র. ব্যঞ্জনসংগতি।

সমীভবন : দ্র. ব্যঞ্জনসংগতি।

সমুচ্চয়ী অব্যয় : যে-*অব্যয়ে* একাধিক *পদ* কিংবা *বাক্যের* সংযোগ ঘটায়, অথবা তাদের পৃথক করে, কিংবা সংকোচন করে তা-ই **সমুচ্চয়ী অব্যয়**। ▷এক টুকরো রুটি **আর** ওইটুকু গুড়, এতে কি পেট ভরে? ভালো করে পড়ো **নইলে** ফেল করবে। তাড়াতাড়ি বাড়ি চলো **কেননা** বৃষ্টি এল বলে।

সমুচ্চয়ী অব্যয়ের বেশ কয়েকটি প্রকারভেদ আছে। ১. *সংযোজক* [দ্র.] বা *যোজক অব্যয়* : ▷আর; ও; এবং। ২. *বিয়োজক* [দ্র.] বা *বৈকল্পিক অব্যয়* : ▷অথবা; কিংবা। ৩. *সংকোচক অব্যয়* [দ্র.] : ▷কিন্তু; তবুও; অথচ। ৪. *হেতুবাচক* [দ্র.] বা *কারণাত্মক অব্যয়* : ▷কেননা; যেহেতু। ৫. *ব্যতিরেকাত্মক* [দ্র.] বা *অন্যথাসূচক অব্যয়* : ▷নইলে; তাহলে; নতুবা। ৬. *সংশয়বাচক* [দ্র.] বা *সংশয়সূচক অব্যয়* : ▷যদি; বুঝি; নাকি। ৭. *নিত্যসম্বন্ধী* [দ্র.] বা *সাপেক্ষ অব্যয়* :

▷যেমন—তেমন; পাছে—তাই; যদি—তবু। ৮. *প্রতিষেধক* [দ্র.] বা *সীমানির্দেশক* বা *প্রতিপাক্ষিক অব্যয়* : ▷শুধু; কিন্তু; তবু; বরং। ৯. *অবস্থাত্মক* [দ্র.] বা *ঘটনাসূচক অব্যয়* : ▷যদি। ১০. *ব্যবস্থাত্মক অব্যয়* [দ্র.] : ▷তাই; তাহলে। ১১. *উপমাদ্যোতক অব্যয়* [দ্র.] : ▷মতো; যেন। ১২. *সিদ্ধান্তবাচক অব্যয়* [দ্র.] : ▷কাজেই; তাই; সুতরাং। [দ্র. অব্যয়]।

সমুচ্চয়ী সর্বনাম : দ্র. সাপেক্ষ সর্বনাম; সংযোগবাচক সর্বনাম।

সমোচ্চারিত শব্দ : দুটি শব্দের উচ্চারণ একইরকম হলে তাদের বলা হয় **সমোচ্চারিত শব্দ**। দুই শ্রেণির সমোচ্চারিত শব্দ হতে পারে। ১. *সমধ্বনি* : শব্দটির উচ্চারণ এক কিন্তু অর্থ ও বানান আলাদা। ▷শোনা—সোনা; আপন—আপণ; কূল—কুল; সাক্ষর—স্বাক্ষর; সত্ত্ব—স্বত্ব। ২. *সমরূপ* : বানান ও উচ্চারণ এক, অর্থ আলাদা। ▷বোনা (গাছ লাগানো)—বোনা (বয়ন করা); তাল (গাছের তাল)—তাল (গানের তাল); কর (হাত)—কর (রাজস্ব); উত্তর (দিক)—উত্তর (জবাব)। সাধারণভাবে এদের বলা হয় সমোচ্চারিত অথবা প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ। পরিশিষ্ট ৩-এ এইরকম শব্দের একটি তালিকা দেওয়া হল। [দ্র. পরিশিষ্ট ৩]।

সম্পূরক : দ্র. পরিপূরক।

সম্প্রকর্ষ : শব্দের মধ্যে স্বরধ্বনি লোপ হলে, তাকে বলা হয় **সম্প্রকর্ষ**। এটি এক ধরনের *ধ্বনি লোপ* [দ্র.]। ▷নাতিনী—নাতনি; জানালা—জানলা। [দ্র. মধ্যস্বর লোপ; ধ্বনি পরিবর্তন]।

সম্প্রদান কারক : *কারকের* শ্রেণি-বিশেষ। যাকে স্বত্বত্যাগ করে কিছু দেওয়া হয়, তার **সম্প্রদান কারক** হয়। ▷বরকে কন্যা সম্প্রদান করা হল। '**অন্ধজনে** দেহো আলো, **মৃতজনে** দেহো প্রাণ।'—রবীন্দ্র। তবে বাংলায় সম্প্রদান কারকের কোনো বাড়তি তাৎপর্য নেই। বস্তুত কোনো ক্রিয়ার সম্পাদনে *কর্তার* মনোভাব কী, তা ব্যাকরণের বিচারের বিষয় হতে পারে না। সম্প্রদান কারক প্রকৃতপক্ষে *গৌণ কর্ম*। তবুও, সংস্কৃতের অনুসরণে, সম্প্রদান কারক—এই ধারণাটি বাংলায় চলে আসছে। তবে এখনকার বাংলা ব্যাকরণে এই কারকটি আর নেই। এটি বস্তুত *কর্ম কারক*। সম্প্রদান কারকের জন্য বাংলায় কোনো নির্দিষ্ট *বিভক্তি* নেই। কে, তে, এ প্রভৃতি বিভক্তিই এই কারকে চলে। এই কারকের বিভক্তিকে **চতুর্থী বিভক্তিও** বলা হয়। তবে সংস্কৃত ব্যাকরণ অনুসারী এই নামটির ব্যবহার এখন আর নেই।

সম্প্রদান কারকের বিভক্তি : *সম্প্রদান কারকের* জন্য বাংলায় কোনো নির্দিষ্ট *বিভক্তি* নেই। একাধিক বিভক্তি ও *অনুসর্গ* এই কারকে ব্যবহৃত হতে পারে। এই কারকের বিভক্তিকে *চতুর্থী বিভক্তিও* বলা হয়। ▷**কে** : ব্রাহ্মণ**কে** ধন দান করো। ভিখারি**কে** ভিক্ষা দাও। ▷**রে; এরে** : দেবতা**রে** করিনু সমর্পণ। ▷**এ; য়; য়ে** : 'তোমা**য়** কিছু দেব বলে, চায় যে আমার মন'—রবীন্দ্র। সমস্ত কর্মফল **শ্রীকৃষ্ণে** অর্পণ করল। '**অন্ধজনে** দেহো আলো'—রবীন্দ্র। ভক্তিভরে প্রণতি জানাইলাম **মায়ে**। ▷**তে** : তিনি তাঁর সর্বস্ব দেবতা**তে** অর্পণ করলেন। মহিলা সমিতি**তে** কত দান করলেন তিনি? ▷**র** : দেবতা**র** নৈবেদ্য। ▷*শূন্যবিভক্তি* : তিনি অনেক **কাঙালি** বিদায় দিলেন। ▷*অনুসর্গ* যোগ : এই রাজ্য রাজপাট সবই বীরের **জন্য** উৎসর্গীকৃত। 'তোমারই **তরে** সঁপিনু এ প্রাণ'—রবীন্দ্র। বাংলায় অবশ্য সম্প্রদান কারক এখন তুলে দেওয়া হয়েছে।

সম্প্রদান তৎপুরুষ সমাস : *তৎপুরুষ সমাসের* শ্রেণি-বিশেষ। এই সমাসে *পূর্বপদ* উত্তরপদের *সম্প্রদান কারকস্থানীয়* হয়। পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায়। **চতুর্থী তৎপুরুষ** এই সমাসের অন্য নাম। ▷দেবদত্ত (দেবকে দত্ত)। বাংলায় *সম্প্রদান কারকের* ব্যবহার আর নেই। এই সমাস প্রকৃতপক্ষে *কর্ম তৎপুরুষ*।

সম্প্রসারণ : *প্রত্যয়যুক্ত* হলে অনেক ক্ষেত্রেই *ধাতুর* আদ্যধ্বনির পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের মধ্যে 'য'-স্থানে 'ই', 'র'-স্থানে 'ঋ' এবং অন্তঃস্থ-ব স্থানে 'উ' হলে, তাকে বলে **সম্প্রসারণ**। ▷√বচ্ + তি (ক্তিন্) = উক্তি। এখানে অন্তঃস্থ-ব 'উ' হল। ▷√স্বপ্ + তি (ক্তিন্)

= সুপ্তি, অন্তঃস্থ-ব ফলা উ-কার হল। ▷√গ্রহ + ত (ক্ত) = গৃহীত, র-ফলা অর্থাৎ র, ঋ বা ঋ-কার হচ্ছে। ▷√যজ্ + তি (ক্তিন্) = ইষ্টি; √যজ্ + ত (ক্ত) + আ (টাপ্) = ইষ্টা। [দ্র. বৃদ্ধি; গুণ]।

সম্বন্ধ তৎপুরুষ সমাস : *তৎপুরুষ সমাসের* শ্রেণি-বিশেষ। এই সমাসে *পূর্বপদ উত্তরপদের সম্বন্ধপদস্থানীয়* হয়। **ষষ্ঠী তৎপুরুষ** এই সমাসের অন্য নাম। তবে এখন এই নামটির ব্যবহার কমে আসছে। ▷ধানখেত (ধানের খেত); ঠাকুরঝি (ঠাকুরের অর্থাৎ শ্বশুরের ঝি বা কন্যা); জাহাজঘাটা (জাহাজের ঘাটা বা ঘাট); পণ্ডিতমহল (পণ্ডিতদের মহল); গঙ্গাজল (গঙ্গার জল); রাজবংশ (রাজার বংশ)। *অলুক্ সমাসেও* সম্বন্ধ তৎপুরুষ হয়। ▷ভ্রাতুষ্পুত্র। এই সমাসে *সম্বন্ধপদটি উত্তরপদ* হিসেবেও বসতে পারে। ▷মধ্যরাত্রি (রাত্রির মধ্য); পূর্বাহ্ণ (অহ্নের পূর্ব); মাঝনদী (নদীর মাঝভাগ)। এই সমাসের সংস্কৃত নাম ষষ্ঠী তৎপুরুষ। তবে বাংলায় এই নামটির ব্যবহার এখন কমে আসছে।

সম্বন্ধপদ : যার অধিকারে কোনো কিছু থাকে কিংবা যার সঙ্গে কোনো কিছুর সম্বন্ধ আছে, তাকেই বলে **সম্বন্ধপদ**। সম্বন্ধপদে 'র' কিংবা 'এর' *বিভক্তি* যোগ হয়, এবং এই বিভক্তি কোনো সময়ই লোপ হয় না। ▷**গাছের** আম; **ইস্কুলের** ছেলে; **আমার** ভাই। সম্বন্ধপদ অনেক রকমের হতে পারে। ১. *সাধারণ সংযোগ* বা *সামীপ্য সম্বন্ধ* বা *সামান্য সম্বন্ধ* [দ্র.] : ▷**নদীর** তীর; **বই-এর** মলাট। ২. *অধিকার সম্বন্ধ* [দ্র.] বা *স্বামিত্ব সম্বন্ধ* : ▷**রাজার** রাজ্য; **আমার** বই; **সুশীলের** মা। ৩. *অংশসম্বন্ধ* [দ্র.] বা *অঙ্গসম্বন্ধ* বা *অঙ্গ-অঙ্গী সম্বন্ধ* : ▷**পাহাড়ের** গা; **হাতির** দাঁত; **কলসির** কানা। ৪. *অধিকরণ সম্বন্ধ* [দ্র.] : ▷**জলের** মাছ; **রাতের** গাড়ি; **গাঁয়ের** লোক; **কলেজের** ছাত্র; **আজকালকার** যুবক। ৫. *নিমিত্ত সম্বন্ধ* [দ্র.]: ▷**পড়ার** ঘর; **বাতের** ব্যথা; **খাওয়ার** জল; **খেলার** মাঠ। ৬. *অপাদান সম্বন্ধ* [দ্র.] : ▷**বাঘের** ভয়; **শহরের** দক্ষিণে। ৭. *করণ সম্বন্ধ* [দ্র.] : ▷**কলমের** আঁচড়; **তর্জনীর** ইশারা; **চোখের** দেখা। ৮. *উপাদান সম্বন্ধ* [দ্র.] : ▷সোনার গয়না; **সরষের** তেল; **পিতলের** বাটি। ৯. *ব্যাপ্তি সম্বন্ধ* [দ্র.] : ▷তিন **ঘণ্টার** কাজ; পাঁচ **মাইলের** দৌড়; এক **মাসের** ধাক্কা। ১০. *যোগ্যতা সম্বন্ধ* বা *গুণ সম্বন্ধ* [দ্র.] : ▷**বরফের** শীতলতা; **রাতের** অন্ধকার। ১১. *ক্রম সম্বন্ধ* [দ্র.] : ▷**পাঁচের** পৃষ্ঠা; **পনেরোর** পরিচ্ছেদ। ১২. *কার্যকারণ সম্বন্ধ* [দ্র.] : ▷**সূর্যের** তাপ; **প্রদীপের** আলো। ১৩. *অভেদ* [দ্র.] বা *উপমা সম্বন্ধ* : ▷**জ্ঞানের** আলো; **দুঃখের** পারাবার; **সুখের** সাগর। ১৪. *কর্ম সম্বন্ধ* [দ্র.] : ▷বিদ্যার চর্চা; **বিজ্ঞানের** আলোচনা; **পরের** নিন্দা। ১৫. *জন্য-জনক সম্বন্ধ* [দ্র.] : ▷**পিতার** কন্যা; **গাছের** ফল; **খেতের** ফসল। ১৬. *কর্তা সম্বন্ধ* [দ্র.] : ▷বইটা **আমার** পড়া নেই। **তার** ভাত খাওয়ার উপায় নেই। ১৭. *বিশেষণ সম্বন্ধ* [দ্র.] : ▷**নিন্দার** কথা; **লোহার** কার্তিক; **পরিশ্রমের** কাজ। ১৮. *তারতম্যমূলক সম্বন্ধ* [দ্র.] : ▷**আমার** বড়ো; দশ **পৃষ্ঠার** বেশি; **তার** ছোটো। ১৯. *নির্ধার সম্বন্ধ* [দ্র.] : ▷**সবার** সেরা; **পালের** গোদা। ২০. *হেতু সম্বন্ধ* [দ্র.] : ▷**রূপের** গর্ব; **টাকার** গরম; **পদের** আভিজাত্য। ২১. *উদ্দেশ্য সম্বন্ধ* [দ্র.] : ▷বিক্রির মাল; **চলার** পথ; **প্রকাশনার** উদ্যোগ। ২২. *নিবারণ সম্বন্ধ* [দ্র.] : ▷**রোগের** ওষুধ; **কলেরার** টিকা; **তৃষ্ণার** জল। ২৩. *উপলক্ষ্য সম্বন্ধ* [দ্র.] : ▷**পুজোর** ছুটি; **পূর্ণিমার** নিশিপালন; **রথের** মেলা। ২৪. *আধার-আধেয় সম্বন্ধ* [দ্র.] : ▷**টিনের** দুধ; **ঘড়ার** জল; **সাবানের** বাক্স; **জলের** বালতি। ২৫. *অবলম্বন সম্বন্ধ* [দ্র.] : ▷**অন্ধের** যষ্টি; **অকূলের** কাণ্ডারি। ২৬. *বাহ্য-বাহন সম্বন্ধ* [দ্র.] : ▷**খড়ের** নৌকো; **সিমেন্টের** ট্রাক; **জলের** গাড়ি। ২৭. *ব্যবসায় সম্বন্ধ* [দ্র.] : ▷**পানের** দোকানদার; **লোহার** কারবারি; **আদার** ব্যাপারী। ২৮. *কৃতি-কারক সম্বন্ধ* [দ্র.] : ▷**পিকাসোর** ছবি; **রবীন্দ্রনাথের** গান; **শরৎচন্দ্রের** উপন্যাস। ২৯. *উৎপাদক সম্বন্ধ* [দ্র.] : ▷**জাপানের** পুতুল; **ভীমনাগের** সন্দেশ। ৩০. *বীপ্সা সম্বন্ধ* [দ্র.] : ▷**ব্যথার** ব্যথী; **দুঃখের** দুঃখী।

সম্বন্ধপদে *কার* [দ্র.] এবং *কের* [দ্র.] বিভক্তিও হয়ে থাকে। ▷'চুল তার **কবেকার** অন্ধকার বিদিশার নিশা'—জীবনানন্দ। **উপরকার** ঘর; **ছেলেবেলাকার** কথা; **পাঁচজনকার** সম্পত্তি; **কালকের** দিনটা; **আজকের** অধিবেশন। সম্বন্ধপদের বিভক্তিকে **ষষ্ঠী বিভক্তিও** বলা হয়। তবে এই নামটির ব্যবহার এখন কমে আসছে।

সম্বন্ধবাচক বিশেষণ : *নাম-বিশেষণের* শ্রেণি-বিশেষ। এই ধরনের *বিশেষণ*, সম্বন্ধ বা সম্পর্কের নির্দেশ দেয়। ▷**মামাতো** বোন; **পিসতুতো** দাদা। 'র' কিংবা 'এর' *বিভক্তিযুক্ত সম্বন্ধপদও* বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ▷**সোনার** জলে কাজ-করা। **প্রেসিডেন্সির** ছাত্র।

সম্বন্ধিত : *সম্বন্ধপদের* সঙ্গে যা সম্পর্কিত তাকে বলা হয় **সম্বন্ধিত**। ▷আমার **ভাই**; বাংলার **মাটি**; লোহার **কারবারি**।

সম্বন্ধীয় : দ্র. অনুসর্গ।

সম্বোধন পদ : *বাক্যে* যে-পদের মাধ্যমে কাউকে ডাকা হয়, তা-ই **সম্বোধন পদ**। ▷'**ওরে ভাই**, ফাগুন লেগেছে বনে বনে'—রবীন্দ্র। '**হে মাধবী** দ্বিধা কেন'—রবীন্দ্র। **মহাশয়**, আপনার পত্র পাইলাম। সংস্কৃত রীতিতে সম্বোধনে মাতঃ, পিতঃ, রাজন, শকুন্তলে, জগৎপালিনি, গঙ্গে প্রভৃতি ব্যবহার হয়। বাংলাতে এই ধরনের প্রয়োগ খুবই কম ও হওয়ার কোনো কারণও নেই।

সম্বোধনসূচক অব্যয় : *মনোভাববাচক অব্যয়ের* শ্রেণি-বিশেষ। কাউকে সম্বোধন করতে হলে এই ধরনের অব্যয়ের ব্যবহার প্রচলিত আছে। এর অন্য নাম **আহ্বানসূচক অব্যয়**। ▷**হে** বন্ধু; **ওহে** কর্ণধার। [দ্র. অনন্বয়ী অব্যয়]।

সম্ভাব্য অতীত কাল : অতীতে বা পূর্বে কোনো *ক্রিয়ার* সংঘটনের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু সংঘটিত হয়েছে কি না, এ-বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা চলে না,—এইরকম ক্ষেত্রে যে-*কালরূপের* প্রয়োগ হয় তার নাম **সম্ভাব্য অতীত কাল** বা **পুরাঘটিত সম্ভাব্য অতীত কাল**। *নির্দেশক ভাবে* প্রযোজ্য এই কালরূপ *যৌগিক কাল*। ▷সে এতক্ষণে খবর **পেয়ে থাকবে**।

সম্মতিজ্ঞাপক অব্যয় : *মনোভাববাচক অব্যয়ের* একটি শ্রেণি। এটি *অনন্বয়ী অব্যয়*। যে-*অব্যয়ের* সাহায্যে সম্মতি, সমর্থন প্রভৃতি মনোভাব প্রকাশ করা যায় তারা এই শ্রেণির। ▷হ্যাঁ; আচ্ছা; হুঁ।

সম্মুখ স্বরধ্বনি : যেসব *স্বরধ্বনির* উচ্চারণে জিভ সামনের দিকে থাকে তাদের নাম **সম্মুখ স্বরধ্বনি**। ▷ই; ঈ; এ; অ্যা। সব সম্মুখ স্বরধ্বনিই *প্রসৃত* ও *তালব্য*। এদের মধ্যে 'ই', 'ঈ' *ঊর্ধ্ব* ও *সংবৃত*। 'এ' *ঊর্ধ্বমধ্য* ও *অর্ধসংবৃত*; 'অ্যা' *নিম্নমধ্য* ও *অর্ধবিবৃত*। [দ্র. স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]।

সরন্ (সর) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'সর' থাকে। ▷√বস্ + সর (সরন্) = বৎসর; √অশ্ + সর (সরন্) = অক্ষর; √ধূ + সর (সরন্) = ধূসর।

সরল কাল : দ্র. মৌলিক কাল।

সরল বাক্য : যে-*বাক্যে* একটিমাত্র *সমাপিকা ক্রিয়া* থাকে, এবং যা অন্য কোনো বাক্যের সঙ্গে যুক্ত কিংবা সম্পর্কিত নয় তাকে বলা হয় **সরল বাক্য** বা **সাধারণ বাক্য**। গঠন অনুযায়ী বাক্যের যে শ্রেণিবিভাগ করা হয় তার একটি হল সরল বাক্য। ▷তিনি একজন মহাশয় ব্যক্তি। 'ঠেলা গাড়ীতে ইংরেজ রমণী ও অশ্বপৃষ্ঠে ইংরাজ পুরুষগণ বায়ুসেবনে বাহির হইয়াছেন।'—রবীন্দ্র। সরল বাক্যে *অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত* একাধিক *বাক্যাংশ* থাকতে পারে। ▷'রাজমহিষীর চরণে চাহিয়া / নীরবে দাঁড়াল আসি।'—রবীন্দ্র। '... কাছে এসে ঘেঁষে ঘেঁষে / এত ভালোবেসে বেসে / টাকা মেরে পালালি শেষে'—সুকুমার রায়।

সরলীভবন : *সমীভবনে* বা *ব্যঞ্জনসংগতিতে* পৃথক ও ভিন্ন উচ্চারণস্থানের *ব্যঞ্জনধ্বনি* একই শ্রেণির ব্যঞ্জনধ্বনিতে পরিণত হয়। পরে যদি তারা একটিমাত্র ব্যঞ্জন হয়ে যায়, তবে তাকে বলে **সরলীভবন**। ▷লক্ষ → (সমীভবন হয়ে) লক্খ → (সরলীভবন হয়ে) লাখ। এইরকম ▷কর্ম → কম্ম → কাম।

সর্বনাম : *বিশেষ্য* কিংবা *বিশেষ্যস্থানীয় খণ্ডবাক্য* ও *বাক্যাংশের* পরিবর্তে বসানো চলে, এমন

পদ-কে বলা হয় **সর্বনাম** বা **প্রতিনাম**। ▷আমি; তুমি; সে; তাহা; এটি; কী। রচনার মধ্যে সর্বনাম ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলি নীচে নির্দিষ্ট করা হল। ১. একই বিশেষ্য পদের বার বার ব্যবহার পরিহার করার জন্য। ▷অবিনাশ আজ স্কুলে যায়নি। **সে** অসুস্থ। ২. কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর পরিচয় না জানা থাকলে। ▷**কেউ** নিশ্চয়ই আছে এই ষড়যন্ত্রের পিছনে। ৩. পরিচয় গোপন রাখার উদ্দেশ্যে। ▷নাম জানার কী দরকার, **কেউ** একজন হবেন। ৪. প্রশ্ন জিজ্ঞাসার জন্য। ▷'**কে** বসিলে আজি হৃদয়াসনে'—রবীন্দ্র।

পুরুষভেদে সর্বনামের তিনটি ভাগ। ১. *উত্তমপুরুষ* [দ্র.]। ২. *মধ্যমপুরুষ* [দ্র.]। ৩. *প্রথমপুরুষ* [দ্র.]। *লিঙ্গভেদে* বাংলা সর্বনামের রূপ বদলায় না, যদিও কিছু ক্ষেত্রে *ক্লীবলিঙ্গের* জন্য পৃথক রূপ আছে।

বাংলা সর্বনামকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা চলে। ১. *ব্যক্তিবাচক* [দ্র.] বা *পুরুষবাচক* : ▷আমি; আমরা; তোমরা; তিনি। ২. *নির্দেশক* [দ্র.] বা *নির্ণয়বাচক* : ▷এই; এটা; ওটা; ইনি; উনি। ৩. *অনির্দেশক* [দ্র.] বা *অনিশ্চয়বাচক* : ▷কেউ; কিছু; অমুক; কোথাও; কখনো। ৪. *প্রশ্নবাচক* [দ্র.] : ▷কে; কারা; কী; কোন; কোথায়। ৫. *আত্মবাচক* বা *আত্মবোধক* [দ্র.] : ▷আমি **নিজের** চোখে দেখলাম। ৬. *সংযোগবাচক* [দ্র.] বা *সংগতিবাচক* : ▷যে; কী। ৭. *সাপেক্ষ* [দ্র.] বা *সমুচ্চয়ী* : ▷যে—সে; যেমন—তেমন। ৮. *অন্যাদিবাচক* [দ্র.] : ▷অন্য; অপর; অমুক। ৯. *সাকল্যবাচক* [দ্র.] : ▷উভয়; সকল; সব।

অনেক সর্বনামেরই দু-রকম রূপ দেখা যায়, **অবিভক্তিক** রূপ আর **তির্যক** বা **বিভক্তিগ্রাহী** রূপ। 'আমি'—এই সর্বনামের অবিভক্তিক রূপ **আমি**; বিভক্তিগ্রাহী রূপ **আমা**। এর থেকে বিভক্তিযুক্ত রূপ : ▷আমার, আমাকে, আমায়, আমাদের (-দের অবশ্য *প্রত্যয়*)। এইরকম তুমি—তোমা। বিভক্তিযুক্ত রূপ : ▷তোমাকে; তোমাদের; তোমায়; তোমাদের (-দের অবশ্য *প্রত্যয়*)। সে—তাহা। বিভক্তিযুক্ত রূপ : ▷তাহাদের; তাহাকে; তাদের; তাকে।

বাংলা সর্বনামের মধ্যে কিছু সর্বনাম কেবল প্রাণীবাচক শব্দের পরিবর্তেই বসে। তাদের বলা হয় **প্রাণীবাচক সর্বনাম**। ▷সে; তিনি; উনি; ওঁরা; তুমি; আপনি। অন্য কিছু সর্বনাম প্রধানত অপ্রাণীবাচক শব্দের বদলে বসে। এদের **অপ্রাণীবাচক সর্বনাম** বলা চলে। ▷ইহা; ওটি; ওসব; সেটি। তবে এর অনেক ব্যতিক্রম দেখা যায়। ▷তোমার ছেলে? বেশ দেখতে তো **এটিকে**।

সর্বনাম শুধু যে বিশেষ্যের পরিবর্তেই বসে তা নয়। কখনো পুরো বাক্য কিংবা বাক্যাংশের পরিবর্তেও বসতে পারে। ▷তিনি যে সফল হবেন, **এ** আমি জানতাম। তাঁরা যে অনেক দুঃখে দিন কাটাচ্ছেন, **তা** তখনই বোঝা গিয়েছিল।

সর্বনামজাত বিশেষণ : দেশ, কাল, পরিমাণ, সাদৃশ্য প্রভৃতির ভাব প্রকাশে কিছু কিছু *সর্বনাম প্রত্যয়-যুক্ত* হয়ে *বিশেষণের* কাজ করে। এদের বলা হয় **সর্বনামজাত বিশেষণ**। ▷**এত** আলো; **তত** টাকা; '... **যত** তারা তব আকাশে'—রবীন্দ্র। [দ্র. সর্বনামীয় বিশেষণ; তদ্ধিতান্ত সর্বনামীয় বিশেষণ]।

সর্বনামের বিশেষণ : দ্র. নাম-বিশেষণ।

সর্বনামের শ্রেণিবিভাগ : দ্র. সর্বনাম।

সর্বনামীয় বিশেষণ : কোনো সর্বনাম বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত হলে তাকে বলা হয় **সর্বনামীয় বিশেষণ**। ▷**যে** জন; **সেই** দেশ; **কোনো কোনো** লোক [দ্র. সর্বনামজাত বিশেষণ]।

সর্বনামের রূপ : *বচন* ও *কারকভেদে সর্বনামের* রূপভেদ হয়। 'আমি'—এই সর্বনামের *একবচনের* রূপগুলি হল : ▷আমি; আমাকে; আমায়; আমার দ্বারা, আমাকে দিয়ে; আমা হতে; আমাতে; আমার প্রভৃতি। *বহুবচনের* রূপ : ▷আমরা; আমাদের; আমাদের দ্বারা; আমাদের দিয়ে; আমাদের থেকে; আমাদের। বচন ও কারকভেদে সর্বনামের এই বিভক্তিযুক্ত চেহারাকেই বলা হয় **সর্বনামের রূপ**। [দ্র. ধাতুরূপ; শব্দরূপ; বিভক্তিগ্রাহী রূপ; অবিভক্তিক রূপ]।

সহকারী ক্রিয়া : দ্র. যৌগিক ক্রিয়া।

সহচর শব্দ : দ্র. অনুগামী শব্দ।

সহযোগী কর্তা : একই *ক্রিয়াপদের* যদি একাধিক *কর্তা* হয়, এবং তাদের মধ্যে যদি সহযোগিতার সম্পর্ক থাকে, তবে কর্তাদের বলা হয় **সহযোগী কর্তা**। ▷**বাপে ব্যাটায়** পরামর্শ করছে। **রাম শ্যাম** গান গাইছে। **ঝি-চাকরে** বাটনা বাটছে। [দ্র. কর্তৃকারক; ব্যতিহার কর্তা]।

সহসুপা : দ্র. সুপ্‌সুপা।

সহার্থক বহুব্রীহি সমাস : *বহুব্রীহি সমাসের* শ্রেণি-বিশেষ। সহার্থক *পূর্বপদের* সঙ্গে *বিশেষ্য উত্তরপদের* সমাস হলে, তাকে বলা হয় **সহার্থক বহুব্রীহি সমাস**। ▷সক্রিয় (ক্রিয়ার সহিত বর্তমান); সবান্ধব (বান্ধবের সহিত বর্তমান); সশিষ্য (শিষ্যের সহিত বর্তমান)। [দ্র. বহুব্রীহি সমাস]।

সহি, সই : বিদেশি *শব্দপ্রত্যয়*। উপযুক্ত, যোগ্য প্রভৃতি অর্থে এই প্রত্যয়ের ব্যবহার। ▷মাপ + সই = মাপসই; টেক + সই = টেকসই; মানান + সই = মানানসই; জুত + সই = জুতসই; চলন + সই = চলনসই। 'সহি' আর 'সই' একই *প্রত্যয়*। মূল প্রত্যয়টি 'সহি'—এর থেকেই পরিবর্তিত হয়ে 'সই' হয়েছে। মানানসহি, জুতসহি প্রভৃতি রূপও দেখা যায়। তবে চলিত ভাষায় 'সই' বেশি প্রচলিত।

সাকল্যবাচক সর্বনাম : যে-*সর্বনাম* ব্যক্তি, বস্তু প্রভৃতির সমষ্টি বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, তাকে বলে **সাকল্যবাচক সর্বনাম**। ▷উভয়; সকল; ইত্যাদি; প্রভৃতি।

সাক্ষাৎ বিশেষণ : যে-*বিশেষণ* (*নাম-বিশেষণ* এবং *ক্রিয়া-বিশেষণ*) বিশেষিত পদের আগে বসে তাকে **সাক্ষাৎ বিশেষণ** বলে। **হালকা** মেঘ; **ভালো** মেয়ে; **গভীর** নদী; **জ্বলন্ত** আগুন; **তাড়াতাড়ি** এসো; **নীলচে কালো** রং। [দ্র. নাম-বিশেষণ; বিশেষণের বিশেষণ]।

সাতিচ্‌ (সাৎ) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'ই' বাদ যায়, 'সাৎ' থাকে। ▷আত্মন্‌ + সাৎ (সাতিচ্‌) = আত্মসাৎ; ভস্মন্‌ + সাৎ (সাতিচ্‌) = ভস্মসাৎ।

সাদৃশ্যবাচক শব্দ : মতো, ন্যায়, সম, সদৃশ প্রভৃতি *শব্দ* যা তুলনা, সাদৃশ্য, উপমা বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়, তাদের **সাদৃশ্যবাচক শব্দ** বলে। ▷দুধের **মতো** সাদা। মৎস্য**সদৃশ** আকৃতি। [দ্র. উপমাদ্যোতক অব্যয়]।

সাধনকর্তা : যন্ত্র, উপায় কিংবা উপকরণকে *ক্রিয়ার কর্তা* হিসেবে ব্যবহার করলে তাকে **সাধনকর্তা** বলে। ▷**ঢেঁকি** ধান ভানে। **ঘানি** তেল বার করছে। **রেডিয়োটা** বেজেই চলেছে।

সাধারণ অতীত কাল : কিছুক্ষণ আগেই সংঘটিত হল—*ক্রিয়ার* এই অবস্থা বোঝাতে হলে যে *কালরূপ* ব্যবহার করা হয় তার নাম **সাধারণ অতীত কাল** বা **নিত্য অতীত কাল** বা **সামান্য অতীত কাল**। *নির্দেশক ভাবে* প্রযোজ্য এই কাল *মৌলিক*। ▷সে **আসিল** → **আসল** বা **এল**। ট্রেনটা চলে **গেল**। তিনি **বলিলেন** → **বললেন**। **দেখলে** তো, কত অসুবিধের মধ্যে কাজ করতে হয়। বেশ কিছু প্রয়োগে সাধারণ অতীত কালের রূপে অন্য কালও বোঝায়। ১. *বর্তমান কাল* : ▷ইনি **হলেন** এই অঞ্চলের বর্তমান নেতা। এখন **হল** বিজ্ঞাপনের যুগ। সংসারের ঝামেলাতেই **গেলাম**। ২. *ভবিষ্যৎ কাল* : ▷বৃষ্টি **এল** বলে। হায়, আমরা **ডুবলাম**। তাকে না হয় **বললাম**, তাহলেই কি হবে?

সাধারণ কর্মধারয় সমাস : *কর্মধারয়* [দ্র.] *সমাসকেই* **সাধারণ কর্মধারয় সমাস** বলা হয়। এই সমাসের অন্য শ্রেণিগুলি, যেমন *উপমান-*, *উপমিত-*, *রূপক-*, কিংবা *মধ্যপদলোপী কর্মধারয় সমাসকে* পৃথক করার জন্য সাধারণ কর্মধারয় নাম। সাধারণ কর্মধারয় সমাসের কয়েকটি বৈভিন্ন্য লক্ষণীয়। ▷*বিশেষণ + বিশেষ্য* : শুদ্ধান্ন (শুদ্ধ যে-অন্ন); ভরসন্ধ্যা (ভরা বা পরিপূর্ণ যে-সন্ধ্যা); নীলমণি (নীল যে-মণি)। ▷বিশেষ্য + বিশেষণ : জনসাধারণ (সাধারণ যে-জন); কৃষ্ণকিশোর (কিশোর যে-কৃষ্ণ); পটলভাজা (ভাজা যে-পটল)। ▷বিশেষ্য + বিশেষ্য : পিতৃদেব (যিনি পিতা তিনিই দেব); জ্ঞাতিশত্রু (যিনি জ্ঞাতি তিনিই শত্রু); গুরুদেব (যিনি গুরু তিনিই দেব); ▷বিশেষণ + বিশেষণ : গণ্যমান্য (যিনি গণ্য তিনিই মান্য); চালাকচতুর (যে চালাক সেই চতুর)।

সাধারণ ধর্ম : দ্র. উপমা।

সাধারণ বর্তমান কাল : নিয়মিত অথবা সাধারণত ঘটে, *ক্রিয়ার* এই অবস্থা বোঝানোর জন্য যে-কালরূপ ব্যবহৃত হয়, তা-ই **সাধারণ বর্তমান কাল** বা **সামান্য বর্তমান কাল** বা **নিত্য বর্তমান কাল**। এই কাল *মৌলিক* এবং *নির্দেশক ভাবে* ব্যবহৃত হয়। ▷সূর্য পূর্ব দিকে **ওঠে**। গোরু ঘাস **খায়**। তিনি বড্ড কথা **বলেন**। সে **যায়**। আমি **খাই**। জাহাজ জলে **চলতে পারে**।

সাধারণ বর্তমান কালের কিছু অন্য ধরনের প্রয়োগও আছে। ১. *ঐতিহাসিক বর্তমান* [দ্র.] : ▷১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে আকবর সিংহাসনে আরোহণ **করেন**। ২. বাক্যের প্রথমে যখন, যতক্ষণ, যবে প্রভৃতি সময়বাচক পদ, কিংবা *অতীত কালের* উল্লেখ থাকলে সাধারণ বর্তমান ক্রিয়ারূপেই অতীত কাল বোঝায়। ▷সেবার যখন খুব বৃষ্টি **হয়**। আমি তখন ইস্কুলে **পড়ি**। পাছে নষ্ট **হয়**, সেইজন্য তিনি সাইকেলটি মোটেই চালাতেন না। তিনি যখন **আসেন** তখনও চারিদিক অন্ধকার। ৩. অব্যবহিত *ভবিষ্যৎ* বোঝানোর জন্য : ▷কাল হরতাল **হয়** কি না দেখা যাক। কী **বলেন** তা ভালো করে শুনে আসবি। ৪. যেন, যদি ইত্যাদির সঙ্গে ভবিষ্যৎ বোঝাতে : ▷তিনি যেন না **আসেন**। 'বিপদে আমি না যেন **করি** ভয়।'—রবীন্দ্র।

সাধারণ বাক্য : দ্র. সরল বাক্য; বাক্য।

সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল : *ক্রিয়ার* সংঘটন এখন নয়, পরে হবে, এইরকম অবস্থা বোঝাতে যে-কালরূপ ব্যবহার করা হয় তা-ই **সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল** বা **সামান্য ভবিষ্যৎ কাল**। এই *মৌলিক* কাল কেবল *নির্দেশক ভাবে* প্রযোজ্য। ▷আমি **বলিব** → আমি **বলব**। সে **থাকিবে** → **থাকবে**। কাল সকালে সবাই **আসবে**।

সাধারণ ভবিষ্যৎ কালরূপ *অতীতের* ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। ▷নেহাতই ভালো কপাল, নইলে ওখানে **থাকব** (ছিলাম অর্থে) কেন? বেড়াতে **যাব,** তক্ষুনি বৃষ্টি এল। *বর্তমান কালেও* এই কালরূপ ব্যবহৃত হয়। ▷অত যদি সাহসী **হবে,** তাহলে আর চিন্তা কী? [দ্র. ভবিষ্যৎ কাল]।

সাধারণ সংযোগ : দ্র. সামান্য সম্বন্ধ; সম্বন্ধপদ।

সাধিত ধাতু : যে-*ধাতুকে* বিশ্লেষণ করে অন্য কোনো ধাতু, *বিশেষ্য, প্রত্যয়* এইসব পাওয়া যায়, তাকে **সাধিত ধাতু** বলে। *মৌলিক ধাতুর* সঙ্গে 'আ' অথবা 'ওয়া' প্রত্যয় যোগ করে সাধিত ধাতু হতে পারে। এইরকম মৌলিক ধাতুটি ব্যঞ্জনান্ত হলে 'আ' ও স্বরান্ত হলে 'ওয়া' যোগ হয়। ▷√ধর্ (মৌলিক ধাতু) + আ = √ধরা (সাধিত ধাতু)। এর থেকে *ক্রিয়াপদ*—ধরাচ্ছি, ধরিয়েছেন, ধরাবেন ইত্যাদি। ▷√গা (মৌলিক ধাতু) + ওয়া = √গাওয়া (সাধিত ধাতু)।

তিন রকমের সাধিত ধাতু হতে পারে। ১. *প্রযোজক* বা *প্রেরণার্থক* বা *ণিজন্ত* ধাতু। ▷√গাওয়া—'আর মিছে কেন **গাওয়াও**'—অতুলপ্রসাদ। √খাওয়া—মা শিশুকে **খাওয়াচ্ছেন**। ২. *ধ্বন্যাত্মক* বা *অনুকার ধ্বনিজ ধাতু* : ▷√হাঁচ্ → সে কেবল **হাঁচছে**। √টনটনা → ফোড়াটা **টনটনাচ্ছে**। ৩. *নামধাতু* : ▷চাবকা → এমন চাবকান **চাবকাল**। √বাহিরা → '**বাহিরিল** রবি অরুণ আলোকে'—রবীন্দ্র। √ঘামা, √জুতা প্রভৃতিও নামধাতু।

সাধিত শব্দ : গঠনরীতির বিচারে *শব্দের* অন্যতম শ্রেণি। একাধিক শব্দের *সমাস* হয়ে কিংবা *ধাতু* ও *শব্দের* সঙ্গে *প্রত্যয়* যোগ হয়ে যে-শব্দ তৈরি হয়, তা-ই **সাধিত শব্দ**। যে-শব্দকে বিশ্লেষিত করা যায় না, তা *মৌলিক শব্দ*। মৌলিক শব্দ ছাড়া অন্য যেকোনো শব্দই সাধিত শ্রেণির। এই শব্দ দু-রকমের হয়। ১. প্রত্যয় যোগ হয়ে **প্রত্যয়ান্ত** বা **প্রত্যয়যুক্ত**। ▷দায়িন্ + ত্ব = দায়িত্ব; সরস্ + বতী = **সরস্বতী**; দয়া + আলু = দয়ালু; জমি + দার = জমিদার; ২. একাধিক শব্দ একত্র হয়ে বা **সমাসবদ্ধ শব্দ** বা **সমস্ত শব্দ**। ▷চৌমাথা (চার বা চৌ মাথার সমাহার); রাজপুত্র (রাজার পুত্র); প্রস্তরকঠিন (প্রস্তরের মতো কঠিন); পঞ্চানন (পঞ্চ আনন যার)। [দ্র. গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ (শব্দের)]।

সাধু ভাষা : যে-ধরনের বাংলা ভাষায় প্রাচীনকাল থেকে সাহিত্য রচিত হয়েছে (বিশেষত গদ্য সাহিত্য), এবং এখনও কিছু কিছু হচ্ছে সেই ভাষারীতিকেই **সাধু ভাষা** বলা হয়। মুখের

কথায় এই রীতি ছিল না। সাধু ভাষার নমুনা : ▷"এই সেই জনস্থানমধ্যবর্তী প্রস্রবণ গিরি। এই গিরির শিখর দেশ আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলংকৃত।"—বিদ্যাসাগর। ▷"আস্তে আস্তে পুনরায় জল লইয়া বাটী প্রত্যাগমন করিলাম। এইরূপে এক বৎসর গত হইল। এই সময়ের মধ্যে প্রায় দুই সহস্র টাকা সঞ্চয় করিয়াছিলাম। মনে করিলাম—এই টাকা পাইলে, তোমার পিতা পরিতোষ লাভ করিবেন"।—ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়। বাংলা সাধু ভাষা কিন্তু যথেষ্ট সুস্থিত ছিল। কথ্য ভাষার ক্ষেত্রে অঞ্চলভেদে যে-পরিবর্তন হয়, এবং যে-*উপভাষা* বা *আঞ্চলিক ভাষার* সৃষ্টি হয়, সাধুভাষায় তা ছিল না। অর্থাৎ ঢাকার লোক ও হুগলির লোক বলার সময় দু-রকম ভাষা বললেও লেখার সময় একইরকম লিখতেন, অর্থাৎ সাধু ভাষায় লিখতেন। [দ্র. চলিত ভাষা]।

সানুনাসিক স্বর : দ্র. অনুনাসিক স্বর।

সাপেক্ষ অব্যয় : দ্র. নিত্যসম্বন্ধী অব্যয়; সমুচ্চয়ী অব্যয়।

সাপেক্ষপদযুক্ত জটিল বাক্য : *জটিল বাক্যের* শ্রেণি-বিশেষ। এই ধরনের জটিল বাক্যের *অপ্রধান খণ্ডবাক্যটি*, *প্রধান খণ্ডবাক্যের* ক্রিয়াটির সংঘটনের উপর নির্ভরশীল। এইসব ক্ষেত্রে প্রধান খণ্ডবাক্যটির মধ্যে একটা 'যদি' থাকে। এই 'যদি' সাপেক্ষপদ, আর এইজন্যই এই নামকরণ। ▷'যদি তারে নাই চিনি গো সে কি আমায় নেবে চিনে'—রবীন্দ্র। যদি বৃষ্টি নামে, তাহলে রাত্রে ওখানেই থেকে যেয়ো। অনেকসময় 'যদি' না থাকতেও পারে। ▷ভালোভাবে পাশ করো, একটা সাইকেল কিনে দেব।

সাপেক্ষ সংযোজক অসমাপিকা ক্রিয়া : দ্র. ভূতার্থ অসমাপিকা ক্রিয়া; অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যয়।

সাপেক্ষ সর্বনাম : যে—সে; যিনি—তিনি; যার—তার; যেমন—তেমন; যত—তত প্রভৃতি যেসব *সর্বনাম* যখন একইসঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে দুটি বাক্যকে যোগ করে, তাদের বলা হয় **সাপেক্ষ সর্বনাম** বা **সমুচ্চয়ী সর্বনাম** বা **প্রতিনির্দেশক সর্বনাম**। ▷যে জ্ঞানী সে সুখী। যত অনুশীলন করবে তত ভালো ফল হবে। যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল। এই শ্রেণির যুগ্ম সর্বনামগুলি একে অন্যের সম্পূরক নাও হতে পারে। ▷এই বিদ্যালয় **যিনি** প্রতিষ্ঠা করেছিলেন **তাঁর** জন্মদিনে আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। সাপেক্ষ সর্বনামকে *সংযোগবাচক সর্বনামের* একটি শ্রেণি ধরা হয়। একে **পারস্পরিক সংগতিবাচক সর্বনাম**ও বলা হয়। [দ্র. সর্বনাম]।

সামর্থ্যবোধক যৌগিক ক্রিয়া : দ্র. যৌগিক ক্রিয়া।

সামান্য অতীত কাল : দ্র. সাধারণ অতীত কাল।

সামান্য বর্তমান কাল : দ্র. সাধারণ বর্তমান কাল।

সামান্যবাচক বিশেষ্য : দ্র. জাতিবাচক বিশেষ্য।

সামান্য ভবিষ্যৎ কাল : দ্র. সাধারণ ভবিষ্যৎ কাল।

সামান্য সম্বন্ধ : *সম্বন্ধপদের* শ্রেণি-বিশেষ। এই ধরনের সম্বন্ধপদে কোনো কিছুর সংশ্লিষ্ট বস্তুকে বোঝানো হয়। এর অন্য নাম **সামীপ্য সম্বন্ধ** বা **সাধারণ সংযোগ**। ▷**নদীর** পাড়; **কলসির** কানা; **বই-এর (বইয়ের)** মলাট।

সামীপ্যবাচক আধার অধিকরণ কারক : দ্র. আধার অধিকরণ কারক।

সামীপ্যবাচক নির্দেশক সর্বনাম : দ্র. নির্দেশক সর্বনাম।

সামীপ্য সম্বন্ধ : দ্র. সামান্য সম্বন্ধ।

সার্থক শব্দ : দ্র. শব্দার্থ।

সি : দ্র. ক্সি।

সিকন্ (সিক) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন', 'অ' বাদ যায়, 'সিক' থাকে। ▷√মশ্ + সিক (সিকন্) = মক্ষিক।

সিদ্ধ ধাতু : দ্র. মৌলিক ধাতু।

সিদ্ধ শব্দ : দ্র. মৌলিক শব্দ। গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ (শব্দের)।

সিদ্ধান্তবাচক সমুচ্চয়ী অব্যয় : *সমুচ্চয়ী অব্যয়ের* শ্রেণি-বিশেষ। এই শ্রেণির অব্যয় কোনো সিদ্ধান্ত বা নিশ্চয় করে দুটি বাক্যকে যোগ করে। কাজেই, তাই, সুতরাং, অতএব প্রভৃতি এই শ্রেণির অব্যয়। ▷বিষয়টি আমি জানি না **কাজেই** বইপত্র খুলে দেখতে হবে। বৃষ্টি পড়ছিল **তাই** আশ্রয় নিতে হল একটি দোকানে। এই ত্রিভুজটির দুটি বাহু সমান, **অতএব** এটা সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ। [দ্র. সমুচ্চয়ী অব্যয়]।

সীমা নির্দেশক অব্যয় : দ্র. প্রতিষেধক অব্যয়।

সু[১] : সংস্কৃত *উপসর্গ*। একাধিক অর্থে এই উপসর্গের ব্যবহার আছে। ১. ভালো অর্থে : ▷**সু**কৃতি; **সু**বিচার; **সু**দিন; **সু**গতি। ২. সহজ অর্থে : ▷**সু**লভ; **সু**সাধ্য; **সু**গম্য। ৩. বেশি অর্থে : ▷**সু**নীল; **সু**দৃঢ়; **সু**দূর। বাংলাতেও এই উপসর্গের ব্যবহার হয় ও বিদেশি শব্দের সঙ্গেও লাগে। ▷**সু**নজর; **সু**খবর।

সু[২] : দ্র. ক্সু।

সুচ্ (স্) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'উ', 'চ্' বাদ যায়, 'স্' থাকে। ▷ত্রি + স্ (সুচ্) = ত্রিস্ → ত্রিঃ।

সুপ্ : সংস্কৃতের একুশটি *শব্দবিভক্তির* মধ্যে শেষ বিভক্তি অর্থাৎ *অধিকরণের বহুবচনের* রূপ **সুপ্**। সুপ্ ইত্যাদি বিভক্তি যোগ হয়ে যে-পদ তৈরি হয় তা **সুবন্ত পদ** (সুপ্ + অন্ত) যা বস্তুত বিভক্তিযুক্ত *শব্দ*। বাংলায় অবশ্য বিভক্তিযুক্ত শব্দকে সুবন্তপদ বলার কোনো প্রয়োজন নেই, বলা হয়ও না।

সুপ্‌সুপা : একটি *সুবন্ত* পদের সঙ্গে অন্য সুবন্ত পদের সমাসকে বলে সুপ্‌সুপা বা সহসুপা। এরা ঠিক কোনো সমাসের মধ্যেই পড়ে না। ▷ভূতপূর্ব (ভুতঃপূর্বঃ); সুপ্রভাত; সুপ্রসন্ন। সুপ্‌সুপা সংস্কৃত ব্যাকরণের বিষয়।

সুবন্ত পদ : দ্র. সুপ্।

সেমিকোলন : ';' এই *বাক্যান্তর্গত ছেদচিহ্ন*-কে বলা হয় **সেমিকোলন** বা **অর্ধচ্ছেদ**। এই *বিরামচিহ্নটি* এবং নামটি ইংরেজি থেকে নেওয়া। বিরামকাল যেখানে *কমার* চেয়ে বেশি কিন্তু *দাঁড়ির* চেয়ে কম, এমন জায়গায় সেমিকোলন ব্যবহার করা হয়। ▷পৃথিবীকে স্থির মনে হয়; আসলে স্থির নয়। 'এর আগে তাঁর লেখা দুটি-একটি স্মৃতিপ্রবন্ধ পড়েছি বটে ইংরেজিতে; কিন্তু পুরো একখানি বই রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে?'—শঙ্খ ঘোষ।

স্তান : বিদেশি *শব্দপ্রত্যয়* যা বাংলাতেও ব্যবহৃত হয়। এই *প্রত্যয়* স্থানবাচক। ▷আফগানিস্তান; পাকিস্তান; উজবেকিস্তান; হিন্দুস্তান। হিন্দুস্থান, রাজস্থান—এই প্রত্যয়ের প্রভাব থেকেই হয়েছে। লক্ষণীয়, জন্মস্থান; দেবস্থান; জনস্থান প্রভৃতি হল *সমাসবদ্ধ* পদ, প্রত্যয়ান্ত নয়।

স্ত্রী-প্রত্যয় : *পুংলিঙ্গ শব্দকে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দে* পরিবর্তিত করার জন্য শব্দের সঙ্গে যে-*প্রত্যয়* যোগ হয় তা **স্ত্রী-প্রত্যয়**। এই প্রত্যয় *তদ্ধিত* শ্রেণির বা *শব্দপ্রত্যয়*। স্ত্রী-প্রত্যয়কে **লিঙ্গপ্রত্যয়ও** বলা হয়। সংস্কৃত স্ত্রী-প্রত্যয় :▷*আ* (টাপ্); *ঈ* (ঈপ্); *ঈ* (ঙীপ্) প্রভৃতি। এইসব প্রত্যয়ান্ত স্ত্রী-লিঙ্গ শব্দ বাংলায় প্রচুর ব্যবহৃত হয়। ▷ছাগল + ঈ = ছাগলী; সুনয়ন + ঈ = সুনয়নী; শিষ্য + আ = শিষ্যা; পাঠক + (ইক্) + আ = পাঠিকা; গৌর + ঈ = গৌরী; মৎস্য + ঈ = মৎসী। পরিশিষ্ট ৪-এ লিঙ্গান্তরীকরণের তালিকা দেওয়া হয়েছে। [দ্র. পরিশিষ্ট ৪]।

স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ : স্ত্রীজাতিবাচক যে-*শব্দ* তাকেই **স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ** বলা হয়। ▷নারী; দুহিতা; বানরী; দেবী; নির্মলা; সুন্দরী; বন্দিনি; গিন্নি। [দ্র. লিঙ্গ; স্ত্রী-প্রত্যয়; পরিশিষ্ট ৪]।

স্থানবাচক অপাদান কারক : *ক্রিয়ার* সংঘটন যে-স্থান বা জায়গা থেকে ঘটে, তাকে **স্থানবাচক অপাদান কারক** বলে। ▷ওরা **কৃষ্ণনগর থেকে** আসে। **পকেট থেকে** টাকাটা খোয়া গেল। "তুমি **বাহির থেকে** দিলে বিষম তাড়া"—রবীন্দ্র। [দ্র. অপাদান কারক]।

স্থানবাচক অপাদান কারকের একটি পৃথক শ্রেণিবিভাগ করা হয়ে থাকে। **অবস্থানবাচক অপাদান কারক**। এক্ষেত্রে ক্রিয়া সম্পাদনের *কর্তার* অবস্থানের কোনো পরিবর্তন হয় না। ▷সে **ছাদ থেকে** দেখছে। এখানে কর্তা ছাদেই থাকছেন। ▷সে **ওখান থেকেই** বলল। **স্বর্গ থেকে** দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করলেন। স্থানবাচক অপাদান কারকে কর্তার স্থানচ্যুতি হয়। ▷সে **গ্রাম থেকে** আসছে। অর্থাৎ সে আর গ্রামে নেই। [দ্র. অপাদান কারক]।

স্থানবাচক আধার অধিকরণ কারক : দ্র. আধার অধিকরণ কারক।

স্থানবাচক ক্রিয়া-বিশেষণ : *ক্রিয়া-বিশেষণকে* অর্থানুযায়ী যে-কটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায় তার একটি। **স্থানবাচক ক্রিয়া-বিশেষণ** ক্রিয়ার সংঘটনের স্থান বিষয়ে নির্দেশ দেয়। ▷**কোথায়** পাব তারে? '**হেথা** যে গান গাইতে আসা'—রবীন্দ্র। (এগুলিকে স্থানাধিকরণও বলা চলে)।

স্থানাধিকরণ কারক : দ্র. আধার অধিকরণ কারক।

স্থায়িত্ববোধক যৌগিক ক্রিয়া : দ্র. যৌগিক ক্রিয়া।

স্ন : দ্র. ক্স্ন; স্নক্; স্নঞ্।

স্নু : দ্র. গ্স্নু।

স্নক্ (স্ন) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ক্' বাদ যায়, 'স্ন' থাকে। ▷√কৃৎ + স্ন (স্নক্) = কৃৎস্ন।

স্নঞ্ (স্ন) : সংস্কৃত *তদ্ধিতপ্রত্যয়*। *শব্দের* সঙ্গে যোগ হলে 'ঞ্' বাদ যায়, 'স্ন' থাকে। ▷পুমস্ + স্ন (স্নঞ্) = পৌংস্ন (পৌরুষ)।

স্পর্শধ্বনি : যেসব *ব্যঞ্জনধ্বনির* উচ্চারণে জিভ মুখের ভিতরে কোনো-না-কোনো স্থানকে (কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত, দন্তমূল) স্পর্শ করে, কিংবা ওষ্ঠাধর পরস্পরকে ছুঁয়ে যায়, আর এইভাবেই ব্যঞ্জনধ্বনির সৃষ্টির জন্য শ্বাসবায়ু বার হওয়ার পথে প্রয়োজনীয় বাধা সৃষ্টি করে, তাদের নাম **স্পর্শধ্বনি** বা **স্পৃষ্ট ধ্বনি** বা **স্পর্শব্যঞ্জন**। এইসব ধ্বনির লিখিত প্রতীককে *স্পর্শবর্ণ* বা *স্পৃষ্ট বর্ণ* বলা হয়। বাংলায় ক্ থেকে ম্ পর্যন্ত পঁচিশটি ব্যঞ্জনধ্বনি, এবং ড়্-, ঢ়্-এর ধ্বনি স্পর্শধ্বনি। এই ধ্বনি পাঁচ রকমের হতে পারে। ১. *কণ্ঠ্য ব্যঞ্জন* : ▷ক্; খ্; গ্; ঘ্; ঙ্। ২. *তালব্য ব্যঞ্জন* : ▷চ্; ছ্; জ্; ঝ্; ঞ্। ৩. *মূর্ধন্য ব্যঞ্জন* : ▷ট্; ঠ্; ড্; ঢ্; ণ্। ৪. *দন্ত্য ব্যঞ্জন* : ▷ত্; থ্; দ্; ধ্; ন্। ৫. *ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন* : ▷প্; ফ্; ব্; ভ্; ম্। *নাসিক্য ধ্বনি* বা *অনুনাসিক ধ্বনিও* স্পর্শধ্বনির অন্তর্ভুক্ত।

আধুনিক মত অনুযায়ী চ্-, ছ্-, জ্-, ঝ্-কে স্পর্শধ্বনি বলা হয় না। স্পর্শধ্বনির এখনকার সংজ্ঞা হল যে-ধ্বনির উচ্চারণে প্রদত্ত বাধা মুখের ভিতর থেকে বাতাসের নির্গমন পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। চ্-, ছ্-, জ্-, ঝ্-এর ক্ষেত্রে এই বাধা নির্গমন পথকে সম্পূর্ণ বন্ধ করে না [দ্র. ঘৃষ্ট ধ্বনি]। তবে এখনও পর্যন্ত বাংলা ব্যাকরণে দ্বিতীয় মতটি পুরোপুরি গৃহীত হয়নি।

স্পর্শবর্ণ : দ্র. স্পর্শধ্বনি।

স্পর্শব্যঞ্জন : দ্র. স্পর্শধ্বনি।

স্পৃষ্ট ধ্বনি : দ্র. স্পর্শধ্বনি।

স্পৃষ্ট বর্ণ : দ্র. স্পর্শধ্বনি।

স্বকর্তৃত্বজ্ঞাপক সর্বনাম : দ্র. আত্মবোধক সর্বনাম।

স্বতোনাসিক্যীভবন : *নাসিক্য ধ্বনির* সঙ্গে কোনো সংস্রব নেই এমন *শব্দের* উচ্চারণেও *অনুনাসিক ধ্বনি* এসে পড়ার ঘটনা বাংলায় আছে। এইরকম হলে তাকে বলা হয় **স্বতোনাসিক্যীভবন**। ▷কাচ → কাঁচ; পুথি → পুঁথি; হাসি → হাঁসি; হাসপাতাল → হাঁসপাতাল; পেচক → প্যাঁচা; উচ্চ → উঁচু; সপ্তত্রিংশৎ → সাঁইত্রিশ। তবে কাঁচ, পুঁথি, হাঁসি, হাঁসপাতাল এগুলি সিদ্ধ নয়। [দ্র. নাসিক্যীভবন]।

স্বন : দ্র. ধ্বনি।

স্বয়ংসিদ্ধ শব্দ : দ্র. মৌলিক শব্দ; গঠনমূলক শ্রেণিবিভাগ (শব্দের)।

স্বরচিহ্ন : *ব্যঞ্জনধ্বনির* সঙ্গে *স্বরধ্বনি* যুক্ত হলে, তা লেখার সময় *ব্যঞ্জনবর্ণের* সঙ্গে *স্বরবর্ণটিকে* না লিখে স্বরবর্ণের চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এই চিহ্নকেই বলে **স্বরচিহ্ন**। সারণিতে চিহ্নগুলি দেখানো হল।

উ, ঊ, ঋ—এই তিনটির স্বরচিহ্নের একাধিক রূপ আছে। **উ** : ▷ন্তু, স্তু; শু, শু; হু, হু; রু রু। **ঊ** : ▷রূ ; রূ। **ঋ** : ▷কৃ ; হৃ। কিন্তু এখন এদের স্বচ্ছভাবে লেখার রীতিও প্রচলিত হচ্ছে। ▷কু; ন্তু; শু; হু; রু; কূ; রূ; কৃ; হৃ। [দ্র. অক্ষরাত্মক বর্ণ]; [দ্র. পরিশিষ্ট ১]

স্বরতন্ত্রী : গলার ভিতরে নীচের অংশে দুটি পাতলা পর্দা যা পর্যায়ক্রমে খুলে ও বন্ধ হয়ে স্বর উৎপাদন করে তাকে বলে **স্বরতন্ত্রী**। শিশু ও নারীদের স্বরতন্ত্রী মাপে ছোটো হয়, তাই এদের গলার স্বর পাতলা ও সরু হয়। *ঘোষ ধ্বনির* উচ্চারণে স্বরতন্ত্রী ক্রমাগত কেঁপে অনুরণন সৃষ্টি করে—তাই এ ধ্বনির গাম্ভীর্য বেশি হয়।

স্বরধ্বনি : *স্বরতন্ত্রীর* কম্পনে উৎপন্ন যে-*ধ্বনি* মুখের মধ্যে কোনো জায়গায় বাধা না পেয়ে সহজেই উচ্চারিত হতে পারে তা **স্বরধ্বনি**। এক-একটি স্বরধ্বনির উচ্চারণের সময়ে কণ্ঠনালি, ঠোঁট, জিভ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জায়গায় স্থির থাকে। এজন্য স্বরধ্বনিকে টানা যায়—অর্থাৎ অনেকক্ষণ (যতক্ষণ দম থাকে) ধরে উচ্চারণ করা যায়। স্বরধ্বনির লিখিত প্রতীককে বলে *স্বরবর্ণ*।

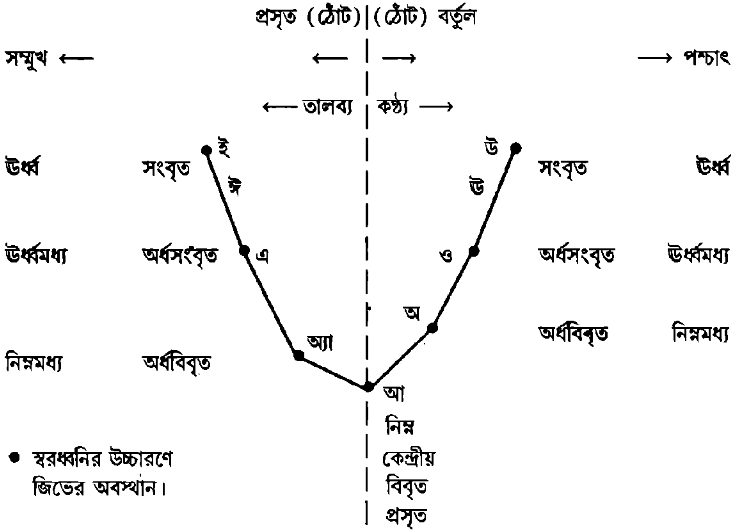
বাংলায় প্রাথমিক স্বরধ্বনি হল—অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা। ঈ, ঊ যথাক্রমে ই, উ-র দীর্ঘস্থায়ী উচ্চারণ সূচিত করে, যদিও বাংলায় দীর্ঘ স্বরের প্রকৃত উচ্চারণ নেই। অন্যদিকে ঐ আর ঔ পৃথক স্বরধ্বনি নয়। এরা যথাক্রমে ও + ই, ও + উ-এর *যৌগিক স্বরধ্বনি*। 'অ্যা' স্বরধ্বনি বাংলায় থাকলেও তার জন্য কোনো পৃথক বর্ণ নেই। অন্যদিকে ঋ স্বরবর্ণটি বাংলায় থাকলেও তার জন্য কোনো বিশেষ উচ্চারণ নেই। [দ্র. স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]।

স্বরধ্বনি	স্বরবর্ণ	স্বরচিহ্ন	নাম
অ	অ	×	×
আ	আ	া	আ-কার
ই	ই	ি	হ্রস্ব ই-কার
ই, ঈ	ঈ	ী	দীর্ঘ ই-কার
উ	উ	ু	হ্রস্ব উ-কার
উ, ঊ	ঊ	ূ	দীর্ঘ উ-কার
রি	ঋ	ৃ	ঋ-কার
এ	এ	ে	এ-কার
ওই	ঐ	ৈ	ওই-কার
ও	ও	ো	ও-কার
ওউ	ঔ	ৌ	ঔ-কার

স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ : *স্বরধ্বনি* উচ্চারণ করার সময়ে ঠোঁটের ফাঁকের আকৃতি ও আয়তন এবং মুখের মধ্যে জিভের অবস্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ করা হয়ে থাকে। **১.** ঠোঁট দুটির ফাঁক যদি গোলাকৃতি হয়, তবে সে-স্বরধ্বনি *বর্তুল* ও *কুঞ্চিত*। ▷অ; ও; উ। আর ফাঁক প্রসারিত হলে সে-স্বরধ্বনি *প্রসৃত*। ▷ই; এ; অ্যা; আ। ২. ফাঁকের আয়তন কম হলে তা *সংবৃত*। ▷ই;

 স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

উ। আর একটু বেশি হলে *অর্ধসংবৃত*। ▷এ; ও। আয়তন বেশি হলে *বিবৃত*। ▷আ। এর থেকে সামান্য কম হলে *অর্ধবিবৃত*। ▷অ্যা। ৩. জিভ সামনের দিকে থাকলে স্বরধ্বনিকে বলা হয় *সম্মুখ স্বরধ্বনি*। ▷ই; এ; অ্যা। মাঝামাঝি জায়গায় থাকলে *কেন্দ্রীয়*। ▷আ। পিছনের দিকে থাকলে *পশ্চাৎ*। ▷উ; ও; অ। ৪. জিভ উপরের দিকে না নীচের দিকে আছে এই বিচারেও চারটে ভাগ আছে। একদম উপরে থাকলে *ঊর্ধ্ব*। ▷ই; উ। তার একটু নীচে *ঊর্ধ্বমধ্য*। ▷এ; ও। একেবারে নীচে থাকলে *নিম্ন*। ▷আ। তার থেকে সামান্য উপরে *নিম্নমধ্য*। ▷অ্যা; অ। ৫. জিভ সামনের *তালুর* দিকে থাকলে স্বরধ্বনিকে বলা হয় *তালব্য*। ▷ই; এ; অ্যা। পিছনের দিকে থাকলে *কণ্ঠ্য*। ▷অ; ও; উ। স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ একরকম ছবির সাহায্যে বোঝানো হয়ে থাকে।



এই চিত্রের অনুসরণ করলে স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ স্পষ্টতর হয়।

	জিভের অবস্থান	ঠোঁটের ফাঁকের আয়তন	সামনে-পিছনে জিভের অবস্থান	ঠোঁটের ফাঁকের আকৃতি	
অ	নিম্নমধ্য	অর্ধবিবৃত	পশ্চাৎ	বর্তুল	কণ্ঠ্য
আ	নিম্ন	বিবৃত	কেন্দ্রীয়	প্রসৃত	
ই, ঈ	ঊর্ধ্ব	সংবৃত	সম্মুখ	প্রসৃত	তালব্য
উ, ঊ	ঊর্ধ্ব	সংবৃত	পশ্চাৎ	বর্তুল	কণ্ঠ্য
এ	ঊর্ধ্বমধ্য	অর্ধসংবৃত	সম্মুখ	প্রসৃত	তালব্য
ও	ঊর্ধ্বমধ্য	অর্ধসংবৃত	পশ্চাৎ	বর্তুল	কণ্ঠ্য
অ্যা	নিম্নমধ্য	অর্ধবিবৃত	সম্মুখ	প্রসৃত	তালব্য

স্বরধ্বনি লোপ : দ্র. ধ্বনি লোপ; আদিস্বর লোপ।

স্বরবর্ণ : স্বরধ্বনির প্রতীক বা লিখিত রূপ হল **স্বরবর্ণ**। বাংলা স্বরবর্ণ : ▷অ; ই; ঈ; উ; ঊ; ঋ; এ; ঐ; ও; ঔ। আগে ঌ, দীর্ঘ-ঌ, এবং দীর্ঘ-ঋ—এই তিনটি স্বরবর্ণও ছিল, কিন্তু ব্যবহারে না থাকায় এগুলি এখন বাংলা *বর্ণমালা* থেকে বর্জিত হয়েছে। বাংলা স্বরবর্ণগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে ব্যবহার করা যায়। কিন্তু *ব্যঞ্জনবর্ণের* সঙ্গে যুক্ত হলে, এদের জন্য পৃথক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, যাদের বলা হয় *স্বরচিহ্ন* [দ্র.]। [দ্র. স্বরধ্বনি; দলাত্মক বর্ণ]।

স্বরভক্তি : উচ্চারণকে সহজ করার জন্য *যুক্তব্যঞ্জনের* মধ্যে যদি কোনো *স্বরধ্বনি* আনা হয়, তবে তাকে বলা হয় **স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ** বা **মধ্যস্বরাগম**। ▷রত্ন → রতন। এখানে ত্ ও ন-এর মাঝখানে একটি অ-ধ্বনি (উচ্চারণে ও-ধ্বনি) এসে গেল। ▷বর্ণ → বরণ; প্রাণ → পরাণ; জন্ম → জনম; বর্ষণ → বরিষন; ভ্রূ → ভুরু; মুক্তা → মুকুতা; তৃপ্ত → তিরপিত। স্বরভক্তিতে অ, উ, এ, ই প্রভৃতি স্বরধ্বনি আসতে পারে। [দ্র. ধ্বনি পরিবর্তন]।

স্বর লোপ : দ্র. ধ্বনি লোপ।

স্বরসংগতি : পর পর দুটি *স্বরধ্বনি* থাকলে, উচ্চারণের সময় তাদের একটি পরিবর্তিত হয়ে অন্যটির মতন হয়ে যায়। একে বলা হয় **স্বরসংগতি** বা **স্বরের উচ্চতাসাম্য**। বস্তুত, **ঊর্ধ্ব** *স্বরধ্বনির* প্রভাবে *নিম্ন* ও *নিম্নমধ্য স্বরধ্বনি* উপরে *ওঠে* অর্থাৎ **ঊর্ধ্ব** হয় [দ্র. স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ]। আবার উলটোটাও হয়। ▷অতি—উচ্চারণে হয় 'ওতি'। প্রথম স্বরধ্বনি 'অ'—*নিম্নমধ্য*, পরেরটি অর্থাৎ 'তি'-র 'ই' *ঊর্ধ্ব*। এর প্রভাবে 'অ' পরিবর্তিত হয়ে 'ও' হচ্ছে, অর্থাৎ নিম্নমধ্য থেকে ঊর্ধ্বমধ্য হচ্ছে, কারণ স্বরধ্বনি 'ও' হল ঊর্ধ্বমধ্য। ▷কবুল-এর 'কোবুল' উচ্চারণের কারণও এই। লক্ষণীয়, আমরা বলি 'গেলে', কিন্তু 'গিলুক'; এইরকম 'মেশে' কিন্তু 'মিশুক', 'দেখি' কিন্তু 'দ্যাখে' (বানান যদিও 'দেখে')। এইসব ক্ষেত্রেও পরবর্তী স্বরধ্বনির সঙ্গে সংগতি রাখার জন্যই আগের স্বরধ্বনির পরিবর্তন হচ্ছে। স্বরসংগতির কারণে কখনো শব্দটাই পরিবর্তিত হয়ে যায়, কিংবা বিকল্প রূপ পায়। ▷হিসাব → হিসেব; মিথ্যা → মিথ্যে; বিদ্যা → বিদ্যে; ধূলি → ধুলো। স্বরসংগতি বাংলা উচ্চারণরীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

স্বরসন্ধি : একটি *স্বরধ্বনির* সঙ্গে অন্য একটা স্বরধ্বনির মিলনকে বলা হয় **স্বরসন্ধি**। [দ্র. সন্ধি]। এই শ্রেণির সন্ধির সাধারণ নিয়মগুলি এইরকম। কয়েকটি উদাহরণ কেবল সংস্কৃত শব্দেই চলে। এইরকম শব্দশেষে (সং) লেখা হয়েছে। *প্রশ্নচিহ্ন* (?) থাকলে বুঝতে হবে যে যথাযোগ্য উদাহরণ পাওয়া যায়নি।

১. অ + অ = আ। ▷দিবস + অন্ত = দিবসান্ত।
২. অ + আ = আ। ▷বিবেক + আনন্দ = বিবেকানন্দ।
৩. অ + ই = এ। ▷পূর্ণ + ইন্দু = পূর্ণেন্দু।
৪. অ + ঈ = এ। ▷ভব + ঈশ = ভবেশ।
৫. অ + উ = ও। ▷দাম + উদর = দামোদর।
৬. অ + ঊ = ও। ▷পর্বত + ঊর্ধ্বে = পর্বতোর্ধ্বে।
৭. অ + ঋ = অর্। ▷দেব + ঋষি = দেবর্ষি। [দ্র. ১২২]।
৮. অ + এ = ঐ। ▷জন + এক = জনৈক।
৯. অ + ঐ = ঐ। ▷মত + ঐক্য = মতৈক্য।
১০. অ + ও = ঔ। ▷বন + ওষধি = বনৌষধি।
১১. অ + ঔ = ঔ। ▷চিত্ত + ঔদাস্য = চিত্তৌদাস্য।
১২. আ + অ = আ। ▷যথা + অর্থ = যথার্থ।
১৩. আ + আ = আ। ▷বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়।

১৪. আ + ই = এ। ▷যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট।
১৫. আ + ঈ = এ। ▷রমা + ঈশ = রমেশ।
১৬. আ + উ = ও। ▷যথা + উচিত = যথোচিত।
১৭. আ + ঊ = ও। ▷মহা + ঊর্মি = মহোর্মি।
১৮. আ + ঋ = অর্। ▷মহা + ঋষি = মহর্ষি। [দ্র. ১২৩]।
১৯. আ + এ = ঐ। ▷তথা + এব = তথৈব।
২০. আ + ঐ = ঐ। ▷মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য।
২১. আ + ও = ঔ। ▷মহা + ওষধি = মহৌষধি।
২২. আ + ঔ = ঔ। ▷মহা + ঔৎসুক্য = মহৌৎসুক্য।
২৩. ই + অ = য। ▷আদি + অন্ত = আদ্যন্ত।
২৪. ই + আ = য। ▷প্রতি + আগমন = প্রত্যাগমন।
২৫. ই + ই = ঈ। ▷রবি + ইন্দ্র = রবীন্দ্র।
২৬. ই + ঈ = ঈ। ▷গিরি + ঈশ = গিরীশ।
২৭. ই + উ = য। ▷অধি + উষিত = অধ্যুষিত।
২৮. ই + ঊ = য। ▷দি + ঊতম্ = দ্যূতম্ (সং)।
২৯. ই + ঋ = য। ▷মুনি + ঋষভঃ = মুন্যৃষভঃ (সং)।
৩০. ই + এ = য। ▷?
৩১. ই + ঐ = য। ▷অতি + ঐশ্বর্য = অত্যৈশ্বর্য।
৩২. ই + ও = য। ▷মুনি + ওকঃ = মুন্যোকঃ (সং)।
৩৩. ই + ঔ = য। ▷অতি + ঔদার্য = অত্যৌদার্য।
৩৪. ঈ + অ = য। ▷নদী + অম্বু = নদ্যম্বু।
৩৫. ঈ + আ = য। ▷দেবী + আগতা = দেব্যাগতা।
৩৬. ঈ + ই = ঈ। ▷সুধী + ইন্দ্র = সুধীন্দ্র।
৩৭. ঈ + ঈ = ঈ। ▷শচী +ঈশ = শচীশ।
৩৮. ঈ + উ = য। ▷নদী + উৎসব = নদ্যুৎসব।
৩৯. ঈ + ঊ = য। ▷শশী + ঊর্ধ্বগঃ = শশ্যোর্ধ্বগঃ (সং)।
৪০. ঈ + ঋ = য। ▷বলী + ঋষভঃ = বল্যৃষভঃ (সং)।
৪১. ঈ + এ = য। ▷গোপী + এষা = গোপ্যেষা (সং)।
৪২. ঈ + ঐ = য। ▷বলী + ঐরাবতঃ = বল্যৈরাবতঃ (সং)।
৪৩. ঈ + ও = য। ▷সরস্বতী + ওঘঃ = সরস্বত্যোঘঃ (সং)।
৪৪. ঈ + ঔ = য। ▷বাণী + ঔচিত্যম্ = বাণ্যৌচিত্যম্ (সং)।
৪৫. উ + অ = ব্। ▷সু + অল্প = স্বল্প।
৪৬. উ + আ = ব্। ▷সু + আগত = স্বাগত।
৪৭. উ + ই = ব্। ▷অনু + ইত = অন্বিত।
৪৮. উ + ঈ = ব্। ▷অনু + ঈক্ষা = অন্বীক্ষা।
৪৯. উ + উ = ঊ। ▷কটু + উক্তি = কটূক্তি।
৫০. উ + ঊ = ঊ। ▷তনু + ঊর্ধ্ব = তনূর্ধ্ব।
৫১. উ + ঋ = ব্। ▷মধু + ঋতে = মধ্বৃতে (সং)।
৫২. উ + এ = ব্। ▷অনু + এষণ = অন্বেষণ।
৫৩. উ + ঐ = ব্। ▷অনু + ঐক্ষিষ্ট = অন্বৈক্ষিষ্ট (সং)।

৫৪. উ + ও = ব্। ▷পচতু + ওদনম্ = পচত্বোদনম্ (সং)।
৫৫. উ + ঔ = ব্। ▷দদাতু + ঔষধম্ = দদাত্বৌষধম্ (সং)।
৫৬. ঊ + অ = ব্। ▷সরযূ + অম্বু = সরয্বম্বু (সং)।
৫৭. ঊ + আ = ব্। ▷বধূ + আদিঃ = বধ্বাদিঃ (সং)।
৫৮. ঊ + ই = ব্। ▷তনূ + ইন্দ্রিয়ম্ = তন্বিন্দ্রিয়ম্ (সং)।
৫৯. ঊ + ঈ = ব্। ▷তনূ + ঈশ্বরঃ = তন্বীশ্বরঃ (সং)।
৬০. ঊ + উ = ঊ। ▷বধূ + উৎসব = বধূৎসব।
৬১. ঊ + ঊ = ঊ। ▷ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব।
৬২. ঊ + ঋ = ব্। ▷?
৬৩. ঊ + এ = ব্। ▷সরযূ + এধিতম্ = সরয্বেধেতিম্ (সং)।
৬৪. ঊ + ঐ = ব্। ▷বধূ + ঐশ্বর্যম্ = বধ্বৈশ্বর্যম্ (সং)।
৬৫. ঊ + ও = ব্। ▷সরযূ + ওঘঃ = সরয্বোঘঃ (সং)।
৬৬. ঊ + ঔ = ব্। ▷বধূ + ঔদার্যম্ = বধ্বৌদার্যম্ (সং)।
৬৭. ঋ + অ = র্। ▷পিতৃ + অনুমতি = পিত্রনুমতি।
৬৮. ঋ + আ = র্। ▷পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়।
৬৯. ঋ + ই = র্। ▷পিতৃ + ইচ্ছা = পিত্রিচ্ছা।
৭০. ঋ + ঈ = র্। ▷পিতৃ + ঈহিতম্ = পিত্রীহিতম্ (সং)।
৭১. ঋ + উ = র্। ▷ভ্রাতৃ + উপদেশ = ভ্রাত্রুপদেশ (সং)।
৭২. ঋ + ঊ = র্। ▷পিতৃ + ঊহঃ = পিত্রূহঃ (সং)।
৭৩. ঋ + ঋ = ঋ। ▷পিতৃ + ঋণ = পিতৄণ → (বাংলায়) পিতৃঋণ।
৭৪. ঋ + এ = র্। ▷পিতৃ + এষণা = পিত্রেষণা (সং)।
৭৫. ঋ + ঐ = র্। ▷পিতৃ + ঐশ্বর্যম্ = পিত্রৈশ্বর্যম্ (সং)।
৭৬. ঋ + ও = র্। ▷?
৭৭. ঋ + ঔ = র্। ▷পিতৃ + ঔদার্যম্ = পিত্রৌদার্যম্ (সং)।
৭৮. এ + অ = অয়্। ▷নে + অন = নয়ন।
৭৯. এ + আ = আয়্। ▷শে + আন = শয়ান।
৮০. এ + ই = অয়্। ▷শে + ইতম্ = শয়িতম্ (সং)।
৮১. এ + ঈ = অয়্। ▷শে + ঈত = শয়ীত (সং)।
৮২. এ + উ = অয়্। ▷?
৮৩. এ + ঊ = অয়্। ▷?
৮৪. এ + ঋ = অয়্। ▷?
৮৫. এ + এ = অয়্। ▷শে + এ = শয়ে (সং)।
৮৬. এ + ঐ = অয়্। ▷শে + ঐ = শয়ৈ (সং)।
৮৭. এ + ও = অয়্। ▷?
৮৮. এ + ঔ = অয়্। ▷?
৮৯. ঐ + অ = আয়্। ▷গৈ + অক = গায়ক।
৯০. ঐ + আ = আয়্। ▷রৈ + আ = রায়া (সং)।
৯১. ঐ + ই = আয়্। ▷রৈ + ই = রায়ি (সং)।
৯২. ঐ + ঈ = আয়্। ▷?
৯৩. ঐ + উ = আয়্। ▷?

৯৪. ঐ + ঊ = আয়্। ▷?
৯৫. ঐ + ঋ = আয়্। ▷?
৯৬. ঐ + এ = আয়্। ▷রৈ + এ = রায়ে (সং)।
৯৭. ঐ + ঐ = আয়্। ▷?
৯৮. ঐ + ও = আয়্। ▷রৈ + ওঃ = রায়োঃ (সং)।
৯৯. ঐ + ঔ = ▷?
১০০. ও + অ = অব্। ▷ভো + অন = ভবন।
১০১. ও + আ = অব্। ▷গো + আদি = গবাদি।
১০২. ও + ই = অব্। ▷পো + ইত্র = পবিত্র।
১০৩. ও + ঈ = অব্। ▷?
১০৪. ও + উ = অব্। ▷?
১০৫. ও + ঊ = অব্। ▷?
১০৬. ও + ঋ = অব্। ▷?
১০৭. ও + এ = অব্। ▷গো + এষণা = গবেষণা।
১০৮. ও + ঐ = অব্। ▷?
১০৯. ও + ও = অব্। ▷গো + ওঃ = গবোঃ (সং)।
১১০. ও + ঔ = অব্। ▷?
১১১. ঔ + অ = আব্। ▷পৌ + অক = পাবক।
১১২. ঔ + আ = আব্। ▷নৌ + আ = নাবা (সং)।
১১৩. ঔ + ই = আব্। ▷নৌ + ইক = নাবিক।
১১৪. ঔ + ঈ = আব্। ▷?
১১৫. ঔ + উ = আব্। ▷ভৌ + উক = ভাবুক।
১১৬. ঔ + ঊ = আব্। ▷?
১১৭. ঔ + ঋ = আব্। ▷?
১১৮. ঔ + এ = আব্। ▷নৌ + এ = নাবে (সং)।
১১৯. ঔ + ঐ = আব্। ▷?
১২০. ঔ + ও = আব্। ▷গ্লৌ + ওঃ = গ্লাবোঃ (সং)।
১২১. ঔ + ঔ = আব্। ▷নৌ + ঔ = নাবৌ (সং)।
১২২. অ + ঋত = আর্ত। ▷শীত + ঋত = শীতার্ত।
১২৩. আ + ঋত = আর্ত। ▷পিপাসা + ঋত = পিপাসার্ত।

কিছু নিয়ম ছাড়া স্বরসন্ধি আছে। তাদের বলা হয় *নিপাতনে সিদ্ধ*। ▷সীমন্ + অন্ত = সীমান্ত, সীমন্ত; মার্ত + অণ্ড = মার্তণ্ড; প্র + ঊঢ় = প্রৌঢ়; স্ব + ঈর = স্বৈর; অক্ষ + ঊহিনী = অক্ষৌহিণী; শুদ্ধ + ওদন = শুদ্ধোদন; গো + অক্ষ = গবাক্ষ; সার + অঙ্গ = সারঙ্গ। এসবই সংস্কৃত নিয়ম। তবে বাংলাতেও চলে। ▷ভোট + অধিকার = ভোটাধিকার; ফিল্ম্ + উৎসব = ফিল্মোৎসব। বাংলা স্বরসন্ধির কয়েকটি উদাহরণ। (ক) অ-কারন্ত শব্দ + এক → পূর্বস্বর লোপ ও পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনে 'এ' যোগ। ▷শত + এক = শতেক; কত + এক = কতেক; চার + এক = চারেক। (খ) জুয়া + চোর = জোচ্চর। [দ্র. ব্যঞ্জনসন্ধি; বাংলা সন্ধি]।

স্বরাগম : দ্র. ধ্বন্যাগম।

স্বরান্ত দল : দ্র. দল; মুক্ত দল।

স্বরান্ত ধাতু : যেসব *ধাতুর শেষে স্বরধ্বনি* থাকে তা-ই **স্বরান্ত ধাতু**। ▷√খা; √পা; √ঘুমা।

স্বরের উচ্চতাসাম্য : দ্র. স্বরসংগতি।

স্বাধীন খণ্ডবাক্য : দ্র. প্রধান খণ্ডবাক্য।

স্বামিত্ব সম্বন্ধ : দ্র. অধিকার সম্বন্ধ।

স্বার্থিক প্রত্যয় : যে-*প্রত্যয়* যোগ করলে, মূল *শব্দটির* অর্থ এবং প্রত্যয়ান্ত শব্দের অর্থের মধ্যে কোনো পার্থক্য হয় না তা-ই **স্বার্থিক প্রত্যয়**। সংস্কৃত প্রত্যয় অ (অণ্), ইক (ঠক্) ও বাংলা প্রত্যয় *আ*, *ই*, উ, ক এই শ্রেণির প্রত্যয়। ▷বন্ধু + অ (অণ্) (স্বার্থে) = বান্ধব। বন্ধু ও বান্ধব শব্দদ্বয়ের অর্থ একই। ▷মুক্তা + ইক্ (ঠক্) = মৌক্তিক। বাংলা প্রত্যয়। ▷চোর + আ = চোরা; জমাট + ই = জমাটি; পিণ্ড + ই = পিণ্ডি; দুষ্ট + উ = দুষ্টু; বাল + ক = বালক; ধনু + ক = ধনুক; ঢোল + ক = ঢোলক।

স্মন্ (স্ম) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'স্ম' থাকে। ▷√সূচ্ + স্ম (স্মন্) = সূক্ষ্ম।

স্য : দ্র. ঙস্; স্যন্।

স্যন্ (স্য) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে 'ন্' বাদ যায়, 'স্য' থাকে। ▷√মদ্ + স্য (স্যন্) = মৎস্য।

স্যমান (স্যমান) : সংস্কৃত *কৃৎপ্রত্যয়*। *ধাতুর* সঙ্গে যোগ হলে এর সবটাই থাকে। ▷√বচ্ + স্যমান = বক্ষ্যমাণ।

হ : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণ* ও হ্-ধ্বনির প্রতীক। এই ধ্বনি *কণ্ঠনালীয়*, *উষ্ম* (প্রশস্ত) ও *ঘোষ*। হ-য়ে *য-ফলা* হলে উচ্চারণ 'জ্' কিংবা 'ঝ্' হয়। ▷সহ্য (সোজ্ঝো); দাহ্য (দাজ্ঝো)। কিন্তু য-ফলার পর *আ-কার* থাকলে এইরকম উচ্চারণ হয় না। ▷হ্যামলেট; হ্যাঙার। (বস্তুত বাংলা কিংবা সংস্কৃত *শব্দে* হ-এ য-ফলার পর আ-কারযুক্ত শব্দ নেই। এগুলি বিদেশি শব্দের প্রতিবর্ণীকরণেই লাগে)। [দ্র. উষ্ম ব্যঞ্জন]। হ-এর সঙ্গে যুক্ত হলে যুক্ত-হওয়া ধ্বনিটিই আগে উচ্চারিত হয়। ▷আহ্লাদ → আল্হাদ্; অহ্ন → অন্হো; আহ্বান → আব্হান → আওভান।

হ্-ধ্বনি লোপ : দ্র. ধ্বনি লোপ।

হর : বাংলায় ব্যবহৃত **ফারসি** *উপসর্গ*। প্রতি অর্থে এই উপসর্গের ব্যবহার আছে। ▷**হররোজ**; **হরবোলা**; **হরদিন**; **হরদম**।

হল্ : দ্র. হসন্ত।

হলন্ত শব্দ : দ্র. হসন্ত।

হসন্ত : বাংলা *ব্যঞ্জনবর্ণের* সঙ্গে *নিহিত স্বরধ্বনি* 'অ' সবসময়েই থাকে। এই অ-কারের লোপ বোঝানোর জন্য যে-চিহ্ন (্) বর্ণের নীচে বসানো হয় তার নাম **হস্চিহ্ন** বা **হসন্ত**। ▷ক্; কোন্; দৃক্পাত। হসন্তযুক্ত *ব্যঞ্জনধ্বনির* নাম **হল্**। শব্দের শেষে হস্চিহ্ন থাকলে তাকে **হলন্ত শব্দ** বলে। ▷দৃক্; হল্। বাংলায় অবশ্য হস্চিহ্ন ছাড়াই বহু শব্দের উচ্চারণ হলন্ত হয়। এমনকী শব্দমধ্যের স্বরধ্বনির লোপের জন্যও সর্বদা হস্চিহ্ন দরকার হয় না। ▷কাজ (কাজ্); কাগজ (কাগোজ্); বাদলা (বাদ্লা); টানটান (টান্টান্)।

হা : বাংলা *উপসর্গ*। নেই কিংবা অভাব অর্থে। ▷হাঘরে; হাভাতে।

হাইফেন : (-) চিহ্ন। একে **পদসংযোগ চিহ্ন** কিংবা **পদবিশ্লেষ চিহ্নও** বলা হয়। হাইফেন *ছেদচিহ্ন* নয়, বরং দুটি পদের মধ্যে সংযোগ সাধন করে। ▷'কাঁপাবে তোমার আলো-বীণার তারে সে'—রবীন্দ্র। ৎ-এর সঙ্গে রেফ যোগ হতে পারে। ৫-এর পর শূন্য বসালে ৫০ হয়। **না-দেখা** ছবি। **না-বলা** কথা।

হেতুবাচক অব্যয় : *সমুচ্চয়ী অব্যয়ের* শ্রেণি-বিশেষ। যে-*অব্যয়* কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্দেশক দুটি

বাক্যকে যোজনা করে, তা-ই **হেতুবাচক অব্যয়** বা **কারণাত্মক অব্যয়**। ▷এত জোরে বৃষ্টি হচ্ছিল **যে** বাইরে যাওয়াই যায়নি। হাতে টাকা ছিল না **বলেই** তখন দাম দিতে পারিনি। এই ত্রিভুজের তিনটি কোণই সমান **কেননা** এটি সমবাহু ত্রিভুজ। দলের সবাই সভাত্যাগ করলেন, **সুতরাং** তাঁকেও যেতে হল।

হেতু সম্বন্ধ : *সম্বন্ধপদটি সম্বন্ধিতের* কারণস্বরূপ হলে, তাকে **হেতু সম্বন্ধ** বলা হয়। ▷**বিদ্যার** অহংকার; **টাকার** গর্ব; **শিক্ষার** অভিমান। বাংলা **না-জানার** গর্ব।

হ্রস্ব স্বর ও দীর্ঘ স্বর : বাংলায় দুটি *স্বরধ্বনির* হ্রস্ব দীর্ঘ রূপ আছে : ই—ঈ; উ—ঊ। কিন্তু উচ্চারণে প্রায় সবই হ্রস্ব, বানানে যাই থাক না কেন। (এই কারণে তৎসম *শব্দ* ছাড়া অন্য শব্দের বানানে ঈ-কার ও ঊ-কার তুলে দেওয়া হচ্ছে)। স্বরধ্বনির হ্রস্বতা কিংবা দৈর্ঘ্যের উপর বাংলা শব্দের অর্থ নির্ভর করে না। তবে, কথাবার্তায় ভাব, নাটকীয়তা, ঝোঁক ইত্যাদির কারণে কোনো কোনো স্বরকে কখনো হ্রস্ব অথবা দীর্ঘ করা হয়। কিন্তু এই জিনিসটি পুরোপুরি বক্তার মনোভাবজাত—কোনো ব্যাকরণের নিয়মে তাকে বাঁধা যায় না। অনেকসময় বিস্তার বা ব্যাপ্তি বোঝাতে স্বর দীর্ঘ হয়। ▷এ—ত জ—ল; এ—ই পরিমা—ণ খাবা—র। অনেকক্ষেত্রে শব্দটির ধ্বনির কারণে দীর্ঘ স্বরের প্রবণতা আসে। ▷উড্ডীন; ঊর্ধ্ব; নীচ। কিন্তু এগুলি যে দীর্ঘ হতেই হবে তা নয়। তাই স্বরধ্বনির হ্রস্বতা অথবা দৈর্ঘ্য বাংলা ব্যাকরণের ক্ষেত্রে বিশেষ প্রাসঙ্গিক নয়। বাংলা স্বরধ্বনি সাধারণত হ্রস্ব—এইরকম বলা যেতে পারে।

পরিশিষ্ট ১

বাংলায় ব্যবহৃত যুক্তবর্ণ

সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ	সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ	সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ
ক+ক	ক্ক	ক্ক	ঙ+ক	ঙ্ক	ঙ্ক	ট+ম	ট্ম	ট্ম
ক+ট	ক্ট	ক্ট	ঙ+ক+র	ঙ্ক্র	ঙ্ক্র	ট+র	ট্র	ট্র
ক+ট+র	ক্ট্র	ক্ট্র	ঙ+ক+ষ	ঙ্ক্ষ	ঙ্ক্ষ			
ক+ত	ক্ত	ক্ত	ঙ+খ	ঙ্খ	ঙ্খ	ড+ড	ড্ড	ড্ড
ক+ত+ব	ক্ত্ব	ক্ত্ব	ঙ+গ	ঙ্গ	ঙ্গ	ড+ব	ড্ব	ড্ব
ক+ত+র	ক্ত্র	ক্ত্র	ঙ+ঘ	ঙ্ঘ	ঙ্ঘ	ড+র	ড্র	ড্র
ক+ন	ক্ন	ক্ন	ঙ+ঘ+র	ঙ্ঘ্র	ঙ্ঘ্র			
ক+ব	ক্ব	ক্ব	ঙ+ব	ঙ্ব	ঙ্ব	ড়+গ	ড়্গ	ড়্গ
ক+ম	ক্ম	ক্ম	ঙ+ম	ঙ্ম	ঙ্ম	ঢ+র	ঢ্র	ঢ্র
ক+র	ক্র	ক্র						
ক+ল	ক্ল	ক্ল	চ+চ	চ্চ	চ্চ	ণ+ট	ণ্ট	ণ্ট
ক+ষ	ক্ষ	ক্ষ	চ+ছ	চ্ছ	চ্ছ	ণ+ঠ	ণ্ঠ	ণ্ঠ
ক+ষ+ণ	ক্ষ্ণ	ক্ষ্ণ	চ+ছ+ব	চ্ছ্ব	চ্ছ্ব	ণ+ড	ণ্ড	ণ্ড
ক+ষ+ব	ক্ষ্ব	ক্ষ্ব	চ+ছ+র	চ্ছ্র	চ্ছ্র	ণ+ড+র	ণ্ড্র	ণ্ড্র
ক+ষ+ম	ক্ষ্ম	ক্ষ্ম	চ+ঞ	চ্ঞ	চ্ঞ	ণ+ঢ	ণ্ঢ	ণ্ঢ
ক+স	ক্স	ক্স	চ+ব	চ্ব	চ্ব	ণ+ণ	ণ্ণ	ণ্ণ
						ণ+ব	ণ্ব	ণ্ব
খ+র	খ্র	খ্র	জ+জ	জ্জ	জ্জ	ণ+ম	ণ্ম	ণ্ম
			জ+জ+ব	জ্জ্ব	জ্জ্ব			
গ+গ	গ্গ	গ্গ	জ+ঝ	জ্ঝ	জ্ঝ	ত+ত	ত্ত	ত্ত
গ+ণ	গ্ণ	গ্ণ	জ+ঞ	জ্ঞ	জ্ঞ	ত+ত+ব	ত্ত্ব	ত্ত্ব
গ+দ	গ্দ	গ্দ	জ+ব	জ্ব	জ্ব	ত+থ	ত্থ	ত্থ
গ+ধ	গ্ধ	গ্ধ	জ+র	জ্র	জ্র	ত+ন	ত্ন	ত্ন
গ+ধ+র	গ্ধ্র	গ্ধ্র				ত+ব	ত্ব	ত্ব
গ+ন	গ্ন	গ্ন	ঞ+চ	ঞ্চ,ঞ্চ	ঞ্চ	ত+ম	ত্ম	ত্ম
গ+ব	গ্ব	গ্ব	ঞ+ছ	ঞ্ছ,ঞ্ছ	ঞ্ছ	ত+র	ত্র	ত্র
গ+ম	গ্ম	গ্ম	ঞ+জ	ঞ্জ,ঞ্জ	ঞ্জ			
গ+র	গ্র	গ্র	ঞ+ঝ	ঞ্ঝ	ঞ্ঝ	থ+ব	থ্ব	থ্ব
গ+ল	গ্ল	গ্ল				থ+র	থ্র	থ্র
ঘ+ন	ঘ্ন	ঘ্ন	ট+ট	ট্ট	ট্ট			
ঘ+র	ঘ্র	ঘ্র	ট+ব	ট্ব	ট্ব	দ+গ	দ্গ	দ্গ

সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ	সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ	সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ
দ+ঘ	দ্ঘ	দ্ঘ	প+ত	প্ত	প্ত	ল+ঘ	ল্ঘ	ল্ঘ
দ+দ	দ্দ	দ্দ	প+ন	প্ন	প্ন	ল+ট	ল্ট	ল্ট
দ+দ+ব	দ্দ্ব	দ্দ্ব	প+প	প্প	প্প	ল+ড	ল্ড	ল্ড
দ+ধ	দ্ধ	দ্ধ	প+র	প্র	প্র	ল+প	ল্প	ল্প
দ+ধ+র	দ্ধ্র	দ্ধ্র	প+ল	প্ল	প্ল	ল+ফ	ল্ফ	ল্ফ
দ+ব	দ্ব	দ্ব	প+স	প্স	প্স	ল+ব	ল্ব	ল্ব
দ+ভ	দ্ভ	দ্ভ				ল+ম	ল্ম	ল্ম
দ+ভ+র	দ্ভ্র	দ্ভ্র	ফ+র	ফ্র	ফ্র	ল+ল	ল্ল	ল্ল
দ+ম	দ্ম	দ্ম	ফ+ল	ফ্ল	ফ্ল			
দ+র	দ্র	দ্র				শ+চ	শ্চ	শ্চ
			ব+জ	ব্জ	ব্জ	শ+ছ	শ্ছ	শ্ছ
ধ+ন	ধ্ন	ধ্ন	ব+দ	ব্দ	ব্দ	শ+ন	শ্ন	শ্ন
ধ+ব	ধ্ব	ধ্ব	ব+ধ	ব্ধ	ব্ধ	শ+ব	শ্ব	শ্ব
ধ+ম	ধ্ম	ধ্ম	ব+ব	ব্ব	ব্ব	শ+ম	শ্ম	শ্ম
ধ+র	ধ্র	ধ্র	ব+র	ব্র	ব্র	শ+র	শ্র	শ্র
			ব+ল	ব্ল	ব্ল	শ+ল	শ্ল	শ্ল
ন+ট	ন্ট	ন্ট						
ন+ট+র	ন্ট্র	ন্ট্র	ভ+ব	ভ্ব	ভ্ব	ষ+ক	ষ্ক	ষ্ক
ন+ঠ	ন্ঠ	ন্ঠ	ভ+র	ভ্র	ভ্র	ষ+ক+র	ষ্ক্র	ষ্ক্র
ন+ড	ন্ড	ন্ড	ভ+ল	ভ্ল	ভ্ল	ষ+ট	ষ্ট	ষ্ট
ন+ড+র	ন্ড্র	ন্ড্র				ষ+ট+র	ষ্ট্র	ষ্ট্র
ন+ত	ন্ত	ন্ত	ম+ন	ম্ন	ম্ন	ষ+ঠ	ষ্ঠ	ষ্ঠ
ন+ত+ব	ন্ত্ব	ন্ত্ব	ম+প	ম্প	ম্প	ষ+ণ	ষ্ণ	ষ্ণ
ন+ত+র	ন্ত্র	ন্ত্র	ম+প+র	ম্প্র	ম্প্র	ষ+প	ষ্প	ষ্প
ন+থ	ন্থ	ন্থ	ম+ফ	ম্ফ	ম্ফ	ষ+প+র	ষ্প্র	ষ্প্র
ন+থ+র	ন্থ্র	ন্থ্র	ম+ব	ম্ব	ম্ব			
ন+দ	ন্দ	ন্দ	ম+ব+র	ম্ব্র	ম্ব্র	ষ+ফ	ষ্ফ	ষ্ফ
ন+দ+ব	ন্দ্ব	ন্দ্ব	ম+ভ	ম্ভ	ম্ভ	ষ+ব	ষ্ব	ষ্ব
ন+দ+র	ন্দ্র	ন্দ্র	ম+ভ+র	ম্ভ্র	ম্ভ্র	ষ+ম	ষ্ম	ষ্ম
ন+ধ	ন্ধ	ন্ধ	ম+ম	ম্ম	ম্ম			
ন+ধ+র	ন্ধ্র	ন্ধ্র	ম+র	ম্র	ম্র	স+ক	স্ক	স্ক
ন+ন	ন্ন	ন্ন	ম+ল	ম্ল	ম্ল	স+ক+র	স্ক্র	স্ক্র
ন+ব	ন্ব	ন্ব				স+খ	স্খ	স্খ
ন+ম	ন্ম	ন্ম	য + ব	য্ব	য্ব	স+ট	স্ট	স্ট
ন+স	ন্স	ন্স				স+ট+র	স্ট্র	স্ট্র
			ল+ক	ল্ক	ল্ক	স+ত	স্ত	স্ত
প+ট	প্ট	প্ট	ল+গ	ল্গ	ল্গ	স+ত+ব	স্ত্ব	স্ত্ব

সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ	সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ	সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ
স+ত+র	স্ত্র	স্ত্র	স+ফ	স্ফ	স্ফ	হ+ণ	হ্ণ	হ্ণ
স+থ	স্থ	স্থ	স+ব	স্ব	স্ব	হ+ন	হ্ন	হ্ন
স+ন	স্ন	স্ন	স+ম	স্ম	স্ম	হ+ব	হ্ব,হ্ব	হ্ব,হ্ব
স+প	স্প	স্প	স+র	স্র	স্র	হ+ম	হ্ম	হ্ম
স+প+র	স্প্র	স্প্র	স+ল	স্ল	স্ল	হ+র	হ্র	হ্র
স+প+ল	স্প্ল	স্প্ল	স+স	স্স	×	হ+ল	হ্ল	হ্ল

কয়েকটি উ-কার, ঊ-কার ও ঋ-কার-এর দুই রীতিতে ভিন্ন রূপ

সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ	সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ	সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ
গ+উ	গু	গু	র+উ	রু	রু	হ+উ	হু	হু
শ+উ	শু	শু	র+ঊ	রূ	রূ	হ+ঋ	হৃ	হৃ

যুক্তবর্ণের সঙ্গে উ-কার, ঊ-কার ও ঋ-কার-এর দুই রীতির রূপ

সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ	সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ	সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ
ক+ক+উ	ক্কু	ক্কু	গ+র+ঊ	গ্রূ	গ্রূ	জ+য+উ	জ্যু	জ্যু
ক+ক+ঋ	ক্কৃ	ক্কৃ	গ+ল+উ	গ্লু	গ্লু			
ক+ত+উ	ক্তু	ক্তু				ঞ+চ+উ	ঞ্চু,ঞ্চু	ঞ্চু
ক+ত+ঋ	ক্তৃ	ক্তৃ	ঙ+ক+উ	ঙ্কু	ঙ্কু	ঞ+ছ+উ	ঞ্ছু,ঞ্ছু	ঞ্ছু
ক+ন+উ	ক্নু	ক্নু	ঙ+ক+ঋ	ঙ্কৃ	ঙ্কৃ	ঞ+জ+উ	ঞ্জু,ঞ্জু	ঞ্জু
ক+য+উ	ক্যু	ক্যু	ঙ+খ+উ	ঙ্খু	ঙ্খু			
ক+র+উ	ক্রু	ক্রু	ঙ+গ+উ	ঙ্গু	ঙ্গু	ট+ট+উ	ট্টু	ট্টু
ক+র+ঊ	ক্রূ	ক্রূ	ঙ+ম+উ	ঙ্মু	ঙ্মু	ট+র+উ	ট্রু	ট্রু
ক+ল+উ	ক্লু	ক্লু	ঙ+ম+ঊ	ঙ্মূ	ঙ্মূ			
ক+ষ+উ	ক্ষু	ক্ষু				ড+ড+উ	ড্ডু	ড্ডু
			চ+চ+উ	চ্চু	চ্চু	ড+য+উ	ড্যু	ড্যু
খ+য+উ	খ্যু	খ্যু	চ+ছ+উ	চ্ছু	চ্ছু	ড+র+উ	ড্রু	ড্রু
খ+র+উ	খ্রু	খ্রু	চ+ছ+ঋ	চ্ছৃ	চ্ছৃ			
			চ+য+উ	চ্যু	চ্যু	ড়+উ	ড়ু	ড়ু
গ+গ+উ	গ্গু	গ্গু	চ+য+ঊ	চ্যূ	চ্যূ			
গ+ন+উ	গ্নু	গ্নু				ণ+ট+উ	ণ্টু	ণ্টু
গ+ন+য+উ	গ্ন্যু	গ্ন্যু	জ+জ+উ	জ্জু	জ্জু	ণ+ড+উ	ণ্ডু	ণ্ডু
গ+র+উ	গ্রু	গ্রু	জ+জ+ঊ	জ্জূ	জ্জূ	ণ+ড+ঊ	ণ্ডূ	ণ্ডূ

সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ	সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ	সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ
ত+ত+উ	ত্তু	ত্তু	ন+ন+উ	ন্নু	ন্নু	ম+ম+ঊ	ম্মূ	ম্মূ
ত+ত+য+উ	ত্ত্যু	ত্ত্যু	ন+ম+উ	ন্মু	ন্মু	ম+য+উ	ম্যু	ম্যু
ত+থ+উ	ত্থু	ত্থু	ন+ম+ঊ	ন্মূ	ন্মূ	ম+র+উ	ম্রু	ম্রু
ত+য+উ	ত্যু	ত্যু	ন+য+উ	ন্যু	ন্যু			
ত+য+ঊ	ত্যূ	ত্যূ	ন+য+ঊ	ন্যূ	ন্যূ	ল+গ+উ	ল্গু	ল্গু
ত+র+উ	ত্রু	ত্রু	ন+স+উ	ন্সু	ন্সু	ল+ট+উ	ল্টু	ল্টু
ত+র+ঊ	ত্রূ	ত্রূ				ল+য+উ	ল্যু	ল্যু
			প+প+উ	প্পু	প্পু	ল+ল+উ	ল্লু	ল্লু
থ+য+উ	থ্যু	থ্যু	প+র+উ	প্রু	প্রু			
থ+র+উ	থ্রু	থ্রু	প+র+ঊ	প্রূ	প্রূ	শ+চ+উ	শ্চু	শ্চু
			প+ল+উ	প্লু	প্লু	শ+ন+উ	শ্নু	শ্নু
দ+দ+উ	দ্দু	দ্দু	প+স+উ	প্সু	প্সু	শ+য+উ	শ্যু	শ্যু
দ+দ+ঊ	দ্দূ	দ্দূ	প+স+ঊ	প্সূ	প্সূ	শ+র+উ	শ্রু	শ্রু
দ+ধ+উ	দ্ধু	দ্ধু				শ+র+ঊ	শ্রূ	শ্রূ
দ+ধ+ঋ	দ্ধৃ	দ্ধৃ	ফ+র+উ	ফ্রু	ফ্রু	শ+ল+উ	শ্লু	শ্লু
দ+ভ+উ	দ্ভু	দ্ভু	ফ+ল+উ	ফ্লু	ফ্লু			
দ+ভ+ঊ	দ্ভূ	দ্ভূ				ষ+ক+উ	ষ্কু	ষ্কু
দ+য+উ	দ্যু	দ্যু	ব+ধ+উ	ব্ধু	ব্ধু	ষ+ক+ঊ	ষ্কূ	ষ্কূ
দ+য+ঊ	দ্যূ	দ্যূ	ব+য+উ	ব্যু	ব্যু	ষ+ক+ঋ	ষ্কৃ	ষ্কৃ
দ+র+উ	দ্রু	দ্রু	ব+য+ঊ	ব্যূ	ব্যূ	ষ+ট+উ	ষ্টু	ষ্টু
দ+র+ঊ	দ্রূ	দ্রূ	ব+র+উ	ব্রু	ব্রু	ষ+ট+ঊ	ষ্টূ	ষ্টূ
			ব+র+ঊ	ব্রূ	ব্রূ	ষ+ঠ+উ	ষ্ঠু	ষ্ঠু
ধ+ন+উ	ধ্নু	ধ্নু	ব+ল+উ	ব্লু	ব্লু	ষ+ণ+উ	ষ্ণু	ষ্ণু
ধ+ব+উ	ধ্বু	ধ্বু				ষ+ণ+ঊ	ষ্ণূ	ষ্ণূ
ধ+র+উ	ধ্রু	ধ্রু	ভ+য+উ	ভ্যু	ভ্যু	ষ+প+উ	ষ্পু	ষ্পু
ধ+র+ঊ	ধ্রূ	ধ্রূ	ভ+য+ঊ	ভ্যূ	ভ্যূ	ষ+প+ঊ	ষ্পূ	ষ্পূ
			ভ+র+উ	ভ্রু	ভ্রু	ষ+প+র+উ	ষ্প্রু	ষ্প্রু
ন+ট+উ	ন্টু	ন্টু	ভ+র+ঊ	ভ্রূ	ভ্রূ	ষ+ব+উ	ষ্বু	ষ্বু
ন+ঠ+উ	ন্ঠু	ন্ঠু						
ন+ড+উ	ন্ডু	ন্ডু	ম+প+উ	ম্পু	ম্পু	স+ক+উ	স্কু	স্কু
ন+ড+র+উ	ন্ড্রু	ন্ড্রু	ম+প+ঊ	ম্পূ	ম্পূ	স+ক+ঋ	স্কৃ	স্কৃ
ন+ত+উ	ন্তু	ন্তু,ন্তু	ম+প+ঋ	ম্পৃ	ম্পৃ	স+ক+র+উ	স্ক্রু	স্ক্রু
ন+থ+উ	ন্থু	ন্থু	ম+ব+উ	ম্বু	ম্বু	স+ট+উ	স্টু	স্টু
ন+দ+উ	ন্দু	ন্দু	ম+ব+ঊ	ম্বূ	ম্বূ	স+ট+র+উ	স্ট্রু	স্ট্রু
ন+দ+র+উ	ন্দ্রু	ন্দ্রু	ম+ভ+উ	ম্ভু	ম্ভু	স+ত+উ	স্তু	স্তু,স্তু
ন+ধ+উ	ন্ধু	ন্ধু	ম+ভ+ঊ	ম্ভূ	ম্ভূ	স+ত+ঊ	স্তূ	স্তূ
ন+ধ+ঊ	ন্ধূ	ন্ধূ	ম+ম+উ	ম্মু	ম্মু	স+ত+ঋ	স্তৃ	স্তৃ

সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ	সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ	সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ
স+থ+উ	স্থু	স্থু	স+প+র+উ	স্প্রু	স্প্রু	স+র+উ	স্রু	স্রু
স+থ+ঊ	স্থূ	স্থূ	স+ফ+উ	স্ফু	স্ফু	স+ল+উ	স্লু	স্লু
স+ন+উ	স্নু	স্নু	স+ফ+ঊ	স্ফূ	স্ফূ			
স+প+উ	স্পু	স্পু	স+ম+ঋ	স্মৃ	স্মৃ	হ+ন+উ	হ্নু	হ্নু
স+প+ঊ	স্পূ	স্পূ	স+য+উ	স্যু	স্যু			
স+প+ঋ	স্পৃ	স্পৃ	স+য+ঊ	স্যূ	স্যূ			

য-ফলা

সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ	সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ	সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ
ক+য	ক্য	ক্য	ঢ+য	ঢ্য	ঢ্য	প+য	প্য	প্য
ক+ষ+য	ক্ষ্য	ক্ষ্য	ণ+ঠ+য	ণ্ঠ্য	ণ্ঠ্য	ফ+য	ফ্য	ফ্য
ক+ষ+ম+য	ক্ষ্ম্য	ক্ষ্ম্য	ণ+ড+য	ণ্ড্য	ণ্ড্য	ব+য	ব্য	ব্য
খ+য	খ্য	খ্য	ণ+য	ণ্য	ণ্য	ভ+য	ভ্য	ভ্য
গ+ধ+য	গ্ধ্য	গ্ধ্য	ত+ত+য	ত্ত্য	ত্ত্য	ম+প+য	ম্প্য	ম্প্য
গ+ন+য	গ্ন্য	গ্ন্য	ত+ম+য	ত্ম্য	ত্ম্য	ম+য	ম্য	ম্য
গ+য	গ্য	গ্য	ত+য	ত্য	ত্য	য+য	য্য	য্য
গ+র+য	গ্র্য	গ্র্য	ত+র+য	ত্র্য	ত্র্য	ল+ক+য	ল্ক্য	ল্ক্য
ঘ+য	ঘ্য	ঘ্য	থ+য	থ্য	থ্য	ল+য	ল্য	ল্য
ঘ+র+য	ঘ্র্য	ঘ্র্য	দ+ধ+য	দ্ধ্য	দ্ধ্য	শ+য	শ্য	শ্য
ঙ+ক+য	ঙ্ক্য	ঙ্ক্য	দ+ব+য	দ্ব্য	দ্ব্য	ষ+ট+য	ষ্ট্য	ষ্ট্য
ঙ+ক+ষ+য	ঙ্ক্ষ্য	ঙ্ক্ষ্য	দ+য	দ্য	দ্য	ষ+ঠ+য	ষ্ঠ্য	ষ্ঠ্য
ঙ+খ+য	ঙ্খ্য	ঙ্খ্য	দ+র+য	দ্র্য	দ্র্য	ষ+ণ+য	ষ্ণ্য	ষ্ণ্য
ঙ+গ+য	ঙ্গ্য	ঙ্গ্য	ধ+য	ধ্য	ধ্য	ষ+য	ষ্য	ষ্য
ঙ+ঘ+য	ঙ্ঘ্য	ঙ্ঘ্য	ন+য	ন্য	ন্য	স+ত+য	স্ত্য	স্ত্য
চ+য	চ্য	চ্য	ন+ত+য	ন্ত্য	ন্ত্য	স+থ+য	স্থ্য	স্থ্য
জ+য	জ্য	জ্য	ন+ত+র+য	ন্ত্র্য	ন্ত্র্য	স+য	স্য	স্য
ট+য	ট্য	ট্য	ন+দ+য	ন্দ্য	ন্দ্য	হ+য	হ্য	হ্য
ঠ+য	ঠ্য	ঠ্য	ন+দ+র+য	ন্দ্র্য	ন্দ্র্য			
ড+য	ড্য	ড্য	ন+ধ+য	ন্ধ্য	ন্ধ্য			
			ন+ন+য	ন্ন্য	ন্ন্য			

রেফ: বাংলায় প্রায় সব বর্ণ ও যুক্তবর্ণের সঙ্গে রেফ হতে পারে। এমনকী, রেফযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ও যুক্তবর্ণের সঙ্গে উ-কার, ঊ-কার এবং ঋ-কারও হতে পারে। এইরকম একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল।

সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ	সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ	সংযোজ্য বর্ণ	স্বচ্ছ রূপ	প্রথাগত রূপ
র+ঋ	র্ঋ	র্ঋ	র+ড+য	র্ড্য	র্ড্য	র+ফ	র্ফ	র্ফ
র+ক	র্ক	র্ক	র+ঢ	র্ঢ	র্ঢ	র+ব	র্ব	র্ব
র+ক+উ	র্কু	র্কু	র+ঢ+য	র্ঢ্য	র্ঢ্য	র+ব+উ	র্বু	র্বু
র+ক+য	র্ক্য	র্ক্য	র+ণ	র্ণ	র্ণ	র+ব+ঊ	র্বূ	র্বূ
র+ক্ষ	র্ক্ষ	র্ক্ষ	র+ণ+য	র্ণ্য	র্ণ্য	র+ব+ঋ	র্বৃ	র্বৃ
র+খ	র্খ	র্খ	র+ত	র্ত	র্ত	র+ব+য	র্ব্য	র্ব্য
র+খ+য	র্খ্য	র্খ্য	র+ত+উ	র্তু	র্তু	র+ভ	র্ভ	র্ভ
র+গ	র্গ	র্গ	র+ত+ঊ	র্তূ	র্তূ	র+ভ+উ	র্ভু	র্ভু
র+গ+উ	র্গু	র্গু	র+ত+ঋ	র্তৃ	র্তৃ	র+ভ+ঊ	র্ভূ	র্ভূ
র+গ+ঊ	র্গূ	র্গূ	র+ৎ	র্ৎ	র্ৎ	র+ভ+ঋ	র্ভৃ	র্ভৃ
র+গ+য	র্গ্য	র্গ্য	র+ত+য	র্ত্য	র্ত্য	র+ভ+য	র্ভ্য	র্ভ্য
র+ঘ	র্ঘ	র্ঘ	র+ত+র	র্ত্র	র্ত্র	র+ম	র্ম	র্ম
র+ঘ+উ	র্ঘু	র্ঘু	র+থ	র্থ	র্থ	র+ম+উ	র্মু	র্মু
র+ঘ+ঊ	র্ঘূ	র্ঘূ	র+থ+য	র্থ্য	র্থ্য	র+ম+ঊ	র্মূ	র্মূ
র+ঘ+ঋ	র্ঘৃ	র্ঘৃ	র+দ	র্দ	র্দ	র+ম+য	র্ম্য	র্ম্য
র+ঘ+য	র্ঘ্য	র্ঘ্য	র+দ+উ	র্দু	র্দু	র+য	র্য	র্য
র+ঙ+গ	র্ঙ্গ	র্ঙ্গ	র+দ+ঊ	র্দূ	র্দূ	র+য+উ	র্যু	র্যু
র+চ	র্চ	র্চ	র+দ+ঋ	র্দৃ	র্দৃ	র+য+ঊ	র্যূ	র্যূ
র+চ+য	র্চ্য	র্চ্য	র+দ+য	র্দ্য	র্দ্য	র+ল	র্ল	র্ল
র+ছ	র্ছ	র্ছ	র+দ+র	র্দ্র	র্দ্র	র+শ	র্শ	র্শ
র+ছ+য	র্ছ্য	র্ছ্য	র+ধ	র্ধ	র্ধ	র+শ+য	র্শ্য	র্শ্য
র+জ	র্জ	র্জ	র+ধ+য	র্ধ্য	র্ধ্য	র+ষ	র্ষ	র্ষ
র+জ+উ	র্জু	র্জু	র+ন	র্ন	র্ন	র+ষ+ণ	র্ষ্ণ	র্ষ্ণ
র+জ+ঊ	র্জূ	র্জূ	র+ন+য	র্ন্য	র্ন্য	র+ষ+ণ+য	র্ষ্ণ্য	র্ষ্ণ্য
র+জ+য	র্জ্য	র্জ্য	র+ন+ত	র্ন্ত	র্ন্ত	র+ষ+য	র্ষ্য	র্ষ্য
র+ঝ	র্ঝ	র্ঝ	র+প	র্প	র্প	র+স	র্স	র্স
র+ট	র্ট	র্ট	র+প+উ	র্পু	র্পু	র+স+য	র্স্য	র্স্য
র+ট+য	র্ট্য	র্ট্য	র+প+ঊ	র্পূ	র্পূ	র+হ	র্হ	র্হ
র+ঠ	র্ঠ	র্ঠ	র+প+য	র্প্য	র্প্য	র+হ+য	র্হ্য	র্হ্য
র+ড	র্ড	র্ড						

পরিশিষ্ট ২ক
পদান্তরীকরণ
বিশেষ্য থেকে বিশেষণ

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
অংশ	আংশিক	অপসারণ	অপসারিত	অশক্তি	অশক্ত
অংশু	অংশুল	অপাবরণ	অপাবৃত	অশন	অশিত
অংস	অংসল	অপেক্ষা	আপেক্ষিক	অশাস্ত্র	অশাস্ত্রীয়
অকথন	অকথিত	অবক্ষেপ	অবক্ষিপ্ত	অশিক্ষা	অশিক্ষিত
অকরণ	অকরণীয়	অবগতি	অবগত	অশ্রদ্ধা	অশ্রদ্ধেয়
অকল্যাণ	অকল্যাণকর	অবগুণ্ঠন	অবগুণ্ঠিত	অহংকার	অহংকৃত
অকস্মাৎ	আকস্মিক	অবচেতনা	অবচেতন	অহিংসা	অহিংস
অকাল	অকালীন	অবচ্ছেদ	অবচ্ছিন্ন	আইন	আইনি
অক্ষর	আক্ষরিক	অবজ্ঞা	অবজ্ঞেয়	আকর্ষণ	আকৃষ্ট
অক্ষি	অক্ষীয়	অবতরণ	অবতীর্ণ	আক্রমণ	আক্রান্ত
অক্ষোভ	অক্ষুব্ধ	অবদমন	অবদমিত	আখ	এখো
অগ্নি	আগ্নেয়	অবধান	অবহিত	আঘাত	আহত
অঙ্ক	অঙ্কীয়	অবধারণ	অবধারিত	আঘ্রাণ	আঘ্রাত
অঙ্কন	অঙ্কিত	অবসর	অবসৃত	আচরণ	আচরিত
অণু	আণব, আণবিক	অবসাদ	অবসন্ন	আচ্ছাদন	আচ্ছাদিত
অতল	অতলান্তিক	অবসান	অবসিত	আঠা	আঠালো
অতিবাহন	অতিবাহিত	অভিগম	অভিগম্য	আতপ	আতপ্ত
অধর্ম	অধার্মিক; অধর্ম্য	অভিনন্দন	অভিনন্দিত	আতশ	আতশি
অধিকার	অধিকৃত	অভিনয়	অভিনীত	আত্ম	আত্মিক
অধ্যয়ন	অধীত	অভিনিবেশ	অভিনিবিষ্ট	আদর	আদৃত; আদুরে
অনুধ্যান	অনুধ্যাত	অভিপ্রায়	অভিপ্রেত	আদেশ	আদিষ্ট
অনুপ্রাণনা	অনুপ্রাণিত	অভিব্যক্তি	অভিব্যক্ত	আধার	আধেয়
অনুপ্রেরণা	অনুপ্রেরিত	অভিযোগ	অভিযুক্ত	আধ্মান	আধ্মাত
অনুবাদ	অনূদিত	অভিলাষ	অভিলষিত	আনতি	আনত
অনুমান	আনুমানিক	অভিষেক	অভিষিক্ত	আনন্দ	আনন্দিত
অনুমান	অনুমেয়	অভ্যাস	অভ্যস্ত	আনমন	আনমিত
অনুরাগ	অনুরক্ত	অভ্যুত্থান	অভ্যুত্থিত	আনয়ন	আনীত
অনুষঙ্গ	আনুষঙ্গিক	অভ্যুদয়	অভ্যুদিত	আনুকূল্য	অনুকূল
অনুষ্ঠান	অনুষ্ঠিত	অমনোযোগ	অমনোযোগী	আন্দোলন	আন্দোলিত
অন্ত	অন্ত্য	অর্চনা	অর্চিত	আপতন	আপতিত
অন্তর	আন্তরিক	অর্থ	আর্থিক	আপ্যায়ন	আপ্যায়িত
অন্বয়	অন্বিত; অন্বয়ী	অর্পণ	অর্পিত	আপ্লুতি	আপ্লুত
অপকার	অপকারী	অলংকার	অলংকৃত	আবদার	আবদেরে
অপসরণ	অপসৃত	অলক্ষ	অলক্ষ্য	আবরণ	আবৃত

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
আবাদ	আবাদি	ঈক্ষণ	ঈক্ষিত	উদ্‌গম	উদ্‌গত
আবিষ্কার	আবিষ্কৃত	ঈক্ষু	ঐক্ষব	উদ্‌গিরণ	উদ্‌গীর্ণ
আবেশ	আবিষ্ট	ঈক্ষ্বাকু	ঐক্ষ্বাকু	উদ্‌ঘাটন	উদ্‌ঘাটিত
আমন্ত্রণ	আমন্ত্রিত	ঈপ্সা	ঈপ্সিত	উদ্‌বেগ	উদ্‌বিগ্ন
আমির	আমিরি	ঈর্ষা	ঈর্ষালু	উদয়	উদিত
আমোদ	আমোদিত	ঈশ	ঐশ ; ঐশী	উদর	ঔদরিক
আয়েশ	আয়েশি	ঈশানী	ঐশানী	উদাহরণ	উদাহৃত
আয়োজন	আয়োজিত	ঈশ্বর	ঐশ্বরিক	উদীচী	উদীচ্য
আরম্ভ	আরব্ধ	উক্তি	উক্ত	উদীরণ	উদীরিত
আরাধনা	আরাধ্য	উচ্চশিক্ষা	উচ্চশিক্ষিত	উদ্দেশ	উদ্দিষ্ট
আরোপ	আরোপিত	উচ্চাভিলাষ	উচ্চাভিলাষী	উদ্ধার,উদ্ধরণ	উদ্ধৃত,উদ্ধার্য
আরোহণ	আরূঢ়	উচ্চারণ	উচ্চারিত,উচ্চার্য	উদ্ভব	উদ্ভূত
আলাপন	আলাপিত	উচ্ছেদ	উচ্ছেদ্য	উদ্ভাবন	উদ্ভাবিত
আলোক	আলোকিত	উচ্ছেদন	উচ্ছেদিত	উদ্ভাস,উদ্ভাসন	উদ্ভাসিত
আলোচনা	আলোচিত	উচ্ছ্বাস	উচ্ছ্বসিত	উদ্ভিদ	ঔদ্ভিদ,উদ্ভিজ্জ
আশঙ্কা	আশঙ্কিত	উচ্ছ্রায়	উচ্ছ্রিত	উদ্ভেদ	উদ্ভিন্ন
আশমান	আশমানি	উজান	উজানি	উদ্ভ্রম	উদ্ভ্রান্ত
আশা	আশান্বিত	উঠন	উঠন্ত,উঠতি	উদ্যম	উদ্যত
আশীর্বাদ	আশীর্বাদি	উড্ডয়ন	উড্ডীন	উদ্যোগ	উদ্যোক্তা
আশ্বাস	আশ্বস্ত	উড়ান	উড়ন্ত,উড়তি	উন্নতি	উন্নত
আশ্রয়	আশ্রিত	উৎকণ্ঠা	উৎকণ্ঠিত	উন্নয়ন	উন্নীত
আশ্লেষ	আশ্লিষ্ট	উৎকর্ষ	উৎকৃষ্ট	উন্মান	উন্মিত
আষাঢ়	আষাঢ়ে	উৎকিরণ	উৎকীর্ণ	উন্মীলন	উন্মীলিত
আসক্তি	আসক্ত	উৎক্ষেপণ	উৎক্ষিপ্ত	উন্মূলন	উন্মূলিত
আসন	আসীন	উৎপত্তি	উৎপন্ন	উন্মেষ	উন্মেষিত
আস্তরণ	আস্তৃত	উৎপাটন	উৎপাটিত	উন্মোচন	উন্মোচিত
আহার	আহার্য	উৎপাদন	উৎপাদিত	উপকার	উপকৃত
আহরণ	আহৃত	উৎপীড়ন	উৎপীড়িত	উপক্ষেপ	উপক্ষিপ্ত
আহ্লাদ	আহ্লাদিত	উৎসরণ	উৎসারিত	উপচার	উপচরিত
ইউরোপ	ইউরোপীয়	উৎসর্গ	উৎসর্গিত	উপচিকীর্ষা	উপচিকীর্ষু
ইচ্ছা	ঐচ্ছিক,ইচ্ছিত	উৎসর্জন	উৎসৃষ্ট	উপদেশ	ঔপদেশিক
ইতিহাস	ঐতিহাসিক	উৎসাদ	উৎসাদিত	উপদেশ	উপদিষ্ট
ইনাম	ইনামদার	উৎসাহ	উৎসাহিত	উপদ্রব	উপদ্রুত
ইন্দ্র	ঐন্দ্র	উত্তর	উত্তুরে	উপনিবেশ	ঔপনিবেশিক
ইন্দ্রিয়	ঐন্দ্রিয়িক	উত্তরণ	উত্তীর্ণ	উপন্যাস	ঔপন্যাসিক
ইমান	ইমানদার	উত্তাপ	উত্তপ্ত	উপবেশন	উপবিষ্ট
ইমারত	ইমারতি	উত্তোলন	উত্তোলিত	উপভোগ	উপভুক্ত
ইষ্ট	ঐষ্টিক	উত্থান	উত্থিত	উপমা	উপমিত
ইসলাম	ঐস্লামিক	উত্থাপন	উত্থাপিত	উপল	ঔপল
ইহ	ঐহিক	উদ	ঔদক,ঔদ	উপলব্ধি	উপলব্ধ
ইহলোক	ইহলৌকিক	উদক	ঔদক	উপলেপ	উপলিপ্ত

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
উপসর্গ	ঔপসর্গিক	কথন	কথনীয়,কথ্য	কাশ্মীর	কাশ্মীরি
উপস্থাপন	উপস্থাপিত	কথা	কথিত	কীট	কীটজ
উপহাস	উপহাস্য	কদম্ব	কাদম্ব	কীর্তন	কীর্তনীয়
উপাধি	ঔপাধিক	কদর্থ	কদর্থিত	কীর্তি	কীর্তিত
উপায়	উপায়ী	কদাচার	কদাচারী	কুঁজ	কুঁজো
উপার্জন	উপার্জিত	কপর্দ	কপর্দী	কুঁড়েমি	কুঁড়ে
উপাসনা	উপাসিত	কপাল	কপালী	কুখ্যাতি	কুখ্যাত
উপেক্ষা	উপেক্ষিত	কবচ	কবচী	কুণ্চন	কুণ্চিত
উলূক	ঔলূক্য	কবল	কবলিত	কুণ্ঠা	কুণ্ঠিত
উল্লসন,উল্লাস	উল্লসিত	কম্পন	কম্পিত	কুণ্ডল	কুণ্ডলিত
উল্লেখ	উল্লেখ্য	কয়েদ	কয়েদি	কুনাম	কুনামা
উল্লেখন	উল্লেখিত	কর	করদ	কুমতলব	কুমতলবি
উষ্ট্র	ঔষ্ট্র	করণ	করণীয়	কুরু	কৌরব
ঊর্মি	ঊর্মিল	কর্ণ	কর্ণ্য	কুল	কৌলিক
ঋণ	ঋণী	কর্দম	কর্দমাক্ত	কুষ্ঠ	কুষ্ঠী
ঋতু	আর্তব	কর্ম	কর্মী	কুসীদ	কুসীদিক
ঋষি	আর্ষ	কর্ষণ	কর্ষিত	কুসুম	কুসুমিত
এক	ঐকিক	কলঙ্ক	কলঙ্কিত	কুহর	কুহরিত
একাশ্রয়	একাশ্রিত	কলুষ	কলুষিত	কূজন	কূজিত
একীকরণ	একীকৃত	কলেজ	কলেজি	কূপ	কৌপ
একীভবন	একীভূত	কল্পনা	কাল্পনিক,কল্পিত	কৃষি	কৃষ্ট
এণ	ঐণিক	কল্যাণ	কল্যাণকর	কেতাব	কেতাবি
এষণা	এষণীয়	কশ্যপ	কাশ্যপ	কেন্দ্র	কেন্দ্রিক; কেন্দ্রীয়
ঐকমত্য	একমত	কষ্ট	কষ্টকর	কেশ	কৈশিক
ঐতিহ্য	ঐতিহ্যশালী	কসকস	কসকসে	কোণ	কৌণিক
ঐশ্বর্য	ঐশ্বর্যবান	কাঁঠাল	কাঁঠালি	কোনা	কুনো; কোনাচে
ওকালত	ওকালতি	কাঁদন	কাঁদুনে	কোপ	কুপিত
ওজন	ওজনদার	কাগজ	কাগুজে	কৌতূহল	কৌতূহলী
ওড়া	উড়ো	কাঙ্ক্ষা	কাঙ্ক্ষিত	কৌশল	কৌশলী
ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্য	কাজ	কেজো	ক্যাচাল	ক্যাচালে
ওস্তাদি	ওস্তাদ	কাজল	কাজলা	ক্রন্দন	ক্রন্দিত
ঔৎকট্য	উৎকট	কাটা	কাট্য	ক্রম	ক্রমিক
ঔদার্য	উদার	কাঠ	কেঠো	ক্রয়	ক্রীত
ঔষধ	ঔষধীয়	কাদা	কাদাটে	ক্রোধ	ক্রুদ্ধ, ক্রোধী
কংগ্রেস	কংগ্রেসি	কাপড়	কাপুড়িয়া	ক্লান্তি	ক্লান্ত
ককুদ	ককুদী	কাব্য	কাব্যিক	ক্লেদ	ক্লেদাক্ত
কক্ষ	কক্ষীয়	কাম	কামী	ক্লেশ	ক্লিষ্ট
কজ্জল	কজ্জলিত	কামনা	কাম্য	ক্ষণ	ক্ষণিক
কড়িয়াল	কড়িয়ালি	কায়	কায়িক	ক্ষতি	ক্ষতিকারক
কণ্টক	কণ্টকিত	কায়েম	কায়েমি	ক্ষমা	ক্ষমী; ক্ষমার্হ
কণ্ঠ	কণ্ঠ্য	কাল	কালিক,কালীন	ক্ষয়	ক্ষয়িত; ক্ষয়া

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
ক্ষরণ	ক্ষরিত	গাছ	গেছো	চক্র	চক্রাকার
ক্ষীর	ক্ষৈরেয়	গাথা	গাথক	চক্ষু	চাক্ষুষ
ক্ষুধা	ক্ষুধার্ত	গায়েব	গায়েবি	চটক	চটকদার
ক্ষেপণ	ক্ষেপণিক	গিরি	গৈরিক	চন্দ্র	চান্দ্র
ক্ষোভ	ক্ষুব্ধ	গুঞ্জন	গুঞ্জিত	চমক	চমকিত
খণ্ড	খণ্ডিত;খণ্ড্য	গুঞ্জরন	গুঞ্জরিত	চয়ন	চয়িত
খনন	খনিত	গুণ	গুণী	চরিত্র	চারিত্রিক
খনি	খনিজ	গুণ	গুণিত	চর্চা	চর্চিত
খয়রাত	খয়রাতি	গৃহ	গৃহী;গৃহস্থ	চর্বণ	চর্বিত;চর্ব্য
খাওয়া	খাইয়ে	গো	গব্য	চর্ম	চার্ম
খাওয়া	খেকো,খাকি	গোত্র	গোত্রীয়	চল	চলন্ত,চলতি
খানদান	খানদানি	গোদ	গোদা	চলন	চলনীয়;চলন্ত
খুঁত	খুঁতো	গোপন	গুপ্ত	চল	চালু
খুদ	খুদে,খুদি	গোলাপ	গোলাপি	চাঁদ	চাঁদা
খুন	খুনি,খুনে	গৌড়	গৌড়ীয়	চালবাজি	চালবাজ
খুসখুস	খুসখুসে	গৌরব	গৌরবিত	চিকিৎসা	চিকিৎস্য
খেতাব	খেতাবি	গৌরব	গৌরবান্বিত	চিকীর্ষা	চিকীর্ষু
খেয়াল	খেয়ালি	গ্যাস	গ্যাসীয়	চিৎকার	চিৎকৃত
খেলা	খেলোয়াড়	গ্রথন	গ্রথিত	চিত্ত	চৈত্তিক
খেলাপ	খেলাপি	গ্রন্থন	গ্রন্থিত	চিত্রণ	চিত্রিত
খোলক	খোলকী	গ্রহণ	গ্রহণীয়;গৃহীত	চিন্তা	চিন্তনীয়,চিন্ত্য
খোশামোদ	খোশামুদে	গ্রাম	[illegible]	চিহ্ন	চিহ্নিত
খ্যাতি	খ্যাত	গ্রাস	গ্রস্ত	চীন	চৈনিক
খ্রিস্ট	খ্রিস্টীয়	গ্রীবা	গ্রৈব	চুম্বক	চৌম্বক
গগন	গাগনিক	গ্রীষ্ম	গ্রৈষ্মিক	চুম্বন	চুম্বিত
গঙ্গা	গাঙ্গেয়	গ্লানি	গ্লান	চুরি	চোরাই
গঞ্জনা	গঞ্জিত	ঘটন	ঘটিত	চূর্ণন	চূর্ণিত
গঠন	গঠিত;গাঠনিক	ঘর	ঘরোয়া	চূষণ	চূষ্য
গণতন্ত্র	গণতান্ত্রিক	ঘর্ম	ঘর্মিত;ঘর্মাক্ত	চেষ্টা	চেষ্টিত
গণন	গণিত;গণনীয়	ঘর্ষণ	ঘৃষ্ট,ঘর্ষিত	চৈত্র	চৈত্রিক
গণিত	গাণিতিক	ঘা	ঘেয়ো	চোর	চোরাই,চোরা
গবেষণা	গবেষিত	ঘাগ	ঘাগি	চোষা	চোষ্য
গমন	গম্য	ঘাত	ঘাতক	ছটফট	ছটফটে
গর্ব	গর্বিত	ঘাম	ঘেমো	ছত্র	ছত্রী
গর্ভ	গার্ভ	ঘাস	ঘেসো	ছন্দ	ছন্দিত;ছান্দিক
গর্হণ	গর্হিত,গর্হণীয়	ঘুম	ঘুমন্ত	ছল	ছলিত
গলন	গলিত;গলন্ত	ঘৃণা	ঘৃণিত;ঘৃণ্য	ছলনা	ছলনীয়
গল্প	গাল্পিক	ঘোরা	ঘুরন্ত	ছাদন	ছাদিত
গাওয়া	গাইয়ে	ঘোষণা	ঘোষিত	ছিদ্র	ছিদ্রিত
গাঁ	গেঁয়ো	ঘ্রাণ	ঘ্রাত	ছুট	ছুটন্ত
গাঁইয়ামো	গাঁইয়া,গেঁয়ো	চকচক	চকচকে	ছেদ	ছেদ্য

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
ছেদন	ছেদিত	জ্ঞাপন	জ্ঞাপিত; জ্ঞাপ্য	তবলা	তবলিয়া, তবলচি
ছোঁয়াচ	ছোঁয়াচে	জ্বর	জ্বোরো	তরল	তরলিত
ছ্যাঁচড়ামি	ছ্যাঁচড়া	জ্বলন	জ্বলন্ত	তর্ক	তর্কিত; তার্কিক
জগৎ	জাগতিক	ঝংকার	ঝংকৃত	তর্পণ	তর্পিত; তর্পণীয়
জঙ্গাল	জংলি	ঝকঝক	ঝকঝকে	তাঁত	তাঁতি
জঠর	জাঠর	ঝঞ্ঝা	ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ	তাপ	তপ্ত
জনন	জনিত	ঝড়	ঝোড়ো	তাম্বূল	তাম্বূলিক
জনপদ	জানপদ	ঝকমক	ঝকমকে	তারকা	তারকায়িত
জন্তু	জান্তব	ঝগড়া	ঝগড়ুটে	তালু	তালব্য
জন্ম	জাত	ঝরঝর	ঝরঝরে	তিতিক্ষা	তিতিক্ষু
জবাব	জবাবি	ঝর্ঝর	ঝর্ঝরিত	তিতীর্ষা	তিতীর্ষু
জমা	জমাটে, জমাটি	ঝলক	ঝলকিত	তিরস্কার	তিরস্কৃত
জয়	জিত	ঝলমল	ঝলমলে	তিরোধান	তিরোহিত
জরা	জীর্ণ	ঝাঁঝ	ঝাঁঝালো	তিরোভাব	তিরোভূত
জরি	জরিদার	ঝিকমিক	ঝিকমিকে	তীর্থ	তীর্থিক
জর্জর	জর্জরিত	ঝুট	ঝুটো	তুল	তুল্য
জল	জলীয়; জোলো	ঝুল	ঝুলন্ত	তুলনা	তুলনীয়
জহর	জহুরি	টকটক	টকটকে	তূষ্ণী	তূষ্ণীভূত
জাগরণ	জাগ্রত	টলমল	টলমলে	তৃষ্ণা	তৃষ্ণার্ত
জাগা	জাগন্ত	টাক	টেকো	তেঁতুল	তেঁতুলে
জাতি	জাতীয়; জাতিক	টোল	টুলো	তেজ (তেজঃ)	তেজস্বী
জানা	জানন্ত	ঠ্যাঙা	ঠ্যাঙাড়ে	তেজ	তেজি
জারণ	জারক; জারিত	ডাকাত	ডাকাতিয়া	তেল	তেলা
জাহাজ	জাহাজি	ডুব	ডুবন্ত	তৈল	তৈলাক্ত
জিগীষা	জিগীষু	ঢং	ঢঙি	তোলাবাজি	তোলাবাজ
জিঘাংসা	জিঘাংসু	ঢকঢক	ঢকঢকে	তোষণ	তুষ্ট
জিঘৃক্ষা	জিঘৃক্ষু	ঢলা	ঢলানে	ত্বরা	ত্বরিত
জিজীবিষা	জিজীবিষু	ঢাক	ঢাকি	ত্যাগ	ত্যাজ্য
জিজ্ঞাসা	জিজ্ঞাসিত	ঢাল	ঢালু	ত্রয়	ত্রয়ী
জিজ্ঞাসা	জিজ্ঞাস্য	ঢিল	ঢিলে	ত্রাস	ত্রস্ত
জিয়ন	জিয়ন্ত, জ্যান্ত	ণিচ্‌	ণিজন্ত	ত্রিকাল	ত্রৈকালিক
জিহীর্ষা	জিহীর্ষু	তকতক	তকতকে	ত্রিগুণ	ত্রৈগুণ্য
জীব	জৈব	তক্ষণ	তক্ষক	ত্রিলোক	ত্রৈলোক্য
জীবন	জীবিত, জীবন্ত	তড়িৎ	তাড়িত	থমথম	থমথমে
জুয়া	জুয়ারি	তণ্ডন	তণ্ডিত	থসথস	থস্‌থসে
জেদ	জেদি	তত্ত্ব	তাত্ত্বিক	দংশন	দষ্ট, দংশিত
জেহাদ	জেহাদি	তথ্য	তাথ্যিক	দংষ্ট্রা	দংষ্ট্রী
জোগাড়	জোগাড়ে	তদানীং	তদানীন্তন	দক্ষিণ	দক্ষিণা
জোর	জোরালো	তন্ত্র	তান্ত্রিক	দখল	দখলি, দখলিত
জ্ঞান	জ্ঞাত; জ্ঞেয়	তন্দ্রা	তন্দ্রিত, তন্দ্রালু	দখিন	দখিনা
জ্ঞান	জ্ঞানী	তপশিল	তপশিলি	দণ্ড	দণ্ডার্হ; দণ্ডিত

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
দন্ত	দন্ত্য ; দন্তুর	দোমাটি	দোমেটে	নরক	নারকীয়
দমন	দমনীয় ; দমিত	দোষ	দূষ্য, দূষণীয়	নর্তন	নর্তিত
দম্ভ	দাম্ভিক	দোহন	দুহ্য	নাক	নাকি
দয়া	দয়ালু	দ্বন্দ্ব	দ্বান্দ্বিক	নাটক	নাট্যিক ; নাটকীয়
দরকার	দরকারি	দ্বীপ	দ্বৈপ	নাদ	নাদিত ; নাদী
দরদ	দরদি	দ্বেষ	দ্বেষ্য ; দ্বেষ্টা	নাম	নামি
দর্প	দর্পিত, দর্পী	দ্বেষ	দ্বেষী	নাশ	নাশী
দর্শন	দর্শিত, দর্শনীয়	দ্যোতনা	দ্যোতিত	নাসিকা	নাসিক্য
দর্শন	দার্শনিক	দ্রব	দ্রাব্য, দ্রবণীয়	নিঃশেষ	নিঃশেষিত
দল	দলীয়	দ্রুতি	দ্রুত	নিঃসরণ	নিঃসৃত
দলন	দলিত	ধন	ধনী	নিঃসারণ	নিঃসারিত
দহন	দগ্ধ ; দাহ্য	ধবধব	ধবধবে	নিকষ	নৈকষ্য
দাঁত	দেঁতো	ধরণ	ধৃত ; ধর্তব্য	নিকষণ	নিকষিত
দাগ	দাগি	ধর্ম	ধর্ম্য ; ধার্মিক	নিকাশ	নিকাশি
দাড়ি	দেড়েল, দেড়ে	ধাতু	ধাতব	নিক্ষেপ	নিক্ষিপ্ত
দান	দত্ত ; দাতা	ধান	ধেনো	নিগড়	নিগড়িত
দাপট	দাপুটে	ধারণ	ধৃত, ধার্য	নিগ্রহ	নিগৃহীত
দাম	দামি	ধিক্কার	ধিক্কৃত	নিত্য	নৈত্যিক
দিৎসা	দিৎসু	ধূপ	ধূপিত	নিদর্শন	নিদর্শিত
দিদৃক্ষা	দিদৃক্ষু	ধূম	ধূমায়িত, ধূম্র	নিদাঘ	নৈদাঘ
দিন	দৈনিক	ধূলি	ধূলিময়	নিদান	নৈদানিক
দিবস	দিবসীয়	ধূসর, ধূসরিমা	ধূসরিত	নিদ্রা	নিদ্রিত
দীক্ষা	দীক্ষিত	ধোঁয়া	ধোঁয়াটে	নিন্দা	নিন্দক, নিন্দুক
দীপ	দীপ্ত ; দীপ্য	ধ্বংস	ধ্বস্ত	নিন্দা	নিন্দিত
দীপন	দীপনীয় ; দীপ্ত	ধ্বনি	ধ্বনিত	নিপীড়ন	নিপীড়িত
দুঃখ	দুঃখিত	ধ্যান	ধ্যাত, ধ্যানী	নিবন্ধন	নিবন্ধিত
দুধ	দুধেল	ধ্রুপদ	ধ্রুপদি	নিবর্তন	নিবর্তিত
দুমড়ানি	দুমড়োনো	নকশা	নকশাদার	নিবারণ	নিবারিত
দুশ্চিন্তা	দুশ্চিন্তিত	নক্ষত্র	নাক্ষত্র	নিবারণ	নিবারণীয়
দুষ্কৃতি	দুষ্কৃতী	নক্ষত্র	নাক্ষত্রিক	নিবৃত্তি	নিবৃত্ত
দুষ্ক্রিয়া	দুষ্ক্রিয়ান্বিত	নখ	নখী	নিবেদন	নিবেদিত ; নৈবেদ্য
দূষণ	দূষিত	নগর	নাগরিক	নিবেশ	নিবিষ্ট
দৃষ্টান্ত	দার্ষ্টান্তিক	নগর	নগরিয়া, নগুরে	নিবেশন	নিবেশিত
দৃষ্টি	দৃষ্ট	নড়নড়	নড়নড়ে	নিভানো	নিভন্ত
দেওয়ানি	দেওয়ান	নড়বড়	নড়বড়ে	নিভৃতি	নিভৃত
দেব	দৈব	নড়া	নড়ন্ত	নিমজ্জন	নিমজ্জিত
দেমাক	দেমাকি	নতি	নত	নিমন্ত্রণ	নিমন্ত্রিত
দেশ	দেশি	নন্দ	নন্দিত ; নন্দ্য	নিমিত্ত	নৈমিত্তিক
দেশান্তর	দেশান্তরিত	নন্দন	নন্দিত	নিমীলন	নিমীলিত
দেহ	দৈহিক	নমন	নমনীয়	নিয়ন্ত্রণ	নিয়ন্ত্রিত
দেহাত	দেহাতি	নশ্বর	নশ্বরি	নিয়ম	নৈয়মিক

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
নিয়ম	নিয়মিত	পথ	পথিক	পাথর	পাথুরে
নিয়োজন	নিয়োজিত	পন্থা	পন্থী	পান	পানীয়,পেয়
নিয়োজন	নিয়োজ্য	পয়	পয়া	পাপ	পাপী
নিরাসক্তি	নিরাসক্ত	পরদেশ	পরদেশি	পারম্পর্য	পরম্পর
নিরীক্ষণ	নিরীক্ষিত	পরমাণু	পারমাণবিক	পারম্পর্য	পরম্পরা
নিরুদ্দেশ	নিরুদ্দিষ্ট	পরমার্থ	পারমার্থিক	পালন	পালিত; পাল্য
নিরূপণ	নিরূপিত	পরস্পর	পারস্পরিক	পাহাড়	পাহাড়ি
নিরোধ	নিরুদ্ধ	পরাক্রম	পরাক্রান্ত	পিতা	পৈতৃক
নিরোধন	নিরোধ্য	পরাজয়	পরাজিত	পিতামহ	পৈতামহ
নির্ণয়	নির্ণীত	পরাভব	পরাভূত	পিয়াস	পিয়াসি
নির্দেশ	নির্দিষ্ট; নির্দেশিত	পরিকল্পনা	পরিকল্পিত	পিশাচ	পৈশাচিক
নির্ধারণ	নির্ধারিত; নির্ধার্য	পরিগ্রহণ	পরিগৃহীত	পীড়া	পীড়িত
নির্বর্তন	নির্বর্তিত	পরিচয়	পরিচিত	পুঞ্জ	পুঞ্জিত
নির্বাচন	নির্বাচিত	পরিচালন	পরিচালিত	পুর	পৌর
নির্মাণ	নির্মিত	পরিণয়	পরিণীত	পুরস্কার	পুরস্কৃত
নির্মিৎসা	নির্মিৎসু	পরিতাপ	পরিতপ্ত	পুরাণ	পৌরাণিক
নিশা	নৈশ	পরিতোষ	পরিতুষ্ট	পুলক	পুলকিত
নিশীথ	নৈশীথ	পরিত্যাগ	পরিত্যক্ত	পুলিশ	পুলিশি
নিষেক	নিষিক্ত	পরিদর্শন	পরিদর্শিত	পুষ্টি	পৌষ্টিক; পুষ্ট
নিষেধ	নিষিদ্ধ; নিষেধিত	পরিদর্শন	পরিদৃষ্ট	পুষ্প	পুষ্পিত
নিষ্কর্ম	নিষ্কর্মা	পরিধান	পরিহিত	পূজন	পূজিত
নিষ্ঠা	নৈষ্ঠিক	পরিবর্তন	পরিবর্তিত	পূজা	পূজ্য; পূজিত
নিষ্পাদন	নিষ্পাদ্য	পরিবহণ	পরিবাহিত	পূরণ	পূরিত
নিষ্পাদন	নিষ্পাদিত	পরিবাদ	পরিবাদী	পূর্ণতা	পূর্ণ
নিষ্ফল	নিষ্ফলা	পরিশীলন	পরিশীলিত	পূর্তি	পূর্ণ
নিসর্গ	নৈসর্গিক	পরিহার	পরিহার্য	পৃথিবী	পার্থিব
নীচ	নীচু	পরীক্ষা	পরীক্ষিত	পেট	পেটুক
নীতি	নৈতিক	পর্দা	পর্দানশিন	পেশা	পেশাদার
নুন	নোনতা	পর্বত	পার্বত,পার্বত্য	পেষণ	পিষ্ট
ন্যায়	ন্যায্য,ন্যায়ী	পলায়ন	পলাতক	পোশাক	পোশাকি
ন্যাস	ন্যস্ত	পলায়ন	পলায়িত	পোষ	পোষ্য
পক্ষ	পাক্ষিক	পল্লব	পল্লবিত	প্যাঁচা	পেঁচো
পক্ষ্ম	পক্ষ্মল	পশম	পশমি	প্রকটন	প্রকটিত
পঙ্ক	পঙ্কিল	পশু	পাশব	প্রকম্প	প্রকম্পিত
পচন	পচা	পশ্চাৎ	পাশ্চাত্য	প্রকাশ	প্রকাশিত
পছন্দ	পছন্দসই	পশ্চিম	পশ্চিমি	প্রকাশ	প্রকাশ্য
পট	পটুয়া,পোটো	পাওনা	পাওনাদার	প্রকৃতি	প্রাকৃতিক
পঠন	পঠিত; পঠনীয়	পাঁক	পাঁকাল	প্রকোপ	প্রকুপিত
পড়	পড়ন্ত	পাক	পক্ব	প্রক্ষেপ	প্রক্ষিপ্ত
পড়া	পোড়ো,পড়ুয়া	পাচন	পাচ্য	প্রগতি	প্রগত
পতন	পতিত	পাঠ	পাঠ্য	প্রচার	প্রচারিত; প্রচার্য

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
প্রজ্বলন	প্রজ্বলিত	প্রলেপ	প্রলিপ্ত	বয়স	বয়স্য,বয়সি
প্রণতি	প্রণত	প্রশংসা	প্রশংসিত	বয়স	বয়স্ক
প্রণয়ন	প্রণীত	প্রশমন	প্রশমিত	বরণ	বরণীয়
প্রণাম	প্রণত;প্রণম্য	প্রশ্ন	পৃষ্ট	বরাহ	বারাহ
প্রতারণা	প্রতারিত	প্রশ্রয়	প্রশ্রিত	বর্গ	বর্গীয়
প্রতিকার	প্রতিকার্য,প্রতিকৃত	প্রসারণ,প্রসার	প্রসারিত	বর্জন	বর্জিত
প্রতিঘাত	প্রতিহত	প্রস্থান	প্রস্থিত	বর্ণন	বর্ণিত
প্রতিজ্ঞা	প্রতিজ্ঞ	প্রহর	প্রাহরিক	বর্ধন	বর্ধিত;বর্ধক
প্রতিপাদন	প্রতিপাদ্য	প্রহার	প্রহৃত	বর্ষ	বার্ষিক
প্রতিপাদন	প্রতিপাদিত	প্রাচী	প্রাচ্য	বর্ষণ	বর্ষিত
প্রতিফলন	প্রতিফলিত	প্রাতঃকাল	প্রাতঃকালীন	বল্গা	বল্গিত
প্রতিবিম্ব	প্রতিবিম্বিত	প্রাদুর্ভাব	প্রাদুর্ভূত	বশ	বশ্য
প্রতিষেধ	প্রতিষেধক	প্রান্ত	প্রান্তিক	বসন্ত	বাসন্তী
প্রতিষ্ঠা	প্রতিষ্ঠিত	প্রাপ্তি	প্রাপ্ত	বস্তু	বাস্তব
প্রতীক	প্রতীকী	প্রারম্ভ	প্রারম্ভিক	বস্ত্র	বাস্ত্র
প্রতীক্ষা	প্রতীক্ষিত	প্রীতি	প্রীত	বহন	বাহিত;বহনীয়
প্রতীচী	প্রতীচ্য	প্রেরণ	প্রেরিত	বহিঃ	বাহ্য
প্রত্যয়	প্রত্যয়িত	প্লাবন	প্লাবিত	বহিষ্কার	বহিষ্কৃত
প্রত্যয়	প্রাত্যয়িক	ফল	ফলিত;ফলদ	বাঁদর	বাঁদুরে
প্রত্যহ	প্রাত্যহিক	ফলন	ফলন্ত	বাক্‌রোধ	বাক্‌রুদ্ধ
প্রত্যাশা	প্রত্যাশিত	ফলার	ফলারে	বাক্‌সিদ্ধি	বাক্‌সিদ্ধ
প্রত্যুদ্‌গমন	প্রত্যুদ্‌গত	ফসল	ফসলি	বাঘ	বাঘা
প্রদান	প্রদেয়	ফাঁসি	ফাঁসুড়ে	বাচন	বাচনীয়;বাচনিক
প্রদেশ	প্রদেশি	ফিল্‌ম	ফিল্‌মি	বাজার	বাজারি
প্রদেশ	প্রদেশীয়	ফুল	ফুলেল;ফুল্ল	বাঞ্ছনা	বাঞ্ছনীয়;বাঞ্ছিত
প্রদেশ	প্রাদেশিক	ফেন	ফেনিল	বাণিজ্য	বাণিজ্যিক
প্রবর্তন	প্রবর্তিত	ফেরত	ফিরতি	বাত	বেতো
প্রবসন	প্রবসিত	বংশ	বংশীয়	বাতাস	বাতাসি
প্রবাস	প্রবাসিত;প্রবাসী	বখামি	বখাটে;বখা	বাদল	বাদুলে
প্রবেশ	প্রবিষ্ট;প্রবেশ্য	বঙ্গ	বঙ্গীয়	বাদশাহ	বাদশাহি
প্রভ্রংশ	প্রভ্রষ্ট	বচন	বাচ্য;বাচনিক	বাধা	বাধিত
প্রভা	প্রভ	বঞ্চনা	বঞ্চিত	বায়ু	বায়বীয়
প্রভাত	প্রভাতি	বণ্টন	বণ্টিত	বাহন	বাহক
প্রমাণ	প্রামাণ্য	বৎসর	বাৎসরিক	বিকার	বিকৃত
প্রমাণ	প্রামাণিক	বধ	বধ্য	বিকাল	বৈকালিক
প্রমোদ	প্রমোদিত	বন	বন্য	বিকাশ	বিকশিত
প্রয়াণ	প্রয়াত	বনিয়াদ	বনিয়াদি	বিকিরণ	বিকিরিত
প্রয়োগ	প্রযোজ্য	বন্দনা	বন্দনীয়;বন্দিত	বিকিরণ	বিকীর্ণ
প্রয়োগ	প্রায়োগিক	বন্ধক	বন্ধকি	বিক্রম	বিক্রমী
প্ররোচন	প্ররোচিত	বন্যা	বন্যার্ত	বিক্রয়	বিক্রেয়;বিক্রয়ী
প্রলম্ব	প্রলম্বিত	বপন	উপ্ত	বিক্রান্তি	বিক্রান্ত

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
বিক্রি	বিক্রীত	বিশেষণ	বিশেষিত	ভাগ	ভাজ্য
বিক্ষোভ	বিক্ষুব্ধ	বিশ্বজন	বিশ্বজনীন	ভাত	ভেতো
বিগলন,বিগল	বিগলিত	বিশ্বাস	বিশ্বস্ত	ভাদ্র,ভাদ্দর	ভাদ্দুরে
বিঘ্ন	বিঘ্নিত	বিশ্লেষ	বিশ্লিষ্ট	ভাব	ভাব্য
বিচার	বিচার্য	বিষাদ	বিষাদিত,বিষণ্ণ	ভার	ভারী
বিজয়	বিজয়ী;বিজিত	বিষ্ণু	বৈষ্ণব	ভারত	ভারতীয়
বিজ্ঞান	বৈজ্ঞানিক	বিসংবাদ	বিসংবাদিত	ভালোত্ব	ভালো
বিড়ম্বনা	বিড়ম্বিত	বিস্তার	বিস্তীর্ণ	ভাষ	ভাষ্য
বিতর্ক	বিতর্কিত	বিস্ময়	বিস্মিত	ভাষা	ভাষী
বিতান	বৈতানিক	বীক্ষণ	বীক্ষণীয়	ভাসা	ভাসন্ত
বিতান	বৈতান	বুদ্ধি	বৌদ্ধিক	ভিক্ষা	ভিক্ষুক
বিদায়	বিদায়ি	বুভুক্ষা	বুভুক্ষু	ভিত্তি	ভিত্তিক
বিদারণ	বিদারিত	বৃত্ত	বৃত্তীয়	ভীতি	ভীত
বিদেশ	বিদেশি	বেণু	বৈণিক,বৈণ	ভুক	ভুক্ত
বিদ্বেষ	বিদ্বিষ্ট;বিদ্বেষ্টা	বেদ	বেদ্য;বৈদিক	ভুখ	ভুখা
বিদ্যা	বিদ্বান	বেনারস	বেনারসি	ভুঞ্জন	ভুঞ্জিত
বিদ্যুৎ	বৈদ্যুত	বেমরসুম	বেমরসুমি	ভূগোল	ভৌগোলিক
বিদ্যুৎ	বৈদ্যুতিক	বেষ্টন	বেষ্টিত	ভূত	ভূতুড়ে
বিদ্রাবণ	বিদ্রাবণীয়	বৈকাল	বৈকালিক	ভূত	ভৌতিক
বিদ্রোহ	বিদ্রোহী	বোধ	বোধ্য;বোদ্ধা	ভূত	ভৌত
বিধান,বিধি	বিধেয়,বিহিত	ব্যঞ্জনা	ব্যঞ্জিত;ব্যঞ্জক	ভূমি	ভৌম
বিধি	বৈধ	ব্যতিক্রম	ব্যতিক্রান্ত	ভূষণ	ভূষিত
বিধিৎসা	বিধিৎসু	ব্যতিক্রম	ব্যতিক্রমী	ভূৎ	ভূত
বিনতা	বৈনতেয়	ব্যথা	ব্যথিত	ভেদ	ভেদ্য
বিনয়	বিনীত	ব্যবচ্ছেদ	ব্যবচ্ছিন্ন	ভোগ	ভোগ্য;ভোগী
বিনিয়োগ	বিনিয়োজিত	ব্যবহার	ব্যাবহারিক	ভোজ	ভোজ্য
বিন্যাস	বিন্যস্ত	ব্যাকরণ	বৈয়াকরণ	ভ্রংশ	ভ্রষ্ট
বিপদ	বিপন্ন	ব্যাঘাত	ব্যাহত	ভ্রম	ভ্রান্ত
বিপর্যয়	বিপর্যস্ত	ব্যাপৃতি	ব্যাপৃত	ভ্রমর	ভ্রামর
বিপ্লব	বৈপ্লবিক	ব্যুৎপত্তি	ব্যুৎপন্ন	মজা	মজাদার
বিবর্তন	বিবর্তিত	ব্রত	ব্রতী	মজ্জন	মজ্জিত
বিবাহ	বিবাহিত	ব্রহ্ম	ব্রহ্মত্ব	মদ	মোদো
বিভাগ	বিভাগীয়	ভক্তি	ভক্ত	মধ্যাহ্ন	মাধ্যাহ্নিক
বিভাজন	বিভাজিত	ভক্ষণ	ভক্ষিত	মন	মানসিক
বিভূষণ	বিভূষিত	ভগবৎ	ভাগবত	মনীষা	মনীষী
বিমাতা	বৈমাত্র	ভঙ্গ	ভগ্ন	মনোনয়ন	মনোনীত
বিমান	বৈমানিক	ভজন	ভজিত	মন্থন	মন্থিত
বিমোচন	বিমোচিত	ভয়	ভীত	ময়ূর	মায়ূর
বিরোধ	বিরুদ্ধ	ভরণ	ভরণীয়;ভরতি	মরম	মরমি
বিলাত	বিলাতি	ভরা	ভরন্ত	মর্ত	মর্ত্য
বিলাস	বিলাসী	ভস্ম	ভস্মিত	মর্দন	মর্দিত

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
মর্ম	মর্মী	মৌসুম	মৌসুমি	রোপণ	রোপিত
মহল	মহলা	যজন	যজনীয়	রোমাঞ্চ	রোমাঞ্চিত
মাংস	মাংসল	যজ্ঞ	যজ্ঞীয়;যাজ্ঞিক	রোষ	রুষ্ট
মাঘ	মাঘী	যন্ত্র	যান্ত্রিক	রোহ	রোহী
মাছ	মেছো	যবন	যাবনিক	লকলক	লকলকে
মাটি	মেটে	যষ্টি	যষ্টিক	লক্ষ	লক্ষ্য
মাঠ	মেঠো	যাচন	যাচ্য;যাচিত	লক্ষণ	লাক্ষণিক
মাৎসর্য	মৎসর	যাপন	যাপ্য	লঙ্ঘন	লঙ্ঘ্য;লঙ্ঘিত
মাত্রা	মাত্রিক	যাবৎ	যাবতীয়	লজ্জা	লজ্জিত
মান	মান্য	যুক্তি	যৌক্তিক	লড়াই	লড়াকু,লড়িয়ে
মানব	মানবিক	যুগ	যুগীয়	লতা	লতানে
মানুষ	মানুষি	যুদ্ধ	যোদ্ধা	লবণ	লবণাক্ত
মায়া	মায়াবী;মায়িক	যুযুৎসা	যুযুৎসু	লাজ	লাজুক
মার্জনা	মার্জিত	যোগ	যৌগিক;যুক্ত	লাঞ্ছনা	লাঞ্ছিত
মাস	মাসিক	যোগাসন	যোগাসীন	লাঠি	লাঠিয়াল
মিত্র	মৈত্র	যোজন	যোজ্য	লাভ	লব্ধ
মিথিলা	মৈথিলী	যোজনা	যোজিত	লালন	লালিত
মিলন	মিলিত	রং	রঙিন	লিখন	লিখিত
মিশ্রণ	মিশ্রিত	রক্ত	রক্তিম;রক্তাক্ত	লিঙ্গ	লৈঙ্গ
মীমাংসা	মীমাংসিত	রক্ষা	রক্ষিত;রক্ষক	লিপ্সা	লিপ্সু
মীলন	মীলিত	রগড়	রগুড়ে	লুণ্ঠন	লুণ্ঠিত
মুক্তি	মুক্ত	রচনা	রচিত;রচয়িতা	লেখন	লিখিত
মুখ	মৌখিক;মুখো	রঞ্জন	রঞ্জিত	লেপন	লিপ্ত
মুণ্ডন	মুণ্ডিত	রন্ধন	রন্ধিত	লেহন	লেহ্য
মুদ্রণ	মুদ্রিত	রবীন্দ্র	রাবীন্দ্রিক	লোক	লৌকিক
মুন্ডা	মুন্ডারি	রম	রম্য	লোপ	লুপ্ত
মুমুক্ষা	মুমুক্ষু	রমণ	রমণীয়	লোভ	লুব্ধ;লোভনীয়
মুমূর্ষা	মুমূর্ষু	রস	রসিক	লোভ	লোভী,লুভিষ্ঠি
মূর্ছা	মূর্ছিত	রাঁধা	রাঁধুনি	শংসন	শংসনীয়
মূর্ধা	মূর্ধন্য	রাগ	রাগী	শক্তি	শাক্ত
মূল	মৌল;মূলক	রাষ্ট্র	রাষ্ট্রীয়;রাষ্ট্রিক	শখ	শৌখিন
মৃত্যু	মৃত	রিরংসা	রিরংসু	শঙ্কা	শঙ্কিত
মেঘ	মেঘলা	রুচি	রোচ্য	শঙ্খ	শাঙ্খ
মেজাজ	মেজাজি	রুপা	রুপালি,রুপোলি	শব্দ	শাব্দিক
মেধ	মেধ্য	রুমাল	রুমালি	শয়ন	শায়িত
মেয়াদ	মেয়াদি	রূপ	রূপা;রূপী	শরৎ	শারদ
মোগল	মোগলাই	রেওয়াজ	রেওয়াজি	শরীর	শারীরিক
মোচন	মোচ্য;মোচিত	রেখা	রৈখিক	শহর	শহুরে
মোহ	মোহিত	রেশম	রেশমি	শান	শানিত
মোহন	মোহিত	রোগ	রুগ্‌ণ	শান্তি	শান্ত
মৌন	মৌনী	রোধ	রুদ্ধ;রোধ্য	শাপ	শপ্ত

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
শাসন	শাসিত	সংখ্যা	সংখ্যেয়	সপ্তাহ	সাপ্তাহিক
শাস্ত্র	শাস্ত্রীয়	সংখ্যা	সাংখ্যিক	সমগ্র	সামগ্রিক
শিকার	শিকারি	সংগঠন	সংগঠিত	সমঝদারি	সমঝদার
শিক্ষা	শিক্ষিত	সংগঠন	সাংগঠনিক	সমন্বয়	সমন্বিত
শিব	শৈব	সংগ্রহ	সংগৃহীত	সময়	সাময়িক
শিল্প	শিল্পী ; শৈল্পিক	সংগ্রাম	সংগ্রামী	সমর	সামরিক
শিশির	শৈশির	সংঘটন	সংঘটিত	সমর্থন	সমর্থিত
শিহরন	শিহরিত	সংঘর্ষণ	সংঘর্ষিত	সমর্পণ	সমর্পিত
শীত	শীতার্ত	সংঘাত	সাংঘাতিক	সমাজ	সমাজি
শীৎকার	শীৎকৃত	সংজ্ঞা	সংজ্ঞাত	সমাজ	সামাজিক
শীর্ষ	শীর্ষক	সংবরণ	সংবরণীয়	সমাদর	সমাদৃত
শীল	শৈলী	সংবাহন	সংবাহিত	সমাদেশ	সমাদিষ্ট
শীলন	শীলিত	সংবেদ	সংবেদী	সমাবর্তন	সমাবর্তিত
শুদ্ধি	শুদ্ধ	সংবেশ	সংবেশিত	সমাবেশ	সমাবিষ্ট
শুশ্রূষা	শুশ্রূষু	সংযম	সংযত ; সংযমী	সমালোচনা	সমালোচিত
শৃঙ্খল	শৃঙ্খলিত	সংযোগ	সংযুক্ত	সমাহরণ	সমাহৃত
শৃঙ্গ	শৃঙ্গী	সংরক্ষণ	সংরক্ষিত	সমীক্ষা	সমীক্ষিত
শৈল	শৈলিক	সংরোধ	সংরুদ্ধ	সমীহা	সমীহিত
শোচন	শোচনীয়	সংলেপ	সংলিপ্ত	সমুচ্ছ্রয়	সমুচ্ছ্রিত
শোচন	শোচ্য	সংশয়	সংশয়িত	সমুত্থান	সমুত্থিত
শোধ	শোধ্য	সংশোধন	সংশোধিত	সমুদ্‌গিরণ	সমুদ্‌গীর্ণ
শোভা	শোভিত	সংশ্লেষ	সংশ্লিষ্ট	সমুদ্র	সামুদ্রিক
শোষণ	শোষিত	সংসর্গ	সাংসর্গিক	সমুন্নতি,→ন্নয়ন	সমুন্নীত
শ্মশ্রু	শ্মশ্রুল	সংসার	সাংসারিক	সমৃদ্ধি	সমৃদ্ধ
শ্রদ্ধা	শ্রদ্ধেয়	সংস্কার	সংস্কৃত	সম্পর্ক	সম্পর্কিত
শ্রবণ	শ্রাব্য	সংস্থা	সংস্থিত	সম্পূজন	সম্পূজিত
শ্রম	শ্রমিক	সংস্থান	সাংস্থানিক	সম্প্রচার	সম্প্রচারিত
শ্রান্তি	শ্রান্ত	সংস্পর্শ	সংস্পৃষ্ট	সম্বোধ	সম্বুদ্ধ
শ্রুতি	শ্রুত	সংহতি	সংহত	সম্ভাষণ	সম্ভাষিত
শ্লাঘা	শ্লাঘ্য	সজ্ঞা	সজ্ঞী	সম্মান	সাম্মানিক
শ্লেষ্মা	শ্লৈষ্মিক	সজ্জা	সজ্জিত	সম্মাননা	সম্মাননীয়
ষড়যন্ত্র	ষড়যন্ত্রী	সঞ্চয়	সঞ্চিত	সরকার	সরকারি
সংকলন	সংকলিত	সঞ্চলন	সঞ্চলিত	সরস্বতী	সারস্বত
সংকল্প	সংকল্পিত	সঞ্চার	সঞ্চারিত	সরোদ	সরোদি
সংকীর্তন	সংকীর্তিত	সঞ্চালন	সঞ্চালিত	সরোদ	সরোদিয়া
সংকেত	সাংকেতিক	সঞ্জীবন	সঞ্জীবনী	সর্ব	সার্বিক
সংকোচ	সংকুচিত	সত্ত্ব	সাত্ত্বিক	সর্বনাশ	সর্বনেশে
সংক্রমণ	সংক্রমিত	সন্তাপ	সন্তপ্ত	সহন	সহনীয়
সংক্রাম	সংক্রামক	সন্দীপন	সন্দীপ্ত	সহযোগ	সহযোগী
সংক্ষেপ	সংক্ষিপ্ত	সন্দেহ	সন্দিগ্ধ	সাঁওতাল	সাঁওতালি
সংক্ষোভ	সংক্ষুব্ধ	সন্ধ্যা	সান্ধ্য	সাঁতার	সাঁতারু

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
সাজ	সাজন্ত	স্তুতি	স্তুত	স্রোত	স্রোতা
সাদৃশ্য	সদৃশ	স্ত্রী	স্ত্রৈণ	হত্যা	হত
সাধন	সাধিত	স্থগন	স্থগিত	হনন	হননীয়; হন্তা
সান্ত্বনা	সান্ত্বনিত	স্থান	স্থানীয়, স্থানিক	হরণ	হৃত; হরণীয়
সাপ	সাপুড়ে	স্থাপন	স্থাপিত	হরষ	হরষিত
সাহস	সাহসী	স্থাপন	স্থাপনীয়	হর্ষ	হর্ষিত, হৃষ্ট
সাহেব	সাহেবি	স্নান	স্নাত	হস্ত	হস্ত্য
সিঁদুর	সিঁদুরে	স্নাপন	স্নাপিত	হাওয়া	হাওয়াই
সিঁধ	সিঁধেল	স্নায়ু	স্নায়বিক	হাট	হেটো, হাটুরে
সিঞ্চন	সিঞ্চিত	স্পন্দন	স্পন্দিত	হার	হেরো
সিসৃক্ষা	সিসৃক্ষু	স্পর্শ	স্পৃষ্ট; স্পৃশ্য	হিংসা	হিংসিত
সীমা	সীমিত	স্পৃহা	স্পৃহণীয়	হিংসা	হিংসুক, হিংসুটে
সুখ	সুখী	স্ফুরণ	স্ফুরিত	হিত	হিতকর
সুবর্ণ	সৌবর্ণ	স্বদল	স্বদলীয়	হিম	হিমেল
সুশিক্ষা	সুশিক্ষিত	স্বদেশ	স্বদেশি	হিল্লোল	হিল্লোলিত
সূর্য	সৌর	স্বপ্ন	স্বপ্নিল	হিসাব	হিসাবি
সৃষ্টি	সৃষ্ট	স্বভাব	স্বাভাবিক	হুংকার	হুংকৃত
সেচন	সিক্ত	স্বর্গ	স্বর্গীয়, স্বর্গ্য	হৃদয়	হৃদ্য
সেতার	সেতারি	স্বীকার	স্বীকৃত; স্বীকার্য	হেম	হৈম
সেবন	সেবিত; সেব্য	স্বেদ	স্বিন্ন	হেমন্ত	হৈমন্তিক
সোনা	সোনালি	স্বৈরতন্ত্র	স্বৈরতান্ত্রিক	হ্রাদ	হ্রাদী
স্খলন	স্খলিত	স্মরণ	স্মরণীয়	হ্লাদ	হ্লাদিত, হ্লাদী
স্তর	স্তরিত	স্মৃতি	স্মার্ত; স্মৃত		

পরিশিষ্ট ২খ
পদান্তরীকরণ
বিশেষণ থেকে বিশেষ্য

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
অংশনীয়	অংশনীয়তা	অচর্চিত	অচর্চা	অধিকারী	অধিকার
অকথ্য	অকথ্যতা	অচল	অচলতা	অধিকৃত	অধিকৃতি
অকপটচিত্ত	অকপটচিত্ততা	অচিন্ত্য	অচিন্তা	অধিষ্ঠিত	অধিষ্ঠান
অকম্প্য	অকম্পন	অচির	অচিরত্ব	অধীন	অধীনতা
অকরুণ	অকরুণা	অজড়	অজড়তা	অধীর	অধীরতা
অকর্তা	অকর্তৃত্ব	অজস্র	অজস্রতা	অধৃত	অধৃতি
অকর্মণ্য	অকর্মণ্যতা	অজুগুপ্সিত	অজুগুপ্সা	অধৃষ্ট	অধৃষ্টতা
অকর্ষিত	অকর্ষণ	অজেয়	অজেয়তা	অধ্যাদিষ্ট	অধ্যাদেশ
অকলুষ	অকলুষতা	অজ্ঞ	অজ্ঞতা, অজ্ঞত্ব	অধ্যাসিত	অধ্যাসন
অকল্পনীয়	অকল্পনা	অটল	অটলতা	অধ্রুব	অধ্রুবতা
অকালপক্ব	অকালপক্বতা	অতন্দ্র	অতন্দ্রা	অনধিকৃত	অনধিকার
অকালমৃত	অকালমৃত্যু	অতিক্রম্য	অতিক্রম	অনধিগম্য	অনধিগম্যতা
অকালীন	অকাল	অতিক্রান্ত	অতিক্রম	অনধীন	অনধীনতা
অকীর্তিত	অকীর্তন	অতিথি	আতিথ্য	অননুভূত	অননুভব
অকুলীন	অকৌলীন্য	অতিথিবৎসল	অতিথিবৎসলতা	অননুমোদিত	অননুমোদন
অকৃত্রিম	অকৃত্রিমতা	অতিনাটকীয়	অতিনাটকীয়তা	অননুশীলিত	অননুশীলন
অকৃষ্ট	অকর্ষণ	অতীক্ষ্ণ	অতীক্ষ্ণতা	অননুষ্ঠিত	অননুষ্ঠান
অকেজো	অকাজ	অতীন্দ্রিয়	অতীন্দ্রিয়তা	অননুসৃত	অননুসরণ
অক্রমিক	অক্রমিকতা	অতুল	অতুলতা	অনন্তব্যাপ্ত	অনন্তব্যাপ্তি
অক্রীত	অক্রয়	অতুষ্ট	অতুষ্টি	অনপচিত	অনপচিতি
অক্রুদ্ধ	অক্রোধ	অত্যাসক্ত	অত্যাসক্তি	অনপচিত	অনপচয়
অক্লান্ত	অক্লান্তি	অত্যুৎসাহী	অত্যুৎসাহিতা	অনপত্য	অনপত্যতা
অক্লিন্ন	অক্লেশ	অত্যুষ্ণ	অত্যুষ্ণতা	অনবরুদ্ধ	অনবরোধ
অক্ষম	অক্ষমতা	অদম্য	অদম্যতা	অনভীষ্ট	অনভীষ্টতা
অক্ষমণীয়	অক্ষমা	অদরকারি	অদরকার	অনভ্যাসী	অনভ্যাস
অক্ষয়	অক্ষয়ত্ব	অদাহ্য	অদাহ্যতা	অনমনীয়	অনমনীয়তা
অক্ষুব্ধ	অক্ষোভ	অদীক্ষিত	অদীক্ষা	অনম্য	অনম্যতা
অগণ্য	অগণ্যতা	অদৃঢ়	অদৃঢ়তা	অনল্প	অনল্পতা
অগভীর	অগভীরতা	অদ্ব্যর্থক	অদ্ব্যর্থকতা	অনশ্বর	অনশ্বরতা
অগুপ্ত	অগোপন	অদ্রাব্য	অদ্রাব্যতা	অনাদায়ি	অনাদায়
অগ্রগণ্য	অগ্রগণ্যতা	অধম	অধমতা	অনাবশ্যক	অনাবশ্যকতা
অঘৃষ্য	অঘৃষ্যতা	অধমর্ণ	অধমর্ণতা	অনাবাদি	অনাবাদ
অঙ্কীয়	অঙ্ক	অধর্মীয়	অধর্মীয়তা	অনার্দ্র	অনার্দ্রতা
অচর	অচরতা	অধিক	আধিক্য	অনিচ্ছুক	অনিচ্ছা

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
অনিত্য	অনিত্যতা	অপ্রগতিশীল	অপ্রগতিশীলতা	অশুচি	অশুচিতা
অনিন্দ্য	অনিন্দা	অপ্রতিভ	অপ্রতিভতা	অশুদ্ধ	অশুদ্ধতা
অনিপুণ	অনিপুণতা	অবগত	অবগতি	অশ্রেষ্ঠ	অশ্রেষ্ঠতা
অনিবার্য	অনিবার	অবগুণ্ঠিত	অবগুণ্ঠন	অশ্লীল	অশ্লীলতা
অনিষ্ঠ	অনিষ্ঠা	অবচনীয়	অবচনীয়তা	অসমর্থ	অসামর্থ্য
অনিষ্পন্ন	অনিষ্পত্তি	অবলুপ্ত	অবলুপ্তি	অসাধারণ	অসাধারণত্ব
অনীহ	অনীহা	অবশিষ্ট	অবশেষ	অসুস্থ	অসুস্থতা
অনুকূল	আনুকূল্য	অবসন্ন	অবসন্নতা	অস্থায়ী	অস্থায়িত্ব
অনুক্ত	অনুক্তি	অবস্থিত	অবস্থিতি	অস্থির	অস্থৈর্য
অনুক্রমিক	অনুক্রমিকতা	অবহেলিত	অবহেলা	অস্পৃশ্য	অস্পৃশ্যতা
অনুক্রমী	অনুক্রম	অবিদ্যমান	অবিদ্যমানতা	অস্বচ্ছ	অস্বচ্ছতা
অনুগত	আনুগত্য	অবিনশ্বর	অবিনশ্বরতা	অস্বীকার্য	অস্বীকার
অনুগামী	অনুগামিতা	অবিসংবাদিত	অবিসংবাদ	অস্বীকৃত	অস্বীকৃতি
অনুদ্‌বিগ্ন	অনুদ্‌বেগ	অবেক্ষিত	অবেক্ষণ	অহংকারী	অহংকার
অনুদ্দিষ্ট	অনুদ্দেশ	অবোধ্য	অবোধ্যতা	অহংকৃত	অহংকৃতি
অনুদ্ভাবিত	অনুদ্ভাবন	অব্যবস্থিতচিত্ত	অব্যবস্থিতচিত্ততা	আইনি	আইন
অনুদ্যত	অনুদ্যম	অভব্য	অভব্যতা	আকর্ষণী	আকর্ষণ
অনুদ্যোগী	অনুদ্যোগ	অভাবী	অভাব	আকলিত	আকলন
অনুপদিষ্ট	অনুপদেশ	অভিগম্য	অভিগম্যতা	আকস্মিক	আকস্মিকতা
অনুপ্রবিষ্ট	অনুপ্রবেশ	অভিজাত	আভিজাত্য	আকাঙ্ক্ষণীয়	আকাঙ্ক্ষা
অনুরক্ত	অনুরক্তি	অভিজ্ঞ	অভিজ্ঞতা	আকাঙ্ক্ষিত	আকাঙ্ক্ষা
অনুল্লিখিত	অনুল্লেখ	অভিনব	অভিনবত্ব	আকুল	আকুলতা
অনুসৃত	অনুসৃতি	অভিপ্রেত	অভিপ্রায়	আগ্রাসী	আগ্রাসন
অনৃশংস	অনৃশংসতা	অভিভূত	অভিভূতি	আচ্ছন্ন	আচ্ছন্নতা
অন্তর্গত	অন্তর্গতি	অভিরত	অভিরতি	আচ্ছাদ্য	আচ্ছাদন
অন্তর্দাহী	অন্তর্দহন	অভিশপ্ত	অভিশাপ	আড়ষ্ট	আড়ষ্টতা
অন্তর্ভুক্ত	অন্তর্ভুক্তি	অভেদ্য	অভেদ্যতা	আত্মমগ্ন	আত্মমগ্নতা
অন্ধ	অন্ধত্ব	অমর্ত্য	অমর্ত	আত্মম্ভরি	আত্মম্ভরিতা
অন্যায্য	অন্যায্যতা	অমলিন	অমালিন্য	আত্মিক	আত্মিকতা
অপবিত্র	অপবিত্রতা	অমূলক	অমূলকতা	আদালতি	আদালত
অপরিবৃত	অপরিবৃতি	অম্ল	অম্লতা	আধুনিক	আধুনিকতা
অপরিহার্য	অপরিহার্যতা	অম্লান	অম্লানতা	আপ্লুত	আপ্লুতি
অপর্যাপ্ত	অপর্যাপ্ততা	অযোগ্য	অযোগ্যতা	আবগারি	আবগার
অপসৃত	অপসৃতি	অরাজক	অরাজকতা	আবিল	আবিলতা
অপহৃত	অপহার	অরুণ	অরুণিমা	আর্তব	ঋতু
অপাঠ্য	অপাঠ্যতা	অরোগ	আরোগ্য	আলম্ব	আলম্বন
অপারগ	অপারগতা	অলস	আলস্য	আলসে	আলসেমি
অপুষ্ট	অপুষ্টি	অল্প	অল্পতা, অল্পত্ব	আসক্ত	আসক্তি
অপেয়	অপেয়তা	অশক্ত	অশক্তি	আসন্ন	আসন্নতা
অপ্রকাশিত	অপ্রকাশ	অশান্ত	অশান্তি	ইচ্ছুক	ইচ্ছা
অপ্রকাশ্য	অপ্রকাশ্যতা	অশালীন	অশালীনতা	ইতর	ইতরতা

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
ঈষৎ	ঈষত্ত্ব	উদ্যত	উদ্যতি	ঔপনিবেশিক	উপনিবেশ
ঈহিত	ঈহা	উন্নত	ঔন্নত্য,উন্নতি	ঔপনিষদিক	উপনিষদ
উকিল	ওকালতি	উন্মুক্ত	উন্মুক্তি	ঔপন্যাসিক	উপন্যাস
উক্ত	উক্তি	উপকারী	উপকারিতা	ঔপপত্তিক	উপপত্তি
উগ্র	উগ্রতা	উপচিত	উপচিতি	ঔপমিক	উপমা
উচিত	ঔচিত্য	উপযুক্ত	উপযুক্ততা	ঔপল	উপল
উচ্চ	উচ্চতা	উপযোগী	উপযোগিতা	ঔপসর্গিক	উপসর্গ
উচ্ছল	উচ্ছলতা	উপলব্ধ	উপলব্ধি	ঔপাধিক	উপাধি
উচ্ছিন্ন	উচ্ছিন্নতা	উপস্থিত	উপস্থিতি	ঔপায়িক	উপায়
উচ্ছৃঙ্খল	উচ্ছৃঙ্খলতা	উপাদেয়	উপাদেয়তা	ঔর্ধ্বদৈহিক	ঊর্ধ্বদেহ
উজবুক	উজবুকি	উপাসিত	উপাসনা	ঔশীর	উশীর
উজির	উজিরি	উপ্ত	উপ্তি	ঔষ্ট্র	উষ্ট্র
উজ্জীবনী	উজ্জীবন	উমেদার	উমেদারি	ঔষ্ঠ্য	ওষ্ঠ
উজ্জ্বল	ঔজ্জ্বল্য	উর্বর	উর্বরতা	কঞ্জুস	কঞ্জুসিপনা
উড়ন্ত	ওড়া	উলম্ব	উলম্বতা	কঞ্জুস	কঞ্জুসি
উৎকট	ঔৎকট্য	উষ্ণ	ঔষ্ণ্য,উষ্ণতা	কটু	কটুতা,কটুত্ব
উৎকর্ষ	ঔৎকর্ষ	উষ্ম	ঔষ্ম্য	কঠিন	কঠিনতা,কাঠিন্য
উৎকৃষ্ট	উৎকৃষ্টতা	ঋজু	ঋজুতা,আর্জব	কঠোর	কঠোরতা
উৎক্রান্ত	উৎক্রান্তি	ঋদ্ধ	ঋদ্ধতা,ঋদ্ধি	কড়ারি	কড়ার
উৎফুল্ল	উৎফুল্লতা	ঋষি	ঋষিত্ব	কপট	কপটতা, কাপট্য
উৎসঙ্গ	ঔৎসঙ্গিক	এক	একত্ব	কম	কমতি
উৎসুক	ঔৎসুক্য	এক	ঐক্য	করাল	করালতা
উত্তল	উত্তলতা	একাকী	একাকিত্ব	করুণ	করুণা,কারুণ্য
উত্তুঙ্গ	উত্তুঙ্গতা	একাগ্র	একাগ্রতা	কলুষ	কলুষতা
উত্তেজক	উত্তেজনা	একাত্ম	একাত্মতা	কাতর	কাতরতা
উদগ্র	উদগ্রতা	একার্থ	ঐকার্থ্য	কামাসক্ত	কামাসক্তি
উদ্‌বায়ী	উদ্‌বায়িতা	একার্থী	একার্থিতা	কালো	কালোত্ব,কালিমা
উদ্‌বিগ্ন	উদ্‌বেগ	এলেমদার	এলেমদারি	কিপটে	কিপটেমি
উদ্‌ব্যক্ত	উদ্‌ব্যক্তি	ঐকান্তিক	ঐকান্তিকতা	কিশোর	কৈশোর
উদার	ঔদার্য,উদারতা	ঐহিক	ঐহিকতা	কুঁড়ে	কুঁড়েমি
উদারমতি	উদারমতিত্ব	ওজস্বী	ওজস্বিতা	কুকর্মা	কুকর্ম
উদারমনস্ক	উদারমনস্কতা	ওস্তাদ	ওস্তাদি	কুটিল	কুটিলতা
উদাস	ঔদাস্য	ঔৎপাতিক	উৎপাত	কুটিল	কৌটিল্য
উদাসীন	ঔদাসীন্য	ঔৎসঙ্গিক	উৎসঙ্গ	কুণ্ঠ	কুণ্ঠা
উদ্দণ্ড	উদ্দণ্ডতা	ঔদ্‌বাহিক	উদ্‌বাহ	কুমার	কৌমার্য
উদ্দাম	উদ্দামতা	ঔদরিক	ঔদরিকতা	কুমারী	কুমারীত্ব
উদ্দীপ্ত	উদ্দীপ্তি	ঔপকূলিক	উপকূল	কুলীন	কৌলীন্য
উদ্ধত	ঔদ্ধত্য	ঔপচারিক	উপচার	কুশ্রী	কুশ্রীতা
উদ্ধৃত	উদ্ধৃতি	ঔপদেশিক	উপদেশ	কৃতঘ্ন	কৃতঘ্নতা
উদ্ভাবিত	উদ্ভাবন	ঔপনায়নিক	উপনয়ন	কৃতজ্ঞ	কৃতজ্ঞতা
উদ্ভ্রান্ত	উদ্ভ্রান্তি	ঔপনিধিক	উপনিধি	কৃৎস্ন	কার্ৎস্ন্য

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
কৃতার্থ	কৃতার্থতা	গিন্নি	গিন্নিপনা	চোর	চৌর্য
কৃতী	কৃতিত্ব	গুণাঢ্য	গুণাঢ্যতা	চৌকিদার	চৌকিদারি
কৃত্য	কৃতি	গুন্ডা	গুন্ডামি	চ্যাংড়া	চ্যাংড়ামি
কৃত্রিম	কৃত্রিমতা	গুপ্ত	গুপ্তি	চ্যুত	চ্যুতি
কৃপণ	কার্পণ্য	গুরু	গুরুত্ব ; গৌরব	ছিন্ন	ছিন্নতা
কৃশ	কার্শ্য	গূঢ়	গূঢ়তা, গূঢ়ত্ব	ছ্যাঁচড়া	ছ্যাঁচড়ামি
কৃষ্ণ	কার্ষ্ণ্য, কৃষ্ণত্ব	গৃহস্থ	গার্হস্থ্য	ছ্যাবলা	ছ্যাবলামি
কেতাবি	কেতাব	গোঁড়া	গোঁড়ামি	জঙ্গম	জঙ্গমতা
কেন্দ্রিক	কেন্দ্রিকতা	গোঁয়ার	গোঁয়ারতুমি	জঙ্গি	জঙ্গিপনা
কেবল	কৈবল্য	গোপন	গোপনতা	জটিল	জটিলতা
কোমল	কোমলতা	গোপনীয়	গোপনীয়তা	জড়	জড়তা, জড়ত্ব
কৌরব	কুরু	গোলাম	গোলামি	জনক	জনকতা
ক্যাবলা	ক্যাবলামি	গৌণ	গৌণতা	জনশ্রুত	জনশ্রুতি
ক্রমিক	ক্রমিকতা	গ্রস্ত	গ্রস্ততা	জনাকীর্ণ	জনাকীর্ণতা
ক্রূর	ক্রূরতা	গ্রহিষ্ণু	গ্রহিষ্ণুতা	জন্মান্ধ	জন্মান্ধতা
ক্লান্ত	ক্লান্তি	গ্রাম্য	গ্রাম্যতা	জমিদার	জমিদারি
ক্লিন্ন	ক্লিন্নতা	ঘন	ঘনত্ব	জয়িষ্ণু	জয়িষ্ণুতা
ক্লিষ্ট	ক্লিষ্টতা	ঘনিষ্ঠ	ঘনিষ্ঠতা	জাগতিক	জাগতিকতা
ক্লীব	ক্লীবত্ব	ঘাতক	ঘাতকথা	জাতিক	জাতিকতা
ক্ষয়িষ্ণু	ক্ষয়িষ্ণুতা	ঘৃণার্হ	ঘৃণার্হতা	জাতীয়	জাতীয়তা
ক্ষিপ্র	ক্ষিপ্রতা	ঘৃণ্য	ঘৃণ্যতা	জিজীবিষু	জিজীবিষা
ক্ষীণ	ক্ষীণতা	চঞ্চল	চঞ্চলতা, চাঞ্চল্য	জিজ্ঞাসু	জিজ্ঞাসা
ক্ষুদ্র	ক্ষুদ্রতা	চটকদার	চটক	জিজ্ঞাস্য	জিজ্ঞাসা
ক্ষুব্ধ	ক্ষুব্ধতা, ক্ষোভ	চটুল	চটুলতা	জীবী	জীবিতা ; জীবিকা
খঞ্জ	খঞ্জতা, খঞ্জত্ব	চতুর	চতুরতা, চাতুর্য	জীর্ণ	জীর্ণতা
খর্ব	খর্বতা	চপল	চপলতা, চাপল্য	জুগুপ্সু	জুগুপ্সা
খল	খলতা	চমৎকার	চমৎকারিত্ব	জ্ঞাতি	জ্ঞাতিত্ব
খাঁটি	খাঁটিত্ব	চলিষ্ণু	চলিষ্ণুতা	জ্ঞাপনীয়	জ্ঞাপনীয়তা
খাদক	খাদ্য	চারু	চারুত্ব, চারুতা	ঠান্ডা	ঠান্ডাই
খিন্ন	খিন্নতা, খিন্নত্ব	চালবাজ	চালবাজি	ঠিকেদার	ঠিকেদারি
খ্যাত	খ্যাতি	চালাক	চালাকি	ডেঁপো	ডেঁপোমি
গণপতি	গাণপত্য	চালানি	চালান	ঢিলে	ঢিলেমি
গণ্য	গণ্যতা	চালিয়াত	চালিয়াতি	ঢুলঢুল	ঢুলঢুলানি
গতিশীল	গতিশীলতা	চিকন	চিকনাই	তণ্ডক	তণ্ডকতা
গভীর	গভীরতা	চিকীর্ষু	চিকীর্ষুতা	তত্ত্বজ্ঞ	তত্ত্বজ্ঞতা
গম্ভীর	গাম্ভীর্য	চিক্কণ	চিক্কণতা	তন্নিষ্ঠ	তন্নিষ্ঠতা
গম্য	গম্যতা	চিত্রল	চিত্রলতা	তন্মনস্ক	তন্মনস্কতা
গরম	গরমি	চির	চিরত্ব	তন্ময়	তন্ময়তা
গরিব	গরিবি	চিরজীবী	চিরজীবিতা	তন্মাত্রিক	তন্মাত্রিকতা
গরিষ্ঠ	গরিষ্ঠতা	চিরন্তন	চিরন্তনতা	তমসাচ্ছন্ন	তমসাচ্ছন্নতা
গাঢ়	গাঢ়তা	চোট্টা	চোট্টামি	তরল	তারল্য

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
তরুণ	তারুণ্য	দাসী	দাসীত্ব	দুষ্কর	দুষ্করতা
তশিলদার	তশিলদারি	দাহ্য	দাহ্যতা	দুষ্কর্মা	দুষ্কর্ম
তস্কর	তাস্কর্য	দীন	দৈন্য,দীনতা	দুষ্ট	দুষ্টতা,দুষ্টি
তাৎক্ষণিক	তাৎক্ষণিকতা	দীপ্ত	দীপ্তি	দুষ্ট,দুষ্টু	দুষ্টামি,দুষ্টুমি
তাৎপর্যহীন	তাৎপর্যহীনতা	দীপ্র	দীপ্রতা	দুষ্পাচ্য	দুষ্পাচ্যতা
তাত্ত্বিক	তাত্ত্বিকতা	দীর্ঘ	দৈর্ঘ্য	দুষ্পাঠ্য	দুষ্পাঠ্যতা
তান্ত্রিক	তান্ত্রিকতা	দীর্ণ	দীর্ণতা	দুষ্প্রাপ্য	দুষ্প্রাপ্যতা
তামসিক	তামসিকতা	দুঃশীল	দুঃশীলতা	দুস্থ	দুস্থতা
তিক্ত	তিক্ততা	দুঃসহ	দুঃসহতা	দুহৃদ	দৌহার্দ্য
তির্যক	তির্যকতা	দুঃসাহসিক	দুঃসাহসিকতা	দূত	দৌত্য
তীক্ষ্ণ	তৈক্ষ্ণ্য,তীক্ষ্ণতা	দুরতিক্রম্য	দুরতিক্রম্যতা	দূর	দূরত্ব
তীব্র	তীব্রতা	দুরধিগম্য	দুরধিগম্যতা	দূরবর্তী	দূরবর্তিতা
তুচ্ছ	তুচ্ছতা	দুরপনেয়	দুরপনেয়তা	দৃঢ়	দৃঢ়তা,দার্ঢ্য
তুল্য	তুল্যতা	দুরবগম্য	দুরবগম্যতা	দেমাকি	দেমাক
তুষ্ট	তুষ্টি	দুরাক্রম্য	দুরাক্রম্যতা	দৈনিক	দৈনিকতা
তৃপ্ত	তৃপ্তি	দুরাত্মা	দৌরাত্ম্য	দোষী	দোষিতা
তৃষিত	তৃষ্ণা	দুরারোগ্য	দুরারোগ্যতা	দ্বান্দ্বিক	দ্বান্দ্বিকতা
তৃষ্ণার্ত	তৃষ্ণার্তি	দুরূহ	দুরূহতা	দ্বিজ	দ্বিজত্ব
তেজস্ক্রিয়	তেজস্ক্রিয়তা	দুর্গত	দৌর্গত্য,দুর্গতি	দ্বিবিধ	দ্বৈবিধ্য
তেজস্বী	তেজস্বিতা	দুর্গন্ধ	দৌর্গন্ধ্য	দ্বিরুক্ত	দ্বিরুক্তি
তৈলাক্ত	তৈলাক্ততা	দুর্গম	দুর্গমতা	দ্বৈত	দ্বৈততা
ত্বদীয়	ত্বদ্	দুর্জন	দৌর্জন্য	দ্ব্যর্থক	দ্ব্যর্থকতা
ত্রিগুণ	ত্রৈগুণ্য	দুর্জ্ঞেয়	দুর্জ্ঞেয়তা	দ্যোতক	দ্যোতনা
ত্রিমাত্রিক	ত্রিমাত্রিকতা	দুর্দম	দুর্দমতা	দ্রুত	দ্রুততা,দ্রুতি
দক্ষ	দক্ষতা,দাক্ষ্য	দুর্ধর্ষ	দুর্ধর্ষতা	দ্রোহী	দ্রোহিতা
দক্ষিণ	দাক্ষিণ্য	দুর্বধ্য	দুর্বধ্যতা	ধনাঢ্য	ধনাঢ্যতা
দমনীয়	দমনীয়তা	দুর্বল	দৌর্বল্য	ধবল	ধবলিমা
দম্য	দম্যতা	দুর্বহ	দুর্বহতা	ধর্মান্ধ	ধর্মান্ধতা
দয়ার্দ্র	দয়ার্দ্রতা	দুর্বার	দুর্বারতা	ধর্মীয়	ধর্মীয়তা,ধর্ম
দয়ালু	দয়ালুতা	দুর্বিনীত	দুর্বিনয়	ধারক	ধারকতা
দরিদ্র	দারিদ্র্য	দুর্বিষহ	দুর্বিষহতা	ধারাবাহিক	ধারাবাহিকতা
দর্শী	দর্শিতা	দুর্বৃত্ত	দুর্বৃত্ততা	ধার্মিক	ধার্মিকতা
দলীয়	দলীয়তা	দুর্বোধ্য	দুর্বোধ্যতা	ধীর	ধৈর্য;ধীরতা
দস্যু	দস্যুতা	দুর্ভাষী	দুর্ভাষিতা	ধূর্ত	ধূর্তামি
দাতা	দাতৃত্ব	দুর্ভেদ্য	দুর্ভেদ্যতা	ধৃষ্ট	ধৃষ্টতা
দাম্ভিক	দাম্ভিকতা	দুর্মনা	দৌর্মনস্য	ধৃষ্য	ধৃষ্যতা
দায়বদ্ধ	দায়বদ্ধতা	দুর্মর	দুর্মরতা	ধৈর্যশীল	ধৈর্যশীলতা
দায়িক	দায়িকতা	দুর্মূল্য	দুর্মূল্যতা	ধ্রুব	ধ্রুবত্ব
দায়ী	দায়িত্ব	দুর্লঙ্ঘ্য	দুর্লঙ্ঘ্যতা	নগণ্য	নগণ্যতা
দার্শনিক	দার্শনিকতা	দুর্লভ	দুর্লভতা	নম্র	নম্রতা
দাস	দাসত্ব	দুশ্ছেদ্য	দুশ্ছেদ্যতা	নজরদার	নজরদারি

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
নঞর্থক	নঞর্থকতা	নিটোল	নিটোলতা	নির্বুদ্ধি	নির্বুদ্ধিতা
নত	নতি	নিত্য	নিত্যতা	নির্ব্যূঢ়	নির্ব্যূঢ়তা
নতুন	নতুনত্ব	নিথর	নিথরতা	নির্ভর	নির্ভরতা
নপুংসক	নপুংসকতা	নিদ্রালু	নিদ্রালুতা	নির্ভীক	নির্ভীকতা
নব	নবত্ব	নিদ্রাহীন	নিদ্রাহীনতা	নির্মম	নির্মমতা
নবাব	নবাবি	নিন্দার্হ	নিন্দার্হতা	নির্মল	নির্মলতা
নবিশ	নবিশি	নিপুণ	নিপুণতা,নৈপুণ্য	নির্মিত	নির্মিতি
নবীন	নবীনতা	নিবার্য	নিবার্যতা	নির্মোচ্য	নির্মোচ্যতা
নব্য	নব্যতা	নিবিড়	নিবিড়তা	নির্লজ্জ	নির্লজ্জতা
নমনীয়	নমনীয়তা	নিবিড়	নৈবিড়্য	নির্লিপ্ত	নির্লিপ্ততা
নমস্য	নমস্যতা	নিবিষ্ট	নিবিষ্টতা	নির্লোভ	নির্লোভতা
নম্র	নম্রতা	নিবৃত্ত	নিবৃত্তি	নিশ্চয়	নিশ্চয়তা
নশ্বর	নশ্বরতা	নিবেদিত	নিবেদন	নিশ্চল	নিশ্চলতা
নষ্ট	নষ্টামি	নিবেদ্য,নৈবেদ্য	নিবেদন	নিশ্চিত	নৈশ্চিত্য
নাগরিক	নাগরিকতা	নিভৃত	নিভৃতি	নিশ্চিন্ত	নিশ্চিন্ততা
নাটকীয়	নাটক,নাটকীয়তা	নিমগ্ন	নিমগ্নতা	নিশ্চেষ্ট	নিশ্চেষ্টতা
নাটুকে	নাটুকেপনা	নিম্ন	নিম্নতা	নিশ্ছিদ্র	নিশ্ছিদ্রতা
নাট্যীয়	নাট্যীয়তা	নিরক্ষর	নিরক্ষরতা	নিষিদ্ধ	নিষিদ্ধতা
নান্দনিক	নান্দনিকতা	নিরন্তর	নিরন্তরতা	নিষ্কর্মা	নৈষ্কর্ম্য
নাব্য	নাব্যতা	নিরন্ন	নিরন্নতা	নিষ্কৃত	নিষ্কৃতি
নায়ক	নায়কত্ব	নিরপেক্ষ	নৈরপেক্ষ্য	নিষ্ক্রিয়	নিষ্ক্রিয়তা
নারকীয়	নারকীয়তা	নিরপেক্ষ	নিরপেক্ষতা	নিষ্ঠ	নিষ্ঠা
নাশক	নাশকতা	নিরর্থক	নিরর্থকতা	নিষ্ঠুর	নিষ্ঠুরতা,নৈষ্ঠুর্য
নাস্তিক	নাস্তিকতা	নিরলস	নিরলসতা	নিষ্ফল	নিষ্ফলতা
নিঃশঙ্ক	নিঃশঙ্কতা	নিরাপদ	নিরাপত্তা	নিস্পৃহ	নিস্পৃহতা
নিঃশব্দ	নৈঃশব্দ্য	নিরালম্ব	নিরালম্বতা	নীচ	নীচতা
নিঃসংশয়	নিঃসংশয়তা	নিরাশ	নৈরাশ্য	নীচু	নীচ
নিঃসঙ্গ	নিঃসঙ্গতা	নিরাসক্ত	নিরাসক্তি	নীরব	নীরবতা
নিঃসম্বল	নিঃসম্বলতা	নিরীহ	নিরীহতা	নীরস	নীরসতা
নিঃসহায়	নিঃসহায়তা	নিরুক্ত	নিরুক্তি	নূতন	নূতনত্ব
নিঃসাড়	নিঃসাড়তা	নির্গুণ	নৈর্গুণ্য	নৃশংস	নৃশংসতা
নিঃসার	নিঃসারতা	নির্জন	নির্জনতা	নেতা	নেতৃত্ব
নিঃসীম	নিঃসীমতা	নির্জীব	নির্জীবতা	নেত্রী	নেত্রীত্ব
নিঃস্ব	নিঃস্বতা,নৈঃস্ব	নির্ণেয়	নির্ণেয়তা	নৈতিক	নৈতিকতা
নিঃস্বার্থ	নিঃস্বার্থতা	নির্দয়	নির্দয়তা	নৈত্তিক	নৈত্তিকতা
নিকট,নৈকটিক	নৈকট্য	নির্দল	নির্দলতা	নৈমিত্তিক	নৈমিত্তিকতা
নিকৃষ্ট	নিকৃষ্টতা	নির্দিষ্ট	নির্দিষ্টতা	নোংরা	নোংরামি
নিগুণ	নৈগুণ্য	নির্দোষ	নির্দোষতা	ন্যাকা	ন্যাকামি
নিজ	নিজত্ব	নির্ধন	নির্ধনতা	ন্যায্য	ন্যায্যতা
নিজকীয়	নিজকীয়তা	নির্বিকল্প	নির্বিকল্পতা	ন্যূন	ন্যূনতা
নিজস্ব	নিজস্বতা	নির্বীর্য	নির্বীর্যতা	পক্ব	পক্বতা

বিশেষণ	বিশেষ্য
পক্ষপাতী	পক্ষপাতিত্ব
পঙ্কিল	পঙ্কিলতা
পঙ্গু	পঙ্গুতা, পঙ্গুত্ব
পছন্দ	পছন্দসই
পটু	পটুতা, পটুত্ব
পঠনীয়	পঠনীয়তা
পণ্ডিত	পাণ্ডিত্য
পতিত	পাতিত্য
পবিত্র	পবিত্রতা
পরনির্ভর	পরনির্ভরতা
পরম	পরমতা
পরম্পর	পারম্পর্য
পরাধীন	পরাধীনতা
পরায়ণ	পরায়ণতা
পরার্থ	পরার্থতা
পরুষ	পারুষ্য
পরিচ্ছন্ন	পরিচ্ছন্নতা
পরিণত	পরিণতি
পরিতৃপ্ত	পরিতৃপ্তি
পরিপক্ব	পরিপক্বতা
পরিবৃত	পরিবৃতি
পরিব্যাপ্ত	পরিব্যাপ্তি
পরিমিত	পরিমিতি
পরিহার্য	পরিহার্যতা
পর্যাপ্ত	পর্যাপ্তি
পর্যাপ্ত	পর্যাপ্ততা
পাগল	পাগলামি
পাজি	পেজোমি
পাটোয়ার	পাটোয়ারি
পাণ্ডব	পাণ্ডু
পাণ্ডুর	পাণ্ডুরতা
পারংগম	পারংগমতা
পারক	পারকতা
পিচ্ছিল	পিচ্ছিলতা
পীন	পীনতা
পুরুষালি	পুরুষ
পুরোগামী	পুরোগামিতা
পুষ্ট	পুষ্টি
পূজ্য	পূজ্যতা
পূর্ণ	পূর্ণতা
পূর্ণাঙ্গ	পূর্ণাঙ্গতা
পৃথক	পার্থক্য
পৃথুল	পৃথুলতা
পৃষ্ঠপোষক	পৃষ্ঠপোষকতা
পেলব	পেলবতা
পেশাদার	পেশাদারিত্ব
পেষিত	পেষণ
পোষক	পোষকতা
পৌরুষ	পুরুষ
পৌর্বিক	পৌর্বিকতা
প্রকাণ্ড	প্রকাণ্ডতা
প্রকৃষ্ট	প্রকৃষ্টতা
প্রখর	প্রখরতা, প্রাখর্য
প্রগল্‌ভ	প্রগল্‌ভতা
প্রগাঢ়	প্রগাঢ়তা
প্রচণ্ড	প্রচণ্ডতা
প্রচুর	প্রাচুর্য
প্রচ্ছন্ন	প্রচ্ছন্নতা
প্রতিকূল	প্রতিকূলতা
প্রতিনিধি	প্রতিনিধিত্ব
প্রতিপাদ্য	প্রতিপাদন
প্রতিবন্ধক	প্রতিবন্ধকতা
প্রতিবন্ধী	প্রতিবন্ধিতা
প্রতিযোগী	প্রতিযোগিতা
প্রতুল	প্রতুলতা
প্রত্যক্ষ	প্রত্যক্ষতা
প্রপন্ন	প্রপন্নতা
প্রফুল্ল	প্রফুল্লতা
প্রবণ	প্রবণতা
প্রবল	প্রাবল্য
প্রবহমাণ	প্রবহমাণতা
প্রবীণ	প্রবীণতা, প্রাবীণ্য
প্রবেশ্য	প্রবেশ্যতা
প্রভু	প্রভুত্ব
প্রমত্ত	প্রমত্ততা
প্রমেয়	প্রমেয়তা
প্রযোজ্য	প্রযোজ্যতা
প্রলুব্ধ	প্রলুব্ধতা
প্রশস্ত	প্রশস্ততা
প্রশান্ত	প্রশান্তি
প্রসক্ত	প্রসক্তি
প্রসন্ন	প্রসন্নতা
প্রসিদ্ধ	প্রসিদ্ধি
প্রস্ফুট	প্রস্ফুটন
প্রাচীন	প্রাচীনতা
প্রাজ্ঞ	প্রাজ্ঞতা
প্রাঞ্জল	প্রাঞ্জলতা
প্রাণময়	প্রাণময়তা
প্রাণহীন	প্রাণহীনতা
প্রাতিস্বিক	প্রাতিস্বিকতা
প্রাত্যহিক	প্রাত্যহিকতা
প্রাদেশিক	প্রাদেশিকতা
প্রাপ্ত	প্রাপ্তি
প্রাপ্য	প্রাপ্যতা
প্রামাণিক	প্রামাণিকতা
প্রার্থী	প্রার্থিতা
প্রিয়	প্রিয়তা
প্রেয়	প্রেয়তা
প্রৌঢ়	প্রৌঢ়তা, প্রৌঢ়ত্ব
ফক্কড়	ফক্কড়ি
ফচকে	ফচকেমি
ফন্দিবাজ	ফন্দিবাজি
ফলদ	ফল
ফলবান	ফলবত্তা
ফাঁকিবাজ	ফাঁকিবাজি
ফাজিল	ফাজলামো
ফিচকে	ফিচকেমি
ফিচেল	ফিচলেমি
ফেনিল	ফেনিলতা
বঙ্কিম	বঙ্কিমতা
বক্র	বক্রতা
বঞ্চক	বঞ্চকতা, বঞ্চনা
বঞ্চনীয়	বঞ্চনীয়তা
বড়ো	বড়াই; বড়োত্ব
বড়োলোক	বড়োলোকি
বৎসল	বাৎসল্য
বদমাশ	বদমায়েশি
বদান্য	বদান্যতা
বদ্ধ	বদ্ধতা
বধির	বধিরতা
বন্দি	বন্দিত্ব
বন্ধু	বন্ধুত্ব
বন্ধুর	বন্ধুরতা

বিশেষণ	বিশেষ্য
বন্ধ্যা	বন্ধ্যাত্ব
বন্য	বন্যতা; বন
বর্ণনীয়	বর্ণনীয়তা
বর্ণময়	বর্ণময়তা
বর্ণানুক্রমিক	বর্ণানুক্রমিকতা
বর্তিষ্ণু	বর্তিষ্ণুতা
বর্তুল	বর্তুলতা
বর্বর	বর্বরতা
বলবান	বলবত্তা
বলিষ্ঠ	বলিষ্ঠতা
বশ্য	বশ্যতা
বস্তুনিষ্ঠ	বস্তুনিষ্ঠতা
বহমান	বহমানতা
বহু	বহুত্ব
বহুজ্ঞ	বহুজ্ঞতা
বহুমুখী	বহুমুখিতা
বহুল	বহুলতা, বাহুল্য
বাগীশ	বাগীশতা
বাগ্মী	বাগ্মিতা
বাঙালি	বাঙালিত্ব
বাঙ্ময়	বাঙ্ময়তা
বাচক	বাচকতা
বাচনিক	বাচনিকতা
বাচাল	বাচালতা
বাঞ্ছনীয়	বাঞ্ছনীয়তা
বাৎসরিক	বাৎসরিকতা
বাতুল	বাতুলতা
বাধক	বাধকতা
বাধ্য	বাধ্যতা
বাবু	বাবুয়ানা
বামুন	বামনাই
বাস্তব	বাস্তবতা
বাস্তবিক	বাস্তবিকতা
বিকট	বিকটত্ব
বিকল	বৈকল্য
বিকৃত	বিকৃতি
বিক্লব	বৈক্লব্য
বিক্ষুব্ধ	বিক্ষোভ
বিচক্ষণ	বিচক্ষণতা
বিচিত্র	বৈচিত্র্য
বিচ্ছিন্ন	বিচ্ছন্নতা
বিচ্যুত	বিচ্যুতি
বিজাত	বৈজাত্য
বিজ্ঞ	বিজ্ঞতা
বিতৃষ্ণ	বিতৃষ্ণা
বিদগ্ধ	বৈদগ্ধ্য
বিদীর্ণ	বিদীর্ণতা
বিদ্যমান	বিদ্যমানতা
বিধবা	বৈধব্য
বিধর্মা	বৈধর্ম্য
বিধুর	বিধুরতা
বিধ্বস্ত	বিধ্বংস
বিন্যস্ত	বিন্যাস
বিপন্ন	বিপন্নতা
বিপরীত	বৈপরীত্য
বিপুল	বিপুলতা
বিফল	বিফলতা
বিবক্ষু	বিবক্ষা
বিবর্ণ	বৈবর্ণ্য, বিবর্ণতা
বিবশ	বৈবশ্য, বিবশতা
বিবিক্ষু	বিবিক্ষা
বিভাজ্য	বিভাজ্যতা
বিভিন্ন	বৈভিন্ন্য
বিভ্রান্ত	বিভ্রান্তি
বিমর্ষ	বিমর্ষতা
বিমুখ	বিমুখতা, বৈমুখ্য
বিমুগ্ধ	বিমুগ্ধতা
বিমূঢ়	বিমূঢ়তা
বিমূর্ত	বিমূর্ততা
বিমৃশ্য	বিমৃশ্যতা
বিমৃশ্যকারী	বিমৃশ্যকারিতা
বিরক্ত	বিরক্তি
বিরল	বিরলতা
বিরস	বিরসতা
বিরুদ্ধ	বিরুদ্ধতা
বিরোধী	বিরোধিতা
বিলাসী	বিলাসিতা
বিলুপ্ত	বিলুপ্তি
বিশিষ্ট	বৈশিষ্ট্য
বিশুদ্ধ	বিশুদ্ধতা, বিশুদ্ধি
বিশৃঙ্খল	বিশৃঙ্খলা
বিশেষ	বিশেষত্ব
বিশ্বস্ত	বিশ্বস্ততা
বিশ্বাস্য	বিশ্বাস্যতা
বিশ্রুত	বিশ্রুতি
বিষণ্ণ	বিষণ্ণতা
বিষম	বৈষম্য
বিসদৃশ	বৈসাদৃশ্য
বিস্মৃত	বিস্মৃতি
বিহ্বল	বিহ্বলতা
বীভৎস	বীভৎসতা
বীর	বীরত্ব
বুদ্ধ	বোধি
বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমত্তা
বুভুক্ষু	বুভুক্ষা
বৃদ্ধ	বার্ধক্য
বৃহৎ	বৃহত্ত্ব
বেকার	বেকারত্ব
বেকুব	বেকুবি
বেধ্য	বেধ্যতা, বেধ
বেয়াদব	বেয়াদবি
বৈধ	বৈধতা
বৈরাগী	বৈরাগ্য
ব্যগ্র	ব্যগ্রতা
ব্যঞ্জক	ব্যঞ্জকতা
ব্যবহার্য	ব্যবহার্যতা
ব্যর্থ	ব্যর্থতা
ব্যস্ত	ব্যস্ততা
ব্যাকুল	ব্যাকুলতা
ব্যাপক	ব্যাপকতা
ব্যাপী	ব্যাপিতা
ব্যাপৃত	ব্যাপৃতি
ব্যাপ্ত	ব্যাপ্তি
ব্যাবৃত্ত	ব্যাবৃত্তি
ব্যুৎপন্ন	ব্যুৎপত্তি
ভক্ত	ভক্তি
ভক্তিমান	ভক্তিমত্তা
ভক্ষক; ভক্ষ্য	ভক্ষণ
ভঙ্গিল	ভঙ্গিলতা
ভঙ্গুর	ভঙ্গুরতা
ভণ্ড	ভণ্ডামি
ভদ্র	ভদ্রতা
ভনভনে	ভনভন

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
ভব্য	ভব্যতা	মসৃণ	মসৃণতা	যাজক	যাজকতা
ভয়ংকর	ভয়ংকরতা	মহৎ	মহত্ত্ব	যান্ত্রিক	যান্ত্রিকতা
ভয়াবহ	ভয়াবহতা	মহাত্মা	মাহাত্ম্য	যুগ্ম	যুগ্মতা
ভাঁওতাবাজ	ভাঁওতাবাজি	মহান	মহানতা	যুযুৎসু	যুযুৎসা
ভাবালু	ভাবালুতা	মহানুভব	মহানুভবতা	যোগ্য	যোগ্যতা
ভাবুক	ভাবুকতা	মহার্ঘ	মহার্ঘতা	যৌক্তিক	যৌক্তিকতা
ভারতীয়	ভারতীয়ত্ব	মাঘী	মাঘ	যৌন	যৌনতা
ভাষিক	ভাষিকতা	মাতব্বর	মাতব্বরি	রকবাজ	রকবাজি
ভাস্কর	ভাস্কর্য	মাতাল	মাতলামি	রজত	রাজত
ভাস্বর	ভাস্বরতা	মাতৃক	মাতৃকতা	রম্য	রম্যতা
ভিন্ন	ভিন্নতা	মাদক	মাদকতা	রসজ্ঞ	রসজ্ঞতা
ভীরু	ভীরুতা	মান্য	মান্যতা	রসহীন	রসহীনতা
ভুক্ত	ভুক্তি	মালিক	মালিকানা	রসাল	রসালতা
ভূত	ভূতত্ব	মাস্তান	মাস্তানি	রসিক	রসিকতা
ভেদ্য	ভেদ্যতা	মিতা	মিতালি	রহিত	রাহিত্য
ভোজ্য	ভোজ্যতা; ভোজ	মিত্র	মিত্রতা	রাবীন্দ্রিক	রাবীন্দ্রিকতা
ভৌতিক	ভৌতিকতা	মিষ্ট	মিষ্টত্ব	রাষ্ট্রিক	রাষ্ট্রিকতা
ভ্রষ্ট	ভ্রষ্টতা	মুক্ত	মুক্তি	রিক্ত	রিক্ততা
ভ্রান্ত	ভ্রান্তি	মুখর	মুখরতা	রুক্ষ	রুক্ষতা
ভ্রাম্যমাণ	ভ্রাম্যমাণতা	মুখ্য	মুখ্যত্ব	রুগ্‌ণ	রুগ্‌ণতা
মগ্ন	মগ্নতা	মুখ্যু	মুখ্যুমি	রুদ্ধ	রুদ্ধতা
মঙ্গল	মাঙ্গল্য	মুগ্ধ	মুগ্ধতা, মৌগ্ধ্য	রূপা	রূপালি
মজদুর	মজদুরি	মুমূর্ষু	মুমূর্ষা	রুমাল	রুমালি
মজুর	মজুরি	মূক	মূকতা	রূঢ়	রূঢ়তা
মত্ত	মত্ততা	মূঢ়	মূঢ়তা	রোগী	রোগ
মদির	মদিরতা	মূর্খ	মূর্খামি, মূর্খতা	রোচক	রোচকতা
মধুর	মাধুর্য, মধুরতা	মৃত	মৃত্যু	লঘু	লঘুতা, লঘুত্ব
মধ্যস্থ	মধ্যস্থতা	মৃদু	মৃদুতা	লব্ধ	লব্ধি
মনসবদার	মনসবদারি	মৃদুল	মৃদুলতা	ললিত	লালিত্য
মনস্ক	মনস্কতা	মেদুর	মেদুরতা	লাটসাহেব	লাটসাহেবি
মনস্বী	মনস্বিতা	মৈত্র	মৈত্র্য, মৈত্রী	লাল	লালিমা
মনিব	মনিবি	মোসাহেব	মোসাহেবি	লুপ্ত	লুপ্তি
মনীষী	মনীষিতা, মনীষা	মৌল	মৌলতা, মৌলত্ব	লুব্ধ	লুব্ধতা
মনোজ্ঞ	মনোজ্ঞতা	মৌলিক	মৌলিকতা	লোল	লোলত্ব
মন্থর	মন্থরতা	ম্লান	ম্লানতা, ম্লানিমা	লোলুপ	লোলুপতা
মন্দ	মান্দ্য, মন্দত্ব	যজমান	যজমানি	লোলুপ	লৌল্য
মন্দ্র	মন্দ্রতা	যথার্থ	যথার্থতা	লোহিত	লৌহিত্য
মম	মমতা, মমত্ব	যথার্থ	যাথার্থ্য	লৌকিক	লৌকিকতা
মর্মান্তিক	মর্মান্তিকতা	যথেষ্ট	যথেষ্টতা	ল্যালঠা	ল্যালঠামি
মর্মী	মর্মিতা	যাচনীয়	যাচনীয়তা	শক্ত	শক্তি
মলিন	মালিন্য, মলিনতা	যাচ্য	যাচ্যতা	শঠ	শঠতা, শাঠ্য

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
শত্রু	শত্রুতা	সংঘবদ্ধ	সংঘবদ্ধতা	সভ্য	সভ্যতা
শয়তান	শয়তানি	সংবৃত	সংবৃতি	সম	সমতা,সমত্ব
শালীন	শালীনতা	সংযত	সংযম	সম	সাম্য
শিক্ষক	শিক্ষকতা	সংলগ্ন	সংলগ্নতা	সমকালীন	সমকালীনতা
শিথিল	শিথিলতা	সংশুদ্ধ	সংশুদ্ধি	সমকেন্দ্রিক	সমকেন্দ্রিকতা
শিথিল	শৈথিল্য	সংসক্ত	সংসক্তি	সমগ্র	সমগ্রতা
শিব	শিবত্ব	সংসিদ্ধ	সংসিদ্ধি	সমঞ্জস	সামঞ্জস্য
শিশু	শিশুত্ব; শৈশব	সংস্থিত	সংস্থিতি	সমধিক	সমধিকতা
শিষ্ট	শিষ্টতা	সংহত	সংহতি	সমমনস্ক	সমমনস্কতা
শিষ্য	শিষ্যত্ব	সংহৃত	সংহৃতি	সময়নিষ্ঠ	সময়নিষ্ঠতা
শীঘ্র	শীঘ্রতা	সক্ত	সক্তি	সমর্থ	সামর্থ্য
শীত	শৈত্য	সক্ষম	সক্ষমতা	সমসাময়িক	সমসাময়িকতা
শীতল	শীতলতা	সখী	সখীতা,সখীত্ব	সমাকীর্ণ	সমাকীর্ণতা
শীতার্ত	শীতার্তি	সচল	সচলতা	সমাচ্ছন্ন	সমাচ্ছন্নতা
শীর্ণ	শীর্ণতা	সচেতন	সচেতনতা	সমাজতান্ত্রিক	সমাজতান্ত্রিকতা
শীল	শীলতা,শৈলী	সচেষ্ট	সচেষ্টতা	সমাপ্ত	সমাপ্তি
শুক্ল	শৌক্ল্য,শুক্লতা	সচ্ছল	সচ্ছলতা	সমার্থক	সমার্থকতা
শুচি	শুচিতা	সচ্ছল	সাচ্ছল্য	সমীচীন	সমীচীনতা
শুদ্ধ	শুদ্ধতা,শুদ্ধি	সজল	সজলতা	সম্পন্ন	সম্পন্নতা
শুভ্র	শুভ্রতা	সজীব	সজীবতা	সম্পূর্ণ	সম্পূর্ণতা
শুশ্রূষু	শুশ্রূষা	সজ্জন	সজ্জনতা	সম্পৃক্ত	সম্পৃক্তি
শুষ্ক	শুষ্কতা	সৎ	সত্তা	সম্ভাব্য	সম্ভাব্যতা
শূদ্র	শৌদ্র	সতর্ক	সতর্কতা	সম্ভূত	সম্ভূতি
শূন্য	শূন্যতা	সতী	সতীত্ব	সম্মত	সম্মতি
শূর	শৌর্য	সতৃষ্ণ	সতৃষ্ণতা	সরল	সরলতা
শোভন	শোভনতা	সত্য	সত্যতা	সরল	সারল্য
শোভমান	শোভমানতা	সদয়	সদয়তা	সরস	সরসতা
শৌখিন	শৌখিনতা	সদর্থক	সদর্থকতা	সরূপ	সারূপ্য
শ্বেত	শ্বৈত্য	সদাব্যস্ত	সদাব্যস্ততা	সর্দার	সর্দারি
শ্যামল	শ্যামলতা	সদাশয়	সদাশয়তা	সর্পিল	সর্পিলতা
শ্রান্ত	শ্রান্তি	সদৃশ	সদৃশতা,সাদৃশ্য	সর্বজনীন	সর্বজনীনতা
শ্রাব্য	শ্রাব্যতা	সন্তুষ্ট	সন্তুষ্টি	সর্বজ্ঞ	সর্বজ্ঞতা
শ্রুত	শ্রুতি	সন্ত্রস্ত	সন্ত্রস্ততা,সন্ত্রাস	সর্বময়	সর্বময়তা
শ্রেষ্ঠ	শ্রেষ্ঠতা,শ্রেষ্ঠত্ব	সন্দিগ্ধ	সন্দিগ্ধতা	সর্বস্ব	সর্বস্বতা
শ্লথ	শ্লথতা	সন্দীপ্ত	সন্দীপ্তি	সর্বাত্মক	সর্বাত্মকতা
শ্লীল	শ্লীলতা	সন্নদ্ধ	সন্নদ্ধতা	সসীম	সসীমতা
সংকর	সংকরত্ব	সন্নিহিত	সন্নিহিতি	সহজ	সহজতা
সংকীর্ণ	সংকীর্ণতা	সপ্রতিভ	সপ্রতিভতা	সহজগম্য	সহজগম্যতা
সংকুল	সংকুলতা	সফল	সাফল্য	সহজলভ্য	সহজলভ্যতা
সংগত	সংগতি	সবর্ণ	সবর্ণতা	সহনীয়	সহনীয়তা
সংগুপ্ত	সংগুপ্তি	সভাপতি	সভাপতিত্ব	সহায়	সহায়তা

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
সহিষ্ণু	সহিষ্ণুতা	সুরম্য	সুরম্যতা	স্বপ্নালু	স্বপ্নালুতা
সহৃদয়	সহৃদয়তা	সুলভ	সুলভতা	স্বয়ম্ভর	স্বয়ম্ভরতা
সাক্ষর	সাক্ষরতা	সুশীল	সৌশীল্য	স্বল্প	স্বল্পতা,স্বল্পত্ব
সাত্ত্বিক	সাত্ত্বিকতা	সুষম	সৌষম্য	স্বাদু	স্বাদুতা
সাধু	সাধুতা	সুষুপ্ত	সুষুপ্তি	স্বাদেশিক	স্বাদেশিকতা
সানুনাসিক	সানুনাসিকতা	সুষ্ঠু	সৌষ্ঠব	স্বাধীন	স্বাধীনতা
সান্দ্র	সান্দ্রতা	সুসাধ্য	সুসাধ্যতা	স্বাবলম্বী	স্বাবলম্বন
সাফ	সাফাই	সুস্থ	সুস্থতা	স্বাবলম্বী	স্বাবলম্বিতা
সাবলীল	সাবলীলতা	সুহৃদ	সৌহার্দ্য	স্বামী	স্বামিত্ব
সামগ্রিক	সামগ্রিকতা	সূক্ষ্ম	সূক্ষ্মতা,সৌক্ষ্ম্য	স্বার্থক	স্বার্থকতা
সাময়িক	সাময়িকতা	সূচক	সূচকতা	স্বার্থপর	স্বার্থপরতা
সামাজিক	সামাজিকতা	স্তম্ভিত	স্তম্ভন	স্বার্থান্ধ	স্বার্থান্ধতা
সারশূন্য	সারশূন্যতা	স্তিমিত	স্তৈমিত্য	স্বার্থিক	স্বার্থিকতা
সার্থক	সার্থকতা	স্ত্রী	স্ত্রীত্ব	স্যূত	সীবন
সার্বজনীন	সার্বজনীনতা	স্থবির	স্থবিরতা	স্রষ্টা	সৃষ্টি
সার্বভৌম	সার্বভৌমত্ব	স্থবির	স্থবিরত্ব	স্রুত	স্রুতি
সার্বিক	সার্বিকতা	স্থাণু	স্থাণুতা,স্থাণুত্ব	হকদার	হক
সাহসিক	সাহসিকতা	স্থাবর	স্থাবরতা	হকার	হকারি
সাহেব	সাহেবিয়ানা	স্থায়ী	স্থায়িত্ব	হঠকারী	হঠকারিতা
সিক্ত	সিক্ততা	স্থিত	স্থিতি	হতাশ	হতাশা
সিদ্ধ	সিদ্ধি	স্থির	স্থিরতা	হয়রান	হয়রানি
সুগম	সুগমতা	স্থূল	স্থূলতা,স্থূলত্ব	হাকিম	হাকিমি
সুজন	সৌজন্য	স্নিগ্ধ	স্নৈগ্ধ্য,স্নিগ্ধতা	হার্দিক	হৃদয়
সুজাত	সৌজাত্য	স্নেহ	স্নৈহিক	হিংস্র	হিংস্রতা
সুঠাম	সুঠামতা	স্পষ্ট	স্পষ্টতা	হিতৈষী	হিতৈষিতা
সুদূর	সুদূরতা	স্ফীত	স্ফীতি	হীন	হীনতা,হীনত্ব
সুন্দর	সৌন্দর্য	স্ফূর্ত	স্ফূর্তি	হৃদ্য	হৃদ্যতা
সুপ্রাপ্য	সুপ্রাপ্যতা	স্বকীয়	স্বকীয়তা	হৃষ্ট	হৃষ্টি,হৃষ্টতা
সুপ্ত	সুপ্তি	স্বচ্ছ	স্বচ্ছতা	হ্যাংলা	হ্যাংলামি
সুবোধ্য	সুবোধ্যতা	স্বতঃস্ফূর্ত	স্বতঃস্ফূর্ততা	হ্রস্ব	হ্রস্বতা
সুভগ	সৌভাগ্য	স্বতন্ত্র	স্বাতন্ত্র্য		
সুরভি	সৌরভ	স্বনির্ভর	স্বনির্ভরতা		

পরিশিষ্ট ৩
সমোচ্চারিত কিংবা প্রায়-সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ

- অংশ (ভাগ, অসম্পূর্ণ)
  অংশ্য (ভাগ করার উপযোগী)
  অংস(কাঁধ)

- অংশগ্রহণ (শামিল হওয়া)
  অংশ গ্রহণ (নিজের ভাগ বুঝে নেওয়া)

- অংশ্য দ্র. অংশ
- অংস দ্র. অংশ

- অকর্তৃত্ব (অকর্তার ভাব)
  অকর্ত্রীত্ব (অকর্ত্রীর ভাব)

- অকার (ব্রহ্মা)
  অ-কার (অ-এই বর্ণ)

- অকিঞ্চন (নিঃস্ব, দরিদ্র)
  আকিঞ্চন (দৈন্য, দারিদ্র্য)

- অকুল (হীন বা নীচ বংশ; স্বজনবিহীন)
  অকূল (যার কূল নাই; সমুদ্র)

- অকৃত (যা করা হয়নি)
  অক্রীত (যা কেনা হয়নি)

- অকৃতদার (অবিবাহিত)
  অকৃতাদর (যাকে যথেষ্ট আদর করা হয়নি)

- অকৃত্ত (অখণ্ডিত)
  অকৃত্য (যা করা উচিত নয়)

- অকৃষ্ট (চাষ না-করা)
  অকৃষ্য (চাষ করার পক্ষে অনুপযুক্ত)

- অক্রীত দ্র. অকৃত

- অক্ষিব (সামুদ্রিক লবণ)
  অক্ষীব (শজনে গাছ)

- অখণ্ড (যা খণ্ডিত নয়)
  অখণ্ড্য (যা খণ্ডন করা যায় না)

- অখ্যাত (অপ্রসিদ্ধ)
  আখ্যাত (কথিত, উল্লেখিত)

- অগ্র (প্রধান; সম্মুখ)
  অগ্র্য (আদ্য; শ্রেষ্ঠ)

- অঘর (যার ঘর নেই)
  অঘোর (শাক্ত সম্প্রদায়-বিশেষ)

- অঘ্রান (বঙ্গাব্দের অষ্টম মাস)
  আঘ্রাণ (গন্ধ শোঁকা)

- অঙ্ক (কোল; গণিত)
  অঙ্ক্য (মৃদঙ্গ)

- অচূর্ণ (যা চূর্ণ করা হয়নি)
  অচূর্ণ্য (যা চূর্ণ করা যায় না)

- অচ্ছদ (অনাবৃত)
  অচ্ছোদ (স্বচ্ছ জলাশয়)

- অচ্ছিন্ন (অবিভক্ত)
  আচ্ছন্ন (ঢাকা)

- অচ্ছুত (অস্পৃশ্য)
  অচ্যুত (বিষ্ণু)

- অচ্ছোদ দ্র. অচ্ছদ

- অজগর (বড়ো সাপ-বিশেষ)
  অজাগর (নিদ্রাহীন)

- অজড় (জড় নয়; জীবন্ত)
  অজর (জরাগ্রস্ত নয়)

- অজাগর দ্র. অজগর

- অণু (ছোটো,ক্ষুদ্র)
  অনু (পশ্চাৎ)

- অত (এই পরিমাণ)
  অতঃ (এর পর)

- অতর্ক (তর্কের অভাব)
  অতর্ক্য (তর্কের অনুপযুক্ত)

- অত্রস্ত (ত্রস্ত বা ভীত নয়)
  অত্রস্থ (এই জায়গার)

- অদিন (অশুভ দিন)
  অদীন (দুঃখহীন; ধনী)

- অদৃশ্য (যা দেখা যাচ্ছে না)
  অধৃষ্য (অপরাজেয়)

- অদৃষ্ট (ভাগ্য)
  অধৃষ্ট (অনুদ্ধত)

- অদ্বৈত (দ্বৈতহীন)
  অদ্বৈধ (দ্বিধাহীন)

- অধরোষ্ঠ (দুই ঠোঁট)
  অধরোষ্ঠ্য (ঠোঁট বিষয়ক)

- অধর্ম (পাপ; অন্যায়)
  অধর্ম্য (ধর্মবিরুদ্ধ)

- অধিশয়িত (অধিষ্ঠিত)
  অধিশায়িত (যাকে শোয়ানো হয়েছে)

- অধিষ্ঠাতৃগণ (অধিষ্ঠাতারা)
  অধিষ্ঠাত্রীগণ (অধিষ্ঠাত্রীরা)

- অধীতি (অধ্যয়ন)
  অধীতী (অধ্যয়নকারী)

• অধৃষ্ট দ্র. অদৃষ্ট
• অধৃষ্য দ্র. অদৃশ্য

• অনর্ঘ (অতি দামি)
অনর্ঘ্য (অপূজনীয়)

• অনর্থকরী (যা লাভজনক নয়; ক্ষতিকারক)
অনর্থকারী (যে ক্ষতি করে; যা ক্ষতি করে)

• অনায়ত(যার আয়তন কম)
অনায়ত্ত(আয়ত্ত করা যায়নি)

• অনিল (বাতাস)
অনীল (যা নীল নয়)

• অনিশ (অবিরাম)
অনীশ (নাস্তিক)

• অনিষ্ট (ক্ষতি)
অনিষ্ঠ (নিষ্ঠাহীন)

• অনীল দ্র. অনিল
• অনীশ দ্র. অনিশ
• অনু দ্র. অণু

• অনুক (কামুক)
অনূক (মূত্রস্থলী)

• অনুচরী (অনুচরের স্ত্রীলিঙ্গ)
অনুচারী (যে পিছনে আসছে)

• অনুদিত (উদিত না-হওয়া)
অনূদিত (অনুবাদ-করা)

• অনুপ (উপমাহীন)
অনূপ (জলাশয়)

• অনুবন্ধ (সংশ্লিষ্ট; গ্রথিত)
অনুবন্ধ (আরম্ভ; সম্বন্ধ)
• অনুভব (উপলব্ধি)
অনুভাব (বোধ, জ্ঞান)

• অনুসৃত (অনুসরণ করা)
অনুস্যূত (সেলাই-করা)

• অনুসৃতি (অনুসরণ)
অনুস্মৃতি (পরে মনে করা)

• অনুস্যূত দ্র. অনুসৃত
• অনূক দ্র. অনুক
• অনূদিত দ্র. অনুদিত
• অনূপ দ্র. অনুপ

• অন্ত (শেষ)
অন্তঃ (মধ্যের)
অন্ত্য (শেষ; প্রান্তস্থ; নীচ)

• অন্তঃসত্তা (আত্মা)
অন্তঃসত্ত্বা (সন্তানসম্ভবা)

• অন্তঃস্থ (মাঝের)
অন্তস্থ (শেষের)

• অন্তরঙ্গ (ঘনিষ্ট)
অন্তরজ্ঞ (অন্তর্যামী)

• অন্তর্দেশিক (একই দেশ বিষয়ক)
আন্তর্দেশিক (ভিন্ন দেশ বিষয়ক)

• অন্তর্দেশীয় (একই দেশের)
আন্তর্দেশীয় (অন্য দেশের)

• অন্তর্বেদি (দোয়াব)
অন্তর্বেদী (যিনি মন বুঝতে পারেন)
অন্তর্ভেদী (যা অন্তরকে ভেদ করে)

• অন্তস্থ দ্র. অন্তঃস্থ
• অন্ত্য দ্র. অন্ত

• অন্ন (খাদ্য)
অন্য (ভিন্ন)
• অন্নগতপ্রাণ (যে কেবল খেতে চায়)
অন্যগতপ্রাণ (পরোপকারী)

• অন্নদা (অন্নপূর্ণা, দুর্গা)
অন্যদা (অন্য সময়)

• অন্নপুষ্ট (অন্ন অর্থাৎ খাবার খেয়ে পুষ্ট)
অন্যপুষ্ট (অপরের দ্বারা পালিত)

• অন্য দ্র. অন্ন
• অন্যগতপ্রাণ দ্র. অন্নগতপ্রাণ
• অন্যদা দ্র. অন্নদা
• অন্যপুষ্ট দ্র. অন্নপুষ্ট

• অন্যভৃৎ (অন্যকে যে পালন করে; কাক)
অন্যভৃত (অপরের দ্বারা পালিত; কোকিল)

• অন্যান্য (অন্য সব)
অন্যোন্য (পরস্পর)

• অপগত (বিদূরিত)
অবগত (জানা)

• অপচয় (নষ্ট করা)
অবচয় (চয়ন)

• অপত্য (সন্তান)
অপথ্য (কুখাদ্য)

• অপর (অন্য)
অবর (অশ্রেষ্ঠ, হীন)

• অপরিশ্রুত (যা শোনা হয়নি)
অপরিস্রুত (যা স্রবণ করা হয়নি; আছাঁকা)

• অপসরণ (সরে যাওয়া)
অপসারণ (সরিয়ে দেওয়া)

• অপসৃত (সরিয়ে দেওয়া)
অবসৃত (অবসরপ্রাপ্ত)

• অবসিত (অবসান হওয়া)

• অবগত দ্র. অপগত
• অবচয় দ্র. অপচয়

• অবতংস (ভূষণ)
অবদংশ (মদের চাট)

•অবতরণ (নামা)
অবতারণ (নামিয়ে আনা)

•অবদান (কৃতি)
অবধান (জানা)

•অবন্ধ (বন্ধ নয়, খোলা)
অবদ্য (যা বলা যায় না)
অবধ্য (যাকে বধ করা উচিত নয়)

•অবদ্য দ্র. অবন্ধ
•অবধান দ্র. অবদান
•অবধ্য দ্র. অবন্ধ
•অবর দ্র. অপর

•অবলম্ব (অবলম্বন)
অবলম্ব্য (অবলম্বনের যোগ্য)

•অবলা (দুর্বল; নারী)
অবোলা (যে কথা বলতে পারে না; জীবজন্তু)

•অবসিত দ্র. অপসৃত
•অবসৃত দ্র. অপসৃত

•অবাচীন (দক্ষিণ বিষয়ক)
অর্বাচীন (নবীন)

•অবি (মেষ)
অবী (রজস্বলা)

•অবিকৃত (যা বিকৃত করা হয়নি)
অবিক্রীত (যা বিক্রি হয়নি)

•অবিধেয় (যা করা উচিত নয়)
অভিধেয় (নামধারী)

•অবিনীত (উদ্ধত)
অভিনীত (অভিনয়-করা)

•অবিমিশ্র (খাঁটি)
অবিমৃশ্য (অবিবেচক)

•অবিরাম (ছেদহীন)
অভিরাম (সুন্দর)

•অবিহিত (অশাস্ত্রীয়)
অভিহিত (নামধারী)

•অবী দ্র. অবি

•অবেক্ষমাণ (যে দেখছে)
অবেক্ষ্যমাণ (যাকে দেখা হচ্ছে)

•অবোলা দ্র. অবলা

•অব্দি (পর্যন্ত, অবধি)
অব্ধি (সমুদ্র)

•অব্যবহিত (সংলগ্ন)
অব্যবহৃত (যা ব্যবহার করা হয়নি)

•অভিক (কামুক)
অভীক (নির্ভীক; ভয়হীন)

•অভিধেয় দ্র. অবিধেয়

•অভিনীত দ্র. অবিনীত

•অভিনেতৃসংঘ (অভিনেতাদের সংঘ)
অভিনেত্রীসংঘ (অভিনেত্রীদের সংঘ)

•অভিবাসন (অন্য জায়গায় গিয়ে বাস করা)
অভিভাষণ (বক্তৃতা)

•অভিরাম দ্র. অবিরাম

•অভিসন্ধি (ফন্দি)
অভিস্যন্দী (ক্ষরণশীল)

•অভিসর (অনুচর)
অভিসার (প্রিয়জনের সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে যাওয়া)

•অভিস্যন্দী দ্র. অভিসন্ধি
•অভিহিত দ্র. অবিহিত
•অভীক দ্র. অভিক

•অভ্যাশ (আবৃত্তি)
অভ্যাস (চর্চা)

•অমর্ত (স্বর্গ)
অমর্ত্য (স্বর্গীয়; দেবতা)

•অম্বরিষ (মুড়ি ইত্যাদি ভাজার পাত্র)
অম্বরীষ (সূর্যবংশীয় রাজা)

•অযাচ্য (চাওয়ার অযোগ্য)
অযাজ্য (যজ্ঞক্রিয়ার অযোগ্য)

•অরতি (অসন্তোষ)
অরাতি (শত্রু)

•অর্ঘ (মূল্য, দাম)
অর্ঘ্য (পূজার উপকরণ)

•অর্থ (মানে; টাকাপয়সা)
অর্থ্য (ন্যায়সংগত, ন্যায্য)

•অর্বাচীন দ্র. অবাচীন

•অর্হণ (পূজা)
অর্হন (জৈন সন্ন্যাসী)

•অলক (চুলের গোছা)
অলক্ষ (না দেখা, লক্ষ না করা)
অলক্ষ্য (যেটা উদ্দেশ্য নয়; অলক্ষণীয়)
অলখ (দৃষ্টির অগোচর)
অলোক (নির্জন; অসাধারণ)

•অলয় (লয়হীন)
আলয় (বাড়ি)

•অলাত (জ্বলন্ত অঙ্গার)
আলাত (জ্বলন্ত অঙ্গার বিষয়ক)

•অলোক দ্র. অলক

•অশক্ত (উপায়হীন; সাধ্যহীন)
অসক্ত (আসক্তিহীন)

•অশক্য (অসমর্থ)
অসখ্য (বন্ধুত্বের অভাব)

- অশিত (ভক্ষিত)
  অসিত (কালো)
- অশূর (বীর নয়)
  অসুর (দেবতাদের শত্রু)
- অশ্ব (ঘোড়া)
  অশ্ম (পাথর)
- অসক্ত দ্র. অশক্ত
- অসখ্য দ্র. অশক্য
- অসাক্ষর (যার অক্ষরপরিচয় নেই)
  অস্বাক্ষর (সই না-করা)
- অসাড় (সাড়হীন, অবশ)
  অসার (সারবত্তাহীন)
- অসিত দ্র. অশিত
- অসুর দ্র. অশূর
- অস্থায়ী (বেশি দিনের জন্য নয়; ক্ষণস্থায়ী)
  আস্থায়ী (গানের প্রথম অংশ)
- অস্পর্শ (স্পর্শ না করা)
  অস্পর্শ্য (যা ছোঁয়া যায় না; যা ছোঁয়া উচিত নয়)
- অস্বাক্ষর দ্র. অসাক্ষর
- অহার্য (অহরণীয়)
  আহার্য (খাবার)
- অহিংস (অহিংস্র)
  অহিংস্য (হিংসার যোগ্য নয়)
- অহিত (অনুপকার)
  আহিত (ন্যস্ত)
- আঁট (শক্ত)
  আট (সংখ্যা ৮)
- আঁটা (বন্ধ)
  আটা (গম চূর্ণ)
  আঠা (জোড়া লাগানোর জিনিস)
- আঁতুড় (শিশুর জন্ম বিষয়ক)
  আতুর (রুগ্ণ)
- আঁধার দ্র. আধার
- আঁধি (অন্ধকার; ধুলোর ঝড়)
  আদি (প্রথম)
  আধি (রোগ)
- আঁশ, আইশ (তন্তু)
  আঁষ, আইষ (আমিষ)
- আঁশটে (আঁশযুক্ত)
  আঁষটে (আমিষ, বিশেষত মাছ সম্বন্ধীয়)
- আঁষ দ্র. আঁশ
- আঁষটে দ্র. আঁশটে
- আকিঞ্চন দ্র. অকিঞ্চন
- আখ্যাত দ্র. অখ্যাত
- আঘ্রাণ দ্র. অঘ্রান
- আচ্ছন্ন দ্র. অচ্ছন্ন
- আঞ্জনেয় (হনুমান)
  আঞ্জিনেয় (টিকটিকি-জাতীয় সরীসৃপ)
- আট দ্র. আঁট
- আটা দ্র. আঁটা
- আঠা দ্র. আঁটা
- আড় দ্র. আর
- আড়ত দ্র. আরত
- আণক (ছোটো; অল্প)
  আনক (আনদ্ধ যন্ত্র)
- আণি (চাকার খিল)
  আনি (ষোলো ভাগের এক ভাগ)
- আতুর দ্র. আঁতুড়
- আত্ত দ্র. আত্ম
- আত্তগর্ব দ্র. আত্মগর্ব
- আত্তীকরণ দ্র. আত্মীকরণ
- আত্ম (স্বীয়, আপনার)
  আত্ত (প্রাপ্ত)
- আত্মগর্ব (অহংকার)
  আত্তগর্ব (হৃতগর্ব, হৃতদর্প)
- আত্মীকরণ (আত্মীভূত করা বা আত্মসাৎ করা)
  আত্তীকরণ (দেহের মধ্যে নিয়ে নেওয়া)
- আদান (নেওয়া)
  আধান (স্থাপন)
- আদি দ্র. আঁধি
- আদিত্ব (আদির ভাব)
  আদিত্য (সূর্য)
- আদৃত (আদরপ্রাপ্ত)
  আর্দ্রিত (যা ভেজানো হয়েছে)
  আধৃত (ধৃত)
- আধান দ্র. আদান
- আধার (পাত্র)
  আঁধার (অন্ধকার)
- আধি দ্র. আঁধি
- আধৃত দ্র. আদৃত
- আধ্মান (শব্দ)
  আধ্যান (স্মরণ)
- আনক দ্র. আণক
- আনকা (অভিনব, বিচিত্র)
  আনখা (শুধু শুধু; বিনা কারণে)
- আনি দ্র. আণি
- আনিল (হনুমান)
  আনীল (ঈষৎ নীল)
- আন্তর্দেশিক দ্র. অন্তর্দেশিক
- আন্তর্দেশীয় দ্র. অন্তর্দেশীয়
- আপণ (দোকান)
  আপন (নিজের)

•আবল্য (দুর্বলতা)
আবাল্য (বাল্যকাল থেকে)

•আবরণ (আড়াল, ঢাকনা)
আভরণ (অলংকার)

•আবাল্য দ্র.. আবল্য

•আবাস (বাসস্থান)
আভাষ (আলাপ, ভাষণ)
আভাস (আভা, দীপ্তি)

•আবৃতি (আবরণ)
আবৃত্তি (সশব্দে পাঠ)

•আবেদ্য (আবেদনীয়)
আভেদ্য(ভেদনযোগ্য)

•আভরণ দ্র. আবরণ
•আভাষ দ্র. আবাস

•আভাষিত (যা বলা হয়েছে)
আভাসিত (আলোয় উদ্ভাসিত)

•আভাস দ্র. আবাস
•আভাসিত দ্র. আভাষিত
•আভেদ্য দ্র. আবেদ্য
•আমড়া দ্র. আমরা
•আমরা (আমি ও অন্যরা)
আমড়া (ফল-বিশেষ)

•আমর্শ (স্পর্শ)
আমর্ষ (ক্রোধ)

•আয়ত (বিস্তৃত)
আয়ত্ত (দখলিত)
আয়াত (কোরানের ক্ষুদ্র বাক্য)

•আয়তি (সধবা)
আয়ত্তি (বশ্যতা)

•আয়ত্ত দ্র. আয়ত
•আয়ত্তি দ্র. আয়তি
•আয়াত দ্র. আয়ত

•আয়াস (চেষ্টা)
আয়েশ (আরাম)

•আয়াসী (পরিশ্রমী)
আয়েশি (আরামে অভ্যস্ত)

•আয়েশ দ্র. আয়াস
•আয়েশি দ্র. আয়াসী

•আর (এবং; এর বেশি; অথবা)
আড় (প্রস্থ; আড়াল; বাঁকা)

•আরত (কোনো কাজে লিপ্ত)
আড়ত (পণ্য মজুত ও বিপণনের জায়গা)

•আরতি (পুজো)
আরাতি (শত্রু)

•আরভমাণ (যে শুরু করেছে)
আরভ্যমাণ (যা শুরু করা হয়েছে)

•আরোহণী (সিঁড়ি)
আরোহিণী (আরোহণকারিণী)

•আর্দ্রিত দ্র. আদৃত

•আর্হত (জৈন দিগম্বর)
আহত (আঘাতপ্রাপ্ত)

•আলয় দ্র. অলয়

•আলশে (ছাদের প্রান্ত)
আলসে (অলস)

•আলাত দ্র. অলাত

•আশক্ত (শক্ত, সমর্থ)
আসক্ত(একান্ত অনুরক্ত; নেশাগ্রস্ত)

•আশয় (মন; আধার)
আশ্রয় (থাকার জায়গা)

•আশা (আকাঙ্ক্ষা)
আসা (আগমন)

•আশি (৮০ সংখ্যা)
আশী (ভোজী; বিষদাঁত)

•আশিস (আশীর্বাদ)
আশীষ (শীর্ষ পর্যন্ত)

•আশী দ্র. আশি
•আশীষ দ্র. আশিস

•আশ্বিন (বাংলা মাস)
আশ্বীন (ঘোড়ার একদিনের পথ)

•আশ্রয় দ্র. আশয়

•আষাঢ় (বঙ্গাব্দের তৃতীয় মাস)
আসার (প্রবল বৃষ্টি)

•আসক্ত দ্র. আশক্ত

•আসক্তি (অনুরাগ, অনুরক্তি)
আসত্তি (নৈকট্য)

•আসা দ্র. আশা
•আসার দ্র. আষাঢ়
•আস্থায়ী দ্র. অস্থায়ী
•আহত দ্র. আর্হত

•আহব (যুদ্ধ)
আহাব (জলপাত্র-বিশেষ)

•আহরিৎ (ঈষৎ সবুজ)
আহরিত, আহৃত (সংগৃহীত)

•আহাব দ্র. আহব
•আহার্য দ্র. অহার্য

•আহিড়ি (ব্যাধ)
আহিরি (গোপী)

•আহিত দ্র. অহিত
•আহিরি দ্র. আহিড়ি

•আহুত (যজ্ঞের আগুনে সমর্পিত)
আহূত (যাকে ডাকা হয়েছে)

•আহুতি (যজ্ঞে সমর্পণ)
আহূতি (ডাকা)

- আহূত দ্র. আহুত
  আহূতি দ্র. আহুতি
- ইতি (শেষ)
  ঈতি (ফসল উৎপাদনে বিঘ্ন)
- ইনাম (পুরস্কার)
  ইমান (ধর্ম; বিশ্বাস)
  ইমাম (ইসলাম ধর্মগুরু)
- ইন্দ্রিয়গোচর (ইন্দ্রিয় দিয়ে যা অনুভব করা যায়)
  ইন্দ্রিয়াগোচর(ইন্দ্রিয় দিয়ে যা অনুভব করা যায় না)
- ইমান দ্র. ইনাম
- ইমাম দ্র. ইনাম
- ঈতি দ্র. ইতি
- ঈশা (যিশু খ্রিস্ট)
  ঈষা (লাঙল)
- উঁকি (আড়াল থেকে দেখা)
  উকি (হেঁচকি)
- উঁচকপালি (কপাল-উঁচু মেয়ে)
  উঁচকপালে (কপাল-উঁচু ছেলে)
- উক্‌থ (সামবেদ)
  উক্ত (কথিত)
- উকি দ্র. উঁকি
- উক্ত দ্র. উক্‌থ
- উচ্ছোষণ(শুষে নেওয়া)
  উচ্ছ্বসন(উচ্ছ্বাস)
- উচ্ছোষিত (শোষিত)
  উচ্ছ্বসিত (স্ফীত; ভাবাবেগে আকুল)
- উচ্ছ্বসন দ্র. উচ্ছোষণ
- উচ্ছ্বসিত দ্র. উচ্ছোষিত
- উৎপত (পাখি)
  উৎপথ (বিপথ)
  উৎপাত (উপদ্রব)
- উদ্‌গীত (উচ্চকণ্ঠে গীত; নিনাদিত)
  উদ্‌গীথ (সামবেদের গান)
- উদর (পেট)
  উদার (মহৎ)
- উদ্দেশ (সন্ধান)
  উদ্দেশ্য (লক্ষ্য; মতলব; অভিপ্রায়)
- উদ্ধত (দুর্বিনীত)
  উদ্যত (উদ্‌গ্রীব)
- উন্নাদ (জোর শব্দ; চিৎকার)
  উন্মাদ (পাগল)
- উন্নীত (উত্তোলিত)
  উন্মিত (ওজন-করা)
- উন্মিত দ্র. উন্নীত
- উন্মীলন (খোলা, উন্মোচন)
  উন্মূলন (উৎপাটন)
- উপকণ্ঠ (কাছাকাছি জায়গা)
  উপকণ্ঠ্য (উপকণ্ঠ বিষয়ক)
- উপকরণ (প্রয়োজনীয় জিনিস)
  উপাকরণ (বেদ অনুশীলন আরম্ভ)
- উপগ্রহ (গ্রহের অনুষঙ্গী ছোটো গ্রহ)
  উপগ্রাহ (উপহার)
- উপধি (ছল; চাতুরী; রথের চাকা)
  উপাধি (পদবি, উপনাম)
- উপনয় (আগমন)
  উপানয় (উপহার)
- উপবৃত্ত (ডিম্বাকৃতি ক্ষেত্র; ইলিপ্‌স)
  উপাবৃত্ত (সাধিত; পুনরাগত; ঘূর্ণিত)
- উপযুক্ত (যোগ্য; মানানসই)
  উপর্যুক্ত (উপরিউক্ত)
- উপহার (পুরস্কার)
  উপাহার (জলযোগ)
- উপাকরণ দ্র. উপকরণ
- উপাদান (উপকরণ)
  উপাধান (বালিশ)
- উপাদেয় (সুস্বাদু)
  উপাধেয় (নামধারী)
- উপাধান দ্র. উপাদান
- উপাধি দ্র. উপধি
- উপাধেয় দ্র. উপাদেয়
- উপাধ্যায়া, উপাধ্যায়ী (শিক্ষিকা, উপদেশিনী)
  উপাধ্যায়ানী (অধ্যাপকের স্ত্রী; পণ্ডিতের স্ত্রী)
- উপানয় দ্র. উপনয়
- উপান্ত (প্রান্ত)
  উপান্ত্য (প্রান্তবর্তী)
- উপাবৃত্ত দ্র. উপবৃত্ত
- উপাসিত (পূজিত)
  উপোসিত (অভুক্ত)
- উপাস্তি (উপাসনা; লক্ষ্যভেদ; শিক্ষা)
  উপাস্থি (হাড়ের মতো অথচ নরম প্রত্যঙ্গ)
- উপাহার দ্র. উপহার
- উপোসিত দ্র. উপাসিত
- উমান (পরিমাণ)
  উমানো (গরম করা)
- উরু (বিশাল)
  ঊরু (কুঁচকি থেকে হাঁটু পর্যন্ত দেহাংশ)

- উহ্য (বয়ে নিয়ে যাওয়ার মতো)
  ঊহ্য (অনুপস্থিত; অদৃশ্য)
- ঊরু দ্র. উরু
- ঊহ্য দ্র. উহ্য
- ঋতি (সরণ)
  রীতি (প্রথা)
- একদা (কোনো সময়)
  একধা (এক প্রকারে)
- ঐশিক (ঈশ্বর বিষয়ক)
  ঐষিক (বাণ-বিশেষ)
  ঐষীক (হাতির চক্ষুগোলক বিষয়ক)
- ওজন (ভার)
  ওজোন (তিন পরমাণুবিশিষ্ট অক্সিজেন অণু)
- ওষধি (ফল পাকলে যে-গাছ মরে যায়)
  ঔষধি (ভেষজ উদ্ভিদ)
- ওষ্ঠ (ওপরের ঠোঁট)
  ওষ্ঠ্য, ঔষ্ঠ্য (ঠোঁট বিষয়ক, ঠোঁট সম্পর্কিত)
- ঔক্ষ্য (ষাঁড়ের পাল)
  ঔখ্য (রান্নাকরা খাবার)
- ঔপয়িক (ধর্মসংগত; উপযোগী)
  ঔপায়িক (উপায় বিষয়ক; উপায়সাধ্য)
- ঔষধি দ্র. ওষধি
- ঔষ্ঠ্য দ্র. ওষ্ঠ
- কটাল (বান; জোয়ার)
  কোটাল (প্রহরী)
- কটি (কোমর)
  কোটি (এক-শো লক্ষ)
- কড়কড় (বাজ ইত্যাদির শব্দ)
  করকর (বালি ইত্যাদির জন্য অস্বস্তি)
- কড়কা (ধমক)
  করকা (শিলা; শিলাবৃষ্টি)
- কড়ি (টাকা-পয়সা)
  করী (হাতি)
- কণ্ঠ (গলা)
  কণ্ঠ্য (কণ্ঠ বিষয়ক; কণ্ঠে উচ্চারিত)
- কণ্ঠি (বৈষ্ণবদের গলার মালা)
  কণ্ঠী (কণ্ঠস্বরযুক্ত)
- কণ্ঠ্য দ্র. কণ্ঠ
- কড়াৎ (বাজ পড়ার শব্দ)
  করাত (কাঠ চেরাইয়ের যন্ত্র)
- কত্থক (ভারতীয় নৃত্য-বিশেষ)
  কথক (যিনি বলেন; কথকতা করেন যিনি)
- কন্দর (গুহা)
  কন্ধর (কাঁধ)
- কন্দল দ্র. কোন্দল
- কন্ধর দ্র. কন্দর
- কপটী (প্রবঞ্চক; ঠগ)
  কপাটি (হাডুডু খেলা)
- কপাল (ললাট)
  কপোল (গাল, গণ্ড)
- কপালি (চৌকাঠের মাথা; দড়িপ্রস্তুতকারী)
  কপালী (মহাদেব)
- কপোত (পায়রা)
  খপোত (বিমান)
- কপোতপালি (পাকা বাড়ির কার্নিস)
  কপোতপালী (পায়রার খোপ)
- কপোল দ্র. কপাল
- কবচ (বর্ম; সাঁজোয়া)
  কবজ (মাদুলি)
- কমঠ (কাছিম)
  কর্মঠ (কর্মদক্ষ)
- কমনীয় (সুন্দর)
  কামনীয় (কাম্য)
- কমল (পদ্ম)
  কোমল (পেলব, নরম)
- করকর দ্র. কড়কড়
- করকা দ্র. কড়কা
- করাত দ্র. কড়াৎ
- করিরা (হাতির দাঁত)
  করীরা (ঝিঁঝি পোকা)
- করী দ্র. কড়ি
- করীরা দ্র. করিরা
- কর্কট (কাঁকড়া)
  কর্কোট (তীব্র বিষ-বিশেষ; কাঁকরোল)
- কর্ণ (কান)
  কর্ণ্য (কান বিষয়ক)
- কর্ণি (কামান)
  কর্ণী (কান বিষয়ক; কর্ণযুক্ত)
- কর্ণ্য দ্র. কর্ণ
- কর্তৃত্ব (কর্তার ভাব; ক্ষমতা)
  কর্ত্রীত্ব (কর্ত্রীর ভাব)
- কর্বুর (সোনা)
  কর্বূর (রাক্ষস)
- কর্মঠ দ্র. কমঠ
- কলকি, কলকে (হুঁকো খাওয়ার কলকে; ফুল-বিশেষ)
  কল্কি (অবতার)
- কল্প (তৎসদৃশ; কল্পনা)
  কল্প্য (কল্পনার যোগ্য)
- কল্ল (বধির)
  কল্য (কাল)

- কশ (ঠোঁটের পার্শ্ব)
  কষ (কষায় দ্রব্য)
- কশা (চাবুক)
  কষা (কষটে)
- কষ দ্র. কশ
- কষা দ্র. কশা
- কষায় (তিক্ত; কটু)
  কাষায় (গৈরিক)
- কষ্টি (নিকষ)
  কোষ্ঠী (জন্মপত্রিকা)
- কাঁক (বক-জাতীয় পাখি)
  কাঁখ (কোল)
  কাক (সাধারণ কাক)
- কাঁচা (অপক্ব)
  কাচা (কাপড় ইত্যাদি জল দিয়ে ধোওয়া)
- কাঁড়া (ধানের তুষ ছাড়ানো; পরিষ্কার করা)
  কাড়া (ছিনিয়ে নেওয়া)
- কাঁটা (কণ্টক)
  কাটা (কর্তন)
- কাঁদা (কান্না)
  কাদা (পাঁক)
- কাঁদানে (যা কাঁদায়)
  কাঁদুনি (কান্নাকাটি)
  কাঁদুনে (যে কাঁদে)
- কাঁসা (সংকর ধাতু-বিশেষ)
  কাশা (গলা খক খক করা)
- কাঁসর (কাঁসার তৈরি বাদ্যযন্ত্র)
  কাসর (মোষ)
  কাসার (জলাশয়)
- কাঁসি (কাঁসার থালা)
  কাশি (কাশ রোগ)
  কাশী (কাশীধাম)

- কাক দ্র. কাঁক
- কাকি (কাকিমা)
  কাকী (মাদি কাক)
- কাচা দ্র. কাঁচা
- কাটা দ্র. কাঁটা
- কাড়া দ্র. কাঁড়া
- কাদা দ্র. কাঁদা
- কাপালি (শূদ্র জাতি-বিশেষ)
  কাপালী (শিব)
- কামনীয় দ্র. কমনীয়
- কার্ষ্ণ (শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক)
  কার্ষ্ণ্য (কালো রং)
- কালি (লেখার কালি)
  কালী (দেবী কালিকা)
- কাশ (কাশি)
  কাষ (কষ্টিপাথর)
- কাশা দ্র. কাঁসা
- কাশি দ্র. কাঁসি
- কাশী দ্র. কাঁসি
- কাশীশ (শিব)
  কাসীস (হিরাকস)
- কাষ দ্র. কাশ
- কাষায় দ্র. কষায়
- কাসর দ্র. কাঁসর
- কাসার দ্র. কাঁসর
- কাসীস দ্র. কাশীশ
- কি (প্রশ্নবাচক অব্যয়)
  কী (প্রশ্নবাচক সর্বনাম)
- কির (শুয়োর)
  কীর (শুক পাখি)
- কিল (হাতের মুঠো দিয়ে আঘাত)
  কীল (পেরেক, গজাল)

- কী দ্র. কি
- কীকশ (চণ্ডাল)
  কীকস (কর্কশ)
- কীর দ্র. কির
- কীর্তি (ভালো কাজ)
  কৃত্তি (বাঘছাল)
- কীল দ্র. কিল
- কুঁচ (গুঞ্জাফল)
  কুচ (স্তন)
- কুঁচি (কুঞ্চিত অংশ)
  কুচি (টুকরো)
- কুঁচোনো (কুঞ্চিত করা)
  কুচোনো (টুকরো করা)
- কুঁড়ি (মুকুল)
  কুড়ি (সংখ্যা ২০)
- কুচ দ্র. কুঁচ
- কুচি দ্র. কুঁচি
- কুচোনো দ্র. কুঁচোনো
- কুজন (খারাপ মানুষ, দুর্জন)
  কূজন (পাখির ডাক)
- কুট (দুর্গ; পর্বত)
  কূট (কুটিল; জটিল)
- কুড়ি দ্র. কুঁড়ি
- কুন্তি (দেশ-বিশেষ; ওই দেশের রাজা)
  কুন্তী (পাণ্ডবদের মা)
- কুল (বংশ)
  কূল (তীর)
- কুলান (পর্যাপ্ততা)
  কুলানো, কুলোনো (কুলিয়ে যাওয়া)
- কুলি (মোটবাহক)
  কুলী (কুলীন)

• কুল্যা (খাল)
কুল্লা (কুলকুচো)

• কুষ্ঠি (কোষ্ঠী)
কুষ্ঠী (কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত)

• কুসম (ঈষদুষ্ণ)
কুসুম (ফুল)

• কুহু (কোকিলের ডাক)
কুহূ (অমাবস্যা)

• কূজন দ্র. কুজন
• কূট দ্র. কুট
• কূল দ্র. কুল

• কৃত (যা করা হয়েছে)
ক্রীত (যা কেনা হয়েছে)

• কৃতঘ্ন (উপকার স্বীকার যে করে না)
কৃতজ্ঞ (উপকার স্বীকারকারী)

• কৃতি (কাজ করণ; সম্পাদন)
কৃতী (সফলকাম)

• কৃত্ত (কর্তিত)
কৃত্য (করণীয়)

• কৃত্তি দ্র. কীর্তি
• কৃত্য দ্র. কৃত্ত

• কেশ (চুল)
কেস (মামলা; ঘটনা)

• কৈশিক (কেশ বিষয়ক; সূক্ষ্ম)
কৌশিক (রেশমি; জনৈক মুনির নাম)

• কোঁড়া (বাঁশ বেত প্রভৃতির অঙ্কুর)
কোড়া (চাবুক)
কোরা (নতুন)

• কোটাল দ্র. কটাল
• কোটি দ্র. কটি
• কোড়া দ্র. কোঁড়,কোঁড়া

• কোণ (দুই সরল রেখার সংযোগস্থান)
কোন (বিশেষ কিছু জানার জন্য প্রশ্ন)

• কোন্দল (ঝগড়া)
কন্দল (কলাগাছ; অঙ্কুর)

• কোমল দ্র. কমল
• কোরা দ্র. কোঁড়,কোঁড়া
• কোষ্ঠী দ্র. কষ্টি
• কৌশিক দ্র. কৈশিক

• ক্রিয়মাণ (যা করা হচ্ছে)
ক্রীয়মাণ (যা কেনা হচ্ছে)

• ক্রীত দ্র. কৃত
• ক্রীয়মাণ দ্র. ক্রিয়মাণ

• ক্ষতি (লোকসান)
খতি (কাপড়ের জমি; ঘুস)

• ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়াণী (ক্ষত্রীয় রমণী)
ক্ষত্রিয়ী (ক্ষত্রিয়ের পত্নী)

• ক্ষর (ক্ষরণ)
খড় (বিচালি)
খর (তীব্র, প্রবল)

• ক্ষাম দ্র. খাম

• ক্ষুৎ (খিদে; হাঁচি)
খুঁত (দোষ)

• ক্ষুর দ্র. খুর

• খটমট (ধ্বন্যাত্মক শব্দ)
খটোমটো (জটিল, অসহজ)

• খটাশ (ভাম)
খটাস (ধ্বন্যাত্মক শব্দ)

• খটোমটো দ্র. খটমট
• খড় দ্র. ক্ষর

• খণ্ড (টুকরো)
খণ্ড্য (যা খণ্ডন করা যায়; খণ্ডনীয়)

• খতি দ্র. ক্ষতি
• খপোত দ্র. কপোত
• খর দ্র. ক্ষর

• খস খস (ঘষার শব্দ)
খসখস (বেনার মূল দিয়ে তৈরি আচ্ছাদন কিংবা পর্দা)

• খাট (পালঙ্ক)
খাটো (ছোটো)

• খাদি (খদ্দর)
খাদী (খাদক)

• খাম (লেফাফা)
ক্ষাম (কৃশ, দুর্বল)

• খিঁচ (দাঁত-মুখের বিকৃতি)
খিচ (ঝগড়া; কথা কাটাকাটি)

• খুঁট (প্রান্ত)
খুট (টোকা মারার শব্দ)

• খুঁড়ি (পঙ্গু নারী)
খুড়ি (কাকিমা)
খুরি (মাটির ছোটো ভাঁড়)

• খুঁত দ্র. ক্ষুৎ
• খুট দ্র. খুঁট
• খুড়া দ্র. খুরা
• খুড়ি দ্র. খুঁড়ি
• খুড়ো দ্র. খুরো

• খুর (গবাদি পশুর পায়ের নীচের শক্ত অংশ)
ক্ষুর (দাড়ি-চুল কামানোর ছুরি)

• খুরা (আসবাবপত্রের ছোটো পায়া)
খুড়া (কাকা)

• খুরি দ্র. খুঁড়ি

• খুরো (আসবাবপত্রের ছোটো পায়া)
খুড়ো (কাকা)

- খোঁজা (সন্ধান করা)
  খোজা (নপুংসক প্রহরী)
- খোঁয়াড় (গোরু, মহিষ প্রভৃতি রাখার জায়গা)
  খোয়ার (দুর্গতি)
- খোজা দ্র. খোঁজা
- খোয়ার দ্র. খোঁয়াড়
- গৎ (ধারা; নিয়ম)
  গত (অতীত)
- গর্ব (অহংকার)
  গর্ভ (অভ্যন্তর; উদর)
- গলৎ (যা গলছে)
  গলদ (ভুল)
- গাঁ দ্র. গা
- গাঁজন দ্র. গাজন
- গাঁথা (রচনা বা নির্মাণ)
  গাথা (কাব্য; কাহিনি)
- গাঁদা (ফুল-বিশেষ)
  গাদা (স্তূপ)
- গা (শরীর)
  গাঁ (গ্রাম)
- গাং (নদী)
  গাঙ্গ (গঙ্গা বিষয়ক)
- গাঙ্গ দ্র. গাং
- গাজন (চড়কের সময় শিব পুজোর উৎসব)
  গাঁজন (পচে যাওয়া)
- গাথা দ্র. গাঁথা
- গাদ (ময়লা)
  গাধ (অগভীর)
- গাদা দ্র. গাঁদা
- গাধ দ্র. গাদ
- গায়কি (গাইবার ঢং)
  গায়িকা (মহিলা গাইয়ে)
- গার্গি (গর্গমুনির সন্তান)
  গার্গী (গর্গমুনির মেয়ে)
- গিরিশ (মহাদেব)
  গিরীশ (হিমালয়)
- গীতি (গান)
  গীতী (গায়ক)
- গুণ (ধর্ম; প্রকৃতি)
  গুন (চট; মোটা সুতলি)
- গুড় (মিষ্ট দ্রব্য-বিশেষ)
  গূঢ় (নিবিড়; গোপন)
- গুন দ্র. গুণ
- গুরমুখি (পাঞ্জাব ভাষার লিপি)
  গুরুমুখী (গুরুর মুখ থেকে শেখা)
- গূঢ় দ্র. গুড়
- গেরিলা (গোপন যোদ্ধা)
  গোরিলা (বৃহদাকৃতি বানর-বিশেষ)
- গোঁড়া (রক্ষণশীল; অন্ধভক্ত)
  গোড়া (আদি, শুরু; শিকড়)
  গোরা (ফর্সা)
- গোরিলা দ্র. গেরিলা
- গোলক (গোলাকৃতি ও ঘনাকৃতি বস্তু)
  গোলোক (বিষ্ণুর আলয়)
- গৌড় (বাংলার, বিশেষত উত্তরবঙ্গের প্রাচীন নাম)
  গৌর (ফর্সা)
- গৌড়ী দ্র. গৌরী
- গৌর দ্র. গৌড়
- গৌরী (দুর্গা)
  গৌড়ী (সংগীতের রাগিণী-বিশেষ)
- গ্রন্থি (বন্ধন)
- গ্রন্থী (গ্রন্থকার)
- গ্রামণী (গ্রামের প্রধান)
- গ্রামীণ (গ্রামের; গ্রাম বিষয়ক)
- ঘটক (যে ঘটায়)
  ঘোটক (ঘোড়া)
- ঘটি (জল রাখার ছোটো পাত্র)
  ঘটী (আড়াই দণ্ড সময়; ঘড়ি)
- ঘন্টি (ছোটো ঘণ্টা; ঘণ্টার শব্দ)
  ঘণ্টী (ছোটো ঘণ্টা)
- ঘাঁটা (নাড়াচাড়া করা)
  ঘাটা (ঘাট)
- ঘাঁটি (থাকা কিংবা রাখার জায়গা)
  ঘাটি (ঘাট)
- ঘাঁটিয়াল (ঘাঁটির প্রধান)
  ঘাটিয়াল (ঘাটের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি)
- ঘাটা দ্র. ঘাঁটা
- ঘাটি দ্র. ঘাঁটি
- ঘাটিয়াল দ্র. ঘাঁটিয়াল
- ঘূর্ণমান, ঘূর্ণায়মান (যা ঘুরছে)
  ঘূর্ণ্যমান (যাকে ঘোরানো হচ্ছে)
- ঘেঁষ (ঘেঁষা)
  ঘেঁস (কয়লার ছাই)
- ঘোটক দ্র. ঘটক
- ঘোড় (ঘোড়া)
  ঘোর (আবেশ)
- চঞ্চু (পাখির ঠোঁট)
  চুঞ্চু (প্রসিদ্ধ)

•চড় (থাপ্পড়)
চর (গোপন সংবাদদাতা)

•চড়চড়ি, চচ্চড়ি (ব্যঞ্জন-বিশেষ)
চর্চরী (প্রাচীন সংগীত)

•চড়ন (চড়া, আরোহণ)
চরণ (পা)

•চড়া (আরোহণ করা)
চরা (নদীর চর; ঘুরে বেড়ানো)

•চতুষ্পথ (চৌরাস্তা)
চতুষ্পদ (চারপেয়ে)

•চপল (অস্থির, চঞ্চল)
চাপল (তরল; বায়বীয়)

•চর দ্র. চড়
•চরণ দ্র. চড়ন
•চরা দ্র. চড়া
•চর্চরী দ্র. চড়চড়ি, চচ্চড়ি

•চর্চা (অনুশীলন)
চর্যা (পালন; নিয়ম)

•চলচ্চিত্ত (চঞ্চলমতি)
চলচ্চিত্র (সিনেমা)

•চাঁটা দ্র. চাটা
•চাঁপা দ্র. চাপা

•চাটা (লেহন)
চাঁটা (চড়)

•চাড় (তাগিদ; তোলার চেষ্টা)
চার (সংখ্যা ৪)

•চাড়া (বলপ্রয়োগ; তোলার চেষ্টা)
চারা (ছোটো গাছ)

•চাণক্য (কৌটিল্য)
•চানক (চাঁদোয়া; শামিয়ানা)

•চাপল দ্র. চপল

•চাপা (ভর দেওয়া; পিষ্ট হওয়া)
চাঁপা (ফুল-বিশেষ)

•চার দ্র. চাড়
•চারা দ্র. চাড়া

•চাষ (কৃষিকাজ)
চাস (নীলকণ্ঠ পাখি)

•চিড় (ফাটল)
চির (সদা; সর্বকাল)
চীর (ছেঁড়া কাপড়)

•চিৎ (চিত্ত)
চিত (চিত হয়ে শোওয়া)

•চির দ্র. চিড়
•চীর দ্র. চিড়
•চুঞ্চু দ্র. চঞ্চু

•চুড় (হাতের গয়না-বিশেষ)
চুর (চূর্ণ; নেশাগ্রস্ত)

•চুড়ি (হাতের গয়না-বিশেষ)
চুরি (অপহরণ)

•চুর দ্র. চুড়
•চুরি দ্র. চুড়ি

•চূত (আম)
চ্যুত (নির্গত)
ছুতো (অছিলা)
ছ্যুত (অপবিত্র)

•চূর্ণ (গুঁড়ো)
চূর্ণ্য (চূর্ণ করার যোগ্য)

•চৈত্ত (চিত্ত বিষয়ক)
চৈত্য (বুদ্ধমন্দির; যজ্ঞবেদি)
চৈত্র (বঙ্গাব্দের দ্বাদশ মাস)

•চৈত্য দ্র. চৈত্ত
•চৈত্র দ্র. চৈত্ত
•চ্যুত দ্র. চূত

•ছটা (দীপ্তি)
ছ-টা (ছয় সংখ্যক)

•ছত্রি (নৌকোর ছই; খাটের ছত্রি)
ছত্রী (ছাতাধারী)

•ছন্দোগ দ্র. ছান্দোগ্য

•ছাঁট (টুকরো; কাটার ধরন)
ছাট (জলের ঝাপটা)

•ছাঁদ (আকৃতি; ধরন)
ছাদ, ছাত (পাকা বাড়ির ওপরের আচ্ছাদন)

•ছাট দ্র. ছাঁট

•ছাড় (বাদ)
ছার (নগণ্য)

•ছাদ, ছাত দ্র. ছাঁদ

•ছান্দোগ্য ('বেদের মধ্যে গান-যোগ্য অংশ')
ছন্দোগ ('সামবেদ গান-কর্তা')

•ছার দ্র. ছাড়

•ছুঁড়ি (কিশোরী)
ছুরি (কাটার যন্ত্র)

•ছুতো দ্র. চূত
•ছুরি দ্র. ছুঁড়ি

•ছোঁড়া (কিশোর)
ছোড়া (নিক্ষেপ)
ছোরা (বড়ো ছুরি)

•ছোড়া দ্র. ছোঁড়া
•ছোরা দ্র. ছোঁড়া
•ছ্যুত দ্র. চূত

•জওয়ান (সৈন্য; বলশালী)
জোয়ান (ঝাঁঝালো মশলা; বলশালী)

•জগতি (সিংহাসন)
জগতী (পৃথিবী, ইহলোক)

•জড় (অচেতন; প্রাণহীন)
জড়ো (একত্রিত)
জ্বর (শরীরের উষ্ণতা বেড়ে যাওয়া)

•জড়া (জড়ানো)
জরা (বার্ধক্য)

•জড়ো দ্র. জড়

•জনি (নারী; জন্ম; উৎপত্তি)
জনী (মা, নারী)

•জমক (আড়ম্বর)
যমক (অর্থালংকার-বিশেষ)

•জমি (ভূমি)
যমী (সংযমী)

•জরা দ্র. জড়া

•জরি (সোনালি, রুপালি প্রভৃতি রঙের সুতো)
জরী (জরাগ্রস্ত)

•জলজান (হাইড্রোজেন)
জলযান (নৌকো ইত্যাদি)

•জলা (জলময় ভূমি)
জ্বলা (প্রজ্বলন)

•জাঁতি (সুপুরি কাটার যন্ত্র)
জাতি (দেশীয় জনসমষ্টি)
জাতি, জাতী (ফুল-বিশেষ)

•জাড় (শীত)
জার (উপপত্নী)

•জাড়ি (কাণ্ড; ভেষজ)
জারি (বলবৎ)

•জাত (জন্মিত)
যাত (বিগত)

•জাতি, জাতী দ্র. জাঁতি

•জান (প্রাণ)
যান (বাহন)

•জাপন (জপ করা)
যাপন (অতিবাহন)

•জাম (ফল-বিশেষ)
যাম (প্রহর)

•জামিনি দ্র. যামিনী

•জার দ্র. জাড়

•জারি দ্র. জাড়ি

•জাল (মেকি; নকল; মাছ ধরার জাল)
জ্বাল (আগুনে তরল জিনিস গরম করা)

•জালা (মাটির বড়ো কলসি)
জ্বালা (প্রদাহ)

•জিভ (জিহ্বা)
জীব (প্রাণী)

•জুজুৎসু (জাপানি মল্লযুদ্ধ)
যুযুৎসু (যুদ্ধ করতে উৎসুক)

•জুটি (সহযোগ)
যুটি (সহচরী)

•জুড়ি (সমকক্ষ; দু-টির জোড়)
জুরি (বিচারে সাহায্যকারী মনোনীত ব্যক্তিগণ)

•জেটি (লঞ্চ, স্টিমার ভেড়াবার জায়গা)
জেঠি (বাবার দাদার স্ত্রী)
জেঠী (টিকটিকি)

•জোঁক (রক্ত-চোষা প্রাণী-বিশেষ)
জোক, জোখ (মাপা, পরিমাপ করা)

•জোড় (সংলগ্ন, একত্র; জুটি)
জোর (শক্তি; সামর্থ্য)

•জোয়ান দ্র. জওয়ান

•জোর দ্র. জোড়

•জ্বর দ্র. জড়

•জ্বলা দ্র. জলা

•জ্বাল দ্র. জাল

•জ্বালা দ্র. জালা

•জ্যৈষ্ঠ (বাংলা বছরের দ্বিতীয় মাস)
জৈষ্ঠ্য (বাংলা বছরের দ্বিতীয় মাস বিষয়ক)

•জ্যোতি (দীপ্তি)
যতি (ছেদ)
যতী (সংযমী)

•জ্যোতিষ (ভাগ্যগণনা শাস্ত্র)
যতীশ (মুনিশ্রেষ্ঠ)

•ঝরঝর (ক্রমাগত ক্ষরণ কিংবা প্রবাহের শব্দ)
ঝর্ঝর (জলপ্রবাহের শব্দ; ঝাঁঝরি; হাতা)

•ঝাঁট (ঝাঁটা দিয়ে পরিষ্কার করা)
ঝাট (এখনই, শীঘ্র)

•ঝাড়া (পরিষ্কার করা)
ঝারা (ছিদ্রযুক্ত পাত্র)

•ঝুড়ি (টুকরি)
ঝুরি (ডালপালা)

•ঝোড়া (ছাঁটা)
ঝোরা (ঝরনা)

•টন টন (অনেক টন ওজনের)
টনটন (ব্যথা)

•টলটল (স্বচ্ছ, পরিষ্কার)
•টলো-টলো (বেসামাল)

•টাঁক (সেলাই)
টাক (মাথায় চুলের অভাব)

•টাঁকা (সেলাই)
টাকা (অর্থ; ভারতীয় মুদ্রার বাংলা নাম)

•টাক দ্র. টাঁক

•টাকা দ্র. টাঁকা

•টিকা, টিকে (প্রতিষেধক)
টীকা (ব্যাখ্যা, ভাষ্য)

•ট্যাড়া (তেরচা)
ট্যারা (বক্র দৃষ্টি)

•ঠক (প্রতারক: ঠোকার শব্দ)
ঠগ (দস্যু)

•ডানহাত (সহায়ক)
ডান হাত (ডান দিকের হাত)

•ঢল ঢল (ঢিলা; ভরতি ও চঞ্চল)
ঢলো-ঢলো (লাবণ্যচঞ্চল)

•তড়াক (হঠাৎ লাফ)
তড়াগ (জলাশয়)

•তড়িৎ (বিদ্যুৎ)
তরিত (পারে নীত; যে পার হয়েছে)
ত্বরিত (দ্রুত)

•তক (অবধি)
ত্বক (চামড়া)

•তক্ষণী (তক্ষণাস্ত্র)
তক্ষুনি (তখনই)

•তৎকাল (সেই সময়)
ততকাল (ততটা সময়)

•তৎক্ষণ (সেই মুহূর্ত)
ততক্ষণ (অতটা সময়)

•তত্ত্ব (সত্য; গূঢ়ার্থ)
তথ্য (খবর)

•তদীয় (তার, তাঁর)
ত্বদীয় (তোমার)

•তদুদ্দেশে (তাকে লক্ষ্য করে)
তদুদ্দেশ্যে (সেই অভিপ্রায়ে)

•তমস (অন্ধকার)
তমসা(নদী-বিশেষের নাম)

•তরণ (পার হওয়া)
ত্বরণ (বেগের ক্রমবৃদ্ধি)

•তরা (পার পাওয়া)
ত্বরা (দ্রুততা)

•তরিকা (পদ্ধতি, প্রণালী)
তারিকা (তালের রস)

•তরিত দ্র. তড়িৎ

•তাঁত (কাপড় তৈরির যন্ত্র)
তাত (গরম; পিতৃব্য)

•তাড়ক (তাড়নাকারী)
তারক (উদ্ধারকারী)

•তাড়কা (রাক্ষসী, মারীচের মা)
তারকা (তারা)

•তাড়ন (বকুনি; আঘাতন; পীড়াপীড়ি)
তারণ (উদ্ধারকারী)

•তাড়া (গোছা; তাগাদা)
তারা (তারকা)

•তাত দ্র. তাঁত

•তাদৃশ (সেইরকম, সেরূপ)
ত্বাদৃশ (তোমার তুল্য)

•তারক দ্র. তাড়ক
•তারকা দ্র. তাড়কা
•তারণ দ্র. তাড়ন
•তারা দ্র. তাড়া
•তারিকা দ্র. তরিকা

•তালি (পটি; দুই হাত দিয়ে শব্দ করা)
তালী (তাল গাছ)

•তির (শর)
তীর (কূল)

•তুড়ি (বুড়ো আঙুলের ও অনামিকার সাহায্যে উৎপন্ন শব্দ)
তুরি (তাঁতের মাকু)
তূরী (রণশিঙ্গা)

•তুণ্ড (পাখির ঠোঁট)
তুন্দ (ভুঁড়ি)

•তুরি দ্র. তুড়ি

•তুলাধর (সূর্য)
তুলাধার (ব্যাবসাদার)

•তুষ (ধানের খোসা)
তুস (পশমি কাপড়-বিশেষ)

•তূরী দ্র. তুড়ি

•তেওড় (বাঁকা)
তেওর, তীবর (মৎস্যজীবী সম্প্রদায়)

•তেতলা (তিন তলা)
তেতালা (তিনতালে আবদ্ধ সংগীত)

•তোটক (সংস্কৃত ছন্দ-বিশেষ)
ত্রোটক (ছেদক; দৃশ্যকাব্যের প্রকারভেদ)

•তোশা (আসবাবপত্র)
তোষা (তোষণ করা)

•ত্বক দ্র. তক
•ত্বদীয় দ্র. তদীয়
•ত্বরণ দ্র. তরণ
•ত্বরিত দ্র. তড়িৎ
•ত্বরা দ্র. তরা
•ত্বাদৃশ দ্র. তাদৃশ

•ত্যজমান (যে ত্যাগ করছে)
ত্যজ্যমান (যাকে ত্যাগ করা হচ্ছে)

•ত্রসন (ভয় পাওয়া)
ত্রাসন (ভয় পাওয়ানো)

•ত্রিদশ (দেবতা, অমর)
ত্রিদোষ (বাত পিত্ত ও কফের দোষ)

•ত্রোটক দ্র. তোটক

•দড়াদড়ি (দড়িগুলি)
দরাদরি (দরদাম করা)

•দড়ি (রজ্জু)
দরি (গুহা)

•দড়ো দ্র. দর

•দণ্ড (শাস্তি; লাঠি)
দণ্ড্য (দণ্ডনীয়)

•দণ্ডি (পইতে; সরু লাঠি)
দণ্ডী (দণ্ডীধারী)

•দণ্ড্য দ্র. দণ্ড

•দত্তি (দান)
দত্যি (দানব)

•দন্ত (দাঁত)
দন্ত্য (দাঁত বিষয়ক)

•দয়িত (প্রিয়)
দৈত্য (দানব)
দ্বৈত (যুগল)

•দর (দাম)
দড়ো (পটু, শক্ত)

•দরাদরি দ্র. দড়াদড়ি
•দরি দ্র. দড়ি

•দর্ব (রাক্ষস)
দর্ভ (ঘাস)

•দলিত (মর্দিত; নিপীড়িত)
দোলিত (যা দুলছে)

•দশ দিক (১০ সংখ্যক দিক)
দশদিক (নানান দিক; পরিপার্শ্ব)

•দশন দ্র. দশম

•দশম (দশতম)
দশন (দাঁত)

•দশাশ্ব (দশ ঘোড়া)
দশাস্য (দশটি মুখ যার; রাবণ)

•দাঁড় দ্র. দ্বার

•দাঁড়া (দণ্ড)
দাড়া (হুল; কাঁকড়া প্রভৃতির পা)
দারা (পত্নী)

•দাঁড়ি (যে নৌকোর দাঁড় টানে; পূর্ণচ্ছেদ)
দাড়ি (পুরুষের গালের দাড়ি)

•দাক্ষ (দক্ষজ)
দাক্ষ্য (নৈপুণ্য)

•দাড়া দ্র. দাঁড়া
•দাড়ি দ্র. দাঁড়ি

•দানি (পাত্র)
দানী (দানশীল)

•দানেশমন্দ (জ্ঞানী, পণ্ডিত)
দানেশমন্দি (পাণ্ডিত্যপূর্ণ, জ্ঞানগর্ভ)

•দার দ্র. দ্বার
•দারা দ্র. দাঁড়া

•দাশ (ধীবর)
দাস (ভৃত্য)

•দিন (সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়; সূর্যোদয় থেকে পরের সূর্যোদয় পর্যন্ত সময়)
দীন (দরিদ্র)

•দিননাথ (সূর্য)
দীননাথ (গরিবের ত্রাতা)

•দিনেন্দ্র (সূর্য)
দীনেন্দ্র (গরিবের ত্রাতা)

•দিনেশ (সূর্য)
দীনেশ (গরিবের ত্রাতা)

•দিয়ড়ি (দীপাবলি)
দিয়াড়ি (নদীর চড়া)

•দীপ্ত (উজ্জ্বল)
দৃপ্ত (গর্বিত)

•দীন দ্র. দিন
•দীননাথ দ্র. দিননাথ

•দীনেন্দ্র দ্র. দিনেন্দ্র
•দীনেশ দ্র. দিনেশ

•দীপ (প্রদীপ)
দ্বিপ (হাতি)
দ্বীপ (জলবেষ্টিত ভূভাগ)

•দু-কুল (দুই বংশ; মাতৃকুল ও পিতৃকুল)
দু-কূল (জলাশয়ের দুই তীর)
দুকূল (রেশমি কাপড়)

•দুরন্বয় (বাক্য গঠনে ত্রুটি)
দূরান্বয় (দূরের জিনিসের সঙ্গে যোগ)

•দুরবস্থ (দরিদ্র)
দুরবস্থা (দারিদ্র্য)

•দুরস্ত (নির্ভুল; পরিপাটি; অনুযায়ী)
দূরস্থ (দূরে অবস্থিত)

•দুরাচর (কৃচ্ছ্রসাধ্য)
দুরাচার (দুস্কৃতী)

•দুরালাপ (খারাপ কথা)
দূরালাপ (দূর থেকে কথা বলা)

•দুর্বধ্য (যাকে বধ করা যায় না)
দুর্বোধ্য (যা বোঝা যায় না)

•দুর্ভগ (মন্দভাগ্য)
দুর্ভোগ (দুর্গতি)

•দুর্ভগা (অভাগিনি)
দুর্ভাগা (মন্দভাগ্য)

•দুর্ভাষ (খারাপ কথা)
দূরভাষ (টেলিফোন)

•দুর্ভোগ দ্র. দুর্ভগ

•দুলারি (কন্যা)
দুলালি (আদুরে মেয়ে)

•দুষ্কৃতি (খারাপ কাজ)
দুষ্কৃতী (যে খারাপ কাজ করে)

- দূত (খবর বহনকারী, চর)
  দ্যূত (পাশা খেলা)
- দূতী (মহিলা দূত)
  দ্যুতি (দীপ্তি)
- দূরভাষ দ্র. দুর্ভাষ
- দূরস্থ দ্র. দুরন্ত
- দূরান্বয় দ্র. দুরন্বয়
- দূরালাপ দ্র. দুরালাপ
- দৃপ্ত দ্র. দীপ্ত
- দেওয়া (প্রদান করা)
  দেয়া (মেঘ)
- দেবত্ব (দেবতার ভাব)
  দেবত্র (দেবতার উদ্দ্যেশে নিবেদিত)
- দেয়া দ্র. দেওয়া
- দেশ (রাষ্ট্র; বাস করার জায়গা)
  দ্বেষ (ঈর্ষা; বিরূপভাব)
- দেশি (দেশজ)
  দ্বেষী (বিদ্বেষী)
- দৈত দ্র. দয়িত
- দৈন (দৈনিক; দিন সংক্রান্ত)
  দৈন্য (দারিদ্র্য)
- দোধারি (দুই প্রান্ত)
  দোধারী (যার দুই দিকই ধারালো)
- দোলিত দ্র. দলিত
- দ্বার (দরজা, ফটক)
  দার (যুক্ত কিংবা আছে অর্থে ব্যবহৃত অনুসর্গ; পত্নী)
  দাঁড় (নৌকোর দাঁড়; দণ্ড)
- দ্বিপ দ্র. দীপ
- দ্বিরশন (দু-বার খাওয়া)
- দ্বিরসন (সাপ)
- দ্বিশত (২০০)
- দ্বিষৎ (দ্বেষপূর্ণ; বিদ্বেষী)
- দ্বীপ দ্র. দীপ
- দ্বেষ দ্র. দেশ
- দ্বেষী দ্র. দেশি
- দ্বৈত দ্র. দয়িত
- দ্বৈবর্ষিক (যা হতে দু-বছর লাগে)
  দ্বৈবার্ষিক (যা দু-বছর অন্তর ঘটে)
- দ্যুতি দ্র. দূতী
- দ্যূত দ্র. দূত
- দ্রাব (গলন)
  দ্রাব্য (যা গলানো যায়)
- দ্রোণি (পাত্র; কলসি)
  দ্রৌণি (দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা)
- ধড়া দ্র ধরা
- ধনদ (কুবের)
  ধনদা (লক্ষ্মী)
- ধনাত্মক (পজিটিভ)
  ধ্বন্যাত্মক (ধ্বনি-অনুসারী)
- ধনি (সুন্দরী)
  ধনী (ধনশালী)
  ধ্বনি (শব্দ)
- ধন্না (ধরনা; ধরে থাকা)
  ধন্বা (ধনুকধারী)
- ধন্ব (ধনুক)
  ধন্য (অনুগৃহীত)
- ধন্বা দ্র. ধন্না
- ধন্য দ্র. ধন্ব
- ধরণ (ধরা)
  ধরন (প্রকার)
- ধরা (পৃথিবী)
  ধড়া (কটিবস্ত্র)
- ধর্ম (ঈশ্বর বিশ্বাস; আচার-আচরণের রীতিপদ্ধতি)
  ধর্ম্য (ধর্ম সংক্রান্ত)
- ধাড়ি দ্র. ধারি
- ধানি (ধান বিষয়ক)
  ধানী (আবাস)
- ধান্য (ধান)
  ধান্যক, ধান্যাক (ধনে)
- ধারি (কিনারা)
  ধারী (ধারণকারী)
  ধাড়ি (বয়স্ক; প্রধান)
- ধুনি (অগ্নিপাত্র)
  ধুনী (নদী)
- ধুপ (পতনের শব্দ)
  ধূপ (ধুনো; রোদ)
- ধুম (পতনের শব্দ; আড়ম্বর)
  ধূম (ধোঁয়া)
- ধুমুল (ঢাকের বাজনা)
  ধূমল (ধোঁয়া-রং)
- ধূপ দ্র. ধুপ
- ধূম দ্র. ধুম
- ধূমল দ্র. ধুমুল
- ধেয় (গ্রাহ্য; ধারী)
  ধ্যেয় (ধ্যানযোগ্য; স্মরণীয়)
- ধোঁয়া (ধূম)
  ধোয়া (জল প্রভৃতি দিয়ে পরিষ্কার করা)
- ধ্বনি দ্র. ধনি
- ধ্বন্যাত্মক দ্র. ধনাত্মক
- ধ্বান (শব্দ)
  ধ্যান (স্মরণ; চিন্তন)
- ধ্যেয় দ্র. ধেয়
- নকশি (নকশাযুক্ত)
  নকাশি (চিত্রণ; ধাতুতে খোদাইয়ের কাজ)

- নক্ত (রাত্রি)
  নক্তক (ছেঁড়া কাপড়; তুচ্ছ-বস্তু)
- নড়ি (লাঠি)
  নরি (পঙ্‌ক্তি, শ্রেণি)
- নাড়ি (ধমনী)
  নারী (স্ত্রীলোক)
- নত (নীচু)
  নথ (নাকের গয়না)
- নতি (প্রণতি)
  নথি (কোনো বিষয় সংক্রান্ত কাগজপত্র)
- নথ দ্র. নত
- নথি দ্র. নতি
- নন্দ (আনন্দ)
  নন্দ্য (আনন্দদায়ক)
- নন্দিত (আনন্দিত)
  নিন্দিত (নিন্দামন্দপ্রাপ্ত)
- নন্দ্য দ্র. নন্দ
- নরি দ্র. নড়ি
- নাগরি (মাটির কলসি)
  নাগরী (প্রণয়িনী; রসিকা রমণী; দেবনাগরি লিপি; নগরবাসিনী)
- নাচ (নৃত্য)
  নাছ (পিছন)
- নাচানে (যে নাচায়)
  নাচুনে (যে নাচে)
- নাছ দ্র. নাচ
- নাদি (পশুর বিষ্ঠা)
  নাদী (গর্জনকারী, শব্দকারী)
- নারাচ (বাণ)
  নারাজ (অরাজি)
- নারী দ্র. নাড়ি
- নাশিকা (নাশকারক)
  নাসিকা (নাক)
- নিঃসংজ্ঞ (সংজ্ঞাহীন)
  নিঃসঙ্গা (সঙ্গীহীন)
  নিষঙ্গা (তূণ)
- নিঃসত্ত্ব (অসার)
  নিঃস্বত্ব (অধিকারহীন)
- নিঃসরণ (বার হওয়া)
  নিঃসারণ (বার করে দেওয়া)
- নিঃসাড় (সাড়াহীন)
  নিঃসার (সারপদার্থহীন)
- নিঃসারণ দ্র. নিঃসরণ
- নিঃস্বত্ব দ্র. নিঃসত্ত্ব
- নিকৃত (পরাভূত)
  নিকৃত্ত (কর্তিত, ছেদিত)
- নিখাত (খনন-করা)
  নিখাদ ('নি'-স্বর, নিষাদ)
- নিচুল (বেত গাছ)
  নিচোল (উত্তরীয় বস্ত্র)
- নিতি (নিত্য)
  নীতি (সুপ্রণালী; মতবাদ)
- নিদান (কারণ; সমাধান)
  নিধান (ভাণ্ডার)
- নিধন (মৃত্যু)
  নির্ধন (ধনহীন)
- নিধান দ্র. নিদান
- নিধ্বান (ধ্বনি)
  নিধ্যান (চিন্তা)
- নিন্দিত দ্র. নন্দিত
- নিপ (জলপাত্র)
  নীপ (কদম)
  নৃপ (রাজা)
- নিপট (লম্পট)
  নিপাট (ভাঁজহীন; নিতান্ত)
- নিবর্তন (বিরতি; ক্ষান্তি)
  নির্বর্তন (কোনো কাজের সমাপ্তি)
- নিবৃত (আচ্ছাদিত)
  নির্বৃত (শান্তিপূর্ণ; মুক্ত; মৃত)
- নিবৃত্ত (ক্ষান্ত)
  নির্বৃত্ত (সম্পাদিত; সুসম্পন্ন)
- নিবৃত্তি (নিষ্পত্তি)
  নির্বৃত্তি (সম্পাদন)
- নিবেদ্য (নিবেদনের উপযুক্ত)
  নৈবেদ্য (দেবতাকে প্রদত্ত)
- নিম্ব (নিম)
  নিম্বক, নিম্বু (লেবু)
- নিয়তি (বিধির বিধান)
  নিয়তী (দুর্গা)
- নিরত (রত, ব্যস্ত)
  নীরত (বিরহ)
- নিরশন (অনশন, না খাওয়া)
  নিরসন (দূরীকরণ)
- নিরস্ত (বিরত)
  নিরস্ত্র (যার সঙ্গে অস্ত্র নেই)
- নিরাবরণ (আবরণহীন)
  নিরাভরণ (অলংকারহীন)
- নিরাশ (হতাশ)
  নিরাস (নিক্ষেপণ)
- নিরীক্ষমাণ (যে দেখছে)
  নিরীক্ষ্যমাণ (যাকে দেখা হচ্ছে)
- নিরেস (খারাপ)
  নীরেশ (বরুণদেব)

•নির্জর (জরাহীন)
নির্ঝর (ঝরনা)

•নির্ধন দ্র. নিধন

•নির্বপণ (পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান)
নির্বাপণ (আগুন ইত্যাদি নিভিয়ে ফেলা)

•নির্বর্তন দ্র. নিবর্তন

•নির্বাত (বায়ুহীন)
নির্বাদ (নিন্দা)
নির্বাধ (বাধাহীন)

•নির্বাপণ দ্র. নির্বপণ
•নির্বৃত দ্র. নিবৃত
•নির্বৃত্ত দ্র. নিবৃত্ত
•নির্বিত্তি দ্র. নিবৃত্তি

•নিশিত (শানিত, ধারালো)
নিশীথ (রাত্রি)

•নিশুতি (গভীর)
নিষুতি (ঘুম; ঘুমন্ত)

•নিষঙ্গা দ্র. নিঃসংজ্ঞ

•নিষধ (প্রাচীন ভারতের রাজ্য-বিশেষ)
নিষাদ (ব্যাধ)
নিষাদী (হস্তীচালক, মাহুত)

•নিষুতি দ্র. নিশুতি

•নিহত (মৃত)
নিহিত (স্থাপিত; গুপ্ত)

•নীড় (পাখির বাসা)
নীর (জল)

•নীতি দ্র. নিতি
•নীপ দ্র. নিপ
•নীর দ্র. নীড়
•নীরত দ্র. নিরত
•নীরেশ দ্র. নিরেস

•নুড়ি (ছোটো পাথর)
নুরি (শুক-জাতীয় পাখি-বিশেষ)

•নুন (লবণ)
ন্যূন (কম, সামান্য)

•নুরি দ্র. নুড়ি

•নৃত্ত (অভিনয়)
নৃত্য (নাচ)

•নৃপ দ্র. নিপ

•নেতৃত্ব (নেতার কাজ; নেতার পদ)
নেত্রীত্ব (নেত্রীর কাজ; নেত্রীর পদ)

•নৈতিক (নীতি বিষয়ক)
নৈত্যিক (প্রতিদিনকার)

•নৈবেদ্য দ্র. নিবেদ্য

•নৈষধ (নিষেধ বিবয়ক; নল রাজা)
নৈষাদ (ব্যাধের ছেলে)
নৈষাদি (ব্যাধের ছেলে)

•ন্যয় (ক্ষতি; নাশ)
ন্যায় (ঠিক; উচিত)

•ন্যাকড়া (পুরোনো কাপড়ের টুকরো)
ন্যাকরা (হাসিতামাশা)

•ন্যায় দ্র. ন্যয়
•ন্যূন দ্র. নুন

•পক্ষ (দল; অংশ)
পক্ষ্ম (চোখের পাতার লোম)

•পঙ্ক (পাঁক, কাদা)
পঙ্খ (বাড়ির দেওয়ালে চুনের কারুকার্য)

•পচ্য (যা রান্না করা যেতে পারে)
পাচ্য (হজমের যোগ্য)

•পণ্টিকা (বাজি রেখে খেলা; জুয়া)
পঞ্জিকা (তিথি নক্ষত্র দিন বার প্রভৃতির তথ্যসমৃদ্ধ বই)

•পটল (রাশি, সমূহ; আচ্ছাদন; ছানি)
পটোল (ফল-বিশেষ)

•পটাশ (মৌল পটাশিয়াম; পটাশিয়াম কারবোনেট, পটাশিয়াম হাইড্রক্সাইড প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত নাম)
পটাস (ফাটার ধ্বন্যাত্মক শব্দ)

•পটোল দ্র. পটল

•পঠন (নিজে পড়া)
পাঠন (অন্যকে পড়ানো)

•পড়শ (পল্লি)
পরশ (স্পর্শ)

•পড়া (পাঠ করা; পতন)
পরা (পরিধান করা)

•পণব (বাদ্যযন্ত্র-বিশেষ)
প্রণব (ওঁকার)

•পতত্র (পাখির ডানা)
পতত্রি, পতত্রী (পাখি)

•পতন (পড়া; নীচে পড়া)
পত্তন (আরম্ভ)

•পত্তি (পদাতিক সৈন্য)
পথ্যি (রোগীর খাবার)

•পথ (রাস্তা)
পাথ (জল)
পাত (পত্র)

•পথ্যি দ্র. পত্তি

•পদ্ম (পদ্ম ফুল)
পদ্য (কবিতা)
পাদ্য (পা ধোয়ার জল)

- পদ্মা (লক্ষ্মী; নদী-বিশেষ)
  পদ্যা (পথ)
- পদ্মালয় (পদ্ম ফুটে-থাকা জলাশয়)
  পদ্মালয়া (লক্ষ্মী)
- পদ্য দ্র. পদ্ম
- পদ্যা দ্র. পদ্মা
- পরক (আয়না; কাচ)
  পরখ (পরীক্ষা)
- পরত্ব (ভিন্নতা)
  পরত্র (পরকালে)
- পরভৃৎ (অপরের আশ্রয়দাতা; কাক)
  পরভৃত (পরাশ্রিত; কোকিল)
- পরশ দ্র. পড়শ
- পরশ্ব (পরশুদিন)
  পরস্ব (অন্যের সম্পদ)
- পরা দ্র. পড়া
- পরান্ন দ্র. পরাহ্ণ
- পরাবার (পরিয়ে দেওয়ার)
  পারাবার (সমুদ্র)
- পরামর্শ (আলোচনা; উপদেশ)
  পরামর্ষ (সহনশীলতা)
- পরাহ্ণ (অন্য বেলা; বিকেল)
  পরান্ন (অপরের অন্ন)
- পরিচ্ছদ (পোশাক)
  পরিচ্ছেদ (ভাগ, বইয়ের অংশ)
- পরিচ্ছন্ন (পরিষ্কার)
  পরিচ্ছিন্ন (ছিন্ন; বিভক্ত)
- পরিচ্ছেদ দ্র. পরিচ্ছদ
- পরিদান (বদল)
  পরিধান (বস্ত্র)
- পরিদেবন (বিলাপ, অনুতাপ)
  পরিবেদন (বড়ো ভাইয়ের আগে ছোটো ভাইয়ের বিয়ে)
- পরিধান দ্র. পরিদান
- পরিবেদন দ্র. পরিদেবন
- পরিযায়ী (যাযাবর)
  পুরোযায়ী (অগ্রগামী)
- পরিষদ (সভা; গোষ্ঠী)
  পারিষদ (সভ্য; সভাষদ)
- পরীক্ষিৎ (অভিমন্যুর ছেলে)
  পরীক্ষিত (পরীক্ষা-করা)
- পরুষ (কর্কশ; কঠোর)
  পুরুষ (পুরুষ জাতি)
- পর্যয় (বিপর্যয়)
  পর্যায় (ক্রম)
- পলল (মাংস)
  পল্বল (জলাশয়)
- পসরা (বিক্রির জিনিস)
  পসার (প্রভাব; নামডাক)
- পাঁক দ্র. পাক
- পাঁজি (পঞ্জিকা)
  পাজি (দুষ্টু)
- পাঁড় (ঘোরতর আকৃষ্ট)
  পাড় (ধার; কিনার)
  পার (তীর)
- পাঁতি (পঙ্‌ক্তি, সারি)
  পাতি (সারি; সমুদয়; ছোটো)
- পাঁশ দ্র. পাশ
- পাক (ঘূর্ণন; রান্না; বিপদ)
  পাঁক (কাদা)
- পাকস্থলী (পরিপাক যন্ত্র)
  পাকস্থালী (রান্নার পাত্র)
- পাচ্য দ্র. পচ্য
- পাজি দ্র. পাঁজি
- পাট (তন্তু)
  পাঠ (পড়া)
- পাঠন দ্র. পঠন
- পাড় দ্র. পাঁড়
- পাড়া (পল্লি; নামানো)
  পারা (সক্ষম)
- পাণি (হাত)
  পানি (জল)
- পাত দ্র. পথ
- পাতি দ্র. পাঁতি
- পাথ দ্র. পথ
- পাদ্য দ্র. পদ্য
- পানি দ্র. পাণি
- পাবনি (পবননন্দন হনুমান)
  পাবনী (পবিত্রকারিণী)
- পার দ্র. পাঁড়
- পারা দ্র. পাড়া
- পারাবার দ্র. পরাবার
- পারিষদ দ্র. পরিষদ
- পার্থব (স্থূলতা)
  পার্থিব (জাগতিক, ঐহিক)
- পাশ (বন্ধন; সাফল্য)
  পাঁশ (ছাই)
- পাশক (পাশা খেলা)
  পাষক (পায়ের অলংকার-বিশেষ)
- পিঠ (বুকের উলটো দিক)
  পীঠ (দেবদেবীর আসন কিংবা অধিষ্ঠানক্ষেত্র)
- পিড়ক (ফুসকুড়ি)
  পীড়ক (পীড়নকারী)
- পিড়া (বেদি)
  পীড়া (রোগ)

•পিন (ছুঁচোলো শলাকা)
পীন (স্থূল; বড়ো)

•পিনাস (ছোটো ও দ্রুতগামী নৌকো)
পীনস (নাকের ক্ষতজনিত রোগ)

•পিষ্ট (পেষিত)
পৃষ্ট (জিজ্ঞাসিত)
পৃষ্ঠ (পিঠ)
পৃষ্ঠ্য (ঘোড়া)

•পীঠ দ্র. পিঠ
•পীড়ক দ্র. পিড়ক
•পীড়া দ্র. পিড়া
•পীন দ্র. পিন
•পীনস দ্র. পিনাস

•পুঁতি (কাচ ইত্যাদির ছোটো দানা যা দিয়ে মালা গাঁথা হয়)
পুথি (বই)
পূতি (দুর্গন্ধ)

•পুট (আবরণ)
পূট (সোনা প্রভৃতি গলাবার পাত্র)

•পুড়ন (পোড়া)
পূরণ (পূর্ণ করা)

•পুত (পুত্র)
পূত (পবিত্র)

•পুথি দ্র. পুঁতি

•পুর (নগর)
পুরঃ (সামনে)
পূর (পরিপূরণ; জলরাশি)

•পুরঃ দ্র. পুর

•পুরি (লুচি)
পুরী (শহর; বাড়ি)
পূরী (পূরযুক্ত খাদ্য)

•পুরী দ্র. পুরি

•পুরুষ দ্র. পরুষ
•পুরোযায়ী দ্র. পরিযায়ী

•পুষ্কর (পদ্ম)
পুষ্কল (পর্যাপ্ত)

•পূট দ্র. পুট
•পূত দ্র. পুত
•পূতি দ্র. পুঁথি
•পূর দ্র. পুর
•পূরণ দ্র. পুড়ন
•পূরী দ্র. পুরি

•পূর্বাভাষ (আগে থাকতে বলা)
পূর্বাভাস (আগে থাকতে আভাস দেওয়া বা জানানো)

•পূর্বাহ (আগের দিন)
পূর্বাহ্ণ (সকাল)

•পৃষ্ট দ্র. পিষ্ট
পৃষ্ঠ দ্র. পিষ্ট
পৃষ্ঠ্য দ্র. পিষ্ট

•পেখন (দর্শন, দেখা)
পেখম (ময়ূরের পেখম)

•পেশা (বৃত্তি; ব্যাবসা)
পেষা (গুঁড়ো করা)

•পেষণ (চেপা; পিষ্ট করা)
প্রেষণ (প্রবর্তনা; নিয়োগ)

•পেষা দ্র. পেশা

•পোঁচ (আস্তরণ)
পোঁছ (পরিষ্কার)
পোচ (ডিমের পোচ)

•পোঁছা (পরিষ্কার)
পোছা (জিজ্ঞাসা করা)

•পোগণ্ড (অল্পবয়স্ক; নাবালক)
প্রগণ্ড (বাহুর কনুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত অংশ)

•পোচ দ্র. পোঁচ
•পোছ দ্র. পোঁচ
•পোছা দ্র. পোঁছা

•পোশাক (পরিচ্ছদ)
পোষক (পোষণকারী)

•পৌরষ (বীরত্ব)
পৌরুষ (পুরুষ বিষয়ক; পুরুষোচিত)

•প্রকার (রকম)
প্রাকার (প্রাচীর)

•প্রকৃত (আসল)
প্রাকৃত (চলিত; লোক-ব্যবহারোপযোগী)

•প্রগণ্ড দ্র. পোগণ্ড

•প্রজ্বল (জ্বলন্ত)
প্রোজ্জ্বল (অত্যন্ত উজ্জ্বল)

•প্রণব দ্র. পণব

•প্রততি (ব্যাপ্তি)
প্রতীতি (জ্ঞান; বিশ্বাস)

•প্রতর্ক (অনুমান)
প্রতর্ক্য (অনুমানসাধ্য)

•প্রতিক্ষণ (সবসময়)
প্রতীক্ষণ (অপেক্ষা)

•প্রতিবাত (বাতাসের বিপরীতে)
প্রতিবাদ (বিরুদ্ধে বলা)

•প্রতিভাষণ (ভাষণের উত্তরে ভাষণ)
প্রতিভাসন (আলোয় উদ্ভাসন)

•প্রতিসরণ (গতিপথ পরিবর্তন)
প্রতিসারণ (দূরীকরণ)

•প্রতীক্ষণ দ্র. প্রতিক্ষণ

•প্রতীক্ষমাণ (প্রতীক্ষাকারী)
প্রতীক্ষ্যমাণ(যার জন্য প্রতীক্ষা করা হচ্ছে)

•প্রত্যহ (রোজ)
প্রত্যূহ (বাধা; তর্ক)

•প্রথিত (খ্যাত)
প্রোথিত (পোঁতা)

•প্রদান (দেওয়া)
প্রধান (মুখ্য)

•প্রধি (চাকার নেমি বা রিম)
প্রধী (বুদ্ধিমান)

•প্রবাস (বিদেশে বসবাস)
প্রভাষ (ভালোভাবে বলা)
প্রভাস (দীপ্তিময়; তীর্থ-বিশেষ)

•প্রবুদ্ধ (জ্ঞানী)
প্রবৃদ্ধ (বয়স্ক)

•প্রভঞ্জন (ঝড়)
প্রাভঞ্জন (স্বাতি নক্ষত্র)

•প্রভব (উৎপত্তিস্থান)
প্রভাব (প্রতিপত্তি)

•প্রভাষ দ্র. প্রবাস
•প্রভাস দ্র. প্রবাস

•প্রভুত্ব (আধিপত্য)
প্রভূত (অনেক)

•প্রমথ (শিবানুচর)
প্রমাথ (হত্যা)

•প্রমিত (প্রমাণিত; পরিমিত)
প্রমীত (বিনষ্ট)

•প্রলম্ব (ঝুলন্ত; গাছের ডাল)
প্রলম্ভ (প্রবঞ্চনা)

•প্রসক্তি (আসক্তি)
প্রসত্তি (প্রসন্নতা)

•প্রসব (সন্তান উৎপাদন)
প্রসভ (বলপ্রয়োগ; সহসা)

•প্রসরণ (ইতস্তত ভ্রমণ; ব্যাপ্তি)
প্রসারণ (বিস্তার করা)

•প্রসাদ (প্রসন্নতা; দেবতাকে নিবেদিত খাদ্যসামগ্রী)
প্রাসাদ (বড়ো এবং পাকা বাড়ি)

•প্রসাদন (সন্তুষ্ট করা)
প্রসাধন (রূপচর্চা; সাজসজ্জা)

•প্রসাদি (দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত)
প্রসাদী (প্রসাদজনক, আনন্দের)

•প্রসাধন দ্র. প্রসাদন
•প্রসারণ দ্র. প্রসরণ

•প্রস্ত (দফা)
প্রস্থ (বিস্তার)

•প্রহিত (নিরস্ত; বিক্ষিপ্ত)
প্রহৃত (মার-খাওয়া)

•প্রাকার দ্র. প্রকার
•প্রাকৃত দ্র. প্রকৃত

•প্রাতিপথিক (বিপরীতগামী পথিক)
প্রাতিপদিক (বিভক্তিহীন শব্দ)

•প্রাবর (প্রাচীর)
প্রাবার (আবরণের কাপড়)

•প্রাভঞ্জন দ্র. প্রভঞ্জন

•প্রাশ (আহার)
প্রাস (প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র-বিশেষ)

•প্রাসাদ দ্র. প্রসাদ

•প্রিন্সিপ্‌ল (নিয়ম, নীতি)
প্রিন্সিপাল (প্রধান; মুখ্য; অধ্যক্ষ)

•প্রেষ (চাপ)
প্রেস (ছাপাখানা)

•প্রেষণ দ্র. পেষণ
•প্রেস দ্র. প্রেষ
•প্রোজ্জ্বল দ্র. প্রজ্বল

•প্রোত (গ্রন্থিত; জড়িত)
প্রোথ (ঘোড়ার নাসিকাগ্র; প্রসিদ্ধ)

•প্রোথিত দ্র. প্রথিত

•ফলি (ফলুই মাছ)
ফলী (ফলবান; ফলিত)

•ফাঁড়া (বিপদ)
ফাড়া (চিরে ফেলা)

•ফাল্গুনি (অর্জুন)
ফাল্গুনী (ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা)

•ফুঁক (ফুৎকার)
ফুক (অতি দ্রুততার ভাব)

•ফুসফুস (শ্বাসযন্ত্র)
ফুস ফুস (ধ্বন্যাত্মক মৃদু শব্দ)

•ফোঁটা (টিপ; বিন্দু)
ফোটা (প্রস্ফুটিত হওয়া)

•ফোঁড়ন (সেলাই; ছিদ্র করা)
ফোড়ন (ব্যঞ্জনে বিশেষরকম মশলা দেওয়া)

•ফোঁড়া (বিদ্ধ করা; সেলাই)
ফোড়া (স্ফোটক, ব্রণ)

•ফোটা দ্র. ফোঁটা
•ফোড়ন দ্র. ফোঁড়ন
•ফোড়া দ্র. ফোঁড়া

•বংশ (পরিবার; বাঁশ)
বংশ্য (বংশীয়, বংশ বিষয়ক)

•বংশগত (পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত)
বশংগত (বশে-আসা; আয়ত্ত)

•বংশ্য দ্র. বংশ

•বঁটি (মাছ, তরকারি কাটার যন্ত্র)
বটি (আলজিভ)
বটী (বড়ি, বটিকা)

•বঁধু, বঁধুয়া (বন্ধু)
বধূ (পত্নী, স্ত্রী)

•বখরা (ভাগ)
বখেড়া (বাধা, প্রতিবন্ধকতা)

•বঙ্ক (বাঁকা)
বঙ্ক্য (বাঁকানোর উপযুক্ত)

•বজরা (বড়ো ও বাহারি নৌকো)
বাজরা (গম-জাতীয় শস্য)

•বজ্র (বাজ)
বর্জ্য (বর্জনীয়)
বর্য (শ্রেষ্ঠ; প্রধান)

•বটি দ্র. বঁটি
•বটী দ্র. বঁটি

•বণ্ট (অংশ)
বণ্ঠ (অবিবাহিত; বেঁটে)

•বদরি (কুল)
বদরী (হিমালয়ের তীর্থস্থান-বিশেষ)

•বধূ দ্র. বঁধু, বঁধুয়া

•বনাশ্রম (বনের মধ্যে আশ্রম)
বর্ণাশ্রম (হিন্দু ধর্মের চার বর্ণ প্রথা)

•বনিতা (নারী)
ভণিতা (কবিতার মধ্যে কবির নামোল্লেখ)

•বন্দ (বাড়ির মাপ; খণ্ড)
বন্দ্য (বন্দনীয়; পূজ্য)
বন্ধ (রুদ্ধ; অচল; বাঁধন)
বন্ধ্য (বন্ধনযোগ্য)

•বন্দন (পূজা)
বন্ধন (বাঁধন)

•বন্দি (আবন্ধ; কারারুদ্ধ)
বন্দী (স্তুতিগায়ক)

•বন্দিনি (কারারুদ্ধা)
বন্দিনী (বন্দনাকারিণী)

•বন্দী দ্র. বন্দি

•বন্দ্য দ্র. বন্দ
•বন্ধ দ্র. বন্দ
•বন্ধন দ্র. বন্দন
•বন্ধ্য দ্র. বন্দ

•বয়ড়া (বহেড়া)
বয়রা (বধির)

•বয়ন (বোনা)
ব্যয়ন (খরচ করা)

•বরগা (ছাদের টালি পাতার জন্য ব্যবহৃত কাঠ কিংবা লোহার পাত)
বর্গ (সমূহ; দুই সমান রাশির গুণফল)
বর্গা (ভাগচাষি)
বর্গ্য (বর্গভুক্ত)

•বরণ (অভ্যর্থনা)
বরন (বর্ণ, রং)

•বরাঙ্গনা (শ্রেষ্ঠ রমণী)
বারাঙ্গনা (বেশ্যা)

•বরাহ (শূকর)
বারাহ (শূকর বিষয়ক)

•বর্গ দ্র. বরগা
•বর্গা দ্র. বরগা
•বর্গ্য দ্র. বরগা
•বর্জ্য দ্র. বজ্র

•বর্ণ (লিপি; রং)
বর্ণ্য (বর্ণ বিষয়ক; বর্ণনার যোগ্য)

•বর্ণাশ্রম দ্র. বনাশ্রম
•বর্ণ্য দ্র. বর্ণ

•বর্তি (বাতি)
বর্তী (স্থিত)

•বর্তিষ্ণু (স্থিতিশীল)
বর্ধিষ্ণু (যা বেড়ে চলেছে)

•বর্তী দ্র. বর্তি
•বর্ধিষ্ণু দ্র. বর্তিষ্ণু

•বর্মি (ব্রহ্মদেশবাসী)
বর্মী (বর্মধারী)

•বর্য দ্র. বজ্র

•বর্শা (হাতিয়ার-বিশেষ)
বর্ষা (বৃষ্টি; বৃষ্টির কাল, আষাঢ়-শ্রাবণ মাস)

•বর্ষা দ্র. বর্শা

•বর্হি (আগুন)
বর্হী (ময়ূর)

•বলকা (উতলোনো)
বলাকা (স্ত্রী-জাতীয় হাঁস)

•বলি (দেবতার উদ্দেশে পশু-হত্যা)
বলী (বলবান)

•বল্লব (গোয়ালা)
বল্লভ (পতি; প্রিয়জন)

•বশংগত দ্র. বংশগত

•বশিষ্ঠ (মুনি-বিশেষ)
বাশিষ্ঠ (বশিষ্ঠের ছেলে)

•বসন (পরিধেয় বস্ত্র)
ব্যসন (চারিত্রিক দোষ; পাপ)

•বহুত্ব (রকমারি)
বহুত্র (অনেক জায়গায়)

•বাঁচন (বেঁচে থাকা)
বাচন (কথা; উক্তি)

•বাঁজা (বন্ধ্যা)
বাজা (শব্দ করা)

•বাঁট (গোরু ইত্যাদির স্তন)
বাট (রাস্তা)

- বাঁটা (বণ্টন করা; ভাগ করা)
  বাটা (পেষণ করা; পান রাখার পাত্র; ছোটো মাছ-বিশেষ)

- বাঁদি (পরিচারিকা)
  বাদী (অভিযোগকারী)

- বাঁধন (বাঁধা)
  বাদন (বাজানো)

- বাঁধা (বন্ধক রাখা; আটকানো)
  বাধা (প্রতিবন্ধকতা; বিঘ্ন)
  বাদা (জলাভূমি)

- বাঁধানো (বাধাই করা। ফ্রেমে আটকানো)
  বাধানো (ঘটানো)

- বাঁশ (বাঁশ গাছ)
  বাস (বসবাস; গন্ধ)

- বাঁশি (সুষির যন্ত্র)
  বাসি (পচা; টাটকা নয়)
  বাসী (নিবাসী, বাসিন্দা)

- বাগুড়া (সুপারি নারকেল প্রভৃতি গাছের সবৃন্ত পাতা)
  বাগুরা (জাল, ফাঁদ)

- বাচন দ্র. বাঁচন
- বাজরা দ্র. বজরা
- বাজা দ্র. বাঁজা

- বাজি (ভেলকি; জুয়া খেলার পণ)
  বাজী (ঘোড়া)

- বাট দ্র. বাঁট
- বাটা দ্র. বাঁটা

- বাটি (কানা-উঁচু পাত্র)
  বাটী (বাড়ি)

- বাণ (শর, তির)
  বান (বন্যা)

- বাণী (কথা, উক্তি)
  বানি (স্যাকরার মজুরি)

- বাদন দ্র. বাঁধন
- বাদা দ্র. বাঁধা
- বাদী দ্র. বাঁদি

- বাদ্য (বাজনা)
  বাধ্য (অনুগত)

- বাধা দ্র. বাঁধা
- বাধানো দ্র. বাঁধানো
- বাধ্য দ্র. বাদ্য
- বান দ্র. বাণ
- বানি দ্র. বাণী

- বামন (বেঁটে)
  বামুন (ব্রাহ্মণ)

- বারাঙ্গনা দ্র. বরাঙ্গনা
- বারাহ দ্র. বরাহ

- বারুণি (অগস্ত্য)
  বারুণী (বরুণকন্যা)

- বারোমাস (সারা বছর; সবসময়)
  বারো মাস (১২ মাস; বারো সংখ্যক মাস)

- বালি (বালুকা)
  বালী (কিষ্কিন্ধ্যার রাজা)

- বালিশ (মাথায় দেওয়ার বালিশ)
  বালীশ (পাথুরি রোগ)

- বালী দ্র. বালি
- বালীশ দ্র. বালিশ
- বাশিষ্ঠ দ্র. বশিষ্ঠ
- বাস দ্র. বাঁশ
- বাসি দ্র. বাঁশি
- বাসী দ্র. বাঁশি

- বিকৃত (বিকারপ্রাপ্ত)
  বিক্রীত (যা বিক্রি হয়ে গেছে)

- বিগ্ন (উৎকণ্ঠিত)
  বিঘ্ন (বাধা)

- বিচি (বীজ)
  বীচি (ঢেউ)

- বিজন (নির্জন)
  বীজন (বাতাস দেওয়া)

- বিজিৎ (বিজয়ী)
  বিজিত (পরাজিত)
  বীজিত (যাকে বাতাস দেওয়া হচ্ছে)

- বিতংস (ফাঁদ; জাল)
  বিদংশ (চাট, দংশন)

- বিতত (ছড়ানো, বিস্তীর্ণ)
  বিতথ (মিথ্যা)

- বিতান (মণ্ডপ)
  বিধান (নিয়ম)

- বিত্ত (সম্পদ)
  বৃত্ত (গোলাকৃতি ক্ষেত্র)
  বৃত্য (বরণীয়)

- বিত্রস্ত (ভীত)
  বিস্রস্ত (স্খলিত)

- বিদংশ দ্র. বিতংস

- বিদুর (ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ ভাই)
  বিদূর (দূরবর্তী; সম্পর্কহীন)

- বিদ্যমান (অবস্থিত)
  বিধ্যমান (যাকে বিন্ধ করা হচ্ছে)

- বিধান দ্র. বিতান
- বিধ্যমান দ্র. বিদ্যমান

- বিনদ (ধ্বনি, শব্দ)
  বিনোদ (আমোদ; আনন্দ)

- বিনা (ছাড়া, ব্যতিরেকে)
  বীণা (তারযন্ত্র-বিশেষ)

- বিনোদ দ্র. বিনদ

- বিপ্লব (দ্রুত ও আমূল পরিবর্তন)
  বিপ্লাব (প্লাবন)
- বিবক্ষা (বলার ইচ্ছে)
  বিবিক্ষা (প্রবেশের ইচ্ছা)
- বিবীত (গোচারণ ভূমি)
  বিবৃত (বর্ণিত)
  বিবৃত্ত (ঘূর্ণিত)
  বিভীত (ভয়হীন)
- বিবৃত দ্র. বিবীত
- বিবৃতি (বিবরণ)
  বিবৃত্তি (ঘূর্ণন)
- বিবৃত্ত দ্র. বিবীত
- বিবৃত্তি দ্র. বিবৃতি
- বিভীত দ্র. বিবীত
- বিমর্শ (বিতর্ক)
  বিমর্ষ (বিষাদগ্রস্ত)
- বিম্ব (বুদ্‌বুদ্‌)
  বিম্বু (বিম্বাকৃতি)
- বিরচন (বই ইত্যাদি লেখা)
  বিরেচন (মল নিঃসারণ)
  বিরোচন (সূর্য; অগ্নি; চন্দ্র)
- বিরচিত (রচিত)
  বীরোচিত (বীরের মতো)
- বিরুত (কলরব)
  বিরুদ (গাছ)
- বিরেচন দ্র. বিরচন
- বিরোচন দ্র. বিরচন
- বিশ (কুড়ি)
  বিষ (মারক দ্রব্য)
  বিস (পদ্মের ডাটা)
- বিশদ (সবিস্তার)
  বিষদ (বিষদায়ক)
  বিষাদ (দুঃখ)
- বিশ্বায়ন (সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দেওয়া)
  বিস্মায়ন (বিস্ময় উৎপাদন)
- বিশ্রুত (সুবিখ্যাত; প্রসিদ্ধ)
  বিস্রুত (ক্ষরিত; পতিত; পরিস্রুত; প্রবাহিত)
- বিষ দ্র. বিশ
- বিষদ দ্র. বিশদ
- বিষাদ দ্র. বিশদ
- বিস দ্র. বিশ
- বিসরণ (বিস্তার)
  বিস্মরণ (ভুলে যাওয়া)
- বিসৃত (বিস্তৃত; ব্যাপ্ত)
  বিস্তৃত (ব্যাপ্ত)
  বিস্মৃত (ভুলে-যাওয়া)
- বিস্তর (অনেক)
  বিস্তার (প্রসার)
- বিস্তৃত দ্র. বিসৃত
- বিস্মরণ দ্র. বিসরণ
- বিস্মায়ন দ্র. বিশ্বায়ন
- বিস্মৃত দ্র. বিসৃত
- বিস্রস্ত দ্র. বিত্রস্ত
- বিস্রুত দ্র. বিশ্রুত
- বিহারি (বিহার প্রদেশ বিষয়ক; বিহারের অধিবাসী)
  বিহারী (ভ্রমণকারী)
- বীক্ষমাণ (নিরীক্ষণরত, যে দেখছে)
  বীক্ষ্যমাণ (যাকে দেখা হচ্ছে, নিরীক্ষিত)
- বীচি দ্র. বিচি
- বীজন দ্র. বিজন
- বীজিত দ্র. বিজিৎ
- বীণা দ্র. বিনা
- বীতি (মুক্তি)
  বীথি (শ্রেণি; পথ)
- বীরোচিত দ্র. বিরচিত
- বৃক্ক (কিডনি)
  বৃক্ষ (গাছ)
- বৃতি (আবরণ)
  বৃত্তি (জীবিকা)
- বৃত্ত দ্র. বিত্ত
- বৃত্য দ্র. বিত্ত
- বৃত্তি দ্র. বৃতি
- বেঁড়ে (বেঁটে)
  বেড়ে (খুব ভালো)
- বেদ (জ্ঞান; ধর্মশাস্ত্র)
  বেধ (পুরু; পরিমাণ)
- বেদি (পুজো কিংবা যজ্ঞের উঁচু স্থান)
  বেদী (বেত্তা)
- বেয়াড়া (বদমেজাজি)
  বেয়ারা, বেহারা (পালকির বাহক; পিয়োন)
- বেশি (অতিরিক্ত)
  বেশী (বেশধারী)
- বৈচিত্ত্য (মতিভ্রম)
  বৈচিত্র (চমৎকারিত্ব)
  বৈচিত্র্য (বিভিন্নতা; রকম-ফেরতা)
- বৈয়াসকি (ব্যাসের ছেলে)
  বৈয়াসিক (ব্যাস বিষয়ক)
- ব্যগ্র (উদ্‌বিগ্ন)
  ব্যাঘ্র (বাঘ)
- ব্যঙ্গ (বিদ্রূপ, ঠাট্টা)
  ব্যঙ্গ্য (গূঢ়, ব্যঞ্জনার দ্বারা বোধ্য)
- ব্যঙ্গোক্তি (বিদ্রূপপূর্ণ কথা)
  ব্যঙ্গ্যোক্তি (ব্যঞ্জনাপূর্ণ বাক্য)

- ব্যঙ্গ্য দ্র. ব্যঙ্গ
- ব্যঙ্গোক্তি দ্র. ব্যঙ্গোক্তি

- ব্যবহিত (অন্তরিত; কৃত-ব্যবধান)
ব্যবহৃত (ব্যবহার-করা)

- ব্যয়ন দ্র. বয়ন
- ব্যসন দ্র. বসন

- ব্যাসক্ত (ব্যভিচারী)
ব্যাসোক্ত (ব্যাস-কথিত)

- ব্যাসক্তি (ব্যভিচার)
ব্যাসোক্তি (ব্যাসদেবের কথা)

- ব্রহ্মণ্য (ব্রহ্ম বিষয়ক)
ব্রাহ্মণ্য (ব্রাহ্মণ বিষয়ক)

- ব্রাত (শ্রমিক; মজুরি)
ব্রাত্য (সংস্কারহীন; পতিত)

- ব্রাহ্মণ্য দ্র. ব্রহ্মণ্য

- ভগবৎ (ভগবান)
ভাগবৎ (ভগবান বিষয়ক)

- ভগবতী (দুর্গা)
ভাগবতী (ভগবান বিষয়ক)

- ভগিনী (ভগ্নী)
ভোগিনী (ভোগকারিণী)

- ভঙ্গ (ভাঙা)
ভঙ্গ্য (ভাঙার যোগ্য; ভঙ্গ-প্রবণ)

- ভজমান (উপাসনারত)
- ভজ্যমান (যাকে উপাসনা করা হচ্ছে; যা বিভাজন করা যায়)

- ভড় (যে-নৌকো অনেক মাল বইতে পারে; বড়ো ও মালবাহী নৌকো)
ভর (বস্তুর ভার; সমস্ত, পূর্ণ)
ভোর (সকাল)

- ভণিতা দ্র. বনিতা

- ভয়াপহ (যিনি ভয় দূর করেন)
ভয়াবহ (ভীতিপ্রদ)

- ভর দ্র. ভড়

- ভরণ (ভরা, ভরতি করা)
ভরন (এক ধরনের সংকর ধাতু)

- ভরদ্বাজ (মুনি-বিশেষ; দ্রোণের পিতা)
ভারদ্বাজ (ভরদ্বাজবংশীয়)

- ভরন দ্র. ভরণ

- ভাঁজ (পাট; স্তর)
ভাজ (ভ্রাতৃবধূ)

- ভাঁজা (পাট করা; সুর অভ্যাস করা; সঞ্চালন)
ভাজা (তেল ইত্যাদিতে রান্না করা)

- ভাঁটা (ইট ইত্যাদি পোড়ানোর চুল্লি; খেলার বল)
ভাটা (সমুদ্রের জলস্তর নেমে যাওয়া; স্রোতের উলটো দিক)

- ভাঁড় (মাটির পাত্র; বিদূষক)
ভার (ওজন; দায়িত্ব)

- ভাগবৎ দ্র. ভগবৎ
- ভাগবতী দ্র. ভগবতী
- ভাজ দ্র. ভাঁজ
- ভাজা দ্র. ভাঁজা
- ভাটা দ্র. ভাঁটা

- ভাড়া (যানবাহনে চড়ার মূল্য; বাড়ি ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য দেয় টাকা)
ভারা (উঁচু জায়গায় কাজ করার জন্য তৈরি মাচা)

- ভাণ (সংস্কৃত রূপক নাটক-বিশেষ; ভণিতা; বলা)
ভান (ছল)

- ভাদ্রপদ (ভাদ্র মাস)
ভাদ্রপদা (নক্ষত্র-বিশেষ)

- ভান দ্র. ভাণ

- ভাবি (বউদি)
ভাবী (ভবিষ্যতের)

- ভার দ্র. ভাঁড়
- ভারদ্বাজ দ্র. ভরদ্বাজ
- ভারা দ্র. ভাড়া

- ভারি (খুব)
ভারী (ভারযুক্ত)

- ভাল (কপাল)
ভালো (উৎকৃষ্ট)

- ভাশুর (স্বামীর বড়ো ভাই)
ভাসুর (দীপ্তিশীল)

- ভাষ (ভাষণ, কথা)
ভাস (দীপ্তি)

- ভাষণ (বক্তৃতা)
ভাসন (উদ্ভাসন)

- ভাষা (মনের ভাব বোঝানোর জন্য মানুষ যে-অর্থপূর্ণ ধ্বনি মুখ দিয়ে বার করে)
ভাসা (জলে কিংবা বাতাসে সঞ্চরণশীল অবস্থা)

- ভাষাভাষী (কোনো ভাষার ব্যবহারকারী; ওই ভাষায় যারা কথা বলে)
ভাসাভাসি (জলে ভাসা)

- ভাস দ্র. ভাষ
- ভাসন দ্র. ভাষণ
- ভাসা দ্র. ভাষা
- ভাসাভাসি দ্র. ভাষাভাষী
- ভাসুর দ্র. ভাশুর

- ভাস্কর (মূর্তিশিল্পী; সূর্য)
ভাস্বর (উজ্জ্বল)

- ভিসা (বিদেশে প্রবেশের অনুমতিপত্র)
- ভীষা (ভয়গ্রস্ত)

- ভুঁড়ি (মোটা পেট)
  ভূরি(প্রচুর)

- ভুতি (কাঁঠালের ভুতি)
  ভূতি (বিভূতি)

- ভুসা (কালি)
  ভূষা (সাজ; গয়না)

- ভূতি দ্র. ভুতি

- ভূপতিত (মাটিতে-পড়া)
- ভূপাতিত (যাকে মাটিতে ফেলা হয়েছে)

- ভূরি দ্র. ভুঁড়ি
- ভূষা দ্র. ভুসা

- ভেক (ব্যাং)
  ভেখ (ছদ্মবেশ; বৈরাগির পোশাক)

- ভেড়ি (মাছ চাষের জলাশয়; স্ত্রী ভেড়া)
  ভেরি (ঢাক, দামামা)

- ভোগিনী দ্র. ভগিনী

- ভোমর (তুরপুন)
  ভ্রমর (ভোমরা)

- ভোর দ্র. ভড়
- ভ্রমর দ্র. ভোমর

- মঙ্গল (শুভ)
  মোঙ্গল (মধ্যএশিয়ার জাতি-বিশেষ)

- মঞ্চকৃতি (নাটকাভিনয়)
  মঞ্চাকৃতি (মঞ্চের মতো আকৃতিবিশিষ্ট)

- মটর (ডাল-বিশেষ)
  মোটর (যন্ত্রচালিত ও রাস্তায় চলার উপযোগী যান)

- মড়ক (মারি)
  মোড়ক (আবরণ)

- মণীব (মণির মতো)
  মনিব (মালিক)

- মণীশ (শ্রেষ্ঠ মণি)
  মনিষ (জনমজুর)

- মত (মনোগত ভাব, ধারণা)
  মতো (সদৃশ; অনুসারে)

- মৎস্যাশন (মাছ খাওয়া)
- মৎস্যাসন (একপ্রকার যোগাসন)

- মতি (মনোভাব, ইচ্ছা)
  মোতি (মুক্তা)

- মতো দ্র. মত

- মত্ত (মাতাল; ক্ষিপ্ত; আত্মহারা)
  মত্য (সিঁড়ি)

- মদোন্মত্ত (গর্বিত)
  মদ্যোন্মত্ত (মাতাল)

- মদ্দ (জোয়ান পুরুষ)
  মদ্য (সুরা, মদ)

- মদ্যোন্মত্ত দ্র. মদোন্মত্ত
- মনিব দ্র. মণীব
- মনিষ দ্র. মণীশ

- মনোভব (কামদেব)
  মনোভাব (মনের ইচ্ছা)

- মন্দর (সমুদ্রমন্থনে ব্যবহৃত পর্বত)
  মন্দার (পারিজাত ফুল; মাদার গাছ)

- মরুদ্বিপ (মরুভূমির হাতি অর্থাৎ উট)
  মরুদ্বীপ (মরুভূমির দ্বীপ অর্থাৎ মরূদ্যান)

- মর্ত (পৃথিবী)
  মর্ত্য (পৃথিবী বিষয়ক)

- মসুরি (ডাল-বিশেষ)
  মসূরী (বসন্ত রোগ)

- মহড়া (অভিনয় অভ্যাস)
  মহলা (মহলবিশিষ্ট)
  মোহাড়া (অগ্রভাগ)

- মহলা দ্র. মহড়া

- মহিত (অর্চিত)
  মোহিত (মুগ্ধ)

- মহিষ (মোষ)
  মহীশ (ধরণিপতি, রাজা)

- মহিসুত (মঙ্গল গ্রহ)
  মহিসুতা (সীতা)

- মহীশ দ্র. মহিষ

- মাকন্দ (আম)
  মাকুন্দ (যার দাড়ি-গোঁফ নেই)

- মাঘ (বঙ্গাব্দের দশম মাস)
  মাঘ্য (কুন্দ ফুল)

- মাঙা (চাওয়া)
  মাঙ্গা (দুর্মূল্য)

- মাড় (ভাতের ফেন)
  মার (মরণ; কামদেব; প্রহার)

- মাড়ানো (পদদলন)
  মারানো (মেরে ফেলা)

- মাড়ি (তাল, কাঁঠালের ঘন রস)
  মাঢ়ি (পাতার শিরা)
  মাঢ়ী (দাঁতের গোড়ার মাংস)

- মাতাল (মদ্যপ)
  মাথাল (তাল পাতার টোকা)

- মাতৃক (মা বিষয়ক)
  মাত্রিক (মাত্রাযুক্ত)

- মাথাল দ্র. মাতাল
- মানুষি (মানুষের ভাব)
  মানুষী (নারী)
- মান্দ (রাগিণীর নাম)
  মান্দ্য (কমতি)
- মার দ্র. মাড়
- মারানো দ্র. মাড়ানো
- মার্গ (পথ)
  মার্গ্য (গবেষণার যোগ্য)
- মাষ (মাষকলাই)
  মাস (তিরিশ দিন; মাংস)
- মিত (পরিমিত)
  মিথঃ (পরস্পর)
- মিল (সাদৃশ্য; কারখানা)
  মীল (সংকোচ)
- মিলন (সংযোগ; একত্রিত হওয়া)
  মীলন (সংকোচন)
- মিলিত (একত্রিত; সংযুক্ত)
  মীলিত (মুদিত)
- মীল দ্র. মিল
- মীলন দ্র. মিলন
- মীলিত দ্র. মিলিত
- মুখ (বদন)
  মূক (বোবা)
- মুখপত্র (কোনো দলের পত্রিকা; প্রচারপত্র)
  মুখপাত্র (প্রতিনিধি)
- মুচি (জুতোনির্মাতা)
  মুছি (ছোটো পাত্র)
- মুড়ি (ভাজা চাল)
  মুরি (নর্দমা)
- মুলা (মুলো)
  মূলা (নক্ষত্র-বিশেষ)
- মুষ্ক (অণ্ডকোষ)
  মুসকো (বলবান)
- মুসা (ইহুদি ধর্মপ্রণেতা)
  মুষা (সোনা গলানোর পাত্র)
- মূক দ্র. মুখ
- মূলা দ্র. মুলা
- মূল্যবান (দামি)
- মূল্যমান (মূল্যের সূচক)
- মৃৎ (মাটি)
  মৃত (বিগতপ্রাণ)
- মেজ (টেবিল)
  মেজো (দ্বিতীয়)
- মেদ (চর্বি)
  মেধ (যজ্ঞ)
- মেষ (ভেড়া)
  মেস (একত্রে থাকার জায়গা)
- মৈত্র (বন্ধু বিষয়ক)
  মৈত্র্য (বন্ধুত্ব)
- মৈথিলি (মিথিলার ভাষা)
  মৈথিলী (সীতা)
- মোঙ্গল দ্র. মঙ্গল
- মোটর দ্র. মটর
- মোড়ক দ্র. মড়ক
- মোতি দ্র. মতি
- মোহাড়া দ্র. মহড়া
- মোহিত দ্র. মহিত
- যজন (পুজো করা)
  যাজন (যজ্ঞ করা)
  যোজন (যোগ করা; ৫ মাইল দূরত্ব)
- যজ্ঞ (হোম, অগ্নিপূজা)
  যোগ্য (উপযুক্ত)
- যৎ (সংগীতের তাল- বিশেষ)
  যত (যে-পরিমাণ; সংযম)
- যতি দ্র. জ্যোতি
- যতী দ্র. জ্যোতি
- যতীশ দ্র. জ্যোতিষ
- যমক দ্র. জমক
- যমী দ্র. জমি
- যশদ (দস্তা)
  যশোদ (খ্যাতি দেয় যে)
- যাচক (প্রার্থী)
  যাজক (পুরোহিত)
- যাচমান (যে প্রার্থনা করছে)
  যাচ্যমান (যা কিংবা যার কাছে প্রার্থনা করা হচ্ছে)
- যাজক দ্র. যাচক
- যাজন দ্র. যজন
- যাত দ্র. জাত
- যান দ্র. জান
- যাপন দ্র. জাপন
- যাম দ্র. জাম
- যামিনী (রাত্রি)
  জামিনি (জামিনদার)
- যুক্তি-সহ (যুক্তি দিয়ে)
  যুক্তিসহ (যা যুক্তির বিচারে টিকে যায়; যুক্তিসংগত)
- যুগ্ম (দ্বৈত)
  যুগ্য (বাহন)
- যুটি দ্র. জুটি
- যুযুৎসু দ্র. জুজুৎসু
- যোগরূঢ় (বিশেষার্থবোধক শব্দ)
  যোগারূঢ় (যোগ বা ধ্যানে নিমগ্ন)
- যোগ্য দ্র. যজ্ঞ
- যোজন দ্র. যজন
- রক্ষ (রাক্ষস)
  রক্ষ্য (যা রক্ষা করা উচিত)

• রজত (রুপো)
রাজত (রুপোর তৈরি)

• রঞ্জিত (রাঙানো)
রণজিৎ (যুদ্ধজয়ী)

• রত (লিপ্ত)
রথ (বাহন; যান-বিশেষ)

• রশনা (এক ধরনের কটিভূষণ)
রসনা (জিহ্বা)

• রশা (দড়ি)
রসা (পৃথিবী; ঝোল)

• রসনা দ্র. রশনা
• রসা দ্র. রশা

• রসাভাস (রসের আমেজ)
রসাভাস (রসতুল্য; অশিষ্ট রস কিংবা তার বর্ণনা)

• রসিত (আস্বাদিত)
রসিদ (প্রাপ্তিস্বীকারপত্র)

• রস্য (আস্বাদ্য)
হ্রস্ব (ছোটো)

• রহস (সংসর্গ)
রহস্য (গূঢ় তাৎপর্য)

• রহিত (বিহীন)
রোহিত (রুই মাছ)

• রাঁড়ি (বিধবা)
রাঢ়ি (রাঢ় অঞ্চলের)

• রাজত দ্র. রজত

• রাজবংশ (রাজার বংশ)
রাজবংশ্য (রাজবংশীয়, রাজ-বংশে জাত)

• রাতদিন, রাত্রিদিন (সর্বক্ষণ)
রাত-দিন, রাত্রি-দিন (দিন এবং রাত্রি)

• রাম (রামচন্দ্র)
রামা (সুন্দরী)

• রাশ (লাগাম)
রাস (কার্তিক পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যোৎসব)

• রাষ্ট্রীকরণ (প্রচার করা)
রাষ্ট্রীয়করণ (রাষ্ট্রের অধীনে আনা)

• রাস দ্র. রাশ

• রিক্‌থ (স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি)
রিক্ত (শূন্য; দরিদ্র)

• রিপু (কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য— শরীরের এই ছয় শত্রু)
রিফু (সূক্ষ্ম সেলাইয়ের কাজ)

• রিবেট (দাম থেকে কিছু ছাড়)
রিভেট (ধাতুর পাত জোড়ার জন্য ব্যবহৃত বিশেষ ধরনের কাঁটা)

• রিষ্ট (পাপ; খড়্গ)
রিস্ট (কবজি)

• রিস্ট দ্র. রিষ্ট
• রীতি দ্র. ঋতি

• রুক্ম (সোনা)
রুক্ষ (কর্কশ; অমসৃণ)

• রুপা (সাদা রঙের ধাতু-বিশেষ)
রূপা (রূপযুক্তা)

• রেজলা (নীচ)
রেজালা (ব্যঞ্জন-বিশেষ)
রেসালা বা রিসালা (অশ্বারোহী সৈন্যদল)

• রেতি (উখো)
রেতী (বেলাভূমি, তীর)

• রেশ (জের; আভাস)
রেস (গতির প্রতিযোগিতা)

• রেসালা দ্র. রেজলা

• রোঁদ (নজর রাখা; টহল-দারি)
রোদ (রোদ্দুর)
রোধ (বাধা)

• রোঁয়া (লোম)
রোয়া (বপন)

• রোক (নগদ)
রোখ (জেদ)

• রোকা (চিরকুট)
রোখা (আটকানো)

• রোখ দ্র. রোক
• রোখা দ্র. রোকা

• রোজকার (প্রতিদিনের)
রোজগার (উপার্জন)

• রোদ দ্র. রোঁদ
• রোধ দ্র. রোঁদ
• রোয়া দ্র. রোঁয়া

• রোহি (গাছ)
রোহী (আরোহী)

• রোহিত দ্র. রহিত
• রোহী দ্র. রোহি

• লক্ষ (দেখা; ১০০০০০)
লক্ষ্য (উদ্দেশ্য)

• লক্ষণ (চিহ্ন)
লক্ষ্মণ (রামচন্দ্রের ভাই)

• লক্ষেশ্বর (লক্ষপতি)
লক্ষ্মীশ্বর (নারায়ণ)

• লক্ষ্মণ দ্র. লক্ষণ
• লক্ষ্মীশ্বর দ্র. লক্ষেশ্বর
• লক্ষ্য দ্র. লক্ষ

- লতিকা (লতা)
  লত্তিকা (গিরগিটি)
- লব্ধ (প্রাপ্ত)
  লভ্য (যা লাভ করা সম্ভব)
- ললিত (সুন্দর)
  লোলিত (শিথিল)
- লষিত (বাঞ্ছিত)
  লসিত (উল্লসিত)
- লহনা (বাকি;প্রাপ্য)
  লহমা (মুহূর্ত)
- লাঙ্গালী (কৃষক)
  লাঙ্গুলী (লেজযুক্ত)
- লাশ (মৃতদেহ)
  লাস (স্ত্রীলোকের নৃত্য; বিলাস)
- লেবেল (নামলেখা কাগজ)
  লেভেল (চৌরস; সমভূমি)
- লেশ (সামান্য)
  লেস (ফিতে)
- লোলজিহ্ব (যার জিহ্বা লকলকে)
  লোলজিহ্বা (যে-জিহ্বা লকলকে)
- লোলিত দ্র. ললিত
- ল্যাটা (মাছ-বিশেষ)
  ল্যাঠা (উপদ্রব)
- শওয়াল (হিজরি বছরের দশম মাস)
  সওয়াল (প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা)
- শংকর (শিব)
  সংকর (মিশ্রণ)
- শংস্থ (সুস্থ)
  সংস্থ (অবস্থিত)
- শংস্থা (সুস্থা)
  সংস্থা (প্রতিষ্ঠান)
- শকল (মাছের আঁশ)
  সকল (সব)
- শক্ত (দৃঢ়; কঠিন)
  সক্ত (আসক্ত, সংলগ্ন)
- শক্তাশক্ত (শক্ত এবং অশক্ত)
  শক্ত্যশক্তি (শক্তি এবং অশক্তি)
- শক্তি (ক্ষমতা; বল)
  সক্তি (আসক্তি)
- শক্ত্যশক্তি দ্র. শক্তাশক্ত
- শঙ্খক (শাঁখা)
  সংখ্যক (সংখ্যা বিষয়ক)
- শড়া (পচা)
  সরা (মাটির সরা)
- শণ (পাট-জাতীয় তন্তু)
  সন (বছর)
  স্বন (শব্দ)
- শণ্ড (নপুংসক)
  ষণ্ড (ষাঁড়)
- শপ্ত (শাপগ্রস্ত)
  সপ্ত (৭)
- শব (মৃতদেহ)
  সব (সমস্ত)
- শবল (নানা বর্ণযুক্ত; চিত্র-বিচিত্র)
  সবল (বলশালী)
  স্ববল (নিজের বল)
- শম (মোক্ষ)
  সম (সমান; সংগীতে তালের প্রথম মাত্রা)
- শমতা (নিবৃত্তি)
  সমতা (সমানের ভাব)
- শমন (যম)
  সমন (আদালতের পরোয়ানা)
- শমি,শমী (বাবলা শ্রেণির গাছ-বিশেষ)
  শমী (শান্ত, সংযমী)
- শমীক (মুনি-বিশেষ)
  সমিক (বেধনাস্ত্র-বিশেষ)
  সমীক (যুদ্ধ)
  স্যমীক (উই পোকা)
- শম্ব (বজ্র)
  সম্ব (উলটো দিকে হাল চালানো)
- শম্বু (ছোটো শঙ্খ)
  শম্ভু (শিব)
  স্বয়ম্ভূ (ব্রহ্মা)
- শয্যা (বিছানা)
  সজ্জা (সাজ)
- শয়ন (শোয়া)
  শয়ান (শোয়ানো)
- শয়িত (যে শুয়ে আছে)
  শায়িত (যাকে শোয়ানো হয়েছে)
- শর (তির)
  সর (দুধের সর)
  স্বর (শব্দ)
  স্মর (মদন)
- শরণ (আশ্রয়; ভরসা)
  সরণ (সরে যাওয়া)
  স্মরণ (মনে করা)
- শরবৎ (তিরের মতো)
  শরবত (মিষ্টি পানীয়)
- শরাব (মদ)
  সরাব (কলসি)
- শরু (বাণ)
  সরু (শীর্ণ, কৃশ)
- শর্ব (শিব)
  সর্ব (সব, সকল)

•শলা (শলাকা)
সলা (পরামর্শ)

•শল্য (অস্ত্র)
শল্ল (আঁশ)

•শল্যক (গণ্ডার)
শল্লক (আঁশ)

•শল্ল দ্র. শল্য
•শল্লক দ্র. শল্যক

•শশা (ফল-বিশেষ)
স্বসা (বোন)

•শস্ত (সুখী; মঙ্গলজনক)
শস্ত্র (প্রহরণ)

•শস্য (ধান ইত্যাদি কৃষিজাত দ্রব্য)
সস্য (ফলের ভেতরের অংশ)

•শাঁখা (শঙ্খ থেকে তৈরি হাতের গয়না)
শাখা (গাছের ডাল; অংশ)

•শাকুনিক (ব্যাধ)
শাকুলিক (মৎস্যজীবী)

•শাখা দ্র. শাঁখা

•শাখ্য (শাখা বিষয়ক)
সাক্ষ্য (আদালতে-দেওয়া বিবৃতি)

•শাঙ্খ (শঙ্খ বিষয়ক)
সাংখ্য (কাপিল দর্শন)

•শাট (ধুতি)
ষাট (৬০)
সাঁট (সলাপরামর্শ)
সাট(ছাপার কাজে ব্যবহৃত হরফসমষ্টি)

•শাড়ি (লম্বা কাপড় যা ভারতীয় মেয়েরা পোশাক হিসেবে ব্যবহার করে)
শারি (শালিখ পাখি)
সারি (লাইন)

•শাত (শানিত; সুন্দর; ক্ষীণ)
সাত (৭)

•শাদ (কচি ঘাস)
সাদ (আরোহী)
সাধ (সখ)
স্বাদ (জিভে খাদ্যাদির অনুভূতি)

•শাদি (বিয়ে)
সাদি (আরোহী)

•শান (পাথর)
সান (চেতনা)
স্বান (শব্দ)

•শানানো (ধার দেওয়া)
সানানো (চটকে-মাখা)

•শান্ত (ধীর; স্থির)
সান্ত (সসীম)
সান্ত্ব (প্রবোধবাক্য)
স্বান্ত (নিজের; মন)

•শাপ (অভিশাপ)
সাপ (সর্প)

•শাবান (হিজরি বছরের অষ্টম মাস)
সাবান (পরিষ্কার করার দ্রব্য-বিশেষ)

•শামা (বাতি, প্রদীপ)
শ্যামা (কালী; কালো)

•শামি (লাঠির সরু মুখ)
স্বামী (প্রভু; পতি)

•শায়ক (বাণ)
সায়ক (খড়্গ)

•শায়িত দ্র. শয়িত

•শারদা (দুর্গা)
সারদা (সরস্বতী)

•শারি দ্র. শাড়ি

•শারীরক (জীবনধারী জীবাত্মার স্বরূপনির্ণয়)
শারীরিক (শরীর বিষয়ক)

•শাল, সাল (পশমের চাদর; গাছ-বিশেষ)
সাল (বছর)

•শিউলি (শেফালি ফুল)
সিউলি (যারা গুড় তৈরি করে)

•শিক (শলাকা)
শিখ (ধর্ম সম্প্রদায়-বিশেষ)

•শিকড় (মূল)
শিখর (শীর্ষ)
শীকর (জলবিন্দু)
শেখর (মাথার অলংকার)

•শিকার (পশুহত্যা)
স্বীকার (মেনে নেওয়া)

•শিখ দ্র. শিক
•শিখর দ্র. শিকড়

•শিট (কাগজ; চাদর)
সিট (বসার জায়গা, আসন)

•শিত (শানিত; ক্ষীণ)
শীত (ঠান্ডা)
সিত (সাদা)

•শির (মাথা)
শীর (অজগর)
সীর(প্রাচীন যুদ্ধাস্ত্র-বিশেষ)

•শিরীষ (গাছ-বিশেষ)
শ্রীশ (নারায়ণ)
সিরিশ (আঠা; বালি কাগজ)

•শিল (পাথর; শিলা)
শীল (স্বভাব)
সিল (ছাপ)

•শিলি (ব্যাঙের ছাতা; ভূর্জ-পত্র)
শিলী (কেঁচো)

- শিশা (কাচ)
  সিসা (ধাতু-বিশেষ)
- শিশি (কাচের ছোটো বোতল)
  সিসি (কিউবিক সেন্টিমিটার)
- শিষ (শীর্ষ; পেনসিলের ডগার লেড)
  শিস (জিভ ও ঠোঁটের সাহায্যে উৎপন্ন শব্দ যা শুনতে বাঁশির শব্দের মতো)
- শীকর দ্র. শিকড়
- শীত দ্র. শিত
- শীতাংশু (ঠান্ডা রশ্মি; চাঁদ)
  সিতাংশু (চাঁদ; সাদা রশ্মি)
- শীর দ্র. শির
- শীল দ্র. শিল
- শুক (শুকপাখি)
  শূক (শূককীট)
- শুক্ত (পর্যুসিত)
  সুক্তো (তিক্ত ব্যঞ্জন-বিশেষ)
  সূক্ত (ঋকের সমষ্টি)
- শুক্তি (ঝিনুক)
  সূক্তি (সদ্‌বাক্য, সুভাষিত)
- শুচি (পবিত্র)
  সূচি, সূচী (সারণি)
- শুদ্ধ (পবিত্র; ঠিক)
  সুদ্ধ (সহিত)
- শুধা (প্রশ্ন করা)
  সুধা (অমৃত)
- শুবা (সন্দেহ)
  সুবা (প্রদেশ)
- শুলফা, শুলফো (মৌরি-জাতীয় শাক)
  সুলফা (শুকনো তামাক-বিশেষ)
- শূক দ্র. শুক
- শূকর (শুয়োর)
  সুকর (সুসাধ্য)
- শূর (বলবান)
  সুর (দেবতা; গানের সুর)
  সূর (সূর্য)
- শেখর দ্র. শিকড়
- শেজ (দীপাধার)
  সেজো (তৃতীয়)
- শৈত্য (শীতের ভাব)
  শ্বৈত্য (সাদার ভাব, শুক্লতা)
- শোট (মাতগুড়)
  শোঠ (অলস; মূর্খ)
- শোনা (শ্রবণ)
  সোনা (মূল্যবান ধাতু-বিশেষ)
- শোভিক (সুন্দর; শোভা)
  শৌভিক (জাদুকর)
- শোয়া (শয়ন)
  সোয়া (একের চার ভাগ)
- শৌকর্য (শুয়োর বিষয়ক)
  সৌকর্য (সৌন্দর্য)
- শৌনক (পুরাণোক্ত মুনি-বিশেষ)
  শৌনিক (কসাই; হরিণ শিকারকারী)
- শৌভিক দ্র. শোভিক
- শৌরি (কৃষ্ণ)
  সৌরি (যম)
- শৌর্য (বলবত্তা, বীর্য)
  সৌর্য (সূর্য বিষয়ক)
- শ্ব (কুকুর; পরের দিন)
  স্ব (স্বয়ং; নিজের)
  স্বঃ (স্বর্গ)
- শ্বশ্রূ (শাশুড়ি)
  শ্মশ্রু (দাড়ি)
- শ্বৈত্য দ্র. শৈত্য
- শ্মশ্রু দ্র. শ্বশ্রূ
- শ্যাম (সবুজ)
  সাম (চতুর্বেদের অন্যতম)
- শ্যামা দ্র. শামা
- শ্রীশ দ্র. শিরীষ
- শ্রুত (যা শোনা হয়েছে)
  স্রুত (ক্ষরিত)
- শ্রুতি (শোনা)
  স্রুতি (ক্ষরণ)
- শ্রোতা (যে শুনছে)
  স্রোতা (স্রোতযুক্ত)
- শ্রোত্র (কান)
  শ্রৌত্র (বেদবিহিত)
- ষড়যন্ত্র (চক্রান্ত)
  স্বরযন্ত্র (কণ্ঠনালি)
- ষণ্ড দ্র. শণ্ড
- ষণ্মুখ (ছয় মুখবিশিষ্ট)
  সম্মুখ (সামনের দিক)
- ষষ্টি (৬০)
- ষষ্ঠী (সন্তানের রক্ষাকারিণী দেবী)
- ষাট দ্র. শাট
- সওয়াল দ্র. শওয়াল
- সংকর দ্র. শংকর
- সংখ্যক দ্র. শঙ্খক
- সংজ্ঞান (চৈতন্য)
  সজ্ঞান (সচেতন)
- সংবরা (সংবরণ করা)
  সম্বরা (তেল, মশলা প্রভৃতি মিশিয়ে ব্যঞ্জনাদি সুস্বাদু করা)
- সংবাদ (খবর)
  সম্বাধ (সম্যক বাধা)

• সংবিৎ (চেতনা)
সংবীত (বেষ্টিত)
সংবৃত (আবৃত, আচ্ছাদিত)
সংবৃত্ত (জাত; নিষ্পন্ন)

• সংবিত্তি (অনুভব; বোধ)
সংবৃতি (আচ্ছাদন, আবরণ)
সংবৃত্তি (সম্পাদন; জন্ম)

• সংবীত দ্র. সংবিৎ
• সংবৃত দ্র. সংবিৎ
• সংবৃতি দ্র. সংবিত্তি
• সংবৃত্ত দ্র. সংবিৎ
• সংবৃত্তি দ্র. সংবিত্তি

• সংযাত (অনুগমন)
সঞ্জাত (জাত; উৎপন্ন)

• সংরাধন (আরাধনা)
সংরোধন (প্রতিরোধ)

• সংশয় (সন্দেহ)
সংশ্রয় (আশ্রয়)

• সংসদ (প্রতিষ্ঠান; লোকসভা)
সাংসদ (লোকসভার সদস্য)

• সংস্থ দ্র. শংস্থ
• সংস্থা দ্র. শংস্থা
• সকল দ্র. শকল

• সকৃৎ (এক বার)
স্বকৃত (নিজের করা)

• সক্ত দ্র. শক্ত
• সক্তি দ্র. শক্তি

• সখিত্ব (বন্ধুত্ব)
সখীত্ব (বান্ধবীর ভাব)

• সজন (লোকজন-সহ)
সর্জন (সৃষ্টি)
স্বজন (আত্মীয়)

• সজ্জা দ্র. শয্যা
• সজ্ঞান দ্র. সংজ্ঞান

• সঞ্চলন (চলন; আন্দোলন)
সঞ্চালন (চালানো; পরিচালনা)

• সঞ্জাত দ্র. সংযাত
• সটীক দ্র. সঠিক

• সত্তর (৭০)
সত্বর (তাড়াতাড়ি)

• সত্তা (অস্তিত্ব)
সত্ত্ব (সত্তা, অস্তিত্ব)
সত্য (ঠিক, যথার্থ)
স্বত্ব (অধিকার)

• সত্ত্ব দ্র. সত্তা
• সত্বর দ্র. সত্তর
• সত্য দ্র. সত্তা

• সদ্ম (আবাস, গৃহ)
সদ্য (এখনই, এইমাত্র)

• সন দ্র. শণ

• সন্তরণ (সাঁতার)
সন্তলন (হালকা করে ভাজা, সাঁতলানো)

• সন্ধিক্ষণ (সংযোগকাল)
সন্ধুক্ষণ (উদ্দীপন; উত্তেজন)

• সপক্ষ (পক্ষ বা পাখাযুক্ত; পক্ষাবলম্বী)
স্বপক্ষ (নিজের পক্ষ)

• সপিণ্ড (একবংশীয়)
সাপিণ্ড (জ্ঞাতিত্ব)

• সপ্ত দ্র. শপ্ত
• সব দ্র. শব
• সবল দ্র. শবল

• সবিতৃ (পৃথিবী)
সবিত্রী (প্রসূতি)
সাবিত্রী (বেদমন্ত্রের উৎস; দুর্গা)

• সব্য (বাম)
সভ্য (শিষ্ট; সদস্য)

• সম দ্র. শম
• সমতা দ্র. শমতা
• সমন দ্র. শমন

• সমন্বয় (সংগতি; সামঞ্জস্য)
সমুন্নয় (সম্যক উন্নয়ন)

• সমর্থক (সমর্থনকারী)
সমার্থক (একই অর্থের)

• সমাবৃত (সম্যকভাবে ঢাকা)
সমাবৃত্ত (প্রত্যাগত)

• সমার্থক দ্র. সমর্থক

• সমাসক্তি (সম্যক আসক্তি)
সমাসোক্তি (অর্থালংকার বিশেষ)

• সমাহিত (কবর-দেওয়া)
সমাহৃত (চয়িত)

• সমিক দ্র. শমীক
• সমীক দ্র. শমীক
• সমুন্নয় দ্র. সমন্বয়

• সম্প্রতি (অধুনা; এখন)
সম্প্রীতি (ভাব; সৌহার্দ্য)

• সম্ব দ্র. শম্ব
• সম্বরা দ্র. সংবরা
• সম্বাধ দ্র. সংবাদ

• সম্ভূত (জাত)
সম্ভূতি (উৎপত্তি)

• সম্মত (রাজি)
সম্মদ (আহ্লাদ, আমোদ)

• সম্মিলন (সংযোগ; বহু লোকের একত্র হওয়া)
সম্মীলন (ভালো করে খোলা)

• সম্মুখ দ্র. ষণ্মুখ
• সর দ্র. শর

• সরজ (নবনীত, ননি)
সরোজ (জলে জন্ম যার, পদ্ম)

•সরণ দ্র. শরণ
•সরা দ্র. শড়া
•সরাব দ্র. শরাব
•সরু দ্র. শরু

•সরূপ (রূপ-সহ)
স্বরূপ (নিজের রূপ; নিজমূর্তি)

•সরোজ দ্র. সরজ

•সর্গ (পরিচ্ছেদ; ত্যাগ)
স্বর্গ (দেবলোক)
স্বর্গ্য (স্বর্গীয়)

•সর্জ (শাল গাছ; ধুনো)
সর্জ্য (সর্জরস, ধুনো)

•সর্জন দ্র. সজন
•সর্জ্য দ্র. সর্জ

•সর্পি (ঘি)
সর্পী (সাপিনি)

•সর্ব দ্র. শর্ব

•সর্বথা (সব জায়গায়)
সর্বদা (সবসময়)
সর্বধা (সবরকম উপায়ে)

•সলা দ্র. শলা

•সলিল (জল)
সলীল (লীলাযুক্ত)

•সসাজ (সজ্জা-সহ)
সসেজ (এক বিশেষ ধরনে রান্না মাংস)

•সস্য দ্র. শস্য

•সহিত (সঙ্গে)
স্বহিত (নিজের ভালো)

•সাংখ্য দ্র. শাঙ্খ
•সাংসদ দ্র. সংসদ

•সাঁচা (সঞ্চয় করে রাখা)
সাচা (খাঁটি)

•সাঁজা (দইয়ের দম্বল)
সাজা (প্রসাধন)

•সাঁঝ (সন্ধ্যা)
সাজ (প্রসাধন)

•সাঁট দ্র. শাট

•সাক্ষর (অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন)
স্বাক্ষর (নিজের হাতের লেখা; সই)

•সাক্ষ্য দ্র. শাখ্য
•সাচা দ্র. সাঁচা
•সাজ দ্র. সাঁঝ
•সাজা দ্র. সাঁজা

•সাজাত্য (এক-জাতীয়তা)
স্বজাত্য (স্বজাতি বিষয়ক বোধ)

•সাট দ্র. শাট

•সাড় (চেতনা)
সার (শ্রেষ্ঠ অংশ)

•সাড়া (শব্দ; ডাকের উত্তর)
সারা (শেষ; সব)

•সাত দ্র. শাত

•সাত্বৎ (যদুবংশীয় লোক)
সাত্বত (বলদেব; বিষ্ণু)

•সাদ দ্র. শাদ

•সাদন (দূরীকরণ)
সাধন (সাধনা)
স্বাদন (আস্বাদন)

•সাদি দ্র. শাদি
•সাধ দ্র. শাদ.
•সাধন দ্র. সাদন

•সাধু (সন্ন্যাসী)
স্বাদু (স্বাদযুক্ত)

•সাধুতা (সততা, ধার্মিকতা)
স্বাদুতা (সুস্বাদময়তা)

•সান দ্র. শান
•সানানো দ্র. শানানো
•সান্ত দ্র. শান্ত
•সান্ত্ব দ্র. শান্ত

•সান্দ্র (ঘন তরল)
সান্ধ্য (সন্ধ্যাকালীন)

•সাপ দ্র. শাপ
•সাপিণ্ড দ্র. সপিণ্ড
•সাবান দ্র. শাবান

•সাবিত্রী দ্র. সবিতৃ

•সাম দ্র. শ্যাম
•সায়ক দ্র. শায়ক
•সার দ্র. সাড়
•সারা দ্র. সাড়া

•সারক(বিরেচক)
স্মারক (স্মৃতি জাগরক)

•সারদা দ্র. শারদা

•সারি দ্র. শাড়ি

•সার্থ (অর্থ-সহ)
স্বার্থ (নিজের লাভ)

•সাল দ্র. শাল

•সাহা (সহুকার জাতি)
স্বাহা (যজ্ঞে আহুতি দেওয়ার মন্ত্র)

•সিউলি দ্র. শিউলি

•সিঁথি (চুলের মাঝের রেখা)
সিতি (সাদা)

•সিকতা (বালি)
সিক্থ (মোম)
সিক্তা (জলে-ভেজা রমণী)

•সিট দ্র. শিট
•সিত দ্র. শিত

•সিতা (শুভ্র; মিষ্টি; মিছরি)
সীতা (জানকী)

•সিতাংশু দ্র. শীতাংশু
•সিতি দ্র. সিঁথি

•সিদ্ধ (সাধিত; ভালোভাবে পক্ব)
সিধ্য (কার্য সমাধাকারী)

•সিরিশ দ্র. শিরীষ
•সিল দ্র. শিল
•সিসা দ্র. শিশা
•সিসি দ্র. শিশি
•সীতা দ্র. সিতা

•সীমন্ত (সিঁথি)
সীমান্ত (শেষ প্রান্ত)

•সীর দ্র. শির

•সুঁতি (নালা, নর্দমা)
সুতি (সুতোর তৈরি)
সুতী (পুত্রবান; জনক)
সূতি (জন্ম; উৎপত্তি)
স্যূতি (সেলাই)

•সুকর দ্র. শূকর

•সুকৃতি (ভালো কাজ)
সুকৃতী (সুকর্মকারী)

•সুক্তো দ্র. শুক্ত

•সুত (পুত্র)
সুতো (সেলাই করার সুতো)
সূত (সারথি)

•সুতি দ্র. সুঁতি
•সুতী দ্র. সুঁতি

•সুদিন (ভালো দিন, শুভ দিন)
সুদীন (সম্যকরূপে দীন)

•সুদ্ধ দ্র. শুদ্ধ
•সুধা দ্র. শুধা
•সুবা দ্র. শুবা

•সুবাসিনী (সুন্দর গন্ধযুক্তা)
সুভাষিণী (যে-নারীর কথা সুন্দর)

•সুভাষ (ভালো কথা)
সুভাস (ভালোভাবে আলোকিত)

•সুভাষিণী দ্র. সুবাসিনী
•সুভাস দ্র. সুভাষ

•সুর দ্র. শূর

•সুরতি (রতি; আলিঙ্গান)
সুর্তি (তামাক-বিশেষ)

•সুলফা দ্র. শুলফা, শুলফো
•সূক্ত দ্র. শুক্ত
•সূক্তি দ্র. শক্তি
•সূচি দ্র. শুচি
•সূচী দ্র. শুচি
•সূত দ্র. সুত
•সূতি দ্র. সুঁতি
•সূর দ্র. শূর

•সূরি (পণ্ডিত; কবি)
সূরী (সূর্যপত্নী; কুন্তী)

•সূর্যলোক (সৌরজগৎ)
সূর্যালোক (সূর্যকিরণ)

•সৃতি (সরণ)
স্মৃতি (মনে রাখা)

•সেঁউতি (জল ছেঁচবার পাত্র)
সেঁওতি (দেশি গোলাপ)

•সেচ্ছা (ইচ্ছা-সহ, ইচ্ছায়)
স্বেচ্ছা (নিজের ইচ্ছা)

•সেজদা (সেজো দাদা)
সেজ্‌দা (হাঁটু গেড়ে ও মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম)

•সেজো দ্র. শেজ

•সেবমান (যে সেবা করছে)
সেব্যমান (যার সেবা করা হচ্ছে)

•সোনা দ্র. শোনা
•সোয়া দ্র. শোয়া
•সৌকর্য দ্র. শৌকর্য

•সৌরি দ্র. শৌরি
•সৌর্য দ্র. শৌর্য

•স্কন্দ (কার্তিক)
স্কন্ধ (কাঁধ)

•স্টাম্প (ক্রিকেট খেলার স্টাম্প)
স্ট্যাম্প (ছাপ; ডাকটিকিট)

•স্তম্ব (ধান ইত্যাদি গাছের ডাঁটা)
স্তম্ভ (থাম, খুঁটি)

•স্তবক (গুচ্ছ)
স্তাবক (খোশামোদকারী)

•স্তুত (কীর্তিত; প্রশংসিত)
স্তুত্য (প্রশংসনীয়)

•স্তৈন (চুরি)
স্ত্রৈণ (স্ত্রীর বাধ্য)

•স্থণ্ডিল (যজ্ঞের জন্য তৈরি জায়গা)
স্থাণ্ডিল (যজ্ঞভূমিতে শয়ন-কারী ব্রতী)

•স্থবির (চলৎশক্তিহীন; বৃদ্ধ)
স্থাবির, স্থাবির্য (বার্ধক্য; স্থবিরত্ব)

•স্থাণ্ডিল দ্র. স্থণ্ডিল
•স্থাবির, স্থাবির্য দ্র. স্থবির

•স্পন্দ (কম্পন)
স্পন্দ্য (কম্পিত)

•স্ফটিক (কেলাস)
স্ফাটিক (কেলাস-বিষয়ক)

•স্ব দ্র. শ্ব
•স্বঃ দ্র. শ্বঃ
•স্বকৃত দ্র. সকৃত

•স্বগত (আত্মগত)
স্বর্গত (পরলোকগত)

- স্বজন দ্র. সজন
- স্বজাত্য দ্র. সাজাত্য
- স্বত্ব দ্র. সত্তা

- স্বধিতি (কুঠার)
  স্বধীতি (বেদপাঠ)

- স্বন দ্র. শণ
- স্বপক্ষ দ্র. সপক্ষ
- স্ববল দ্র. শবল

- স্বয়ংবর (নিজের বর বাছাইয়ের প্রথা)
  স্বয়ম্ভর (স্বাবলম্বী)

- স্বয়ম্ভু দ্র. শম্ভু
- স্বর দ্র. শর
- স্বরযন্ত্র দ্র. ষড়যন্ত্র
- স্বরূপ দ্র. সরূপ
- স্বর্গ দ্র. সর্গ
- স্বর্গত দ্র. স্বগত
- স্বর্গ্য দ্র. সর্গ
- স্বসা দ্র. শশা
- স্বহিত দ্র. সহিত
- স্বাক্ষর দ্র. সাক্ষর
- স্বাদ দ্র. শাদ
- স্বাদন দ্র. সাদন
- স্বাদু দ্র. সাধু
- স্বাদুতা দ্র. সাধুতা
- স্বান দ্র. শান
- স্বান্ত দ্র. শান্ত
- স্বামী দ্র. শামি
- স্বার্থ দ্র. সার্থ
- স্বাহা দ্র. সাহা
- স্বীকার দ্র. শিকার
- স্বেচ্ছা দ্র. সেচ্ছা
- স্মর দ্র. শর
- স্মরণ দ্র. শরণ
- স্মারক দ্র. সারক

- স্মিত (হাস্যযুক্ত)
  স্মৃত (স্মরণ-করা)

- স্মৃতি দ্র. সৃতি
- স্যমীক দ্র. শমীক
- স্যূতি দ্র. সুতি
- স্রুত দ্র. শ্রুত
- স্রুতি দ্র. শ্রুতি
- স্রোতা দ্র. শ্রোতা

- হরিতাশ্ম (মরকত মণি)
  হরিদশ্ব (সূর্য)

- হর্ম (হাই, জৃম্ভণ)
  হর্ম্য (প্রাসাদ)

- হলি (হুল)
  হলী (হলধর, কৃষক)

- হস্ত (হাত)
  হস্ত্য (হস্তনির্মিত)

- হাঁ (মুখ হাঁ)
  হ্যাঁ (সায় দেওয়া)

- হাঁড়ি (রন্ধন পাত্র-বিশেষ)
  হাড়ি (হিন্দু জাতি-বিশেষ)

- হাঁসি (মাদি হাঁস)
  হাসি (হাস্য)

- হাড় (অস্থি)
  হার (পরাজয়)

- হাড়ি দ্র. হাঁড়ি
- হার দ্র. হাড়
- হাসি দ্র. হাঁসি

- হিংস্য (হিংসার উপযোগী; বন্য)
  হিংস্র (প্রাণহারক; হিংসাশীল)

- হিজড়ে (একই দেহে স্ত্রী ও পুরুষ অঙ্গাযুক্ত)
  হিজরি (৬২২ খ্রিস্টাব্দ থেকে গণিত চান্দ্র অব্দ)

- হিমাদ্রি (হিমালয়)
  হেমাদ্রি (সুমেরু পর্বত)

- হিরোয়িন (নায়িকা)
  হেরোয়িন (মাদক দ্রব্য-বিশেষ)

- হুঁশ (জ্ঞান; চেতনা)
  হুস (উড়ে যাওয়া, ধোঁয়া বার ইত্যাদিবোধক ধ্বন্যাত্মক শব্দ)

- হুত (যজ্ঞের আগুনে সমর্পিত)
  হূত (যাকে ডাকা হয়েছে)

- হুস দ্র. হুঁশ
- হূত দ্র. হুত

- হৃৎ (হৃদয়, মন)
  হৃত (লুণ্ঠিত)
  হ্রিত (লজ্জিত)

- হৃত দ্র. হৃৎ
- হেমাদ্রি দ্র. হিমাদ্রি
- হেরোয়িন দ্র. হিরোয়িন
- হ্যাঁ দ্র. হাঁ
- হ্রস্ব দ্র. রস্য
- হ্রাদ (ধ্বনি)
  হ্লাদ (আহ্লাদ)

- হ্রাদিনী (বিদ্যুৎ; বজ্র)
  হ্লাদিনী (আনন্দিতা)

- হ্রিত দ্র. হৃৎ
- হ্লাদ দ্র. হ্রাদ
- হ্লাদিনী দ্র. হ্রাদিনী

পরিশিষ্ট ৪
পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তন

এই তালিকার কিছু শব্দের আগে ~চিহ্ন আছে। এর অর্থ শব্দটি সমাসে উত্তরপদ হলেও স্ত্রীলিঙ্গের রূপ পালটাবে না। ▷~জীর্ণ, ~জীর্ণা। এর থেকে:▷ অনাহারজীর্ণ, অনাহারজীর্ণা। ~হীন, ~হীনা। ▷ সম্বলহীন, সম্বলহীনা। ~কারী, ~কারিণী।▷ উদ্ধারকারী, উদ্ধারকারিণী। ~অন্বেষী, ~অন্বেষিণী। ▷ সত্যান্বেষী, সত্যান্বেষিণী। ~রসিক, ~রসিকা। ▷ অরসিক, অরসিকা। ~ময়,~ময়ী। ▷আভাময়, আভাময়ী। অবশ্য ~ চিহ্নিত নয় এমন অনেক শব্দেরও উত্তরপদের স্ত্রীলিঙ্গ অপরিবর্তিতই থাকে। এখানে ~চিহ্নযুক্ত শব্দগুলির সমাসবন্ধ ব্যবহার খুবই বেশি। এবং অনেকগুলির একক ব্যবহার খুবই কম।

তৎসম শব্দ

১. বহু পুংলিঙ্গ তৎসম শব্দের সঙ্গে 'আ' যোগ করে স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অকর্মণ্য	অকর্মণ্যা	অচতুর	অচতুরা	~অধীন	~অধীনা
অকালমৃত	অকালমৃতা	অচৈতন্য	অচৈতন্যা	অধ্যক্ষ	অধ্যক্ষা
অকৃতজ্ঞ	অকৃতজ্ঞা	অচ্যুত	অচ্যুতা	অনাশ্রয়	অনাশ্রয়া
অক্রিয়ান্বিত	অক্রিয়ান্বিতা	অজয়	অজয়া	অনাহৃত	অনাহৃতা
অক্রিয়ারত	অক্রিয়ারতা	অজর	অজরা	অনিন্দনীয়	অনিন্দনীয়া
অক্রিয়াশীল	অক্রিয়াশীলা	অজিত	অজিতা	অনিল	অনিলা
অক্রিয়াসক্ত	অক্রিয়াসক্তা	অজেয়	অজেয়া	অনীত	অনীতা
অক্ষয়	অক্ষয়া	~অজ্ঞ	~অজ্ঞা	অনীপ্সিত	অনীপ্সিতা
অখ্যাত	অখ্যাতা	অজ্ঞাত	অজ্ঞাতা	অনুগ	অনুগা
অগুণান্বিত	অগুণান্বিতা	অটল	অটলা	অনুগত	অনুগতা
অগ্নিসম্ভব	অগ্নিসম্ভবা	অণ্ডজ	অণ্ডজা	অনুগৃহীত	অনুগৃহীতা
অগ্রগণ্য	অগ্রগণ্যা	অতিষ্ঠ	অতিষ্ঠা	অনুতাপগ্রস্ত	অনুতাপগ্রস্তা
অগ্রজাত	অগ্রজাতা	অতুল	অতুলা	অনুত্তম	অনুত্তমা
অগ্রদত্ত	অগ্রদত্তা	অতুলনীয়	অতুলনীয়া	অনুপ্রাণিত	অনুপ্রাণিতা
অঘোর	অঘোরা	অতুলিত	অতুলিতা	অনুরত	অনুরতা
অঘ্রাত	অঘ্রাতা	অতুল্য	অতুল্যা	অনূর্ধ্ব	অনূর্ধ্বা
অঙ্কস্থ	অঙ্কস্থা	অত্যাচারিত	অত্যাচারিতা	অন্তঃসলিল	অন্তঃসলিলা
অঙ্কস্থিত	অঙ্কস্থিতা	অত্যুগ্র	অত্যুগ্রা	অন্তগ	অন্তগা
অঙ্কিত	অঙ্কিতা	অত্যুচ্ছ্বসিত	অত্যুচ্ছ্বসিতা	অন্তরজ্ঞ	অন্তরজ্ঞা
অঙ্গজ	অঙ্গজা	অত্যুত্তম	অত্যুত্তমা	অন্ত্যজ	অন্ত্যজা
অঙ্গাদ	অঙ্গাদা	অত্যুল্লসিত	অত্যুল্লসিতা	অন্নপুষ্ট	অন্নপুষ্টা
অঙ্গহীন	অঙ্গহীনা	অদক্ষ	অদক্ষা	অন্নহীন	অন্নহীনা
অচকিত	অচকিতা	অদত্ত	অদত্তা	~অন্বিত	~অন্বিতা
অচঞ্চল	অচঞ্চলা	অদম্য	অদম্যা	অন্যৎপুষ্ট	অন্যৎপুষ্টা

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অন্যতম	অন্যতমা	অবস্থাহীন	অবস্থাহীনা	অর্থজ্ঞ	অর্থজ্ঞা
অন্যমনস্ক	অন্যমনস্কা	অবহিত	অবহিতা	অর্থিত	অর্থিতা
অন্যাধীন	অন্যাধীনা	অবহুজ্ঞ	অবহুজ্ঞা	অর্ধবয়স্ক	অর্ধবয়স্কা
অন্যাসক্ত	অন্যাসক্তা	অবহেলিত	অবহেলিতা	অর্ধশিক্ষিত	অর্ধশিক্ষিতা
অপদস্থ	অপদস্থা	অবাঞ্ছিত	অবাঞ্ছিতা	অর্ধাঙ্গ	অর্ধাঙ্গা
অপবিত্র	অপবিত্রা	অবিদিত	অবিদিতা	অর্পণীয়	অর্পণীয়া
অপমানিত	অপমানিতা	অবীর	অবীরা	অর্পিত	অর্পিতা
অপরাজিত	অপরাজিতা	অবেক্ষমাণ	অবেক্ষমাণা	অর্বাচীন	অর্বাচীনা
অপরাভূত	অপরাভূতা	অব্যূঢ়	অব্যূঢ়া	অর্হণ	অর্হণা
অপরিচিত	অপরিচিতা	অভদ্র	অভদ্রা	অলক্ষণ	অলক্ষণা
অপরিণীত	অপরিণীতা	অভব্য	অভব্যা	অলক্ষিত	অলক্ষিতা
অপহৃত	অপহৃতা	অভাবগ্রস্ত	অভাবগ্রস্তা	অলগ্ন	অলগ্না
অপাপবিদ্ধ	অপাপবিদ্ধা	অভিগ্রস্ত	অভিগ্রস্তা	অলভ্য	অলভ্যা
অপালিত	অপালিতা	অভিজাত	অভিজাতা	অলসিত	অলসিতা
অপুত্রক	অপুত্রকা	অভিজ্ঞ	অভিজ্ঞা	অলোকসামান্য	অলোকসামান্যা
অপূর্ণ	অপূর্ণা	অভিনন্দিত	অভিনন্দিতা	অল্পবয়স্ক	অল্পবয়স্কা
অপূর্ব	অপূর্বা	অভিনিবিষ্ট	অভিনিবিষ্টা	অশক্ত	অশক্তা
অপেক্ষমাণ	অপেক্ষমাণা	~অভিভূত	~অভিভূতা	অশঙ্কিত	অশঙ্কিতা
অপেক্ষিত	অপেক্ষিতা	অভিশপ্ত	অভিশপ্তা	অশিষ্ট	অশিষ্টা
অপ্রকৃতিস্থ	অপ্রকৃতিস্থা	অভিষিক্ত	অভিষিক্তা	অশোভিত	অশোভিতা
অপ্রগতিশীল	অপ্রগতিশীলা	অভিহিত	অভিহিতা	অশ্বেতকায়	অশ্বেতকায়া
অপ্রগল্‌ভ	অপ্রগল্‌ভা	অভীপ্সিত	অভীপ্সিতা	অশ্রদ্ধেয়	অশ্রদ্ধেয়া
অপ্রজ	অপ্রজা	অভুগ্ন	অভুগ্না	অসংবৃত	অসংবৃতা
অপ্রাপ্তবয়স্ক	অপ্রাপ্তবয়স্কা	অভ্যর্থিত	অভ্যর্থিতা	অসংলগ্ন	অসংলগ্না
অপ্রাপ্তযৌবন	অপ্রাপ্তযৌবনা	অভ্যর্হিত	অভ্যর্হিতা	অসংশয়য়িত	অসংশয়য়িতা
অবকীর্ণ	অবকীর্ণা	অভ্যাগত	অভ্যাগতা	অসংসক্ত	অসংসক্তা
অবগুণ্ঠিত	অবগুণ্ঠিতা	অভ্যুত্থিত	অভ্যুত্থিতা	অসক্ত	অসক্তা
অবৎসল	অবৎসলা	অমল	অমলা	অসজ্জিত	অসজ্জিতা
অবতীর্ণ	অবতীর্ণা	অমার্জিত	অমার্জিতা	অসবর্ণ	অসবর্ণা
অবধ্য	অবধ্যা	অমিত	অমিতা	অসভ্য	অসভ্যা
অবনমিত	অবনমিতা	অমিয়	অমিয়া	অসমর্থ	অসমর্থা
অবমানিত	অবমানিতা	অম্বুজ	অম্বুজা	অসম্পন্ন	অসম্পন্না
অবয়বহীন	অবয়বহীনা	অযোগ্য	অযোগ্যা	অসিত	অসিতা
অবর	অবরা	অরক্ষিত	অরক্ষিতা	অসীম	অসীমা
অবরুদ্ধ	অবরুদ্ধা	অরুগ্‌ণ	অরুগ্‌ণা	অস্নাত	অস্নাতা
অবল	অবলা	অরুণ	অরুণা	অস্পৃশ্য	অস্পৃশ্যা
অবলম্বনহীন	অবলম্বনহীনা	অরুণিত	অরুণিতা	আকাঙ্ক্ষিত	আকাঙ্ক্ষিতা
অবশীভূত	অবশীভূতা	অরুষ্ট	অরুষ্টা	আকাশলীন	আকাশলীনা
অবসন্ন	অবসন্না	অর্চনীয়	অর্চনীয়া	~আকুল	~আকুলা
অবসাদগ্রস্ত	অবসাদগ্রস্তা	অর্চিত	অর্চিতা	~আকৃষ্ট	~আকৃষ্টা
অবস্থাপন্ন	অবস্থাপন্না	অর্জক	অর্জিকা	আকৃষ্যমাণ	আকৃষ্যমাণা

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
~আগত	~আগতা
আগন্তুক	আগন্তুকা
আগ্রহান্বিত	আগ্রহান্বিতা
আচারভ্রষ্ট	আচারভ্রষ্টা
আচার্য	আচার্যা
~আচ্ছন্ন	~আচ্ছন্না
আজ্ঞাধীন	আজ্ঞাধীনা
আজ্ঞাবহ	আজ্ঞাবহা
~আঢ্য	~আঢ্যা
আতঙ্কিত	আতঙ্কিতা
~আতুর	~আতুরা
আত্মকীয়	আত্মকীয়া
আত্মজ	আত্মজা
আত্মমগ্ন	আত্মমগ্না
আত্মসর্বস্ব	আত্মসর্বস্বা
আত্মস্থ	আত্মস্থা
আত্মস্বরূপ	আত্মস্বরূপা
আত্মহীন	আত্মহীনা
আত্মীয়	আত্মীয়া
আদরণীয়	আদরণীয়া
আদর্শচ্যুত	আদর্শচ্যুতা
আদর্শহীন	আদর্শহীনা
আদিভূত	আদিভূতা
আদিম	আদিমা
আদিসম্ভূত	আদিসম্ভূতা
আদৃত	আদৃতা
আদ্য	আদ্যা
আদ্যস্থিত	আদ্যস্থিতা
আদ্রিয়মাণ	আদ্রিয়মাণা
আধুনিক	আধুনিকা
~আনন	~আননা
আনন্দস্বরূপ	আনন্দস্বরূপা
আনন্দিত	আনন্দিতা
~আপন্ন	~আপন্না
আপীড়িত	আপীড়িতা
আপ্যায়িত	আপ্যায়িতা
~আপ্লুত	~আপ্লুতা
আবাসিক	আবাসিকা
আবির্ভূত	আবির্ভূতা
~আবিষ্ট	~আবিষ্টা
~আবৃত	~আবৃতা
আবেষ্টিত	আবেষ্টিতা
আমন্ত্রিত	আমন্ত্রিতা
আমোদপ্রিয়	আমোদপ্রিয়া
আয়তনেত্র	আয়তনেত্রা
আয়তলোচন	আয়তলোচনা
আরাধিত	আরাধিতা
আরাধ্য	আরাধ্যা
~আরূঢ়	~আরূঢ়া
~আর্ত	~আর্তা
আর্য	আর্যা
আলাপিত	আলাপিতা
আশান্বিত	আশান্বিতা
আশাহত	আশাহতা
আশাহীন	আশাহীনা
আশ্বস্ত	আশ্বস্তা
আশ্বাসিত	আশ্বাসিতা
আশ্রয়হীন	আশ্রয়হীনা
~আশ্রিত	~আশ্রিতা
~আসক্ত	~আসক্তা
আসীন	আসীনা
আস্থাশীল	আস্থাশীলা
আহ্লাদিত	আহ্লাদিতা
ঈক্ষমাণ	ঈক্ষমাণা
ঈপ্সিত	ঈপ্সিতা
ঈর্ষান্বিত	ঈর্ষান্বিতা
উগ্র	উগ্রা
উগ্রক্ষত্রিয়	উগ্রক্ষত্রিয়া
উচ্চকুলজাত	উচ্চকুলজাতা
উচ্চকুলাগত	উচ্চকুলাগতা
উচ্চকুলোদ্ভব	উচ্চকুলোদ্ভবা
উচ্চকুলোদ্ভূত	উচ্চকুলোদ্ভূতা
উচ্চপদস্থ	উচ্চপদস্থা
উচ্চপদস্থিত	উচ্চপদস্থিতা
উচ্ছলিত	উচ্ছলিতা
উচ্ছিদ্যমান	উচ্ছিদ্যমানা
উচ্ছ্বসিত	উচ্ছ্বসিতা
উজ্জীবিত	উজ্জীবিতা
উজ্জ্বল	উজ্জ্বলা
উৎকণ্ঠিত	উৎকণ্ঠিতা
উৎকলিত	উৎকলিতা
উৎপীড়িত	উৎপীড়িতা
উৎফুল্ল	উৎফুল্লা
উৎফুল্লিত	উৎফুল্লিতা
উৎসর্গিত	উৎসর্গিতা
উৎসর্গীকৃত	উৎসর্গীকৃতা
উত্তম	উত্তমা
উত্তিষ্ঠমান	উত্তিষ্ঠমানা
~উত্তীর্ণ	~উত্তীর্ণা
উত্তেজিত	উত্তেজিতা
উত্যক্ত	উত্যক্তা
উত্থিত	উত্থিতা
উদ্‌বিগ্ন	উদ্‌বিগ্না
উদ্‌বুদ্ধ	উদ্‌বুদ্ধা
উদ্‌বেলিত	উদ্‌বেলিতা
উদার	উদারা
উদারপ্রাণ	উদারপ্রাণা
উদারমনস্ক	উদারমনস্কা
উদারহৃদয়	উদারহৃদয়া
উদাসীন	উদাসীনা
উদিত	উদিতা
উদীচ্য	উদীচ্যা
উদীর্যমাণ	উদীর্যমাণা
উদ্দিষ্ট	উদ্দিষ্টা
উদ্দীপিত	উদ্দীপিতা
উদ্দীপ্ত	উদ্দীপ্তা
উদ্ধত	উদ্ধতা
উন্নতচিত্ত	উন্নতচিত্তা
উন্নমিত	উন্নমিতা
উন্নাসিক	উন্নাসিকা
উন্নীত	উন্নীতা
~উন্মত্ত	~উন্মত্তা
উন্মদ	উন্মদা
উন্মন	উন্মনা
উন্মুখ	উন্মুখা
উপকৃত	উপকৃতা
উপদিশ্যমান	উপদিশ্যমানা
উপনিবিষ্ট	উপনিবিষ্টা
উপনীত	উপনীতা
উপবিষ্ট	উপবিষ্টা
উপবেশিত	উপবেশিতা
উপভোগ্য	উপভোগ্যা
উপমেয়	উপমেয়া

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
উপযুক্ত	উপযুক্তা	কাঙ্ক্ষিত	কাঙ্ক্ষিতা	কৃশকায়	কৃশকায়া
উপলিপ্ত	উপলিপ্তা	কাঞ্চনবর্ণ	কাঞ্চনবর্ণা	কৃশাঙ্গ	কৃশাঙ্গা
উপাচার্য	উপাচার্যা	~কাতর	~কাতরা	কৃশোদর	কৃশোদরা
উপাধ্যক্ষ	উপাধ্যক্ষা	কাদম্ব	কাদম্বা	কোকিল	কোকিলা
উপাধ্যায়	উপাধ্যায়া	কামদ	কামদা	কোঙ্কণ	কোঙ্কণা
উপায়জ্ঞ	উপায়জ্ঞা	কামনাতুর	কামনাতুরা	কোপাবিষ্ট	কোপাবিষ্টা
উপায়হীন	উপায়হীনা	কামনীয়	কামনীয়া	ক্রন্দনরত	ক্রন্দনরতা
উপাশ্রিত	উপাশ্রিতা	কামাতুর	কামাতুরা	ক্রন্দনশীল	ক্রন্দনশীলা
উপাসিত	উপাসিতা	কামার্ত	কামার্তা	ক্রিয়াসক্ত	ক্রিয়াসক্তা
উপাস্য	উপাস্যা	কামুক	কামুকা	ক্রীড়মান	ক্রীড়মানা
উর্বর	উর্বরা	কামোদ	কামোদা	ক্রুদ্ধ	ক্রুদ্ধা
উল্লসিত	উল্লসিতা	কায়স্থ	কায়স্থা	~ক্লিষ্ট	~ক্লিষ্টা
ঊঢ়	ঊঢ়া	কারারুদ্ধ	কারারুদ্ধা	ক্ষত্রিয়	ক্ষত্রিয়া
ঊর্মিল	ঊর্মিলা	কার্যনিপুণ	কার্যনিপুণা	ক্ষণদ	ক্ষণদা
ঊর্জস্বল	ঊর্জস্বলা	কার্যরত	কার্যরতা	ক্ষিপ্ত	ক্ষিপ্তা
ঋতভ্রষ্ট	ঋতভ্রষ্টা	কার্যাধ্যক্ষ	কার্যাধ্যক্ষা	ক্ষীণ	ক্ষীণা
ঋতম্ভর	ঋতম্ভরা	কালত্রয়জ্ঞ	কালত্রয়জ্ঞা	ক্ষীয়মাণ	ক্ষীয়মাণা
একনিষ্ঠ	একনিষ্ঠা	কালস্বরূপ	কালস্বরূপা	ক্ষুণ্ণ	ক্ষুণ্ণা
একাগ্রচিত্ত	একাগ্রচিত্তা	কুক্রিয়ান্বিত	কুক্রিয়ান্বিতা	ক্ষুৎকাতর	ক্ষুৎকাতরা
কণ্ঠলগ্ন	কণ্ঠলগ্না	কুক্রিয়াসক্ত	কুক্রিয়াসক্তা	ক্ষুদ্রতম	ক্ষুদ্রতমা
কণ্ঠলীন	কণ্ঠলীনা	কুচরিত্র	কুচরিত্রা	ক্ষুদ্রমনস্ক	ক্ষুদ্রমনস্কা
কপিল	কপিলা	কুটিল	কুটিলা	ক্ষুদ্রাশয়	ক্ষুদ্রাশয়া
কপিশলোচন	কপিশলোচনা	কুণ্ঠিত	কুণ্ঠিতা	ক্ষুধাতুর	ক্ষুধাতুরা
কমনীয়	কমনীয়া	কুদর্শন	কুদর্শনা	ক্ষুধান্বিত	ক্ষুধান্বিতা
কম্পিত	কম্পিতা	কুন্দদন্ত	কুন্দদন্তা	ক্ষুধার্ত	ক্ষুধার্তা
কর্মচ্যুত	কর্মচ্যুতা	কুন্দশুভ্র	কুন্দশুভ্রা	ক্ষুধিত	ক্ষুধিতা
কর্মজ্ঞ	কর্মজ্ঞা	কুপিত	কুপিতা	ক্ষুব্ধ	ক্ষুব্ধা
কর্মঠ	কর্মঠা	কুব্জ	কুব্জা	ক্ষুভিত	ক্ষুভিতা
কর্মণ্য	কর্মণ্যা	কুরূপ	কুরূপা	ক্ষেত্রজ	ক্ষেত্রজা
কর্মনিপুণ	কর্মনিপুণা	কুলক্ষণ	কুলক্ষণা	খগ	খগা
কর্মমত্ত	কর্মমত্তা	কুলচ্যুত	কুলচ্যুতা	খঞ্জন	খঞ্জনা
কর্মশীল	কর্মশীলা	কুলজ	কুলজা	খরস্রোত	খরস্রোতা
কর্মহীন	কর্মহীনা	কুলজাত	কুলজাতা	খর্বকায়	খর্বকায়া
কর্মাধ্যক্ষ	কর্মাধ্যক্ষা	কুলজ্ঞ	কুলজ্ঞা	গজারূঢ়	গজারূঢ়া
কর্মিষ্ঠ	কর্মিষ্ঠা	কুলভ্রষ্ট	কুলভ্রষ্টা	গণনীয়	গণনীয়া
কলঙ্কিত	কলঙ্কিতা	কুশল	কুশলা	গণিতজ্ঞ	গণিতজ্ঞা
কলস্বন	কলস্বনা	কুশিষ্য	কুশিষ্যা	গরিষ্ঠ	গরিষ্ঠা
কলহপ্রিয়	কলহপ্রিয়া	কুস্বভাব	কুস্বভাবা	গর্বান্বিত	গর্বান্বিতা
কলুষিত	কলুষিতা	কৃতবিদ্য	কৃতবিদ্যা	গর্বিত	গর্বিতা
কল্যাণীয়	কল্যাণীয়া	কৃতঘ্ন	কৃতঘ্না	গর্ভজ	গর্ভজা
কাঙ্ক্ষণীয়	কাঙ্ক্ষণীয়া	কৃপণ	কৃপণা	গর্ভজাত	গর্ভজাতা

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
গিরিজ	গিরিজা	তটস্থ	তটস্থা	দীন	দীনা
গুণান্বিত	গুণান্বিতা	তটস্থিত	তটস্থিতা	দুঃশীল	দুঃশীলা
গুণ্ঠিত	গুণ্ঠিতা	তত্ত্বজ্ঞ	তত্ত্বজ্ঞা	দুর্বিনীত	দুর্বিনীতা
গোত্রীয়	গোত্রীয়া	তনয়	তনয়া	দুর্ভাগ্য	দুর্ভাগ্যা
গৌরবান্বিত	গৌরবান্বিতা	তনুজ	তনুজা	দুর্লক্ষণ	দুর্লক্ষণা
~গ্রস্ত	~গ্রস্তা	তনুদ্ভব	তনুদ্ভবা	দুশ্চরিত্র	দুশ্চরিত্রা
গ্রহণীয়	গ্রহণীয়া	তন্ত্রসিদ্ধ	তন্ত্রসিদ্ধা	দুষ্ট	দুষ্টা
ঘনিষ্ঠ	ঘনিষ্ঠা	তন্দ্রাবিষ্ট	তন্দ্রাবিষ্টা	দূরস্থিত	দূরস্থিতা
ঘৃণ্য	ঘৃণ্যা	তন্দ্রালস	তন্দ্রালসা	দৃঢ়কায়	দৃঢ়কায়া
চকিত	চকিতা	তন্মন	তন্মনা	দৃঢ়মনস্ক	দৃঢ়মনস্কা
চকিতনয়ন	চকিতনয়না	তমিস্র	তমিস্রা	দৃপ্ত	দৃপ্তা
চঞ্চল	চঞ্চলা	তরঙ্গিত	তরঙ্গিতা	দৃষ্টিহীন	দৃষ্টিহীনা
চঞ্চলচিত্ত	চঞ্চলচিত্তা	তর্পিত	তর্পিতা	দেবদত্ত	দেবদত্তা
চঞ্চলনয়ন	চঞ্চলনয়না	তরললোচন	তরললোচনা	দেশীয়	দেশীয়া
চঞ্চলনেত্র	চঞ্চলনেত্রা	তস্য	তস্যা	দেশ্য	দেশ্যা
চটুল	চটুলা	তিরোভূত	তিরোভূতা	দ্বিজ	দ্বিজা
চণ্ড	চণ্ডা	তিরোহিত	তিরোহিতা	দ্বিতীয়	দ্বিতীয়া
চতুর	চতুরা	তুলনীয়	তুলনীয়া	দ্বিধান্বিত	দ্বিধান্বিতা
চন্দ্রবদন	চন্দ্রবদনা	~তুল্য	~তুল্যা	দ্রঢ়িষ্ঠ	দ্রঢ়িষ্ঠা
চন্দ্রানন	চন্দ্রাননা	~তুষ্ট	~তুষ্টা	ধনাঢ্য	ধনাঢ্যা
চপল	চপলা	তৃতীয়	তৃতীয়া	ধনিষ্ঠ	ধনিষ্ঠা
চমকিত	চমকিতা	~তৃপ্ত	~তৃপ্তা	~ধন্য	~ধন্যা
চমৎকৃত	চমৎকৃতা	তৃষাতুর	তৃষাতুরা	ধর্মপ্রাণ	ধর্মপ্রাণা
চারুকর্ণ	চারুকর্ণা	তৃষিত	তৃষিতা	ধর্ষণীয়	ধর্ষণীয়া
~চিত্ত	~চিত্তা	তেজোহীন	তেজোহীনা	ধর্ষিত	ধর্ষিতা
চিত্রিত	চিত্রিতা	ত্রস্ত	ত্রস্তা	ধার্মিক	ধার্মিকা
চিন্তান্বিত	চিন্তান্বিতা	ত্রাসিত	ত্রাসিতা	ধূর্ত	ধূর্তা
চিন্তাশীল	চিন্তাশীলা	ত্রিনয়ন	ত্রিনয়না	ধৃষ্ট	ধৃষ্টা
চিরযৌবন	চিরযৌবনা	ত্রিনেত্র	ত্রিনেত্রা	ধ্যানস্থ	ধ্যানস্থা
চিরস্মরণীয়	চিরস্মরণীয়া	ত্র্যম্বক	ত্র্যম্বকা	ধ্রুব	ধ্রুবা
চ্যুত	চ্যুতা	~দক্ষ	~দক্ষা	ধ্রুবক	ধ্রুবকা
জটিল	জটিলা	~দগ্ধ	~দগ্ধা	নক্র	নক্রা
জনৈক	জনৈকা	দগ্ধানন	দগ্ধাননা	নগণ্য	নগণ্যা
~জর্জরিত	~জর্জরিতা	দণ্ডায়মান	দণ্ডায়মানা	নগ্ন	নগ্না
জাগরিত	জাগরিতা	দণ্ডিত	দণ্ডিতা	~নত	~নতা
~জাতীয়	~জাতীয়া	দনুজ	দনুজা	নবজাত	নবজাতা
জীবিত	জীবিতা	দয়িত	দয়িতা	নবাগত	নবাগতা
~জীর্ণ	~জীর্ণা	দরিদ্র	দরিদ্রা	নবীন	নবীনা
জুগুপ্সিত	জুগুপ্সিতা	দশভুজ	দশভুজা	নব্য	নব্যা
জ্ঞানদ	জ্ঞানদা	দিগম্বর	দিগম্বরা	নমনীয়	নমনীয়া
জ্যেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠা	দীক্ষিত	দীক্ষিতা	নমস্য	নমস্যা

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
নমিত	নমিতা	নিষ্কলুষ	নিষ্কলুষা	পলায়িত	পলায়িতা
নম্য	নম্যা	নিষ্কুণ্ঠিত	নিষ্কুণ্ঠিতা	পল্লবিত	পল্লবিতা
নষ্টচরিত্র	নষ্টচরিত্রা	~নিষ্ঠ	~নিষ্ঠা	পাদপ	পাদপা
নিগৃহীত	নিগৃহীতা	নিষ্ঠুর	নিষ্ঠুরা	পাপিষ্ঠ	পাপিষ্ঠা
নিদ্রাতুর	নিদ্রাতুরা	নীতিজ্ঞ	নীতিজ্ঞা	পালিত	পালিতা
নিদ্রাবিষ্ট	নিদ্রাবিষ্টা	নীতিহীন	নীতিহীনা	পিঙ্গল	পিঙ্গলা
নিদ্রালস	নিদ্রালসা	নীরজ	নীরজা	পিপাসিত	পিপাসিতা
নিদ্রিত	নিদ্রিতা	নীলাঞ্জন	নীলাঞ্জনা	পীড়িত	পীড়িতা
নিদ্রোত্থিত	নিদ্রোত্থিতা	নীলাম্বর	নীলাম্বরা	পীবর	পীবরা
~নিপুণ	~নিপুণা	নৃপাত্মজ	নৃপাত্মজা	পুণ্যশীল	পুণ্যশীলা
নিবিষ্ট	নিবিষ্টা	নেতৃস্থানীয়	নেতৃস্থানীয়া	পুতিক	পুতিকা
নিবেদিত	নিবেদিতা	পঙ্কজ	পঙ্কজা	পুত্রক	পুত্রকা
নিমগ্ন	নিমগ্না	~পক্ষীয়	~পক্ষীয়া	পুরস্কৃত	পুরস্কৃতা
নিমজ্জমান	নিমজ্জমানা	পথিক	পথিকা	পুষ্ট	পুষ্টা
নিমজ্জিত	নিমজ্জিতা	~পদস্থ	~পদস্থা	পূজনীয়	পূজনীয়া
নিমন্ত্রিত	নিমন্ত্রিতা	পদাশ্রিত	পদাশ্রিতা	পূজিত	পূজিতা
নিম্নগ	নিম্নগা	পদ্মজ	পদ্মজা	পূজ্য	পূজ্যা
নিযুক্ত	নিযুক্তা	পদ্মলোচন	পদ্মলোচনা	~পূর্ণ	~পূর্ণা
নিয়োজিত	নিয়োজিতা	পবিত্র	পবিত্রা	~পূর্ব	~পূর্বা
নিরপরাধ	নিরপরাধা	পরকীয়	পরকীয়া	পূর্বগ	পূর্বগা
নিরভিমান	নিরভিমানা	পরভৃত	পরভৃতা	পূর্বজ	পূর্বজা
নিরহংকার	নিরহংকারা	পরলোকগত	পরলোকগতা	প্রকুপিত	প্রকুপিতা
নিরাভরণ	নিরাভরণা	পরাক্রান্ত	পরাক্রান্তা	প্রকৃতিস্থ	প্রকৃতিস্থা
নিরাশ্রয়	নিরাশ্রয়া	পরাজিত	পরাজিতা	প্রখর	প্রখরা
নিরাশ্রিত	নিরাশ্রিতা	পরাধীন	পরাধীনা	প্রখ্যাত	প্রখ্যাতা
নিরাসক্ত	নিরাসক্তা	~পরায়ণ	~পরায়ণা	প্রগল্‌ভ	প্রগল্‌ভা
নিরীক্ষমাণ	নিরিক্ষমাণা	পরিকীর্ণ	পরিকীর্ণা	প্রজাত	প্রজাতা
নিরুপম	নিরুপমা	পরিগণিত	পরিগণিতা	প্রণত	প্রণতা
নির্দোষ	নির্দোষা	পরিচিত	পরিচিতা	প্রণম্য	প্রণম্যা
নির্ধন	নির্ধনা	পরিচ্ছিন্ন	পরিচ্ছিন্না	প্রণয়াসক্ত	প্রণয়াসক্তা
নির্বাচিত	নির্বাচিতা	~পরিণীত	~পরিণীতা	প্রতিপালিত	প্রতিপালিতা
নির্বীর	নির্বীরা	পরিতুষ্ট	পরিতুষ্টা	প্রতিষ্ঠিত	প্রতিষ্ঠিতা
নির্ভীক	নির্ভীকা	পরিতৃপ্ত	পরিতৃপ্তা	প্রতীকিত	প্রতীকিতা
নির্ভীত	নির্ভীতা	পরিত্যক্ত	পরিত্যক্তা	প্রতীক্ষ্যমাণ	প্রতীক্ষ্যমাণা
নির্মল	নির্মলা	পরিত্যাজ্য	পরিত্যাজ্যা	প্রত্যাখ্যাত	প্রত্যাখ্যাতা
নির্যাতিত	নির্যাতিতা	পরিপূর্ণ	পরিপূর্ণা	প্রথম	প্রথমা
নিলীন	নিলীনা	পরিশীলিত	পরিশীলিতা	~প্রদ	~প্রদা
নিলীয়মান	নিলীয়মানা	পরিহিত	পরিহিতা	প্রদত্ত	প্রদত্তা
নিশ্চল	নিশ্চলা	পর্ণ	পর্ণা	প্রধান	প্রধানা
নিষ্কল	নিষ্কলা	পরাভূত	পরাভূতা	~প্রফুল্ল	~প্রফুল্লা
নিষ্কলঙ্ক	নিষ্কলঙ্কা	পলাতক	পলাতকা	প্রবঞ্চিত	প্রবঞ্চিতা

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
প্রবল	প্রবলা	বল্লভ	বল্লভা	বিষণ্ণ	বিষণ্ণা
প্রবিষ্ট	প্রবিষ্টা	বশ্য	বশ্যা	বিস্মরণীয়	বিস্মরণীয়া
প্রবীণ	প্রবীণা	~বসন	~বসনা	বিস্মিত	বিস্মিতা
প্রবীর	প্রবীরা	বহুজ্ঞ	বহুজ্ঞা	বিস্মৃত	বিস্মৃতা
প্রমত্ত	প্রমত্তা	বাচিক	বাচিকা	~বিহীন	~বিহীনা
প্রয়াত	প্রয়াতা	~বাঞ্ছিত	~বাঞ্ছিতা	~বিহ্বল	~বিহ্বলা
প্ররোচিত	প্ররোচিতা	বিকট	বিকটা	বীর	বীরা
প্রলুব্ধ	প্রলুব্ধা	বিকশিত	বিকশিতা	বুভুক্ষিত	বুভুক্ষিতা
প্রশংসিত	প্রশংসিতা	বিক্ষুব্ধ	বিক্ষুব্ধা	বৃদ্ধ	বৃদ্ধা
প্রশিক্ষিত	প্রশিক্ষিতা	বিগলিত	বিগলিতা	বৃষল	বৃষলা
প্রশিষ্য	প্রশিষ্যা	বিচল	বিচলা	বৈবাহিক	বৈবাহিকা
~প্রসন্ন	~প্রসন্না	বিচলিত	বিচলিতা	ব্যথাতুর	ব্যথাতুরা
~প্রসিদ্ধ	~প্রসিদ্ধা	বিচ্ছিন্ন	বিচ্ছিন্না	ব্যথিত	ব্যথিতা
প্রস্ফুটিত	প্রস্ফুটিতা	বিজয়	বিজয়া	ব্যাকুল	ব্যাকুলা
প্রস্ফুরিত	প্রস্ফুরিতা	বিজিত	বিজিতা	ব্যাকুলিত	ব্যাকুলিতা
প্রাচীন	প্রাচীনা	বিজ্ঞ	বিজ্ঞা	ভজনীয়	ভজনীয়া
প্রাজ্ঞ	প্রাজ্ঞা	বিদগ্ধ	বিদগ্ধা	ভদ্র	ভদ্রা
প্রাণদ	প্রাণদা	বিদিত	বিদিতা	ভর্ৎসিত	ভর্ৎসিতা
প্রাণাধিক	প্রাণাধিকা	~বিদ্ধ	~বিদ্ধা	ভাষিক	ভাষিকা
প্রাপ্তযৌবন	প্রাপ্তযৌবনা	বিদ্বিষ্ট	বিদ্বিষ্টা	~ভীত	~ভীতা
~প্রিয়	~প্রিয়া	~বিধুর	~বিধুরা	ভীষণ	ভীষণা
প্রিয়তম	প্রিয়তমা	বিনম্র	বিনম্রা	ভীষিত	ভীষিতা
প্রৌঢ়	প্রৌঢ়া	বিনয়াবনত	বিনয়াবনতা	~ভুক্ত	~ভুক্তা
ফেনিল	ফেনিলা	বিনাশিত	বিনাশিতা	ভুঞ্জিত	ভুঞ্জিতা
বংশীয়	বংশীয়া	বিনীত	বিনীতা	ভূমিষ্ঠ	ভূমিষ্ঠা
বঞ্চিত	বঞ্চিতা	বিপন্ন	বিপন্না	ভূলুণ্ঠিত	ভূলুণ্ঠিতা
বৎস	বৎসা	বিপুল	বিপুলা	~ভূষণ	~ভূষণা
বৎসল	বৎসলা	বিপ্রলব্ধ	বিপ্রলব্ধা	~ভূষিত	~ভূষিতা
বন্দনীয়	বন্দনীয়া	বিবর্জিত	বিবর্জিতা	ভৃত্য	ভৃত্যা
বন্দিত	বন্দিতা	বিবর্ণ	বিবর্ণা	ভোগ্য	ভোগ্যা
~বয়স্ক	~বয়স্কা	বিবশ	বিবশা	~ভ্রষ্ট	~ভ্রষ্টা
বয়স্য	বয়স্যা	বিবসন	বিবসনা	ভ্রষ্টলগ্ন	ভ্রষ্টলগ্না
বরণীয়	বরণীয়া	বিবস্ত্র	বিবস্ত্রা	ভ্রান্ত	ভ্রান্তা
বরদ	বরদা	বিবাহিত	বিবাহিতা	মক্ষিক	মক্ষিকা
বরাঙ্গ	বরাঙ্গা	বিমল	বিমলা	~মগ্ন	~মগ্না
বরানন	বরাননা	~বিমুখ	~বিমুখা	মঙ্গল্য	মঙ্গল্যা
বরিষ্ঠ	বরিষ্ঠা	বিমূঢ়	বিমূঢ়া	মজ্জিত	মজ্জিতা
বরুণ	বরুণা	বিম্বাধর	বিম্বাধরা	মঞ্চাসীন	মঞ্চাসীনা
বরেণ্য	বরেণ্যা	বিম্বোষ্ঠ	বিম্বোষ্ঠা	~মণ্ডিত	~মণ্ডিতা
বর্জনীয়	বর্জনীয়া	বিলগ্ন	বিলগ্না	মৎসর	মৎসরা
~বর্ণ	~বর্ণা	বিশীর্ণ	বিশীর্ণা	~মত্ত	~মত্তা

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মদালস	মদালসা	রক্তাম্বর	রক্তাম্বরা	শুক্ল	শুক্লা
মধুর	মধুরা	রঞ্জিত	রঞ্জিতা	শুক্লাম্বর	শুক্লাম্বরা
মধুস্বর	মধুস্বরা	~রত	~রতা	শুচিস্মিত	শুচিস্মিতা
মধ্যগ	মধ্যগা	রমণীয়	রমণীয়া	শুদ্ধ	শুদ্ধা
মনঃক্ষুণ্ণ	মনঃক্ষুণ্ণা	রম্য	রম্যা	শুদ্ধচিত্ত	শুদ্ধচিত্তা
~মনস্ক	~মনস্কা	রসজ্ঞ	রসজ্ঞা	শুদ্ধপ্রাণ	শুদ্ধপ্রাণা
মনোনীত	মনোনীতা	রসিক	রসিকা	শুদ্ধস্নাত	শুদ্ধস্নাতা
মনোরম	মনোরমা	রিক্ত	রিক্তা	শুভ	শুভা
মনোহর	মনোহরা	রুগ্‌ণ	রুগ্‌ণা	শুভদ	শুভদা
মর্দিত	মর্দিতা	~রুদ্ধ	~রুদ্ধা	শুভপ্রদ	শুভপ্রদা
মর্মপীড়িত	মর্মপীড়িতা	রুষ্ট	রুষ্টা	শুভানন	শুভাননা
মলিন	মলিনা	~রূপ	~রূপা	শুভ্র	শুভ্রা
মহদাশয়	মহদাশয়া	রোমাঞ্চিত	রোমাঞ্চিতা	শূদ্র	শূদ্রা
মহাশয়	মহাশয়া	রোরুদ্যমান	রোরুদ্যমানা	শৃঙ্খলিত	শৃঙ্খলিতা
মহোদয়	মহোদয়া	লক্ষিত	লক্ষিতা	শৈব্য	শৈব্যা
মাননীয়	মাননীয়া	~লগ্ন	~লগ্না	শোভন	শোভনা
মানহীন	মানহীনা	লজ্জমান	লজ্জমানা	শোভমান	শোভমানা
~মান্য	~মান্যা	লজ্জিত	লজ্জিতা	~শোভিত	~শোভিতা
মায়াবিষ্ট	মায়াবিষ্টা	লাঞ্ছিত	লাঞ্ছিতা	শ্বেত	শ্বেতা
মার্জিত	মার্জিতা	লালায়িত	লালায়িতা	শ্বেতকায়	শ্বেতকায়া
~মিত্র	~মিত্রা	লাসিত	লাসিতা	শ্বেতবসন	শ্বেতবসনা
মুক্তকেশ	মুক্তকেশা	~লিপ্ত	~লিপ্তা	শ্বেতাম্বর	শ্বেতাম্বরা
মুক্তচিত্ত	মুক্তচিত্তা	~লীন	~লীনা	শ্যামল	শ্যামলা
মুক্তমন	মুক্তমনা	লীলায়িত	লীলায়িতা	শ্যামায়মান	শ্যামায়মানা
মুখর	মুখরা	লুণ্ঠিত	লুণ্ঠিতা	শ্রদ্ধান্বিত	শ্রদ্ধান্বিতা
~মুগ্ধ	~মুগ্ধা	লুব্ধ	লুব্ধা	শ্রদ্ধাবনত	শ্রদ্ধাবনতা
মুণ্ডিত	মুণ্ডিতা	লোলুপ	লোলুপা	শ্রদ্ধাস্পদ	শ্রদ্ধাস্পদা
মূক	মূকা	শংসিত	শংসিতা	শ্রদ্ধেয়	শ্রদ্ধেয়া
মূঢ়	মূঢ়া	শততম	শততমা	শ্রীযুক্ত	শ্রীযুক্তা
মূর্ছিত	মূর্ছিতা	শয়ান	শয়ানা	শ্রীহীন	শ্রীহীনা
মূষিক	মূষিকা	শয়িত	শয়িতা	~শ্রেষ্ঠ	~শ্রেষ্ঠা
মৃগনয়ন	মৃগনয়না	শায়িত	শায়িতা	শ্রোত্রিয়	শ্রোত্রিয়া
~মৃত	~মৃতা	শারদীয়	শারদীয়া	সংবর্ধিত	সংবর্ধিতা
মৃদুল	মৃদুলা	শাসিত	শাসিতা	সংবলিত	সংবলিতা
মোচিত	মোচিতা	শিক্ষিত	শিক্ষিতা	সংবৃত	সংবৃতা
ম্রিয়মাণ	ম্রিয়মাণা	শিষ্ট	শিষ্টা	সংযুক্ত	সংযুক্তা
যশোহর	যশোহরা	শিষ্য	শিষ্যা	সংসক্ত	সংসক্তা
~যুক্ত	~যুক্তা	শীর্ণ	শীর্ণা	সংস্থিত	সংস্থিতা
~যোগ্য	~যোগ্যা	শীর্ণকায়	শীর্ণকায়া	সক্ষম	সক্ষমা
~যৌবন	~যৌবনা	শীর্ষাসীন	শীর্ষাসীনা	সগর্ভ	সগর্ভা
রক্তপ	রক্তপা	~শীল	~শীলা	সগোত্র	সগোত্রা

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
সগোত্রীয়	সগোত্রীয়া	সমাবিষ্ট	সমাবিষ্টা	সুখাসীন	সুখাসীনা
সচ্চরিত্র	সচ্চরিত্রা	সমাবৃত	সমাবৃতা	সুচরিত	সুচরিতা
সজল	সজলা	সমারূঢ়	সমারূঢ়া	সুচরিত্র	সুচরিত্রা
সজাতীয়	সজাতীয়া	সমাসক্ত	সমাসক্তা	সুজয়	সুজয়া
সজ্জিত	সজ্জিতা	সমাসীন	সমাসীনা	সুতৃপ্ত	সুতৃপ্তা
সৎকুলোদ্ভব	সৎকুলোদ্ভবা	সমাহিত	সমাহিতা	সুদর্শন	সুদর্শনা
সত্তম	সত্তমা	সমুদ্গত	সমুদ্গতা	সুধন্য	সুধন্যা
সদয়	সদয়া	সমুদ্রজ	সমুদ্রজা	সুধীর	সুধীরা
~সদস্য	~সদস্যা	~সমৃদ্ধ	~সমৃদ্ধা	সুনয়ন	সুনয়না
সদাশয়	সদাশয়া	~সম্পন্ন	~সম্পন্না	সুপ্ত	সুপ্তা
সদ্যোজাত	সদ্যোজাতা	সম্পর্কিত	সম্পর্কিতা	সুপ্তোত্থিত	সুপ্তোত্থিতা
সনাথ	সনাথা	সম্পর্কীয়	সম্পর্কীয়া	সুপ্রসিদ্ধ	সুপ্রসিদ্ধা
~সন্তপ্ত	~সন্তপ্তা	সম্বন্ধিত	সম্বন্ধিতা	সুবদন	সুবদনা
সন্তর্পিত	সন্তর্পিতা	সম্বন্ধীয়	সম্বন্ধীয়া	সুবাসিত	সুবাসিতা
সন্তাপিত	সন্তাপিতা	সম্ভাষিত	সম্ভাষিতা	সুবিদিত	সুবিদিতা
সন্তুষ্ট	সন্তুষ্টা	সম্ভূত	সম্ভূতা	সুবেশ	সুবেশা
সন্ত্রস্ত	সন্ত্রস্তা	সম্ভোগ্য	সম্ভোগ্যা	সুব্রত	সুব্রতা
সন্দিগ্ধ	সন্দিগ্ধা	সম্ভ্রান্ত	সম্ভ্রান্তা	সুমধ্যম	সুমধ্যমা
সন্দিষ্ট	সন্দিষ্টা	সম্মত	সম্মতা	সুমন	সুমনা
সন্দীপিত	সন্দীপিতা	সম্মাননীয়	সম্মাননীয়া	সুমিত্র	সুমিত্রা
সন্নিবিষ্ট	সন্নিবিষ্টা	সম্মানিত	সম্মানিতা	সুযোগ্য	সুযোগ্যা
সফল	সফলা	সম্মুগ্ধ	সম্মুগ্ধা	সুরূপ	সুরূপা
সবর্ণ	সবর্ণা	সরল	সরলা	সুলক্ষণ	সুলক্ষণা
সবল	সবলা	সর্বংসহ	সর্বংসহা	সুলগ্ন	সুলগ্না
সভাসীন	সভাসীনা	সর্বগ	সর্বগা	সুলোচন	সুলোচনা
~সভ্য	~সভ্যা	সর্বজ্ঞ	সর্বজ্ঞা	সুশীল	সুশীলা
সমকক্ষ	সমকক্ষা	সলজ্জ	সলজ্জা	সুষুপ্ত	সুষুপ্তা
সমগোত্রীয়	সমগোত্রীয়া	সহনশীল	সহনশীলা	সুসভ্য	সুসভ্যা
সমজাতীয়	সমজাতীয়া	সহৃদয়	সহৃদয়া	সুস্থ	সুস্থা
সমতুল্য	সমতুল্যা	সহোদর	সহোদরা	সুস্থিত	সুস্থিতা
সমন্বিত	সমন্বিতা	সান্ত্বনিত	সান্ত্বনিতা	সুস্থির	সুস্থিরা
সমপদস্থিত	সমপদস্থিতা	সাপরাধ	সাপরাধা	সুস্নাত	সুস্নাতা
সমপ্রাণ	সমপ্রাণা	সাবয়ব	সাবয়বা	সুস্মিত	সুস্মিতা
সমবয়স্ক	সমবয়স্কা	সামান্য	সামান্যা	সেবক	সেবকা
সমর্থ	সমর্থা	সালংকার	সালংকারা	সেবক	সেবিকা
সমর্থিত	সমর্থিতা	সাহসিক	সাহসিকা	সেবিত	সেবিতা
সমর্পিত	সমর্পিতা	সাহিত্যিক	সাহিত্যিকা	সৌম্য	সৌম্যা
সমাগত	সমাগতা	সিক্ত	সিক্তা	স্তবনীয়	স্তবনীয়া
সমাচ্ছন্ন	সমাচ্ছন্না	~সিঞ্চিত	~সিঞ্চিতা	স্তম্ভিত	স্তম্ভিতা
সমাদিষ্ট	সমাদিষ্টা	~সিদ্ধ	~সিদ্ধা	~স্থানীয়	~স্থানীয়া
সমাদৃত	সমাদৃতা	সুখদ	সুখদা	স্থাপিত	স্থাপিতা

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
~স্থিত	~স্থিতা	স্ফুটিত	স্ফুটিতা	স্যন্দিত	স্যন্দিতা
স্থির	স্থিরা	স্ফুরিত	স্ফুরিতা	স্রগ্ধর	স্রগ্ধরা
স্থূল	স্থূলা	স্বজ	স্বজা	হংসবাহন	হংসবাহনা
স্থূলকায়	স্থূলকায়া	স্বতন্ত্র	স্বতন্ত্রা	~হত	~হতা
স্থূলোদর	স্থূলোদরা	স্বদেশীয়	স্বদেশীয়া	হন্য	হন্যা
~স্নাত	~স্নাতা	স্বয়ংবর	স্বয়ংবরা	হর্ষিত	হর্ষিতা
স্নিগ্ধ	স্নিগ্ধা	~স্বরূপ	~স্বরূপা	হসিত	হসিতা
স্পন্দিত	স্পন্দিতা	স্বর্গত	স্বর্গতা	হিন্দোল	হিন্দোলা
স্পর্ধিত	স্পর্ধিতা	স্বর্ণগর্ভ	স্বর্ণগর্ভা	হিল্লোলিত	হিল্লোলিতা
~স্পৃশ্য	~স্পৃশ্যা	স্বাধীন	স্বাধীনা	~হীন	~হীনা
~স্পৃষ্ট	~স্পৃষ্টা	স্বীয়	স্বীয়া	হীনপ্রাণ	হীনপ্রাণা
স্ফীত	স্ফীতা	স্মরণীয়	স্মরণীয়া	হীয়মান	হীয়মানা
স্ফীতোদর	স্ফীতোদরা	স্মিত	স্মিতা	~হৃষ্ট	~হৃষ্টা

২. পুংলিঙ্গ শব্দের শেষে 'অক' থাকলে স্ত্রীলিঙ্গে 'ইকা' হয়। ▷ গ্রাহক, গ্রাহিকা; নায়ক, নায়িকা; প্রচারক, প্রচারিকা; লেখক, লেখিকা।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অকর্মক	অকর্মিকা	উপকারক	উপকারিকা	দীপক	দীপিকা
অগ্রনায়ক	অগ্রনায়িকা	উপদেশক	উপদেশিকা	নগ্নক	নগ্নিকা
অধ্যাপক	অধ্যাপিকা	উপযাচক	উপযাচিকা	নবজাতক	নবজাতিকা
অনুবাদক	অনুবাদিকা	উপশমক	উপশমিকা	নাবালক	নাবালিকা
অনুব্রাজক	অনুব্রাজিকা	উপস্থাপক	উপস্থাপিকা	নায়ক	নায়িকা
অন্বেষক	অন্বেষিকা	উপার্জক	উপার্জিকা	নাশক	নাশিকা
অপুত্রক	অপুত্রিকা	~উপাসক	~উপাসিকা	নিবেদক	নিবেদিকা
অভিভাবক	অভিভাবিকা	উপেক্ষক	উপেক্ষিকা	নিরূপক	নিরূপিকা
অভিসারক	অভিসারিকা	এণক	এণিকা	পরিচায়ক	পরিচায়িকা
আকর্ষক	আকর্ষিকা	কর্ষক	কর্ষিকা	পরিচারক	পরিচারিকা
আক্রামক	আক্রামিকা	~কারক	~কারিকা	পরিচালক	পরিচালিকা
আঘাতক	আঘাতিকা	গবেষক	গবেষিকা	পরিদর্শক	পরিদর্শিকা
আচ্ছাদক	আচ্ছাদিকা	গায়ক	গায়িকা	পরিব্রাজক	পরিব্রাজিকা
আজ্ঞাপক	আজ্ঞাপিকা	~গ্রাহক	~গ্রাহিকা	পর্যালোচক	পর্যালোচিকা
আদেশক	আদেশিকা	ঘাতক	ঘাতিকা	পাচক	পাচিকা
আধায়ক	আধায়িকা	ঘোষক	ঘোষিকা	~পাঠক	~পাঠিকা
আধুনিক	আধুনিকা	জনক	জনিকা	~পালক	~পালিকা
আস্বাদক	আস্বাদিকা	জাতক	জাতিকা	প্রকাশক	প্রকাশিকা
উচ্ছেদক	উচ্ছেদিকা	তত্ত্বাবধায়ক	তত্ত্বাবধায়িকা	প্রচারক	প্রচারিকা
উৎক্ষেপক	উৎক্ষেপিকা	তমালক	তমালিকা	প্রতিপালক	প্রতিপালিকা
উৎপাদক	উৎপাদিকা	দায়িক	দায়িকা	প্রতিবিধায়ক	প্রতিবিধায়িকা
উত্থাপক	উত্থাপিকা	~দারক	~দারিকা	প্রদর্শক	প্রদর্শিকা
উদ্দীপক	উদ্দীপিকা	দাহক	দাহিকা	প্রদায়ক	প্রদায়িকা

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
প্রযোজক	প্রযোজিকা	যাজক	যাজিকা	সন্ধায়ক	সন্ধায়িকা
প্রাপক	প্রাপিকা	~রঞ্জক	~রঞ্জিকা	সমালোচক	সমালোচিকা
প্রেক্ষক	প্রেক্ষিকা	~রসিক	~রসিকা	সম্পাদক	সম্পাদিকা
প্রেমিক	প্রেমিকা	লেখক	লেখিকা	সহায়ক	সহায়িকা
প্রেষক	প্রেষিকা	শিক্ষক	শিক্ষিকা	~সাধক	~সাধিকা
বাদক	বাদিকা	শ্যালক	শ্যালিকা	সাবালক	সাবালিকা
বালক	বালিকা	সংগ্রাহক	সংগ্রাহিকা	~সেবক	~সেবিকা
বাহক	বাহিকা	সংবাহক	সংবাহিকা	স্থাপক	স্থাপিকা
বিধায়ক	বিধায়িকা	সংস্কারক	সংস্কারিকা	স্নাপক	স্নাপিকা
ব্যবস্থাপক	ব্যাবস্থাপিকা	সকর্মক	সকর্মিকা	হারক	হারিকা
~যাচক	~যাচিকা	সঞ্চারক	সঞ্চারিকা		

৩. জাতিবাচক শব্দের ও অন্য শব্দে স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ'। ▷মানব, মানবী; কিংকর, কিংকরী।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অকুমার	অকুমারী	উষ্ট্র	উষ্ট্রী	কিশোর	কিশোরী
অগ্রদূত	অগ্রদূতী	একাদশ	একাদশী	কীর্তিময়	কীর্তিময়ী
অতিমানব	অতিমানবী	একাধীশ্বর	একাধীশ্বরী	কুক্কুট	কুক্কুটী
অনুচর	অনুচরী	একেশ্বর	একেশ্বরী	কুক্কুর	কুক্কুরী
অনুদর	অনুদরী	এণ	এণী	কুঞ্জর	কুঞ্জরী
অবধূত	অবধূতী	এণাক্ষ	এণাক্ষী	কুট্টন	কুট্টনী
অম্বর	অম্বরী	এতাদৃশ	এতাদৃশী	কুন্দদন্ত	কুন্দদন্তী
অম্বুজাক্ষ	অম্বুজাক্ষী	কচ্ছপ	কচ্ছপী	~কুমার	~কুমারী
অম্ল	অম্লী	কপোত	কপোতী	কুরঙ্গ	কুরঙ্গী
অশ্ব	অশ্বা, অশ্বী	কমলাক্ষ	কমলাক্ষী	কুরর	কুররী
অশ্বতর	অশ্বতরী	কম্বুকণ্ঠ	কম্বুকণ্ঠী	কৃশাঙ্গ	কৃশাঙ্গী
অশ্বমুখ	অশ্বমুখী	করাল	করালী	কৃশোদর	কৃশোদরী
অষ্টাদশ	অষ্টাদশী	করুণাময়	করুণাময়ী	কৃষাণ	কৃষাণী
অসুর	অসুরী	কলহংস	কলহংসী	কেকয়	কেকয়ী
আত্রেয়	আত্রেয়ী	কল্যাণ	কল্যাণী	কোকিলকণ্ঠ	কোকিলকণ্ঠী
আধুনিক	আধুনিকী•	কাক	কাকী	ক্রীতদাস	ক্রীতদাসী
আনন্দময়	আনন্দময়ী	কাত্যায়ন	কাত্যায়নী	ক্রৌঞ্চ	ক্রৌঞ্চী
আভীর	আভীরী	কাদম্বর	কাদম্বরী	ক্ষীণাঙ্গ	ক্ষীণাঙ্গী
আয়তাক্ষ	আয়তাক্ষী	কানীন	কানীনী	খেচর	খেচরী
ঈদৃশ	ঈদৃশী	কামুক	কামুকী	গর্দভ	গর্দভী
ঈশ্বর	ঈশ্বরী	কার্ষিক	কার্ষিকী	গৌর	গৌরী
উৎপলাক্ষ	উৎপলাক্ষী	কালনাগ	কালনাগী	ঘোটক	ঘোটকী
উরগ	উরগী	কাল্পনিক	কাল্পনিকী	চকোর	চকোরী
উরঙ্গ	উরঙ্গী	কাশীশ্বর	কাশীশ্বরী	চক্রবাক	চক্রবাকী
উরঙ্গম	উরঙ্গমী	কিংকর	কিংকরী	চণ্ডাল	চণ্ডালী
উলূক	উলূকী	কিরাত	কিরাতী	চতুষ্টয়	চতুষ্টয়ী

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
চন্দ্রমুখ	চন্দ্রমুখী	দ্রৌপদ	দ্রৌপদী	বাসন্ত	বাসন্তী
চমর	চমরী	নকুল	নকুলী	বাসব	বাসবী
চাতক	চাতকী	নতোদর	নতোদরী	বিড়াল	বিড়ালী
চান্দ্রেয়	চান্দ্রেয়ী	নম্রমুখ	নম্রমুখী	বিবরণ	বিবরণী
চারুকর্ণ	চারুকর্ণী	নর্তক	নর্তকী	বিম্বোষ্ঠ	বিম্বোষ্ঠী
চিত্রময়	চিত্রময়ী	নাগ	নাগী	বিশালাক্ষ	বিশালাক্ষী
চিন্ময়	চিন্ময়ী	নাগর	নাগরী	বিহগ	বিহগী
চিরকুমার	চিরকুমারী	নারায়ণ	নারায়ণী	বিহঙ্গ	বিহঙ্গী
চিরন্তন	চিরন্তনী	নিশাচর	নিশাচরী	বিহঙ্গম	বিহঙ্গমী
ছগল	ছগলী	নিষাদ	নিষাদী	বৈমাত্র	বৈমাত্রী
ছলনাময়	ছলনাময়ী	পঞ্চদশ	পঞ্চদশী	বৈমাত্রেয়	বৈমাত্রেয়ী
ছাগল	ছাগলী	পঞ্চবট	পঞ্চবটী	বৈষ্ণব	বৈষ্ণবী
ছাত্র	ছাত্রী•	পথিক	পথিকী	ব্যাঘ্র	ব্যাঘ্রী
জগন্ময়	জগন্ময়ী	পন্নগ	পন্নগী	ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী
জরদ্গব	জরদ্গবী	পরমেশ্বর	পরমেশ্বরী	ভল্লুক	ভল্লুকী
তক্ষক	তক্ষকী	~পাতক	~পাতকী	ভাগবত	ভাগবতী
তন্ময়	তন্ময়ী	~পাত্র	~পাত্রী	ভুজগ	ভুজগী
তরুণ	তরুণী	পাবন	পাবনী	ভুজঙ্গ	ভুজঙ্গী
তস্কর	তস্করী	পামর	পামরী	ভুজঙ্গম	ভুজঙ্গমী
তাপস	তাপসী	পার্শ্বচর	পার্শ্বচরী	ভুবনেশ্বর	ভুবনেশ্বরী
~তারণ	~তারিণী	পাষণ্ড	পাষণ্ডী	ভেক	ভেকী
তীবর	তীবরী	পাষাণ	পাষাণী	ভ্রমর	ভ্রমরী
তুরগ	তুরগী	পিক	পিকী	ভ্রাতুষ্পুত্র	ভ্রাতুষ্পুত্রী
তুরঙ্গ	তুরঙ্গী	পিশাচ	পিশাচী	মণ্ডূক	মণ্ডূকী
তুরঙ্গম	তুরঙ্গমী	পুত্র	পুত্রী	~ময়	~ময়ী
ত্রয়	ত্রয়ী	পুষ্কর	পুষ্করী	ময়ূর	ময়ূরী
ত্রয়োদশ	ত্রয়োদশী	পেচক	পেচকী	মরাল	মরালী
ত্রিলোক	ত্রিলোকী	পোতক	পোতকী	মর্কট	মর্কটী
দয়াময়	দয়াময়ী	পৌত্র	পৌত্রী	মল্লার	মল্লারী
দর্দুর	দর্দুরী	পৌরাণিক	পৌরাণিকী	মস্কর	মস্করী
দাক্ষ	দাক্ষী	প্রপৌত্র	প্রপৌত্রী	মহিমময়	মহিমময়ী
দাক্ষায়ণ	দাক্ষায়ণী	প্রভাময়	প্রভাময়ী	মহেশ	মহেশী
দানব	দানবী	প্রাক্	প্রাচী	মহেশান	মহেশানী
দার্শনিক	দার্শনিকী	প্রাক্তন	প্রাক্তনী	মহেশ্বর	মহেশ্বরী
~দাস	~দাসী	প্রিয়পাত্র	প্রিয়পাত্রী	মহোৎসাহী	মহোৎসাহিনী
দিগম্বর	দিগম্বরী	বল্লব	বল্লবী	মহোদর	মহোদরী
দুর্গেশ্বর	দুর্গেশ্বরী	বাঙ্ময়	বাঙ্ময়ী	মাতঙ্গ	মাতঙ্গী
দূত	দূতী	~বান (বান্)	~বতী	~মান (মান্)	~মতী
দেব	দেবী	বানর	বানরী	~মানব	~মানবী
দৌহিত্র	দৌহিত্রী	বান্ধব	বান্ধবী	মার্জার	মার্জারী
দ্বাদশ	দ্বাদশী	বায়স	বায়সী	মৃগনয়ন	মৃগনয়নী

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
মৃন্ময়	মৃন্ময়ী	শ্বেতাঙ্গ	শ্বেতাঙ্গী	সিংহ	সিংহী
মেষ	মেষী	শ্যেন	শ্যেনী	সুকণ্ঠ	সুকণ্ঠী
যবন	যবনী	শ্রীময়	শ্রীময়ী	সুকুমার	সুকুমারী
যাদৃশ	যাদৃশী	শ্রেয়স্কর	শ্রেয়স্করী	সুখকর	সুখকরী
যাযাবর	যাযাবরী	ষোড়শ	ষোড়শী	সুদন্ত	সুদন্তী
রজক	রজকী	সদৃশ	সদৃশী	সুধাময়	সুধাময়ী
রাসভ	রাসভী	সনাতন	সনাতনী	সুনয়ন	সুনয়নী
রৌদ্র	রৌদ্রী	সপ্তদশ	সপ্তদশী	সুন্দর	সুন্দরী
শতঘ্ন	শতঘ্নী	সরলাক্ষ	সরলাক্ষী	সুবেশ	সুবেশী
শার্দূল	শার্দূলী	~সহচর	~সহচরী	সুর	সুরী
শাশ্বত	শাশ্বতী	সাধারণ	সাধারণী	সৌরভ	সৌরভী
শীলিন্ধ্র	শীলিন্ধ্রী	সাপ্তাহিক	সাপ্তাহিকী	স্বজন	স্বজনী
শূন	শূনী	সারমেয়	সারমেয়ী	হংস	হংসী
শূকর	শূকরী	সারস	সারসী	হরিণ	হরিণী
শৃগাল	শৃগালী	সাহসিক	সাহসিকী	হিরণ্ময়	হিরণ্ময়ী

•সংস্কৃত ভাষায় ছাত্রী অর্থ ছাত্রের স্ত্রী। মহিলা ছাত্র-ছাত্রা। বাংলায় ছাত্রী বহুল প্রচলিত।
•আধুনিকী। আধুনিকা বাংলায় প্রচলিত।

৪. বাংলায় ব্যবহৃত কর্তা, দাতা, নেতা, দ্রষ্টা, সবিতা প্রভৃতি অনেক শব্দ প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত কর্তৃ, দাতৃ, নেতৃ, দ্রষ্টৃ, সবিতৃ প্রভৃতি শব্দের প্রথমার একবচনের রূপ। এইসব শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'ঈ' হয় ও তা মূল শব্দগুলির অর্থাৎ কর্তৃ, দাতৃ, সবিতৃ প্রভৃতির সঙ্গে লাগে এবং ঋ-স্থানে 'র' হয়।▷কর্তা←কর্তৃ + ঈ= কর্ত্রী; দাতা← দাতৃ + ঈ =দাত্রী; পূজয়িতা ←পূজয়িতৃ + ঈ = পূজয়িত্রী; দ্রষ্টা← দ্রষ্টৃ + ঈ =দ্রষ্ট্রী।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অকর্তা	অকর্ত্রী	আমন্ত্রণকর্তা	আমন্ত্রণকর্ত্রী	উপস্থাতা	উপস্থাত্রী
অগ্রনেতা	অগ্রনেত্রী	আমন্ত্রয়িতা	আমন্ত্রয়িত্রী	উপহর্তা	উপহর্ত্রী
অনুষ্ঠাতা	অনুষ্ঠাত্রী	আশ্রয়দাতা	আশ্রয়দাত্রী	কথয়িতা	কথয়িত্রী
অন্নদাতা	অন্নদাত্রী	উচিতবক্তা	উচিতবক্ত্রী	~কর্তা	~কর্ত্রী
অন্বেষ্টা	অন্বেষ্ট্রী	উৎপাদয়িতা	উৎপাদয়িত্রী	কারয়িতা	কারয়িত্রী
অপহর্তা	অপহর্ত্রী	উৎসাহদাতা	উৎসাহদাত্রী	কালদ্রষ্টা	কালদষ্ট্রী
অবমানয়িতা	অবমানয়িত্রী	উত্থাপয়িতা	উত্থাপয়িত্রী	কালহর্তা	কালহর্ত্রী
অবস্থাপয়িতা	অবস্থাপয়িত্রী	উদ্গাতা	উদ্গাত্রী	ক্রেতা	ক্রেত্রী
অভিনেতা	অভিনেত্রী	উদ্ধর্তা	উদ্ধর্ত্রী	খনয়িতা	খনয়িত্রী
অর্জয়িতা	অর্জয়িত্রী	উদ্ধারকর্তা	উদ্ধারকর্ত্রী	~গাতা	~গাত্রী
অর্পয়িতা	অর্পয়িত্রী	উদ্ভাবয়িতা	উদ্ভাবয়িত্রী	গ্রহীতা	গ্রহীত্রী
আজ্ঞাদাতা	আজ্ঞাদাত্রী	উন্মূলয়িতা	উন্মূলয়িত্রী	জনয়িতা	জনয়িত্রী
আত্মহন্তা	আত্মহন্ত্রী	উপকর্তা	উপকর্ত্রী	জন্মদাতা	জন্মদাত্রী
আদেষ্টা	আদেষ্ট্রী	উপদেষ্টা	উপদেষ্ট্রী	জ্ঞাতা	জ্ঞাত্রী
আধাতা	আধাত্রী	উপনেতা	উপনেত্রী	জ্ঞাপয়িতা	জ্ঞাপয়িত্রী
আবিষ্কর্তা	আবিষ্কর্ত্রী	উপবেশয়িতা	উপবেশয়িত্রী	ত্রাণকর্তা	ত্রাণকর্ত্রী

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
দময়িতা	দময়িত্রী	প্রযোক্তা	প্রযোক্ত্রী	যোজয়িতা	যোজয়িত্রী
দর্শয়িতা	দর্শয়িত্রী	প্রসবিতা	প্রসবিত্রী	যোদ্ধা	যোদ্ধ্রী
~দাতা	~দাত্রী	প্রহর্তা	প্রহর্ত্রী	রচয়িতা	রচয়িত্রী
দূষয়িতা	দূষয়িত্রী	প্রার্থয়িতা	প্রার্থয়িত্রী	রোপয়িতা	রোপয়িত্রী
দোগ্ধা	দোগ্ধ্রী	প্রেরয়িতা	প্রেরয়িত্রী	শময়িতা	শময়িত্রী
~দ্রষ্টা	~দ্রষ্ট্রী	~বক্তা	~বক্ত্রী	শাসয়িতা	শাসয়িত্রী
ধর্তা	ধর্ত্রী	বন্ধয়িতা	বন্ধয়িত্রী	শাস্তা	শাস্ত্রী
ধাতা	ধাত্রী	বরয়িতা	বরয়িত্রী	শিক্ষয়িতা	শিক্ষয়িত্রী
ধারয়িতা	ধারয়িত্রী	বিক্রেতা	বিক্রেত্রী	শ্রোতা	শ্রোত্রী
নিমন্ত্রয়িতা	নিমন্ত্রয়িত্রী	বিঘ্নহন্তা	বিঘ্নহন্ত্রী	সংগ্রহীতা	সংগ্রহীত্রী
নিযোক্তা	নিযোক্ত্রী	বিজেতা	বিজেত্রী	সংযন্তা	সংযন্ত্রী
নিয়ন্তা	নিয়ন্ত্রী	বিদ্বেষ্টা	বিদ্বেষ্ট্রী	সংশয়িতা	সংশয়িত্রী
নির্ণেতা	নির্ণেত্রী	বিধাতা	বিধাত্রী	সংস্কর্তা	সংস্কর্ত্রী
নির্দেষ্টা	নির্দেষ্ট্রী	বিনেতা	বিনেত্রী	সংহর্তা	সংহর্ত্রী
~নেতা	~নেত্রী	বোদ্ধা	বোদ্ধ্রী	সঞ্জনয়িতা	সঞ্জনয়িত্রী
পরিত্রাতা	পরিত্রাত্রী	বোধয়িতা	বোধয়িত্রী	সন্ধাতা	সন্ধাত্রী
পাতা	পাত্রী	ব্যবহর্তা	ব্যবহর্ত্রী	সবিতা	সবিত্রী
পালয়িতা	পালয়িত্রী	ব্যাখ্যাতা	ব্যাখ্যাত্রী	সমর্পয়িতা	সমর্পয়িত্রী
পূজয়িতা	পূজয়িত্রী	ভক্ষয়িতা	ভক্ষয়িত্রী	সমাহর্তা	সমাহর্ত্রী
পূরয়িতা	পূরয়িত্রী	ভর্তা	ভর্ত্রী	সুরস্রষ্টা	সুরস্রষ্ট্রী
প্রগাতা	প্রগাত্রী	ভাবয়িতা	ভাবয়িত্রী	স্থাতা	স্থাত্রী
প্রণেতা	প্রণেত্রী	~ভোক্তা	~ভোক্ত্রী	স্থাপয়িতা	স্থাপয়িত্রী
প্রতিষ্ঠাতা	প্রতিষ্ঠাত্রী	ভোজয়িতা	ভোজয়িত্রী	স্রষ্টা	স্রষ্ট্রী
প্রতিহন্তা	প্রতিহন্ত্রী	মঞ্চাভিনেতা	মঞ্চাভিনেত্রী	হন্তা	হন্ত্রী
প্রতিহর্তা	প্রতিহর্ত্রী	~যোক্তা	~যোক্ত্রী	~হর্তা	~হর্ত্রী
প্রবর্তয়িতা	প্রবর্তয়িত্রী				

৫. স্ত্রীলিঙ্গ হলে 'অৎ', 'মৎ', 'বৎ' প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে 'ঈ' হয়। বস্তুত বাংলায় ব্যবহৃত ~বান্, ~মান্ অন্ত শব্দ, যেমন ধনবান্, শক্তিমান্ প্রভৃতি (বাংলায় অবশ্য শেষের হস্-চিহ্ন দেওয়া হয় না) প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত শব্দ ধনবৎ, শক্তিমৎ প্রভৃতি শব্দের প্রথমার একবচন। এইসব শব্দের স্ত্রী-প্রত্যয় 'ঈ' মূল শব্দটির সঙ্গেই লাগে। ▷ ধনবান(~বান্) ←ধনবৎ+ ঈ = ধনবতী; শক্তিমান(~মান্)← শক্তিমৎ + ঈ = শক্তিমতী। লক্ষণীয়, ম্রিয়মাণ, বর্ধমান, অপম্রিয়মাণ প্রভৃতি শব্দের শেষে '~মান' অথবা ণত্ববিধির কারণে '~মাণ' থাকলেও এরা অন্য শ্রেণির শব্দ। এইসব শব্দের শেষে হস্-চিহ্ন নেই এবং স্ত্রীলিঙ্গে 'আ' যোগ হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
আয়ুষ্মান	আয়ুষ্মতী	খ্যাতিমান	খ্যাতিমতী	ধনবান	ধনবতী
কলাবান	কলাবতী	গুণবান	গুণবতী	ধীমান	ধীমতী
কান্তিমান	কান্তিমতী	জ্ঞানবান	জ্ঞানবতী	পুণ্যবান	পুণ্যবতী
কীর্তিমান	কীর্তিমতী	তেজস্বান	তেজস্বতী	পুত্রবান	পুত্রবতী

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ফলবান	ফলবতী	ভাগ্যবান	ভাগ্যবতী	শক্তিমান	শক্তিমতী
বিদ্যাবান	বিদ্যাবতী	ভানুমান	ভানুমতী	শ্রীমান	শ্রীমতী
বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমতী	মহান(মহৎ)	মহতী	সংস্কৃতিমান	সংস্কৃতিমতী
বৃহৎ(অৎ)	বৃহতী	মূর্তিমান	মূর্তিমতী	সৎ	সতী
ভক্তিমান	ভক্তিমতী	যশস্বান	যশস্বতী	সরস্বান	সরস্বতী
ভগবান	ভগবতী	রূপবান	রূপবতী	স্রোতস্বান	স্রোতস্বতী
ভবিষ্যৎ	ভবিষ্যতী	লক্ষ্মীবান	লক্ষ্মীবতী		

৬. স্ত্রী-লিঙ্গ হলে 'ঈয়স্' প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে 'ঈ' হয়। বাংলায় ব্যবহৃত গরীয়ান্, পটীয়ান্, পাপীয়ান্ (বাংলায় অবশ্য শেষের হস্-চিহ্ন ব্যবহার হয় না) প্রভৃতি শব্দ সংস্কৃত গরীয়স্, পটীয়স্, পাপীয়স্ শব্দের প্রথমার একবচন। স্ত্রী-প্রত্যয় 'ঈ' মূল শব্দটির সঙ্গেই লাগে। ▷গরীয়ান্ ←গরীয়স্ +ঈ = গরীয়সী; পটীয়ান্ ←পটীয়স্ +ঈ = পটীয়সী।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
কনীয়ান	কনীয়সী	প্রেয়ান(প্রেয়স্)	প্রেয়সী	মহীয়ান	মহীয়সী
গরীয়ান	গরীয়সী	বরীয়ান	বরীয়সী	লঘীয়ান	লঘীয়সী
দ্রঢ়ীয়ান	দ্রঢ়ীয়সী	বর্ষীয়ান	বর্ষীয়সী	শ্রেয়ান	শ্রেয়সী
পটীয়ান	পটীয়সী	বলীয়ান	বলীয়সী		
পাপীয়ান	পাপীয়সী	ভূয়ান	ভূয়সী		

৭. স্ত্রীলিঙ্গ হলে 'ইন্', 'বিন্', 'শালিন্' প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে 'ঈ' হয়। এই-জাতীয় শব্দকে সাধারণভাবে বলা হয় ইন্-ভাগান্ত শব্দ। বাংলায় ব্যবহৃত ভাগী, রাগী, গামী, বিনাশী প্রভৃতি শব্দ বস্তুত সংস্কৃত ভাগিন্, রাগিন্, গামিন্, বিনাশিন্ শব্দের প্রথমার একবচন। স্ত্রী-প্রত্যয় 'ঈ' মূল শব্দটির সঙ্গে লাগে এবং প্রত্যয়ান্ত শব্দটির শেষের 'ন' অথবা 'ণ' ণত্ববিধির নিয়মানুযায়ী হয়। ▷ রাগী←রাগিন্ +ঈ = রাগিণী; ভাগী←ভাগিন্ + ঈ =ভাগিনী; বিনাশী←বিনাশিন্ + ঈ= বিনাশিনী।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অকামী	অকামিনী	অনুগ্রাহী	অনুগ্রাহিণী	অনৃতবাদী	অনৃতবাদিনী
অগ্রগামী	অগ্রগামিনী	অনুচারী	অনুচারিণী	অনৃতভাষী	অনৃতভাষিণী
অগ্রবর্তী	অগ্রবর্তিনী	অনুৎসাহী	অনুৎসাহিনী	অন্তঃপুরচারী	অন্তঃপুরচারিণী
অগ্রযায়ী	অগ্রযায়িনী	অনুতাপী	অনুতাপিনী	অন্তকারী	অন্তকারিণী
অগ্রাধিকারী	অগ্রাধিকারিণী	অনুদ্যোগী	অনুদ্যোগিনী	অন্তরালবর্তী	অন্তরালবর্তিনী
অঙ্গী	অঙ্গিনী	অনুধ্যায়ী	অনুধ্যায়িনী	অন্তরালশায়ী	অন্তরালশায়িনী
অজ্ঞানী	অজ্ঞানিনী	~অনুবর্তী	~অনুবর্তিনী	অন্তরিক্ষচারী	অন্তরিক্ষচারিণী
অতিবর্তী	অতিবর্তিনী	অনুযাত্রী	অনুযাত্রিণী	অন্তর্ঘাতী	অন্তর্ঘাতিনী
অত্যাচারী	অত্যাচারিণী	অনুযোগী	অনুযোগিনী	অন্তর্বতী	অন্তর্বর্তিনী
অনাশী	অনাশিনী	~অনুরাগী	~অনুরাগিণী	অন্তর্যামী	অন্তর্যামিনী
অনুকূলবর্তী	অনুকূলবর্তিনী	অনুসন্ধায়ী	অনুসন্ধায়িনী	অন্নজীবী	অন্নজীবিনী
অনুগামী	অনুগামিনী	~অনুসারী	~অনুসারিণী	অন্নভোজী	অন্নভোজিনী

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
~অন্বেষী	~অন্বেষিণী	অভ্যাসী	অভ্যাসিনী	আদর্শবাদী	আদর্শবাদিনী
অন্যথাকারী	অন্যথাকারিণী	অমনোযোগী	অমনোযোগিনী	আনন্দদায়ী	আনন্দদায়িনী
অন্যথাচারী	অন্যথাচারিণী	অমানী	অমানিনী	আনন্দরূপী	আনন্দরূপিণী
অপঘাতী	অপঘাতিনী	অমান্যকারী	অমান্যকারিণী	আপ্তুয়াসী	আপ্তুয়াসিনী
অপত্যঘাতী	অপত্যঘাতিনী	অমিতব্যয়ী	অমিতব্যয়িনী	আবাল্যসঙ্গী	আবাল্যসঙ্গিনী
অপব্যয়ী	অপব্যয়িনী	অমিতভাষী	অমিতভাষিণী	আবেদনকারী	আবেদনকারিণী
অপভাষী	অপভাষিণী	অমিতাচারী	অমিতাচারিণী	আমন্ত্রণকারী	আমন্ত্রণকারিণী
অপরাধী	অপরাধিনী	অমৃতভাষী	অমৃতভাষিণী	~আমোদী	~আমোদিনী
অপহারী	অপহারিণী	~অর্থী	~অর্থিনী	আয়াসী	আয়াসিনী
অপায়ী	অপায়িনী	অল্পজীবী	অল্পজীবিনী	~আরোহী	~আরোহিণী
অপারদর্শী	অপারদর্শিনী	অল্পদর্শী	অল্পদর্শিনী	আলাপচারী	আলাপচারিণী
অপেক্ষী	অপেক্ষিণী	অল্পভাষী	অল্পভাষিণী	~আলাপী	~আলাপিনী
অপ্রতিদ্বন্দ্বী	অপ্রতিদ্বন্দ্বিনী	অশরীরী	অশরীরিণী	আশুকারী	আশুকারিণী
অপ্রবাসী	অপ্রবাসিনী	অশ্বারোহী	অশ্বারোহিণী	আশুগামী	আশুগামিনী
অপ্রিয়বাদী	অপ্রিয়বাদিনী	অসদভিলাষী	অসদভিলাষিণী	আশ্রমবাসী	আশ্রমবাসিনী
অপ্রিয়ভাষী	অপ্রিয়ভাষিণী	অসদাচারী	অসদাচারিণী	আশ্রমী	আশ্রমিণী
অফলদর্শী	অফলদর্শিনী	অসদুপায়ী	অসদুপায়িনী	আশ্রয়প্রার্থী	আশ্রয়প্রার্থিনী
অফলদায়ী	অফলদায়িনী	অসমদর্শী	অসমদর্শিনী	আশ্রয়ার্থী	আশ্রয়ার্থিনী
অবয়ববাদী	অবয়ববাদিনী	অসমীক্ষ্যকারী	অসমীক্ষ্যকারিণী	~আশ্রয়ী	~আশ্রয়িণী
অবয়বী	অবয়বিনী	অসহযোগী	অসহযোগিনী	আহারার্থী	আহারার্থিনী
অবরোধকারী	অবরোধকারিণী	অসুখী	অসুখিনী	~আহারী	~আহারিণী
অবরোহী	অবরোহিণী	অহংকারী	অহংকারিণী	ইহবাদী	ইহবাদিনী
~অবলম্বী	~অবলম্বিনী	আকর্ষী	আকর্ষিণী	ঈশ্বরবাদী	ঈশ্বরবাদিনী
অবিনয়ী	অবিনয়িনী	~আকাঙ্ক্ষী	~আকাঙ্ক্ষিণী	ঈশ্বরবিরোধী	ঈশ্বরবিরোধিনী
অবিনাশী	অবিনাশিনী	~আগ্রহী	~আগ্রহিণী	ঈশ্বরানুরাগী	ঈশ্বরানুরাগিণী
অবিমৃশ্যকারী	অবিমৃশ্যকারিণী	আগ্রাসী	আগ্রাসিনী	ঈশ্বরান্বেষী	ঈশ্বরান্বেষিণী
অবিরোধী	অবিরোধিনী	~আচারী	~আচারিণী	উক্তিকারী	উক্তিকারিণী
অবিশ্বাসী	অবিশ্বাসিনী	আজ্ঞাকারী	আজ্ঞাকারিণী	উচ্চভাষী	উচ্চভাষিণী
অব্যবসায়ী	অব্যবসায়িনী	আজ্ঞানুবর্তী	আজ্ঞানুবর্তিনী	উচ্চাকাঙ্ক্ষী	উচ্চাকাঙ্ক্ষিণী
অব্যবহারী	অব্যবহারিণী	আতঙ্কবাদী	আতঙ্কবাদিনী	উচ্চাভিলাষী	উচ্চাভিলাষিণী
অব্যভিচারী	অব্যভিচারিণী	আততায়ী	আততায়িনী	উচ্চাশী	উচ্চাশিনী
অভাবী	অভাবিনী	আত্মগর্বী	আত্মগর্বিণী	উচ্ছেদী	উচ্ছেদিনী
অভিগামী	অভিগামিনী	আত্মঘাতী	আত্মঘাতিনী	উচ্ছায়ী	উচ্ছায়িনী
অভিচারী	অভিচারিণী	আত্মত্যাগী	আত্মত্যাগিনী	উঞ্ছজীবী	উঞ্ছজীবিনী
অভিবাসী	অভিবাসিনী	আত্মদর্শী	আত্মদর্শিনী	উৎসর্গকারী	উৎসর্গকারিণী
~অভিমানী	~অভিমানিনী	আত্মবিলাসী	আত্মবিলাসিনী	~উৎসাহী	~উৎসাহিনী
অভিযাত্রী	অভিযাত্রিণী	আত্মবিশ্বাসী	আত্মবিশ্বাসিনী	উত্তরকারী	উত্তরকারিণী
অভিযোগকারী	অভিযোগকারিণী	আত্মান্বেষী	আত্মান্বেষিণী	উত্তরাধিকারী	উত্তরাধিকারিণী
~অভিলাষী	~অভিলাষিণী	আত্মাবলম্বী	আত্মাবলম্বিনী	উত্ত্যক্তকারী	উত্ত্যক্তকারিণী
অভিসারী	অভিসারিণী	আত্মাশ্রয়ী	আত্মাশ্রয়িণী	~উদ্‌বেগী	~উদ্‌বেগিনী
অভ্যর্থনাকারী	অভ্যর্থনাকারিণী	আত্মোপজীবী	আত্মোপজীবিনী	উদাসী	উদাসিনী

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
উদ্ধারকারী	উদ্ধারকারিণী
উদ্ধারপ্রার্থী	উদ্ধারপ্রার্থিনী
~উদ্যমী	~উদ্যমিনী
~উদ্যোগী	~উদ্যোগিনী
উন্মেষী	উন্মেষিণী
উপকণ্ঠবাসী	উপকণ্ঠবাসিনী
উপকারী	উপকারিণী
উপগামী	উপগামিনী
উপজীবী	উপজীবিনী
উপদেশী	উপদেশিনী
উপধায়ী	উপধায়িনী
উপবাসী	উপবাসিনী
উপায়ী	উপায়িনী
উল্লাসী	উল্লাসিনী
ঊর্জস্বী	ঊর্জস্বিনী
ঋণী	ঋণিনী
ঋতব্রতী	ঋতব্রতিনী
একাত্মবাদী	একাত্মবাদিনী
ওজস্বী	ওজস্বিনী
কণ্টকী	কণ্টকিনী
কদাচারী	কদাচারিণী
কপটী	কপটিনী
কপর্দী	কপর্দিনী
কপালী	কপালিনী
করগ্রাহী	করগ্রাহিণী
কর্মবাদী	কর্মবাদিনী
কর্মযোগী	কর্মযোগিনী
~কর্মী	~কর্মিণী
~কলঙ্কী	~কলঙ্কিনী
কলহকারী	কলহকারিণী
কলাপী	কলাপিনী
কলুষনাশী	কলুষনাশিনী
কষ্টজীবী	কষ্টজীবিনী
~কাঙ্ক্ষী	~কাঙ্ক্ষিণী
কামরূপী	কামরূপিণী
~কামী	~কামিনী
কামোন্মাদী	কামোন্মাদিনী
কারাবাসী	কারাবাসিনী
কারারক্ষী	কারারক্ষিণী
~কারী	~কারিণী
কালানুবর্তী	কালানুবর্তিনী
কিরীটী	কিরীটিনী
কুকর্মী	কুকর্মিণী
কুচক্রী	কুচক্রিণী
কুলগর্বী	কুলগর্বিণী
কুলত্যাগী	কুলত্যাগিনী
কুলদ্রোহী	কুলদ্রোহিণী
কুলনাশী	কুলনাশিনী
কুশলী	কুশলিনী
কুহকী	কুহকিনী
কূলপ্লাবী	কূলপ্লাবিনী
কূলবর্তী	কূলবর্তিনী
কৃপার্থী	কৃপার্থিনী
কেশী	কেশিনী
কোপী	কোপিনী
ক্রান্তদর্শী	ক্রান্তদর্শিনী
ক্ষত্রী	ক্ষত্রিণী
ক্ষরী	ক্ষরিণী
ক্ষেত্রস্বামী	ক্ষেত্রস্বামিনী
খড়্গধারী	খড়্গধারিণী
গগনচারী	গগনচারিণী
গগনচুম্বী	গগনচুম্বিনী
গগনস্পর্শী	গগনস্পর্শিনী
গঙ্গাবাসী	গঙ্গাবাসিনী
গঙ্গাযাত্রী	গঙ্গাযাত্রিণী
~গর্বী	~গর্বিণী
~গামী	~গামিনী
~গুণী	~গুণিনী
গৃহী	গৃহিণী
গোচারী	গোচারিণী
গোস্বামী	গোস্বামিনী
~গ্রাসী	~গ্রাসিনী
~গ্রাহী	~গ্রাহিণী
~ঘাতী	~ঘাতিনী
চক্রী	চক্রিণী
চমৎকারী	চমৎকারিণী
~চয়ী	~চয়িনী
~চারী	~চারিণী
চিরদুঃখী	চিরদুঃখিনী
ছদ্মবেশী	ছদ্মবেশিনী
ছায়াসঙ্গী	ছায়াসঙ্গিনী
ছিদ্রান্বেষী	ছিদ্রান্বেষিণী
জগজ্জয়ী	জগজ্জয়িনী
~জয়ী	~জয়িনী
~জীবী	~জীবিনী
জ্ঞানশালী	জ্ঞানশালিনী
~জ্ঞানী	জ্ঞানিনী
জ্বালী	জ্বালিনী
তদ্রূপী	তদ্রূপিণী
তপস্বী	তপস্বিনী
তমস্বী	তমস্বিনী
তরঙ্গী	তরঙ্গিণী
তর্পী	তর্পিণী
তাপী	তাপিনী
তাম্বূলী	তাম্বূলিনী
~তারী	~তারিণী
তীর্থবাসী	তীর্থবাসিনী
তেজস্বী	তেজস্বিনী
~ত্যাগী	~ত্যাগিনী
ত্রিশূলী	ত্রিশূলিনী
~দর্পী	~দর্পিণী
~দর্শী	~দর্শিনী
~দায়ী	~দায়িনী
~দুঃখী	~দুঃখিনী
দুরাচারী	দুরাচারিণী
দেহী	দেহিনী
দোষী	দোষিণী
দোহদী	দোহদিনী
দ্বন্দ্বী	দ্বন্দ্বিনী
~দ্বেষী	~দ্বেষিণী
~দ্রোহী	~দ্রোহিণী
ধনশালী	ধনশালিনী
ধনী	ধনিনী
~ধর্মী	~ধর্মিণী
~ধারী	~ধারিণী
ধ্বজী	ধ্বজিনী
ধ্যানী	ধ্যানিনী
~নাশী	~নাশিনী
নিনাদী	নিনাদিনী
নিষেবী	নিষেবিণী
নেপথ্যচারী	নেপথ্যচারিণী
নেপথ্যবাসী	নেপথ্যবাসিনী
পক্ষগ্রাহী	পক্ষগ্রাহিণী

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
পক্ষী	পক্ষিণী	~প্রার্থী	~প্রার্থিনী	ব্যভিচারী	ব্যভিচারিণী
পণ্যজীবী	পণ্যজীবিনী	প্রিয়দর্শী	প্রিয়দর্শিনী	~ব্যয়ী	~ব্যয়িনী
পদলেহী	পদলেহিনী	ফণী	ফণিনী	~ব্যাপী	~ব্যাপিনী
পদলোভী	পদলোভিনী	ফলদর্শী	ফলদর্শিনী	ব্রহ্মচারী	ব্রহ্মচারিণী
পরজীবী	পরজীবিনী	ফলদায়ী	ফলদায়িনী	~ভাগী	~ভাগিনী
পরবাদী	পরবাদিনী	বন্দী	বন্দিনী	ভাবী	ভাবিনী
পরবাসী	পরবাসিনী	বয়স্বী	বয়স্বিনী	ভারী	ভারিণী
পরাক্রমশালী	পরাক্রমশালিনী	~বর্ণী	~বর্ণিনী	~ভালী	~ভালিনী
পরিদর্শী	পরিদর্শিনী	~বর্তী	~বর্তিনী	~ভাষী	~ভাষিণী
পরিধায়ী	পরিধায়িনী	~বর্ষী	~বর্ষিণী	~ভোগী	~ভোগিনী
পরিশ্রমী	পরিশ্রমিণী	বল্কলী	বল্কলিনী	~ভোজী	~ভোজিনী
পল্লবী	পল্লবিনী	~বাদী	~বাদিনী	মধ্যবর্তী	মধ্যবর্তিনী
পাঠী	পাঠিনী	~বাসী	~বাসিনী	মনস্বী	মনস্বিনী
পাতকী	পাতকিনী	~বাহী	~বাহিনী	মনীষী	মনীষিণী
পাপী	পাপিনী	~বিজয়ী	~বিজয়িনী	~মর্দী	~মর্দিনী
~পায়ী	~পায়িনী	বিত্তশালী	বিত্তশালিনী	~মর্মী	~মর্মিণী
পারদর্শী	পারদর্শিনী	~বিদ্বেষী	~বিদ্বেষিণী	~মানী	~মানিনী
পার্শ্ববর্তী	পার্শ্ববর্তিনী	বিদ্যার্থী	বিদ্যার্থিনী	মায়াবী	মায়াবিনী
পিনাকী	পিনাকিনী	বিদ্রোহী	বিদ্রোহিণী	~মালী	~মালিনী
পিপাসী	পিপাসিনী	বিধর্মী	বিধর্মিণী	মিতব্যয়ী	মিতব্যয়িনী
পুণ্যার্থী	পুণ্যার্থিনী	বিধায়ী	বিধায়িনী	মিতাশী	মিতাশিনী
প্রজায়ী	প্রজায়িনী	~বিনয়ী	~বিনয়িনী	মিতাহারী	মিতাহারিণী
প্রণয়ী	প্রণয়িনী	বিনাশী	বিনাশিনী	মুখাপেক্ষী	মুখাপেক্ষিণী
প্রতাপী	প্রতাপিনী	বিনোদী	বিনোদিনী	মৃত্যুঞ্জয়ী	মৃত্যুঞ্জয়িনী
প্রতিগ্রাহী	প্রতিগ্রাহিণী	বিপ্লবী	বিপ্লবিনী	মৃদুগামী	মৃদুগামিনী
প্রতিদ্বন্দ্বী	প্রতিদ্বন্দ্বিনী	বিবাদী	বিবাদিনী	মেধাবী	মেধাবিনী
প্রতিবন্ধী	প্রতিবন্ধিনী	বিবাসী	বিবাসিনী	~মোদী	~মোদিনী
প্রতিবাদী	প্রতিবাদিনী	বিমোহী	বিমোহিনী	~মোহী	~মোহিনী
প্রতিযোগী	প্রতিযোগিনী	~বিরোধী	~বিরোধিনী	যতী	যতিনী
প্রতিস্পর্ধী	প্রতিস্পর্ধিনী	বিলাপী	বিলাপিনী	যশস্বী	যশস্বিনী
প্রতীপদর্শী	প্রতীপদর্শিনী	~বিলাসী	~বিলাসিনী	~যাত্রী	~যাত্রিণী
প্রত্যর্থী	প্রত্যর্থিনী	বিষয়ী	বিষয়িণী	~যোগী	~যোগিনী
~প্রদায়ী	~প্রদায়িনী	বিষাদী	বিষাদিনী	~রক্ষী	~রক্ষিণী
প্রবাসী	প্রবাসিনী	বিসর্পী	বিসর্পিণী	~রঙ্গী	~রঙ্গিণী
প্রবাহী	প্রবাহিণী	বিসারী	বিসারিণী	রদী	রদিনী
প্রমাথী	প্রমাথিনী	~বিহারী	~বিহারিণী	~রাগী	~রাগিণী
প্রমোদী	প্রমোদিনী	~বেদী	~বেদিনী	~রূপী	~রূপিণী
প্রয়াসী	প্রয়াসিনী	~বেশী	~বেশিনী	রোগী	রোগিণী
প্রলাপী	প্রলাপিনী	~ব্রতী	~ব্রতিনী	~রোধী	~রোধিনী
প্রস্থায়ী	প্রস্থায়িনী	~ব্যথী	~ব্যথিনী	রোষী	রোষিণী
প্রহরী	প্রহরিণী	ব্যবসায়ী	ব্যবসায়িনী	~রোহী	~রোহিণী

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
~লেহী	~লেহিনী	সংহারী	সংহারিণী	সন্ত্রাসী	সন্ত্রাসিনী
শঙ্কী	শঙ্কিনী	~সঙ্গী	~সঙ্গিনী	সহধর্মী	সহধর্মিণী
শস্ত্রী	শস্ত্রিনী	সঞ্চয়ী	সঞ্চয়িনী	সহপাঠী	সহপাঠিনী
শরীরী	শরীরিণী	সঞ্চারী	সঞ্চারিণী	সহযোগী	সহযোগিনী
~শায়ী	~শায়িনী	সধর্মী	সধর্মিণী	সাহসী	সাহসিনী
~শালী	~শালিনী	সন্তাপী	সন্তাপিনী	সুখী	সুখিনী
শিক্ষার্থী	শিক্ষার্থিনী	সন্ধায়ী	সন্ধায়িনী	সুভাষী	সুভাষিণী
শিখী	শিখিনী	সন্ন্যাসী	সন্ন্যাসিনী	স্নেহী	স্নেহিনী
শুভানুধ্যায়ী	শুভানুধ্যায়িনী	সমদর্শী	সমদর্শিনী	স্পর্ধী	স্পর্ধিনী
শুভার্থী	শুভার্থিনী	সমদুঃখী	সমদুঃখিনী	~স্পর্শী	~স্পর্শিনী
শূলী	শূলিনী	সমধর্মী	সমধর্মিণী	~স্বরূপী	~স্বরূপিণী
শোকী	শোকিনী	সমপাঠী	সমপাঠিনী	স্বাবলম্বী	স্বাবলম্বিনী
শোভী	শোভিনী	সমবর্তী	সমবর্তিনী	~স্বামী	~স্বামিনী
~শ্রমী	~শ্রমিণী	সমব্যথী	সমব্যথিনী	স্রোতস্বী	স্রোতস্বিনী
সংগ্রামী	সংগ্রামিণী	সমভিব্যাহারী	সমভিব্যাহারিণী	হস্তী	হস্তিনী
সংগ্রাহী	সংগ্রাহিণী	সমমর্মী	সমমর্মিণী	~হারী	~হারিণী
সংযমী	সংযমিনী	সমরূপী	সমরূপিণী	~হিতৈষী	~হিতৈষিণী
সংশয়ী	সংশয়িনী	সমাধ্যায়ী	সমাধ্যায়িনী	হ্রাদী	হ্রাদিনী
সংসর্গী	সংসর্গিণী	সমৃদ্ধিশালী	সমৃদ্ধিশালিনী	হ্লাদী	হ্লাদিনী
সংসারী	সংসারিণী				

৮. স্ত্রীলিঙ্গ হলে ‘অন্’, ‘বস্’, প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ‘ঈ’ হয়। ▷নাম ←নামন্ +ঈ=নাম্নী; বিদ্বান← বিদ্বস্ +ঈ =বিদুষী।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অখ্যাতনামা	অখ্যাতনাম্নী	খ্যাতনামা	খ্যাতনাম্নী	রাজা	রাজ্ঞী
অজ্ঞাতনামা	অজ্ঞাতনাম্নী	বিদ্বান	বিদুষী		

৯. এর মধ্যে কিছু শব্দের বিকল্প স্ত্রীলিঙ্গ রূপও আছে।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
উপাধ্যায়	উপাধ্যায়ী	মাতুল	মাতুলা,মাতুলী	শূদ্র	শূদ্রী
		শিব	শিবা		

১০. পত্নী-অর্থে ‘আনী’ প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
আচার্য	আচার্যানী	বরুণ	বরুণানী	শক্র	শক্রাণী
ইন্দ্র	ইন্দ্রাণী	ভব	ভবানী	শর্ব	শর্বাণী
উপাধ্যায়	উপাধ্যায়ানী	মহেন্দ্র	মহেন্দ্রানী	শিব	শিবানী
পণ্ডিত	পণ্ডিতানী	মাতুল	মাতুলানী	শূদ্র	শূদ্রাণী

১১. কিছু শব্দের ঠিক স্ত্রীলিঙ্গ হয় না। যেমন পিতা। পিতা সর্বদাই পুরুষবাচক। এই ধরনের শব্দের তথাকথিত স্ত্রীলিঙ্গ অন্য শব্দের সাহায্যে করা হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
জনক	জননী	পুরুষ	স্ত্রী, নারী	যুবা	যূনী
পতি	পত্নী	পুরুষ	প্রকৃতি	শ্বশুর	শ্বশ্রূ
পিতা	মাতা	বর	বধূ	সখা	সখী
পুত্র	কন্যা	যুবক	যুবতী	স্বামী	স্ত্রী

১২. ‘ইনী’-যোগে স্ত্রীলিঙ্গ।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
তট	তটিনী	নন্দন	নন্দিনী	মোহন	মোহিনী
তারণ	তারিণী				

১৩. কতগুলি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অরণ্য	অরণ্যানী	মৃদু	মৃদ্বী	সম্রাট	সম্রাজী,সম্রাজ্ঞী
গুরু	গুর্বী	যবন	যবনানী	সাধু	সাধ্বী
তনু	তন্বী	শূর্পণখ	শূর্পণখা	হিম	হিমানী
বহু	বহ্বী				

১৪. ‘ঈ’ প্রত্যয় হলে কিছু শব্দে শেষের ‘য’ বাদ যায়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
গার্গ্য	গার্গী	মনুষ্য	মনুষী	সূর্য	সূরী
মৎস্য	মৎসী	মাধুর্য	মাধুরী		

১৫. পত্নী অর্থে কিছু শব্দে ‘ঈ’যোগ হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
পিতামহ	পিতামহী	প্রমাতামহ	প্রমাতামহী	মাতামহ	মাতামহী
প্রপিতামহ	প্রপিতামহী				

১৬. কতগুলি স্ত্রী-প্রত্যয়ের রূপভেদে অর্থও পৃথক হয়।

আচার্য: আচার্যানী (আচার্যের পত্নী); আচার্যা (স্ত্রী আচার্য, অধ্যাপিকা)
উপাধ্যায়: উপাধ্যায়ানী, উপাধ্যায়ী (উপাধ্যায়ের পত্নী); উপাধ্যায়া, উপাধ্যায়ী (স্ত্রী উপাধ্যায়)
ক্ষত্রিয়: ক্ষত্রিয়ী (ক্ষত্রিয়ের পত্নী); ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়ানী (ক্ষত্রিয় নারী)
শূদ্র: শূদ্রী, শূদ্রাণী (শূদ্রের স্ত্রী); শূদ্রা (শূদ্র-জাতীয়া নারী)
প্রাজ্ঞ: প্রাজ্ঞী (প্রাজ্ঞজনের স্ত্রী); প্রাজ্ঞা (প্রজ্ঞাবতী নারী)

বাংলা

বাংলা ও বাংলায় ব্যবহৃত অন্য ভাষা থেকে গৃহীত শব্দের লিঙ্গান্তর।

১. আত্মীয় ও স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক। শেষের 'আ'-স্থানে 'ই' যোগ করে।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
কাকা	কাকি	ছোকরা	ছুকরি	নানা	নানি
খুড়া,খুড়ো	খুড়ি	ছ্যামড়া	ছেমড়ি	ন্যাকা	নেকি
চাচা	চাচি	জ্যাঠা	জেঠি	মামা	মামি
ছোঁড়া	ছুঁড়ি			শালা	শালি

২. আত্মীয় এবং স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক। অন্য শব্দ ব্যবহার করে।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
আব্বা	আম্মা, মা	দুলা,দুলাভাই	আপা	ভাইজান	আপা, বুবু
আব্বাজান	আম্মা	দেওর	জা	ভাইজান	ভাবি
কর্তা	গিন্নি	দেওরপো	দেওরঝি	ভাইপো	ভাইঝি
কুটুম্ব	কুটুম্বি	নন্দাই	ননদ	ভাইয়া	ভাবি
খালা	খালু	নাতজামাই	নাতিন, নাতনি	ভাগনিজামাই	ভাগনি
খোকা	খুকু, খুকি	নাতি	নাতনি	ভাগনে	ভাগনি
ছেলে	মেয়ে	নাতি	নাতবউ	ভাগনে	ভাগনেবউ
জামাই	মেয়ে	পিসশ্বশুর	পিসশাশুড়ি	ভায়রাভাই	শালি
জামাইবাবু	দিদি	পিসেমশাই	পিসিমা, পিসি	ভাশুর	জা
জেঠশ্বশুর	জেঠশাশুড়ি	পুত্র	পুত্রবধু	ভাশুরপো	ভাশুরঝি
জ্যাঠা	জেঠি	ফুফা	ফুফু	মামা	মামিমা,মাইমা
জ্যাঠামশাই	জেঠিমা	বর	কনে, বউ	মামাশ্বশুর	মামিশাশুড়ি
ঠাকুরদা	ঠাকুরমা,ঠাকুমা	বাবা	মা	মাসশ্বশুর	মাসশাশুড়ি
তালই	তালইমা	বেটা	বেটি	মিয়া	বিবি
তালুই	তালুইমা	বেয়াই	বেয়ান	মেসো	মাসি
দাদা	দিদি	বোন	বোনাই	মেসোমশাই	মাসিমা,মাসি
দাদা	বউদি	বোনপো	বোনঝি	শালা	শালি,শালাজ
দাদা	দাদি	ভাই	বোন	শালা,শ্যালক	শালি,শ্যালিকা
দাদাশ্বশুর	দিদিশাশুড়ি	ভাই	ভাজ	সৎভাই	সৎবোন
দাদু	দিদিমা	ভাই	ভাইবউ		

৩. আত্মীয় ও স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক ছাড়া অন্য অর্থে 'ই' যোগ করে এবং শেষের 'আ'-স্থানে 'ই' যোগ করে।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
আহির	আহিরি	কুকুর	কুকুরি	ডাহুক	ডাহুকি
কটাচোখ	কটাচোখি	খ্রিস্টান	খ্রিস্টাননি	ছুছুন্দর	ছুছুন্দরি
কবুতর	কবুতরি	চাঁদবদন	চাঁদবদনি	দুলাল	দুলালি

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
পাগল	পাগলি	বেড়াল	বেড়ালি	শুয়োর	শুয়োরি
বাঁদর	বাঁদরি	বোষ্টম	বোষ্টমি	শেয়াল	শেয়ালি
বামুন	বামনি, বামুনি	মুসলমান	মুসলমানি	হরিণ	হরিণি
বামুন	বামুননি	মোরগ	মুরগি	হাঁস	হাঁসি

৪. আ-, এ-, ও- অন্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ই।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অভাগা	অভাগি	ঘরভাঙানে	ঘরভাঙানি	বাড়িওয়ালা	বাড়িওয়ালি
আঁটকুড়ো	আঁটকুড়ি	ঘোড়া	ঘুড়ি	বুড়া, বুড়ো	বুড়ি
আদুরে	আদুরি	চখা	চখি	ভেড়া	ভেড়ি
~ওয়ালা	~ওয়ালি	ঢ্যাঙা	ঢেঙি	মনমাতানে	মনমাতানি
কাঁদুনে	কাঁদুনি	ঢ্যামনা	ঢেমনি	শাহাজাদা	শাহাজাদি
কানভাঙানে	কানভাঙানি	ধেড়ে	ধাড়ি	সবজিওয়ালা	সবজিওয়ালি
কুত্তা	কুত্তি	নাচওয়ালা	নাচওয়ালি	হতচ্ছাড়া	হতচ্ছাড়ি
খাঁদা	খেঁদি	ন্যাড়া	নেড়ি	হাড়জ্বালানে	হাড়জ্বালানি
খোঁড়া	খুঁড়ি	পাঁঠা	পাঁঠি	হারামজাদা	হারামজাদি
খেপা, খ্যাপা	খেপি	প্যাঁচা	পেঁচি	হিংসুটে	হিংসুটি
গাধা	গাধি	ফলওয়ালা	ফলওয়ালি	হিম্মতওয়ালা	হিম্মতওয়ালি

৫. অন্য শব্দ ব্যবহার করে। পত্নী কিংবা আত্মীয় সম্পর্ক ছাড়া অন্য অর্থে।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
এঁড়ে	বকনা	বান্দা	বান্দি, বাঁদি	মিনসে	মাগি
চাকর	ঝি	ভূত	পেতনি	শুক	শারি
বলদ	গাই	মদ্দা	মাদি	সাহেব	মেম, বিবি
বাদশা	বেগম			হুলো	মেনি

৬. 'আনি' যোগে পত্নীবাচক ও অন্য অর্থে। এই 'আনি', 'নি' 'এনি', 'উনি', 'লিনি', 'ইনি' প্রভৃতি রূপেও দেখা যায়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ইহুদি	ইহুদিনি	কিষান	কিষানি	চৌধুরি	চৌধুরানি
উকিল	উকিলনি	কেওট	কেওটনি	জমাদার	জমাদারনি
উজির	উজিরনি	খোট্টা	খোট্টানি	জেলে	জেলেনি
উমেদার	উমেদারনি	খ্রিস্টান	খ্রিস্টাননি	জোলা	জোলানি
ওস্তাদ	ওস্তাদনি	গয়লা	গয়লানি	ঝাড়ুদার	ঝাড়ুদারনি
কলু	কলুনি	গোয়ালা	গোয়ালিনি	ঠাকুর	ঠাকুরানি
কামার	কামারনি	ঘেসেড়া	ঘেসেড়ানি	ডাক্তার	ডাক্তারনি
কারাবন্দি	কারাবন্দিনি	চাঁড়াল	চাঁড়ালনি	ডোম	ডোমনি
কালনাগ	কালনাগিনি	চামার	চামারনি	তাঁতি	তাঁতিনি

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
তেলি	তেলিনি	প্রেত	পেতনি	মোক্তার	মোক্তারনি
দুখি	দুখিনি	বদ্যি	বদ্যিনি	মোগল	মোগলানি
দুলে	দুলেনি	বন্দি	বন্দিনি	মোড়ল	মোড়লনি
দোকানদার	দোকানদারনি	বন্ধু	বন্ধুনি	রাজপুত	রাজপুতানি
ধাঙড়	ধাঙড়নি	বাউল	বাউলনি	শয়তান	শয়তাননি
ধোপা	ধোপানি	বাঘ	বাঘিনি	শুঁড়ি	শুঁড়িনি
নাপিত	নাপতেনি	বামুন	বামনি, বামুননি	শেঠ	শেঠনি
পড়শি	পড়শিনি	ভিখারি	ভিখারিনি	সর্দার	সর্দারনি
পাগল	পাগলিনি	ভূত	ভূতনি	সাঁওতাল	সাঁওতালনি
পুরুত	পুরুতনি	ময়রা	ময়রানি	সাধু	সাধুনি
পূজারি	পূজারিনি	মুদি	মুদিনি	সাপ	সাপিনি
প্রেত	প্রেতিনি	মুসলমান	মুসলমাননি	হিন্দু	হিন্দুনি

৭. 'আ' ব্যবহার করে।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
উলঙ্গ	উলঙ্গা	লাটসাহেব	লাটসাহেবা	সুলতান	সুলতানা
খানসাহেব	খানসাহেবা	সাহেব	সাহেবা		

৮. পুংলিঙ্গ শব্দের আগে কিংবা পরে স্ত্রীবাচক শব্দ বসিয়ে বাংলায় অনেক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
কবি	মহিলা কবি	ঘোড়া	মাদি ঘোড়া	বেড়াল	মাদি বেড়াল
কুকুর	মাদি কুকুর	ডাক্তার	লেডি ডাক্তার	মুচি	মুচিবউ
কেরানি	মেয়ে কেরানি	দোকানি	মেয়ে দোকানি	সৈন্য	নারীসৈন্য
গোরু	গাইগোরু	পুলিশ	নারীপুলিশ	হাঁস	মাদি হাঁস

৯. কিছু বাংলা স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের শেষে 'ঈ' হয়।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ঘোড়ামুখ	ঘোড়ামুখী	পোড়ারমুখ	পোড়ারমুখী	সোনামুখ	সোনামুখী
চাঁদমুখ	চাঁদমুখী	প্যাঁচামুখ	প্যাঁচামুখী	হাসিমুখ	হাসিমুখী